...ত্ত্ব-বা...

এলোপ্যাথিক, বৈদ্যক, হোমিওপ্যাথিক
ও হাকিমীমতে সর্ব্বপ্রকার
রোগ-চিকিৎসা পুস্তক।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত সংগৃহীত

১৩ নং ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা।
১৪৭ নং অপার চিৎপুর রোড শোভাবাজার
সূর্য্য প্রেসে
শ্রীউমেশচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬ সাল।

(All rights reserved.)

চিকিৎসা তত্ত্ব-বারিধি সম্বন্ধীয়
অভিপ্রায়।

"চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিরাজ ও হাকিমগণ যে সকল অভিপ্রায়-পত্র দিয়াছেন তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

Certified that, "Chikitsa-Tatta-Baridhi" of Babu ... Kumar Mukerjee is a nice book for the study ... medical schools. It contains various informations of tre... of diseases.

Calcutta. } N. C. Mukerjee. M. B.
4th August, 1888. } House Surgeon—Mayo Hospital.

I have much pleasure in stating that "Chikitsha-T... Baridhi" contains many useful hints on the Allopathic ... Homœpathic treatment of diseases. Considering the gigantic nature of the work, the author deserves much praise.

Calcutta. } Nitai Chandra Halder, ... M.
The 14th Dec. 1888 } Late House Surgeon
Medl. College Hospl.

আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" অতি সুললিত অনুবাদ হইয়াছে। রোগের নিদান ও ঔষধপ্রয়োগের যেরূপ পদ্ধতি, তাহাতে সকলে ... সামান্যতঃ বিশেষ অবগত হইবার একমাত্র সহজ উপযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদসম্মত যে যে বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অ্যালোপ্যাথি কোন বিষয়ে যথা-শাস্ত্র অসংলগ্ন হয় নাই।

কলিকাতা ... ঔষধালয়। } কবিরাজ—

শ্রীআশুতোষ কবিরঞ্জন

শ্রীযুক্ত বাবু গোপী...

...া-তত্ত্ব-বারিধি" খানি পাঠ করিয়া যতদূর
...উত্তম হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনেকেরই
...নাই। ইতি ২৭শে ভাদ্র, সন ১২৯৫ সাল।

"চিকিৎসা-সম্বন্ধে যত প্রকার গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে
...কিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট
গ্রন্থ। আমি অতি নিবেশপূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া
আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ইহা যে প্রকার সরল ভাষায়
...হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। বৈদ্যকসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,
...তি সুন্দর। হোমিওপ্যাথিক ও য্যালোপ্যাথিক সম্বন্ধে রোগ-
...ষধ অতি সহজ ভাবেই লিখিত হইয়াছে। হাকিমিসম্বন্ধে যাহা
...হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিলাম।
...ক পুস্তকখানি চিকিৎসাসম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে
...ন, ইতি তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সাল।

বেনাপুর
মল্লারহাট পোষ্ট } ডাক্তার মহম্মদ এস্মাইল্।

...শয়।
আপনার "চিকিৎসা [illegible] বারিধি" অতি উৎকৃষ্ট সঙ্কলন হইয়াছে।
...লোপ্যাথিক চিকিৎসার এ পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবহার-বিষয়ক যত পুস্তক
...শিত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিতেই এত অধিক প্রেস্ক্রিপসন্
... বৈদ্যক [illegible] যাহা লিখিত হইয়াছে উহা অতীব সুন্দর।

...শয়।
"চিকিৎসা [illegible] ...terature amongst
করিলাম, [illegible] ...and ambitious ... and
...বধি একপ [illegible]

...কিৎসক মাত্রেরই যে বিশেষ প্রয়োজ... নিঃসন্দেহ নাই।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র...
বামনগোপাল...

"চিকিৎসা-তত্ত্ব বারিধি" অতি উপাদেয় গ্রন্থ ... কবিরাজ ও ... অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতিশয় দক্ষ... করা হইয়াছে। এত অল্পের মধ্যে বহুল বিষয়ের ... দৃষ্টিগোচর হয় না; এজন্য অবশ্যই আপনি সৎবারা ... হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীরামদাস গুপ্ত,
মেডিকেল্ প্র্যাক্টিস্।

শ্রীপুর

"মহাশয়, "চিকিৎসা-তত্ত্ব বারিধি" প্রকৃত প্রস্তাবেই চিকিৎসার রত্নাকর বিশেষ হইয়াছে। চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় ইহাতে আছে। ... এলোপ্যাথিকের রোগনির্ণয় অতি সহজ ভাবে ... সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। আমি বলিতে পারি, যাহার সাধারণ ভাষা বোধ আছে, সেই ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে, এজন্য চিকিৎসক ব্যতীত গৃহস্থগণেরও বিশেষ উপকারে আসিবে।

শ্রীবৃন্দাবনাথ ... গুপ্ত;
এল্, এম্, এস্।

মহাশয়,

আপনি অতি সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে যেরূপ ... চিকিৎসা ... আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক ... লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম।

শ্রীরহিম বক্স (হাকিম)।
... গৌরীপুর ...

মহাশয়! আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" পাঠ করিয়া যাহার ... এলোপ্যাথিক, বৈদ্যক, হোমিও... নানাপ্রকার রোগাদি

না তত্ত্ব বারি ... ।০

উত্তম

... ভাষায় এমন চিকিৎসার পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।
... চিকিৎসকের নিকট আদরণীয় হইবে।

... } শ্রীকেদারনাথ দত্ত, এম, বি
Late Offg. Med. Officer of
... E. Railway.
... ১৮৮৮।

..., আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক গ্রন্থখানি যেরূপ
... লিখিত এবং রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা-প্রণালী যেরূপ
... সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত, তাহাতে বোধ হইতেছে, ইহা
... বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইলে
... কয়েকখণ্ড পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীবিজয়মাধব বিদ্যাবিনোদ।
পুরন্দরবাটী।

... আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামধেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া
... সন্তোষ লাভ করিলাম। অদ্যাবধি এরূপ সংকলন কুত্রাপি দৃষ্টি-
... করি নাই। ইহা দ্বারা কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক, সকলেরই
... উপকার দর্শিবে। ইহা দ্বারা বিনা উপদেশে উত্তমরূপ চিকিৎসা
... পারা যায়।

শ্রী... গুপ্ত;

ডাক্তার ...
সিভিল্ হস্পিটাল্ আসিষ্টেন্ট।

আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক পুস্তকখানিতে সকল শ্রেণীর
... যে ... উপকার দর্শিবে, তাহা ... স্বীকার
... ইহাকে ... অত্যুক্তি ... না।

শ্রীকালিপদ ... গুপ্ত।
... পুরী।

It affords me much pleasure to read over the "Chikitsha-va-Baridhi" ...
lication ... long been
ical profession ...

upon it greatest intelligence, industry, research and mation. Certainly the book is nicely got up with every ...es as well as Homoeopathy and other method of medicines.

I would recommend to one and all to have such a book familyguide and professions too: The printings neatly ex... and at the sametime it is liberally cheap.

Gagan Chunder Nandi.—Homoeopath.

Dr Incharge: H... Seva. Charitable Dispensary

Chandernagore. E. I. R.

স্থানাভাব বশতঃ সকলগুলির স্থান কুলাইল না।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু

১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাশয়, আমি এই "চিকিৎসা তত্ত্ব-বারিধি" নামক পুস্তকের সকল প্রকার স্বত্ব আপনাকে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিলাম। ইহাতে আমার বা আমার উত্তরাধিকারিগণের কাহারও কোন প্রকার দাবী দাওয়া রহিল না—ইতি ৫ই বৈশাখ, [illegible] বঙ্গাব্দ।

ভাঙ্গা[illegible]

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

অর্পণ

আমাদের দেশের প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত
আজি কালি পাশ্চাত্য চিকিৎসার উন্নতির সময় বলিতে হইবে।
নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের
পরিপুষ্ট করিতেছে। যে সময় আমাদের দেশে হিন্দুরাজা
...রিতেন, কাশিদাস, দিবোদাস, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আ...
চিকিৎসার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য প্রগাঢ় গবেষণায় আহার
পরিত্যাগ করিয়া অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে পারিয়া-
...একমাত্র পরোপকারকে লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা জীবনের সমস্ত
...য় অতিবাহিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, সে সময় আয়ুর্বেদ
...গতের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল। এক্ষণে সেই আর্য্যঋষিগণ নাই—সেই
...র্য্যচিকিৎসাও নাই। আর্য্যের সকলই ছিল—শারীরস্থানবিদ্যা, অস্ত্র-
...্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি আধুনিক সভ্য সমাজের চিকিৎসা শাস্ত্রের
সকল প্রধান অঙ্গ, সে সমুদায়ই ছিল, কিছুরই অসদ্ভাব ছিল না।
...র্য্যগণ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-
...ন, তাহারই উন্নতির পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। তৎকালে আর্য্য-
...ের উন্নতির স্রোত একটানা বহিতেছিল, সুতরাং সকল দিকেই
আর্য্যগণের উন্নতি ভিন্ন অবনতির নাম গন্ধও ছিল না।
সংসারের নিয়মই এই—কোন সমাজের, কোন জাতির, বা ব্যক্তি-
বিশেষের যখন পড়তা পড়ে, তখন এইরূপ ঘটিয়া থাকে; আর্য্য...
...র্বেদেও তাঁবতীয় আর্য্যের পড়তার পরিচয়। ... সে সময় ...
মনীষাসম্পন্ন ... তাঁহাদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন
আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যখন ... পরিপুষ্ট হইয়া তাহার যৌ...
দশা প্রাপ্ত ... রূপ, লাবণ্য, অপূর্ব
...দর্শন ক... পুনঃপুনঃ রাজা...
... অভাবে আজি পর্যন্ত ... ধ্বংস...
... প্রাচীনতম আর্য্যজাতির চিকিৎসা... রূপ
... রচনা ... হইয়াছে। ...
... মুসলমানদিগের
...
...

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবন, স্বাস্থ্য, পীড়া ও মৃত্যু

যখন আমরা মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করি, সেই সময় হইতে যে শক্তিদ্বারা আমাদের দেহের বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষুকর্ণনাসিকাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা শারীরিক ও মানসিক সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিতে থাকি, সেই শক্তিকে সচরাচর জীবন বা জীবনী শক্তি বলা গিয়া থাকে। যত দিন আমাদের এই জীবনী-শক্তি থাকে, তত দিনই পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ, তাহার পর কোন সম্বন্ধ থাকে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকি, সেই সময়কে আমাদের জীবন ও পরমায়ু কহে। এই জীবনী-শক্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরবাদীরা বলেন যে এক মহাত্মা (ঈশ্বর) এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের জীবন-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার ছায়া আত্মারূপে জীবদেহে অবস্থিতি করে বলিয়াই জীবের জীবনী-শক্তি আছে; সেই আত্মা কোন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে, কেবল অনুমান দ্বারাই তাঁহার সত্ত্বা অনুভব করিতে পারা যায়। আর নিরীশ্বরবাদীরা এই জীবনী-শক্তিকে জীবিতাবস্থার ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, সে বিষয় আর অধিক বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার প্রয়োজন নাই

জীবনী-শক্তি সকল দেহে সমান সময় থাকে না, অর্থাৎ সকল মনুষ্যের আয়ু সমান নহে কেহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, কেহ অল্পদিনেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করে। মরণের নিশ্চিত সময় নাই। যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি ভোগ করিতে পারেন, তিনিই দীর্ঘজীবী হয়েন এবং তাঁহার মৃত্যুকেই কালমৃত্যু বলা যায়। তদ্ভিন্ন মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা গিয়া থাকে।

পূর্ণজীবিত কালকে পণ্ডিতেরা তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—বাল্য, মধ্য এবং বার্দ্ধক্য।

প্রথম—পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা। বাল্যাবস্থাকে নিম্নলিখিত তিনটী অবস্থায় পৃথক করা যাইতে পারে

(ক) একবৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধদ্বারা পোষিত হইবার অবস্থা

(খ) দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধ এবং অন্নদ্বারা পোষণের অবস্থা।

(গ) তৃতীয় বর্ষ হইতে মনুষ্যের জীবন অন্নগত এবং এই সময় হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মানবদেহে কফাধিক্য জন্মে।

দ্বিতীয়—মধ্যাবস্থা ষোড়শ হইতে সপ্ততি (সত্তর) বৎসর পর্য্যন্ত এবং উহা নিম্নলিখিত চারিটী অবস্থায় বিভক্ত।

(ক) ষোড়শ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি

(খ) বিংশতি হইতে ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন

(গ) ত্রিংশ হইতে চত্বারিংশ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা। এই সময় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়

(ঘ) চল্লিশ হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত সময়ের নাম হানি। এই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতা এবং বল হ্রাস হইতে থাকে এবং শরীরে পিত্তাধিক্য জন্মে।

তৃতীয়—সত্তর বর্ষ হইতে বার্দ্ধক্য। এই সময় হইতে ইন্দ্রিয়, বল এবং জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে পেশী সমুদায় শিথিল, কেশ পক্ক ও পতিত, দেহ অবনত এবং কাশ, উদরাময় ও অন্যান্য পীড়ার আক্রান্ত হইতে থাকে বৃদ্ধাবস্থায় মানবদেহে বায়ুর আধিক্য জন্মে এবং বায়ুর আধিক্য [illegible] ইন্দ্রিয় ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয়।

জীবন, স্বাস্থ্য, পীড়া ও মৃত্যু

সাধারণতঃ, পুরুষের পঞ্চবিংশ এবং স্ত্রীর ষোড়শ বর্ষ বয়সে শরীর এবং বলের পূর্ণতা জন্মে।

স্বাস্থ্য।—সমস্ত দেহের ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের ক্রিয়া প্রকৃত অবস্থায় থাকিলে, তাহাকে স্বাস্থ্য বা সুস্থাবস্থা কহে। এই অবস্থায় মন প্রফুল্ল থাকে, কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, নিয়মিত ক্ষুধা হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণে শরীরের ক্লেদাদি নির্গত হইয়া শরীর ও মন স্বচ্ছন্দে থাকে।

অস্বাস্থ্য।—উপরি লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তাহাকে অসুস্থাবস্থা বলা যায়। এই অবস্থায় শরীরে ও মনে সুখ থাকে না, কর্ম্ম-কার্য্যে ইচ্ছা থাকে না, সর্ব্বদাই বিরক্তি বোধ হয়, ক্ষুধামান্দ্য ও শৌচ-প্রস্রাবাদি শারীরিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। পীড়া অস্বাস্থ্যের নামান্তর মাত্র।

রোগের কারণ।—রোগের কারণ অবধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; ইহাতে সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং বহুদর্শীতার প্রয়োজন। তবে, সাধারণতঃ, রোগনির্ণয় করিতে হইলে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অবশ্য এমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে যে কারণ হইতে রোগোৎপত্তি হইয়াছে। এ জন্য পীড়ার সহিত পূর্ব্ব ঘটনা পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে হয়; এরূপ না করিলে পীড়ার প্রকৃত কারণের সহিত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার ভ্রম হইতে পারে। মনে কর, রাত্রি-কালে চারি, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র আহার করিয়া শয়ন করিল; প্রাতঃকালে দেখা গেল, তাহাদের কাহার অজীর্ণ, কাহার উদরাময়, কাহার বা কাস রোগের উৎপত্তি হইল, আর কেহ কেহ বা দিব্য স্বচ্ছন্দে রহিল, তাহাদের শরীরে পীড়ার নামে গন্ধও নাই। ইহাতে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে যাহারা পীড়িত হইল, তাহাদের দেহে পূর্ব্বে এমন কোন বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধির সঞ্চার হইল।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।—এইরূপে যে সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অবলম্বন করিয়া কোন পীড়ার আবির্ভাব হয়, তাহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলে।

রোগোপশমিকা শক্তি।—জীবিত দেহে একপ্রকার স্বাভাবিক রোগোপশমিকা শক্তি আছে, তদ্দ্বারা চিকিৎসা ব্যতিরেকেও অনেক স্থলে রোগের উপশম হয়। এই শক্তি, সকল দেহে সমান রূপে থাকে না, এজন্য কেহ কেহ সামান্য পীড়ায় বিশেষরূপে চিকিৎসিত হইলেও রোগমুক্ত হইতে পারে না, এবং কেহ কেহ বিনা চিকিৎসাতেও অতিশয় সাংঘাতিক পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিম্নোক্ত নয় প্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অবধারিত হইয়াছে, যথাঃ—

(১) পিতৃমাতৃক বা কৌলিক প্রকৃতি, (২) ধাতু বা দেহ প্রকৃতি, (৩) দৌর্ব্বল্যকর কারণ, (৪) পূর্ব্ব পীড়া, (৫) বর্ত্তমান পীড়া, (৬) বয়স, (৭) লিঙ্গ, (৮) উদ্দীপন এবং (৯) ব্যবসায়।

(১) কৌলিক প্রকৃতি।—পুত্রের জন্মকালে পিতৃমাতার কোন পীড়া থাকিলে পুত্রেরও সেই পীড়া জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। এইরূপে উৎপন্ন ব্যাধিকে বৈদ্যকশাস্ত্রে কুলজ বলা হয়। এই সকল কুলজ ব্যাধি যে কোন্ সময়ে পুত্রে সংক্রামিত হইবে, তাহা স্থির বলা যায় না। তবে, সাধারণতঃ তড়কা, জড়তা ও উপদংশ রোগ কুলজরূপে জন্মিলে শিশুর বাল্যাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। মৃগী ও ক্ষয়কাশ যৌবনের প্রারম্ভে, বাত ও নানা প্রকার স্নায়বিক পীড়া প্রৌঢ়াবস্থায় এবং শ্বাসকাশ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়া বৃদ্ধাবস্থায় সংক্রামকরূপে পুত্রে আসিয়া থাকে। কুলজ ব্যাধি কখন কখন পৌত্রপ্রপৌত্রাদিতেও সংক্রামিত হইতে দেখা গিয়া থাকে।

(২) ধাতু বা দেহ প্রকৃতি।—ধাতু চারিপ্রকার যথা,—রক্তপ্রধান, শ্লেষ্মাপ্রধান, পিত্তপ্রধান এবং বায়ু বা স্নায়ু প্রধান।

যাহাদের শরীর পুষ্ট, পেশী সকল দৃঢ়, চক্ষু উজ্জ্বল, বর্ণ পরিষ্কার, ত্বক্ কোমল ও পাত্লা, রক্তবাহিকা নাড়ী সকল স্থূল, নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও চিত্ত চঞ্চল; তাঁহাদের ধাতু রক্তপ্রধান এবং তজ্জন্য এই সকল ব্যক্তিবর্গের সচরাচর প্রায়ই প্রদাহ, রক্তস্রাব প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে।

যাহাদের পেশী সকল কোমল, ত্বক মলিন, মুখমণ্ডল নিস্তেজ ও প্রতিভাশূন্য, ওষ্ঠ স্থূল, রক্তবাহিকা নাড়ীসকল সূক্ষ্ম এবং বক্তের গতি মন্দ, তাহাদের ধাতু শ্লেষ্মাপ্রধান এবং তজ্জন্য তাহাদিগের মেদ বৃদ্ধি এবং উদরী শোথ প্রভৃতি পীড়া জন্মে

যাহাদের দেহের পেশী সমুদায় অল্প কঠিন ও স্থূল, বর্ণ কৃষ্ণ, চিত্ত প্রফুল্ল, রক্তবাহিকা নাড়ীসকল স্থূল, ত্বকের নিম্নস্থ শিরাগুলি স্পষ্ট দৃশ্যমান এবং নাড়ী পূর্ণ ও কর্কশ, তাহাদের ধাতু পিত্তপ্রধান, এবং তজ্জন্য তাহারা অধিক পরিমাণে কোন রূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম এবং তাহাদের উদরাময় ও পিত্তাধিক্য রোগ অধিক হইয়া থাকে।

যাহাদের মাংসপেশী ক্ষুদ্র, কোমল ও শীর্ণ এবং স্বভাব চঞ্চল, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুতগামী এবং ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অল্প কারণেই উত্তেজিত হয়, তাহাদের ধাতু বায়ুপ্রবল ; এজন্য তাহাদিগের অপস্মার, চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

এক একটী ব্যক্তিতে যে এক একটী ধাতুর সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নহে ; ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর লক্ষণ সমুদায় এক একটী ব্যক্তিতে দেখা গিয়া থাকে তাহাদিগের প্রকৃতি দুই তিনটী ধাতুর মিশ্রণ বলিয়া বুঝিতে হইবে

(৩) দৌর্ব্বল্যকর কারণ।—দুর্ব্বলতা প্রযুক্তই আমাদের দেশের লোকের অধিকাংশ পীড়ার উৎপত্তি দৌর্ব্বল্যের কারণ নানাবিধ। যথা,—পরিপোষণশক্তির অল্পতা, পরিপাকশক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, উদরাময় এবং রক্তাধিক্য প্রভৃতি পীড়া।

অপরিষ্কার বায়ু।—নানাপ্রকার পদার্থের বাষ্প বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ; তজ্জন্য মহামারী, লোহিত-জ্বর, হাম প্রভৃতি পীড়া জন্মিতে পারে।

শারীরিক ও মানসিক শ্রমের আধিক্য।—শরীর এবং মন উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চালিত না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না ; কিন্তু ঐরূপ পরিশ্রমের মাত্রা অধিক হইলে নানা প্রকার পীড়া জন্মে

শ্রমবিমুখতা।—নিতান্ত অলস হইলে দেহের ক্রিয়া সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, উত্তমরূপ রক্তসঞ্চালন না হইলে হস্তপদাদি শীতল, ত্বক্ শুষ্ক, যকৃৎ নিষ্ক্রিয়, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ প্রভৃতি পীড়া হয়।

অতিরিক্ত উষ্ণতা।—অধিক পরিমাণে রৌদ্র কিম্বা অগ্নির উত্তাপে থাকিলে, অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, মাংসপেশী সমুদায় শিথিল, হৃৎপিণ্ড ও ইন্দ্রিয়সকল নিস্তেজ, প্রচুর ঘর্ম নিঃসরণ, ফুসফুসের ক্রিয়া-বৃদ্ধি, এবং রক্তের জলীয়াংশে কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন বাষ্পের অল্পতা হয়, সুতরাং রক্ত দূষিত ও যকৃৎ উত্তেজিত হইয়া পিত্তবৃদ্ধি, আমাশয়, ওলাউঠা ইত্যাদি পীড়া জন্মিয়া থাকে।

অতিরিক্ত শীতলতা।—অল্প শীতে পেশী সমস্ত সতেজ থাকে সত্য, কিন্তু শরীরে অতিরিক্ত শীত লাগিলে ত্বকের নিম্নস্থ কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলি আকুঞ্চিত হয় এবং তজ্জন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিতে রক্তাবরোধ হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে অধিকমাত্রায় শীতের পর প্রায়ই মহামারী হইতে দেখা যায়।

সর্ব্বদা অপরিমিত সুরাপান।—নিয়ত অধিক মাত্রায় সুরাপান করিলে শরীরের সমস্ত যন্ত্র নিরন্তর বেগে পরিচালিত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে; তজ্জন্য পাকস্থলী বিকৃত হইয়া ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানা রোগ একত্রিত হইয়া প্রাণনষ্ট করিতে পারে। আজিকালি পানদোষে অনেক লোকের অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে।

মানসিক দৌর্ব্বল্য।—ভয়, শোক, নৈরাশ্য প্রভৃতি মানসিক দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত শরীর নিস্তেজ হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

অধিক মাত্রায় বা পুনঃপুনঃ রক্ত ও ধাতুক্ষয়।—অধিক পরিমাণে বারম্বার রক্তস্রাব হইলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া যে নানা প্রকার রোগগ্রস্ত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতিরিক্ত মাত্রায় ধাতুক্ষয় জন্য প্রমেহ, উদরাময়, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মে।

(৪) পূর্ব্ব পীড়া।—কোন পীড়াবশতঃ শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে,

অন্যান্য পীড়াও প্রবল হয়। অপস্মার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি পীড়া একবার হইলে পুনঃপুনঃ হইতে থাকে। চিকিৎসা দ্বারা পীড়া স্থগিত থাকিতে পারে, কিন্তু রোগের কারণ বিদ্যমান থাকিলে পুনর্ব্বার সেই রোগ দেখা দেয়।

(৫) বর্ত্তমান পীড়া।—দেহে কোন পীড়া গুপ্তভাবে থাকিলেও অন্য পীড়া জন্মিবার সম্ভব হয়।

(৬) বয়স।—বয়সপ্রযুক্ত শরীরে বিশেষ বিশেষ রোগের সঞ্চার হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত শিশুদিগের শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া সুচারুরূপে হয় না, এই অবস্থায় শরীরের অংশ সমুদায় শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, সেই সেই অংশের ক্রিয়াও অধিক হইতে থাকে, এজন্য পাকস্থলী, অস্থি এবং মস্তিষ্কের পীড়া হইতে দেখা যায়।

শিশুসন্তানগণের দন্তোদ্গমের ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত তাহাদিগের সর্ব্বদা জননীশক্তির আতিশয্য, রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার আধিক্য এবং স্নায়ুসমূহের অতিরিক্ত উদ্দীপনা প্রযুক্ত প্রদাহ, জ্বর ও স্ফোটকাদি পীড়া হইয়া থাকে।

বার্দ্ধক্যে স্বভাবতঃ শ্বাস, কাশ ও উদরাময়াদি রোগ দেহ অধিকার করে। এইরূপে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৭) লিঙ্গ।—স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির দেহও প্রকৃতি সমান নহে। এই বৈষম্য প্রযুক্ত উভয়ের দৈহিক-ক্রিয়ার অনেক তারতম্য লক্ষিত হয়। পুরুষের দেহ দৃঢ় এবং বলশালী বলিয়া রক্তস্রাব ও প্রদাহ জন্য রোগ প্রায়ই জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির স্পর্শানুভাবকতা-শক্তি প্রবল এবং দেহ কোমল বলিয়া অধিক পরিমাণে স্নায়বিক পীড়া হইতে দেখা যায়, আর তাহাদের সকল রোগেই অগ্রে দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

(৮) উদ্দীপন।—দেহে তেজের আধিক্য হইলেও পীড়া জন্মে, অতিরিক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণে, উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে, শরীরে রক্তের পরিমাণ অধিক হইয়া প্রদাহ ও জ্বরাদি পীড়া হইয়া থাকে। এই জন্যই পরিশ্রমের পর মাংসপেশীর পীড়া, অধিক ঔষধ সেবনের পর মস্তিষ্ক

ধারের পীড়া, বিরেচক ঔষধ সেবনের পর অন্তের এবং মানসিক চিন্তার পর মস্তিষ্কের পীড়া হইয়া থাকে।

(৯) ব্যবসায়।—ব্যবসায়বিশেষে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের ন্যূনাধিক্য বশতঃ বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মিয়া থাকে। শিক্ষক ও উকিল-শ্রেণীর লোকদিগের অধিক বাক্যব্যয়-প্রযুক্ত শ্বাসযন্ত্রের পীড়া, ঘটিকা যন্ত্র-নির্মাতাদিগের শিরঃপীড়া এবং সূচীকর্মকারদিগের সর্বদা কুব্জভাবে বসিয়া থাকা প্রযুক্ত উদরের পীড়া জন্মে।

উদ্দীপক কারণ।—পূর্ববর্তী কারণে রোগের সঞ্চার হয়, কিম্বা প্রচ্ছন্নভাবে রোগ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে, কিন্তু যে কারণে সেই সকল রোগ সুপ্রকাশ পায়, তাহাকে উদ্দীপক কারণ কহে।

উদ্দীপক কারণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—প্রথম, বিজ্ঞেয় কারণ, অর্থাৎ যে গুলি অনুভব করিতে পারা যায়, দ্বিতীয়, অবিজ্ঞেয় কারণ, অর্থাৎ যাহাদিগকে অনুভব করিতে পারা যায় না।

বিজ্ঞেয় কারণ নয়টী, যথা;—(১) যান্ত্রিক অপচয়, যথা—বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিলে হৃদ্রোগ, মূত্রাশয়ে আঘাত লাগিলে মূত্রাঘাত, কটিদেশে দৃঢ়রূপে বস্ত্রাদি পরিধান করিলে অজীর্ণ রোগের কারণ হয়; (২) রাসায়নিক অপচয়, যথা,—দ্রাবকাদি দ্রব্য সংস্পর্শে শরীরে ক্ষত, অন্তরূপে উদরাময়াদি রোগের উৎপাদন, (৩) অযোগ্য পান ও ভোজন; (৪) মানসিক চিন্তার আধিক্য, (৫) অপরিমিত শ্রম; (৬) অধিক পরিমাণে মল মূত্র ও শুক্রাদি ক্ষয়; (৭) মলমূত্র ও শুক্রাদিপাতের অল্পতা; (৮) সন্তাপ ও বায়ুর পরিবর্তন এবং (৯) অপরিচ্ছন্নতা ও নির্মল বায়ুর অভাব

অবিজ্ঞেয় কারণ অনেক গুলি; সাধারণতঃ—ম্যালেরিয়া বিষ, দেশ-বিশেষের স্থানিক শক্তি, মারক শক্তি, বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং সংক্রামক বিষ প্রভৃতি

দেহের জীবনীশক্তি নষ্ট হইলেই তাহাকে মৃত্যু বলে। মৃত্যুর কারণ সকলে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) যান্ত্রিক; যথা—উদ্বন্ধন, জলনিমজ্জন, অগ্নিদাহ, শীতাধিক্য ও বিষাক্ততা প্রযুক্ত; (২) শৈশবাবস্থায় দৌর্বল্য ও বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক অবসাদজন্য এবং (৩) পীড়াবশতঃ মৃত্যু।

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে নিম্নলিখিত প্রকারে রোগের কারণ অবধারিত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, কফ,* রস, রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র মনুষ্যদেহের প্রধান উপাদান বায়ু পিত্ত ও কফ শরীরক্রিয়ার পোষক, ইহারা বিকৃত হইলেই রোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়। যেমন চন্দ্রকিরণে শীতলতা উৎপাদিত হয়, সূর্য্যকিরণে জলীয়াংশকে শুষ্ক করে এবং বায়ু ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া সৃষ্টির সমতা রক্ষা করে, সেইরূপ শ্লেষ্মাদ্বারা শরীরে শীতলতা জন্মে, পিত্তদ্বারা তাহা শুষ্ক হয় এবং শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চালিত হইয়া দৈহিক ক্রিয়া সকলকে সুশৃঙ্খলায় রক্ষা করে

অবিধি আহারবিহারাদি দ্বারা বায়ুপিত্তকফ বিকৃত হইয়া সকল রোগের কারণ হয় অনাহার, অতিভোজন, কুদ্রব্য ভক্ষণ, অসময়ে আহার ইত্যাদিকে অবিধি আহার বলা যাইতে পারে, এবং অতিরিক্ত শ্রম, অল্প শ্রম, তাপ ও শৈত্যের আধিক্য বা অল্পত্ব, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা, ইন্দ্রিয়সেবায় একেবারে নিবৃত্তি, অল্প নিদ্রা ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি ক্রিয়াকে অবিধি বিহারমধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

কোন কোন রোগ কোন কোন রোগের কারণও হইয়া থাকে যথা,—জ্বরসন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত জন্মে, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর জন্মে।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ অসৎকার্য্যকে রোগের হেতুভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এইরূপে উৎপন্ন রোগসকলকে কর্ম্মজ রোগ বলিয়া

---

* বায়ু —বা ধাতুর অর্থ বহন করা; যদ্দ্বারা দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়

পিত্ত —পিৎ ধাতুর অর্থ তাপ যদ্দ্বারা শরীরে তাপ রক্ষা হয়।

কফ বা শ্লেষ্মা —শ্লিষ ধাতুর অর্থ সংযোগ করা, যদ্দ্বারা শারীরিক পদার্থ সমূহ পরস্পর সংযোজিত হয়

বায়ু, পিত্ত ও কফকে ত্রিদোষ নামেও অভিহিত করা যায় যেখানে ত্রিদোষের উল্লেখ আছে সেখানে বায়ু, পিত্ত ও কফকে বুঝিতে হইবে।

অভিহিত করা হয়। ঔষধাদি প্রয়োগে এই সকল রোগের কোন প্রতিকার হয় না; তাহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তাদি দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত পুত্রকন্যাদিগের জন্মকালে পিতামাতার কোন পীড়া থাকিলে, সেই পীড়া পুত্রাদিতে সংক্রমিত হয়। এই সকল রোগকে কুলজ রোগ বলা গিয়া থাকে। কর্ম্মজ ও কুলজ রোগসকলও যে বায়ু-পিত্ত-কফ বিকৃত হইয়া উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু, এই সকল স্থলে ত্রিদোষবিকৃতির কারণ কোন দৈবসূত্র-সঞ্জাত বলিয়া অনুমান করা হয়। ফলতঃ, রোগসম্বন্ধে যদিও কিছু অবধারিত করিবার প্রত্যক্ষ উপায় নাই, তথাপি, কুলজ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ আছে; জন্মসময়েই কুলজ রোগের সূত্র শিশুদেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

আর্য্য ঋষিগণ দেহ হইতে আত্মার বিয়োগকে মৃত্যু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বৃদ্ধাবস্থায় স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় বিকৃত হইয়া যে মৃত্যু হয়, তাহাকে স্বাভাবিক মৃত্যু কহে। তদ্ভিন্ন অপরিমিত পান ও ভোজন-দোষ, বজ্রাঘাত, বিষভক্ষণ, সর্পাঘাত এবং জলনিমজ্জন প্রযুক্ত যে মৃত্যু, তাহাকে আকস্মিক মৃত্যুমধ্যে গণ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রোগ ও রোগের সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয়।

যদ্দ্বারা এক রোগ হইতে অন্য রোগকে প্রভেদ করিতে পারা যায়, তাহাকে রোগজ্ঞান কহে। চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় করা আবশ্যক। ইহা দ্বারাই চিকিৎসকের বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। রোগনির্ণয় না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ, কেবল, অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় অকার্য্যকর

রোগীর বাহ্য অবস্থা দর্শন করিয়াই অনেক রোগ নির্ণীত হইয়া থাকে। পীড়ার লক্ষণ জ্ঞান আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় যেখানে দুই, তিনটী রোগের একরূপ লক্ষণ দেখা যায়, সেস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা রোগ উপলব্ধি করিতে হইবে। সাধারণতঃ, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা রোগ নির্ণয় করিতে হয়। যথা,—নাড়ীর গতি, প্রস্রাব, মল, জিহ্বা, নিঃশ্বাস, চর্ম্ম, চক্ষু এবং পূর্ব্ববিবরণ।

নাড়ী পরীক্ষার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যথা,—চিকিৎসকের রোগীর নিকট উপস্থিত হইবার কিয়ৎকাল পরে নাড়ী পরীক্ষা কর্ত্তব্য। একটী অপেক্ষা তিন চারিটী অঙ্গুলি দ্বারা অল্প টিপিয়া নাড়ী পরীক্ষা করাই উচিত, কেন না, তাহা হইলে নাড়ীর বেগ ও নাড়ীতে রক্তের পরিমাণ জানিতে পারা যায়। অতি শৈশবাবস্থায় রক্তের গতি স্থির করা যায় না; এজন্য, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যা গণনা করা উচিত রোগী স্নায়ু প্রধান-ধাতু-বিশিষ্ট হইলে, তাহার সহিত কথাবার্ত্তাদ্বারা তাহাকে অন্যমনা করিয়া তবে তাহার নাড়ী পরীক্ষা বিধেয়।

সুস্থাবস্থায় নাড়ীর গতি স্থিরতায় সমান এবং অঙ্গুলীর নিয়ে ধীরে ধীরে অনুভূত হয়। সবল স্ত্রী এবং বাল্যাবস্থায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নাড়ী কিঞ্চিৎ বেগবতী ও সূক্ষ্ম হয়, এবং স্নায়ু পধান ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগের কিঞ্চিৎ মন্দগতি হয় বৃদ্ধ বয়সে ধমনীর দৃঢ়তা-হেতু নাড়ী কর্কশ হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের নাড়ী অতি পুষ্ট ও বেগবতী হয়।

সুস্থ লোকের নাড়ী বয়ঃক্রমানুসারে এক মিনিট সময় মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে গতিবিশিষ্ট হয় বা ধুক্ ধুক্ করে।

জন্মকালে	১৪০ বার।
এক বৎসরের সময় ...	১৩০ „
দুই বৎসরের সময়	১১০ „
তিন বৎসরের সময়	১০০ „
সাত বৎসরের সময় ...	৯০ „
চৌদ্দ বৎসরের সময় ...	৮৫ „

ত্রিশ বৎসরের সময়	৮০ বার।
পঞ্চাশ বৎসরের সময়	৭৫ "
আশী বৎসরের সময়	৬০ "

নাড়ী পরীক্ষার সময় যে তিনটী অঙ্গুলী দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়, সেই তিনটী অঙ্গুলী অতি ধীরে ধীরে নাড়ীর উপর স্থাপন করিতে হয়। টিপিয়া ধরিলে ধমনীতে চাপ পড়ে, সুতরাং নাড়ীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না। ডাক্তারেরা সচরাচর নিম্নলিখিত মত নাড়ী পরীক্ষা করিয়া থাকেন :—

যখন নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইবে, তৎকালে হাতটী যেন বেশ সরলভাবে থাকে, কোন প্রকার টাইট্ জামা কিম্বা চাপ পড়িয়া হাতের নাড়ীর গতির যেন ব্যতিক্রম না হয়। নাড়ীর উপর পরীক্ষক অঙ্গুলি স্থাপন করতঃ ঘড়ি খুলিয়া ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার সহিত নাড়ীর গতির পরিমাণ করিবেন। পরে উপরি উক্ত ধুক্ধুকুনীর সংখ্যার সহিত মিলাইলে রোগীর অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। নাড়ী পরীক্ষা সকলের দ্বারা সুচারু সম্পন্ন হইতে পারে না, বিশেষ অভিজ্ঞতা না জন্মিলে নাড়ী দেখিয়া প্রকৃত রোগ নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে, তাই ইংরাজ চিকিৎকগণ সহজে শরীরের অবস্থা ও রোগনির্ণয়ের জন্য এক প্রকার যন্ত্র অবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নাম (Clinical Termometer) "ক্লিনিকেল্ থর্ম্মমেটার" এই যন্ত্র ব্যবহারে বিনা ক্লেশে শরীরের উত্তাপ ও নাড়ীর অবস্থা অবগত হওয়া যায় এবং ইহার ব্যবহার সকলেই করিতে পারেন, এমন কি স্ত্রীলোকেও এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন। সবিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দেখুন।

কফপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নাড়ীস্পন্দনের সংখ্যা অধিক। অবস্থান, শয়ন, উপবেশন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় পেশী সকলের আকুঞ্চন ও প্রসারণের তারতম্যানুসারে নাড়ীর স্পন্দন-সংখ্যারও ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। সচরাচর দণ্ডায়মানাবস্থায় ৭৯, উপবেশনাবস্থায় ৭০, এবং শয়নাবস্থায় ৬৭ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

রোগবিশেষে নাড়ীর গতি সময়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় নাড়ী-স্পন্দনের কারণ এই যে, রক্তাধারের বৃহদংশ স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া শরীরের রক্তবাহিকা নাড়ীতে রক্ত সঞ্চালন করে, এই জন্য নাড়ীতে রক্তপ্রবাহ ও তাহার স্পন্দন অনুমিত হইয়া থাকে নাড়ীর গতি দ্বারা রোগের নানা প্রকার চিহ্ন জানিতে পারা যায়

সাধারণতঃ প্রাতঃকালে নাড়ীর গতি প্রবল এবং সন্ধ্যাকালে মৃদু হয় নিদ্রাকালে মৃদু এবং জাগ্রতাবস্থায় প্রবল হয় পরিশ্রম করিবার সময় নাড়ীস্পন্দনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শ্রমাধিক্য প্রযুক্ত শ্রান্তিদূর-কালে অল্প হয়

তামাকু, গঞ্জিকা বা মদিরা সেবনের পর এবং ক্রুদ্ধ ও ভীতাবস্থায় নাড়ীর গতি প্রবল হইয়া থাকে

সহজ অবস্থা অপেক্ষা নাড়ীস্পন্দনের সংখ্যা অধিক হইলে দ্রুত-গামী এবং অল্প হইলে মন্দগামী কহা যায় দ্রুতগামী নাড়ী সচরাচর স্নায়বিক পীড়ার লক্ষণ এবং উহাদ্বারা দৌর্ব্বল্যের সহিত উত্তেজনা বুঝা যায়। দুইবার আকুঞ্চনের মধ্যসময় সমান হইলে নাড়ী সম, ঐ সময়ের মধ্যে স্পন্দন একেবারে অনুভূত না হইলে তাহাকে ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী বলা গিয়া থাকে সমনাড়ী সকল রোগেই সুলক্ষণের চিহ্ন রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমজন্য নাড়ী বিষম হয়, বিষমনাড়ী দোষাশ্রিত দুর্ব্বলতার জন্য, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্যে রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত ও মস্তিষ্কের প্রদাহ জন্য নাড়ী ক্ষণবিলুপ্ত হইয়া থাকে ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী রোগীর পক্ষে মঙ্গলদায়িকা নহে

১। দেহ নিস্তেজ হইলে নাড়ী সূত্রবৎ অনুভূত হয়।

২ শীতাধিক্য হইলে প্রস্রাবের বর্ণ পরিষ্কার জলের ন্যায় হইয়া থাকে

জ্বরকালে বা অন্য কোন কারণে শরীরের উত্তাপাধিক্য হইলে প্রস্রাব লোহিত বর্ণ ধারণ করে তখন ঐ প্রস্রাবকে কোন পরিষ্কার পাত্রে রাখিলে, তাহার নীচে লালবর্ণ গুঁড়া গুঁড়া সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন অধিক মল নিঃসরণ করে শরীর ঘর্ম অথবা শরীরের [illegible]

অধিক হয়, তখন প্রস্রাব অল্প হয়। কোন কোন জ্বরে এবং জলোদর রোগে এইরূপ হইয়া থাকে।

৩ যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হইলে মলের স্বাভাবিক বর্ণ নষ্ট হইয়া মৃত্তিকা বর্ণ হয় যকৃৎরস একেবারে বন্ধ হইলে মল শুক্লবর্ণ এবং যকৃৎ-রস অধিক হইলে মল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ভুক্ত দ্রব্য সুন্দররূপে জীর্ণ না হইলে, দ্রব মল নির্গত হয় অন্ত্রের ভিতর কোন রোগ জন্মিলে শোষক নাড়ী যদি জীর্ণ দ্রব্যের রসকে শোষণ করিতে না পারে, তবে মল জলবৎ তরল হয়

অন্ত্রের নলী প্রদাহযুক্ত হইলে, কোন কোন সময়ে তাহা হইতে রক্ত নির্গত হয় এবং উহাতে ক্ষত হইলে কখন কখন মলের সঙ্গে রক্ত বাহির হইয়া থাকে

৪ শরীরে জলীয়াংশ অধিক হইলে জিহ্বা শুক্লবর্ণ ধারণ করে। প্লীহাদি রোগে এইরূপ লক্ষণ দেখা যায়

যখন রস বিকৃত হয় ও পেট পরিষ্কার না থাকে এবং জিহ্বার উপরে ক্লেদ সঞ্চিত হয়, তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, শরীরে জ্বর আছে।

নানা প্রকার প্রদাহ রোগে জিহ্বার চতুষ্পার্শে লালবর্ণ দাগ হয়।

৫ নানা প্রকার জ্বরে নিশ্বাস গরম হয় ও দ্রুত বহিতে থাকে

৬ সুস্থ দেহে কখন কখন অল্প পরিমাণে স্বেদ নির্গত হয়, কিন্তু ঐ স্বেদ নির্গমন যদি কখন অল্প, কখন অধিক, অথবা কখন বন্ধ হয়, তবে উহা পীড়ার লক্ষণ জানিতে হইবে। পালি-জ্বর ও ক্ষয়কাশিরোগে অধিক ঘর্ম্ম নির্গত হয়, প্লীহা ও উদরাময় রোগে কখন অত্যল্প পরিমাণে, আবার কখন বা ঘর্ম্ম নিঃসরণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়

চক্ষু।—শরীরের রক্ত যখন অত্যন্ত বিকৃত হয়, পরিমাণে অল্প হয়, কিন্তু উহাতে জলীয়াংশ অধিক থাকে, তখন চক্ষুর ক্ষেত্র অতিশয় শুক্লবর্ণ ধারণ করে। প্লীহারোগে প্রায় চক্ষে রক্তের চিহ্ন থাকে না।

যকৃৎজ্বরেও রক্তের সহিত যকৃতের রস অধিক থাকিলে চক্ষের ক্ষেত্র পীতবর্ণ হয়।

ভাবীফল।—চিকিৎসাশাস্ত্র আজিও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নহে ইহার

প্রথমাবধি আজি পর্য্যন্ত কত নূতন তত্ত্ব কত নূতন চিকিৎসা-প্রণালী, কত নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহ গণনা করা যায় না। দৈবের সহিত জীবনের যে গূঢ়তর সম্বন্ধ আছে, তাহা আজি পর্য্যন্ত কাহারও জ্ঞানগম্য হয় নাই; যে দিন হইবে, সে দিন মৃত্যুরও প্রতিকার হইতে অধিক বিলম্ব থাকিবে না। এরূপ স্থলে, রোগ সাধ্য কি অসাধ্য নির্ণয় করিয়া তৎপক্ষে অভিপ্রায় প্রকাশ করা কতদূর গুরুতর ব্যাপার! অতএব এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য যদি কোন রোগীকে চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করি, আর যদি কোন উপায়ে সে তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করে, তবে কতদূর লজ্জার বিষয়, এবং সহজ পীড়াতেও মৃত্যুর আশঙ্কা সূচনা করিয়া আশাভঙ্গজনিত রোগীর বিশেষ অনিষ্ট সংঘটন করানও কতদূর ভয়ানক!

দর্শন এবং যুক্তি এই দুই প্রকারে রোগের ভাবীফল জানা যায়। কোন্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে কিরূপ ঘটনা হয়, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে রোগ অনেক পরিমাণে নিশ্চয় করিতে পারা যায়, আর যুক্তি দ্বারা রোগের প্রকৃত লক্ষণ সকলের কারণজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বে সেইরূপ রোগের চিকিৎসায় যেরূপ পন্থাবলম্বনে যাদৃশ ফললাভ হইয়াছে, সেই জ্ঞানের সাহায্যে ভাবীফল নির্ণীত হইয়া থাকে।

রোগের সাধ্যাসাধ্য জানিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে

বাল্যে এবং বার্দ্ধক্যে উৎকট নূতন রোগ হইলে প্রায়ই মারাত্মক হয়

স্ত্রীলোকের স্নায়বিক পীড়া অধিক হয়, শীঘ্র তাহার উপশম হয় না কিন্তু সেইরূপ পীড়া পুরুষের হইলে যেরূপ সাংঘাতিক হয়, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সেরূপ নহে। স্ত্রীলোকের সকল পীড়াতেই যদি স্বাভাবিক ঋতু হয়, তবে সুলক্ষণ জানিতে হইবে। প্রসবের পরে বসন্ত, লোহিত জ্বর (Scarlet fever) ইত্যাদি পীড়া অতীব সাংঘাতিক।

যে সকল ব্যক্তির ধাতু রক্তপ্রধান, তাঁহাদের সাংঘাতিক পীড়া অধিক

হয় স্নায়ুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সকল পীড়াতেই অতিরিক্ত যন্ত্রণা হয় পিত্তপ্রধান ধাতুতে বমন ও হস্তাপদাদির তল জ্বালা করে

যে সকল ব্যক্তি অতিরিক্ত সুরাপান, অধিক স্ত্রীসহবাস, অল্প আহার এবং অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক শ্রম করে, তাঁহাদের পীড়া অতিশয় প্রবল হয়।

যে সকল রোগে ঔষধ দিবামাত্র সহজে তাহার ক্রিয়া হয়, সে সকল পীড়ার সহজে প্রতিকার হইয়া থাকে হাম, বসন্ত প্রভৃতি পীড়ার পুনর্ঘোর অর্থাৎ একবার ভাল হইবার অব্যবহিত পরেই আবার প্রকাশ পাইলে বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় না ; কিন্তু মূর্চ্ছাদি রোগ পুনঃ পুনঃ হইলে বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকে জ্বর এবং অন্যান্য দৌর্ব্বল্যকর পীড়ার পুনর্ঘোর হইলে সাংঘাতিক হয় লোহিত-জ্বরের পর বাত ও প্রমেহাদি রোগ কষ্টসাধ্য।

রোগশঙ্কর অর্থাৎ বহুরোগ একত্র হইলে সুখসাধ্য নহে।

মারক স্থানিক এবং সংক্রামক পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ তীব্র হইলে রোগ দুঃসাধ্য হয়। উষ্ণপ্রধান দেশের স্থানিক পীড়া প্রবল হইলে বহু লোকের প্রাণ সংহার করে। বায়ুসঞ্চালনবিহীন স্থানের সংক্রামক পীড়া প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস্, মস্তিষ্ক, মূত্রাধার প্রভৃতি স্থানের পীড়া প্রায় সহজে উপশম হয় না।

শরীরের বহুস্থানব্যাপী পীড়া হইলেই যে সাংঘাতিক হয় এমন নহে, অল্পস্থানব্যাপী হইয়া যদি রোগ অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে তাহাতেও নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে

নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা সহজে রোগ নির্ণয় হইয়া থাকে যথাঃ—

প্রথম—দর্শন ; অর্থাৎ মুখশ্রী, জিহ্বা ইত্যাদি পরীক্ষা।

দ্বিতীয়—স্পর্শন ; অর্থাৎ নাড়ী ও দেহের উষ্ণতাদি পরীক্ষা।

তৃতীয়—রোগের বিবরণ, অর্থাৎ রোগীর স্বভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

নিম্নলিখিত উপায়ে রোগ নিরূপণ করিয়া থাকে

প্রথম। নিশ্বাসের শব্দ বিশেষ দ্বারা ফুস্ফুসের অবস্থা জ্ঞান করিবে।

দ্বিতীয় স্পর্শদ্বারা দেহের শীতোষ্ণতা এবং ত্বকের কোমলতা ও কর্কশতাদি পরীক্ষা করিবে

তৃতীয় দর্শনদ্বারা দেহের স্থূলতা, ক্ষীণতা এবং বর্ণ পরীক্ষা করিবে।

চতুর্থ। আস্বাদন দ্বারা মূত্রাদি পরীক্ষা করিবে

পঞ্চম। গন্ধ দ্বারা নিষ্ঠীবন ও পুরীষাদি পরীক্ষা করিবে। এবং অবশেষে প্রশ্ন দ্বারা চিকিৎসক রোগীর স্বভাব, বল, ক্ষুধা, তৃষ্ণাদি এবং রোগের বিবরণ অবগত হইবেন।

নাড়ী পরীক্ষা।—প্রাতঃকালে নাড়ী শীতল থাকে এবং ধীরে ধীরে বহিতে থাকে, মধ্যাহ্নকালে গরম এবং দ্রুতগামী হয়, সায়াহ্নে চঞ্চল হয় ও দ্রুত বহিতে থাকে এবং রাত্রিকালে পুনর্বার শীতল ও ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়।

বায়ু-প্রধান হইলে নাড়ী সত্বর ও ক্ষুদ্র প্রবাহে বহে, কফপ্রধান হইলে মৃদু এবং পরিপূর্ণ-ভাবে বহন করে, পিত্তপ্রধান হইলে ত্বরিত গতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগে নাড়ীর গতিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। নাড়ী পরীক্ষা করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত রোগীর স্নানাহার করা, অথবা অন্য কোন প্রকার কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকা উচিত নহে। উক্ত সময়ে রোগীকে জাগ্রত এবং স্বচ্ছন্দভাবে থাকিতে হইবে।

দুই হস্তের মণিবন্ধে, দুই পদতলে, গ্রীবা ও কণ্ঠাস্থির উপর এবং নাসাস্থিত দুইপার্শ্বে নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে। মণিবন্ধের উপরেই সাধারণতঃ নাড়ী পরীক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত। চিকিৎসক বামহস্ত-দ্বারা রোগীর দক্ষিণ হস্তের কনুই ধারণ করিয়া আপনার দক্ষিণ হস্তদ্বারা নাড়ীপরীক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকদিগের বাম-হস্তের নাড়ীর গতি পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। নাড়ীপরীক্ষা দ্বারা রোগী সুস্থ কি অসুস্থ এবং সে আরোগ্য লাভ করিবে কি না, চিকিৎসক তাহা অবধারণ করিবেন।

প্রাতঃকালে মলমূত্র পরিত্যাগের পর রোগী যখন স্থিরভাবে উপবেশন করিবে, সেই সময়ই নাড়ীপরীক্ষার উপযুক্ত সময়।

আহারকালে অথবা আহারের অব্যবহিত পরে, স্নানের পরে, ক্ষুধি-

অবস্থায়, সূর্য্যোত্তাপে ভ্রমণের পরে, ব্যায়ামের পরে, অশ্বারোহণান্তে, তৈলাক্ত দেহে, নিদ্রিতাবস্থায় স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায়, শিশুর জন্মিবার অব্যবহিত পরে, ভারবহনের পরে, দিবানিদ্রান্তে নাড়ী বাটিকা কালের জলাশয়ের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে, অতএব, ঐ সকল সময়ে নাড়ী পরীক্ষা বিহিত নহে।

জ্বরকালে নাড়ী গরম এবং দ্রুত বহিতে থাকে, কিন্তু বায়ুপ্রধান হইলে বড় চঞ্চল হয়, পিত্তাধিক্য হইলে নাড়ী বেগে বহিতে থাকে এবং ভেকের ন্যায় গতি হয়। কফাধিক্য হইলে নাড়ীর গতি স্থূল এবং মৃদু হইয়া থাকে।

উদরাময় রোগে নাড়ী শীতল এবং দুর্ব্বল বোধ হয়। ঐ পীড়া বহু দিনের হইলে নাড়ী স্থূল এবং কখন কখন দ্রুতগতিও হয়।

অজীর্ণ রোগে নাড়ী স্থূল হয়।

বিসূচিকায় দুর্ব্বল ও নিমগ্নপ্রায় বোধ হয়।

ক্রিমিরোগে দ্রুত, কখন স্থূল এবং কখন বা মৃদু অনুভূত হয়।

রক্তস্রাবরোগে নিস্তেজ, চঞ্চল এবং কখন কখন মৃদু বহিয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগে মৃদু এবং দুর্ব্বল হয়।

কাশরোগে দ্রুত এবং অনিয়মিতরূপে বহন করে।

শ্বাসরোগে তীব্র এবং দ্রুত বহে।

ছর্দ্দিরোগে মৃদু এবং অনিয়মিত প্রবাহ হয়।

মূত্র পরীক্ষা করিবার জন্য উত্তম পরিষ্কৃত পাত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং প্রাতঃকালেই পরীক্ষা করা উচিত; রোগীর বাতাধিক্য হইলে, প্রস্রাব ধূসর বর্ণ হইয়া থাকে, পিত্তাধিক্য হইলে লালবর্ণ হয় এবং প্রস্রাবকালে যাতনানুভব হইয়া থাকে, শ্লেষ্মাধিক্য হইলে প্রস্রাব গাঢ় এবং ফেণযুক্ত হইবে। একাধিক দোষ প্রবল হইলে বর্ণ এবং অন্যান্য লক্ষণ মিশ্রিত হইয়া আবির্ভূত হয়।

রোগীর বাতাধিক্য হইলে জিহ্বা পীতবর্ণ, অসমান এবং গো-জিহ্বার ন্যায় উস্কাখুস্কা হয়। পিত্তাধিক্য হইলে জিহ্বা লাল অথবা কাল ও উস্কাখুস্কা হইয়া থাকে। কফপ্রাধান্য হইলে সাদা, সরবৎ-পদার্থ যুক্ত এবং আর্দ্র হয়। বায়ুপিত্তকফ বিকৃত হইলে জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে

এবং কখন কখন উস্কাখুস্কাও দেখায় জিহ্বা সরল, শুষ্ক, পাংশুটে বর্ণ ও উজ্জ্বল হইলে রোগীর মৃত্যুচিহ্ন হয় জানিতে হইবে।

গর্ভধারণ-সময়ে জননীর শোণিতের অবস্থা, জরায়ুর অবস্থানকালে গর্ভাশয়ের প্রত্যেক অংশের অবস্থা, গর্ভাবস্থায় জননীর আহারগ্রহণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালনের অভ্যাস, গর্ভাধারণ সময়ে শারীরিক অবস্থা, ঋতু-কালীন শোণিত এবং পিতার বীর্য্যের অবস্থানুসারে মনুষ্যের বায়ু, পিত্ত এবং কফাধিক্য প্রভৃতি প্রকৃতির বিভিন্নতা জন্মে। উপরোক্ত কারণে বায়ুপিত্তকফ বিকৃত হইয়া সাময়িক পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ বিকৃত হইয়াই যে, সকল রোগের উৎপত্তি হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চিকিৎসকের তাহা সাবধান পূর্ব্বক পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার সঞ্চার হইয়া থাকে গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে বায়ু বিরোধী হইয়া পীড় জন্মে; শরৎকালে পিত্তাধিক্য এবং হেমন্ত, শিশির ও বসন্তকালে কফাধিক্য হইয়া পীড়া জন্মে।

বায়ুবিকৃতিতে আশী প্রকার পীড়া, পিত্তবিকৃতিতে চল্লিশ প্রকার, কফবিকৃতিতে কুড়ি এবং বায়ু-পিত্ত-কফ বিকৃত হইয়া ষোল প্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে

সর্পমুখস্থিত বিষ হইতে যেরূপ সর্পের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ গর্ভস্থ শিশু-শরীরস্থ বায়ু-পিত্ত-কফ দ্বারা তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না গর্ভাবস্থায় শিশু-শরীরস্থ উক্ত ত্রিদোষ আপনার কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকে। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই প্রাকৃতিক জল বায়ু ও উত্তাপ প্রভৃতির সংস্রবে উক্ত বায়ুপিত্তকফের ভাবান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে

ব্যায়াম, নিরাহার, শুষ্ক-দ্রব্য-ভোজন, উচ্চস্থান হইতে পতন, কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্তির পর, অনিদ্রার কারণ, অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হওন, মেহনিঃসরণ অথবা শুক্রক্ষয় জন্য বায়ু বিকৃত হয়। স্নানের পর ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইবার সময়ে এবং সন্ধ্যাকালে বায়ুর প্রাবল্য হইয়া

থাকে অতিরিক্ত ভয় কিম্বা শোক হইলে অথবা শীতল বাতাস গায়ে লাগাইলে বায়ু প্রবল ও বিকৃত হয়

বায়ু বিকৃত হইলে পাকস্থলীর নিম্নভাগ স্ফীত, শরীর উস্কাখুস্কা, শুষ্ক এবং রুক্ষ বোধ হয় রোগী অণ্ডকোষে এবং বস্তিতে বেদনা এবং আপনাকে শূন্যহৃদয়, ক্লান্ত ও দুর্ব্বল বোধ করে। সর্ব্বদা কম্পন, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাঁহার অন্যান্য অবয়ব সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং স্বর বিকৃত হয় এতদবস্থায় রোগী অধিক বাক্যব্যয় করে, নিদ্রা-কালে এলোমেলো স্বপ্ন দেখে, জাগ্রতাবস্থায় অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কথা কহে, কর্ণে সঙ্গীতের শব্দ অনুভব করে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় বোধ করে, দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস হয়, তৃষ্ণার জন্য মুখশোষ জন্মে, শরীর লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং তিক্ত স্বাদ অনুভূত হয়

কখন কখন রোগীর পাকস্থলীতে তীব্র (শূল) বেদনা বোধ হয়, শরীরের কোন কোন অংশ কঠিন মনে করে, চক্ষে ঝাপসা দেখে, কর্ণে নানা প্রকার উত্তম শব্দ শ্রবণ করে, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অসাড়ত্ব অনুভব করে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়, কুস্বপ্ন এবং তদবস্থায় অসম্ভব কার্য্য করিতে থাকা অনুভব করে ও নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া থাকে এবং ত্বক্ শুষ্ক দেখায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ু বিকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পীড়া উৎপাদন করে। মুখস্থিত প্রাণবায়ু বিকৃত হইয়া হিক্কা, ছর্দ্দি প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের জন্য শরীরস্থ উদান বায়ু বিকৃত হইলে শ্বাস, কাশ প্রভৃতি পীড়া জন্মে। পাকস্থলীস্থিত সমান বায়ু বিকৃত হইয়া ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, উদ্বেগ, মূর্চ্ছা এবং বক্ষঃ ও পার্শ্বে বেদনা উৎপন্ন করে অপান-বায়ু বিকৃত হইয়া মূত্রাশয়ের, গুহ্যদেশের, শুক্র এবং অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত করে ব্যান বায়ু বিকৃত হইয়া শরীর ও তদন্তর্গত সমস্ত যন্ত্রের পীড়া উৎপাদন করে।

অম্ল, উত্তেজক, লোণা ও কটু দ্রব্য এবং যাঁহাদের কোষ্ঠ ও তদ্রূপ অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, ভুক্ত দ্রব্যে ক্ষুধা শান্তি না হইলে, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতে পুনর্ব্বার আহার করিলে, পূর্ব্ব দিনের কোন

প্রকার বিকৃত ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলে, দধি, মদ্য ও কাঁজি পান করিলে, উষ্ণ বায়ু সেবন করিলে, বিশেষতঃ শরৎকালে বা মধ্যাহ্ন সময়ের রৌদ্রে অনাবৃত থাকিলে, অতিশয় ক্রোধের উদ্রেক হইলে এবং অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে

পিত্তাধিক্য হইলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, অম্লোদ্গার ও শরীরের সর্ব্বস্থানে স্ফোটক হয়। মনুষ্য সর্ব্বদাই ক্রোধপরবশ ও উদরের পীড়াযুক্ত হয়, ত্বক্ প্রসারিত, শরীর উষ্ণ এবং ঘর্ম্ম প্রচুর হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি মদ্য-পায়ীর ন্যায় চলিয়া বেড়ায়, আহার করিলেও যেন তাহার ক্ষুধার শান্তি হয় না অথবা সময়ে সময়ে আহারে প্রবৃত্তি থাকে না, বুদ্ধিমান হইলেও স্মৃতিশক্তি থাকে না, স্পষ্ট দেখিতে পায় না, খাদ্যবিশেষে অনিচ্ছা জন্মে এবং সেই আহারীয় দ্রব্য প্রায়ই অম্ল, তিক্ত বা মিষ্ট বোধ হয়। শরীরে বেদনা অনুভূত হয় ও বর্ণ মলিন হইয়া থাকে।

মিষ্ট, অজীর্ণকর দ্রব্য এবং অতিশয় শীতল দ্রব্য, যথা,—দুগ্ধ, ইক্ষু, তরল দ্রব্য, দধি, পিষ্টক, নারিকেল এবং ঘৃত ভোজনে ও দিবানিদ্রায় কফ বৃদ্ধি হয় শীত ও বসন্তকালে আহারের পরে এবং দিবসের তৃতীয় ভাগ কফাধিক্যের কাল

কফাধিক্য হইলে উদর সর্ব্বদা পূর্ণ বোধ হয়, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয় না। সুতরাং ক্ষুধা থাকে না, সর্ব্ব শরীর মলীন, ভার, শীতল এবং কর্কশ বোধ হয়; ত্বক্ মলিন ও তৈলযুক্ত দেখায়; মুখ, চোক ও নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে এরূপ ব্যক্তি দুর্ব্বল, সর্ব্বদা তন্দ্রাযুক্ত এবং অতিশয় নিদ্রাপ্রবৃত্ত হয় শরীরের যে স্থানে কফ সঞ্চিত হয়, সে স্থান স্ফীত হয় এবং মুখে অম্ল ও মধুর স্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে

যদি একই সময়ে দুই বা ততোধিক দোষ বিকৃত হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন দোষের লক্ষণ সমুদায় দৃষ্টিগোচর হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চিহ্ন সমুদায়ের আধিক্য দ্বারা দোষবিকৃতির পরিমাণ স্থির করিতে হইবে; তদনন্তর উপযুক্তরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কোন দোষ বিকৃত হইলে, তজ্জন্য অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা সাধারণতঃ শোণিতই অধিক পরিমাণে তদ্বারা দূষিত হয় এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার

ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এজন্য সর্ব্বাগ্রে চিকিৎসকের বিচার করা কর্ত্তব্য যে, রোগের প্রকৃতি কিরূপ, তাহার পর কিরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় বিকৃত হইলে প্রথমে তাহাকে প্রকৃত অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং রস, রক্ত, অস্থি, মাংস, মজ্জাদি ও ধাতুর অল্পতা হইলে, যাহাতে তাহাদের পূর্ণতা জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, অথবা তাহাদের আধিক্য হইলে যাহাতে কমিয়া উপযুক্ত পরিমাণে আইসে, তাহারই উপায় দেখিতে হইবে।

ভাবীফল নির্ণয়।—হিন্দুদিগের সকল কাজেই দৈবের উপর নির্ভর দৈবদ্বারা সকল কাজের, সকল ঘটনার শুভাশুভ অবধারণ করা অভ্যাস; এজন্য, রোগবিনির্ণয়ে ও রোগের শুভাশুভ অবধারণেও যে দৈবনির্ভর থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমাদিগের শাস্ত্রমতে পীড়িত ব্যক্তির শুভাশুভ নির্ণয়সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। পীড়ার সংবাদ লইয়া যে ব্যক্তি প্রথমে চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহার আকার, ভাবভঙ্গি ও পরিচ্ছদাদি দেখিয়া চিকিৎসক রোগীর মঙ্গলামঙ্গল অনুমান করিয়া লইবেন একাধিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ রোগের বার্ত্তা লইয়া আসা, অথবা যে ব্যক্তি পীড়ার সংবাদ লইয়া আসে, তাহার উষ্ট্র বা গর্দ্দভ আরোহণ, যষ্টি, রজ্জু বা শাণিত অস্ত্র হস্তে, লোহিত, কৃষ্ণ বা আর্দ্র বস্ত্র পরিধান, দুঃখ বা ভয়বিহ্বল হইয়া চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করা অশুভজনক। রোগের সংবাদ দিবার জন্য ভিষকের নিকটে কোন কদাকার, বিকৃতাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রেরণ করা অথবা ভিষকের নিকটে তৈল মর্দ্দনান্তে গমন করা, রোগীর সম্বন্ধে অশুভবার্ত্তা ঘোষণা করা, রোদন করা, চর্ম্মপাদুকা বা চর্ম্ম হস্তে চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং চিকিৎসককে রোগের বৃত্তান্ত বলিবার সময়ে শরীরের কোন অঙ্গ নখ দ্বারা কণ্ডূয়ন করা রোগীর পক্ষে শুভদায়ক লক্ষণ নহে।

উষা ও সন্ধ্যাকালে, নিশীথে, মধ্যাহ্নে অথবা মৎকালে চিকিৎসক নিদ্রিত অথবা তৈল মর্দ্দন, ভোজন, উলঙ্গ অবস্থায়, কিম্বা যখন তিনি দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিতি করেন, অথবা আত্মীয়স্বজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকেন, তখন তাঁহাকে রোগের সংবাদ দেওয়া ভাল নহে

ত্রিদোষ জন্য যে রোগ, অর্থাৎ যে রোগে, বায়ুপিত্তকফ তিনই বিকৃত হয়, সে রোগ কষ্টসাধ্য, অর্থাৎ তাহাতে রোগী প্রায়ই আরোগ্যলাভ করিতে পারেনা।

বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী এবং উদরী এই কয়েকটী ব্যাধি হইতে রোগীকে অতি কষ্টে আরোগ্যলাভ করিতে দেখা যায়।

কোন রোগে যদি রোগীর স্বর অবিকৃত থাকে, সুখনিদ্রা হয় এবং আহারান্তে শরীর স্নিগ্ধ বোধ হয়, তবে তাহার আরোগ্যলাভের পক্ষে আশঙ্কা থাকেনা।

যে কোন রোগে রোগী কৃশ ও দুর্ব্বল হয় এবং তাহার শ্বাসকষ্ট, তৃষ্ণা, শরীরের শুষ্কতা, বমন এবং জ্বর থাকে, তাহ মন্দ চিহ্ন বলিতে হইবে। কোন রোগের উপদ্রবরূপে যদি উদরাময়, মূর্চ্ছা, এবং কাস রোগ জন্মে, তবে সে রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। বায়ুপ্রধান রোগে যদি ত্বকের অসাড়ত্ব বোধ হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠে, আর তাহার সহিত উদরাধ্মান বা কম্পন, বায়ুজন্য বেদনা কিম্বা এরূপ অন্য কোন লক্ষণ থাকে, তবে সে ব্যাধি আরোগ্য হইবার নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কারণ ব্যতীত যদি কোন অঙ্গের বর্ণের রূপান্তর হয়, এবং দেহস্থ শোণিত বিকৃত বর্ণ ধারণ করে, যদি কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র তাহার প্রকৃত অবস্থায় না থাকে, কিম্বা উহা আয়তনে স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট বা বড় হয়, স্বাভাবিক উষ্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি শীতল হয়, ক্রিয়াশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় ও আর্দ্র স্থান শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাদিগকে মারাত্মক চিহ্ন বুঝিতে হইবে। রোগী হস্তপদাদি অবয়ব সকল সঞ্চালন করিবার ক্ষমতাহীন কিম্বা তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অপেক্ষাকৃত হ্রাস, প্রসারিত, ভারযুক্ত বা লঘু বোধ হইলে কিম্বা আপনাপন কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে রোগীর মৃত্যু নিকট জানিবে।

প্রাতঃকালে যদি ললাটে ঘর্ম্ম হয়, চক্ষের পীড়া ব্যতীত সর্ব্বদাই যদি অশ্রু পতিত হয়, অথবা, আহার ব্যতীত প্রচুর মল নির্গত হয় বা মলনিঃসরণ না হইয়াও অতিরিক্ত ভোজনে সামর্থ্য হয়, তবে সেই সকল লক্ষণ কোনরূপে সুবিধাজনক নহে। যদি রোগীর বক্ষঃস্থলে উদর-

পৃষ্ঠাদি শরীরের অর্দ্ধাংশ স্ফীত বা অকর্ম্মণ্য হয়, রোগী বাক্য কথনে অসমর্থ হয়, কিম্বা তাহার বাক্‌শক্তির স্ফূর্ত্তি না থাকে, কিম্বা স্বরভঙ্গ হয়, তবে তাহাদিগকে অসাধ্য লক্ষণ জ্ঞান করিতে হইবে। উক্তরূপে যদি নখ, দন্ত, মুখ কিম্বা সমস্ত শরীরে পচা ফুলের গন্ধ নির্গত হয়, কিম্বা তাহার নিষ্ঠীবন (ছর্দ্দি), মল, অথবা শুক্র যদি জলে ভাসে, যদি দৃষ্টিতে এক জনকে বহু বলিয়া বোধ হয়, কিম্বা অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, শরীর এবং কেশ তৈলব্যতীত চাকচিক্যবিশিষ্ট হয়, রোগী দুর্ব্বল থাকে, ক্ষুধামান্দ্য হয়, দেহের দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে বমন হয়, বিশেষতঃ যদি ছর্দ্দির সহিত শোণিত নির্গত হয়, হস্তপদ, ওষ্ঠ ও অধর স্ফীত হয়, কিম্বা হস্তপদ ও স্কন্ধ এবং নিতম্বদেশ হ্রস্বাকার ধারণ করে, কিম্বা রোগী যদি জ্বরযুক্ত কাশ রোগে দুর্ব্বল হয়, প্রাতঃকালের ভুক্ত দ্রব্য যদি সায়াহ্নে বমন করে এবং আপনাকে ক্লেশযুক্ত মনে করে, যদি শরীরে কুকুরে চিবান গোছ বেদনা এবং জ্বর ও কাশি থাকে, যদি রোগী শয্যাগত হয়, বিকৃত শব্দ করে এবং জননেন্দ্রিয়ের অনুভব শক্তি না থাকে, তবে সে সকল বিপদজনক চিহ্ন। স্নান করিবামাত্র যদি অগ্রে বক্ষঃস্থল শুষ্ক হয়, রোগী যদি অধর এবং জিহ্বা দংশন করে, আপনার কর্ণ, কেশ টানিতে থাকে, কিম্বা যদি সে দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, বন্ধু, অথবা তাহার চিকিৎসককে শত্রু জ্ঞান করে, তবে তাহার সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত বলিয়া স্থির করিবে। যদি গ্রহগণ অপ্রসন্ন থাকেন, রোগীর জন্মনক্ষত্রে যদি বজ্র অথবা উল্কাপাত হয়, তবে তাহাদিগকেও অশুভ চিহ্ন জানিতে হইবে।

চিকিৎসক বিহিতবিধানে রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেও তাহা সেবন করিয়া যদি রোগের উপশম না হয়, তবে তাহাকেও একটী অশুভ লক্ষণ ধরিতে হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

হোমিওপ্যাথিক-মতে জ্বর-চিকিৎসা

জীবদেহমাত্রেই তাপ আছে, যতক্ষণ সেই তাপ থাকে, ততক্ষণ জন্তুগণ জীবিত থাকে, তাহার অভাব হইলেই মৃত্যু। অনেকে জীবদেহের এই স্বাভাবিক তাপকেই জীবনীশক্তির সহিত অভেদ কল্পনা করেন। তাপের পরিমাণ করিবার জন্য তাপমান নামে এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সেই তাপমান দ্বারা শরীরের তাপ পরীক্ষা করা যায়। মানবদেহে স্বাভাবিক তাপের পরিমাণ দেশ, কাল এবং প্রকৃতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। দেহস্থ তাপের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ারও তারতম্য হইয়া থাকে। এক ডিগ্রী তাপবৃদ্ধির সহিত নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৮বার অধিক হয়। যে সকল দেশ অত্যন্ত গরম নয় এবং অত্যন্ত শীতলও নয়, সেই সকল দেশে প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ৯৮.৭৪ ডিগ্রী, অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ৯৮.৫২ ডিগ্রী, অর্দ্ধ রাত্রির সময়ে ৯৭.৯২ ডিগ্রী, এবং উষ্ণ-প্রধান দেশে প্রাতে ৬টার সময় ৯৮.০৭ অপরাহ্ণ ২টার সময় ৯৮.৯ এবং ১০টা ও ১১টার মধ্যে ৯৯ ডিগ্রী সুস্থদেহের স্বাভাবিক তাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এজন্য, সাধারণতঃ, স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের তাপ ৯৮ ডিগ্রী বলা যাইতে পারে। ৯৮ ডিগ্রী তাপে নাড়ী ৭২ বার স্পন্দিত হয়, ৯৯ ডিগ্রীতে ৮০ বার, ১০০ ডিগ্রীতে ৮৮ বার ইত্যাদি।

পরিশ্রম দ্বারা দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহার পর শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িলে তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। শীতল বাতাস গায়ে লাগিলে, মানসিক চিন্তার পর, আহারের পর, সুরাপান করিবার অব্য-

রহিত পরে তাপের হ্রাস হয়; আবার সুরাপানের পর কিয়ৎকাল গত হইলে তাপাধিক্য হইয়া থাকে শীতল স্থান হইতে উষ্ণ স্থানে গমন করিলে তাপের বৃদ্ধি হয়।

মানবদেহের স্বাভাবিক অবস্থায় যে ৯৮ ডিগ্রী তাপের পরিমাণ অবধারিত হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধি হইলেই তাহাকে জ্বর বলা যায় প্রবল জ্বরকালে ১০১ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত দেহের তাপ বৃদ্ধি হয় উহার আধিক্য হইলে পীড়া সাংঘাতিক জানিতে হইবে ১০৬ হইতে ১০৮ বা ১০৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকট বুঝিতে হইবে।

জ্বরকালে ত্বকের উষ্ণতা এবং নাড়ীর দ্রুতগমনের সহিত পিপাসা, শিরোবেদনা, অগ্নিনিগ্রহ, প্রলাপ, চক্ষুর আরক্তিমতা, মলনিঃসরণের অল্পতা, প্রস্রাবের আরক্তিমতা ও অল্পতা ইত্যাদি নানাপ্রকার লক্ষণ আবির্ভূত হয় সকল সময় সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না, এজন্য লক্ষণের তারতম্যানুসারে জ্বর-রোগকে নানা জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেই সকল জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও প্রতিকারের, উপায় ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে।

ইণ্টারমিটেণ্ট,—সবিচ্ছেদ বা পালাজ্বর।—এই জ্বরের বিরাম আছে বলিয়া ইহাকে সবিরাম জ্বর কহে দৌর্ব্বল্য, বমনেচ্ছা, শ্রমবোধ, নানা স্থানের মাংসপেশীতে বেদনা আরম্ভ হইয়া শীত বোধ করে ত্বক্ আকুঞ্চিত, নখ, ওষ্ঠ ও নাসিকার অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং কম্প আরম্ভ হয় ক্রমে শীত বৃদ্ধি, দাঁতকপাটী, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষস্থল ভারবোধ, মস্তক বেদনা, কখন কখন বমনেচ্ছা ও দাহ হইতে থাকে নাড়ী অতিশয় বেগবতী হয়। এই জ্বর প্রবল হইলে শরীরের তাপ ১০৫। ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে দুই ঘণ্টা হইতে বার ঘণ্টা কাল এই জ্বরের স্থিতি

জ্বর মগ্ন হইবার সময় কপাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয়, শরীরের উত্তাপ কমিতে থাকে, নাড়ীর গতি হ্রাস ও শ্বাস প্রশ্বাস সহজ হয়, ত্বকের উষ্ণতা কমিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এইরূপে জ্বর বিরাম হইবার সময়ে নাড়ী বিশৃঙ্খল হইয়া কখন কখন

রোগীর প্রাণ নষ্ট করে জ্বরকালে যে সকল রোগীর জ্বর ঘোরতররূপে প্রকাশ না হইয়া নাড়ীকে দুর্ব্বল করে এবং শ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, তাহাদের প্রায়ই এরূপ বিপদ উপস্থিত হয়

চিকিৎসা —সাধারণতঃ স্থানপরিবর্ত্তন, বলকারক দ্রব্যের সহিত পুষ্টিকর খাদ্য, পেট ভার থাকিলে অর্দ্ধ ছটাক কাষ্টর অয়েল বা সলফেট্ অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১ হইতে ৪ ড্রাম জ্বরমধ্যে ব্যবস্থা

শীতাবস্থায় ।—চায়ের জল পান পশমী কাপড়ে গাত্র ঢাকিয়া রাখা এবং গরম জল বোতলে পুরিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহার সেঁক দেওয়া কর্ত্তব্য

গরমাবস্থায় ।—স্নিগ্ধ পানীয় ও শীতল জলে গাত্র মুছাইয়া দেওয়া ব্যবস্থা, ঘর্ম্ম করাইবার জন্য—লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাশিটেটিস্, নাইট্রিক ইথার, নাইট্রেট অফ পটাশ ও জল (ঔষধের মাত্রা পরিশিষ্টে দেখুন।)

৩ ঘণ্টা অনন্তর ১ বার সেবন করাইবে শিরঃপীড়া থাকিলে ৪ ৫ গ্রেণ মাত্রায় ৪ ৫ বার ব্রোমাইড্ অফ্ পোটাসিয়াম প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে

বিরামাবস্থায় ।—জ্বরের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া জ্বর আসিবার ২ । ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে ১২ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করান কর্ত্তব্য । বিরামকাল অল্প হইলে অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত পরিমাণ কুইনাইন সেবন কর্ত্তব্য

জ্বর ত্যাগ হইলেও সবল হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি দিন ২ হইতে ৫ গ্রেণ প্রয়োগ করিতে হইবে ।

সবিরাম বা পালা জ্বর সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—

(১) কটিডয়ন বা ঐকাহিক ।—ইহাতে প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর আইসে

(২) টার্শিয়েন বা দ্ব্যাহিক ।—ইহাতে এক দিবস অন্তর অর্থাৎ প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় জ্বর আইসে ।

(৩) কোয়ার্টান বা ত্র্যাহিক —ইহাতে দুই দিন অন্তর অর্থাৎ প্রতি ৭২ ঘণ্টায় জ্বর আইসে

সবিরাম জ্বরে যেরূপ চিকিৎসার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতেও সেই নিয়মে চলিতে হইবে

রেমিটেণ্ট ফিয়ার বা স্বল্পবিরামজ্বর।—এই জ্বরে অতি অল্প শীতলাবস্থা অনুভূত হয়, কিন্তু জ্বরের সমুদায় লক্ষণ একবারে বিলুপ্ত হয় না শিরঃপীড়া এবং পাকাশয়ের উত্তেজনা হয়; ঘর্ম প্রায়ই হয় না, কোন কোন স্থলে যদিও হয়, তাহাও অতি অল্প পরিমাণে।

জ্বর আরম্ভের পূর্ব্বে পাকাশয়ে অসুখ বোধ হয়, ক্ষুধা একেবারে থাকে না, বমনেচ্ছা, শ্রান্তিবোধ, অবসন্নতা, আলস্যবোধ হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই জ্বর দিবা দ্বিপ্রহর ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আবির্ভূত হইয়া প্রায়ই প্রাতে অথবা সন্ধ্যাকালে মগ্ন হয় এই জ্বর কখন কখন একজ্বরেও পরিণত হইয়া থাকে ইহার ভোগ দুই সপ্তাহ কাল জ্বরত্যাগের সময় প্রভূত ঘর্ম হয়, তাহার পর অন্যান্য লক্ষণ সমুদায় তিরোহিত হইয় রোগীকে স্বচ্ছন্দ রাখে মগ্নের সময় কোন কোন উপদ্রব জুটিয়া রোগীর প্রাণ বিনষ্ট করে আবার কোন কোন স্থলে পুরাতন ও সবিরাম জ্বরে পরিণত হইয়া একেবারে জ্বর ত্যাগ হয়

লক্ষণ—জ্বর আক্রমণের পূর্ব্বে কাহার কাহার ঈষৎ কম্প অনুভূত হয়, বমনেচ্ছা ও বমন, বমনান্তেও উদরের ভার বোধ হয়, ত্বকের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা শুষ্ক হইতে থাকে, পিপাসা হয়, ক্রমে শ্বেতবর্ণ সরের মত এক প্রকার পদার্থ দ্বারা জিহ্বা আবৃত হয় জ্বরের আরম্ভে নাড়ী মৃদু বহিতে থাকে বটে, কিন্তু দেহের উত্তাপের সঙ্গে নাড়ীর গতি অত্যধিক হইয়া থাকে মুখ লালবর্ণ, চক্ষু সজল ও কখন কখন আরক্তিম হয়, হস্তপদাদিতে ও কটিদেশে বেদনা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষন সমস্ত ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা কাল থাকে, পরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম হইয়া জ্বর মগ্ন হইয়া যায়

উপসর্গ।—এই জ্বরে কখন কখন উদরাময়, শিরঃপীড়া, কাশি, মূর্চ্ছা, প্রস্রাবের দোষ প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—এই জ্বরের মগ্নকাল অতি অল্প হেতু এই সময়ের

জন্য পৃথক চিকিৎসার উল্লেখ হইল না। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় :—

ক্যালোমেল্	..	৩ গ্রেণ।
স্ক্যামনি		৩ গ্রেণ
কলসিন্থ	. . . .	৩ গ্রেণ

একবারে সেবন করাইবে।

জ্বরভোগকালে নিম্নলিখিত ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য :—

লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাশিট্যাটিস্	..	১ ড্রাম
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক		১৫ ফোঁটা
পট্ নাইট্র্যাস্	..	১০ গ্রেণ
কর্পূর জল	...	১ আউন্স

২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করাইবে।

উপসর্গের চিকিৎসা।—শিরঃপীড়া থাকিলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া বরফমিশ্রিত জল বা শীতল জল মস্তকে দিবে। যকৃতে বেদনা থাকিলে ফোমেণ্টেসন বা গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেঁক দিবে ; অতিরিক্ত বেদনা হইলে ব্লিষ্টার দিবে। গাত্রদাহ থাকিলে গরম জল ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিবে। বমন ও বমনেচ্ছা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফখণ্ড খাইতে ও পাকাশয়ের উপর "মাষ্টার্ড প্লাষ্টার" দিতে হইবে, অথবা এফারভেসিং ড্রাফ্ট্ (কার্ব্বনেট অফ সোডা ও টার্টারিক য়্যাশিড) সহিত ২।৪ ফোঁটা ক্লোরাফরম দিলে নিবৃত্তি পায়। উদর আধ্মান থাকিলে, তার্পিণতৈলের সহিত উদরে ফোমেণ্ট করিবার উপদেশ দিবে। প্রলাপ ও হস্ত-পাদাদির কম্পন থাকিলে, ঘাড়ে ব্লিষ্টার দেওয়া কর্ত্তব্য।

রোগী দুর্ব্বল হইলে মাংসের ঝোল, দুগ্ধ, পোর্ট, ডিম্ব প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য দিবে এবং কুইনাইন (৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রা), য়্যামোনিয়া (৫ হইতে ১৫ গ্রেণ মাত্রা), বার্ক (১০ হইতে ৬০ গ্রেণ মাত্রা) প্রভৃতি বলকারক ঔষধ দিবে।

নিম্নোক্ত ঔষধটীও এই অবস্থায় ব্যবহার করা যায় ;—

স্পিরিট ইথার ক্লোরিক ... ৩ ড্রাম।
লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাশিটেটিস ... ৬ ড্রাম।
ভাইনম কত্রাম (ব্রাণ্ডি) ... ২ আউন্স
ডিকক্সন সিঙ্কোনা ... ৫ আউন্স।
ছয় মাত্রায় সেবন করাইবে।

জ্বরের প্রকোপ বুঝিয়া জ্বরমধ্যে কুইনাইন প্রযোগ করিবে।

সাধারণ মত যে, এই জ্বরের কোন অবস্থায় রক্তমোক্ষণ বা মার্করী (পারা) প্রযোগ নিষিদ্ধ

ইওলো ফিবার বা পীতজ্বর।—এই জ্বর বড় প্রবলরূপে আক্রমণ করে এবং ইহা যার পর নাই সাংঘাতিক। স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির পক্ষে অধিকতর প্রাণনাশক। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়ান সমুদ্র কূলবর্ত্তী স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকা এবং স্পেন-দেশে প্রায়ই এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ইহা সম্ভবতঃ সংক্রামক

লক্ষণ।—এই জ্বর সাধারণতঃ ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, শিরঃপীড়া, মানসিক নিস্তেজতা, গা হাত ভার করিয়া দেখা দেয় কখন কখন বা জ্বরের আরম্ভে শীতানুভব হয় জ্বরের পূর্ণাবস্থায় জিহ্বা লেপযুক্ত হয়, হৃক্ কমলালেবুর বর্ণ ধারণ করে, নাড়ী দ্রুত গমন করে, ত্বক্ উষ্ণ ও শুষ্ক হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে, যন্ত্রণাদায়ক শিরোবেদনা প্রায়ই কপালের এক দিকে অনুভূত হইয়া থাকে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পার্শ্ববেদনা; তৃষ্ণা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, কখন কখন রক্ত বা নীলবর্ণ পদার্থ বমন হয় হয়ত প্রস্রাব একবারেই বন্ধ হইয়া যায়, প্রলাপ, হিক্কা, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে বা বাক্যকথনে ক্লেশ অনুভব হয়, কখন বা, নাসিকা, দন্তমাড়ি, গুহ্য, যোনী প্রভৃতি স্থান দিয়া রক্ত নির্গত হয় নাড়ী যারপরনাই দুর্ব্বল হয়, এমন কি, প্রতি মিনিটে ৩০ বার মাত্র অনুভব করা যায়, ক্রমে জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। কিন্তু সে সময় পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে মৃত্যুকালে প্রায়ই আক্ষেপ (খেঁচুনী) হয়। এই জ্বরের ভোগকাল ৫ হইতে ৯ দিন। ইহাতে রোগী প্রায়ই বাঁচেনা

চিকিৎসা।—এই রোগে পডোফিলাম, সলফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়

এবং সিনা, ক্যালোমেলের সহিত কুইনাইন, সল্‌ফেট অফ বিবিরিয়া, টীঞ্চার পারক্লোরাইড অফ আয়রণ, নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক য্যাসিড, অল্প মাত্রায় মর্ফিয়া, তার্পিণ তৈল, ক্রিয়াশোট, লাইকর পোটাসি ইত্যাদি ঔষধ* ব্যবহার্য্য।

ব্লিষ্টার, উষ্ণ জলে গাত্র ধৌত করণ, মস্তকে শীতল জল সেঁক ইত্যাদি ক্রিয়াও করিতে হইবে রোগীকে পরিষ্কৃত বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।

পথ্য।—য়্যারারুট, বার্লির জল, বরফ জল, চা, লেমনেড, মাংসের যুস্ ইত্যাদি

য্যামোনিয়া একেবারে নিষিদ্ধ মূত্রাশয়ে রক্ত সংস্থান হইলে সুরা-ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে

সাধারণ একজ্বর।—একজ্বর সাধারণতঃ এক হইতে দশ দিন থাকে ম্যালেরিয়াই ইহার প্রধান কারণ, অন্যথা ঋতুপরিপর্য্যয়, গ্রীষ্মাধিক্য, অপরিমিত শ্রম, অপরিমিত ও কুখাদ্য ভক্ষণ, অধিক মদ্যপান, মানসিক উদ্দীপনা এবং লোমকূপ দিয়া শরীরস্থ ক্লেদ নির্গত না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ।

লক্ষণ।—অকস্মাৎ দুর্ব্বলতা, পাকস্থলীর উত্তেজনা, শীতানুভব এবং পৃষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনার সহিত জ্বর দেখা দেয়

কিয়ৎকাল পরে ত্বকের উষ্ণতা, নাড়ীর দ্রুতগতি, এমন কি প্রতি মিনিটে ১০০ হইতে ১২০ বার স্পন্দন, শিরোবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা, প্রস্রাবের অল্পতা, জিহ্বার ক্লেদ, মুখের মলিনতা এবং কখন কখন প্রলাপ হইতে থাকে।

তিন চারি দিবস পরে প্রভূত ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়; কাহার কাহার রক্তস্রাব বা উদরাময় হইয়া জ্বর মগ্ন হয় সাধারণতঃ রাত্রিকালে রোগের লক্ষণ সমুদায় বৃদ্ধি এবং প্রাতে হ্রাস হইতে দেখা যায়।

---

*প্রত্যেক রোগে ঔষধের মাত্রা না লিখিয়া পরিশিষ্টে তাহা লিখিত হইয়াছে। রোগীর অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে বিবেচনা মত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে বিশেষ বিশেষ স্থলে মাত্রা লিখিত হইবে

চিকিৎসা।—মৃদু বিরেচক, যথা—ক্যাষ্টর অয়েল, রোগী দুর্ব্বল হইলে বলকারক ঔষধ প্রযোজ্য, যথা,—

স্পিরিট ক্লোরফরম ... ২০ ফোঁটা।
ভাইনম রুভাম .. . .২ ড্রাম।
ডিককসন্ সিঙ্কোনা . . . . ১ আউন্স

একমাত্রা ঐইরূপ তিন ঘণ্টা অন্তর তিন বার সেবন করাইবে। অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে তন্নিবারণার্থ ঔষধ দিবে সঙ্গে সঙ্গে বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করিবে

টাইফস ফিবার।—এই পীড়া প্রায়ই সংক্রামক এবং সাধারণতঃ অন্নকষ্টের সময়ে প্রাদুর্ভূত হয় জনতাপূর্ণ গৃহে অথবা যে গৃহে সুন্দররূপে পরিষ্কৃত বায়ুসঞ্চালনের উপায় না থাকে, সেই গৃহে বাস করা জন্য এই পীড়া জন্মে চৌদ্দ হইতে একুশ দিন পর্য্যন্ত ইহার ভোগের সময়।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ কম্প, অত্যন্ত শিরে বেদনা পৃষ্ঠ ও হস্তপদাদিতে বেদনা, আলস্য, শ্রান্তি বোধ, শারীরিক ও মানসিক শ্রমে অনিচ্ছা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, নাড়ী দ্রুতগামী কিন্তু বলহীন, সঘন শ্বাসপতন, ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া ৩ ৪ দিবস মধ্যে স্পষ্ট জ্বর দেখা দেয়। জ্বর প্রকাশ হইলে ত্বক্ উষ্ণ, নাড়ী অত্যন্ত বেগবতী, প্রবল পিপাসা, শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ চক্ষু জলপূর্ণ, মনোবিকার ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পায়। চতুর্থ দিবসে রোগী এমন দুর্ব্বল হয় যে, শয্যা হইতে উঠিতে পারে না এই অবস্থায় ক্ষণেক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়, স্বপ্ন দেখে, প্রলাপ বকে, কখন নিদ্রাভিভূত, কখন বা জাগ্রত থাকে; জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, লেপযুক্ত, অথবা ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প এবং রক্তবর্ণ হইয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চিত থাকে সপ্তম দিবস মধ্যে গায়ে লালবর্ণ দাগ বা কণ্ডু (চুলকনার মত দাগ) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর রোগী জাগ্রতাবস্থায় সর্ব্বদা অস্থির থাকে, প্রলাপ ও উচ্চৈঃস্বরে অসম্বদ্ধ ও আপলাপ্পা বাক্য বলিতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়। নাড়ী নিতান্ত নিস্তেজ এবং প্রতি মিনিটে

৯০ হইতে ১২০ বার স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। ক্রমে অচেতন হইয়া বধির হয়, মুখ ঈষৎ ব্যাদান করিয়া থাকে, লোক-চিনিতে পারেন হাত পা অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে, শূন্যমার্গে যেন কোন বস্তুকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করে, শয্যার বস্ত্রাদি আকর্ষণ করিতে থাকে চিকিৎসা দ্বারা এই অবস্থায় পীড়ার উপশম হইলে নাড়ী সবল হয়, রোগী চৈতন্যলাভ করে, আহারের ইচ্ছা হয়, মলমূত্রাদি স্বাভাবিক হয়, নতুবা ফুস্ফুসে রক্ত সঞ্চিত হইয়া সত্বরই প্রাণ নষ্ট করে। যত অল্প বয়সে এই পীড়া হয়, ততই মঙ্গলের সম্ভাবনা, অধিক বয়সে হইলে প্রায়ই সংঘাতিক হয়

চিকিৎসা। রোগীকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য দিবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উপযুক্তরূপে বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রাখিবে শয্যা ও পরিধেয় সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখিতে হইবে

আকস্মিক প্রতিকারযোগ্য কোন ক্রিয়া যুক্তিযুক্ত নহে, বিশেষতঃ, রোগের প্রারম্ভে কখনই করা যাইতে পারে না সত্বর আরোগ্যের কোন প্রতিকার নাই কুইনাইনে কোন ফল দর্শেনা, বরং অনিষ্ট করে প্রথমে ৩০ হইতে ৬০ গ্রেণ কম্পাউণ্ড রুবার্ব পাউডার* সেবন করাইবে এবং প্রতিদিন নিম্নোক্ত ঔষধটী নিয়মিতরূপে খাইতে দিবে

ডাইলিউটেড্ হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড	২ ড্রাম।
মেলিসা ডেপুরাটী	১ আং।
ডিককসন্ হোর্ডিয়াই	১ পাইণ্ট

দুই তিন ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে

ঈষদুষ্ণ জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তদ্দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবে এবং মস্তকে শীতল জল দিবে

পথ্য।—দুগ্ধ, মাংসের তরল কাথ, চা, কাফি ইত্যাদি

*রুবার্ব পাউডারকে গ্রেগরিজ পাউডার বলে,—রুবার্ব চূর্ণ ২ আং, লাইট ম্যাগ্নেশিয়া ৩ আং, শুঁঠীচূর্ণ ১ আং একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে; মাত্রা ২০ হইতে ৬০ গ্রেণ

যখন জীবনীশক্তি হ্রাস ও তজ্জন্য বেশী দুর্ব্বল হইতে থাকে, তখন নিম্নোক্ত পথ্য বা ঔষধ ব্যবস্থা।

হংস অথবা কুক্কুটডিম্ব	৩ টা।
জল	৪ আং।
ব্রাণ্ডি	৪ আং।

প্রথমে ডিম্ব ভাঙ্গিয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া পরে ব্রাণ্ডি মিশাইবে মিশ্রিত হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে প্রস্রাবের অল্পতা থাকিলে মদ্য ব্যবহার করিবার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

অস্থিরতা নিবারণ অথবা অনিদ্রার প্রতিকার জন্য মধ্যে মধ্যে অল্প-মাত্রায় আফিং উপকারক।

কিঞ্চিৎ সুস্থতার অবস্থায় নিম্নোক্ত দুইটীর কোন ঔষধ ব্যবস্থা।

সলফিউরিক য্যাসিড্ য্যারোমেটীক্ ...	৩০ বিন্দু।
সিরাপ অর্যাঞ্জাই	২ আং
টীং সিঙ্কোনা ...	৫ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ সিঙ্কোনা	৬ আং।

ষষ্ঠাংশ দিবসে ২। ৩ বার খালিপেটে খাওয়াইবে অথবা—

সল্‌ফেট্ অফ কুইনাইন	১২ গ্রেণ
লাইকর ষ্ট্রিকনিয়া	৩০ বিন্দু
সল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিড য়্যারোমেটিক	৩০ বিন্দু
ইন্‌ফিউজন্ কোয়াসিয়া ..	৮ আং।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ষষ্ঠাংশ দিবসে ৩ বার সেবন বিধি।

টাইফয়েড ফিবার। টাইফস্ ফিবারের ন্যায় ইহাও সংক্রামক। এই রোগ আরম্ভ হইবার দুই এক দিন মধ্যে শীতানুভব, শিরোবেদনা, পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, দৌর্ব্বল্য, উদরাময়, অস্থিরতা, মুখ মলিন, সাত হইতে দশ দিনের মধ্যে মুখে গোল গোল লাল দাগ দেখা যায়, তাহাদের উপর হাত দিলে অনুভব করিতে পারা যায়, হাতে চাপ দিলে অদৃশ্য হয়, পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু ৪৮ ঘণ্ট

পরে প্রায়ই দেখা যায় না, প্রস্রাব মাত্রায় কম হয়, নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০ অপেক্ষাও কখন কখন অধিক বার স্পন্দন করিতে থাকে জিহ্বা শুষ্ক এবং কটাবর্ণ, কিম্বা লাল ও উজ্জ্বল দেখায়, সর্ব্বদাই ঘন লেপযুক্ত থাকে, তন্দ্রা প্রকোপ, বধিরতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা, কখন শয্যায় কণ্টক-বোধ, মূল হরিতাল-মৃত্তিকার ন্যায়, রক্তস্রাব, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, বক্ষস্থলে বেদনা, শ্লেষ্মার সহিত রক্তচিহ্ন ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহার কাহার এই সকল চিহ্ন আসিবার এত শীঘ্র ও প্রবলরূপে আক্রমণ করে যে, হঠাৎ রোগীকে মাদকদ্রব্য কর্ত্তৃক উত্তেজিত বলিয়া বোধ হয় যদি এই সকল চিহ্ন ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক, ত্বকের শীতলতা ও পরিপাকশক্তি জন্মে, তবেই মঙ্গল, নতুবা রোগী দিন দিন জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া রক্তস্রাব কাশ ও উদরাময়ের বৃদ্ধি হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয় এই রোগে রোগী ৩ ৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে

চিকিৎসা।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এরণ্ড তৈল অথবা এনিমার ব্যবস্থা; সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া, জেলেকা বা সোনামুখীর ন্যায় উগ্র বিরেচক কোন মতে দেওয়া যাইতে পারে না

কেহ কেহ নিম্নোক্ত ঔষধটী দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করেন,—

হাইড্রার্জ কম ক্রিটা	৩ গ্রেণ।
পল্‌ব ক্রিটা এরোমেটীয়া কম্ ওপিআই	৫ গ্রেণ
সোডি বাই কার্ব	১০ গ্রেণ

এক এক মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে। উদরাময় ও বমন নিবারণার্থে,—

বিস্‌মথ নাইট্রাস্	১০ গ্রেণ
টীং ওপিয়াই	৫ বিন্দু
য়্যাসিড হাইড্রোসিয়েনিক ডাইঃ	১ বিন্দু
চক্ মিক্‌শ্চার	১ আঃ

এক এক মাত্রা ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান কর্ত্তব্য। কেবল মাত্র বমন নিবারণ জন্য সোডা ও হাইড্রোসিয়েনিক য়্যাসিড ব্যবস্থা

উদরাময় নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত যে কোন ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য

প্লাম্বাই অ্যাসিটাস্	৩ গ্রেণ
অ্যাসেটিক [illegible]াসিডাই	৩ বিন্দু
মর্ফিঃ হাইড্রো ক্লোঃ	¼ গ্রেণ
অ্যাকোয়া সিনেমন্	১ আউন্স।

এক এক মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে

স্পিরিট অ্যামন্ অ্যারোমেটিক	২ ড্রাম
টীং ক্যাম্ফর কম্ ওপিও	১ আং।
অ্যাকোয়া সিনেমন্	৬ আউন্স

এক আউন্স পরিমাণে দিবসে তিনবার আহারের পূর্ব্বে খাওয়াইতে হইবে।

পেটে বেদনা থাকিলে গরম জলের সেক, তার্পিন তৈল মাখাইয়া ফোমেণ্ট; অথবা পুলটীশ দ্বারা উপকার দর্শিতে পারিবে পেটফাঁপা থাকিলে অত্যল্প মাত্রায় আফিঙ্গের সহিত রোগের আধিক্য অনুসারে ১০ হইতে ২০ বিন্দু তার্পিণ তৈল সেবন করান যাইতে পারে

রক্তস্রাব থাকিলে উদরের উপরে বরফ জল অথবা শীতল জল দেওয়া কর্ত্তব্য এবং নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

গ্যালিক অ্যাসিড	২ গ্রেণ
তার্পিণ তৈল	৫ বিন্দু
অ্যাসিটেট অফ লেড	১ গ্রেণ
আর্গট অফ রাই	১ গ্রেণ

উপরোক্ত মাত্রা একবারের জন্য জানিতে হইবে সেবনকালে রোগের অবস্থা বিবেচনায় ১ হইতে ৩ ঘণ্টান্তর সেবন ব্যবস্থা

প্রলাপ থাকিলে রাত্রিকালে ১০ হইতে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্রোমাইড অফ পোটাশ ২।১ বার অথবা টীং বেলেডোনা সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

রোগী দুর্ব্বল হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ বলকারক-রূপে ব্যবহার্য্য হইতে পারে

কুইনি সল্‌ফ	২ গ্রেণ
য়্যাসিড সল্‌ফিউরিক ডাইঃ	১৫ বিন্দু
সিরপ অফ্ অরেঞ্জ	২ আং
য়্যাকোয়া কর্কিই	১ আং

এক এক মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার ব্যবস্থা।

পথ্য —রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে দুগ্ধ এরারুট, মাংসের ঝোল এবং যখন নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১২০ বার থাকে, তখন প্রত্যেক বারে ৪ ড্রাম হিসাবে ব্রাণ্ডি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবারাত্রে ১০।১২ বার সেবন করিতে দিবে, আর যদি নাড়ীর গতি দ্রুত ও উগ্র হয়, তবে ব্রাণ্ডির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। কিন্তু, সাবধান হইতে হইবে যে, যেন মস্তিষ্কের উত্তেজনা না জন্মে।

উদরাময় সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলেও ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত কোন গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত নয়। কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ এককালে নিষিদ্ধ। কেবল মৎস্য, অল্প পরিমাণে দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি দ্রব্য কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত খাইতে দিবে।

এই রোগে যে স্বল্প-বিরাম জ্বরের ন্যায় কোন কোন রোগীর জ্বর সামান্যমত দেখা যায়, তাহাতে অল্প মাত্রায় কুইনাইন দেওয়া গিয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে জ্বর-চিকিৎসা।

অন্যায় আহার বিহারাদি কর্ত্তৃক ত্রিদোষ (বায়ু-পিত্ত-কফ) আমাশয়স্থিত আহারীয় রসের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় পাবকাগ্নির ক্রিয়া রোধ করে, বিশেষতঃ অগ্নিকে স্বস্থান চ্যুত করিয়া সমুদয় শরীরে বিক্ষিপ্ত

করে ও তজ্জন্য সন্তাপ জন্মে যে রোগে একই সময়ে ক্ষুধামান্দ্য, দেহের উগ্রতা ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব হয়, তাহার নাম জ্বর

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ —জ্বর হইবার পূর্ব্বে বিনা পরিশ্রমে কষ্ট, সকল কার্য্যে অনিচ্ছা শরীরের বিবর্ণতা, মুখের নীরসতা, চক্ষুর জলপূর্ণতা, শীত, কখন রৌদ্রে থাকিতে ইচ্ছা, কখন তাহাতে অনিচ্ছা, গাত্রে বেদনা, জৃম্ভন (হাই উঠা),শরীর ভার, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, বিমর্ষতা ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রায় জ্বরের পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা —ধন্যা ১ তোলা ও পটোল পত্র ১ তোলা,৩২ তে লা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিবে।

বাতজ্বরের লক্ষণ —গাত্রকম্প, বেগের বিষমতা, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, শরীরের রুক্ষতা, মস্তক ও বক্ষে অত্যন্ত বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের কঠিনতা, পেটে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, পেটফাঁপা এবং হাইউঠ

চিকিৎসা —চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, শুঁঠী, প্রত্যেকের ওজন ১৬ রতি ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ —অতিশয় বেগ,পাতলা মল,নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকায় ফোস্কা, ঘর্ম্ম প্রলাপ, মুখের কটুতা, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, বিষ্ঠা, মূত্র ও চক্ষের হরিদ্রা বর্ণ এবং ভ্রম।

চিকিৎসা।—পটোল পত্র ১ তোলা ও যবের চাউল ১ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে।

দাহনিবারণ জন্য।—কচি নিম্বপত্র বা কচি কুলপত্র আমানীর (কাঞ্জি) সহিত মন্থন করিয়া যে ফেণা উঠিবে, সেই ফেণা রোগীর গাত্রে মাখাইলে দাহ নিবারণ হয়

কফজ্বরের লক্ষণ।—ভিজা কাপড় গায়ে দিলে যেরূপ বোধ হয়, গাত্রের সেইরূপ অবস্থা, জ্বরবেগ মান্দ্য, আলস্য, মুখের মধুরতা, মলমূত্রের শুক্লতা, শরীরের স্তব্ধতা, উদর পূর্ণ বোধ, শরীরের ভার.

শীত, রোমাঞ্চ, অতিশয় নিদ্রা, নাশাস্রাব, অতিশয় কাশ ও চক্ষের শুক্লতা।

চিকিৎসা।—নিমছাল, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠি, চিরাতা, কুড়, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, বৃহতী, প্রত্যেকের ওজন ১৬ রতি, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হইবে।

কট্‌ফল, কুড, কাঁকড়া শৃঙ্গী, পিপ্পলী প্রত্যেক সমান ওজনে লইয়া সকলের দ্বিগুণ মধু একত্র যোগে ২ মাসা পরিমাণে সেবন বিধি।

বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ।—পিপাসা, ইন্দ্রিয়মোহ, ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শিরোবেদনা, কণ্ঠ ও মুখশোষ বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারদর্শন, সন্ধিস্থানে বেদনা, হাই উঠা।

চিকিৎসা।—শুণ্ঠি, গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, চাকুলে, শালপানি, কণ্টিকারী, বৃহতী ও গোক্ষুরি প্রত্যেকের ওজন ১৭ ৸০ রতি, জল ৩২ তোলা; একত্র সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে সেবন।

বিষ ১ ভাগ (গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শোধন করিবে), মরিচ ১ ভাগ, পিপ্পলী ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ (জম্বীর রসে মর্দ্দনে শোধন করিয়া লইবে), তাহার পর আদার রসে সমস্ত দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া মুগপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। সাধারণ অনুপান মধু। ইহার নাম "মৃত্যুঞ্জয় রস"।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।—আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা শরীর আর্দ্রবৎ বোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, মস্তক বেদনা, নাশাস্রাব, কাশ, ঘর্ম্ম, শরীরে তাপাধিক্য ও নাড়ীর মধ্যম-বেগ।

চিকিৎসা।—বালুকা গরম করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সেক দিবে। পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, প্রত্যেকের ওজন ৩২ রতি, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন। ইহার নাম "পঞ্চকোল পাঁচন"।

আম এবং বেদনা থাকিলে সোঁদালুর আটা, পিঁপুলমূল, মুথা, কটুকী, হরিতকী, প্রত্যেক ২৬ রতি, জল ৩২ তোলা, একত্র সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা

থ কিতে সেবন। গোঁদ সুর অটা সিদ্ধ না করিয়া শেষে পাঁচনের জলের সহিত গুলিয়া ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ইহার নাম "আরগ্বধাদি পাঁচন।"

বিল্বছাল, সোনাছাল, গাম্ভরী ছাল, গণিয়ারি ছাল, পারুল ছাল, শালপর্ণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুরি প্রত্যেকে ১৬ রতি, জল ৩২ তোলা, সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে সেবন। ইহাতে জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং কাশ নষ্ট হয়। ইহাই "দশমূল পাঁচন।"

পারদ ও গন্ধক সমভাগে উত্তমরূপে মর্দ্দনান্তে কর্জ্জলী প্রস্তুত করিবে; অনন্তর কর্জ্জলী, লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম, সীসাভস্ম, পিঁপুল, শুঁঠ সমভাগ এবং বিষ অর্থাৎ অমৃত অর্দ্ধভাগ একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাকে "নবজ্বরেভ সিংহ কহে।"

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।—মুখ চটচটে হয় ও তিক্ততাবোধ, নিদ্রা এবং ক্লান্তি, মোহ, কাশ, অরুচি, পিপাসা ও পুনঃ পুনঃ দাহ হয়।

চিকিৎসা।—কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পটোলপত্র, কটুকী, প্রত্যেক ১৪ রতি, জল ৩২ তোলা, সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন। ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমন, কাশ ও পার্শ্বশূল নষ্ট হয়। ইহার নাম "কণ্টকার্য্যাদি পাঁচন।"

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ (একত্র কর্জ্জলী প্রস্তুত), তাম্রভস্ম ১ ভাগ, অভ্রভস্ম ১ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, লৌহভস্ম অর্দ্ধভাগ এবং হীরাকস ভস্ম লৌহ ভস্মের অর্দ্ধেক, একত্র ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রব্যসকলের

---

*দুইটী গোবরের তাল পাকাইয়া উহাদিগকে কচি কলাপাতের মধ্যে পুরিয়া, অগ্নিতে ঔষধ চাপাইলে যখন দ্রব হইবে, তখন খণ্ড খণ্ড তালপত্রের অগ্রভাগে ঔষধ তুলিয়া ঐ পাতামোড়া গোবরের তালের উপর রাখিয়া অপরটি চাপিয়া দিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটী প্রস্তুত হইবে। ইহাকে পর্পটী পাক বলে।

রসে ভাবনা দিবে (মর্দ্দন করিবে) যথা,—সজিনা, নিসিন্দা, বচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, ধূ কদম্ব, কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রাহ্মী, তিতলাউ, ঘৃতকুমারী প্রত্যেকের রসে ৩ বার মুষাযন্ত্রে বালুকাপূর্ণ করিয়া তাহাতে ঔষধ রাখিয়া অল্প জ্বালে পাক করিবে পাকান্তে শীতল হইলে ঔষধ নামাইয়া ২ রতি পরিমাণে ধোনের কাথ ও পিপ্পলের সহিত সেবন বিধি এই ঔষধ সকল প্রকার জ্বরে উপকারী এবং অব্যর্থ ইহার নাম "বজ্রগিরিরস"

অমৃত ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ দন্তীবীজ ৫ ভাগ, দন্তীর কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী—অনুপান আদার রস, পথ্য,—তক্র ইহার নাম 'ত্রিপুরভৈরব রস"

সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ —এই জ্বরে কোন সময় দাহ, কোন সময় শীত, অস্থি, সন্ধি ও মস্তক বেদনা এবং চক্ষুদ্বয় ঘোলাটে বা রক্তবর্ণ ও কোটরগত, এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে, কর্ণদ্বয়ে সর্ব্বদা শব্দ শ্রবণ ও বেদনা বোধ হয়, কণ্ঠদেশে যেন ধানের সোঁয়া লাগিয়া আছে এরূপ বোধ হয়, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, শ্বাস, অরুচি ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ, গো জিহ্বার ন্যায় খসখসে, অঙ্গ শিথিল, মুখ হইতে কফমিশ্রিত রক্ত বা পিত্তের উদ্গীরণ, ইতস্ততঃ শিরঃসঞ্চালন পিপাসা, অনিদ্রা, হৃদয়ের বেদনা, বহুকালে অল্প অল্প ঘর্ম্ম ও মলমূত্র হয়, শরীর বড় কৃশ হয় না, নিরন্তর কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, শরীরে বোলতা কামড়ানর মত শ্বেত বা লালবর্ণ গোল গোল দাগ, বাক্‌শক্তি রহিত, উদরের গুরুতা, এবং বহুকালে দোষের পরিপাক হয়

এই সান্নিপাতিক জ্বর ত্রয়োদশ প্রকারে বিভক্ত, যথা, সিগ্রক, তান্ত্রিক, চিত্তবিভ্রম, কণ্ঠকুব্জ, কর্ণিক, ভুগ্ননেত্র, রুগ্দাহ, ভগ্নেত্র, অন্তক, রক্তষ্ঠীব, শীতাঙ্গ, প্রলাপ ও অভিন্যাস

সিগ্রক-সন্নিপাতের লক্ষণ —দশ দিবস পর্য্যন্ত বেগ এবং শূলকাশ, সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় বেদনা ও শোথ ইহার ভোগকাল সাত দিন

তান্ত্রিক-সন্নিপাতের লক্ষণ।—অতিশয় নিদ্রাবস্থা স্থিতি, জ্বর,

শ্বাস, তৃষ্ণা, জিহ্বাশোষ, কণ্ঠশোষ, শূলবিদ্ধবৎ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কণ্ঠে ঘড়্ঘড়্ শব্দ, শ্রবণশক্তির অল্পতা ও কফের অল্পতা লক্ষিত হয়। ইহার ভোগকাল দশ দিবস।

চিত্তবিভ্রম-সন্নিপাতের লক্ষণ।—মত্ততা, মোহ, ভ্রম, তাপ, হাস্য, গীত, অযথা বাক্যালাপ, নৃত্য, কম্প, পীড়া, বিকৃতচক্ষে দর্শন। ইহার ভোগকাল চল্লিশ দিন।

কণ্ঠকুব্জ-সন্নিপাতের লক্ষণ।—কণ্ঠে বেদনা, জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, কম্প, বিলাপ, মোহ, তাপ, শিরোবেদনা ও প্রলাপ। এই রোগ কষ্ট-সাধ্য। ভোগকাল ত্রয়োদশ দিবস।

কর্ণিক-সন্নিপাতের লক্ষণ।—জ্বর, কর্ণান্তে শোথ, শ্বাস কাস, প্রলাপ, ঘর্ম্মনির্গত, কণ্ঠে বেদনা, তাপ, মোহ ও ভ্রম। ভোগকাল তিন মাস।

জিহ্বাগ-সন্নিপাতের লক্ষণ।—বধিরতা, তাপ, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। এই রোগ অতিশয় কষ্টদায়ক। ভোগকাল ষোল দিন।

রুগ্দাহ-সন্নিপাতের লক্ষণ।—মোহ, তাপ, প্রলাপ, কণ্ঠবেদন, ভ্রম, শ্রমবোধ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, পিপাসা, শরীরের জড়তা, শ্বাস ও বমন। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। ভোগকাল কুড়ি দিন।

ভগ্ননেত্র-সন্নিপাতের লক্ষণ।—শ্বাস, কোটরগত চক্ষু, কর্ণে শোথ, অত্যধিক জ্বর, মোহ অথবা বাক্যালাপ, কম্প, ভ্রম ও অধিক নিদ্রা। এই জ্বর নিশ্চয় মারাত্মক। ভোগকাল আট দিবস।

আগন্তুক-সন্নিপাতের লক্ষণ।—দাহ, মোহ, শিরকম্প, হিক্কা, শ্বাস, গাত্রবেদনা ও সন্তাপ। ইহাতে নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হয়।

রক্তষ্ঠীব-সন্নিপাতের লক্ষণ।—মুখ দিয়া অল্প পরিমাণে রক্ত বমন, মূর্চ্ছা, জ্বর, মোহ, পিপাসা, ভ্রম, বমন, হিক্কা, দ্রব মল নিঃসরণ, সংজ্ঞানাশ, শরীরবেদনা, শ্রমজ্ঞান, শরীরে রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ ও শ্বাস, এই সন্নিপাতজ্বর প্রাণনাশক। ভোগকাল দশ দিন।

প্রলাপক-সন্নিপাতের লক্ষণ।—মারাত্মক প্রলাপ সন্নিপাতে অপ্রসঙ্গ বাক্যালাপ, শরীরের উষ্ণতা, কম্পদ্বারা পীড়ানুভব, সংজ্ঞানাশ,

অতিরিক্ত জ্বালা, পাদশোথ, শরীরে অতিশয় বেদনা ও অতিশয় দুর্গন্ধ। ভোগকাল চতুর্দ্দশ দিবস।

সিতাঙ্গ সন্নিপাতের লক্ষণ —শরীর শিশিরের ন্যায় শীতল, দ্রব মল, কম্প, কর্ণে সপ্ সপ্ শব্দ এবং, হস্তের কিঞ্চিৎ উষ্ণতা এবং হিক্কা ও শ্বাস লক্ষিত হয়, কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশরীর শীতল হইলে এই রোগে জীবন নষ্ট হয় ভোগকাল বার দিন

অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ —বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিন দোষেরই প্রাবল্য, মুখের শুষ্কত, অনিদ্রা, বাক্‌শক্তির হীনত, চেতন্যনাশ, অতিশয় শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও দুর্ব্বলত ভোগকাল পনর দিবস

সান্নিপাতিক জ্বরের কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ।—সান্নিপাতিকজ্বরে কোষ্ঠবদ্ধ ও বায়ুপিত্তকফাদি দোষের নিবর্ত্তি ঘটিলেও সম্পূর্ণরূপে অগ্নিমান্দ্য হইলে এবং যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইল, তাহাদের সমুদায়গুলি প্রকাশ পাইলে অসাধ্য। আর ইহার অন্যথা ঘটিলে, অর্থাৎ যদি অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হয়, মল নিঃসরণ হয়, এবং সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে সেই সান্নিপাতিক জ্বর কষ্টসাধ্য

সান্নিপাতিক জ্বরের সীমা।—এই জ্বর প্রায় সপ্তম, দশম বা দ্বাদশ দিবসে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া পরে উপশম হয়, অথবা প্রাণনষ্ট করে। অপর চতুর্দ্দশ ও দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত রোগমুক্তির অথবা মৃত্যুর দিন নির্দ্দিষ্ট আছে।

সান্নিপাতিক-জ্বরের সাংঘাতিক উপদ্রব।—জ্বর আরম্ভে অথবা পরে কর্ণমূলে অত্যন্ত শোথ হইলে, সেই রোগে রোগী প্রায় মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

অভিন্যাস জ্বরের লক্ষণ।—অভিন্যাস নামে আর এক প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর আছে। এই জ্বরে কুপিত বায়ুপিত্তকফ হৃদয়স্থ রসবাহী স্রোতসমূহে যাইয়া আমরসের সহিত মিলিত ও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তদনন্তর বুদ্ধীন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি এবং মনকে আশ্রয় করিয়া অতি প্রবল জ্বর উৎপাদন করে। এই রোগে দর্শন,

শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শন প্রভৃতি শক্তির লোপ হইয়া থাকে এবং রোগী শয়ন করিয়া সর্ব্বদা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে, অল্প কথা বলে, অথবা কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত করে রোগীর গাত্রে সূচী বিদ্ধ হইবার ন্যায় বেদনা, অঙ্গ হারে অনিচ্ছ ও মস্তক পরিচালিত হইতে থাকে। এই জ্বরে অধিকাংশ রোগীই কালগ্রাসে পতিত হয়, অতি অল্পই আরোগ্য লাভ করে

চিকিৎসা। সন্নিপাত জ্বরে মনুষ্যের শরীর জলময় হইয়া উঠে, সুতরাং, অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকে কে তাহা শোষণ করিবে? এজন্য স্বেদ ক্রিয়া কর্ত্তব্য যদি রোগ জন্য স্বেদ হয়, তবে তাহা অবিধি।

নস্য পিপ্পলীমূল, সৈন্ধব লবণ, পিপ্পলী ও মউলসার সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া সকলের সমান মরিচচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে, অনন্তর ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত নস্য প্রদান করিলে রোগীর চেতনা লাভ হয় এবং তন্দ্রা প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হইবে

নিষ্ঠীবন —সৈন্ধব, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে গুলিয়া আকণ্ঠ মুখে পূর্ণ করিয়া রাখিলে অতি গাঢ় শ্লেষ্মা উঠিয়া শরীরের ভার নষ্ট হয়

কারব্যাদি পাচন —কৃষ্ণজীরা, কুড, ভেরেণ্ডামূল, বলা ডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামুনহাটী, পুনর্ণব, সমস্ত মিলাইয়া দুই তোলা, বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে ইহাতে ঘোর অতি ন্যাস জ্বর নষ্ট হয়

শোথে প্রলেপ —কুলত্থ কলাই কটফল, শুঁঠ কৃষ্ণজীরা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে অগ্নিতে সেঁকিয়া সিজ পত্রের রস বাহির করিবে, সেই রসে মর্দ্দন করিয়া সামান্য গরম করিয়া কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে

ঔষধ — পারা, গন্ধক (কজ্জলী), অম্লক, ধুতুরাবীজ, মরিচ, হরীতকী, স্বর্ণমাক্ষিক, সমান ভাগে লইয়া দন্তীকাথে তিন দিন ভাবনা দিবে অনন্তর এক রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ইহাতে ত্রয়োদশ প্রকার

সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয় ইহার নাম ... বটী

ব্রহ্মরন্ধ্র রস পারা, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খই, সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগ, অমৃত সকলের সমষ্টির সমান সর্ব্বসমষ্টির চতুর্থাংশ পরিমিত মহিষ পিত্তের সহিত মর্দ্দন করিয়া অস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্ষত করিয়া ঔষধ লাগাইবে অজ্ঞান অবস্থায় প্রযোজ্য মস্তকে জল দিবে ও অন্যান্য শীতল ক্রিয়া করিবে

মৃতসঞ্জীবনী রস।—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা কজ্জলী করিয়া, অভ্র, লৌহ, তাম্র, অমৃত, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশীলা, হিঙ্গুল, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতামূল, হাতিশুঁড়ার মূল, আতইচ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, প্রত্যেক ১ তোলা আদা, নিসিন্দা সিদ্ধি ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া, মাটির লেপ দেওয়া বোতলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অঘোর মন্ত্রে পূজা করিয় বালুকাযন্ত্রে দুই প্রহর পাক করিবে। পরদিন শীতল হইলে পুনর্ব্বার ঐ ঔষধকে আদার রসে মর্দ্দিত করিয়া শুষ্ক করিবে মাত্রা ২ ৩ রতি ঔষধ সেবনান্তে শীতল ক্রিয়া করিবে অঘোর মন্ত্র যথা,—"ওঁ অঘোরভ্যশ্চ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ, সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ"

অঘোরনৃসিংহ রস তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশীলা ১ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ভাগ, ত্রিকটু ৪ ভাগ, কুচিলা ২২ভাগ, কাষ্ঠবিষ ৮৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও শূকরের পিত্ত এবং চিতার রসে এক প্রহর করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে অনন্তর সর্ষপপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে অনুপান আদার জল ত্রয়োদশ বিধ সন্নিপাত জ্বর ও বিসূচিকা রোগে প্রযোজ্য

মৃতসঞ্জীবনী রস —এক বৎসরের পুরাতন গুড় ৩২ সের, কুট্টিত বাবলার ছাল ৩০পল, দাড়িম ছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেল ছাল, সোজিনা ছাল, পাকল ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুরী, কুল, রাখাল শশার মূল, চিতামূল, আলকুশী বীজ, পুনর্ণবা, প্রত্যেকে ১০ পল (কুট্টিত) এবং জল ২৫৬ সের এই সকল একত্রে গুলিয়া একটী জলাধারে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ

করিবে ১৬ দিনের পর সুরাপি ৪ সের, ধুস্তুরা মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, রেণার মূল, রক্তচন্দন, শুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, গুড়ত্বক, এলাইচ, জায়ফল, মুথা, গেঁটেলা, শুঁঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী, শ্বেতচন্দন প্রত্যেকে ২ পল। এই সমুদায় দ্রব্য কুট্টিত করিয়া জালায় দিয়া মুখবন্ধ করিয়া ৪ দিন রাখিবে। পরে বকযন্ত্রে চোয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে সান্নিপাতিক জ্বরে এবং বিসূচিকা রোগের হিমাঙ্গের সময় এই মৃতসঞ্জীবনী রস মুহুর্মুহু প্রয়োগ করিবে।

মৃগমদাসব।—উপরোক্ত মৃতসঞ্জীবনী ৫০ পল, মধু ২৫ পল, জল ২৫ পল, মৃগনাভি ২৫ পল, মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপ্পলী, গুড়ত্বক প্রত্যেকে ২ পল এই সকল একত্র করিয়া আবৃত পাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে তাহাদের দ্রবাংশর ছাঁকিয়া লইবে যথাযোগ্য মাত্রায় বিসূচিকা, হিক্কা ও সান্নিপাতিক জ্বরে প্রয়োগ করিবে

আগন্তুক জ্বর।—শস্ত্র, লোষ্ট্র, মুষ্টি অথবা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তি, মন্ত্রাদি চালন, কামাদি ও ভূতাদির অভিসঙ্গ এবং ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষদিগের অভিশাপ, এই সকল কারণে আগন্তুক জ্বর হয় এই জ্বর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন দোষেরই প্রকোপ থাকে না। সুতরাং পূর্ব্বরূপাদি লক্ষিত হয় না জ্বর প্রকাশিত হইলে বাতাদির যে দোষ লক্ষিত হয়, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিতে হয়

বিষজ্বরের লক্ষণ।—বিষভক্ষণ জন্য যে জ্বর হয়, তাহাতে মুখের লালবর্ণতা, দ্রব মল নির্গম, ভোজ্য বস্তুতে অনভিলাষ, পিপাসা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা।

ঔষধিগ্রাণজ জ্বরের লক্ষণ।—উগ্র ঔষধের গন্ধ ঘ্রাণ জন্য যে জ্বর হয়, তাহাতে মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া ও বমন হয়

কামাদি জ্বরের লক্ষণ।—অভিমত কামিন্যাদি দর্শনে রমণাভিলাষ পূর্ণ না হওয়া প্রযুক্ত যে জ্বর হয়, তাহার নাম কামজ্বর। ইহাতে চিত্তচাঞ্চল্য, নিদ্রাবৎ ক্লান্তি, আলস্য ও অরুচি হয় ভয়জ জ্বরে প্রলাপ, শোকজ জ্বরে প্রলাপ এবং কোপজ জ্বরে প্রলাপ ও কম্প এই সকল লক্ষণ দেখা যায়

অভিচারাদি জ্বরের লক্ষণ। অভিশাপ ও অভিচারজনিত জ্বরে মোহ ও পিপাসা জন্মিয়া থাকে এবং ভূতজন্য জ্বরে উদ্বিগ্নচিত্ততা, হাস্য, রোদন ও কম্পনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উপরোক্ত জ্বর সকলের চিকিৎসা।—স্বতজ্ঞান দ্বারা অভিঘাতোৎপন্ন জ্বর উপশমিত হয়। অস্ত্রাদির দ্বারা ক্ষত ও ব্রণাদিযুক্ত ব্যক্তির জ্বর, ক্ষত ও ব্রণ চিকিৎসা দ্বারা নিবারণের চেষ্টা করিবে। ঔষধিগন্ধজন্য ও বিষসম্ভূত জ্বর পিত্তনাশক ও বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইয়া নিবারণ করিবে। অভিচার ও অভিশাপোৎপন্ন জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং নির্ঘাতাদি উৎপাত ও গ্রহপীড়ার জন্য জ্বর দান স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা প্রতিকার করা কর্তব্য। ক্রোধজন্য জ্বরে পিত্তনাশক ক্রিয়া, রোগীর বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান, সদ্বাক্য কথন, আশ্বাসন ও বায়ুনাশক ক্রিয়া উপকারক। কাম, শোক ও ভয় জন্য জ্বরে রোগীর হর্ষজনক ক্রিয়া করিবে। ক্রোধজ্বর কামোদ্রেকে এবং কামজ্বর ক্রোধোদ্রেকে নিবারিত হয়। ভয় এবং শোকহেতু উৎপন্ন জ্বর কাম এবং ক্রোধের আবির্ভাবে উপশমিত হইবে। ভূতাবেশ জন্য জ্বর হইলে ভূতবিদ্যার নিয়মানুসারে বন্ধন ও তাড়ন ক্রিয়াদ্বারা প্রতিকার করিবে। মানসিক জ্বর মনের শান্তিজনক ক্রিয়া দ্বারা নিবারণ করিবে।

বিষম জ্বরের লক্ষণ।—যে ব্যক্তির জ্বর সহসা কোন ঔষধ দ্বারা নিবারণ করা হইয়াছে, এমন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির অধিক আহার কিম্বা বিহার দ্বারা দোষ সকল পুনরায় কুপিত হইয়া পশ্চাৎ রক্তাদি ধাতুগত হইয়া যে জ্বর জন্মিয়া থাকে, তাহার নাম বিষমজ্বর। এই জ্বর সতত, সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক ইত্যাদি নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্যক্তির আবাল্যাবধিই বিষমজ্বর হইয়া থাকে।

সতত জ্বরের লক্ষণ।—যে জ্বর সাত দিবস, দশ দিবস, কিম্বা দ্বাদশ দিবস ব্যাপিয়া নিয়ত ভোগ করে, তাহার নাম সতত জ্বর।

সততক জ্বর।—রাত্রি ও দিবসের মধ্যে যে জ্বর দুই বার প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে সততক জ্বর বলে।

অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর।—যে জ্বর অহোরাত্রের মধ্যে একবার মাত্র প্রকাশ পায়, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর বলে।

তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর।—প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ এক দিন অন্তর যে জ্বর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে, এবং প্রত্যেক চতুর্থ দিবসে যে জ্বর হয় তাহাকে চতুর্থক জ্বর বলে।

চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বরের লক্ষণ।—অন্য এক প্রকার বিষম জ্বর আছে, যাহার নাম চাতুর্থিক বিপর্য্যয়। এই জ্বর এক দিন উদয় হইয়া ক্রমে দুই দিন ভোগ করে, এবং পুনর্ব্বার আর এক দিন বিশ্রাম করিয়া আবার দুই দিন ভোগ হয়।

বাতবলাসক জ্বরের লক্ষণ।—প্রত্যহ অল্পে অল্পে জ্বর হয় এবং শরীর কফ ও শোথযুক্ত, এবং ঐ শোথের জন্য রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহাতে যদি শরীরের স্তব্ধতা ও অত্যন্ত শ্লেষ্মা থাকে, তবে এইরূপ জ্বরকে বাতবলাসক জ্বর বলে।

প্রলেপক জ্বর।—যে জ্বরে ঘর্ম্মদ্বারা অথবা গুরুতা দ্বারা শরীর লিপ্তপ্রায় হয় এবং অল্পে অল্পে সর্ব্বদাই পূর্ব্বোক্ত লেপানুগত হয় ও যে পর্য্যন্ত জ্বর থাকে, সেই পর্য্যন্ত শীত থাকে, তবে তাহাকে প্রলেপক জ্বর কহে।

রসগত জ্বরের লক্ষণ।—জ্বর রসধাতুগত হইলে, শরীরের গুরুতা, বমনেচ্ছ, দুর্ব্বলত, বমন, অরুচি এবং ক্লান্তচিত্ততার লক্ষণ হয়।

রক্তগত জ্বরের লক্ষণ।—জ্বর রক্তধাতু প্রাপ্ত হইলে মুখ হইতে কিঞ্চিৎ রক্তোদ্গীরণ, শরীরের দাহ, মোহ, বমন, বিভ্রম, অসম্বদ্ধ বাক্যকথন, ব্রণবিশেষ, পিপাসা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়।

মাংসগত জ্বরের লক্ষণ।—জ্বর মাংসগত হইলে জানুর অধোদেশস্থ জঙ্ঘা মাংসোপরি দণ্ডদ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, পিপাসা, দাস্ত ও প্রস্রাব হয়, বহির্দ্দেশে উষ্ণা, অন্তর্দাহ, হস্তপদাদি চালন, গ্লানি এই সমস্ত লক্ষণ জন্মে।

মেদগত জ্বরের লক্ষণ জ্বর মেদগত হইলে অতিশয় ঘর্ম, পিপাসা মূর্চ্ছা, অযথা বাক্যালাপ, বমি, শরীরের দুর্গন্ধতা, অরুচি, গ্লানি, অসহিষ্ণুতা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

অস্থিগত জ্বরের লক্ষণ —জ্বর অস্থিগত হইলে অস্থিভঙ্গবৎ পীড়া, কুন্থন, শ্বাস, দাস্ত, বমি, শরীরের বিক্ষেপ অর্থাৎ হাতপা ছোড়া, এই সকল লক্ষণ দেখা যায়

মজ্জাগত জ্বরের লক্ষণ —জ্বর মজ্জাগত হইলে অন্ধকারপ্রবেশের ন্যায় জ্ঞান, হিক্কা, কাশ, দাস্ত, বমি, শরীরে শীতলতা অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস, হৃদয়ে বেদনা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

শুক্রগত জ্বরের লক্ষণ —জ্বর শুক্রগত হইলে পুরুষাঙ্গের স্তব্ধতা, পুরুষত্বের দুর্ব্বলতা, শুক্রক্ষরণ অথবা রক্তাদি মোক্ষণ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে

প্রাকৃতাদি জ্বরের লক্ষণ বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই তিনকালে যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাজনিত জ্বর হইলে, অর্থাৎ বর্ষাকালে বায়ু, শরৎকালে পিত্ত এবং বসন্তকালে কফজ্বর হইলে, সেই জ্বরকে প্রাকৃত জ্বর বলে। ইহার অন্য প্রকার হইলে, অর্থাৎ বর্ষাকালে পিত্ত জ্বর, শরৎ কালে কফজ্বর ইত্যাদি হইলে, এই জ্বর দুঃসাধ্য এবং বাতজ্বর প্রাকৃত হইলেও সুখসাধ্য নহে

বৈদ্যকে অন্যান্য দুই তিন প্রকার জ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা—অন্তর্ব্বেগ, বহির্বেগ জ্বর, পচ্যমানজ্বর, নিরাম জ্বর ইত্যাদি কিন্তু, সেগুলি সাধারণ জ্বরের সামান্য রূপান্তর বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না, তবে আমজ্বরের রূপ এবং চিকিৎসা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ হওয়ায় নিম্নে তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিছু লিখিয়া উপরোক্ত জ্বরগুলির চিকিৎসা সম্বন্ধে ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইবে

আমজ্বরের লক্ষণ —মুখ হইতে লালাস্রাব, হৃদয়ের অশুদ্ধতা, অরুচি, নিদ্রা ও ক্লান্তি, আলস্য, ক্ষুধামান্দ্য, মুখের বিরসতা, শরীরের গুরুতা, অতিরিক্ত প্রস্রাব, শরীরের স্তব্ধতা, অতি বেগবান জ্বর ইত্যাদি। এই অবস্থায় রোগীকে কোন ঔষধ দিবে না, কারণ যে পর্য্যন্ত আমদোষ

থাকে, সেই সময়ের মধ্যে ঔষধ দিলে জ্বর পুনর্ব্বার প্রবলবেগ ধারণ করে।

চিকিৎসা।—হিঙ্গুলোত্থ পারা * ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া পর্প্পটীবৎ পাক করিবে (পর্প্পটীপাকের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) পরে পর্প্পটীর সহিত স্বর্ণ ২ মাসা, লৌহ, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, বঙ্গ, গৈরিমাটী ও প্রবাল অর্দ্ধতোলা, মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তি ভস্ম প্রত্যেকে ২ মাসা, এই সকল দ্রব্য একত্রে জল দিয়া মাড়িয়া একটী বর্ত্তুলাকার করিবে অনন্তর তাহাকে দুইটি ঝিনুকের ভিতর রাখিয়া উত্তমরূপে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে শুকাইলে ২০ ২৫ খানি ঘুঁটের আগুনে পুট পাক দিবে মাত্রা ৩ রত্তি অনুপান পিঁপুল চূর্ণ ২ রত্তি, সৈন্ধব ২ রত্তি, হিঙ্গু ২ রত্তি, অল্প মধু। ইহা বিষম জ্বরের প্রসিদ্ধ ঔষধ, বিশেষতঃ উদরাময়াদি থাকিলে অত্যন্ত উপকার হয়। ইহাকে "বিষম জ্বরান্তক লৌহ" কহে।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ —লৌহ ২ পল, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকুট, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপ্পলী, পিঁপুলমূল, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, চিতামূল প্রত্যেকের ওজন ১ তোলা; সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে, অনুপান আদার রস ইহা বিষম জ্বরের মহৌষধ

জ্বরমঙ্গল রস —হিঙ্গুলোত্থ পারা, গন্ধক, সোহাগার খই; তাম্র,

---

* হিঙ্গুল হাঁড়ির ভিতর পুরিয়া সরা দ্বারা (সরার তলায় চা-খড়ি মাখাইতে হইবে) তাহার মুখ বন্ধ করতঃ, তাহাতে উত্তমরূপে গোবরমাটীর প্রলেপ দিবে প্রলেপ উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, অগ্নিতে চাপাইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে ৪ প্রহর কাল জ্বাল দিয়া নামাইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরার তলায় লাগিয়া আছে, তাহা চাঁচিয়া লইলেই পারা বাহির হইল

। ঔষধের মধ্যে যেখানে পারা গন্ধক থাকিবে, সেইখানেই এই উভয় দ্রব্যকে অগ্রে একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবার কথা বুঝিতে হইবে এই দুই দ্রব্য যতক্ষণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত ও কৃষ্ণবর্ণ না হয়, ততক্ষণ মর্দ্দন করিতে হইবে।

বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও মরিচ প্রত্যেকে ৪ মাসা। এই সমস্ত একত্রে ধুতুরা পাতার রসে, সেফালিকা পত্রের রসে, দশমূলের ক্বাথে ও চিরতার ক্বাথে যথাক্রমে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জীবকচূর্ণ ও মধু। ইহাতে নানাবিধ ধাতুস্থ জ্বর নষ্ট হয়। ইহা বিষম জ্বরে শেষ ব্যবস্থা।

জ্বরান্তক রস।—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করতঃ চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুঠি, মুথা, কটুকী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপ্পলী, প্রত্যেকে উপরোক্ত তাম্রাদি সকল দ্রব্যের সমান ওজনে, ষোল গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চারি গুণ জল থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। দ্বিগুঞ্জা প্রমাণ বটী, অনুপান মধু। ইহাতে নানাবিধ বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

সাধারণতঃ সকল প্রকার জ্বরে যে সকল ঔষধ প্রযোগ করা যাইতে পারে, সেই সকল ঔষধের মধ্যে পরীক্ষা দ্বারা যে গুলিকে অব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই গুলি লিখিত হইতেছে, অপর পরিত্যক্ত হইল।

শীতভঞ্জী।—৬তোলা পরিমিত তাম্রে একটী খল প্রস্তুত করিবে। অনন্তর পারদ, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খই, গন্ধক, এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে লইয়া করলা পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রখলের উদরভাগ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ খল একটী হাড়ির মধ্যে অধোমুখে রাখিয়া তাহার উপরিভাগে অপর একটী হাঁড়ি ঢাকা দিয়া তাহা বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিবে ও উপরিভাগে কতকগুলি ধান্য নিক্ষেপ করিবে। পরে উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া জ্বাল দিবে। উপরের ধান্য সকল ফুটিলে চুল্লী হইতে নামাইয়া ঔষধের সহিত ৬ তোলা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। উহার ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতিক জ্বরের মহৌষধ।

মেঘনাদরস।—রূপা, কাঁসা, তাঁবা প্রত্যেকে ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, তিতরাজের মূলের ছালের ক্বাথে মাড়িয়া ছয় বার গজপুটে

পাক করিবে মাত্রা ২ রতি অনুপান পানের রস ইহাতে বিষম জ্বর পর্য্যন্ত নষ্ট হয়

লক্ষ্মীবিলাস রস —অভ্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জয়ত্রী, জায়ফল প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষ চাকুলে মূল, বেলেডা মূল, গোক্ষুর বীজ, হিজ্জলবীজ, প্রত্যেকে ২ তোলা, সমস্ত একত্রে পানের রসের সহিত মাড়িয়া ৩ গুঞ্জ প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে অনুপান দুগ্ধ, দধি, কাঁজি প্রভৃতি

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর —পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ০ তোলা, সমস্ত একত্রে নিমছালের রসে মর্দ্দনান্তে বর্ত্তুলাকার করতঃ কৌটায় প্রলেপ দিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে শীতল হইলে লৌহ ।০ তোলা ও হিঙ্গুল ০ আনা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িবে মাত্রা ২ রতি অনুপান পিঁপুলচূর্ণ ও মধু যক্ষ্মা ও সকল প্রকার কাশরোগ ইহা সেবনে প্রশমিত হয়

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। গন্ধক, পারদ, অভ্র, ত্রিকটু, জিরা, কৃষ্ণজিরা, শঠি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানি, কুড়, হিঙ্গু, সৈন্ধব, যবক্ষার, সোহাগা, গজপিপ্পলী, জয়ত্রী, বনযমানী, লৌহ, হুবালভা, লবঙ্গ, ধুস্তুরাবীজ, জয়পালবীজ, কটফল ও চিতামূল প্রত্যেকে ২ তোলা, প্রস্তরপাত্রে প্রস্তরদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিয়া বিল্ব, আকন্দ চিতা, দন্তী, অপামার্গ জীবন্তী বাসক, নিসিন্দ গণিয়ারী, ধুস্তুরা, কৃষ্ণজীরা, পানিধা, পিঁপুল, কণ্টিকারী ও আদা ইহাদের মূলের রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ১ রতি প্রমাণ বটি করিবে অনুপান আদার রস বা গরম জল সেবনে শিরোরোগ ও জ্বরপ্রতিকার হয়

বসন্তমালতী রস —স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ এবং কর্পূর ৮ ভাগ প্রথমে অল্প পরিমাণ মাখনের সহিত মর্দ্দন করিয়া পরে পাতিলেবুর রসে মাড়িতে মাড়িতে যতক্ষণ মাখনের স্নেহাংশ অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ ক্ষান্ত হইবে না মাত্রা ২ রতি, অনুপান মধু ও পিপ্পলীচূর্ণ সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষম জ্বর, উদরাময়, কাশ প্রভৃতি রোগশান্তি হয়

লৌহাসব।—লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুথা চিতামূল প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের, গুড় ১২॥০ সের ও জল ১২৮ সের, একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুম্ভে তাহার মুখে ঢাকা দিয়া ১মাস রাখিবে। ইহাতে ঔষধ সমস্ত অন্তরুৎ সিক্ত হইয়া আসবরূপে পরিণত হয়। মধ্যে মধ্যে কুম্ভটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহ সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, জীর্ণজ্বর, প্লীহ প্রভৃতি নানা রোগ শান্তি হয়।

অমৃতারিষ্ট।—গুলঞ্চ ১২॥০ সের, দশমূল ১২॥০ সের, এই ২৫ সের দ্রব্য ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথে ৩৭॥০ সের গুড় গুলিয়া উহাতে কৃষ্ণজীরা ২ সের, ক্ষেতপাপড় ॥০ পোয়া, এবং ছাতিমছাল, ত্রিকটু, মুথা, নাগেশ্বর, কটুকী, আতইচ, ইন্দ্রযব, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল নিক্ষেপ করিয়া আবৃতপাত্রে একমাস রাখিবে। ইহাতে উক্ত দ্রব্য সকল অন্তরুৎ সেক ক্রিয়া দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। পান করিলে সকল প্রকার জ্বর প্রশমিত হয়।

আসব ও অরিষ্ট প্রস্তুতের দ্রব্য সকল উত্তমরূপ শুষ্ক এবং উত্তমরূপ কুট্টিত বা চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক।

জ্বরে তৈল মর্দ্দন ব্যবস্থা। এজন্য নিম্নোক্ত তৈলগুলির প্রস্তুত-বিবরণ লিখিত হইতেছে।

কিরাতাদি তৈল।—সরিষার তৈল ৪ সের, দধির মাত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, চিতার ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, বালা, কুড়, রাখালশশা, রাস্না, গজপিপ্পলী, ত্রিকটু, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব, সচল, বিট লবণ, বাসক ছাল, শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল, শ্যামালতা, দেবদারু, মাখাল ফল, মিলিত সকল সমভাগে ১ সের। তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ জ্বর নষ্ট হয়। *

* তৈলবিশেষে মূর্চ্ছনা ও পাকাদির নিয়ম পৃথক বিধি। সকল প্রকার তৈলে একই জাতীয় তৈল ব্যবহৃত হয় না। কিরাতাদি তৈলে সরিসার তৈল লাগে, কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল তৈলেই তিল তৈল ব্যবহার হয়। এজন্য উহাদের পৃথক পৃথক পাকবিধি লিখিত হইতেছে।

তিল তৈল —দৃঢ় কটাহে(কড়াতে)মন্দ জ্বালে তৈল চাপাইবে ঐ তৈল হইতে প্রথমতঃ ফেণা উঠিতে থাকিবে সমস্ত ফেণা যখন অদৃশ্য হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া সামান্য শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া অল্পে অল্পে তৈলে নিক্ষেপ করিবে পরে কুট্টিত ও জলসিক্ত মঞ্জিষ্ঠা ক্রমশঃ দিবে তদনন্তর লোধ্র,মুথা, বালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ার জটা, বালা এই সমুদায়ের চূর্ণ জলসিক্ত করিয়া কিম্বা ঐ সকল জিনিষ জলে বাটিয়া নিক্ষেপ করিবে ঐ তৈলে তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে কিছু জল থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন তদবস্থায় রাখিবে উপরোক্ত হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্যকে মূর্চ্ছনা কহে ইহাদের পরিমাণের নিয়ম লিখিত হইতেছে সাধারণতঃ সকল তৈলের মূর্চ্ছনা দ্রব্য একই প্রকার , যেখানে মূর্চ্ছা দ্রব্যের বিশেষ কিছু উল্লেখ থাকিবেনা, সেখানে এই সমস্ত মূর্চ্ছাদ্রব্যই ব্যবহার করিতে হইবে

তৈলের পরিমাণ যত, মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার ষোড়শাংশ , অপরাপর দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ তৈলের পরিমাণ ১৬ সের হইলে, মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ ১ সের এবং অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ এক পোয়া। মূর্চ্ছাক্রিয়া কর্ত্তৃক তৈলের দুর্গন্ধ ঘুচিয়া একরকম সুন্দর গন্ধ এবং রক্তিম বর্ণ উৎপন্ন হয় তৈলের সহিত অন্যান্য কাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছা দ্রব্য সমুদায় ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে

কটু অর্থাৎ সরিসার তৈল মূর্চ্ছা।—কটু তৈলের মূর্চ্ছা দ্রব্য—আমলা, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল,দাড়িম ছাল,নাগেশ্বর,কৃষ্ণ জীরা , অগারক তৈল—মূর্চ্ছিত তিল তৈল ৪ সের,কাঞ্জিক ১৬ সের, কল্কদ্রব্য—সর্জ্জমূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, বংশলোচনার মূল, বালা, বালুকা ও বহেড়া মূর্চ্ছাইবার প্রণালী পূর্ব্ববৎ তৈল নিক্ষেপ হইলে নামাইয়া প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে মঞ্জিষ্ঠা ও তাহার পর অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় দিয়া ১৬ সের জল দিবে ঐ জল অধিকাংশ মরিয়া আসিলে সে দিন নামাইয়া রাখিতে হইবে.

এরণ্ড তৈল মূর্চ্ছা —মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, ধন্যা, ত্রিফলা, জয়ন্তী পত্র বালা, বনখেজুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, নালুকা, শুণ্ঠী, কেয়ার মূল, দধি ও কাঁজি পূর্ব্ববৎ হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা মূর্চ্ছা কার্য্য করিবে চারি সের তৈলে প্রত্যেক মূর্চ্ছা দ্রব্য ০ তোলা পরিমাণে দিতে হইবে

পাক শেষ হইবার সময় সকল তৈলেই হাতা দ্বারা ঘন ঘন নাড়িতে হইবে তাহা না হইলে কটাহের তলায় কাইট জমিয়া তৈল ধরিয়া যাইবে এবং তাহাতে দুর্গন্ধ ছাড়িবে তৈল মূর্চ্ছাইবার সময় তৈল ঠিক হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাহাতে ২ ৪টী ধান্য নিক্ষেপ করিবা মাত্র যদি খই হইয়া ভাসিয়া উঠে, তবে তখনই নামাইয়া মূর্চ্ছা করিবে।

বৃহতী, সৈন্ধব লবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী, শতমূলী, এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের পাক সিদ্ধ হইলে—অর্থাৎ যখন তৈলের সহিত জল বিন্দুমাত্র থাকিবে না, তৈলের কাইটে বড়ি পাকান যাইবে, অথবা তাহা আগুণে দিলে চুড় চুড় শব্দ না করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তখনই জানিতে হইবে পাক সিদ্ধ হইয়াছে তৈল ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কর্পূর ২ তোলা, শিলারস ২ তোলা ও নখী ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে ইহা মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার পুরাতন জ্বর নষ্ট হয়

লাক্ষাদি তৈল —মূর্চ্ছিত তিল তৈল ৪ সের, পুরাতন কাঁজি ১৬ সের, কল্কার্থ লাক্ষ, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর ও তজ্জনিত দাহ এবং শীত নিবারণ হয়

জ্বরমুক্তির পূর্ব্বরূপ —জ্বরমুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রম, পিপাসা, কম্প, পাতলা দাস্ত, সংজ্ঞানাশ, কোঁৎপাড়িবার ন্যায় শব্দ, মুখের দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইলে জানিতে হইবে সত্বরেই রোগীর জ্বর মুক্তি হইবে

জ্বরমুক্তির লক্ষণ।—ঘর্ম্মাগম, শরীরের লঘুতা, মস্তকে কণ্ডু, মুখের মধ্যে বা ওষ্ঠে ফোস্কা, হাঁচি, ভোজনে অভিলাস, এই সকল লক্ষণে রোগীকে জ্বরমুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথিকমতে জ্বরচিকিৎসা।

শীতানুভব জ্বরোদয়ের পূর্ব্বলক্ষণ ইহাতে বলবান ব্যক্তিরাও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে ক্রমে সাংঘাতিক হইয়াও উঠিতে পারে। এজন্য সহজাবস্থায় হঠাৎ শীতানুভব হইলেই এক মাত্রা 'ক্যাম্ফর' তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিবে

কম্প।—রোগী আপনার দেহের উষ্ণতা যতক্ষণ অনুমান না করে, ততক্ষণ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দুই বিন্দু পরিমাণে "ক্যাম্ফর" ব্যবস্থা করিবে যথাসম্ভব গরম জলে পাদদ্বয় কিয়ৎকাল স্থাপন করিয়া রোগীকে শয্যায় লইয়া যাইবে, তাহার পরে দুই পায়ে, বোতলে গরম জল পুরিয়া তদ্দ্বারা ফোমেণ্ট করিবে ঘর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর "য়্যাকোনাইট" সেবন করাইবে তাহার পর দুই ঘণ্টায় এক মাত্রা "মার্কিউরিয়াস" প্রয়োগ করিবে।

জলে ভিজিলে।—অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর "ডাল্‌ক্যামেরা" ব্যবহার করিবে আবশ্যক হইলে পরে "য়্যাকোনাইট" এবং "মার্কিউরিয়াস" দিবে

সামান্য জ্বর।—ত্বকের উষ্ণতা ও শুষ্কতা, অস্থিরতা ও নাড়ীর বেগ থাকিলে এবং শীতানুভব হইলে যে পর্য্যন্ত না ঘর্ম্ম হয়, সে পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর "য়্যাকোনাইট" সেবন করাইবে।

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—শীতানুভবের সহিত জ্বর উপস্থিত হয়, মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্ম হইতে থাকে এই জ্বর প্রতিদিন, কখন বা এক দিন অন্তর, কখন অন্য কোন পর্য্যায় অবলম্বন করিয়া আইসে ম্যালেরিয়া প্রবল দেশে প্রায়ই ইহা হইয়া থাকে। কম্পের আক্রমণে শরীরের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, এবং তৎসহ প্রায়ই প্লীহা বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা —মগ্নকালে অথবা কম্পের ভিন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা "চায়না" কিম্বা "সিঙ্কোনা" ঔষধ উপযুক্ত শীতানুভব হইবা সময় প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টায় এবং অন্য সময়ে দুই ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। যাহাতে কম্পের অবস্থা নির্ণীত না হয়, সেরূপ অনিয়মিত কম্পজ্বরে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর "আর্শেনিক" প্রয়োগ কর যায়

পাকস্থলীর উত্তেজনা বা বমন থাকিলে "ইপিক্যাকুয়ানা" ব্যবস্থ করা যায়। ভারতবর্ষীয় জ্বরে উষ্ণাবস্থা কমাইবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর "য়্যাকোনাইট" ব্যবহার করা উচিত অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে দুই বা ততোধিক মাত্রায় "ফস্ফরিক য়্যাসিড" ব্যবস্থা করিতে হইবে জ্বর আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে "চায়না" দেওয়া কর্ত্তব্য, শীতানুভব হইবার সময় গরম চা দিবে। যথাসাধ্য বস্ত্র দ্বারা গাত্র আবরণ করিবে এবং শরীরে ও পায়ে গরম জল বোতলে পুরিয়া ফোমেণ্ট করিবে। পরিষ্কার তোয়ালে দ্বারা ঘর্ম্ম মুছাইয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করাইবে

লঘু, বলকারক এবং সহজে পরিপাকযোগ্য পথ্য ব্যবস্থা প্রথম এক বা দুই দিন মাংস ভক্ষণ নিষেধ, কিম্বা জ্বর আসিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে কোন প্রকার খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে মৃদু এবং সামান্য ব্যায়াম কর্ত্তব্য

স্কার্‌লেট্ ফিবার বা লোহিত জ্বর।—এই জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে লোহিত বর্ণ দাগ, কিম্বা স্ফোটক দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত প্রকারে চিকিৎসা না হইলে যার পর নাই সংক্রামক এবং সাংঘাতিক হইয়া উঠে। মুখ ও গলা স্ফীত হয়, জিহ্বা লোহিতবর্ণ এবং তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা দেখা যায়; কখন কখন ত্বক পরিষ্কার, কখন বা উষ্ণ খুস্কা এবং দাহযুক্ত বোধ হয়। ত্বকের মসৃণত্ব নিবারণ জন্য দুই ঘণ্টান্তর "বেলেডোনা" দিবে এবং গলাফুলা থাকিলে তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে "মর্কিউরিয়াস" ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ত্বক উষ্ণ খুস্কা হইলে দুই ঘণ্টান্তর "রস" প্রয়োগ করিবে।

ত্বক উষ্ণ থাকিলে দুই ঘণ্টাকাল বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখিবে, গলায় কাপড় বাঁধিয়া দিবে। রোগীকে কেবল মাত্র তাহার ধাত্রীর সহিত এক গৃহে রাখিবে। ঘর হইতে মশারি ও অন্যান্য বস্ত্রাদি স্থানান্তরিত করিবে। গৃহদ্বার আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া দিবে, যে পর্য্যন্ত ত্বক স্বাভাবিক না হয়, ততক্ষণ রোগী কোনমতে অন্য কাহাকেও দেখিতে বা তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিবে না। পথ্য,—শীতল জল, যবের জল, চা, দুগ্ধ, মুরগী ও মেষমাংসের ক্বাথ এবং মৎস্য। সেই বাড়ীমধ্যে যে সকল শিশু বাস করিবে, তাহাদিগকে রাত্রিকালে এবং প্রাতঃকালে "বেলেডোনা" খাইতে দিবে।

টাইফস্ ফিবার।—বহু জনতাপূর্ণ স্থানে বাস, বহু শ্রম জন্য ক্লান্তি, ক্লেশ এবং অনাহার জন্য এই পীড়া জন্মে। এই রোগ সংক্রামকরূপে দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয়, সংক্রমণের পনর দিন পর্য্যন্ত রোগী কিছুই অনুভব করিতে পারেনা, তাহার পর শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা, সকল কার্য্যে অনিচ্ছা, অতিরিক্ত শীতানুভব ও রোগী শয্যাগত হয়। শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জিহ্বা শুষ্ক এবং কটা বর্ণ, পিপাসা বৃদ্ধি, নাড়ী বেগবতী, শরীরের উত্তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হয়। অস্থিরতা, অনিদ্রা, ভ্রম, প্রলাপ, দন্তে এক প্রকার ক্লেদ, ত্বক চট চটে, মুখ কালি বর্ণ, রোগী সর্ব্বদা চিৎভাবে শয়ন করিয়া থাকে, শরীরে লোহিত বর্ণ দাগ দৃষ্টিগোচর হয়। এক প্রকার বিকৃত বর্ণের মল মূত্র রোগীর অজ্ঞাতসারে নির্গত হয়। ফুস্ফুসের পীড়া অথবা হিমাঙ্গ হইয়া রোগীর প্রাণ নষ্ট করে, কিম্বা শান্তিজনক নিদ্রা উপস্থিত হইয়া, রোগী শয্যাগত থাকিলেও, নিদ্রান্তে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। চৌদ্দ হইতে ষোল দিনের মধ্যে রোগীর বিপদের আশঙ্কা।

যৎকালে শীতানুভব, নাড়ির দ্রুতগতি এবং বমনেচ্ছা বা বমন হইতে থাকে, তৎকালে, এক ঘণ্টা অন্তর "ভেরেট্রাম ভিরাইড" ব্যবস্থা। লক্ষণ-সকল তাহাতে অন্তর্হিত না হইলে, "ব্রাইওনিয়া" এবং "রাস" পর্য্যায়-ক্রমে দুই ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। প্রবল আক্ষেপ না থাকিলে দুই

ঘণ্টান্তর "বেলেডোনা" ব্যবহার করিবে হিমাঙ্গ অবস্থায় এক ঘণ্টা অন্তর "আর্শেনিক" দিবে।

গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুপ্রশস্ত হইবে তাহাতে যেন উত্তমরূপে বায়ু যাতায়াত করিতে পারে। মুখ ও হাত সর্ব্বদা গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া মুছাইয়া দিবে, প্রতিদিন শয্যা এবং পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইবে। সর্ব্বদা সতর্কভাবে রোগীর নিকটে থাকিয়া একজন অবশ্য তাহার শুশ্রূষা করিবে শীতল জল, যবের জল, সিদ্ধ জল, চা, এবং দুগ্ধ খাইতে দিবে ঔষধ সেবনের মধ্যে মধ্যে পোর্ট খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য অধর ও ওষ্ঠ সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিতে হইবে, এজন্য সর্ব্বদা কোন পানীয় দ্রব্য দেওয়া ব্যবস্থা। রোগীকে আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত উঠিয়া বসিতে দিবে না।

টাইফয়েড্ ফিবার্।—পিত্তজন্য জ্বর মৃদুভাবে রোগীকে আক্রমণ করে, আক্রমণকালে ইহা টাইফস্ ফিবারের ন্যায় প্রবল ও যন্ত্রণাদায়ক নহে আরম্ভকালে উদর বেদনা, উদরাময়, ক্ষুধামান্দ্য, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়। তাহার পর বমন, জিহ্বার শ্বেতবর্ণ, এবং তাহার পার্শ্বদেশে আরক্ততা হইতে থাকে। অতঃপর লক্ষণ সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই রোগী শয্যাগত হয়। পাকস্থলী উগ্র এবং স্ফীত হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে যন্ত্রণা বোধ হয় নিদ্রাকালেও রোগী স্থির হইতে পারে না, এবং প্রলাপ ও আক্ষেপ হইতে থাকে। এই সময়ে উদরাময় আরম্ভ হয়। রোগীকে ক্ষণকালের জন্যও একাকী রাখা উচিত নহে রাত্রিকালে শয্যার বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মলত্যাগের ইচ্ছা হইলেও উঠিতে দিবে না। এই জ্বরের বিরাম আছে, তৎকালে রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই রোগেও লালবর্ণ দাগ শরীরের প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। প্রস্রাব অল্প হয়। রোগীকে কোন প্রশ্ন করিলে অসম্বদ্ধ উত্তর করে; অধর ওষ্ঠ শুষ্ক, উস্কখুস্কা হয়, দন্তে ক্লেদ জন্মে রোগী অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে, বিছানা হাতড়াইতে থাকে বা তাহা ধরিয়া টানে

এই জ্বর টাইফস্ ফিবার হইতেও সাংঘাতিক, ক্ষয়, প্রদাহ, রক্তবমন বা ভেদ এবং ঘর্ম্ম কর্ত্তৃক রোগীর মৃত্যু হয়

প্রথমে উদরাময়ের চিকিৎসা করিবে, কিন্তু যদি প্রতিকার না মানিয়া প্রবল ও একজ্বর উপস্থিত করে, তবে দুই ঘণ্টা অন্তর "ব্যাপ্টিসিয়া" দিবে আক্ষেপ ও উদরের স্ফীততা এবং যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে "বেলেডোনা" এবং "মিউরিয়েটিক য়্যাশিড" তিন ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে এবং মধ্যেমধ্যে পেটে ফোমেণ্ট করিবে। সর্দ্দি এবং বক্ষ ভার থাকিলে, "ব্রাইওনিয়া" ও "ফস্ফরাস্" দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে দিবে। টাইফস্ ফিবারের ন্যায় পথ্য দান করিবে। সর্ব্বদা শয্যা পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, ঘরের মেজে ধৌত করাইবে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার উপদেশ দিবে, যে পাত্রে রোগী মলত্যাগ করিবে, তাহা পরিষ্কার করাইয়া তাহাতে কার্ব্বলিক য়্যাশিড দেওয়াইবে পাকস্থলীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক কোমল ও বলকারক খাদ্য দিবে

হাকিমীমতে জ্বরচিকিৎসা।

জ্বরের কারণ—সর্দ্দি হইলে শরীরের লোমকূপ সকল বন্ধ হইয়া ঘর্ম্ম নির্গত না হওয়া প্রযুক্ত শরীরের অবগুণ বাহির না হওয়াতে শরীর খোলসা না থাকা প্রযুক্ত জ্বরের উৎপত্তি হয়। সে তপ্তি সামান্য জ্বর। শরীর অধিক গরম হইবার পরে শীঘ্র শীতল করিলেই সর্দ্দি হয়, আর অধিক পরিশ্রম করিলে ঘাম বাহির হইলে যদি কোন রকমে বাতাস গায়ে লাগে, তবে সর্দ্দি হয় রাত্রিকালে বাহিরে শয়ন করিলে বা রাত্রের শীতল বাতাস গায়ে লাগিলে ঘার্ম নির্গত হওয়া বন্ধ হয় এবং

তাহাতেও সর্দ্দি হয়। ভিজা কাপড় পরিয়া অধিকক্ষণ থাকিলে সর্দ্দি হয়। এই প্রকার সর্দ্দি হইতে জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে সময়ে ক্ষেত্রের জল শুষ্ক হয় ও তাহাতে মরা ঘাস, গাছ-গাছড়া পচে, সেই সময়ে ঐ পচা দ্রব্য হইতে মন্দ বায়ু কিম্বা বাষ্প উদ্ভব হয়, তাহা হইতে নানা প্রকার জ্বর হয়, বিশেষতঃ পালাজ্বর অধিক হয় এজন্য জলসিক্ত স্থানে, নিম্ন স্থানে এবং বিল ও খালের নিকটে অধিক মন্দ বাষ্প জন্মে; ঐ বায়ু দ্বারা জ্বরের উৎপত্তি হয়।

স্রোতের জল হইতে মন্দ বায়ু জন্মে না কিন্তু যে স্থানে অল্প ও স্থির জল থাকে, সেই জলে সূর্য্যকিরণ লাগিলে, তাহা পচিয়া যায় ও তাহা হইতে অনেক মন্দ বাষ্প জন্মে। ঐ বায়ু, দিবসে সূর্য্যের তেজদ্বারা অতিশয় পাতলা হইয়া উপরে উঠে, এইহেতু বড় ক্ষতিজনক হইতে পারে না। সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে শীতলতা প্রযুক্ত ঐ বায়ু নীচে আইসে, সেই সময় শরীরের হানিজনক হয়। অন্য বায়ু হইতে এই বায়ু অতিশয় ভারী। ঘরের কপাট বন্ধ করিলে ঘরের ভিতর দূষিত বায়ু অধিক যাইতে পারে না। এজন্য মশারির ভিতরে কিম্বা ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিলে ভাল হয়।

কোন কোন মন্দ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যদি সে দ্রব্য জীর্ণ না হয়, কিম্বা তজ্জন্য পেটের অসুখ করে, তবে তাহাতেও কখন কখন জ্বরের উৎপত্তি হইতে পারে, বিশেষতঃ শিশুদের এই প্রকার জ্বর অধিক হয়।

নিত্যজ্বর লক্ষণ।—নাড়ী এবং নিশ্বাস শীঘ্র চলে, মস্তক ব্যথা করে, চর্ম্ম শুষ্ক ও গরম হয়, কোষ্ঠ কখন হয়, কখন হয় না, প্রস্রাব লাল-বর্ণ হয়, জিহ্বা মলিন হয়, শরীরে সর্ব্বদা জ্বর থাকে,—কখন কিছু কম হয়, কখন বা বেশী হয়।

চিকিৎসা।—অল্প ও লঘু আহার দিবে, এই পীড়ায় মল মূত্র ত্যাগ অল্প হয়, কিম্বা একেবারে বন্ধ হয়, এজন্য পেট পরিষ্কার করা আবশ্যক, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ খাওয়াইবেন।

সোনামুখীর পাতা	১৮ মাসা
রেউচিনি	১ মাসা

ছোট এলাইচ	.. ...	১ মাসা।

এই কয়েক দ্রব্যকে অর্দ্ধ সের গরম জলে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সেই জল ছাঁকিয়া সেবন করিতে দিবে। পূর্ব্বে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

অন্য প্রকার।

মুসব্বর	.. ..	৩ রত্তি
জাঙ্গি হরিতকী	. ...	৩ রত্তি।

এই দ্রব্যকে বাটীয়া ৩টী বটী করিবে, এবং রোগীকে উপবাস রাখিয়া দিবসে অথবা রাত্রে খাইতে দিবে

অন্য প্রকার

মুসব্বর	..	৩ রত্তি।
চূর্ণ পারা	. ..	১০ রত্তি
সাবান	. ..	৩ রত্তি

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মাড়িয়া তিনটী বটী করিয়া একবারে তিনটীকেই খাওয়াইবে যদি শরীরে অধিক জ্বর থাকে, তবে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধছটাক কিম্বা কালাদানা ১ মাস খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। পরে চিরাতা ১ তোলাকে অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া কিছু পরে সেই জলকে ছাঁকিয়া দুই ভাগ করিবে, তাহার একভাগ সন্ধ্যার সময়, অন্য ভাগ প্রাতঃকালে খাওয়াইবে এই প্রকার চারি পাঁচ দিন ব্যবহার করিলে ভাল হয় ঐ উপায় করিতে করিতে যদি জ্বর অধিক কিম্বা কঠিন হয়, তবে প্রথমতঃ উপরের লিখিত একটী জোলাপ দিবে, পরে নিম্ন লিখিত উপায় করিবে

কালামিল	. .	৩ রত্তি।
স্বর্ণমাক্ষিক	. ..	৩ রত্তি।

এই দুই দ্রব্যকে মিশ্রিত করিয়া পরে ভাল করিয়া দন্তে বেদনা হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক ভাগ খাওয়াইবে

ইহাতে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত কলিজা এবং প্রস্রাব পরিষ্কার হইবে

পালাজ্বর ।—প্রথমে মস্তকের হাড় সমূহ বেদনা করে, কম্প হয়, কম্প বন্ধ হইলে জ্বর হয় ; পিপাসা হয়, কোষ্ঠ হয় না, আর ঐ জ্বর এক, দুই, তিন, কিম্বা চারি দিবস অন্তর রোগীকে আক্রমণ করে

কারণ ।—শরীরে মন্দ বাতাস লাগিলে, সর্দ্দি হইলে, কিম্বা নিম্ন ও ভিজা ভূমিতে বাস করিলে এই ব্যাধি জন্মে যে স্থানে মন্দ বাতাসের উৎপত্তি হয়, সে স্থানে অধিক পালাজ্বর হইয়া থাকে, যেমন উড়িষ্যা ও বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে ভূমির নিম্নতা প্রযুক্ত পচ, লোনা ও বদ্ধ জল থাকায় পালাজ্বর অধিক হয় । পশ্চিমদেশের পার্ব্বতীয় স্থানে জলের স্রোত থাকা প্রযুক্ত সে স্থানে মন্দ বাষ্পের উৎপত্তি হইতে পারে না, এইহেতু সেই স্থানে পালাজ্বর অধিক হইতে পারে না । আর ঐ মন্দ বায়ু কখন কখন বিষতুল্য হয়

চিকিৎসা ।—নিম্নোক্ত ঔষধ সর্ব্বাগ্রে ব্যবস্থা করিবে ।—

সোণামুখীর পাতা	.	..	১৮ মাসা
বেউচিনি	...	...	১ মাসা
ছোট এলাইচ	...	..	১ মাসা ।

এই তিন দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধসের গরম জলে অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সেই জলকে ছাঁকিয়া রাত্রিযোগে উপবাস করিয়া খাইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে । পরে চিরাতা ১ তোলা অর্দ্ধসের গরম জলে ভিজাইয়া, সেই জল ছাঁকিয়া দিবসের মধ্যে দুই বার—প্রতিবারে এক পোয়া আন্দাজ খাইতে দিবে জ্বর ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঐরূপ করিবে ইহাতেও যদি জ্বর বন্ধ না হয়, তবে নীচের লিখিত ঔষধ খাওয়াইবে

মুসব্বর	...	...	২ মাসা ।
সাবান	...	...	২ মাসা
সফেদ সম্চল	...	..	২ রত্তি ।

জলে মর্দ্দন করিয়া ষোলটী বটী প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ সকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এক একটী করিয়া তিনটী খাওয়াইবে

অন্য উপায়

প্রথমে নিম্নলিখিত জোলাপ দিয়া নাড়ী পরিষ্কার করিবে —

মুসব্বর	...	১০ মাসা।
পারদ চূর্ণ	...	৩ রতি

জলে মর্দ্দন করত ৩ টী বটী প্রস্তুত করিবে রাত্রিকালে খালি পেটে দুইটী খাইতে দিবে। আট ঘণ্টা পরে যদি দাস্ত না হয়, তবে অন্যটী খাওয়াইবে

অন্য উপায়।

প্রথমে উপরি লিখিত জোলাপ দিবার পর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

সফেদ তুঁতিয়া	...	২ মাসা।
লঙ্কামরিচ	..	২ মাসা
সাবান	...	২ মাসা।

জলে মর্দ্দনান্তর ২০ টী বটী প্রস্তুত করিবে, এবং আরামলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর এক একটী খাওয়াইবে।

দুর্ব্বল জ্বরলক্ষণ —শরীর দুর্ব্বল হয়, ক্ষুধা হয় না, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, জ্বর হয়, শরীর অল্পে গরম হয়, ইহাতে দুর্ব্বল ও চঞ্চল এই দুই নাড়ী একত্র যুক্ত হইয়া চলে।

কারণ —এই জ্বরের নানা প্রকার কারণ আছে; অন্য রোগ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, যথা ;—ক্ষয়কাশ রোগে ফুস্ফুস্ পচিয়া যায়, শরীর দুর্ব্বল হয়, তাহাতেই এই জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে জ্বরপ্লীহা রোগে, অর্থাৎ প্লীহা বড় হইবার সময় শরীর দুর্ব্বল হয়, তাহাতেও দুর্ব্বল-জ্বর হইতে দেখা যায়। অজীর্ণ রোগেও এই জ্বর হয় ঐ প্রকারের কোন কোন রোগ শরীরে উৎপন্ন হইলে, শরীর দুর্ব্বল হওয়াতে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা। এই জ্বর প্রতিকারজন্য বিশেষ কিছু করা যাইতে পারে না। যে রোগ হইতে এই জ্বর হয়, তাহার জন্য ঔষধ দিতে হইবে। সেই রোগ আরোগ্য হইলে তাহার সহিত উক্ত জ্বর আরোগ্য হইবে।

যদি শরীরে অন্য কোন রোগ না থাকে, কেবল দুর্ব্বলতা জন্য হইয়া থাকে, তবে দুর্ব্বলতা শুধরাইবার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ দিবে।

নাটার বীজ চূর্ণ	১০ রতি
হীরাকস্ ...	৩ রতি
লঙ্কা মরিচ ...	১০ রতি

এই তিন দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া দুইটী বটী প্রস্তুত করিবে। সকালে সন্ধ্যায় দুইটী বটী ব্যবহার করাইবে। এই রোগের সঙ্গে যদি অজীর্ণ দোষ থাকে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ দিতে হইবে।

হীরাকস ...	১ মাসা।
রেউচিনি ...	২ মাসা।
লঙ্কা মরিচ ...	২ মাসা।

একত্র চূর্ণ করিয়া দশভাগ করিবে, এবং প্রত্যহ বারে এক এক ভাগ খাওয়াইবে, পরে অন্য উপায় করিবে।

চিরাতার জল এক ছটাক। প্রত্যহ একবারে এক ছটাক ওজনে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিন ছটাক খাওয়াইবে। যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে নীচের লিখিত উপায় করিবে।

সোণামুখীর পাত ৪ মাসা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মাতগুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। পরে রীতি অনুসারে চিরাতার জল খাইবে। পরে এই উপায় করিবে —

শোঁখ ভস্ম ...	৫ রতি
রেউচিনি ...	৩০ রতি
লঙ্কা মরিচ	৩ রতি
অমৃত	[illegible]

জলে বাটিয়া কুড়িটী বটী প্রস্তুত করিবে, প্রাতে ও বৈকালে এক একটী বটী সেবন করাইবে তৎসহ চিরাতার জলও খাইতে দিবে।

বাতজ্বরের বিবরণ ও লক্ষণ।—শরীরের অস্থি সমুদায় বেদনা করে, বড় শক্ত জ্বর হয়, তাহার সহিত অরুচি থাকে কখন কখন পায়ে কিম্বা হাতে রক্ত পড়ে ও সেই সেই স্থানে বেদনা হয়

কারণ।—সর্দ্দি হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয় এক প্রকার বাত আছে যে, তাহার সহিত অধিক জ্বর থাকে, সেরূপ হইলে ঔষধ মালিশ করিতে এবং খাইতে দিবে আর যদি হাড় বেদনা করে এবং শরীর অল্পে গরম হয়, তবে কেবল মালিশ করিলেই ভাল হয়।

খাইবার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে —

হীরাকস	৩ রতি
আফিঙ্গ	২ রতি
সোরা	৪ মাসা
বেউচিনি	১ মাস

একত্র চূর্ণ করিয়া ছয় ভাগ করিবে। প্রত্যেক ভাগ মাত-গুড়ের সহিত মাখিয়া খাইতে দিবে এইরূপ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার করিয়া দুই দিন খাইবে পরে নিম্নোক্ত উপায় করিবে —

সোরা	৪ মাসা
পারদ চূর্ণ	১ মাসা
আফিঙ্গ	২ রতি
জোলেফা	৪ রতি

এই কয় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ ভাগ করিবে প্রত্যহ চারিবার চারিভাগকে মাত গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে

অন্য উপায়

উক্ত জ্বরে যদি হস্ত কিম্বা পদের কোন স্থানে সমস্ত রক্ত জমিয়া ফুলিয়া উঠে, তবে চারি আঙ্গুল চৌড়া ও তিন চারি হাত লম্বা নেকড়া জলে ভিজাইয়া তাহাতে বান্ধিবে, এবং তাহা উর্দ্ধদিকে রাখিয় শয়ন

করাইবে হস্তে রক্ত জমিলে তাহাও ঐ প্রকারে তুলিয়া শয়ন করিবার উপদেশ দিবে

অন্য উপায়।

সোরা	অর্দ্ধ ছটাক।
সরাব	অর্দ্ধ ছটাক
কর্পূর	অর্দ্ধ ছটাক।
জল	৯ ছটাক।

একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ চারি বার খাইতে ও এক ছটাক মালিশ করিতে দিবে. যদি অধিক বেদনা হয়, কিম্বা ফুলিয়া উঠে তবে সর্ষপ কিম্বা লঙ্কা মরিচ বাটিয়া তাহার উপরে বসাইয়া দিবে

অন্য উপায়

সরিষার তৈল	৶০ ছটাক।
কর্পূর	১ তোলা।
দোবারা মদ	৶০ ছটাক।
আফিঙ্গ	৬ মাসা।

সরিষার তৈল আর কর্পূর এই দুই দ্রব্যকে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, যেন উভয়ের বর্ণ এক হয়, এবং মদিরা ও আফিঙ্গ এই দুই দ্রব্যকেও ঐ প্রকারে মিশ্রিত করিতে হইবে পরে সকলকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ বেদনার উপর মালিশ করিবে

দ্বিতীয় অধ্যায়।

য্যালোপ্যাথিকমতে উদরাময় চিকিৎসা

অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে উত্তেজনা হইলেই উদরাময় জন্মিয়া থাকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণ হইতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে উত্তেজন হইয়া থাকে, যথা,—অব্যবহার্য্য এবং অপরিকৃত দ্রব্য ভক্ষণ, অপরিমিত ভোজন, আহারের পর অতিভোজন, স্বাভাবিক খাদ্যের একবারে পরিবর্ত্তন, অতিরিক্ত লবণ ও তৈল উদরস্থ করণ ও কোন কোন পীড়াও এই রোগের কারণ হয়

উদরাময় নানাবিধ, যথা,—ইরিটেটিভ্ বা উত্তেজক, কঞ্জেষ্টিভ বা রক্তসঞ্চারক, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, পুরাতন উদরাময়, পার্ব্বতীয় উদরাময় এবং সিম্প্যাথেটিক্ বা আনুসঙ্গিক উদরাময়।

উত্তেজক উদরাময় আবার সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; সাধারণ,—অজীর্ণতা জন্য, পিত্তাধিক্য জন্য এবং ক্রিমি জন্য।

সাধারণ উদরাময়ে আহারের দুই তিন ঘণ্টা পরে উদরে শূলবৎ বেদনা, উদর অল্প স্ফীত এবং মলত্যাগে ইচ্ছা জন্মে। মলের সহিত কটা বর্ণ তরল পদার্থ মিশ্রিত থাকে মলত্যাগের পরেই উদরবেদনার শান্তি হয়। চারি পাঁচ বার এইরূপে মলত্যাগের পর মল সাদা হইয়া আইসে এবং তাহাতে মিউকস্ (সর্দ্দির ন্যায় তরল চট্‌চটে সামগ্রী) দেখিতে পাওয়া যায় বমনেচ্ছা, জিহ্বা লেপযুক্ত এবং কখন কখন বমন হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—এই রোগ কখন কখন বিনা চিকিৎসাতেও প্রসমিত হয়। কিন্তু যদি বিসূচিকা রোগ নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, বা উদরে শূলবৎ বেদনা অনুভূত হয়, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

পল্ব্ বিযাই কম্‌ঃ	১ ড্রাম
সোডি বাই কার্ব	২০ গ্রেণ।
টীং ওপিয়াই	১৫ বিন্দু
পিপারমেণ্টের জল	১ আউন্স

ইহাতেও আরোগ্য না হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দুইটীর একটী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যথা —

কাইনো . .	১০ গ্রেণ
খড়ি . ..	৫ গ্রেণ।
সোডা .	৩ গ্রেণ

একমাত্রা এইরূপে এক এক পুরিয়া প্রত্যহ ২ ৩ বার

আফিঙ্গ ..	½ গ্রেণ
ক্যালোমেল্	৫ গ্রেণ
ইপিক্যাক্	৩ গ্রেণ।

একমাত্রা এইরূপে ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৩ বার খাইতে দিবে; অধিক বিরেচন হইলে য়্যামোনিয়া, ইথার, ব্রাণ্ডি খাওয়াইবে

পিত্তপ্রধান উদরাময় —যকৃতে পিত্তজন্য প্রদাহ জন্মে, কখন কখন পিত্তমিশ্রিত তরল মল নির্গত এবং মলদ্বারে প্রদাহ ও উদরে বেদনা হইতে থাকে

চিকিৎসা।—ইহাতে হঠাৎ দাস্ত বন্ধ করা উচিত নহে কিয়ৎ-কাল দাস্ত হইবার পর যখন উদরের ভার অপেক্ষাকৃত কম বোধ হইবে, তখন নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

সোডা	১০ গ্রেণ
টীং ওপিয়াই	১০ বিন্দু।
পিপারমেণ্টজল	১ আউন্স

এক এক মাত্রায় তিন বার খাইতে দিবে

প্রদাহিক উদরাময় —অত্যন্ত শীতলতা, ঘর্ম্মাবরোধ ও ম্যালে-রিয়া হেতু এই রোগ জন্মে

লক্ষণ।—প্রথমাবস্থায় মলের সহিত মিউকাস্ দেখিতে পাওয়া

যায় এককালে অধিক মল নির্গত হয়, এবং দিবারাত্রিতে ১০ ১২ বার ভেদ হইয়া থাকে নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতগামী, উদর নিপীড়নে বেদনানুভব, কখন উদর স্ফীত, কখন তাহাতে বেদনা, জিহ্বা আরক্ত হয়, এবং পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ত্বক্ শুষ্ক ও কর্কশ হয় শৈশবাবস্থায় এই পীড়ায় শিশুর শরীর দুর্ব্বল হইলে ৩।৪ দিন মধ্যে মৃত্যু হয়

চিকিৎসা উদরে তার্পিণ তৈল মাখাইয়া ফোমেণ্ট করিবে, উষ্ণ জলে স্নান করাইবে, সরিষার পলস্তারা দ্বারা উদরের বেদনা বন্ধের চেষ্টা করিবে এবং নিম্নের লিখিত ঔষধ খাইতে দিবে

পল্ভ্ ইপিক্যাক্ কম্পাউণ্ড	..	..	৫ গ্রেণ
হাইড্রার্জ কমক্রিটা	..	..	৫ গ্রেণ
সোডা	...	.	৪ গ্রেণ
অথবা সোডার পরিবর্ত্তে বিস্মথ			৫ গ্রেণ

এক এক মাত্রায়, দিবসে তিন চারি বার দিবে

বিরেচন আবশ্যক হইলে এরণ্ড তৈল ১ আউন্স এবং টীং ওপিয়াই ১০ ফোঁটা ব্যবস্থা করিবে। কিয়দ্দিনের পুরাতন রোগ হইলে নীচের ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ বিবেচনা হয়

কাইনো	..	...	১০ গ্রেণ
খদির	...	...	৫ গ্রেণ।
সোডা	.	..	৩ গ্রেণ
অহিফেণ	..	..	১ গ্রেণ

এক এক মাত্রায়, প্রত্যহ ৩ ৪ বার ক্রিমি থাকিলে সেণ্টোনাইন ব্যবস্থা

পুরাতন উদরাময় —ইহাকে শ্বেতাতিসার কহে। কোন কোন দৌর্ব্বল্যকর পীড়া, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া বশতঃ এই রোগ জন্মে

লক্ষণ।—প্রথমে দিবারাত্রির মধ্যে ৩ ৪ বার ভেদ হয় ক্রমে উহা জলবৎ ও পরিমাণে অনেক হইতে থাকে জিহ্বা পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল, কখন কখন বেদনাযুক্ত হয়, এমন কি তজ্জন্য পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে কষ্ট বোধ হয় শেষাবস্থায় রোগীর স্বভাব বড় চঞ্চল হইয়া উঠে, নাড়ী

অতি সূক্ষ্ম, সূত্রবৎ ও দ্রুতগামী, সর্ব্বদা গাত্র শুষ্ক, কর্কশ, কখন কখন কোমল ও ঘর্ম্মযুক্ত হয় কখন কখন ক্ষুধাবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, এবং রোগী কুপথ্যে ইচ্ছা করে; শরীর ক্রমে শীর্ণ, দুর্ব্বল, চক্ষু ও মুখ রক্তহীন, সর্ব্বশরীরে শোথ এবং জিহ্বা ও মুখবিবর শুক্লবর্ণ ও লেপযুক্ত হয়, তজ্জন্য অচৈতন্য ও আক্ষেপের সহিত প্রাণত্যাগ করে

চিকিৎসা —এই রোগে সচরাচর ঔষধে ততটা উপকার দর্শে না, যতটা উপকার সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে দর্শে, তজ্জন্য পথ্যাপথ্যের বিশেষ সুবন্দোবস্ত এবং যাহাতে রোগীর পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়, আহারে রুচি হয়, সেরূপ করিতে হয়, আর নিম্নলিখিত ঔষধ দিতে হয়

নাইট্রো মিউরিয়েটিক য্যাসিড	.	...	১৫ বিন্দু
টীং ওপিয়াই	.. ...	... .	১০ বিন্দু
দারুচিনির জল	...	...	১ আউন্স

একমাত্রায় প্রত্যহ ৩ ৪ বার দিবে

য্যালেরিয়া প্রধান স্থানে নিম্নোক্ত ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হয়

সল্‌ফেট অফ কুনাইন	..	..	৫ গ্রেণ
টীং ওপিয়াই	.. ..	.	১০ বিন্দু
জল	... ..	. .	১ আউন্স

এক মাত্রা এইরূপে দিবসে ২ বার দিবে

পার্ব্বতীয় উদরাময় —যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হইয়া প্রায়ই এই পীড়া জন্মে

লক্ষণ —প্রথমাবস্থায় শুক্ল মৃত্তিকাবর্ণের মল নির্গত হয়। শেষাবস্থায় উহার সহিত অনেক অজীর্ণ পদার্থ মিশ্রিত থাকে সচরাচর প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে অধিক মল নির্গত হয় ঐ মলের বিশেষ এক প্রকার দুর্গন্ধ আছে, ঔষধাদি সেবন করাইলেও ক্রমে শরীর দুর্ব্বল এবং রক্তহীন হইয়া পড়ে, এবং পীড়া অধিককাল স্থায়ী হইলে রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়। বর্ষার শেষভাগে এই পীড়া প্রায়ই হইয়া থাকে

চিকিৎসা রাত্রিতে ডোবার্শ পাউডর এবং ক্লপিং সেবন করা-ইয় পরদিবস ক্যাষ্টর অয়েল ১ আউন্স এবং টীং ওপিয়াই ১০ ফোঁটা ব্যবহার দ্বারা উত্তমরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে এই ঔষধ দিবে

চক	...	..	৩ গ্রেণ
ডোবার্শ পাউডার	.	..	৫ গ্রেণ
মর্ফিয়া	...	.	⅙ গ্রেণ

এক মাত্রা, এইরূপ দিবসে ৩ বার সেবন করাইবে পীড়া কঠিন বোধ হইলে নিম্নোক্ত কোন ঔষধ ব্যবহারে সুফল প্রত্যাশা করা যায়

বিস্মথ		.	৫ গ্রেণ
সোডা	..	..	৫ গ্রেণ
মর্ফিয়া	..		⅙ গ্রেণ

এক মাত্রা, রোগের অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে

আফিঙ্গ	.	.	½ গ্রেণ
গ্যালিক য্যাসিড	..	...	২ গ্রেণ
ট্যানিক্ য্যাসিড	..	...	২ গ্রেণ
কাইনো	.	...	১০ গ্রেণ

এক মাত্রা প্রত্যহ তিন চারি বার খাইতে দিবে

কেবলমাত্র ১ গ্রেণ মাত্রায় ট্যানিক য্যাসিড দিবারাত্রির মধ্যে ৩ ৪ বার ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়

আনুষঙ্গিক উদরাময় এই রোগ প্রায়ই অন্য রোগের সঙ্গে উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ যেরূপ উদরাময়ের চিকিৎসা হইয়া থাকে, প্রধান রোগের ঔষধের সহিত উদরাময়-নিবারক ঔষধ প্রয়োগেই ইহার প্রতিকার হইয়া থাকে

পথ্য দুধসাগু, এ্যারোরুট, বিলের মৎস্যের ঝোল, অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি, শীতল জল ইত্যাদি

আমাশয়, ইহাতে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং স্থূলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ জন্য মলদ্বার দিয়া সর্দ্দির ন্যায় পদার্থ এবং তাহার সহিত রক্তমিশ্রিত অত্যল্প মল নির্গত হয়

লক্ষণ।—প্রথমে ঈষৎ কম্প হইয়া ক্রমে গাত্র উষ্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, বমনোদ্বেগ ও পরে উদরে চর্ব্বনবৎ বেদনা, এবং ক্ষণে ক্ষণে মল নিঃসরণের বেগ হইতে থাকে প্রত্যেক বারেই সর্দ্দির ন্যায় অল্প অল্প মল নির্গত হয় এবং তাহাতে সামান্য পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত থাকে জিহ্বা শুক্লবর্ণ ও আর্দ্র, অল্প পিপাসা এবং আহারে অনিচ্ছা জন্মে রোগী কোন প্রকার অহিতাচার না করিলে বিনা চিকিৎসায় এই পীড়া দুই সপ্তাহ মধ্যে আপনা হইতেই ভাল হয়, এবং উপযুক্তরূপে চিকিৎসা হইলে ২ ৩ দিবস মধ্যে ভাল হইতে পারে

প্রবল (ACUTE) আমাশয় —ইহাতে প্রথমতঃ ঈষৎ কম্প, পরে গাত্র অল্প উষ্ণ, নাড়ী দ্রুতগামী হয়, স্নায়ুমণ্ডলের দৌর্ব্বল্যলক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায় সামান্য আমাশয় অপেক্ষা ইহাতে উদরের বেদনা এবং ক্ষণে ক্ষণে ঘোরতর বেগের সহিত মলত্যাগের ইচ্ছা অধিক হয় প্রথমতঃ বিরেচনের সহিত সামান্য মল মিশ্রিত থাকে, পরে উহা পরিমাণে অত্যল্প এবং মিউকস্ ও রক্তসংযুক্ত দেখা যায় এই রোগে সময়ে সময়ে প্রস্রাবের অত্যন্ত অল্পতাহেতু ক্যাথিটার (শলা) দ্বারা প্রস্রাব করাইতে হয় অতিশয় কষ্টদায়ক বেগের আধিক্য হেতু রোগী শয্যা হইতে উঠিতে চাহে না উদরের স্থানে স্থানে বেদনা ও আধ্মান হয়। ক্রমশঃ শরীর নিস্তেজ হইয়া আইসে উত্তরোত্তর রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে মল ধৌতমাংসজলের ন্যায় ও পূর্ব্ববৎ মিউকস্ ও রক্তযুক্ত হয় শরীরে জ্বরভাব, নাড়ী দ্রুতগামী, সূক্ষ্ম, উদর স্ফীত, জিহ্বার মধ্যস্থল ক্লেদযুক্ত এবং উদর পার্শ্ব শুষ্ক, রক্ত বা কটা বর্ণ দেখায়, রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শরীরে দুর্গন্ধ ছাড়ে, ক্রমে প্রলাপাদি লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়

আমাশয়রোগেরও প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা;—সাধারণ,—প্রবল (উপরে যে দুই প্রকারের বিষয় উল্লিখিত হইল), তদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়াজনিত, ম্যালিগ্নান্ট বা সাংঘাতিক, স্কর্বিউটীক ও পুরাতন আমাশয়

ম্যালেরিয়াজনিত আমাশয়ে রোগের সাধারণ লক্ষণ সকলের সহিত ম্যালেরিয়া জ্বর ভোগ হইয়া থাকে।

ম্যালিগ্ন্যান্ট বা সাংঘাতিক আমাশয়ে টায়ফয়েড্ জ্বরের অধিকাংশ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমাবস্থাতেই রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, উদরে বেদনা ও ভারবোধ, স্বরভঙ্গ, পাকাশয়ের উত্তেজনা নাড়ী দ্রুতগামী, মূত্র সচরাচর পরিমাণে অল্প সাতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, প্রস্রাবকালে জ্বাল বোধ হয়। ক্রমে শরীর ও তাহাতে নির্য্যাসবৎ ঘর্ম্ম ও হঠাৎ অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়।

স্কর্বিউটীক আমাশয়ে শরীর শীর্ণ, রক্তবিহীন, হস্তপদাদি ও কটিদেশে বেদনা, দন্তমাড়ী স্পঞ্জবৎ, উহাতে চাপ দিলে রক্ত বাহির হয়, কখন কখন হস্তপদাদিতে রক্তবর্ণ উজ্জ্বল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—সামান্য পীড়ায় উদরে মল সঞ্চিত থাকিলে এরণ্ড তৈলের সহিত টীং ওপিয়াই বা ক্লোরোফরম অথবা পাল্ভ রাই দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে কেহ কেহ গরম জলে স্নান ব্যবস্থা করেন। ইহার পর ১৫ ২০ গ্রেণ ইপিকাক্যুয়ানা সেবন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে ৫।৭ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার সেবন করান যাইতে পারে। উক্ত ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে যদি কিছু আহার করা যায় এবং ঔষধ সেবনান্তে যদি স্থিরভাবে রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে, তবে সত্বর রোগের উপশম হয়।

রোগীকে নিভৃত স্থানে রাখিয়া বমন নিবারণার্থে রোগের ন্যূনাধিক্য অনুসারে প্রথমে ২০ বিন্দু বা ততোধিক, এমন কি অর্দ্ধ ড্রাম টীং ওপিয়াই বা ২০ বিন্দু ক্লোরোফরম করাইয়া উহার অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা পরে ১০ গ্রেণ হইতে অর্দ্ধ ড্রাম পরিমাণে ইপিকাকুয়ানা সেবন করাইবে। ইহাতে মল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন প্রভূত ঘর্ম্ম হইয়া রোগীকে নিদ্রিত হইতে দেখা যায়। প্রথম দিবসে এইরূপ ব্যবহার করিয়া পশ্চাৎ ৪ ৫ দিবস পর্য্যন্ত অল্প মাত্রায় ইপিকাক্ সেবন করান কর্ত্তব্য।

বমনোদ্রেক হইলে পাকাশয়ের উপর সরিষার পলস্তারা দেওয়া

উচিৎ এবং তৃষ্ণা নিবারণার্থ বরফ ও বরফজল সেবন করান সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয় উদরের বেদনা নিবারণ জন্য তার্পিন তৈলের বা ক্লোরোফরমের লিনিমেণ্ট প্রয়োগ এবং ফোমেণ্টেসন্ করা যাইতে পারে।

ম্যালেরিয়াজনিত আমাশয়ে ইপিকাকুয়ানার সহিত অথবা মধ্যে মধ্যে পৃথক কুইনাইন সেবন না করাইলে বিশেষ ফললাভ করিতে পারা যায় না কেহ কেহ এইরূপ আমাশয়ে ১০ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেন শরীর দুর্ব্বল হইলে এ অবস্থায় মদ্গুর বাদি সজীব মৎসের ঝোল এবং পোর্ট ওয়াইন পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে

ডাক্তার ওয়েরিং, য়্যাসিটেট্ অফ লেড্ ১০ গ্রেণ, ডাইলিউট য়্যাসেটিক য়্যাসিড ১০ বিন্দু, মর্ফিয়া সিকি গ্রেণ এবং জল ১২ আউন্স মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিবার উপদেশ দিয়া থাকেন

পুরাতন অমাশয়ের চিকিৎসা।—আমাশয় পুরাতন হইলে সহজে আরোগ্য লাভ করা রোগীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে স্থান-পরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকার দর্শে

অল্পমাত্রায় ইপিকাকুয়ানা সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে; অথচ নিম্নোক্ত ঔষধ প্রদান করিলে ইহাতেও অস্থায়ী সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে

য়্যাসিটেট্ অফ লেড্	...	২ গ্রেণ
আফিঙ্গ		আবশ্যক মত।

এক মাত্রায়। এইরূপ ২।৩ বার, অথবা,—

সল্ফেট অফ কপার	...	½ গ্রেণ।
অফিঙ্গ		½ গ্রেণ।

একটী বটী এইরূপে দিবসে ৪।৫ বার সেবন করিতে দিবে।

নাইট্রেট অফ সিল্ভার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্রায় বিশেষ উপ-কারী, ইহার সহিত ২।৩ গ্রেণ মাত্রায় এক্সট্রাক্ট কুরচী বিশেষ ফলদায়ক।

শরীর জীর্ণ, দুর্ব্বল এবং রোগীর ক্ষুধামান্দ্য হইলে ১৫ হইতে ২০ বিন্দু

পর্য্যন্ত লাইকার ফেরি পার নাইট্রেটিস্‌ ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়

গ্যালিক য়্যাসিড	২ গ্রেণ
কাইনো	১০ গ্রেণ
খদির	১০ গ্রেণ
লগ্‌ উড্‌	৫ গ্রেণ।
অহিফেন	½ গ্রেণ।

এক এক মাত্রায় দিবসে ৩ ৪ বার সেবন করাইবে

কুরচির কাথের সহিত অল্প মাত্রায় ইপিকাকুয়ানা সেবনে উপকার দর্শে।

ডিকক্‌সন্‌ সিঙ্কোনা	১ আং।
সলফেট অফ জিঙ্ক	½ গ্রেণ
আফিঙ্গ	½ গ্রেণ।

এক এক মাত্রায় দিবারাত্রির মধ্যে ৪ বার সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ইপিক্যাক না পাইলে আকন্দ বৃক্ষের মূল ২০ হইতে ৪০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়

কুড়চির কাথ	৪০ গ্রেণ।
জায়ফল চূর্ণ	১২ গ্রেণ

এক এক মাত্রায় দিবসে ২ ৩ বার সেবন করিলে যে কোন প্রকার আমাশয় হউক আরোগ্য হইবে।

নিম্নলিখিত ঔষধ কয়েকটী পুরাতন উদরাময় ও আমাশয় রোগে বিশেষ উপকারী।

টীং কাইনো	৯ ড্রাম।
ভাইনম্‌ ইপিক্যাক	৩ ড্রাম।
ডিকক্‌সন্‌ হিমেটক্‌সীইন্‌	১০½ আং

এক আউন্স পরিমাণে দিবসে ৩ বার সেবন করিতে দিবে

টীং ক্যাটীকিউ	½ ড্রাম

স্পিরিট ক্লোরোফর্মম	..	৩ ড্রাম
লিকুই এক্সট্রাক্ট অফ বেল	... ..	৬ ড্রাম
ইন্‌ফিউজন্ মেটিকো	. ...	৩ আং

এক আউন্স মাত্রায় দিবসে ৩ বার

টীং বিযাই	.. .	৬ ড্রাম
ইন্‌ফিউজন্ ব্যাটার্নী	.	১২ আং।

এক আউন্স পরিমাণে ৬ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিবে।

কম্পাউণ্ড কাইনো চূর্ণ	.	১০ গ্রেণ
কম্পাউণ্ড চক চূর্ণ	.. .. .	১৫ গ্রেণ
সিরাপ অফ জিঞ্জার	.	আবশ্যক মত

এক মাত্রা দিবসে ঐরূপ মাত্রায় ৩ ৪ বার সেবন করান যাইতে পারে

পেরিটোনাইটিস্ বা উদর প্রাচীরের পীড়া —উদরগহ্বর ও উদরস্থ ভিসিরার আবরক শিব ঝিল্লীর প্রদাহ। এই ঝিল্লীতে প্রবল, পুরাতন, অথবা টিউবার্কেল জন্য প্রদাহ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ।—বেদনাই ইহার প্রধান লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। এই বেদনা প্রথমে এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া পরে সমস্ত উদরে বিস্তৃত হয়, এবং উদর নিপীড়নে,শ্বাসগ্রহণে,উপবেশনে কাশিতে এবং হাসিতে ইহার বৃদ্ধি হয় পরিশেষে মল মূত্র ত্যাগ করিতে, এমন কি উদর বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতে কষ্টবোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই জ্বর হয়। উদর প্রসারিত, উষ্ণ ও আধ্মানযুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, বমনোদ্বেগ ও বমন, ত্বক অত্যন্ত উষ্ণ ও কর্কশ, নাড়ী দ্রুতগামী ও দুর্ব্বল, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন, জিহ্বা ক্লেদযুক্ত, কখন কখন হিক্কা, মুখমণ্ডল স্ফূর্ত্তিবিহীন ও উৎকট যন্ত্রণাদির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিয়দ্দিবস পরে উদরাধ্মান থাকে না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সিরম সঞ্চিত হওয়াতে উহা অল্প স্ফীত হয় এবং পীড়ার উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে উদর অত্যন্ত বিস্তৃত হয়, নাড়ী প্রতি মিনিটে ১৪০ বা ততোধিক বার স্পন্দিত হয়, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, দেহ শীতল, ঘর্মাক্ত ও নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া

পীড়া প্রকাশিত হইবার ৮, ১০ দিবসের পরেই রোগী প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা।—রোগীকে অতিশয় সুস্থিরভাবে ঈষদুষ্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহে রাখিবে। দুগ্ধ, জল, য়্যারোরুট ইত্যাদি লঘু আহার, এবং অধিক মাত্রায় জলীয় এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য খাইতে দিবে। বেদনা যতক্ষণ নিবারিত না হয়, ততক্ষণ ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর অহিফেন সেবন করাইবে, অথবা গরম জলের সহিত অহিফেন অথবা বেলেডোনার এক্‌ষ্ট্রাক্ট মাখাইয়া ফোমেণ্টেশন করিবে। রোগী উদরের উপর কিছু ভার বহনে সমর্থ হইলে, মশিনার পুল্‌টিশ ব্যবহার করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে পিচকারী দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে, কোন প্রকার বিরেচক ঔষধ নিষিদ্ধ। ডাক্তার ট্যানার নিম্নোক্ত প্রকারে অহিফেন ব্যবহারের উপদেশ দিয়া থাকেন।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট য়্যাকোনাইট	..	..	৮ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট অপিয়ম	..	..	৮ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমস্	..	..	১৬ গ্রেণ

আটটী বটী প্রস্তুত করিয়া প্রতি ৪ চারি, ছয় বা আট ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই	..	..	৩ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট কনিয়াই	..	...	৩ গ্রেণ

একটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

দৌর্ব্বল্যের লক্ষণাদি প্রকাশিত হইলেই উত্তেজক ঔষধ, বিশেষতঃ ব্রাণ্ডি, বিফটী, অসিদ্ধ ডিম্ব, মদ, দুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য দিতে হইবে, ঔষধের মধ্যে য়্যামোনিয়া ও কুইনাইন সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পুরাতন বা টিউবার্কিউলার পেরিটোনাইটিস্।—কোন প্রবল পীড়া কর্ত্তৃক এই পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—লক্ষণ সকল সর্ব্বদা সুস্পষ্ট নহে। বেদনা সামান্য, কখন কখন উহা শূলবেদনার ন্যায়ও হইতে পারে, জ্বরের সহিত উদরাময়ও হইতে দেখা যায়। চিকিৎসা দ্বারা আশু প্রতিকার দর্শে বটে, কিন্তু কিয়দ্দিবস পরেই বক্ষঃস্থল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, কঠিন উদরাময় ও

বমনোদ্বেগের পর রোগী নিতান্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ক্রমে পেরিটোনিয়মের মধ্যে সিরম সঞ্চিত হইয়া প্রকৃত "উদররোগ" উপস্থিত হয়। তখন চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা —দুগ্ধ, সব, ডিম্ব প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য, এবং নিম্নোক্ত প্রকার মালিশ প্রয়োগ করিবে

আইওডিন্ লিনিমেণ্ট	..	...	১ ভাগ।
স্পিরিট	..	...	৪ ভাগ।

একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

প্রয়োজনানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য

সোডিফস্ফাইটা	..	.	৮০ গ্রেণ
ইন্‌ফিউজন্ চিরাতা	..	..	৭ ℥ আং

ছয় মাত্রা। দিবসে তিনবার খাইতে দিবে

সিরপ ফেরি আইওডাইড	..	..	৪ ড্রাম।
মিউসিলেগো ট্র্যাগাক্যান্থি	.	...	½ আং।
ওলিয়াই মরহ্যা	..	..	৪½ আং।

এক এক মাত্রায় বড় এক চামচ পরিমাণে, এইরূপে দিবসে ২ ৩ বার প্রয়োগ করিবে

টীং কুইনি কম্পোজিটা	..	...	½ আং।
সিরপ ফেরি আইওডাইড	...	...	২½ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	.		৭½ আং।

ছয় মাত্রা। দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে

য্যাসাইটিস্ বা উদরী।—পেরিটোনিয়মের গহ্বর মধ্যে সিরম সঞ্চয় হেতু উদরের স্ফীতি ও প্রসার হয়। তাহাকেই উদররোগ বলে

লক্ষণ —রোগীর আকার দেখিলেই রোগ চিনিতে পারা যায়। দেহের ঊর্দ্ধভাগ শীর্ণ হয়, শরীর আকুঞ্চিত, মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত এবং উদর স্ফীত ও বড় হয়। পীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থায় উদরস্থ সিরমের প্রপীড়ন হেতু প্লীহা, পাকাশয় ও যকৃত ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় শ্বাসকষ্ট

হইতে থাকে বক্ষঃস্থলের নিম্নে মর্ মর্ শব্দ হয় সার্ব্বাঙ্গিক শোথ এই রোগের সহচর বলিয়া জানিতে হইবে মূত্র প্রায়ই অল্প পরিমাণে হয় পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্ষুধামান্দ্য, রাত্রিকালে অনিদ্রা, মানসিক নিস্তেজকতা ইত্যাদি লক্ষণ আবির্ভূত হয় ইহা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

মূত্রপিণ্ডের পীড়া জন্য উদর।—পীড়ার প্রথমাবস্থাতে শোথ, এবং সেই শোথ সর্ব্বাঙ্গে, মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়। এই রোগের সহিত প্লুরা ও হৃদ্বেষ্টের মধ্যে সিরম সঞ্চিত হইয়া থাকে প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও ঘোলা মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও রক্তহীন হয়। জিহ্বা কটাবর্ণ, নিশ্বাস দুর্গন্ধময়, অস্থিরতা, অচৈতন্য, আক্ষেপ, প্রলাপ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়

বক্ষঃগহ্বরের পীড়া জন্য উদর।—প্রথমে পদে শোথ আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। উদরে জল সঞ্চয়ের পূর্ব্বে শ্বাসকষ্ট হয়। ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল ও হস্ত-পদাদির অগ্রভাগ নীলবর্ণ ধারণ করে ফুস্‌ফুস্ বা গলনালীর নিপীড়নের চিহ্ন, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায় উদর ও বক্ষপ্রাচীরের শিরা সকল বক্র ও প্রসারিত হয়।

যকৃত বা পোর্টাল শিরার পীড়া জন্য উদর।—প্রথমেই উদরে সিরাম সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়, মুখমণ্ডল, বাহু অথবা দেহের উর্দ্ধদেশে শোথ দেখিতে পাওয়া যায় না উদর যত স্ফীত হইতে থাকে, ততই শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়, উদরপ্রাচীরের শিরাসকল স্ফীত, বক্র ও প্রসারিত হয় এবং অর্শ, পাকাশয় বা অন্ত্রের প্রদাহ, পাকাশয় অথবা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, যকৃতের বিস্তৃতি, হ্রাস ও বেদনা এবং জন্ডিস্, আধ্মান, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি যকৃৎপীড়ার অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায় উদরস্থ সিরম পরিষ্কৃত, ঈষৎ পীত বর্ণ, য়্যাল্‌বিউমেন্‌যুক্ত, কিন্তু উহাতে ইউরিয়া রক্ত বা প্রদাহিক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না।

চিকিৎসা।—সিরাম আচুসিত করিবার জন্য, বিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু মূত্রপিণ্ডের পীড়াবশতঃ উদর-

রোগ হইলে, মূত্রকারক ঔষধ না দিয় কেবল বিরেচক ব্যবস্থা করিলেই চলিবে মূত্রকারক ঔষধ এ অবস্থায় নিষিদ্ধ নিম্নলিখিত বিরেচক ঔষধগুলি বিবেচনামত প্রয়োগ করিবে

ওলিয়াই ক্রোটনিস্	১ বিন্দু
ওলিয়াই ক্যারিওফিলি	১ বিন্দু
মিকাপ্যানিস	বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত

একটী বটী প্রস্তুত করিবে আবশ্যক হইলে আর একটী বটীও দেওয়া যাইতে পারে

পিলিউলা ক্যাম্বোজিয়া কম্পোজিট	৫ গ্রেণ
পিলিউলা হাইড্রার্জাই	৫ গ্রেণ

জলে মর্দ্দন করিয়া দুইটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে

মূত্রকারক ঔষধের মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে

পটাসি বাইকার্ব	১ ড্রাম
স্পিরিটাস্ ইথারিস্ নাইট্রোসি	৫॥ ড্রাম
টীং ক্রোটনী	২॥ ড্রাম
ইন্‌ফিউজন ডিজিট্যালিস্	১॥ ড্রাম
সিরপ	৫॥ ড্রাম
জল	১॥ ড্রাম

ছয় মাত্রা। দিবসে তিনবার সেবন করাইবে

দৌর্ব্বল্য থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে পারা যায়

ফেরি টার্টারেটি	৬০ গ্রেণ
স্পিরিটাস্ য্যামোনি য্যারোম্যাটিস্	২॥ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজি কোয়াশিয়া	৭॥ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার খাইতে দিবে

ফেরিয়েট্ য্যামোনিয়া সাইট্রাটীস্	৬০ গ্রেণ
স্পিরিটাস্ য্যামোনিয়া য্যারোম্যাটিসি	৪ ড্রাম

পটাশি বাইকার্বনেটিস্	...	১২০ গ্রেণ।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	..	৭১ আং।

ভুণ মাত্রা এক চামচ সেমন জলের সহিত দিবসে দুইবার সেবন করাইবে

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরের মিঃ প্যারিশ, ফসফেট অফ আয়রণ, লাইম, সোড এবং পটাশের এক প্রকার সিরপ প্রস্তুত করিয়াছেন লণ্ডনের সমস্ত ঔষধবিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়। উহা সাধারণে 'কেমিকেল ফুড" নামে পরিচিত এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে

বৈদ্যকমতে উদরাময় চিকিৎসা।

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অপরিমিত ভোজন অতি স্নিগ্ধকর দ্রব্য ভোজন, অত্যুষ্ণ দ্রব্য ভোজন, অতি স্থূল দ্রব্য অর্থাৎ লড্ডুক পিষ্টকাদি দ্রব্য ভোজন, ক্ষিরমিশ্রিত দ্রব্য ভক্ষণ, পূর্ব্বদিনের ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতে পুনর্বায় ভোজন, কোন দিন অধিক, কোন দিন অল্প আহার ও অসময়ে আহার, এই সকল কারণে এবং স্নেহ, বমন এবং বিরেচনাদির অভিযোগ ও অযথা কোন বিষ ভক্ষণ, ভয়, শোক, ধন ও বন্ধুনাশাদি জন্য পরিতাপ, দূষিত জলপান, অতিশয় মদ্য পান, স্বভাব এবং ঋতুবিপরীত অর্থাৎ যে ঋতুতে যে দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ, সেই দ্রব্য ভক্ষণ, জলক্রীড়া, মলমূত্রাদির বেগধারণ করা ও ক্রিমিদোষ জন্য অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে

সাধারণ অতিসারের লক্ষণ —অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শরীরস্থ জলীয় ধাতু অগ্নিবল হ্রাস করিলে, ঐ ধাতু বায়ু কর্ত্তৃক অধোদেশে নীত

হইলে বিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত হইয়া অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহার নাম অতিসার।

উক্ত অতিসার রোগ কারণভেদে ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, শোকজ ও অপক্কাম রসজ

বাতজ অতিসারের লক্ষণ —বায়ুপ্রকোপ জন্য অতিসার জন্মিলে শরীরের বর্ণ লোহিত মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফেণাযুক্ত, রুক্ষ অপক্ক মল বারম্বার অল্প মাত্রায় নির্গত হয় এবং মলদ্বারে বেদনা বোধ হয়

চিকিৎসা হরিতকি ও পিপুল বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবে

ধন্যা, শুঁঠ, মুথা, বেলশুঁঠা, সকলে মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু অর্দ্ধ তোলার সহিত খাইতে দিবে ইহার নাম "ধান্য পঞ্চক পাঁচন।"

পিত্তজ অতিসারের লক্ষণ —পিত্তজন্য অতিসারে মল পীত বর্ণ, অথবা লোহিত বর্ণ হইয়া থাকে, মলদ্বারে জ্বালা বোধ হয়, রোগী পিপাসা ও মূর্চ্ছাদ্বারা আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা —"ধান্য পঞ্চক পাঁচনের" শুঠী বাদ দিয়া অবশিষ্ট চারিটী দ্রব্য পূর্ব্ববৎ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে

বালা ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, ক্ষেতপাপড়া ১ তোলা, মুথা ১ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে দিবে

যষ্ঠিমধুর জল অথবা ছাগদুগ্ধ গুহ্যদ্বারে সেচন করিবে, তদ্দ্বারা তাহার জ্বালা নিবৃত্তি পাইবে

কঞ্চটাদি পাঁচন।—কাঁচড়াপত্র, দাড়িম্বপত্র, জামপত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুথা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে দিবে।

কফজ অতিসারের লক্ষণ। কফজন্য অতিসারে মল শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফসংযুক্ত, আমযুক্ত এবং শীতল হয়, ও রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

চিকিৎসা ইন্দ্রযব, দাড়িম্বফলের ত্বক্‌ ধাতকী পুষ্প বেল-শুঁঠা, বালা, লোধ, রক্তচন্দন আকনাদি মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ তোলা মধু ও ছাগে মিশ্রিত করতঃ পান করিতে দিবে ইহার নাম "কুটজাদি পাঁচন"

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা সোহাগার খই, সমভাগে চূর্ণকরতঃ মধু ও চিনির সহিত ক্রবৎ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে

জাতীয় ফল রস। পারদ, অভ্র রসসিন্দুর, গন্ধক, জায়ফল, ইন্দ্রযব ধুতুরাবীজ, সোহাগার খই, ত্রিকটু মুথ হরিতকী, আম্রকেশী, বেলশুঁঠা, শালবীজ, দাড়িম্বফলের ছাল, জীরা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধপত্র রসে মর্দ্দন করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে অনুপান ধন্যা ও শুঁঠের ক্বাথ

ত্রিদোষজন্য অতিসারের লক্ষণ —বায়ু পিত্ত কফ ত্রিদোষ কুপিত হইয়া এই অতিসারের উৎপত্তি হয় মল বায়ুপিত্তকফজ অতিসারের সমান লক্ষণযুক্ত, বিশেষতঃ শূকরের বস, কিম্বা মাংসধৌত জলের ন্যায় দেখায় চিকিৎসকগণ ত্রিদোষজন্য অতিসারকে অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন

চিকিৎসা —এক রতি অহিফেন এবং ছুট ক ছাগীদুগ্ধে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে সেবন করাইবে

কুটজাস্টক —কুড়চির কাঁচা ছাল ১২০ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ সের থাকিতে নামাইবে ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া আবার অগ্নিতে চাপাইয়া যখন আটাবৎ হইয়া আসিবে, তখন নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলি গুঁড়া করিয়া ও হার সহিত মিশ্রিত করিয়া নাড়িতে নাড়িতে নামাইবে

মোচরস, আকনাদি, বরাক্রান্তী, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠা, ধাতকী পুষ্প, প্রত্যেকের গুঁড়া ৮ তোলা অনুপান গরম জল

নারায়ণ চূর্ণ —শুলপ্ত, বিন্ধড়ক বীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ সিদ্ধপত্র চূর্ণ, প্রত্যেকের মাত্রা সমান সকলের সমান কুড়চি ছাল চূর্ণ এই সকল একত্র করিয়া গুড় ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

আমজ অতিসারের লক্ষণ।—অন্ন অজীর্ণ বশতঃ কুপিত বায়ু পিত্ত কফ বিপথগামী হইয়া কোষ্ঠ এবং রসাদি ধাতু সমূহকে দূষিত করিয়া পুনঃপুনঃ যে নানা বর্ণের মল নিঃসারিত করে, তাহাকে আমজ অতিসার কহে। ইহাতে রোগী পেটে অত্যন্ত বেদনা বোধ করে।

চিকিৎসা। ইন্দ্রযব, দাড়িম্বফলের ত্বক, মুথা, ধাতকী পুষ্প, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, আকনাদি, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে মধু অর্দ্ধ তোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। ইহার নাম "কুটজাদি পাঁচন।"

অহিফেনাসব। মউলফুলের মদ ১২০ সের অহিফেন ৪ পল, মুথা, জায়ফল, ইন্দ্রযব, এলাইচ প্রত্যেকে ১ পল, এই সকল দ্রব্য আবৃত পাত্রে একমাস রাখিতে হইবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাসা।

কুটজারিষ্ট —কুড়চিমূলের ছাল ১২০ সের দ্রাক্ষা ৬০ সের, মউলফুল ১৬ পল, গাম্ভারীর ছাল ১০ পল, পাকার্থ জল ১৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই কাথে ধাতকী পুষ্প ২০ পল এবং গুড় ১২০ সের মিশ্রিত করিয়া এক মাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। তাহার পর ছাঁকিয়া লইয়া এক মাসা পরিমাণে রোগীকে খাইতে দিবে। ইহাতে জ্বরযুক্ত উদরাময়েরও উপকার দর্শিবে।

জ্বরাতিসার।—যদি পৈত্তিক জ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতিসার রোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তবে দোষ দূষ্যের সাম্যভাব হেতু এই মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতিসার বলে।

কেবল মাত্র জ্বর ও কেবলমাত্র অতিসারে যে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয়, জ্বরাতিসারে উক্ত দুই রোগের ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করা অন্যায়, কারণ, জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায়ই ভেদক এবং অতিসারের ঔষধ ধারক, সুতরাং কেবল জ্বরঘ্ন ঔষধে অতিসার বৃদ্ধি এবং কেবল অতিসারঘ্ন ঔষধে জ্বরের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য জ্বরাতিসারে পৃথক ঔষধ লিখিত হইতেছে।

চিকিৎসা। উপবাস এবং পাচক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং নিম্নোক্ত ঔষধ সমুদায় সেবন করাইবে

হ্রীবেরাদি পাঁচন —বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠা ও ধন্যা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন করাইবে

উশীরাদি পাঁচন।– বেনার মূল, মুথা, ধন্য, শুঁঠ, বরাক্রান্ত, ধাইফুল লোধ, বেলশুঁঠা, সকলের ওজনসমষ্টি ২তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে

বৃহৎ পঞ্চমূলাদি পাঁচন।—বিল্ব, সোনা গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী শুঁঠ পানিফলপত্র,কাঁচড়া,মুথা, জামপত্র দাড়িম্বপত্র,বেলেড়ামূল, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠা, বরাক্রান্তা, কুড়চীছাল ইন্দ্রযব, ধন্যা, ধাতকী পুষ্প, সকলের মিশ্রিত ওজন ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে ঐ ক্বাথে আতইচ চূর্ণ ২ মাসা, জীরা চূর্ণ ২ মাসা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন বিধি

বৃহৎ কটজাবলেহ —কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি ১২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, ঘন হইয় আসিলে নামাইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহাতে দিয়া নাড়িবে

প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা,– আকনাদি মূল, বরাক্রান্তা, বেলশুঁঠা, ধাইফুল, মুথা, দাড়িম্বফলের ত্বক, আতইচ, লোধ, মোচরস, শ্বেত ধুনা, রসোত, ধন্যা, বেনার মূল, বালা, এই চৌদ্দটী জিনিস প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা শীতল হইলে মধু দুই পল তাহাতে মিশ্রিত করিবে মাত্রা ১ তোলা, অনুপান ছাগীদুগ্ধ বা তণ্ডুল জল

গগনসুন্দর রস।—সোহাগার খই, হিঙ্গুল, গন্ধক, অভ্র, সমানভাগে শিকাইয়ের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে অনুপান ২ রত্তি শ্বেত ধুনা চূর্ণ ও মধু পথ্য ছাগদুগ্ধ

কনকপ্রভাবটী —ধুস্তুরা বীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া লতা, পিঁপুল,

সোহাগার খই, অভ্র ও গন্ধক সমভাগে লইয়া সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিবে। এক রতি প্রমাণ বটী। অনুপান মধু পথ্য—তিতির পক্ষীর মাংস ইত্যাদি।

অতিসারের উপদ্রব, শোথ ও উদরে শূলবৎ বেদনা, জ্বর, পিপাসা, শ্বাস, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা এবং হিক্কা এই সকল উপদ্রব বড় সাংঘাতিক, বৃদ্ধাবস্থায় এই সকল উপদ্রবের সহিত উদরাময় হইলে রোগী রক্ষা পায় না।

অতিসারের অসাধ্য লক্ষণ।—যে রোগীর পাকা জামের তুল্য বর্ণ, কৃষ্ণ লোহিত বর্ণ, স্বচ্ছ, ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, গুড়, পিপ্পলী, মরিচের সহিত পিষ্ট অস্থিশূন্য পক্ক মাংস, দধি, দুগ্ধ মাংসধৌত জলের বর্ণ, নীল বর্ণ, অরুণ বর্ণ, মর্দ্দিত অঞ্জনপিণ্ডের ন্যায় ঈষৎ কৃষ্ণ কর্দ্দম, স্নিগ্ধ ও নানা বর্ণ, ময়ূর পুচ্ছের তুল্য বর্ণ, ঘন, শবগন্ধযুক্ত, মস্তকের মধ্যগত স্নেহতুল্য আভাযুক্ত উত্তম গন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত মল অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকার দর্শন, শ্বাস, হিক্কা এবং পার্শ্বে ও অস্থিতে বেদনা, ইন্দ্রিয়মোহ, সকল চেষ্টাতে অনিচ্ছা, এবং যাহার মলদ্বারের বলি পাকিয়াছে ও প্রলাপ বকিবে, এবং অযথা বাক্যালাপ করিবে, তাহার আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে যে ব্যক্তি মলদ্বার সম্বরণে অক্ষম, মল মাংসক্ষয়যুক্ত, উদর অতিশয় আধ্মানযুক্ত পক্ক মলদ্বার বিশিষ্ট, গাত্র শীতল, এরূপ রোগীকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে

প্রবাহিকা —এই রোগে অহিত ভোজন ও মলত্যাগের সময় অতিশয় কুন্থনে অতি কুপিত বায়ু সঞ্চিত কফকে অল্প মলের সহিত নিঃসরণ করে। বৈদ্যগণ এই রোগকে প্রবাহিকা শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোক ইহাকে আমাশয় বলে। বাতাদিভেদে প্রবাহিকা চারিপ্রকার, যথা:—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য এবং রক্তজন্য।

যাহার বায়ু কুপিত হইয়া প্রবাহিকা জন্মে, মলত্যাগের সময় তাহার পেটে বেদনা হয়।

যাহার পিত্ত কুপিত হইয়া হয়, মল নির্গমসময়ে তাহার মলদ্বার জ্বালা করে।

যাহার কফ কুপিত হইয়া প্রবাহিকা জন্মে, কফের সহিত তাহার মল নিঃসৃত হয়

রক্ত কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মিলে মলের সহিত রক্ত নির্গত হয়

চিকিৎসা।—কচি বেলের শস্য, গুড়, তিল তৈল, পিঁপুল ও শুঁঠী সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে

পিঁপুল কিম্বা মরিচ ১ পল ছ গব্যদুগ্ধের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে প্রবাহিকা থাকে না

বেলশুঁঠা ২ মাসা, নিস্তুষ তিল ২ মাসা, শিলায় পেষণ করিয়া গুড়-দধিরস ২ মাসা ও তিলতৈল ২ মাসার সহিত সেবন করাইবে

অন্যান্য ঔষধ অতিসারের ন্যায়।

অতিসার নিবৃত্তির লক্ষণ।—যে অতিসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল ব্যতীত মূত্র সম্যকরূপে নির্গত হয়, এবং যথোপযুক্তরূপে বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহার ক্ষুধা ও কোষ্ঠের লঘুতা হইলে তিনি রোগমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে হইবে

গ্রহণী রোগ —যাহার অতিসার রোগের শান্তি হইয়াছে, অথচ অগ্নিবল (ক্ষুধা) সম্যক প্রকাশ পায় নাই, অথবা যাহার কেবল অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে, এই উভয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির অহিতকর আহারদোষে অধিকতর অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করে।

গ্রহণীর সামান্য লক্ষণ।—অতিশয় বর্দ্ধিত বায়ু পিত্ত কফ এবং মিলিত ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) গ্রহণী নাড়ীকে অত্যন্ত দূষিত করে বলিয়া গ্রহণী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে এই রোগে বহুল পরিমাণে পক্ব বা অপক্ব ভুক্ত দ্রব্য মলদ্বার দিয়া পুনঃপুনঃ নিঃসৃত হয় ঐ মল দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা বা গাঢ় হয় এবং কোষ্ঠ না হওয়ার সময় পেটে বেদনা হইয়া থাকে, এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধির নাম গ্রহণী রোগ

গ্রহণী রোগের পূর্ব্বরূপ —গ্রহণী রোগ জন্মিবার অব্যবহিত

পূর্ব্বে পিপাসা,আলস্য, বিদগ্ধ, অজীর্ণ, শরীরের দৌর্ব্বল্য ও রুক্ষতা হয়, এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলেও তাহাতে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে।

বায়ুজন্য গ্রহণীর নিদান ও পূর্ব্বরূপ নিরূপণ।—যে ব্যক্তি কটু, তিক্ত, কষায়, অতিশয় রুক্ষ এবং সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য আহার করে, অল্প ভোজন অথবা উপবাস অতিশয় মলমূত্রাদির বেগ ধারণ ও অতিশয় মৈথুনাশক্ত, তাহার কুপিত বায়ু বেহ্নাগ্নিকে দূষিত করিয়া গ্রহণী রোগ উৎপন্ন করে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ভুক্তান্ন অতি কষ্টের সহিত পরিপাক পায় অথবা অম্লপাক হয়। আহারীয় দ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় উদরাধ্মান হইয়া থাকে, শরীরের কর্কশতা, কণ্ঠ ও মুখশোষ, অন্নাভিলাষ, পিপাসা, দৃষ্টিশক্তির হানি বা অন্ধকার দর্শন, ও কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রবণ এবং নিরন্তর পার্শ্ব, উরু, বক্ষ ও গ্রীবায় বেদনা বোধ হয়। ঊর্দ্ধ এবং অধোদিকে দ্রব মলের গতি হইতে থাকা অনুমান হয়, তদ্দ্বারা এরূপ শব্দ হয় যেন, এক কলসীর জল অপর কলসীতে ঢালিতেছে; তদ্ভিন্ন হৃদয়ে বেদনা, শরীরের কৃশতা ও দৌর্ব্বল্য, মুখের বিরসতা, মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া, সকল রসবিশিষ্ট, অর্থাৎ কটু, তিক্ত, মিষ্টাদি বস্তু ভক্ষণে অভিলাষ ও মনের অবসন্নতা জন্মে। এই অবস্থায় বাত, গুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহা জন্মিতে পারে। বহুকালে কখন দ্রব, কখন শুষ্ক, শব্দ এবং ফেণাযুক্ত, অল্প পরিমাণে পুনঃপুনঃ তরল দাস্ত হয়। এই রোগী পরিণামে শ্বাস ও কাশ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—মুথা, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব বেল শুঁঠা, মোচরস, আকনাদী, বালা, আম্রকেশী, আতইচ, বরাক্রান্তা এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেব্য ইহার নাম "স্বল্প গঙ্গাধর চূর্ণ।"

পানীয় ভক্ত বটী।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, তৈউড়ী, চিতামূল, প্রত্যেকে ২ তোলা, পারদ ১তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে ৪ তোলা এই সকল দ্রব্য ত্রিফলার ক্বাথে মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে একটী করিয়া বটী সেবন করাইবে; অনুপান কাঁজি

গ্রহণী গজেন্দ্র বটী।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ চূর্ণ, সোহাগার খই, হিং, শঠী, তালিশ পত্র, মুথা, ধন্যা, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ শূল, হরিতকী, ভেলা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী, এই সকল ঔষধ সমভাগে সিদ্ধিপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, অনুপান ছাগী দুগ্ধ

পিত্তজ গ্রহণীর নিদান ও পূর্ব্বরূপ।—কটু দ্রব্য, অজীর্ণকর দ্রব্য, বিদাহী অম্ল দ্রব্য, অপামার্গকৃত ক্ষার জল সাধিত ব্যঞ্জনাদি, লবণক্ষারাদি সেবনজন্য কুপিত পিত্ত, উষ্ণ জলের ন্যায় কোষ্ঠাগ্নিকে নষ্ট করে এইরূপ গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তি পীত আভাযুক্ত হয় নীলাভা ও পীতাভাযুক্ত অজীর্ণ গ্রস্ত ব্যক্তি দ্রব মল ত্যাগ করে; তাহার দুর্গন্ধযুক্ত অম্ল উদ্গার হয়, এবং ঐ ব্যক্তির হৃদয় ও গলদেশে দাহ হয় ও অরুচি, পিপাসা দ্বারা পীড়িত হয়

চিকিৎসা —শুঁঠ, আতইচ, মুথা, ধাইফুল, রসোত, কুড়চিমূলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ, কটুকী, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিতে হইবে। পরিমাণ ৹ আনা। ইহাকে "নাগরাদ্য চূর্ণ" কহে।

গ্রহণী শার্দ্দূল চূর্ণ।—পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, কুড়, বচ, মুথা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, যমানী, বন যমানী, গজ পিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, শূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ, সকল চূর্ণসমষ্টির সমান সিদ্ধি চূর্ণ; একত্র মর্দ্দিত করিবে মাত্রা ২ মাসা অনুপান তণ্ডুলোদক প্রাতে সেবনীয়

কণ্টকারী অবলেহ।—কাঁচড়াদাম ৯ সের, তালমূলী ১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ঐ কাথে চিনি ১ সের দিয়া পাক করিয়া সিকি অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে বৃদ্ধদারক, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁঠ, পিঁপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসোত, মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া দিবে। পাক শেষ হইলে মধু ।০ পোয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে রোগ,

রোগীর বল এবং সময় বিবেচনায় ইহার মাত্রা অবধারিত করিবে অনুপান বাসী জল

বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চূর্ণ —লবঙ্গ, আতইচ, মুথা পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুস, ধনিয়া, কটফল, কুড়, জয়ত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণ জীরা, সচল লবণ, রসোত, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিতউ, বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক, এলাইচ, পিঁপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেত ধূনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেণ, সোহাগার খই, বালা, কুড়চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কটকী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক, পারা, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ অনুপান মধু, তণ্ডুলোদক মাত্রা ৵০ আনা।

কফজ গ্রহণীর নিদান ও পূর্ব্বরূপ — গুরুপাক দ্রব্য ও স্নিগ্ধ, দ্রব্য, অথবা শীতল পিচ্ছিল মধুরাদি দ্রব্য ভোজন, অতি ভোজন, আহারান্তে দিবানিদ্রা, এই সকল কারণে কুপিত কফ কোষ্ঠাগ্নিকে নষ্ট করে, এজন্য ভুক্ত দ্রব্য অতি কষ্টে পাক হয় এবং বিবমিষ, বমি, অরুচি, মুখের লিপ্ততা, মধুরতা, কাশ ও মুখ হইতে কিঞ্চিৎ দোষের উদ্গীরণ, নাসাস্রাব, উদর বিবদ্ধ ও গুরু বোধ হয়, দুষ্ট বা মধুর উদ্গার হইতে থাকে, শরীরের অবসন্নত ও স্ত্রীসংসর্গে অনিচ্ছা হয়। অপক্ক এবং শ্লেষ্মাসংশ্লিষ্ট পাতলা দাস্ত হয়। এই রোগী অলস এবং দুর্ব্বল হইলেও ক্লেশ হয় না, কফাত্মক গ্রহণীতে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চিকিৎসা —পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ১০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১তোলা, পারদ ০ তোলা, সিদ্ধিপত্র ৯০ তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া প্রথম দিন এক মাসা হইতে সেবন আরম্ভ করিবে প্রতিদিন ১ মাসা করিয়া মাত্রা বাড়াইয়া অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত উঠিবে। অনুপান জল।

জাতিফলাদ্য চূর্ণ —জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুক (অভাবে সিউলীছোপ), তালিশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা কর্পূর, হরিতকী, আমলা, মরিচ, পিঁপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক, তেজপত্র,

এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, চিনি সমুদায় চূর্ণের সমান সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে মাত্রা ২ মাসা অনুপান বাসী জল

কামেশ্বর মোদক।—আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কটফল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, বচ, নাগেশ্বর, তালিশপত্র, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সকলের সমান ঈষৎ ভর্জ্জিত বীজসহিত সিদ্ধিচূর্ণ, সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিবে, গাঢ় হইলে আমলকী চূর্ণ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে, পাক সম্পূর্ণ হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া ৹ তোলা প্রমাণ মোদক বাঁধিবে পরে ভাজা তিলচূর্ণ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে অনুপান জল বা গরম দুগ্ধ।

পীযূষবল্লী রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধন্যা, বরাক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, গুড়ত্বক, শুঁঠ, জায়ফল, নিমছাল, ধুতুরাবীজ, দাড়িম্বছাল, ধাইফুল, কুড়, প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কেশুরিয়া রসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগলদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চনকবৎ বটী প্রস্তুত করিবে বেলপোড়া ও গুড়ের সহিত সেবনীয়।

ত্রিদোষজনিত গ্রহণীর লক্ষণ।—বাতজ, পিত্তজ ও কফজ কারণ সমস্ত বা আংশিক একত্র সংঘটিত হইলে যে গ্রহণী রোগ জন্মে, তাহাই ত্রিদোষজন্য গ্রহণী বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনিয়া, বরাক্রান্তা, শুঁঠ, মুথা, আতইচ, অহিফেণ, লোধ, কচি দাড়িম্ব ফলের ছাল, কুড়চি ছাল, পারা, গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগ, একত্র মর্দ্দন করিবে, মাত্রা ॥০ মাসা, অনুপান তক্র বা আতপতণ্ডুলোদক

বৃহন্নায়িক চূর্ণ।—চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, তেউড়ী মটী যমানী হিঙ্গু পঞ্চলবণ জীর বাং কৃত মথা

অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পাবদ, গজপিপ্পলী, প্রত্যেকের চূর্ণ সমান, তাহাদের সকলের সমষ্টির সমান সিদ্ধি চূর্ণ সকল একত্রে উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে অনুপান কাঞ্জিক ও দধি ; মাত্রা /০ আনা, পথ্য মাংসের ঝোল ইত্যাদি

মদনমোদক।—দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তদনন্তর ঘৃতে ভর্জ্জিত করা সিদ্ধিবীজচূর্ণ ২১ তোলা, ত্রিকুটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ধন্যা, সৈন্ধব লবণ, শঠী, তালিশ পত্র, তেজপত্র, কটফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, চিনি ৮৪তোলা, পাকযোগ্য জল দিয়া এই সকলকে একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ দিয়া এবং অল্প কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিছু ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে

সংগ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ।—যে গ্রহণী রোগে অলস, দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়, পেটে ও কটিদেশে বেদনা এবং পেটে গুড়্ গুড়্ শব্দ হয়, আর স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল পাতলা বা গাঢ় দাস্ত হয়, সেই দাস্ত যদি এক মাস, পনর দিন, বার দিন, দশ দিন অন্তর কিম্বা প্রতিদিনই হয়, তবে তাহাকে সংগ্রহ গ্রহণী রোগ বলে। এই রোগ আম ও বায়ু কর্ত্তৃক জন্মে, পরন্তু দিবসে এই রোগের বৃদ্ধি এবং রাত্রিতে শান্তি হয়। এই রোগ অতি দুর্ব্বোধ্য ও দুশ্চিকিৎস্য, সুতরাং অধিক কাল স্থায়ী হয়।

মার্কণ্ডেয় চূর্ণ।—পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগার খই, ত্রিকটু, জায়ফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামুল, মুথা, গজ পিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইচ, সজিনাবীজ, মোচরস, আফিঙ্গ, প্রত্যেকে ১ পল, উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মর্দ্দিত করিয়া লইবে। চিনির সহিত ১ মাসা পরিমাণে সেবন

পানীয়ভক্ত বটিকা।—অভ্র, মণ্ডুর, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে ১ পল, চৈ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুরিয়া মূল, দন্তীমূল, মুথা, পিঁপুল, চিতামুল, ঘেঁটকোল, মান, ওল, শুক্লবৃহতীর মুল, তেউড়ীমুল, হুড়হুড়ে মুল, পুনর্ণবামুল, প্রত্যেক ২ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে কুলআঁটির

ন্যায় বটী। অনুপান—দধির মাৎ, ডাবের জল, মুথার রস ইত্যাদি। জলধৌত অন্ন, দধি প্রভৃতি পথ্য। পানিফল, বেল, গুড়, কাঁচড়া, নারিকেলদুগ্ধ ও সকল প্রকার ডাইল নিষিদ্ধ।

বৃহজ্জীরকাদি মোদক।—জীর, কৃষ্ণজীর, কুড়, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জয়ন্তী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মহুরী, জটামাংসী, মুথা, সচল লবণ, শঠী, ধন্যা, দেবতাড, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধব লবণ, গজ পিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, কুন্দরখোটী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ; লৌহ অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেকের ২ ভাগ। সমুদায় চূর্ণের সমান ভাজা জীরার গুঁড়া। সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পূর্ব্ববৎ মোদক পাক করিয়া নামাইবার পর শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া গুলি পাকাইবে। প্রাতে এক একটী গুলি দুগ্ধ ও চিনির সহিত খাইতে দিবে। পরিমাণ ০ তোলা।

লালগুঁড়া।—রসসিন্দুর ২ ভরি, হিঙ্গুল ১ ভরি, আমলাসার গন্ধক ০ ভরি, এই সকল দ্রব্যকে একত্রে চূর্ণ করতঃ প্রতিদিন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির এক একটীর রসে ভাবনা দিবে, যথা,—আমরুল শাকের রস, ঘৃতকুমারীর আটা, ক্ষেতপাপড়া, বটের ঝুরির রস, বুড়ি গুয়াপানের রস, কচি জামপাতার রস। পরিমাণ ২ ধান হইতে আরম্ভ করিয়া ২ রতি পর্য্যন্ত বাড়িবে। অনুপান ছাগল দুগ্ধ। পথ্য ঘৃত—সৈন্ধবের পাক, দিবাভাগে অন্ন, রাত্রে রুটী, মাংস ইত্যাদি পথ্য।

গ্রহণীর সহিত জ্বর থাকিলে "নৃপ বল্লভ" বড় উপকারী।

নৃপ বল্লভ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র সীসা, চিতামূল, মুথ, সোহাগার খই, জায়ফল, হিঙ্গু, গুড়ত্বক, এলাইচ, চিতামূল, বঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ, তাম্রভস্ম, প্রত্যেকে ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ তোলা, একত্র মাড়িয়া আদার রসে ও আমলার রসে ভাবনা দিবে। চনকপ্রমাণ বটী। প্রাতঃকালে জলের সহিত অথবা ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

গ্রহণী রোগে শোথ (ফুলা) থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবস্থা

রসপর্প্পটী ।—পর্প্পটীক্রিয়ার প্রথমে পারদের মলদোষ,বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিবারণ করিতে হয় তাহার প্রণালী এই,—৮ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হয় ইহাতে মলদোষ দূরীকৃত হয় এইরূপে ত্রিফলা চূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বহ্নিদোষ, এবং চিতামূলের রসের সহিত মর্দ্দনে বিষদোষ নষ্ট হয় পরে যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আর্দ্রক ও কাকমাচিরসে মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন করিতে থাকিবে যখন মাড়িতে মাড়িতে ঐ সকল রস শুকাইয়া যাইবে, তখন ঐ পারা পর্প্পটীক্রিয়ার ব্যবহার্য্য হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে তাহার পর উহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয় যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ আমলাসা গন্ধকই ইহার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঐরূপ গন্ধক ৮ তোলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলীবৎ চূর্ণ করিতে হইবে পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমরহিত কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষেপ করিবে নিক্ষেপ মাত্র গন্ধক কঠিন হইয়া যাইবে ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া কেতকী পুষ্পের রজঃবৎ করিবে শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক উল্লিখিত প্রক্রিয়ার পর পারদ ও গন্ধক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে করিতে যখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে এবং উহাতে পারদকণা দৃষ্টিগোচর হইবে না, তখন জানিতে হইবে কর্জ্জলী উত্তমরূপ হইয়াছে তাহার পর যথাবিধি পর্প্পটীপাক করিবে সবিস্তার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি আবশ্যক।

পরিমাণ ।—প্রথম দিন ২রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া বাড়িবে,এইরূপে ১০রতি পর্য্যন্ত বাড়িলে আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই একুশ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য অনুপান ২ রতি জীরক ও ১ রতি মধু

পর্প্পটী ব্যবহারকালে বায়ু ও রৌদ্রসেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহারকালের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, অধিক বাক্যব্যয়, এই সকল কাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে ঘৃত, সৈন্ধব, জীরা ও ধন্যার বাটনা দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালী তণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুণ, নিমুখী শাক, মুগ, পটোল, সুপারী, আদা, পক্ষীর মাংস, ক্ষুদ্র মৎস্য, জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, ইত্যাদি সুপথ্য

গ্রহণী, অর্শ, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, অতিসার, গুল্ম, জলোদর, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি রোগ ইহাতে নিবারিত হয়

সকল প্রকার পর্প্পটী সেবনের নিয়ম এই যে, রোগীকে কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছরীর সহিত দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। লবণ-জল ও অপর দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ অসহ্য তৃষ্ণা হইলে দুগ্ধ ও ডাবের জল দিতে হইবে।

লৌহ পর্প্পটী।—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্র করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিবে অনেকক্ষণ মর্দ্দন করিলে যখন উত্তমরূপ মিশ্রিত হইবে, সে সময় অগ্নিতে চাপাইয়া পূর্ব্ববৎ পর্প্পটী পাক করিবে। পাক হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। পরিমাণ ১ রত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ববৎ ১০ রত্তি পর্য্যন্ত মাত্রা বাড়াইবে দুই সপ্তাহ মধ্যে রোগ উপশমিত হইবে। অনুপান শীতল জল অথবা জীরা ও ধন্যার ক্বাথ। ইহাও পূর্ব্বোক্ত রোগসকলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে

পঞ্চামৃত পর্প্পটী।—গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, একত্রে লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে লৌহপাত্রে অগ্নিতে চাপাইয়া পূর্ব্ববৎ পর্প্পটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ রত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ববৎ ১০ রত্তি পর্য্যন্ত। অনুপান ঘৃত ও মধু ভক্ষণকালে ঔষধ লৌহপাত্রে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্ববৎ।

স্বর্ণ পর্প্পটী।—পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণভস্ম ১ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে পরে উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা লৌহপাত্রে

মর্দ্দন করিয়া কর্জ্জলী প্রস্তুত করিবে পরে যথাবিধি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিতে হইবে মাত্রা ১ রতি হইতে পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি করা আবশ্যক, অনুপান ঘৃত মধু উপরোক্ত সকল রোগ ব্যতীত যক্ষ্মা রোগেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে

গ্রহণী রোগে মর্দ্দন জন্য নানা প্রকার তৈল ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ দুইটীর উল্লেখ হইতেছে

বিল্ব তৈল —তিল তৈল ৪ সের মূর্চ্ছা যথাবিধি ;—পূর্ব্বে তাহার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে কাথার্থ বেলশুঁঠ ৬০ সের, দশমূল মিলিত ৬০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; আদার রস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের কল্কার্থ,—ধাইফুল, বেলশুঁঠা কুড়, শঠী, রাস্না, পুনর্ণবা, ত্রিকটু, পিঁপুলমূল, চিতামূল, গজ পিপ্পলী, দেবদারু, বচ, মোচরস, কটুকী, তেজপত্র, বনযমানী, জীবক, ঋষভক মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষিরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা।

গ্রহণীমিহির তৈল —তিল তৈল ৪ সের মূর্চ্ছা দ্রব্য কল্কার্থ—ধন্যা, ধাইফুল লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরিতকী, বেণার মূল, মুথা, বালা, মোচরস, বসোত, বেলশুঁঠা, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কটুকী, তগর পাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, কেশুরিয়া, পুনর্ণবা, আমছাল, জামছাল, কদম্বছাল, কুড়চিছাল, যমানী, জিরা, প্রত্যেকে ২ তোলা, কাথার্থ কুড়চিছাল ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অথবা তক্র ১৬ সের, অথবা দোষানুসারে অন্য কোন গ্রহণীনাশক দ্রব্যের কাথ ১৬ সের এই সমুদায় কাথ ও তক্র দ্বারা তৈল পাক করিতে হয় না রোগের প্রকৃতি অনুসারে শুদ্ধ তক্র অথবা যে কোন একটী দ্রব্যের কাথের সহিত পাক করিবে

হোমিওপ্যাথিকমতে উদরাময় চিকিৎসা।

উদরাময়ের কারণ — শীতলতা, উষ্ণতা, অপক্ব, অজীর্ণকর কিম্বা ফেণযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ অথবা কদর্য্য জল পান, অথবা শরৎকালে যেরূপ সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হয়, সেইরূপ বিষ সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে উদরাময় জন্মে

লক্ষণ।—উদরের বেদনার সহিত ক্ষণেক্ষণে অপক্ব মলনিঃসরণ, কখন কখন বেদনা না-ও থাকিতে পারে। পীড়া প্রবল হইয়া দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত করিয়া প্রাণনষ্ট করে,—বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে বড়ই মারাত্মক

চিকিৎসা।—আফিঙ্গের দ্বারা বেদনা বন্ধ করা অথবা সংকোচক ঔষধ দিয়া দাস্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। শীতলতা জন্য রোগ হইলে প্রতিবার দাস্ত হইবার পরে "মার্কিউরিয়াস" দিবে কদর্য্য ভোজন জন্য হইলে "আর্শেনিক," পিত্ত জন্য হইলে এবং উদরের বেদনা থাকিলে "ক্যামোমিলা," অত্যধিক মাত্রায় এবং বেগসম্বরণে অসমর্থতা জন্য হইলে "মার্কিউরিয়াস," দৌর্ব্বল্য, বিমর্ষতা থাকিলে "আর্শেনিক," পালস্থলীর কামড়ানি অথবা অঙ্গনিগ্রহ থাকিলে "ভেরেট্রাম আল্‌বাম," অম্লরস অথবা ফেণযুক্ত দাস্ত হইলে "রিউম" এবং পিত্তযুক্ত হইলে মার্কিউরিয়াসের পরে "আইরিস" প্রয়োগ করিবে।

রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে যেমন দাস্ত হইবে "সল্‌ফার" দিতে থাকিবে

পথ্য।—চাল ভিজান জল, দুগ্ধাম্ল, মেষমাংসের ক্বাথ, ইত্যাদি

আমাশয়—সর্ব্বদাই অল্প পরিমাণে অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত দাস্ত হয়, কখন কখন তাহার সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে প্রতি ঘণ্টায় "ইপিক্যাকুয়ানহা" তিনবার সেবন করিতে দিবে তাহার পর "মার্কিউরাস-

কার্বোসিভাস্" প্রতি ঘণ্টায় তিনবার দিবে রোগী যত আরোগ্য লাভ করিতে থাকিবে, ঔষধ ভক্ষণের কাল তত বিলম্ব করিবে রক্ত বন্ধ হইবার পর রোগী দুর্ব্বল হইলে "আর্শেনিক" দিবে

পথ্য।—পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু পেটে এক খণ্ড ফ্লানেল বাঁধিয়া রাখিতে হইবে

হাকিমীমতে উদরাময় চিকিৎসা।

এই রোগে অজীর্ণ মল কখন অধিক কখন বা অল্প পরিমাণে নির্গত হয় দাস্ত হইবার সময়ে মলদ্বার কন্ কন্ করে, পেটে বেদনা হয়।

কারণ। কোন প্রকার মন্দ আহার নীচের অন্ত্রে সঞ্চিত হইলে, অন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় রক্ত নিঃসৃত হয়

উপায়।—এই রোগ জন্মিলে পেট পরিষ্কার করাইবে। অল্প আহার দিবে এবং ভাতের ফেণ খাইতে দিবে

ঔষধ।—বেউচিনি ২ মাসাকে কিঞ্চিৎ মাত গুড় মাখিয়া খাওয়াইবে, তাহার ছয় ঘণ্টা পরে অর্দ্ধ ছটাক রেড়ীর তৈল দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ কিম্বা একদিবস অন্তর নিম্নোক্ত উপায় করিবে

ফুল খড়ি	.. ..	২ মাসা।
পারা	..	১ মাসা
আফিম	.. ..	০ রতি

গ্রহণী।—মলের সহিত আম পড়ে, কোষ্ঠ হইবার সময় মলদ্বার কন্ কন্ করে, এক মাস, দুই মাস অথবা আরও অধিক দিন পর্য্যন্ত এই পীড়া থাকে ইহাতে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

পারাচূর্ণ	... .	৩ মাস

আফিম	..	..	৮ রতি

একত্র মিশ্রিত করিয়া আট ভাগ করিবে সন্ধ্যার সময় এক ভাগ খাওয়াইবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে রেউচিনি ও মাসাজে চূর্ণ করিয়া মাতগুড়ের সহিত খাইতে দিবে, প্রত্যহ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে

অন্য প্রকার।

আফিম	.	..	৪ রতি।
হিঙ্গু		.	৪ রতি

একত্র মিশাইয়া ৮টী বটী করিবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন দুইটী খাইতে দিবে

অন্য প্রকার

আফিম	.	...	৫ রতি
খদির	...	..	৪ রতি।

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ (প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে) এক একটী খাওয়াইবে ঐ বটী খাওয়াইবার পূর্ব্ব দিবস প্রাতঃকালে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক কিম্বা রেউচিনি ১ মাসা খাওয়াইবে। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ করাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে ওলাউঠা বা বিসূচীকা চিকিৎসা।

এই পীড়া যার পর নাই সাংঘাতিক, প্রায়ই সংক্রামকরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রকৃত ওলাউঠায় জলবৎ ভেদ ও বমন হইয়া ২৪ ঘণ্টা মধ্যেই রোগীর প্রাণ নষ্ট করে। অথবা রোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ

করিবার পর নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই তাহার জীবন নষ্ট হইয়া থাকে

অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এবং ইউরোপখণ্ডের কোন কোন স্থানে এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু আজি কালি ইহাদ্বারা যেরূপ মৃত্যু-সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশে ইহার প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তদবধি বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে এই রোগ কর্তৃক অনেক লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে আজি কালি ইহা পৃথিবীব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণ নিম্নোক্ত কারণগুলিকে ওলাউঠার উৎপাদক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন

অন্যান্য বহুব্যাপক পীড়ার ন্যায় অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময় স্থানে বাস, কদর্য্য অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদি ভক্ষণ, অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম, পূর্ব্ব পীড়া জন্য শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ইত্যাদি এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ মধ্যে পরিগণিত

এক প্রকার অন্তরুৎসিক্ত, বাষ্পীয় অথবা বায়ু কর্তৃক বাহিত বিষ যে ইহার উদ্দীপক কারণ, তাহা এক প্রকার অসংশয়িতরূপে অনুধাবিত হইয়াছে কিন্তু সেই বিষ যে বায়বীয়, পার্থিব বা মনুষ্য শরীর হইতে উদ্ভূত কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই, তবে বিসূচীকার প্রাধান্যকাল এবং সাধারণতঃ যে যে কারণে উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে, তদ্দ্বারা ইহার প্রকৃত কারণ অনেক অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে

শীত গ্রীষ্ম-বর্ষাদি সকল ঋতুতেই আমাদের বঙ্গদেশে এই পীড়া প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়, এজন্য ইহাকে কোন ঋতুবিশেষের আনুসঙ্গিক বলা যাইতে পারে না; তবে সাধারণতঃ রাত্রি শেষে বা প্রত্যুষকালে এই রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে, এজন্য অনেকে মনে করেন যে, এই সময়ে শারীরিক সন্তাপের হ্রাস হওয়া প্রযুক্ত ওলাউঠার বিষ ঘণীভূত হইয়া ভূমির নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাতেই পীড়া জন্মে

অত্যন্ত গরমের পর হঠাৎ শীতলতা অথবা অত্যন্ত শীতলতার

পর হঠাৎ অত্যন্ত গরম হইলে এই পীড়া জন্মে, তাহার কারণ, সাধারণতঃ চৈত্র, বৈশাখ ও ভাদ্রমাসে ইহার প্রকোপ দৃষ্টিগোচর হয়

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে ইংলণ্ডে মহামারী উপস্থিত হয়, সে সময়ে বায়ু ঘন, স্তম্ভিত এবং অজোনশূন্য ও তাহাতে ইলেক্ট্রিসিটীর পরিমাণ অত্যল্প মাত্র হইয়াছিল, এবং মড়ক থামিলেই বায়ু বহিতে আরম্ভ হয় ইহাতে বোধ হয় যে, সন্তাপ ও আর্দ্রতার সহযোগে মনুষ্যদেহ হইতে যে সকল দূষিত পদার্থ বহির্গত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তদুদ্ভূত বাষ্পীয় বিষ অন্যত্র সঞ্চালিত হইতে না পাইয়া স্তম্ভিত বায়ু কর্ত্তৃক সেই স্থানে থাকিয়া নিশ্বাসদ্বার দিয়া মানবশরীরে প্রবেশ করে

জলবায়ুর সহিত ইহার যে কতটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই, তবে দেখা যায় যে, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমাদের ভারতবর্ষে ইহা অনেকবার বহুব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল।

ভূমির প্রকৃতিবিশেষে যে পীড়া জন্মে, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, বালুকাময় স্থান অপেক্ষা কঠিন কর্দ্দমবিশিষ্ট স্থানে ইহার প্রকোপ অধিক। ডাক্তার লরিমার বলেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কৃষ্ণবর্ণ কঠিন মৃত্তিকাময় স্থানে ওলাউঠা অধিক হইয়া থাকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দেশীয় আগ্নেয়গিরির নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এই রোগ প্রায় হয় নাই।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনাবৃত স্থানে বাস ও শয়ন, অনাহারজনিত কষ্ট, অনিদ্রা ইত্যাদি ওলাউঠার প্রকৃত কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদিগের মধ্যে যে ইহার প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ সকল অহিতাচরণই তাহার প্রধান কারণ

লক্ষণ,—বহুব্যাপক ওলাউঠার লক্ষণাদিকে চারিভাগে বিভক্ত করা গিয়া থাকে;—

১ (Stage of invasion) আক্রমণাবস্থা।
২ (Stage of development) বর্দ্ধমানাবস্থা।
৩ (Stage of collapse) পতনাবস্থা।
৪। (Stage of reaction) প্রতিক্রিয়াবস্থা

আক্রমণাবস্থা।—দেহের অবসন্নতা, উদর ভারবোধ, মানসিক উদ্বেগ, মুখমণ্ডল মলিন ও রক্তহীন, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, কর্ণে ঝন্-ঝনা শব্দ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, ইত্যাদি পূর্ব্বলক্ষণের মধ্যে গণ্য। রোগ আক্রমণের সময় ভেদ ও বমন আরম্ভ হইয়া পীড়া প্রকাশ পায়, অনেক স্থলে দুই এক দিবস পূর্ব্বে উদরাময়ের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, দিবা রাত্রির মধ্যে ৫ ৭ বার বিবর্ণ জলবৎ অল্প মল সংযুক্ত বিরেচন হয় এবং রোগীর উদরে চর্ব্বণবৎ বেদনা থাকে, কখন কখন ভেদের সহিত শরীরের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ওলাউঠা যে সময়ে দেশমধ্যে হইতে থাকে, তখন এরূপ উদরাময় হইলে উহা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়।

চিকিৎসা।—এই অবস্থায় কেহ কেহ পূর্ণ মাত্রায় ২ গ্রেণ পরি-মাণে অহিফেন সেবনের উপদেশ দেন। কেহবা বটিকারূপে অহিফেন সেবন না করাইয়া ৩০ বিন্দু টীং ওপিয়াই দিয়া থাকেন। আবার কাহার কাহার মত যে, অহিফেনের সহিত ৩ ৪ গ্রেণ ক্যালোমেল প্রয়োগ উপযুক্ত।

বর্দ্ধমানাবস্থা।—সচরাচর রাত্রিশেষেই এই পীড়া আক্রমণ করে। প্রথমে ভেদ, পরে বমন। আরম্ভকালে ভেদের সহিত মল থাকে, পরে অধিক মাত্রায় জলবৎ পদার্থ মলদ্বার দিয়া বাহির হয়। ক্রমশঃ রোগী দুর্ব্বল হয়, উত্থানশক্তি থাকে না, উদরে চর্ব্বণবৎ বেদনা হইতে থাকে। এই পীড়ার ভেদকে কেহ কেহ ফেণবৎ বর্ণনা করেন। ইহা অতি তরল, ঈষৎ ঘোর বা অস্বচ্ছ, কিয়ৎকাল স্থিরভাবে রাখিলে তাহার নিম্নে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অন্নখণ্ডের ন্যায় জমিয়া থাকে। কখন কখন ভেদের বর্ণ জলমিশ্রিত দুগ্ধবৎ হয়।

সাধারণতঃ দুই তিন বার ভেদের পরই বমন আরম্ভ হয়। তাহার সহিত আহারীয় দ্রব্যাদির ক্ষুদ্রাংশ মিশ্রিত না থাকিলে প্রায়ই অপরি-ষ্কৃত জলের ন্যায় হইয়া থাকে। ভেদের ন্যায় বমন শীঘ্র শীঘ্র হয় না। ঔষধাদি সেবন করিলেই বৃদ্ধি হয়। ফেণবৎ ভেদ হইতে আরম্ভ হইলেই রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হস্তপদাদির অঙ্গুলিতে, উরুদেশে,

কখন কখন উদরে আক্ষেপ হইতে আরম্ভ হয়। মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত (চোপসান), রক্তহীন, সীসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হইতে থাকে। ত্বকের সন্তাপ কমিয়া আইসে। নাড়ী প্রায় অনুভব করিতে পারা যায় না। নাড়ীর গতি একরূপ থাকে না, মধ্যে মধ্যে নিস্তেজ, মধ্যে সবল হইয়া ক্রমে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া রোগী পতনাবস্থায় উপনীত হয়।

চিকিৎসা।—রোগের প্রথমাবস্থায় অহিফেণ সেবনের পর জলের সহিত অল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি সেবন করান কর্ত্তব্য। তাহার পর নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা।

য়্যাসিটেট্ অফ লেড	...	...	৩০ গ্রেণ।
ডাইঃ য়্যাসেটিক য়্যাসিড্	...	...	১৫ বিন্দু।
কর্পুরের জল	..	...	৬ আউন্স।

ছয় মাত্রা—এক ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। কেহ কেহ অহিফেণ ও য়্যাসিটেট অফ লেডের সহিত বটীকা প্রস্তুত করিয়া খাইতে দেন।

য়্যাসিটেট অফ লেড	...	.	২০ গ্রেণ
অহিফেন	..	...	২ গ্রেণ।

একত্রে জল দিয়া মাড়িয়া ১২টী বটীকা প্রস্তুত করতঃ একঘণ্টা অন্তর কেহ কেহ সেবন করাইতে উপদেশ দেন। কিন্তু বটীকা অপেক্ষা জল-মিশ্রিত ঔষধে শীঘ্র ফল দর্শে। যদি পুনঃ পুনঃ বমি হইয়া পাকাশয়ে ঔষধ না থাকে, তবে নাভিস্থলের কিছু উপরে সর্ষপের পলস্তারা দিয়া ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। কেহ কেহ বমন নিবারণার্থ জলের সহিত ½ গ্রেণ মর্ফিয়া মিশ্রিতকরতঃ ত্বকের নিম্নে পিচকারী দিয় থাকেন। এই রোগে বমন নিবারণ জন্য কোনমতে হাইড্রোসিয়েনিক্ য়্যাসিড প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

এ অবস্থায় উক্ত ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে শীতল জল বা বরফমিশ্রিত জলের সহিত কিয়ৎপরিমাণে ব্রাণ্ডি দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে বলেন, ব্রাণ্ডি অপেক্ষা স্যাম্পেন পাকাশয়ে সহজে সহ্য হয়। আক্ষেপ নিবারণার্থ যোগ লিনি-

মেণ্টের *সহিত সম পরিমাণে ক্লোরোফরম ব্যবহার করা যাইতে পারে

অনেকেই ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হইলে ১৫ হইতে ২০ গ্রেণ ক্যালোমেল ব্যবহার করিবার আদেশ দেন তাঁহারা বলেন,দাস্তের সহিত যতক্ষণ না পিত্তের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যতক্ষণ নীলাভ দাস্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেবন করান কর্ত্তব্য।

পতনাবস্থা।—পূর্ব্বের দুই অবস্থা অপেক্ষা ইহা নিতান্ত সঙ্কট-জনক অনেকের অনেক স্থলে রোগারম্ভের ১০ মিনিট পরে এই অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। এ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়াসকল এরূপ শুষ্ক হইয়া পড়ে যে, রোগীকে মৃত বলিয়া ভ্রম জন্মে। শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি থাকে না, মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া গাত্রের বস্ত্র দূরে ফেলিয়া দেয় কেবল শীতল বায়ু সেবন ও জলপান করিতে চায়, কখন কখন উৎকট আক্ষেপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে ও শয্যা হইতে উঠিতে চাহে, এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টজন্য মনে করে, যেন প্রাণ বাহির হইল অননুভূতরূপে অত্যল্প পরিমাণে ভেদ হইতে থাকে, মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত ও রক্তহীন, চক্ষু কোটরনিহিত, উহার নিম্নের পাতা অধঃপতিত থাকায় মৃতবৎ বোধ হয়, কপালে অল্প অল্প ঘর্ম্ম হয়,কখন কখনবা সর্ব্ব দেহই প্রভূত ঘর্ম্ম হইতে থাকে; সর্ব্বাঙ্গ শীতল, পিপাসা, গাত্রদাহ, দীর্ঘকাল জলে থাকিলে হাত পা যেরূপ চোপসান হয়, সেইরূপ হইয়া থাকে, কখন কখন নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদের প্রতি উদাসীনভাবে কথা বলে, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান লোপ হয় না এ অবস্থায় প্রায় ভেদ বমন থাকে না শরীরের তাপ ৯০ হইতে ৯৬ ডিগ্রী হয়। নাড়ীর গতি অনুভব হয় না; কখন কখন বা অতি সূক্ষ্মভাবে বোধ হয় এ অবস্থাতেও বেশী রক্ষা পায় [illegible] ঘণ্টা পর্য্যন্ত নাড়ী লুপ্ত থাকিয়াও আবার তাহা অনুভব করিতে পারা গিয়াছে, এবং রোগী সুস্থ হইয়াছে।

---

* কঠিন সাবান আড়াই আং, কর্পূর ১½ আং, রোজমেরী আয়েল ৩ ড্রাম, শোধিত সুরা ১৮ আং, পরিষ্কার জল ২½ আং।

চিকিৎসা।—এ অবস্থায় যাহাতে দাস্ত বন্ধ হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ বলেন, উত্তেজক ঔষধেও কোন কাজ দর্শে না। তাঁহারা কেবল এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর য্যামোনিয়া বা সল্‌ফিউরিক ইথার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি সল্‌ফিউরিক ইথারে উপকার না দর্শে, তবে তাহা অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে। সুশীতল জল বা বরফ সেবন করান কর্ত্তব্য। যাঁহারা উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কেহ বা

লাইকর য্যামোনিয়া	...	৫ হইতে ১০ বিন্দুর মধ্যে।
স্পিরিট সল্‌ফিউরিক ইথার	..	৩০ বিন্দু।
জল	... ...	৩২ ড্রাম

এক এক মাত্রায় সেবন করিতে দেন। কেহ বা—

স্পিরিট সল্‌ফিউরিক ইথার	..	৩০ বিন্দু
ক্লোরোফরম	.. ..	৫—১০ বিন্দু
জল	.	৩২ ড্রাম

এক এক মাত্রা এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর সেবন করান কর্ত্তব্য।

সঙ্কোচক ঔষধের মধ্যে য্যাসিটেট অফ লেড ব্যবহার করিলে তাহার সহিত কার্বনেট অফ য়্যামোনিয়া বা য়্যারোমেটিক স্পিরিট অফ য্যামোনিয়া ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। এতদুভয়ে মিলিত হইলে, বিষাক্ত হইয়া বিপরীত ফল দেয়। প্রসিদ্ধ, ওলাউঠা রোগের নিম্নোক্ত বটী ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা;—

কর্পূর	... ...	১ গ্রেণ
হিঙ্গু	... ..	১ গ্রেণ।
পিঁপুলি চূর্ণ	... .	১ গ্রেণ

জল দিয়া মাড়িয়া এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এই সকল ঔষধের সহিত ১০ ঘণ্টার মধ্যে ক্রমান্বয়ে ২।৩ আউন্স ব্রাণ্ডি ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি নাড়ী সবল থাকে, তবে ব্রাণ্ডি দিবার আবশ্যক থাকে না।

প্রতিক্রিয়া অবস্থার আরম্ভ।—কোল্যাপ্স অবস্থার পরে এই

অবস্থা আরম্ভ হইয়া ২।৩ দিবসের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করে। এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে প্রায়ই প্রথমে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া মলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত করে এবং ১০। ১২ ঘণ্টা পরে প্রস্রাব হয়। প্রতিক্রিয়া অবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই যে রোগী সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে, এমন মনে করা উচিত নহে। যদি কোল্যাপ্স অবস্থা ১০ ঘণ্টার অধিক না থাকে, তবে এই অবস্থায় অন্য কোন উপসর্গ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু ১৮ বা ২০ ঘণ্টা অবস্থিতি করিলে, সচরাচর অধিক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে এ অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হইত না, কিন্তু আজি কালি ইহাতে অনেকের মৃত্যু দেখা যায়।

স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা পতনাবস্থায় দেহের সন্তাপ ৭ হইতে ১৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হ্রাস হইতে পারে। পতনাবস্থার লক্ষণাদি স্পষ্ট প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইলেই, অতি শীঘ্র শীঘ্র সন্তাপের হ্রাস হইতে থাকে। সবল যুবা অপেক্ষা বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অত্যাচারী ব্যক্তিদিগের হঠাৎ এইরূপ ঘটিতে পারে। এ অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তাপ ৯৬ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ৮২ ডিগ্রি হয়।

চিকিৎসা।—এই অবস্থায় মল মূত্রাদির পরিবর্ত্তন হইলে অল্প পরিমাণে দ্রব দ্রব্য ও শীতল জল ভিন্ন অন্য ঔষধ আবশ্যক করে না। রক্তের লবণভাগ মলের সহিত বহির্গত হওয়া প্রযুক্ত পানীয় জলের সহিত সোডা দিবে। এ অবস্থায় বমন হইতে আরম্ভ হইলে ⅛ অর্দ্ধ বা ¼ সিকি গ্রেণ মর্ফিয়া সেবনে কখন কখন বিশেষ উপকার দর্শে, অথবা পেটে বেলেস্তারা দিয়া ফোস্কা করিবে এবং সেই ফোস্কা কাটিয়া তাহাতে অর্দ্ধ গ্রেণ মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিবে। যে পর্য্যন্ত পাকাশয়ের উত্তেজন নিবারণ না হয়, সে পর্য্যন্ত দুগ্ধের সহিত চূণের জল, ব্রাণ্ডি এবং ব্রথ ব্যবহার করিবে। আর ঔষধের মধ্যে এফারভেসিং ড্রাফ্‌ট, সোডা এবং হাইড্রোসিয়েনিক্‌ য়্যাসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে। উদরাময় নিবারণ জন্য সোডা, খড়ি, অহিফেন এবং কখন কখন গ্যালিক্‌ য়্যাসিড় ব্যবহার করা যায়। উদরের বেদনা নিবারণ জন্য টার্পিন তৈলের সহিত ফোমেণ্টেশন করিবে। হিক্কা

নিবারণ জন্য গ্রীবাদেশের ব মেরুদণ্ডের উপর সর্ষপ পলস্তারা, ক্লোরো-ফরম ব মর্ফিয়া এবং কখন কখন অল্প মাত্রায় বেলেডোনা, হাইড্রো-সিয়েনিক্ য্যাসিড ও মুগনাভি ব্যবহার কর্ত্তব্য। অম্ল নিবারণার্থ সোডা ও পটাশ দিবে। নিদ্রার অভাব হইলে অহিফেন এবং ক্লোরোফরম করা যাইতে পারে।

উক্তরূপে প্রতিক্রিয়া না হইলে অনেক স্থলে নিম্নলিখিত উপসর্গ ঘটিতে পারে

(ক) পীড়ার রিল্যাপ্স বা পুনরাক্রমণ —ইহাতে পুনরায় ভেদ, বমন ও নিস্তেজতার লক্ষণাদি প্রকাশ হইয়া ২। ৩ দিবসের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়

(খ) অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া।—ইহাতে কোল্যাপ্সের লক্ষণাদি ক্রমে অদৃশ্য হইয়া নাড়ী সবল হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, শরীর শীতল থাকে, মধ্যে মধ্যে ভেদ ও বমন হয়, ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অনিচ্ছা, দুর্ব্বলতা, প্রস্রাবের অল্পতা, এবং ক্রমে অচেতন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়

চিকিৎসা —বমন নিবারণের নিমিত্ত তার্পিণতৈলের সহিত ফোমেণ্টেশন এবং সর্ষপ পলস্তারা ব্যবহার করা যাইতে পারে ভেদ নিবারণার্থ,—

গ্যালিক য্যাসিড	..	...	১০ গ্রেণ
ডাইঃ সল্ফিউরিক য্যাসিড	..		১০ বিন্দু
টিং ওপিয়াই	...	...	১০ বিন্দু।
পিপারমেণ্টের জল	...	...	১½ আউন্স।

এক এক মাত্রায় ৪ ৫ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে

সামান্য জ্বর —ইহাতে রোগী সর্ব্বদা অন্যমনা হইয়া জড়ভাবে অবস্থিতি করে, গাত্র অল্প উষ্ণ, জিহ্বা শুষ্ক ও লেপযুক্ত, মল-মূত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় বহির্গত হইয়া থাকে। চারি পাঁচ দিবস এই অবস্থায় থাকিয়া রোগী সহজে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, অথবা সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর হইয়া রোগের উপশম হয়. কিন্তু টাইফয়েড জ্বর হইলে রোগী প্রায় বাঁচে না .

এরূপ জ্বরে ঔষধ সেবন করান আবশ্যক হয় না মস্তক উষ্ণ হইলে কেশ মুণ্ডন করিয়া তাহাতে শীতল জল দিবে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িলে উষ্ণকারক ঔষধ এবং পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

বৈদ্যকমতে বিসূচীকা চিকিৎসা।

যে রোগে প্রকুপিত বায়ু সূচীবেধনবৎ বেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদবিশারদ আচার্য্যগণ বিসূচী রোগ বলিয়া থাকেন

পরিমিত ভোজনকারী আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তি এই রোগে কখন পীড়িত হয়েন না। ভক্ষণানভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, লোভী ব্যক্তিরাই এই রোগে পীড়িত হইয়া থাকে

বিসূচী রোগের লক্ষণ।—এই রোগে মূর্চ্ছা, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, পেটে শূলবৎ বেদনা, ভ্রম, শরীরে মোচড়ান বা চর্ব্বণবৎ বেদনা, জৃম্ভা অর্থাৎ হাই, শরীরের জ্বালা, বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, এবং শিরঃশূল লক্ষণ প্রকাশিত হয়

অসাধ্য লক্ষণ —যাহার দন্ত ওষ্ঠ, নখ শ্যামবর্ণ, জ্ঞানের অল্পতা, * বমি, কোটরগত চক্ষু, স্বরভঙ্গ, এবং শরীরের সন্ধি ও শিথিলতা হয়, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী

সাধ্য লক্ষণ।—যাহার ধূমাম্লাদিবর্জ্জিত উদ্গার, কার্য্যাদিতে উৎসাহ, উপযুক্তরূপে মল-মূত্রাদির বেগ ও নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, ক্ষুধা ও পিপাসা হয়, তাহার পীড়া সুখসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে

চিকিৎসা।—আপাঙ্গের মূল জলে বাটিয়া সেবন করাইলে বিসূচীকা রোগ দূর হয়

কুষ্ঠ সৈন্ধবয়োঃ কল্কং চুক্রতৈল সমন্বিতং
বিসূচ্যাং মর্দ্দনং কোষ্ণং খল্লীশূল নিবারণং

---

* হ্যালোপ্যাথিতে এই লক্ষণের বিপরীত কথা লিখিত হইয়াছে

*

চুক্র অভাবে কাঞ্জিক ও তিল তৈলের সহিত কুড় এবং সৈন্ধব বাটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে খাইলধরা ও বেদনা নষ্ট হয়

রোষ্যং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রাং,
মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুঙ্গ্যা,
ছায়া বিশুষ্কা গুড়িকাঃ কৃতাস্তা,
হন্যুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন

একটু উহর করঞ্জার ফল, হরিদ্রা ও বনমাতুলুঙ্গ মূল জলে বাটিয়া ছায়ায় শুকাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ইহার অঞ্জনে বিসূচীকা রোগ নষ্ট হয়।

ত্বক্‌পত্র রাস্না গুরু শিগ্রু কুষ্ঠৈ,
বম্লপ্রপিষ্টৈঃ সর্ব্বাশতাহ্বৈঃ,
উদ্বর্ত্তনং খল্লি বিসূচীকাঘ্নং,
*তৈলং বিপক্কঞ্চ তদর্থকারি

গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুলফা সমুদায় দ্রব্য কাঞ্জিকে পেষণ করিয়া অথবা কাঞ্জিকের সহিত তৈলে পাক করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে বিসূচীকা খাইল ধরা নিবারণ হয়।

অহিফেনাসব।—মউল ফুলের মদ্য ১২০ সের, অহিফেন ৪ পল, মুথা, জায়ফল, ইন্দ্রযব, এলাইচ, প্রত্যেকে এক পল, এই সমুদায় দ্রব্য আবৃত পাত্রে এক মাস রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে মাত্র অর্দ্ধ মাসা।

হোমিওপ্যাথিকে বিসূচীকা চিকিৎসা।

এই পীড়া যে অতিশয় সাংঘাতিক, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা দুঃসাধ্য এজন্য পীড়া হইবার আরম্ভেই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে বৃদ্ধি হইতে না

প্রায় বিসূচীকার চিকিৎসা জন্য হোমিওপ্যাথিকপদ্ধতি অতিশ ফলোপধায়ক। অনেক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই চিকিৎসা অনেক দুঃসাধ্য বিসূচীকার প্রতিকার হইয়াছে

আরম্ভাবস্থায়। যখন দুই এক বার জলবৎ বা ঈষৎ গাঢ় দাস্ত হয়, তখন "ক্যাম্ফর" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য যখন চাউলধৌত জলের ন্যায় দাস্ত হইবে, তখন ক্যাম্ফর্ দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে বুঝিবে।

মুখ শ্রীহীন, শবের ন্যায় শুষ্ক, ঈষৎ লাল এবং আঠাযুক্ত জিহ্বা অতিশয় তৃষ্ণা, প্রচুর বমন, বমনের পর দুর্ব্বলতা, উদরে কর্ত্তন বা দংশনবৎ বেদনা, খিলধরা থাকিলে (৩য় ডাইঃ) "ভেরেট্রাম্ য্যাল্বাম" এক বিন্দু এক কাঁচ্চা জলের সহিত ১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে

এই ঔষধ ছয়বার সেবন করাইলে যদি উপকার না দর্শে, অথবা যদি অতিশয় বমন, শূল এবং উদরাময়ের সঙ্গে চক্ষুঘূর্ণন, অতিশয় অস্থিরতা এবং শরীরের শীতলতা অনুভূত হয়, তবে "কুপ্রম" ব্যবহার করিতে হইবে।

অতিশয় উদ্বিগ্ন, অত্যন্ত অস্থিরতা, জিহ্বা ও কণ্ঠশোষ, উদরে অতিশয় জ্বালাযুক্ত বেদনা, জলবৎ, ঈষৎ সবুজ ও কালবর্ণ পদার্থ বমন, কোন দ্রব্য পান বা ভোজনের পর তাহার আধিক্য, এপাশ ওপাশ করা প্রস্রাবহীনতা, নাড়ী বিলুপ্ত, হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত স্পন্দন, ইত্যাদি লক্ষণ দেখিলে এক বিন্দু "ক্যাম্ফর" এক কাঁচ্চা জলের সহিত ২১ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে

হীমাঙ্গ হইলে পুনরায় "ক্যাম্ফর" দিলে উপকার দর্শে।

শরীর উষ্ণ হওয়া স্বত্বে যদি প্রস্রাব না হয় এবং প্রস্রাবের ঘন ঘন বেগ হইতে থাকে, তবে "ক্যান্থারিশ" (৩য় ডাইঃ) এক বিন্দু এক কাঁচ্চা জলের সহিত ২১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

শীতলাবস্থায় চক্ষু রক্তবর্ণ, কখন কখন শয্যা হইতে ঝাঁকিয়া উঠা, মস্তকে রক্তাধিক্যবশতঃ শিরঃপীড়া, নিদ্রাবোধ ও বিকারের অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে "বেলেডোনা" (৩য় ডাইঃ) এক বিন্দু এক কাঁচ্চা জলের সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর দিবে

কখন কখন পেটে বেদনা থাকা প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া না হইলে কিম্বা অসম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়া হইলে, অথবা নাসিকাগ্র ও মলদ্বার চুল্‌চুল্‌ করিতে থাকিলে "সিনা" ব্যবহার করিতে হইবে

চাউলধৌত জলের ন্যায় ভেদ না হইয়া যদি রক্তবর্ণ ভেদ হয় ও তৎসঙ্গে আম্‌ থাকে, তবে "মার্কুরিয়াস্‌ করোঃ" (৩০ ডাইঃ) এক বিন্দু এক কাঁচ্চ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১৫ মিনিট অন্তর খাইতে দিবে

যদি ঐরূপ রক্তবর্ণ দাস্তের সহিত আম্‌ না থাকে, তবে "ইপিক্যাকুয়ানা" ঐরূপে ব্যবহার করিবে

অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ বা মদ্যপান জন্য রোগ জন্মিলে, অথবা অল্প অল্প পিত্তযুক্ত দাস্তের সঙ্গে গড় গড় শব্দ ও বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে, কিম্বা ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ অত্যন্ত মলত্যাগ হইতে থাকিলে এবং জিহ্বার অতিশয় অপরিষ্কারতায় "নক্সভমিকা" দিতে হইবে

মল অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল হইলে, তৎসহ বেদনা থাকিলে, প্রাতে রোগের বৃদ্ধি, মল অতিশয় ক্ষয়কারী, এবং বার বার রোগের পুনরাক্রমণ হইলে "সল্‌ফার" (৩য় ডাই) এক বিন্দু এক কাঁচ্চা জলের সহিত দিবসের মধ্যে ২১ বার খাইতে দিবে

যদি ঘর্ম্ম না হয়, তবে কম্বলদ্বারা শরীর আবৃত রাখিতে হইবে বেদনা থাকিলে গরম জল বোতলে পুরিয়া তদ্দ্বারা ফোমেণ্ট করিবে, অল্প মাত্রায় শীতল জল পান করিতে দিবে এবং লঘু পথ্য ব্যবস্থা করিবে। কোন মতে খোসাযুক্ত কোন ফল না দেওয়া হয়

প্রতিষেধক —কোন স্থানে ওলাউঠা রোগ বহুব্যাপকরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে, সেই স্থানের লোকদিগকে এক ফোঁটা পরিমাণে "ক্যাম্ফর" এক কাঁচ্চা জলে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে এই সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবে, যথা ;—পরিষ্কার বায়ুসঞ্চালনোপযোগী শুষ্ক

---

* প্রতিক্রিয়ার বিষয় য়্যালোপ্যাথিক মতে বিসূচীকা চিকিৎসায় বিশেষ বলা হইয়াছে।

গৃহে বাস করিবে, ঘরের কাছে কোন প্রকার পচা জিনিষ থাকিতে দিবে না, শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাইবে না, আর্দ্র বস্ত্র বা ভিজা জুতা পরিধান করিবে না, শরীর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ কাপড় গায়ে রাখিবে পাছে রোগ হয়, এমন ভয়কে মনে স্থান দিবে না, যদি স্বতঃ এরূপ ভয় হয়, নিবারণ করিতে না পার, তবে সে স্থান পরিত্যাগ করিবে।

শিশুচিকিৎসা।—শিশুদিগের এই রোগ হইলে অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে

শরীর উষ্ণ, দ্রুতগামী নাড়ী, অনিদ্রা, হরিদ্রাভ মল, জলবৎ অথবা আঠাবৎ শ্লেষ্মা, মলত্যাগের সময় অথবা পূর্ব্বে উদরে বেদনা ও কোঁৎ-পাড়া ইত্যাদি দেখিলে "য়্যাকোনাইট" দিবে

অতিশয় মন্দ অবস্থায় মল ঈষৎ পীত বা সবুজ বর্ণ হইলে, মল-ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে চিমটীকাটার ন্যায় বেদনা থাকিলে, অথবা জমাট দুগ্ধ বমন হইলে "এথুসাসিন্" প্রয়োগ করিবে

জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক এবং উজ্জ্বল, তৃষ্ণাহীনতা, আঠাবৎ শ্লেষ্মা অথচ জমাট, দধিবমন, মল জলবৎ ও অত্যধিক নির্গত হইলে "য়্যাণ্টিমন ক্রুড" দিতে হইবে

মুখ মৃতব্যক্তির ন্যায় মলিন, চর্ম্ম শুষ্ক এবং সঙ্কোচিত, মল ঘন ও ঘোর, অথবা ঘোর জলবৎ, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, মলত্যাগের পূর্ব্বে যাতনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে "আর্শেনিক" প্রয়োগ করিবে

জিহ্বা শুষ্ক এবং উজ্জ্বল, ক্ষুধা-তৃষ্ণা রহিত, মল ঈষৎ সবুজ, আঠাবৎ শ্লেষ্মা, মলত্যাগের সময় পেটকামড়ানি বা কোঁৎপাড়া থাকিলে "এপিস্-মেল্" দিবে।

মুখমণ্ডল আরক্তিম, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বার মধ্যস্থল সাদা লেপযুক্ত এবং উহার পার্শ্বদেশ লাল, মল তরল ও সবুজ, মল শ্লেষ্মাযুক্ত বা রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মাযুক্ত হইলে "বেলেডোনা" ব্যবস্থা করিবে

ভেদ ও বমন উভয়ই থাকিলে যদি বমন অধিক হয়, যাহা আহার বা পান করে সমস্তই উঠিয়া যায়, উদর স্ফীত, চক্ষুর চারিদিকে নীল রেখা দৃষ্টিগোচর হয় তবে "বিসমথ" দিলে উপকার দর্শে

অতিশয় ফিকা, অথবা সাদা মুখমণ্ডল, মল বর্ণহীন, অনিচ্ছা স্বত্ত্বে মলত্যাগ ও তাহাতে দুর্গন্ধ থাকিলে "কার্ব্বভেজিটেবলিস্" দিবে

মুখমণ্ডল লাল এবং গরম,শূল বেদনার সহিত সবুজ জলবৎ মলত্যাগ, তাহার সহিত ডিমের ন্যায় সাদা বা পীত শ্লেষ্মা মিশিত থাকিলে "ক্যামোমিলা" দেওয়া কর্ত্তব্য

উদরের নিম্ন ভাগ স্ফীত, অজীর্ণ, জলবৎ পীত মল নিঃসরণ হইলে "চায়না" দিবে

নাসিকা চুলকানি থুথু নিক্ষেপ করা, ভাতের মণ্ডের ন্যায় সাদা মলত্যাগ, নিদ্রাকালে দন্ত ঘর্ষণ ইত্যাদি লক্ষণ থকিলে "সিনা" দিতে হইবে

শুষ্ক দুগ্ধবৎ ওষ্ঠ,পীত ও জলবৎ বমন,ঘোর সবুজ অথবা সবুজ আভাযুক্ত মল থাকিলে "ক্রোটন" প্রয়োগ করিবে।

শরীর শুষ্ক ও উত্তপ্ত, জলতৃষ্ণা, মল পীত আভাযুক্ত, সবুজ জলবৎ বা ঈষৎ সাদা হইলে, মলত্যাগের পুর্ব্বে বা পরে যন্ত্রণা থাকিলে "ডাল্‌কামারা" দিবে

মুখ ফিকা, চক্ষু নীলরেখাবেষ্টিত, পীত আভাযুক্ত,জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত, সদা বমনোদ্বেগ ও বমন, ঘাসের ন্যায় সবুজ মল থাকিলে "ইপিকাক্" দেওয়া উপযুক্ত

শুষ্ক ওষ্ঠ , মুখবিবরের কোণে ক্ষত, জিহ্বা যেন পালকে আচ্ছাদিত, মল গন্ধকের ন্যায় পীত,কখন কখন আঠাবৎ বা অল্প লাল হইলে "মার্কুরিয়াস" দেওয়া যায়।

ঘন পীতাভ, সাদা লেপযুক্ত জিহ্ব ,মাড়ী স্ফীত ,মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, মল অম্লগন্ধবিশিষ্ট ও বমন শ্লেষ্মাযুক্ত হইলে "নক্সভমিকা" দিবে।

চক্ষু কোঠরপ্রবিষ্ট, ফিকা নীল রেখাদ্বারা বেষ্টিত, মল সাদা ও জলবৎ, এবং চর্ব্বিটুকুরার ন্যায় চাপ্ চাপ্ হইলে "ফস্‌ফরাস্" দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

জিহ্বা আঠাবৎ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত, তৃষ্ণা না থাকা, মল সতত পরিবর্ত্তনশীল, দুইবার দাস্তের মলে পরস্পর সাদৃশ্য না থাকা, রাত্রিতে

বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরের গভীর শব্দ হওয়া ও তৎকালে শীতানুভব থাকিলে "পলসেটিলা" দিবে।

তরল আঠাবৎ ফেণাযুক্ত মল, অথবা তাহাতে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা থাকিলে,উদরের বেদনা ও ফাঁপা ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমানে "সিলিশিয়া" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শিশু দিনে নিদ্রিত রাত্রে জাগ্রত থাকিলে, এক মল পরিবর্ত্তনশীল, হাত পা ও তালুদেশ অতিশয় গরম হইলে "সলফার" দিতে হইবে।

শীতল পানীয় দ্রব্যে একান্ত ইচ্ছা, শীঘ্র শীঘ্র অবসন্নতা, নিশ্বাসের অবরোধ, অতিশয় দৌর্ব্বল্য, মল পীত জলবৎ এবং অতিশয় প্রচুর হইলে "থুজা" ব্যবহার করিবে

কপালে শীতল ঘর্ম্ম, ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কাল রংবিশিষ্ট, অত্যল্প তরল দ্রব্যপানে বমন বৃদ্ধি, মল সবুজ জলবৎ, মলত্যাগ সময়ে কপালে ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে "ভেরেট্রাম্" দিতে হইবে

হাকিমীমতে ওলাউঠা চিকিৎসা।

লক্ষণ।—প্রথমে ভেদ পরে বমি হয়, তাহার পর জলের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ভেদ ও বমন হয়। পিপাসা থাকে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শরীর দুর্ব্বল হয়, হাত পা খেঁচিয়া ধরে, চক্ষু বসিয়া যায়, এবং নাড়ী পাওয়া যায় না।

কারণ—এই রোগের প্রকৃত কারণ কি তাহা এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই, তবে বোধ হয় যে, বড় গ্রীষ্ম, মন্দ বাতাস ও অত্যন্ত রৌদ্রের সময় এই রোগ অধিক হয়। কিন্তু মেঘ উঠিয়া ঈষৎ বিদ্যুৎস্ফুরণ হইলে এবং বাতাস জোরে বহিলে, পীড়ার প্রাদুর্ভাব সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হয়। শরীরের দৌর্ব্বল্য, রৌদ্রে পরিশ্রম করা, অনাহারে পথ

চলা, গায়ে মন্দ বাতাস লাগান, কাঁচা ফল অথবা পান্তাভাত খাওয়া, যে সময়ে শরীর গরম থাকে, সেই সময়ে অত্যধিক আমানী কিম্বা জল পান করা, সেঁৎসেঁতে ভূমিতে বা বহুজনাকীর্ণ স্থানে অথবা দুর্গন্ধযুক্ত জায়গায় বাস করিলে প্রায়ই এই রোগ জন্মে

যাহাতে রোগ না হইতে পারে তাহার উপায়।—ঘরের চতুর্দ্দিক কিম্বা সমস্ত গ্রাম বা নগর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, পচা ময়লা বা দুর্গন্ধ জল নিকটে থাকিতে না পায়, উচ্চ ও শুষ্ক ঘরে বাস করিবে, ঘরে খিড়কি ও দরজা কজু কজু ভাবে রাখিবে, যেন সর্ব্বদা বাতাস যাতায়াত করিতে পারে। যখন দেশমধ্যে ওলাউঠা হইবে, তখন অধিক পরিশ্রম করিবে না, রৌদ্রে বেড়াইবে না, কোন প্রকারে শরীরকে দুর্ব্বল করিবে না, উত্তম দ্রব্যাদি আহার করিবে, সময়ানুসারে যাহা সহ্য হইবে, তাহাই আহার করিবে অন্তঃকরণের মধ্যে ভয় করিবে না, পরমেশ্বরে সর্ব্বদা নির্ভর রাখিবে, এবং তাঁহার ভরসা করিবে এই ব্যামোহের আধিক্যকালে যদি পাতলা দাস্ত বা বমি হয়, তবে গরম ভাতের ফেণ কিম্বা জলের সহিত পুদিনা পাতা বাটিয়া সরবৎ করিয়া খাওয়াইলে, তাহা বন্ধ হইবে। কর্পূর ও হিঙ্গের আঘ্রাণ লইলেও উপকার দর্শে।

ওলাউঠাপ্রধান দেশে বাড়ীর মধ্যে এমন কি সকল গৃহে কর্পূর ও হিঙ্গু নেকড়ায় বাঁধিয়া ঘরের যে স্থান দিয়া সকলে গতিবিধি করে, সেই স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবে

ঔষধ ব্যবস্থা।—রোগের প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা বিধেয়, এজন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

সুরার	...	...	২ ছটাক।
গোলমরিচের তৈল	...	...	১ তোলা
আফিঙ্গ	...	...	২ মাসা।

একত্র মিশাইয়া ১ তোলা ওজনে খাইতে দিবে। তাহাতে বন্ধ না হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পুনর্ব্বার খাওয়াইবে।

যদি ইহাতেও রোগ বৃদ্ধি পায়, তবে নীচের লিখিত ঔষধ দিবে।

আফিঙ্গ	..	...	২ মাসা
হিঙ্গু	...	...	২ মাসা
গোলমরিচ	.	...	২ মাসা

একত্র পেষণ ও জল দিয়া মাড়িয়া ১৬টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া একটী খাওয়াইবে, যদি বন্ধ না হয়, ২ ঘণ্টা অন্তর ৩ ৪টী খাওয়াইবে

অন্য উপায়।

পারাচূর্ণ	...	...	..	৪ মাসা
আফিঙ্গ	...		...	৪ মাসা

দুই দ্রব্য জলে বাটিয়া আটটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং দুই ঘণ্টা অন্তর ৩ ৪টী খাওয়াইবে অধিক জল খাইতে দিবেনা। হাতে পায়ে সর্ব্বদা গরম তৈল মাখাইবে

ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে বমন নিবারণ জন্য সরিষা চূর্ণ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া পেটের উপর বসাইয়া দিবে ; খুব জ্বালা করিতে থাকিলে তুলিয়া ফেলিবে হাত পা খেঁচিতে আরম্ভ করিলে গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে বাঁধিয়া দিবে আর ইট অথবা গরম পাথর সহ্যানুসারে তাহতে বসাইবে, অথবা বালি গরম করিয়া কাপড়ে বান্ধিয়া রোগীর শরীরের স্থানে স্থানে সহ্যমত স্বেদ দিবে

অন্য উপায়।

পারাচূর্ণ	..	..	...	৪ মাসা
আফিম	..	...	..	১ মাসা
কর্পূর	...	...	...	৪ মাসা

জলে বাটিয়া আটটী বটী প্রস্তুত করিবে, এক একটী বটী ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে

গাত্রদাহ থাকিলে হরিদ্রা চূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ মাখাইবে

অন্য উপায়।

আফিম	...	...	২ মাসা।

হরিদ্রাচূর্ণ	...	২ মাসা
পারাচূর্ণ	...	২ মাসা।

জলে বাটিয়া তিনটী বটী প্রস্তুত করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে পাককৃচ্ছ্র ও অজীর্ণরোগ চিকিৎসা।

ক্ষুধামান্দ্য, অধিকক্ষণ পরে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, পাকাশয়ে যাতনা বোধ ও সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, এই সকল থাকিলে অজীর্ণ রোগ বলিয়া নির্ব্বাচন করা গিয়া থাকে

লক্ষণ —পাকাশয়ের এইরূপ ক্রিয়াবিকারে লক্ষণাদির স্বভাব ও গুরুত্বতা সর্ব্বত্র সমান নহে ইহাতে কাহার সমান্য, কাহার বেশী অসুখ দেখা যায় এই রোগে ক্ষুধামান্দ্য, উদরে বেদনা, ভারবোধ ও স্ফীততা, আধ্মান বা অন্ত্রমধ্যে অধিক পরিমাণে বাষ্পসঞ্চয়, বমনোদ্বেগ ও বমন, কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, জিহ্বা খরস্পর্শ ও লেপযুক্ত, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, কটি ও হস্ত-পদাদিতে বেদনা, মুখে জলোদ্গম ও শিরঃপীড়া হইয়া থাকে।

চিকিৎসা —এই রোগে ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের সুনিয়ম নিতান্ত আবশ্যক। নিয়মিত বিশ্রাম, সাতিশয় চিন্তাত্যাগ, স্থান পরিবর্ত্তন, শুদ্ধজলে স্নান, ঘোটকারোহণ, ভ্রমণ, তামাকু, গাঁজা, সুরা, প্রভৃতি মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এই উপায় অবলম্বন দ্বারা পীড়া এককালে সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে। কখন কখন ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা অনাহার আবশ্যক হয়। তৎপরে দুগ্ধের সহিত চুণের জল, সাগু-দানা, প্রভৃতি লঘু আহার করিতে দিবে। ইহাতে ব্রাণ্ডি, অপক্ক ফল, বিয়ার, পোর্ট ওয়াইন, বা অধিক য়্যাল্‌কোহলযুক্ত মদিরা একবারে

নিষিদ্ধ। নিতান্ত আবশ্যক হইলে অধিক জলের সহিত অল্প সেরি ব ব্রাণ্ডি সেবন করা যাইতে পারে যদি পথ্যের সুব্যবস্থাতে পীড়ার উপশম না হয়, তবে পেপ্‌সিন্ ওয়াইন ১ ড্রাম, পেপ্‌সিনা পোর্সাই গ্লিসিরিনের সহিত বটিকারূপে ২ ৫ গ্রেণ পরিমাণে ব্যবহার করিবে। কখন কখন এই ঔষধের সহিত হাইড্রোক্লোরিক ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয় কেবলমাত্র পেপ্‌সিন দ্বারা পাককষ্ট দূর না হইলে তাহার সহিত ⅙ গ্রেণ মর্ফিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কোন কারণে পাকাশয়ের তেজের হানি হইলে উহার সহিত ১/২৪ গ্রেণ ষ্ট্রিক্‌নিয়া সংযোগ করিবে।

নাইট্রোমিউরিয়েটিক য্যাসিড রুবার্ব, ইপিক্যাক, আর্জ্রক প্রভৃতি ঔষধ দ্বারাও পাকরসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বেদনা ও বমন নিবারণার্থ বরফ, মার্ফিয়া ও ক্ষারাম্লসংযুক্ত কার্ব্বনিক য়্যাশিড্ ব্যবস্থা করিবে, ও অম্লনিবারণ জন্য কেবল ক্ষারাক্ত ঔষধ সেবন করান ব্যবস্থা। কিন্তু অধিক দিন ক্ষারাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে। পাকাশয়ের উত্তেজনা নিবারণ করিতে হইলে জেন্‌শন্, কোয়াসিয়া, কলম্বা, বার্ক, প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হইতে পারে কুইনাইন অসহ্য হইলে স্যালিশিন ব্যবহার করিবে বিরেচক ঔষধ আবশ্যক হইলে রুবার্ব বটিকা,* টেরাক্সিকম, সোনামুখী, ইপিক্যাক্ ইত্যাদি মৃদু বিরেচক ঔষধ দিবে। রোগের উপশম হইতে আরম্ভ হইলে পুনরাক্রমণ নিবারণ জন্য লৌহঘটিত ঔষধ ও লৌহের সহিত পেপ্‌সিনের ব্যবস্থা করিবে। এ অবস্থায় কুইনাইন, ইপিক্যাক ও জেন্‌শনের বটিকা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

পাকাশয় বেদনা।—এই রোগ অজীর্ণরোগের রূপান্তর মাত্র কেহ কেহ ইহাকে একটী পৃথক রোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন

লক্ষণ।—পাকাশয়ের অস্বাভাবিক উদ্দীপনের সহিত উহার

---

* রুবার্বচূর্ণ ৩ আউন্স, সকট্রাইন এ্যালোজ চূর্ণ ২½ আং, মার্দ্দচূর্ণ দেড় আং, কঠিন সাবান দেড় আং, পিপারমেণ্ট তৈল দেড় ড্রাম, গুড় ৪ আং মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেণ

ক্রিয়ার অতিশয় বৈলক্ষণ্য অথবা স্পর্শানুভাবকতার আতিশয্য, বেদনা, বমন, পরিবর্দ্ধিত সিক্রিশন, সচরাচর ক্ষুধার বৈলক্ষণ্য ও পরিপাকশক্তির হ্রাস, উষ্ণতা, কখন কখন শীতলতা অনুভব, উদরে বেধন বা চর্ব্বণবৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, সার্ব্বাঙ্গিক আক্ষেপ; স্ত্রীলোকের রজোনিঃসরণকালে বেদনাপ্রকাশ পায়, বেদনার স্থায়িত্বকালের নিশ্চয়তা থাকেনা, সচরাচর বাষ্প নির্গত, অথবা অম্ল বা ক্ষারাক্ত দ্রব দ্রব্য উদ্গীর্ণ হইয়া বেদনার শান্তি হয়, অনেকস্থলে আহার করিলে বেদনার উপশম হইয়া থাকে, কখন কখন বেদনা ব্যতিরেকেও বমন হইতে দেখা যায়, কখন কখন বমনের মধ্যে মধ্যে সুস্থাবস্থার ন্যায় আহারীয় দ্রব্য পরিপাক হয়, কখন বা অনবরত বমন হইতে থাকে, আহার করিলেই উঠিয়া যায় হিষ্টিরিয়াজনিত বমনকেও এই শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।—বলকর ও উষ্ণ ঔষধ এবং উপযুক্ত পথ্যদ্বারা পাকাশয়ের স্নায়বিক পীড়াসকলের চিকিৎসা করিবে প্রথমে বেদনা নিবারণের জন্য ৫ গ্রেণ কার্বোনেট অফ পোটাশ অর্থাৎ সোডা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। পাইরোসিস্ থাকিলে টীং নক্সভমিকা উপযুক্ত বিসমথ ও হাইড্রোসিয়েনিক য়্যাসিড দ্বারা বেদনা ও বমনের উপশম হয় চিত্তোদ্বেগ, নিস্তেজকতা ও হিষ্টিরিয়া থাকিলে অহিফেন মহৌষধ অহিফেন, বিসমথ, কাইনো প্রভৃতিদ্বারা পাইরোসিসের চিকিৎসা করিবে বেদনা ও আধ্মান নিবারণ জন্য য়্যারোমেটিক স্পিরিট অফ য়্যামোনিয়া বিশেষ উপকারী।

গ্যাস্ট্রাইটিস্ বা পাকাশয়ের প্রদাহ।—উত্তেজক বিষদ্বারা পাকাশয়ের প্রদাহ হইলে, উদরে প্রবল দাহনবৎ বেদনা এবং টিপিলে ঐবেদনার আধিক্য বোধ হয়। সর্ব্বদা অতিশয় ক্লেশকর বমনোদ্বেগ হইতে থাকে বমন, নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু জলপান মাত্র বমন, দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা, নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল, সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডাশ বর্ণ, হস্তপদাদি শীতল ও মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, মূত্র অল্প ও রক্তবর্ণ, পরে অস্থিরতা এবং হিক্কাও হইতে পারে ক্রমশঃ এই দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হওয়ায় মৃত্যু উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—পাকাশয়ে কোন প্রকার বিষ বা উত্তেজক পদার্থ থাকিলে ঈষৎ গরম জলের সহিত সল্‌ফেট অফ জিঙ্ক, সর্ষপ চূর্ণ অথবা ইপিক্যাকুয়ানা প্রভৃতি বমনকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে আবশ্যক হইলে ষ্টম্যাক-পাম্প উহা তুলিয়া বাহির করিবে প্রথমাবস্থায়—এরণ্ড তৈল, সল্‌ফেট বা কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া প্রভৃতি বিরেচক ঔষধে বিশেষ ফল দর্শে কোন স্থলে পিচকারিও ব্যবহার করা যায় পুনঃ পুনঃ বিরেচক ঔষধ ব্যবহারে হানি হইতে পারে

অম্লনাশক ও অবসাদক ঔষধ দ্বারা প্রধান প্রধান লক্ষণের প্রতিকার হয়। নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

বিসমথ	... ...	৫ গ্রেণ।
হাইড্রোসিয়্যানিক য্যাশিড	... ...	২ বিন্দু।
অহিফেন	... ...	½ গ্রেণ।
জল	.. ..	১ আং।

এক এক মাত্রায় বরফ ও এফারভেসিং ড্রাফটরূপে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে।

কার্ব্বনেট অফ য্যামোনিয়া	...	৫ গ্রেণ।
সোডা		৫ গ্রেণ।
ডাইঃ হাইড্রোশিয়েনিক য্যাশিড	..	২ বিন্দু।
টীং কার্ডেমম্‌.	.. ..	১৫ বিন্দু।
জল	... ...	১ আউন্স।

এক এক মাত্রায় ২ ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে

অহিফেন	... ...	½ গ্রেণ।
গঁদের জল	... ...	১ আং।
ডাইঃ হাইড্রোশিয়েনিক য্যাশিড	.. ...	৩ বিন্দু।

এক এক মাত্রায় ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে

পীড়া কঠিন হইলে নাভিস্থলের দুই অঙ্গুল উপরে জলোকা বসাইবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে তবে উক্ত ক্রিয়া করিবে, নতুবা কোন মতে জোঁক বসাইবে না উপরোক্ত স্থানে সর্ব্বদা পোল্‌টিস্‌ দিবে।

পথ্য।—দুগ্ধের সহিত য্যারোরুট, পিপাসাকালে অল্প শীতল জল, বরফের টুকরা, সোডা-ওয়াটারের সহিত অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি বা স্যাম্পেন দেওয়া যাইতে পারে।

পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটীস্।—অতিরিক্ত আহার বা সুরাপান জন্য এই ব্যাধি জন্মে। দীর্ঘকাল অনশন জন্যও এই পীড়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ। ক্ষুধামান্দ্য, আহারের পর বমন ও বেদনা, পরিপাক-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, পাকাশয়ের আক্ষেপ, জলবৎ অম্ল পদার্থ উদ্গীরণ, অন্ত্রের অশুদ্ধ ক্রিয়া, জিহ্বার খরস্পর্শতা ও লেপযুক্ততা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়।

চিকিৎসা।—পাককৃচ্ছ্র ও অজীর্ণ রোগের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে। লঘু আহার ও শীতল জল পান দ্বারা এই রোগ শান্তি হইতে পারে।

গ্যাষ্ট্রীক ক্যাটার।—ইহাকে সাধারণতঃ পিত্তাক্রমণ বা বিলিযাস্ য্যাটাক কহে।

লক্ষণ।—জিহ্বা খরস্পর্শ ও লেপযুক্ত, পেট ভার, পিত্ত বমন, বিভ্রম, মস্তক ঘূর্ণন, শিরঃপীড়া ইত্যাদি সামান্য অজীর্ণের লক্ষণ ইহারও লক্ষণ বলা যায়।

চিকিৎসা।—রাত্রিকালে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা।

কলমিল্	২ গ্রেণ
য্যালোজ বটীকা*	৫ গ্রেণ।

একত্রে জলের সহিত একবার সেবন।

প্রাতঃকালে সিড্‌লিস্ পাউডার † এবং তাহার পরে সুশীতল জল ও লঘু আহার দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

এই রোগে পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তবহা নাড়ীতে রক্তাতিসার ও অধিক পরিমাণে নির্য্যাসবৎ মিউকাস্ নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহার

* য্যালোজ বটীকা।—সকট্রা য্যালোজ চূর্ণ ১ আং, হিঙ্গু ১ আং, সাবান চূর্ণ ১ আং, গোলাব খণ্ড ১ আং। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ

† জ্বর-চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে

প্রতিকার জন্য অর্দ্ধ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম সল্‌ফাইড অফ সোডা, বিসমথ, কাইনো ও ব্লাড উড এবং লৌহঘটিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত

কোষ্ঠবদ্ধ নিবারণার্থ ডাক্তার ট্যানার ৫ গ্রেণ মাত্রায় ক্যালোমেল্ ব্যবহারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাইলোরসের দৃঢ়তা।—পুরাতন প্রদাহ, পাকাশয়স্থ ক্ষতের আরোগ্যের পর আকুঞ্চন, অথবা সতত নির্জল সুরা সেবনে উত্তেজন হেতু এই পীড়া ঘটিতে পারে।

লক্ষণ।—দুর্ব্বলতা, শরীর শীর্ণ, মুখে জলোদ্গীরণ ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়। যদিও প্রখর ক্ষুধাবশতঃ আহারে বিলক্ষণ ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু পূর্ণাহারে উদরে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় রোগী উত্তমরূপে আহার করিতে পারে না। আহারের প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পরে বমন হয় উদ্গীর্ণ পদার্থে অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্য এবং জল থাকে। ক্রমে হস্ত-পদাদি স্ফীত, স্বভাব রুক্ষ, নিদ্রার অভাব, উদরাময়, এবং পরে অনাহারবশতঃই মৃত্যু হয়

চিকিৎসা।—দুগ্ধ, যব, অসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব, সেরী বা অন্য কোন মদিরার সহিত অসিদ্ধ ডিম্ব বা মাংসের ঝোল ইত্যাদি আহার দিবে ঔষধ—কডলিভার অয়েল।

পাকাশয়ের প্রসার —পাকাশয়ের অধোঅন্ত্রের পীড়াবশতঃই উহার এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহাতে আহরীয় দ্রব্যাদি অন্ত্রে পতিত না হওয়াতে উহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে, এবং কখন কখন উহা এত বড় হয় যে, উহা দ্বারা সমস্ত উদরগহ্বর পরিপূর্ণ হওয়াতে উদর একটী বৃহৎ টিউমারে পূর্ণ বোধ হয়।

লক্ষণ।—সচরাচর ইহাতে অত্যধিক পরিমাণে বমন হইয়া থাকে। উদ্গীর্ণ পদার্থ অম্লাক্ত ও উহা অনায়াসে গাঁজিয়া উঠে, কখন কখন উহার আকার সুরামণ্ডলের ন্যায় হয়। এই উদ্গীর্ণ পদার্থ পরীক্ষা করিলে ইহাতে সচরাচর বহুসংখ্যক উদ্ভিজ্জ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়

চিকিৎসা।—সল্‌ফাইড অফ সোডা সল্‌ফাইড অফ পটাশ

ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সচরাচর পটাশ অপেক্ষা ৩০ ৪০ গ্রেণ মাত্রায় সোডা উপকারক বলিয়া বিবেচনা হয়। ডাঃ চেম্বার্স ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় হাইপো সলফাইড অফ সোডা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। পাঁউরুটী না দিয়া ইহাতে দেশীয় রুটী পথ্য দিবে। অন্যান্য পথ্য বিবেচনামত দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাকাশয়ের ক্ষত।—এই পীড়া সহজ নহে। এই ক্ষত সামান্য, পুরাতন ও ছিদ্রকর হইতে পারে। এই পীড়ার লক্ষণাদি এক প্রকার নহে। এই জন্য অনেকে অনেক প্রকারে ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

লক্ষণ।—পৃষ্ঠদেশে ও নিম্ন পৃষ্ঠকেশুরুকার উপরে বেদনা, নাভির উপরে বেদনা, ইহাই প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই বেদনা অপেক্ষাকৃত মৃদু ও বমনকর। আহারের পর ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কখন কখন এই বেদনার সহিত নাড়ীর স্পন্দনাধিক্য দেখা যায়। রজোনিঃসরণের সময় কোন কোন স্ত্রীলোকের এই বেদনার আধিক্য দেখা গিয়া থাকে। রোগী ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়ে। কখন অম্লাক্ত দ্রব পদার্থ উদ্গীরণ, বমনোদ্বেগ ও বমন হইয়া থাকে; অন্য বিষয়ে স্বাস্থ্যের বড় ব্যতিক্রম ঘটে না। স্ত্রীলোকের যৌবনাবস্থায় ক্ষত হইতে অধিক রক্তস্রাব হইলে রজাভাব হইয়া থাকে। এপিগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমস্ত উদরে প্রবল বেদনা, উদর স্ফীত ও আধ্মানযুক্ত, যাহাতে উদরস্থ পেশী সমুদায় শিথিল থাকে রোগী এরূপ ভাবে থাকিতে চাহে, ক্রমে মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত ও রোগী নিস্তেজ হয়। পাকাশয় ছিদ্রযুক্ত হইলে পূর্ণ আহারের পর উপরোক্ত লক্ষণ সকল আবির্ভূত হয়। আহারের পরেই বমন, জৃম্ভন, ইত্যাদি ক্রমশঃ দৃষ্টি-গোচর হয়। কিয়ৎকাল পরে বেদনার লেশ মাত্র থাকে না এবং রোগী পতনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সচরাচর ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা।—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা থাকিলে ফোমেণ্টেশন, সর্ষপ প্রলেপ, তার্পিণ তৈলের ষ্টুপ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। বিবেচনানুসারে কেবল আফিঙ্গ এবং উহার সহিত কখন কখন হাইও-সায়েমস্ বা গাঞ্জা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বমন ও রক্তস্রাব

নিবারণ করিতে এপিগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশে বরফ ব্যবহার করিবে, বিসমথও ইহার উত্তম ঔষধ।

বিসমথ ... ... ১০ গ্রেণ।

কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডার* ... ... ৫ গ্রেণ।

এক এক মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অধিক আধ্মান ও বমনোদ্বেগ থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করাইবে।

বাইকার্বনেট অফ পটাশ ... ... ১০ গ্রেণ।

আইওডাইড অফ পটাসিয়ম ... ... ২ গ্রেণ।

এক এক মাত্রায় ২ ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান কর্ত্তব্য

কেবল মাত্র বমন নিবারণার্থ হাইড্রোসিয়েনিক য়্যাশিড ব্যবহৃত হয়।

বেদনা ও বমনোদ্বেগ প্রবল না হইলে লৌহঘটিত ঔষধ ও তাহার সহিত কুইনাইন ব্যবহার করা যায়। এই অবস্থায় বিবেচনের আবশ্যক হইলে অল্প মাত্রায় এরণ্ড তৈল দেওয়া যায়।

পথ্য।—প্রথমতঃ যবের মণ্ড, য়্যারোরুট, দুগ্ধ ইত্যাদি লঘু পথ্য দিবে। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত উহার চতুর্থাংশ চূণের জল উপকারী। দুধের সহিত সুজী, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব, শ্বেত মৎস্য ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। পীড়ার প্রবলাবস্থায় চা, কফি, চিনি, বিয়ার ও অন্যান্য মদ্য নিষিদ্ধ। কিন্তু উষ্ণ পথ্যের আবশ্যক হইলে অল্প পরিমাণে জলমিশ্রিত ব্রাণ্ডি দেওয়া যায়। পীড়া উপশম আরম্ভ হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত পথ্যসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

পাকাশয়ের ক্যান্সার।—পাকাশয়ে কঠিন, কোমল বা গা দবৎ

---

* কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডার।—কাইনোচূর্ণ ৩৪ আং, অহিফেণ চূর্ণ সিকি আং, দারুচিনিচূর্ণ ১ আং ২০ গ্রেণ এইরূপ কাইনো পাউডারে ১ গ্রেণ আফিঙ্গ আছে মাত্রা ৫ হইতে ২০ গ্রেণ

ক্যান্সার দেখিতে পাওয়া যায় সচরাচর ইহা স্বাধীনভাবে প্রকাশ পায়, অতি অল্পে অল্পে ইহার বৃদ্ধি হয়, এবং প্রথমাবস্থায় লক্ষণাদি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

লক্ষণ।—প্রথমে অজীর্ণের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় পাকাশয়ের ঊর্দ্ধান্তে বা উহার নিকটে পীড়া জন্মিলে আহারের সময় অতিশয় কষ্ট হয়; কিন্তু উহার অধোন্তের নিকট হইলে আহারের ২ ৩ ঘণ্টা পরে যন্ত্রণার আধিক্য হয় পাকাশয়ের ক্ষুদ্র বক্রাংশে পীড়া জন্মিলে অনেক স্থানে অতি সামান্য যাতনা হইয়া থাকে।

এপিগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশে দাহনবৎ, শরবেধনবৎ বা চর্ব্বণবৎ বেদনা হয়, আহারের পরে ঐ স্থান নিপীড়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদরগহ্বর আকুঞ্চিত, অতীব দুর্গন্ধময় বাষ্পের উদ্গীরণ, সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ ও বমন হয়, বমনের সহিত অজীর্ণ দ্রব্যাদি ও হড়হড়ে শ্লৈউকাস্, পরে রক্তযুক্ত দ্রব বস্তু কখন বা কৃষ্ণবর্ণসংযুক্ত রক্তের ন্যায় পদার্থ পাওয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধ, দেহ ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়; কখন কখন এপিগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশে টিউমার বোধ হইয়া থাকে উহা এরূপে অবস্থিত হয় যে, রক্তবহা নাড়ীর আবেগ আইসে না এই সকল লক্ষণাদির সহিত ক্যান্সারের নির্দ্দিষ্ট দৈহিক লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকে

চিকিৎসা।—চিকিৎসাদ্বারা একেকালে এই রোগ দূর করা আপাততঃ সাধ্যায়ত্ত নহে; ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্রই দেহ নিস্তেজ ও পরে মৃত্যু হয়; কিন্তু যাহাতে ক্লেশ নিবারণ হয়, এমন চেষ্টা করা আবশ্যক। বেদনার প্রতিকার জন্য অহিফেন ভক্ষণ বা পিচকারী দ্বারা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সর্ব্বদা বমন হইলে পুষ্টিকর দ্রব পদার্থের পিচকারী দ্বারা শরীর পোষণ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু পাকাশয়ে আহারীয় দ্রব্য সহ্য হইলে, দুগ্ধ ডিম্ব প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। কখন কখন কডলিভার অয়েল সহজে জীর্ণ হইতে দেখা যায় উদ্গীর্ণ পদার্থ অতীব দুর্গন্ধময় হইলে কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্গার বা অঙ্গার বিস্কুট ব্যবহারে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এপিগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশে বেলেডোনা বা বস্ত্রদ্বারা উষ্ণ টীং ও পিয়াই ব্যবহার করিলে ক্লেশের অনেক লাঘব হইয়া থাকে

ইহার জন্য ত্বকের নিম্নে মর্ফিয়ার পিচকারী ব্যবহার করিলেও উপকার হয়, অথবা বেলেস্তারা দ্বারা উপরত্বক উত্তোলন করিয়া ক্ষতে মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিতে পারা যায়।

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরসম্বন্ধীয় পীড়ার চিকিৎসা।

সাধারণতঃ মনুষ্যের শ্লেষ্মাধিক্য হইতে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্য হইতে তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্য হইতে বিষমাগ্নি, এবং কফ পিত্ত বায়ুর সাম্য হইতে সমাগ্নি জন্মে। জঠরাগ্নি এই চারি ভাগে বিভক্ত।

অগ্নির ক্রিয়া।—বিষমাগ্নি বাতজ রোগসকল, তীক্ষ্ণাগ্নি পিত্তজ রোগ সমুদায় এবং মন্দাগ্নি কফজ রোগ সমূহ উৎপন্ন করে।

অগ্নিসমুদায়ের লক্ষণ।—যে অগ্নিদ্বারা মনুষ্যের যথোচিত আহারীয় দ্রব্য সম্যকরূপে পরিপাক হয়, সেই অগ্নির নাম সমাগ্নি। যদ্বারা লোকের আহারীয় দ্রব্য অল্প মাত্রায় ভোজন করিলেও সম্যক পরিপাক হয় না, সেই অগ্নির নাম মন্দাগ্নি। যে অগ্নি দ্বারা মনুষ্যের ভুক্ত বস্তু কোন দিন সম্যকরূপে পরিপাক হয়, কোন দিন বা পরিপাক হয় না, তাহার নাম বিষমাগ্নি। যে অগ্নিদ্বারা উচিত মাত্রা এবং অতিরিক্ত মাত্রা অনায়াসে সম্যকরূপে পরিপাক হয়, তাহার নাম তীক্ষ্ণাগ্নি। এই চারি প্রকার অগ্নিমধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ। এইস্থলে কোন কোন গ্রন্থকার ভস্মাগ্নি পাঠ করিয়া থাকেন। যথা ;—যে সমস্ত ব্যক্তি কটু, অম্ল ও রুক্ষ অন্ন ভোজন করে, তাহাদের কফ অতিশয় ক্ষীণ এবং বায়ু অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অতএব বাতালিঙ্গিত অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যের শরীর নিরন্তর শোষণ করে, এবং ভুক্ত বস্তু অল্পকালমধ্যে ভস্ম করিয়া ফেলে বলিয়া ইহার নাম ভস্মকাগ্নি। ঐ ভস্মকাগ্নিতে পিপাসা, কাশ,

মনোমোহ, ভ্রম, দাহ চূসণবৎ বেদনা, শুষ্ক মল, মোহ, শ্রম এবং ঘর্ম্ম জন্মে।

অজীর্ণের লক্ষণ।—কফ হইতে আমাজীর্ণ, পিত্ত হইতে বিদগ্ধাজীর্ণ, বায়ু হইতে বিষ্টব্ধাজীর্ণ, মনুষ্যের এই তিন প্রকার অজীর্ণ হইয়া থাকে। কোন কোন গ্রন্থকার অন্নাবশেষ হইতে চতুর্থ প্রকার অজীর্ণ বলিয়া থাকেন। অপর কোন কোন গ্রন্থকার আধ্মানাদি ব্যতিরেকে অহোরাত্রে যে ভোজ্য বস্তুর পরিপাক হয়, তাহাকে পঞ্চমাজীর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অপর কোন কোন গ্রন্থকার আধ্মানাদি ব্যতিরেকে যে অহোরাত্রে ভোজ্য বস্তুর পরিপাক হয়, তাহাকে ষষ্ঠাজীর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

অজীর্ণ রোগের নিদান।—অতিরিক্ত জল পান, বিষমাশন অর্থাৎ কোন দিন অধিক, কোন দিন অল্প আহার, মল-মূত্রাদির বেগ সম্বরণ, স্বপ্নবিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবা নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, যথোচিত কালে উপযুক্ত সাত্ম্য বস্তু অল্প পরিমাণে ভোজন, এই সমস্ত কারণে মনুষ্যের ভুক্ত অন্ন সম্যকরূপে পরিপাক হয় না। অন্যান্য গ্রন্থকার অন্য প্রকার কারণও নির্দ্দেশ করেন। যথা,—ঈর্ষা, পরসম্পত্তিতে দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ, ক্ষোভ, শোক, পথশ্রম এবং প্রদ্বেষ অর্থাৎ যে বস্তু দর্শন করিলে মনের প্রীতি হয় না, এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ, এই সমস্ত কারণে মনুষ্যের ভুক্ত বস্তু পরিপাক হয় না।

তন্ত্রান্তরোক্ত সামান্য অজীর্ণের লক্ষণ।—শরীরের গ্লানি, গুরুতা, বিবর্ণতা, ভ্রম, উদরাধ্মান, সময়ে সময়ে দাস্ত, কখন কখন বা দাস্ত বন্ধ, এই সমস্ত লক্ষণ হইলে তাহাকে সামান্য অজীর্ণ কহে।

আমাজীর্ণাদির লক্ষণ।—আমাজীর্ণে শরীরের গুরুত্ব, বিবমিষা অর্থাৎ বমনোদ্বেগ, কপোল ও অক্ষিপুটে শোথ এবং আহারানুরূপ মধুরাদি উদ্গার হয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে রোগীর শূলবৎ বেদনা, আধ্মান, নানা প্রকার বাত জন্য বেদনা, তোদন ভেদনাদি অর্থাৎ মল ও বায়ু নিঃসরণাদি বন্ধ, উদরের স্তব্ধতা, ইন্দ্রিয় মোহ ও অঙ্গবেদনা, এই সমস্ত লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে।

বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, পিত্তজন্য নানাপ্রকার বেদনা ধূম ও অম্লোদ্গার ঘর্ম এবং দাহ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়

রস শেষাজীর্ণে অন্নবিদ্বেষ, হৃদয়ের জড়তা ও ভারবোধ এই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

অজীর্ণরোগের উপদ্রব —অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তির মূর্চ্ছা প্রলাপ, বমন, লালাস্রাব, দুর্ব্বলতা ও ভ্রম এই সমস্ত উপদ্রব জন্মে। অজীর্ণ অতিসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মরণ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে

অতিভোজনের ফল —যে সকল ব্যক্তি লোভপরতন্ত্র হইয়া পশুর ন্যায় অপরিমিত ভোজন করে, তাহাদিগকে সকল রোগের কারণভূত অজীর্ণ রোগ আক্রমণ করে

চিকিৎসা।—সৈন্ধব লবণ, হরিতকী, পিঁপুল ও চিতামূল চূর্ণ ও হিঙ্গু সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়, ইহার নাম "সৈন্ধবাদি চূর্ণ"

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ।—ত্রিকটু, জয়ানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসে ভক্ষণ করিতে হয়

ভাস্কর লবণ।—পিঁপুল, পিঁপুলীমূল, ধন্যা, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ, বিটলবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ২ পল, সচল লবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা, শুঁঠ, প্রত্যেকে ১ পল, গুড়ত্বক ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা কবকচ লবণ ৮ পল, অম্লবেতস ২ পল, এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে তক্র ও কাঞ্জিকের সহিত সেব্য ইহাতে বাত-শ্লেষ্ম, বাত-গুল্ম, বাতশূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগাদি নষ্ট হয়

হরিতকী ও পিঁপুল, ধান্যতুষোদকে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিলে ধূম উদ্গার ও অজীর্ণদোষ নষ্ট হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক করে

বাতাজীর্ণে সুকুমার মোদক —পিঁপুল, পিঁপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, চিতামূল, অভ্র, গুলঞ্চ, কটুকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ, দন্তী চূর্ণ ৩ কর্ষ, তেউড়ী চূর্ণ ২ পল, চিনি ৩ পল;

মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগ নষ্ট হয়।

বাতাজীর্ণে হরিতকী প্রয়োগ।—হরিতকী ১২০ সের, তক্রে সিদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বীজ সকল নির্ম্মুক্ত করিবে। পরে পিপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চ লবণ, যমানী, যবক্ষার, সাচীক্ষার সোহাগা হিঙ্গু লবণ প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, পূর্ব্বোক্ত হরিতকী সকলের মধ্যে পূর্ণ করিয়া, পশ্চাৎ ঐ হরিতকীসকল আমরুলের রসে এবং লেবুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। এইরূপ হরিতকী এক একটী সেবন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচীকা, গুল্ম ও শূলাদি নানা রোগ উপশমিত হয়।

বিষ্টম্ভে শার্দ্দূল কাঞ্জি।—পিপুল, শুঁঠ, দেবদারু, চিতামূল, চৈ, বেলশুঁঠ, বনযমানী, হরিতকী, যমানী, ধন্যা, মরিচ, জীরা, হিঙ্গু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণ সমষ্টির অষ্টগুণ কাঞ্জিকা, কাঞ্জিকের চতুর্গুণ জল, একত্র পাক করিয়া জল সমস্ত নিঃশেষ হইলে নামাইয়া শ্বেত-সর্ষপ-তৈলে সন্তলন করিবে।

ইহাতে শ্বাস, কাস, অতিসার, পাণ্ডু, কামলা, আমদোষ, গুল্ম, বেদনাযুক্ত বাত, শূল, অর্শ ও শোথ নষ্ট হয়।

অগ্নিতুণ্ডী বটী।—পারদ, অমৃত, গন্ধক, বনযমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচল লবণ, বিড়ঙ্গ, কবকচ, সোহাগার খই, প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্ব সমান বিষদোড়ী, সমস্ত একত্রে গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মরিচের আকারে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। সেবনে অগ্নিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়।

লবঙ্গাদি বটী।—লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, সোহাগার খই, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতামূলের কাথে ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি প্রমাণ। ইহা সেবনে প্রভুক্ত মাংসাদি জীর্ণ হয়।

অগ্নিকুমার রস।—পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা, অমৃত ৩ তোলা, কড়ি ভস্ম ৩ তোলা, শঙ্খ ভস্ম ৩ তোলা,

মরিচ ৮ তোলা, একত্র করিয়া পাকা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে।

অগ্নিকুমার সেবন করিলে বিসূচিকা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

মহাশঙ্খ বটী —পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, অমৃত বন-যমানি, শুগন্ধ, হিঙ্গু, তেঁতুলছাল ভস্ম ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, শঙ্খ ভস্ম ২ তোলা, এই সকল অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুলআঁটীর ন্যায় বটীকা প্রস্তুত করিবে অম্ল দাড়িম্বের রস, লেবুর রস, তক্র, উষ্ণ জল ইত্যাদি অনুপান।

ইহা সেবনে অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় পথ্য,—শশক ও এনাদি (হরিণ) মাংসের ঝোল

বিশ্বদীপকাভ্র।—অভ্র ১ পল, চক্রি ১ পল, একত্র করিয়া চিতা, নিসিন্দা, ধুতুরা, বিল্ব, ইহাদের পত্রের রস ও আদার রস ১ পল, এবং পিপুলমূল, মঞ্জরী, কদম্ব, আকন্দমূল, ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ১ পলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে

বীরভদ্রাভ্রক।—সহস্র পুটীত অভ্র ২ তোলা, ৯০ দিন চিতার রসে ভাবনা দিয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পাণ ও আদার কুচি। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস কাশ, শূল ও বিসূচিকা নষ্ট হয়

মুস্তকারিষ্ট।—মুথা ২৫ সের, ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৩২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে তাহাতে গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, যমানি, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল, জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল মিশ্রিত করিয়া এক মাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। পরে স্বচ্ছাংশ ছাঁকিয়া লইয়া অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচীকা ও গ্রহণী রোগে এক কাচ্চা পরিমাণে সেবন করাইবে।

আরোগ্যের রোগ —বায়ু, পিত্ত, কফ, শোক, ভয়, অভিশাপ ক্রোধ,

ক্রোধ, এবং অপ্রিয় অন্ন ভোজন, কুৎসিত রূপ দর্শন ও দুর্গন্ধ গ্রহণ এই সকল কারণে মনুষ্যের অরুচি রোগ জন্মে

বাতজনিত অরুচির লক্ষণ।—বাতজ অরুচি হইলে রোগীর দন্ত পরিহৃষ্ট অর্থাৎ অম্ল ভোজন করিলে যেমন দন্ত হয়, তদ্রূপ, ও মুখ কষায় হয়

পিত্তজ অরুচির লক্ষণ —পিত্তজ অরুচি হইলে রোগীর মুখ কটু, অম্ল, উষ্ণ, বিরস ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়

কফজন্য অরুচির লক্ষণ। কফজ অরোচকে রোগীর মুখের লবণত্ব, মধুরতা, পিচ্ছিলতা, গুরুতা, শীতলতা ও গলদেশ কফাবৃত, এবং কোন বস্তু ভক্ষণ করিতে পারা যায় না বলিয়া বোধ হয়, যেন কণ্ঠ গমনীয় ছিদ্র বন্ধ করিয়া রহিয়াছে।

শোকাদি জন্য অরুচির লক্ষণ শোক, ভয়, অতি লোভ, ও ক্রোধ এবং অপ্রিয় গন্ধে অরুচি হইলে রোগীর মুখ স্বাভাবিক থাকে, অর্থাৎ কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, কেবল আহারে রুচি থাকে না ত্রিদোষজ অরুচিতে রোগীর মুখ বাতাদিজনিত তিক্ত, অম্ল, লবণ প্রভৃতি সমস্ত রসযুক্ত হয়

অন্য লক্ষণ—বাতজনিত অরুচিতে শূলবিদ্ধ বেদনার ন্যায় বক্ষঃস্থলে বেদনা হয় পিত্তজন্য অরুচিতে শরীরে বেদনা, জ্বালা ও তৃষ্ণা হয়। কফজ অরুচিতে কফস্রাব হয় ত্রিদোষ জন্য অরুচিতে নানা প্রকার বেদনা, মনের ব্যাকুলতা, মোহ, শরীরে জড়তা এবং শোক ও ভয়াদিজনিত আগন্তুক অরুচির সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়

চিকিৎসা।—কুড়, সচল লবণ, জীরা, চিনি, মরিচ, বিটলবণ, আমলা, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, পিপুল, রক্তচন্দন, উৎপল, লোধ-কাষ্ঠ, চৈ, হরিতকী যবক্ষার, কাঁচা ডালিমের রস, জীরা, চিনি, এই কয় প্রকার যোগ (চূর্ণ) মধু ও তৈলের সহিত গুলিয়া মুখে ধারণ করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক অরুচি নিবারণ হয়

গুড়ত্বক, মুথা, এলাইচ, ধন্য চূর্ণ; মুথা, আমলা ও গুড়ত্বক চূর্ণ; গুড়ত্বক, দারুহরিদ্রা ও যমানী চূর্ণ পিপুল ও চৈ চূর্ণ

তেঁতুল ও যমানী চূর্ণ, এই পাঁচ প্রকার যোগ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে মুখ বিশুদ্ধ ও সকল প্রকার অরুচি নিবারণ হয়।

যমানী ষাড়ব।—যামনী, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস দাড়িম্ব, অম্ল কুল, এই সকলের প্রত্যেকের ২ তোলা, ধন্যা, সচল লবণ, জীরা, গুড়ত্বক, প্রত্যেকে এক তোলা, পিপুল ১০০ টা, মরিচ ২০০ টা, চিনি ৪ পল এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণ মুখে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করা কর্ত্তব্য ইহাতে জিহ্বা শুদ্ধি, অন্নে রুচি ও কাশাদি রোগ নষ্ট হয়।

কলহংস —সজিনাবীজ ১৮ টা, পিঁপুল ২০ টা, আদা ১ পল, গুড় ১ পল, কাঁজি ৮ সের, বিটলবণ ১ পল, এই সমুদায় দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মন্থন করিয়া তাহার সহিত চাতুর্জাত চূর্ণ (গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর) ১ পল মিশ্রিত করিবে এই ঔষধ সেবনে কণ্ঠের স্বর অতি উৎকৃষ্ট হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রসালা —অম্লদধি ৮ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, নাগেশ্বর, এলাইচ, প্রত্যেক ১ তোলা কোন সুন্দরী রমণী কোমল হস্তে সমুদায় একত্র প্রমর্দ্দিত ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ডমধ্যে স্থাপন করিবেন ইহার নাম "রসালা" ইহা পুষ্টিকর, বৃষ্য, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ ও রুচিকর

রসকেশরী।—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা, অমৃত ২ মাসা, এই সমস্ত দন্তীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া মাসকলাই প্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। শুঁঠ বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অরুচি, আমবাত, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য ও ভক্তদ্বেষ রোগ প্রশমিত হয়।

অম্লপিত্ত রোগের কারণ।—বিরুদ্ধ অর্থাৎ সংযোগ, দেশ, কাল ও মাত্রাদির বিপরীত দূষিত অন্ন ও বিদগ্ধপাক দ্রব্য ভোজনে এবং পিত্তপ্রকোপী পানীয় অর্থাৎ তক্র সুরা প্রভৃতি ও অন্ন অর্থাৎ আমধান্য, মাসকলাই প্রভৃতি ভোজনে পিত্ত দূষিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অম্লপিত্ত রোগ উৎপাদন করে।

অম্লপিত্তের আকার —ভুক্ত বস্তুর অপাক, বিনা পরিশ্রমে শ্রমবোধ, বমনোদ্বেগ, তিক্ত ও অম্লোদ্গার, শরীরের গুরুতা, কণ্ঠ ও বুকে জ্বালা, অরুচি, যে রোগে এই সকল লক্ষণ থাকে, তাহাকে অম্লপিত্ত বলে

অধোগ অম্লপিত্তের লক্ষণ —ঊর্দ্ধাধোগতিভেদে অম্লপিত্ত দুই প্রকার, তন্মধ্যে অধোগামী অম্লপিত্তের বিষয় বলা যাইতেছে অধোগ অম্লপিত্তে পিপাসা, শরীরের জ্বালা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মোহ অর্থাৎ বিপরিত জ্ঞান, নানা বর্ণ মল নির্গমন, বমনোদ্বেগ, শরীরে কোঠ অর্থাৎ শ্যাব বা রক্তবর্ণ দাগ, অগ্নিমান্দ্য, রোমহর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম ও শরীর পীতবর্ণ হইয়া থাকে

চিকিৎসা —ত্রিকটু, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, জয়ত্রী, জায়ফল, ধন্যা, লবঙ্গ, শতমূলী, মালুকী, ময়না ফল, যমানী, বনজমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তালমূলী, লোধ, গজপিপ্পলী, পিয়ালবীজ, গুলঞ্চ, কর্পূর চন্দন, রক্তচন্দন, প্রত্যেকের চূর্ণ ২তোলা, শুণ্ঠী চূর্ণ ৪ সের, ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৫ সের। দুগ্ধ ও উপযুক্ত জলের সহিত চিনি একত্র পাক করিয়া যখন পাক শেষ হইয়া আসিবে, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘৃত দিয় তাহার পর মসলার গুঁড়া দিয়া নাড়িতে নাড়িতে নামাইবে অনুপান দুগ্ধ বা জল পরিমাণ ৪ মাসা বা অর্দ্ধ তোলা ইহার নাম "সৌভাগ্যশুণ্ঠী"

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তের লক্ষণ —ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে বমন হয় এবং বমিত বস্তু নীল, পীত, হরিত অর্থাৎ সবুজ, কৃষ্ণ, ঈষৎ রক্তবর্ণ অথবা সম্পূর্ণ রক্তবর্ণ, অম্লরসযুক্ত, মাংসধৌত জল সদৃশ পিচ্ছিল ও নির্ম্মল হয়। শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইয়া কটু অর্থাৎ ঝাল, অম্ল, তিক্ত, লবণ প্রভৃতি বস্তু জীর্ণ না হইলে বমিতে ঐ সমস্ত বস্তু পতিত হয়; তিক্ত অম্লরসযুক্ত বস্তু ভোজন না করিলেও কখন কখন ঐ সকল রসযুক্ত বমি হয়, উদ্গারেও তিক্ত, অম্ল, কটু প্রভৃতি গন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে গলা, বক্ষস্থল, পার্শ্বদ্বয় ও হস্ত-পদাদি জ্বালা, মাথাব্যথা, অরুচি এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হয় ও গাত্রে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকানা, পীড়কা অর্থাৎ ফুস্কুড়ী ও

চিকিৎসা।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিটলবণ, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, তেজপত্র, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়ীমূল ৪৪ তোলা, চিনি ৬৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, মলমূত্ররোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি অনেক রোগের উপশম হয় ইহার নাম "অবিপত্তিকর চূর্ণ"

বৃহৎ পিপ্পলী খণ্ড।—পিপুল চূর্ণ ॥০ সের, ঘৃত ১ সের, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ১ সের, আমলকীর রস ২ সের, দুগ্ধ ৮ সের, এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে প্রক্ষেপার্থ—গুড়ত্বক, তেজপত্র,এলাইচ, হরিতকী, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, মুথা, বংশলোচন, আমলকী, প্রত্যেকে২ তোলা; জীরা, কুড়, শুঁঠ,নাগেশ্বর,প্রত্যেক ১ তোলা পাকসমাপ্তির পর শীতল হইলে জায়ফল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ ও মধু, প্রত্যেক ৩ পল পরিমাণে মিশ্রিত করিযা লইবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, হৃল্লাস, অরুচি ও বমি প্রভৃতির উপকার করিযা অগ্নিবৃদ্ধি করে।

শতাবরী ঘৃত।—ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শতমূলী ১ সের, জল ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এই ঘৃত সেবন করিলে অম্লপিত্ত, বাতপিত্তোৎপন্ন নানা রোগ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, শ্বাস ও সন্তাপ নিবারণ হয়

অম্লপিত্তের সাধ্য লক্ষণ।—সুপথ্যকারী ব্যক্তির অম্লপিত্ত রোগ অল্প দিনের হইলে বহুযত্নে অর্থাৎ সুচিকিৎসাপ্রভাবে প্রশমিত হইযা থাকে

অম্লপিত্তের যাপ্য লক্ষণ।—অম্লপিত্ত রোগ উৎপন্ন মাত্রে সুচিকিৎসা না হইলে রোগের শান্তি না হইযা বরং বৃদ্ধি পাইতেই থাকে; এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বিশেষ যত্ন করিলেও রোগের মূলীভূত কারণ নিঃশেষিত হয় না বলিয়া রোগের প্রতিকার হয় না, কেবল কিছু কম পড়িয়া থাকে। পরন্তু অম্লপিত্ত রোগ বেশী দিনের হইলেও সুচিকিৎসার গুণে কোন কোন ব্যক্তির উহা প্রশমিত হইতে দেখা যায়।

দোষভেদে অম্লপিত্তের লক্ষণ।—অম্লপিত্তবিষয়ে চিকিৎসকের প্রতি উপদেশ,—চিকিৎসক দোষের অর্থাৎ বায়ু ও কফের লক্ষণ দ্বারা

বায়ুযুক্ত, কফযুক্ত ও বাতকফযুক্ত অম্লপিত্তের বমন ও বিরেচন লক্ষণে অতিসার ও ছর্দ্দি অর্থাৎ বমন রোগ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে

বাতযুক্ত অম্লপিত্তের লক্ষণ।—বায়ুযুক্ত অম্লপিত্তে শরীর কম্পন, প্রলাপ অর্থাৎ ভুল কথা বলা, মূর্চ্ছা অর্থাৎ শরীর ঝিনঝিনি, শরীরের অবসন্নতা, অন্ধকার দর্শন, শরীর বেদনা, ভ্রান্তি, মোহ অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান ও বোধ, হর্ষ এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—লৌহ, তাম্র, অভ্র, প্রত্যেক ১ পল, পারা ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, মনছাল ২ তোলা, শিলাজতু ৩ তোলা, গুগ্‌গুল্‌ ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ পলাশের মূলের ছাল, তালমূল, পুনর্ণবা, মুথা, গুলঞ্চ, গোবক্ষ চাকুলে, চাকুন্দে বীজ, মুণ্ডিরী, ভীমবাজ, কেঁশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়ক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, প্রত্যেক ৪ মাসা। এই সমস্ত দ্রব্য মধু ও ঘৃতের সহিত মাড়িয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে মাত্রা ০ মাসা হইতে আরম্ভ করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও শূলাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অম্লপিত্তান্তক লৌহ।—রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, প্রত্যেক ১ ভাগ, হরিতকী চূর্ণ ৩ ভাগ। এই সমস্ত মর্দ্দন করিয়া ১ মাসা প্রমাণ বটীকা করিবে অনুপান মধু. ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়

কফযুক্ত অম্লপিত্তের লক্ষণ।—কফযুক্ত অম্লপিত্তে মুখ হইতে কফস্রাব, বমন, শরীরের গুরুতা, জড়তা ও অবসন্নতা, শীত, অগ্নিমান্দ্য, শ্লেষ্মাদ্বারা মুখের লিপ্ততা, দুর্ব্বলতা, শরীরে কণ্ডু এবং নিদ্রা হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—বাসকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, শ্বেত পুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েলা, শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে মর্দ্দিত করিয়া সহস্র পুটীত অভ্র শতমূলীর রসে ১২ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয় ইহার নাম "ভাস্করাম্রতাভ্র।"

বাত-কফযুক্ত অম্লপিত্তের লক্ষণ।—বায়ু ও কফযুক্ত অম্লপিত্তে পূর্ব্বোক্ত বায়ুযুক্ত অম্লপিত্তের শরীর কম্পন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ এবং কফযুক্ত অম্লপিত্তের কফস্রাব ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে।

লীলারস।—পারা, গন্ধক, লৌহ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া আমলকী ও বহেড়ার রসে তিন দিন মর্দ্দন করতঃ ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—দুগ্ধ, কুমড়ার জল ও আমলকীর রস, অথবা চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, বমি ও হৃৎপ্রদাহ (বুক জ্বালা) প্রভৃতি নিবারণ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মযুক্ত অম্লপিত্তের লক্ষণ।—শ্লেষ্মপিত্তে তিক্ত, অম্ল, কটু অর্থাৎ ঝাল উদ্গার, বুক, পেট ও গলাজ্বালা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, মস্তক বেদনা, মুখ হইতে কফস্রাব ও মুখের মধুরতা হয়।

চিকিৎসা।—শুঁঠ ৮ পল, পিঁপুল ৮ পল, সুপারি চূর্ণ ৮ পল, ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের; এই সমুদায় যথানিয়মে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক, লৌহ, সৈন্ধব, হবুস, শঠি, মদনফল, কটফল, জটামাংসী, অভ্র বঙ্গ, রূপা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বা, বরাক্রান্তা, বংশলোচন, পিঁপুলমূল, শুলফা, শতমূলী, পীত ঝাঁটীমূল, জায়ফল, জয়ত্রী, কাঁকলা, মুথা, পিঁপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেলেড়া, গুলঞ্চ, আপাঙ্গবীজ, গোক্ষুর বীজ, চন্দন, দেবতাড়, লৌহ, কাঁশা, প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, মূর্চ্ছা, দাহ ও বমন প্রভৃতি নিবারণ হয়।

শূল রোগ।—শূল রোগ আট প্রকার, যথা;—বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, বাতপিত্তজনিত, বাতশ্লেষ্মজনিত, পিত্তশ্লেষ্মজনিত, ত্রিদোষজনিত এবং আমজনিত। এই সমস্ত শূলেই বায়ুর আধিক্য থাকে।

বাতজনিত শূলের কারণ ও লক্ষণ।—ব্যায়াম, হস্তী ও অশ্বাদিতে আরোহণ, অতিশয় স্ত্রী-সংসর্গ, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিমাণে শীতল জল পান, কলাই, মুগ, অরহর ও কোদ্রব ভক্ষণে, অজীর্ণে

ভোজন, অতিপাত, অপরিমিত ধান্যের অন্ন ভক্ষণে, অতিরিক্ত কষায় দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধে মৎস্যে মিশ্রণবৎ সংযোগবিরুদ্ধ, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক ভক্ষণে, মল, মূত্র, শুক্র ও বায়ুর বেগ রোধ করিলে, শোক, উপবাস, উচ্চহাসী ও উচ্চ ভাষণ, এই সকল কারণে বায়ু দূষিত হইয়া হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ডের নীচে এবং বস্তিস্থানে অর্থাৎ মূত্রাশয়ে বেদনা জন্মায়। ঐ বেদনা আহার জীর্ণে, সন্ধ্যাকালে, বর্ষাকালে, মেঘোদয়ে এবং শীতল দ্রব্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

মুষ্টিযোগ।—লাব পক্ষীর মাংস ও কুলত্থ কলায় একত্রে উভয়ের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত, সৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু, হিং, সচল লবণ ও দাড়িম্ব ফলের রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র বাতশূল নিবৃত্তি হয়।

বেড়েলা, পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মিলিত ২ তোলা পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ হিঙ্গু ২ রতি, সৈন্ধব লবণ ২ মাসা। ইহ পান করিলে বাতশূলজন্য বেদনার নিবৃত্তি হয়।

যমানী, হিং সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, সচল লবণ, হরিতকী, এই সকলের চূর্ণ সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বাতশূল নিবারণ হয়।

নারীকেলামৃত।—শিলাপিষ্ট বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক নারিকেল শস্য ২ সের, সদ্যজাত ঘৃত ৪ সের, পাকার্থ কোমল নারিকেল জল ৩২ সের, গব্য দুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস ৪ সের, চিনি ১২ ০ সের, শুঁঠ চূর্ণ ২ সের, এই সমুদয় একত্র পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীর, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, গেঁঠেলা, বংশলোচন, মুথা প্রত্যেকে ৬ তোলা। শীতল হইলে মধু ০ সের মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত অনুপান দুগ্ধ মুগের যুষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে নানা প্রকার শূল ও অম্লপিত্তাদি রোগ নষ্ট হইয়া বল বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

হরিতকী খণ্ড।—ত্রিফলা মুথা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধনিয়া, মৌরী, শুলফ, লবঙ্গ, প্রত্যেক ২ তোলা,

তেউড়ী ও সোনামুখী প্রত্যেক ২ পল, হরিতকী চূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল, যথাবিধি পাক করিবে মাত্রা ৭ তোলা অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল ও অর্শ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

পিত্তজনিত শূলের লক্ষণ —ক্ষার দ্রব্য, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, বিদগ্ধ পাক দ্রব্য, তৈল, শিম, সর্ষপ, কল্ক, কুলত্থ কলায়ের যূস, ঝালদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, সুরানির্ম্মিত দ্রব্য ভোজন, এবং ক্রোধ, অগ্নি-সন্তাপ, পরিশ্রম, সূর্য্যকিরণ, অতিশয় স্ত্রী-সংসর্গ, এই সকল কারণে ও দোষবলে হিতকারী দ্রব্যের বিদগ্ধ পাক হইলে, পিত্ত দূষিত হইয়া অতি শীঘ্র নাভিপ্রদেশে বেদনা জন্মায়। ইহাতে পিপাসা, জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি হইয়া থাকে, এবং মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে, ভুক্ত দ্রব্যের বিদগ্ধ পাক সময়ে, শরৎকালে এবং শীতকালে বেদনা বৃদ্ধি হয়। সুস্বাদু শীতল দ্রব্য ভোজনে এবং হিমে বেদনা শান্তি হয়।

চিকিৎসা —দুগ্ধ, জল বা ইক্ষুরসের সহিত এবং পটোলপত্র ও নিমছালের অর্দ্ধসিদ্ধ ক্বাথের সহিত মদনফল সেবন করাইয়া বমন করাইবে পৈত্তিক শূলে শীতল জলে অবগাহন, বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চার যুক্ত পুলিনদেশে অবস্থান ও জলপূর্ণ কাংসপাত্র উদরে স্পর্শ করা উপকারী

আমলকী বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, বালা ডুম্বুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথের সহিত চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশূল নিবারণ হয়।

শর্করা লৌহ।—শতমূলীর রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, আমলকী রস ৪ সের, মণ্ডুর ৮ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সকল একত্র পাক করিবে পাক সম্পন্ন, ঘনীভূত ও শীতল হইলে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে সকল প্রকার শূল—বিশেষতঃ পিত্তশূল নিবারিত হয়

খণ্ডামলকী —কুষ্মাণ্ড শস্য * ৫০ পল, সন্তলনার্থ ঘৃত ২ সের, চিনি ৫০ পল, আমলকীর রস ৪ সের কুষ্মাণ্ডরস ৪ সের। প্রক্ষেপার্থ পিঁপুল, জীরা শুঁঠ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, তালিশ পত্র, ধন্যা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা।

পাকের নিয়ম —প্রথমে কুষ্মাণ্ড ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। আমলকীর রস, কুষ্মাণ্ডের রস ও চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। এই রসে কুষ্মাণ্ড দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে পরিণাম শূল, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, প্রভৃতি অনেক রোগ আরোগ্য হয়।

কফজন্য শূলের লক্ষণ —জলাভূমিজাত কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস, জলজাত শম্বুক প্রভৃতির মাংস, তক্র কার্চ্চিকা দুগ্ধজনিত দ্রব্য, ছাগাদির মাংস, ইক্ষু, পিষ্টক প্রভৃতি কফজনক দ্রব্য ভোজনে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পাইয়া আমাশয়ের বেদনা উৎপাদন করে ও বমনোদ্বেগ, কাশ, দুর্ব্বলতা, অরুচি, লালাস্রাব, আমাশয়ের স্তব্ধতা, মস্তক ভার হইয়া থাকে ভোজন করিলে সর্ব্বদাই বেদনা অধিক হয়, এবং সূর্য্যোদয়ে, শিশিরকালে ও বসন্তকালে বেদনা অধিক হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, এই সকলের কাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে কফশূল নিবৃত্তি পায়।

সৈন্ধব, সচল, বিট পিঁপুল পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, হিঙ্গু এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে গরম জলের সহিত সেবন করিলে উপকার দর্শে।

ধাত্রীলৌহ।—আমলকীচূর্ণ ৮ পল, লৌহচূর্ণ ৪ পল, যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, এই সমুদায় একত্র করিয়া গুলঞ্চের কাথে ভাবনা দিবে। (ভাবনার্থ—গুলঞ্চ ১৬ পল, পাকের জল ১১২ পল, শেষ ১৪ পল ।) এই কাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। পরে প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক ও পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত আহারের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে ৩ মাসা মাত্রায় সেবন করাইবে

* কুষ্মাণ্ডশস্যকে উত্তমরূপে বস্ত্রদ্বারা নিপীড়ন করতঃ শিলে বাটিয়া লইতে হইবে

ত্রিদোষজনিত শূলের লক্ষণ ।—পূর্ব্বোক্ত বায়ু,পিত্ত এবং কফ-জন্য শূলের যে সমস্ত লক্ষণ জন্মিয়া থাকে, ইহাতেও সেই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এই ত্রিদোষজন্য শূল বড় কষ্টজনক এবং অসাধ্য ।

চিকিৎসা ।—শুদ্ধ মণ্ডুর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে । প্রক্ষেপার্থ—বিড়ঙ্গ,চিতামূল,চৈ,ত্রিফলা,ত্রিকটু প্রত্যেকে ১ পল । মৃদু অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে মাত্রা ১ তোলা, ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয় ।

চতুঃসমলৌহ ।—অভ্র, গন্ধক, পারা, লৌহ, প্রত্যেকে ১০পল । এই সকল দ্রব্য ১২ পল ঘৃত ও ১২ পল দুগ্ধে একত্র পাক করিয়া পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে, যথা ;—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, ত্রিকটু, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে মাত্রা ১ মাসা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিবে । অনুপান দুগ্ধ ও নারিকেল জল ।

পথ্য ।—শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগের ঝোল ও মাংস প্রভৃতি

আমজন্য শূলের লক্ষণ ।—বমনোদ্বেগ, উদরে, গুড়গুড়া শব্দ, বমন,শরীরের গুরুতা,সিক্ত বস্ত্রে আবৃত গাত্রের ন্যায় শরীরের আর্দ্রতা, মলমূত্র রোধ, কফস্রাব ও কফজনিত শূলের সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—শুঁঠচূর্ণ ॥০ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের, যথাবিধানে পাক করিবে প্রক্ষেপার্থ—আমলকী, ধন্যা, মুথা, জীরা, পিঁপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা, হরিতকী, প্রত্যেকে ১।০ তোলা, মরিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ৬ মাসা শীতল হইলে মধু তিন পল মিশ্রিত করিবে অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, বমন ও আমবাত প্রভৃতি রোগে যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবহার করিবে ইহার নাম "শুণ্ঠীখণ্ড ।"

নারিকেল খণ্ড ।—সুপক্ক নারিকেল শস্য শিলায় পেষণ ও বস্ত্র-

দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল অর্দ্ধপোয় ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে, পরে ৪সের নারিকেল জলে ০ সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই জলে নারিকেল শস্য দিয়া পাক করিবে পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ধন্যা, পিপুল, মুথা, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেকে ৹ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ মাসা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শূল ও বমন নিবারণ হয়।

দ্বিদোষজন্য শূলের লক্ষণ। বাতশ্লেষ্মজন্য শূলে হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা জন্মে। পিত্তশ্লেষ্মা জন্য শূলে পেট, হৃদয় ও নাভিতে বেদনা হয় বাতপিত্তজন্য শূলে পেটে জ্বালা ও জ্বর হইয়া থাকে

বাতশ্লেষ্ম শূলে।—যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহচূর্ণ ৪ ভাগ, এই সমুদায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে অনুপান গব্যদুগ্ধ মাত্রা বড় মটরের ন্যায় ইহার নাম "সপ্তামৃত লৌহ"

বাতপিত্ত শূলে।—আমলকীখণ্ড, পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

পিত্তশ্লেষ্ম শূলে —সুপারিচূর্ণ ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২ ৹ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালিশপত্র, পদ্মবীজ, নাগমুঁদী বংশলোচন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলী, মালতিফুল, আমলকী, প্রত্যেকে ২ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, যথাবিধি পাক সমাপনান্তে স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিতে হইবে অনুপান জল ইহার নাম "সুপারিখণ্ড"

শূলরোগের সাধ্য, অসাধ্য ও কষ্টসাধ্য লক্ষণ,—এক দোষজন্য শূল সাধ্য, দ্বিদোষজন্য শূল কষ্টসাধ্য, এবং যে শূল ত্রিদোষজনিত ও উপদ্রবযুক্ত হইয়া রোগীকে ক্লেশ প্রদান করে, সেই শূলরোগ অসাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বারা তাহার শান্তি হয় না

পরিণাম শূলের কারণ, উৎপত্তি ও লক্ষণ।—পূর্ব্বোক্ত

কারণে বায়ু দূষিত হইয়া কফ ও পিত্তাশয়ে প্রবেশ করিলে কফ ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া বেদনা জন্মায় যে রোগে ভুক্তদ্রব্য পাক পাইবার সময় উদরে বেদনা হয়, তাহাকে পরিণাম শূল বলে

বাতজন্য পরিণাম শূলের লক্ষণ —এই রোগে উদরাধ্মান, পেটে গুড়-গুড় শব্দ, মলমূত্র রোধ ও কম্পন হয়, স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্যে বেদনার লাঘব হয়

পিত্তজন্য পরিণাম শূলের লক্ষণ —পিপাসা, জ্বাল, মনের অবসন্নতা ও ঘর্ম্ম হয় এবং কটু (ঝাল), অম্ল ও লবণ সেবনে বেদনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে শীতল দ্রব্যে বেদনার নিবৃত্তি হয়

কফজন্য পরিণাম শূলের লক্ষণ বমন কিম্বা বমনোদ্বেগ, মোহ ও অল্প বেদনা, কটু ও তিক্ত দ্রব্যে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে, অপিচ উক্তবিধ দ্রব্য সেবনে লাঘব হইলেও সেই বেদনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে

মিলিত দোষ জন্য পরিণাম শূলের লক্ষণ —বায়ুপিত্তজাত পরিণাম শূলে পূর্ব্বোক্ত বায়ু ও পিত্তজনিত পরিণাম শূলের লক্ষণ সকল আবির্ভূত হয় এইরূপ বাতশ্লেষ্মজন্য শূলে বায়ু ও কফের লক্ষণ, পিত্তশ্লেষ্মাজনিত শূলে পিত্ত ও কফের লক্ষণ, এবং ত্রিদোষজনিত পরিণাম শূলে বায়ু পিত্ত ও কফ জন্য শূলের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায়।

কৃশ, দুর্ব্বল বা বলহীন ব্যক্তির সান্নিপাতিক (ত্রিদোষজনিত) শূল জন্মিলে অসাধ্য হয়

চিকিৎসা।—উপরোক্ত রোগ সমূহে কোন্ কোন্ প্রকার দ্রব্যে কোন্ কোন্ দোষ জন্য রোগের শান্তি হয় লিখিত হইয়াছে, এজন্য দোষবিশেষে ঔষধ পৃথক লিখিত না হইয়া একত্র সাধারণ ঔষধ লিখিত হইতেছে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনা দ্বারা ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন

শম্বুকাদি গুড়িকা —শম্বুক ভস্ম ১ তোলা, ত্রিকটু ১ তোলা, পঞ্চ লবণ মিলিত ১ তোলা, এই সমুদায় কাগজীলেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাসা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে এক একটী বটী প্রাতে অথবা আহারের পূর্ব্বে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খরস গুড়িকা।—তেঁতুলছাল ভস্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ পল, শঙ্খভস্ম ১২ পল, জামীর লেবুর রস ৮ সের অল্পে অল্পে পাক করিয়া পশ্চাৎ হিং, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, পারা, গন্ধক, অমৃত ৪ তোলা এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া জামীরের রসে মাড়িয়া তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কুলআঁটীর ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। এক একটী বটী উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে।

বৈশ্বানর লৌহ।—তেঁতুল ছাল ভস্ম, আপাঙ্গ ভস্ম, শামুকের শুঁঠী ভস্ম, সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেকে ০ পোয়া, লৌহ ১ সের। এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। বেদনা উপস্থিত হইলে ১ মাসা পরিমাণে ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান গরম জল।

হোমিওপ্যাথিকে অজীর্ণ ও অন্যান্য উদরসম্বন্ধীয় রোগের চিকিৎসা।

অজীর্ণ বা ইণ্ডিজেশচন।—গুরুপাক দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভক্ষণ, ভক্ষ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বন না করিয়া খাওয়া, অতিরিক্ত মদ্য বা জলপান, আহারের অব্যবহিত বা অধিক পরে পুনরায় আহার করা, পারদ কিম্বা অতিরিক্ত রেচক দ্রব্য ভক্ষণ, আহারের অব্যবহিত পরে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, ইত্যাদি কারণে অজীর্ণ রোগ জন্মে।

লক্ষণ।—বমন, ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাঁপা, বুক জ্বালা, আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা, উদরের ভার, অসুখবোধ, ক্ষীণতা, ক্রমে অনাশক্তি, মলাযুক্ত জিহ্বা, অরুচি, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ, কখন বা দাস্ত, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, বমন কর্ণে শব্দ বোধ, চক্ষুর সম্মুখে দাগ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনাধিক্য, মুখে অনবরত জল উঠা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—নিয়মিত সময়ে ও উপযুক্ত পরিমাণে আহারের

ব্যবস্থা করা বিধেয়। অতিরিক্ত আহার বা পুনঃপুনঃ আহার,আহারান্তে অতিরিক্ত তরল দ্রব্য পান, অলসতা, ইত্যাদি নিষেধ সকল প্রকার অজীর্ণ রোগে, বিশেষতঃ সর্দ্দি লাগিয়া, মদ্যপান বা অতিরিক্ত ভোজন জন্য, মুখ তিক্ত কিম্বা অন্য প্রকার বিস্বাদযুক্ত হইলে, তজ্জন্য আহারের পর বমন, মস্তক, ঘূর্ণন, অম্ল উঠা, বুকজ্বালা বা মুখে জল উঠ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, "নক্সভমিকা" তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা বা এক বিন্দু আরক প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে

গা বমি বমি, পেট বেদনা, মুখে অম্ল বা তিক্ত জল উঠা, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটফাঁপা ও অসুখ থাকিলে "সল্‌ফার" তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা বা ১ বিন্দু আরক প্রতি এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে

ক্লেশযুক্ত, সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণ দাস্ত হইলে, মলাশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, পেটের আক্ষেপ (খেঁচুনি) বা বেদনা বোধ থাকিলে, অল্প দাস্ত বা বমন হইলে, "কলোসিন্থ" বিশেষ উপকারী। মাত্রা পূর্ব্ববৎ জানিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌ষ্টিপেশন্।—শারীরিক পরিশ্রম না করিলে এবং পিত্তের অল্পতা বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়

চিকিৎসা —অতি কঠিন তরল খাদ্যদ্রব্য কিম্বা খাদ্যের অল্পতা-হেতু কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, মস্তক ঘূর্ণন বা শিরঃপীড়া থাকিলে "নক্সভমিকা" তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা বা এক বিন্দু আরক শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে ও রাত্রে সেবন করাইবে

শারীরিক শ্রমের অভাবে কোষ্ঠবদ্ধ বা কঠিন মল, শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া, শুষ্ক রক্তিম মুখমণ্ডল ও উদর ভারী বোধ হইলে, "ওপিয়ম" "নক্সভমিকার" ন্যায় ব্যবহার করিবে।

পুরাতন রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, মল শক্ত ও অর্শরোগের উপক্রম থাকিলে "সল্‌ফার" পূর্ব্বোক্তরূপে প্রয়োগ করিবে।

কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য প্রতিদিন উপযুক্ত শারীরিক শ্রম, অম্ল আহার ও সুপক্ব ফল ভোজন কর্ত্তব্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ঈষৎ গরম জলে পিচকারী দেওয়া আবশ্যক।

পেটফাঁপা বা ফ্ল্যাটুলেন্সী —যাহাদের পরিপাককার্য্য সু-সম্পন্ন হয় না, তাহারা পরিমিত ও অপরিপাক ফলমূলাদি আহার করিলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে

লক্ষণ —এই রোগের লক্ষণ এত স্পষ্ট যে, তাহার বর্ণনার প্রয়োজন করে না হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনাধিক্য, শ্বাস প্রশ্বাসের অল্পতা, মস্তক-ঘূর্ণন প্রভৃতি উহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ

চিকিৎসা।—উপযুক্তরূপে শরীরচালন, এবং পীড়ার কারণ সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে

অতিরিক্ত পানজন্য পাকস্থলী দৃঢ় এবং স্ফীত হইলে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত "নক্সভমিকা" তিনটী ক্ষুদ্র বটী বা একটী বড় বটী, অথবা এক বিন্দু আরক এক কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া ২ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

তৈলাক্ত, মাংস অথবা অন্য কোন প্রকার গুরুতর খাদ্য ভক্ষণে পেট-ফাঁপিলে "পল্‌সেটীলা" বা "চায়না" প্রয়োগ করিবে এই দুই ঔষধ এই রোগে বিশেষ কার্য্যকর

উদ্গার (নসিয়া) এবং বমন (ভমিটিং) —এই রোগে উদরস্থ ভুক্ত পদার্থ বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা হয় এবং পাকস্থলীর উত্তেজনা সহকারে বমন হইয়া যায়

চিকিৎসা —বিভিন্ন এবং বিপরীত কারণ হইতে যে রোগের প্রকাশ পায়, তাহার চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা ও বিবেচনার আবশ্যক হয়।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের অথবা মদ্যপায়ীদিগের ক্রিমি অথবা অতি-রিক্ত আহার জন্য বমন হইলে এবং বমন করা দ্রব্য সমুদায় শক্ত বা তিক্ত, পীত বা সবুজ শ্লেষ্মা বা অম্লবিশিষ্ট হইলে "নক্সভমিকা" পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

অতিরিক্ত কিম্বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহারে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া বমন, পাকস্থলীর দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত আহারের পর উদ্গার ও বমন হইলে "পল্‌সেটীলা" উপরোক্ত প্রকারে দিবে

পাকস্থলীর প্রদাহ বা ইন্‌ফ্ল্যামেশন্ অফ্ দি বাউয়েল্‌স্।—এই রোগে জ্বরানুভব, পাকস্থলীর বেদনা, অত্যন্ত অসুখবোধ, উদ্গার, নাড়ীর দ্রুতগতি, রোগী শয্যাগত থাকে, মুখশ্রীতে যন্ত্রণানুভবের চিহ্ন, সামান্য স্পর্শমাত্র অত্যন্ত যাতনানুভব হইয়া থাকে; কখন কখন এমন হয় যে, কোন মতে সহ্য হয় না। যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় নিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয় না অত্যন্ত শীতলতা, কোন প্রকার আঘাত অথবা মদিরা পান জন্য হইলে রোগ কঠিন ভাব ধারণ করে; সত্বর প্রতিকার না হইলে প্রাণনাশের কারণ হয়

চিকিৎসা। পাকস্থলীর উপর ফোমেণ্ট করিবে যতক্ষণ জ্বর বন্ধ না হয়, এক ঘণ্টা অন্তর "য়্যাকোনাইট" এবং "মার্কুরিয়াস্" প্রয়োগ করিবে তাহার পর "বেলেডোনা" এবং "মার্কুরিয়াস্" দিবে।

পাকস্থলীর আক্ষেপ। এই পীড়া অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া পাকস্থলী কামড়াইতে ও দারুণ যন্ত্রণা দিতে থাকে

চিকিৎসা। গরম জল বোতলে পুরিয়া অথবা গরম জলে ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া পেটে স্বেদ দিবে। পিপারমেণ্ট, শুঁঠ কিম্বা গরম জল খাইতে দিবে না—কেবল পর্য্যায়ক্রমে "নক্সভমিকা" এবং "ককুলস্" প্রত্যেক ৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে।

অম্লপিত্ত।—ইহাতে বর্ণহীন দ্রব অম্ল পদার্থ বমন হইয়া থাকে

চিকিৎসা —"কার্বোভেজিটেবিলিস্" ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিবে রাত্রি এবং প্রাতঃকালে "আর্শেনিক" দিবে কোন মতে চা খাইতে দিবে না

অম্লরোগ বা য়্যাসিডিটী —এক প্রকার অপ্রীতিকর ও কষ্টজনিত তাপ বা খর অম্লরস কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত উঠিতে থাকে, কখন কখন তাহার সহিত উদ্গার উঠে, লালা বা তরল পদার্থ বমন হইলে রোগী কিছু স্বাস্থ্যলাভ করে

চিকিৎসা।—প্রতি পাঁচ বা দশ মিনিট অন্তর "কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্" এবং তাহার পরে দিবসে তিন বার "নক্সভমিকা" সেবন করিতে দিবে। কার্ব্বনেট অফ সোডা ইহাতে নিতান্ত অনপকারী জানিবে।

হাকিমীমতে অজীর্ণাদি পীড়ার চিকিৎসা।

মন্দাগ্নির বিবরণ —এই রোগে ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ হয় না, পেটে কিঞ্চিৎ বেদনা বোধ হয়; কখন বা বায়ুর সঙ্গে অম্ল ঢেকুর উঠে এবং শরীর শুষ্ক হয়

ঔষধ।

বেউচিনি	...	...	২ মাসা
মুসব্বর	...	..	২ মাসা।

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটী প্রস্তুত করিবে প্রথম দিন সন্ধ্যার সময় দুইটি, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় এই প্রকারে সেবন করাইবে।

অন্য প্রকার।

জাঙ্গি হরিতকী	..	...	...	১ রতি।
কাল লবণ		...	...	৫ রতি
শীতল জল	..		...	১ ছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাওয়াইবে।

অন্য প্রকার।

যদি মন্দাগ্নির সহিত জ্বর থাকে, তবে নিম্নোক্ত প্রকারে ঔষধ দিবে

পারা		...	..	২০ রতি
গন্ধক	...	..	.	২০ রতি
বেউচিনি		...	.	১০ রতি।
লঙ্কা মরিচ		...		৩ মাসা।

এই কয়েক দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৫টী বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এক একটী বটী জলের সহিত সেবন করা ইবে। কোন কোন সময়ে অজীর্ণহেতু অম্ল উদ্গার উঠে, তজ্জন্য প্রত্যহ কিছু কিছু মাটী কিম্বা চূণের জল খাইতে দিবে।

রেউচিনি	..	..	...	৬ মাসা
হিবাকশ	..	..		২ মাসা
কাল লবণ	...	.	...	২ মাসা

একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ টী বটীকা প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এক একটী জলের সহিত সেবন করাইবে যত দিন আরোগ্য না হয়, তত দিন এইরূপ করিতে হইবে

শূলরোগ চিকিৎসা।—নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনা হইয়া বক্ষঃস্থলের নীচে শূলবৎ যাতনা হয়, নাড়ী শীঘ্র চলে, নিশ্বাস শীঘ্র বহে, শীত করে, অল্প জ্বর হয়, আর পাঁজরের নীচে বেদনা হয়, রোগী নিশ্বাস ফেলিতে অশক্ত হয় এই রোগ কখন কখন এক পার্শ্বে এবং কখন কখন দুই পার্শ্বে হয় শেষোক্ত প্রকারে হইলে পীড়া কঠিন জানিতে হইবে।

কারণ।—ফুস্‌ফুসের উপরে ও বক্ষঃস্থলের নীচে যে পরদা আছে, সেই পরদায় দাহবশতঃ দুষ্ট রক্ত সঞ্চিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়

প্রতিকার। এই রোগ নিবারণের উপায় শীঘ্র করিতে হয়, কারণ শীঘ্র আরম্ভ না হইলে বক্ষঃস্থলের ভিতরে এক প্রকার রক্তময় জল বাহির হইয়া ফুস্‌ফুস্‌কে চাপিয়া ধরে, তাহাতে নিশ্বাস চলিতে পারে না। আর যে সময়ে ঐ প্রকার হইবে, সেই সময় চারি ছটাক হইতে আট ছটাক পর্য্যন্ত, শরীরের বল বিবেচনায়, রক্তমোক্ষণ করিবে ইহাতে শূল শীঘ্র বন্ধ হইবে। পশ্চাৎ নিম্নোক্ত উপায় করিবে

সোরা	...	..	...	৫ মাসা।
লবঙ্গচূর্ণ	...	...	...	২ রতি
কর্পূর	...	..	..	৪ রতি

এই কয়েক দ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া আট ভাগ করিবে। এক একটী ভাগকে মাতগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে ৮ বারে সেবন করাইবে

পঞ্চম অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে শূল ও অন্যান্য আন্ত্রিক রোগ চিকিৎসা।

য়্যাণ্টারয়্যাল্‌জিয়া বা অন্ত্রবেদনা —অন্ত্রের বেদনা ও ইহার সহিত সচরাচর কোষ্ঠবদ্ধ ও অন্ত্রে বাষ্প সঞ্চিত হইয়া থাকে অনেক স্থলে হটাৎ বেদনা প্রকাশ পায় উহার স্বভাব তীব্র ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, কখন কখন সামান্যরূপে আক্রমণ করিয়া ক্রমে প্রবল হইতে থাকে।

কারণ।—বাত, রক্তাল্পতা প্রভৃতি পীড়াপ্রবণ ব্যক্তিদিগের অপবিশুদ্ধ রক্ত ভিসিরার মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া এইরূপ বেদনার উৎপত্তি করে অতিরিক্ত স্নায়ুযন্ত্রে রক্তের নিপীড়ন হেতু, মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জার আন্ত্রিক পীড়ায় প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া দ্বারা অন্ত্রবেদনা হইবার সম্ভাবনা উদরস্থ ঘন ভিসিরার,—বিশেষতঃ যকৃৎ ও প্লীহার প্রাথমিক পীড়ায় অন্ত্রমধ্যে উত্তেজন চালিত হইয়া অনেক স্থলে উহাতে স্নায়বিক বেদনা হয় আহারীয় দ্রব্যাদি উত্তমরূপে পরিপাক না হইয়া অন্ত্রমধ্যে চালিত হইবার সময় অন্ত্রে উত্তেজিত করিয়া বিষম আক্ষেপিক বেদনা জন্মাইতে পারে। অন্ত্রমধ্যে গ্যাস্ সঞ্চিত হইয়াও এই প্রকার বেদনা হয়, ও ঐ গ্যাস্ স্থানান্তরে গমন করাতে মধ্যে মধ্যে বেদনারও স্থানপরিবর্ত্তন ঘটে। দূষিত সিক্রিসন, উত্তেজক পদার্থ, অম্লাক্ত ফল, অম্লাক্ত বা উত্তেজক মদিরা, উত্তেজক মসলা ইত্যাদিও অন্ত্রবেদনার কারণ

লক্ষণ।—এই বেদনা সচরাচর হঠাৎ প্রকাশ পায় ইহার স্বভাব তীব্র শরবেধনবৎ বা মোচড়ান বেদনার ন্যায় অনেক স্থলেই উহা নাভির নিকটে প্রথম অনুভূত হয় ও তৎপরে স্থান পরিবর্ত্তন করে উদর চাপিলে উপশম বোধ হয়, দুরূহ বেদনার সময়ে বমন বা বমনোদ্বেগ হইতে পারে। যন্ত্রণা অধিক হইলে হস্তপদাদি শীতল, দেহ ঘর্ম্মাক্ত, নাড়ী দুর্ব্বল ও ত্বক পাণ্ডাশ বর্ণ হইয়া থাকে আধ্মান জন্য পীড়ায়

অন্ত্র স্থানে স্থানে প্রসারিত হয় ও স্পর্শ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অন্ত্রের স্থানে স্থানে আকুঞ্চন ও প্রসারণহেতু গ্রন্থির ন্যায় স্ফীত বোধ হয় বায়ু নির্গত হইলে রোগী সুস্থ বোধ করে,এবং. কখন কখন বেদনা এককালে নিবারিত হয়

বেদনা স্বল্পবিরাম বা সবিরাম হইতে পারে কখন কখন যেমন হঠাৎ প্রকাশ পায়, তেমনি হঠাৎ তাহার উপশম হয় এই বেদনার সহিত প্রদাহ বর্ত্তমান থাকাতে কখন কখন উদরপ্রদেশ উষ্ণ, বেদনা স্থায়ী ও রক্তসঞ্চালনক্রিয়া প্রবল হইয়া থাকে হিষ্টিরিয়া-পীড়াপ্রবণ স্ত্রীলোকের এই রোগের সহিত প্রায় জরায়ুর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় এবং পৃষ্ঠবংশে ঈষৎ বেদনা বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন এই বেদনার সহিত জরায়ুর ক্ষত ও রক্তাধিক্য দেখা যায়

চিকিৎসা।—অহিফেণ, হাইওসায়েমস্, ক্লোরোডাইন, ক্লোরিক ইথার, কোনায়ম, কর্পূর, য়্যামোনিয়া প্রভৃতি অবসাদক ও আক্ষেপ-নিবারক ঔষধ দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা এই ঔষধের সহিত ফোমেণ্টেশন, তার্পিণ তৈলের ষ্টুপ, উত্তেজক লিনিমেণ্ট দ্বারা মালিশ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিলে আশু প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা কখন কখন পৃষ্ঠবংশের উপর বেলেডোনা প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ মালিশ করিলেও উপকার দর্শে। বেদনার উপশম হইলেই এরণ্ড তৈল, রুবার্ব প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করাইবে

য়্যাণ্টারাইটিশ্ বা অন্ত্রপ্রদাহ।—ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহকে য়্যাণ্টা-রাইটিস্ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই রোগে সচরাচর সমুদায় ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রদাহ হইয়াছে, কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা তাহাও নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। শিশুর দন্তোদ্গমকালে এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই হইয়া থাকে

লক্ষণ।—ঈষৎ কম্প, ত্বকের উষ্ণতা, পিপাসা, নাড়ীর দ্রুত-গামীত্ব প্রভৃতি ইহার পূর্ব্বলক্ষণ তদনন্তর রোগী উদরের উৎকট পীড়ায় অস্থির হয়। এই বেদনা নাভীর চতুঃপার্শ্বে অধিক, এবং অনেক স্থলে ইহার সহিত অতীব যন্ত্রণাদায়ক বমনোদ্বেগ ও বমন বর্ত্তমান থাকে

এ অবস্থায় রোগী উত্তানভাবে শয়ন করিয়া উদরপ্রাচীরস্থ পেশী সমুদায় শিথিলাবস্থায় রাখিবার জন্য জানুদেশ উত্তোলন করিয়া থাকে। এই অবস্থার কিছুক্ষণ পরেই অত্যন্ত অস্থিরতা, প্রখর জ্বর, মুখমণ্ডলের উদ্বেগ, সাতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ, এবং পীড়া অতি দুরূহ হইলে প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অল্প চাপিলেই যে অন্ত্রপ্রদাহের বেদনা বৃদ্ধি হয়, ইহা স্মরণ রাখিলেই তদ্দ্বারা শূল বেদনা হইতে ইহাকে প্রভেদ করিতে পারা যায়। চাপিলে শূল বেদনার উপশম হইয়া থাকে। উদ্গীর্ণ পদার্থ সচরাচর অতিশয় দুর্গন্ধময় হয়, এবং কখন কখন উহার সহিত মল মিশ্রিত থাকিতে পারে। নাড়ী প্রথমে পূর্ণ ও কঠিন হয়, কিন্তু ক্রমে তারের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং কখন কখন তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না।

শৈশবাবস্থায় ৬। ৮ মাসের মধ্যে শিশুদের এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন ইহাকে স্বল্পবিরাম জ্বর বলিয়া উল্লেখ করা হয়; কিন্তু যাঁহারা ইহাকে টাইফয়েড জ্বর বলিয়া গণনা করেন, তাঁহারাই ইহার প্রকৃতি নিদান বুঝিয়াছেন বলিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় শিশুর ত্বক উত্তপ্ত এবং শিশু অত্যন্ত অস্থির ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়; জিহ্বা শুষ্ক অথবা কটাবর্ণ লেপদ্বারা আবৃত হইয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে, নিদ্রার অভাব, বমন, বাষ্পসঞ্চয়হেতু উদর বিস্তৃতি, উহার নিপীড়নে বেদনা, অন্ত্রের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, অনেকস্থলে উদরাময়, এবং সবেগে হরিদ্বর্ণ দুর্গন্ধময় মলত্যাগ হয়। রাত্রিকালে এই সকল লক্ষণ ও জ্বরের অনেক উপশম দেখা যায়। প্রখর উদরাময়ের সহিত এই সকল লক্ষণের তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু শীঘ্রই অত্যন্ত জ্বর, পিপাসা, বমন, জিহ্বাশোষ, জলবৎ দাস্ত, অকস্মাৎ নিস্তেজতা, কখন কখন অচৈতন্য ও দেহ পাণ্ডাশবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

চিকিৎসা।—এই পীড়ার অহিফেনই উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিতে হইবে। উদরে সর্ব্বদা পুল্‌টিস্ ও ফোমেণ্টেশন্ ব্যবহারেও বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে উদ্বেগশূন্য হইয়া সুস্থিরভাবে থাকা আবশ্যক।

অন্ত্রে মল সঞ্চিত থাকিলেও বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা নহে। প্রদাহের শান্তি হইলে মৃদু বিরেচক ঔষধ অর্থাৎ এরণ্ড তৈল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, পরে বিবেচনানুসারে বার্কের ক্বাথ বা অন্য কোন বলকারক ঔষধ দিবে। রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়িলে উষ্ণকর ঔষধ দিতে হইবে।

শৈশবাবস্থাতেও ঐরূপ চিকিৎসা করিবে কিন্তু এই অবস্থায় অহিফেন সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে। উষ্ণ জলে স্নান, ফোমেণ্টেশন ও মশিনার পুল্‌টীশ্ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। ইহাতে কখন কখন ক্লোরেট অফ পটাশ্ বিশেষ ফলদায়ক হয় সঙ্কোচক ঔষধ আবশ্যক হইলে কাইনো, লগ্‌উড প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। গোদুগ্ধ অপেক্ষা ছাগীদুগ্ধ বিশেষ উপকারী, কিন্তু ছাগীকে যদি কেবল মাত্র ঘাস খাওয়াইয়া রাখা যায়, তবে আরও ভাল হয়।

সিকমের প্রদাহ।—সিকম অন্ত্রের অংশবিশেষ। অন্ত্রের অন্য কোন অংশে পীড়া না হইয়া কেবল এই অংশেই আক্রমণ হয়। ইহার মধ্যে কঠিন মল, ফলাদির বীজ, খোসা, পিও বা অন্ত্রশিলা বা ক্রিমি ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া দুরূহ শূলবেদনা বা ঐ স্থানের প্রদাহ উপস্থিত হয়।

লক্ষণ—প্রায় সচরাচর অল্প বা অধিক পরিমাণে দৌহিক লক্ষণাদি, অল্প জ্বর, বমনোদ্বেগ ও প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সিকমের উপর চাপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় প্রদাহিত স্থান শিথিলাবস্থায় রাখিবার জন্য রোগী দেহ বক্র ও জানু উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে সিকমের পেরিটোনিয়ম আক্রান্ত হয়; কখন কখন নিকটবর্ত্তী য়্যারিওলার টিশুতে প্রদাহ ও পুঁজ সঞ্চিত হয় শৈষোক্ত অবস্থা ঘটিলে যদি অন্ত্রমধ্যে পুঁজ পতিত হয়, তবে রোগী রক্ষা পাইতে পারে; কিন্তু পেরিটোনিয়মের গহ্বরে পতিত হইলে, অতিশয় কাতর হওয়ার পর রোগীর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা।—সিকমের সকল পীড়াতেই বিশেষ মনোযোগের সহিত চিকিৎসা করিতে হয় অনেক স্থলে বিরেচক ঔষধে অনিষ্ট হইতে দেখা যায় ইহার চিকিৎসা অনেকাংশে অন্ত্রপ্রদাহের ন্যায় মাদক দ্রব্য

সংযোগে ফোমেণ্টেসন্ ও অহিফেন সেবন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে যাহাতে বেদনা নিবারণ হয়, এমন পরিমাণে ৫ ৬ দিন পর্য্যন্ত অহিফেন সেবন করাইতে হইবে কটিদেশ পর্য্যন্ত অধিকক্ষণ গরম জলে ডুবাইয়া রাখিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে লেমনেড্, সোডাওযাটার,এফারভেসিং ড্রাফ্ট দ্বারা বমনোদ্বেগ নিবারিত হয় কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবার আবশ্যক হইলে এরণ্ড তৈলের পিচকারী দিবে। পূঁজোৎপত্তির লক্ষণ থাকিলে দুগ্ধ,সর, অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব, মাংসের ঝোল, বার্লি, ব্রাণ্ডি, পোর্ট প্রভৃতি বলকারক দ্রব্য ব্যবস্থা

কলিক্ বা শূলবেদনা।—কোষ্ঠ বদ্ধ, কখন কখন আধ্মান, এবং সচরাচর বমন বা বমনোদ্বেগের সহিত অন্ত্রে উৎকট চর্ব্বণবৎ বেদনা, নিপীড়নে এই বেদনার শান্তি হইয়া থাকে

লক্ষণ।—উদরে কঠিন মোচড়ানবৎ বেদনা,বমন ও উদরপ্রাচীরের আকুঞ্চন হয়, এবং কখন কখন উদরাময়ের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অপক্ক ফল, মূল ও দূষিত মৎস্যাদি ভক্ষণে ও এই পীড়া জন্মিতে পারে শৈশবাবস্থায় দুগ্ধের দোষে, দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে ঘন পদার্থ আহারেও অন্ত্রের অম্লাধিক্য প্রযুক্ত এই পীড়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

অন্ত্রের দূষিত সিক্রিসন বা অন্ত্রে মধ্যে অধিক পরিমাণে পিত্ত পতন দ্বারা কখন কখন শূল বেদনা হইতে দেখা যায়। ইহাকে সচরাচর বিলিয়াস্ কলিক বা পিত্তজন্য শূল কহে দুরন্ত চর্ব্বনবৎ বেদনা, পিত্তমিশ্রিত পদার্থ বমন, কোষ্ঠবদ্ধ বা অল্প মল ত্যাগ, কখন কখন হিক্কা, উদরে টান বোধ ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

অন্ত্রের স্বাভাবিক সংস্থানের পরিবর্ত্তন অথবা সম্পূর্ণরূপে অন্ত্রাবরোধ হেতু অনেক স্থলে শূল বেদনার উদ্ভব হয়

চিকিৎসা।—কারণানুসারে এই পীড়ার চিকিৎসা করিবে। সামান্য শূলবেদনায় রোগীর ক্লেশ নিবারণার্থ ক্লোরোফরম, মর্ফিয়া, ভ্যালিরিয়ান প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে ইহার সহিত উষ্ণ জলের ফোমেণ্ট বা উত্তেজক লিনিমেণ্ট ব্যবহারে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। কখন কখন ১ ড্রোণ ষ্ট্রীক্‌নিয়া ব্যবহারে বেদনার আশু উপকার

দর্শিয়াছে সামান্য শূল বেদনায় অনেকে নিম্নোক্ত ঔষধ দিয়া থাকেন।

টীং ব্যালিরিয়ান কম্পাউণ্ড	...	...	২ ড্রাম।
স্পিরিট ক্লোরোফরম	...	...	১৫ বিন্দু।
মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরিক	...	...	⅙ গ্রেণ।
য্যাকোয়া য্যানাইসাই	...	...	১ আং।

এক এক মাত্রা প্রয়োজ্য।

প্রয়োজনানুসারে ইহার সহিত সোড কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেশিয়া সংযোগ করা যাইতে পারে বেদনা থাকিতে বিরেচক ঔষধে প্রায় কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, অতএব বিবেচনানুসারে এরণ্ড তৈলে বা হিঙ্গুর পিচকারী ব্যবহার করা যাইতে পারে স্নায়বিক ও হিষ্টিরিয়া ব্যাধি-যুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যালিরিয়ান ৩ বিন্দু ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আধ্মানজনিত শূল বেদনা হইলে ইথার, ম্যাগ্নিশিয়া ও হায়োসায়েমস্ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে উদরে অজীর্ণ দ্রব্য সঞ্চিত থাকিলে, বমনকারক ঔষধ আবশ্যক হয় অন্ত্রে অম্লাধিক্য হইলে ক্ষারাক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে যে কারণবশতঃই হউক, রোগী বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলে, ক্লোরোফরমের আঘ্রাণ দ্বারা উহাকে সুস্থির করিবে

তাম্রশূল।—তাম্রদ্বারা বিষাক্ত হইলে এই প্রকার শূল বেদনা হইতে পারে সচরাচর হঠাৎ বেদনার আক্রমণ ও নিপীড়নে উহার বৃদ্ধি হয়। কখন বা কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময়; কিন্তু সচরাচর প্রায় বমনোদ্বেগ ও বমন হইয়া থাকে, দেহ বিবর্ণ, মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু কোটর-স্থিত, ওষ্ঠ ঈষৎ নীলবর্ণ, এবং দন্তমাড়ীর চতুর্দ্দিকে লাল রেখা দৃষ্ট হয়। বিবেচনানুসারে বিরেচক ঔষধ দ্বারা দেহ হইতে তাম্র দূর করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য উষ্ণ জলে স্নান, তার্পিন তৈলের লেপ, বেদনার স্থানে সর্ষপের পলস্তারা ও ইথার বা অহিফেন সেবন করাইলে বেদনার উপশম হইতে পারে।

সীসক শূল।—ইহাতে সামান্য শূলের লক্ষণের সহিত নাভির চতুষ্পার্শ্বে মোচড়ানর ন্যায় বেদনা, উদরের ত্বকে পৃষ্ঠবংশের দিকে টান

ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা বোধ হয়। সীসক দ্বারা বিষাক্ত হইলে এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। দন্তমাড়ীর ধারে নীলবর্ণ রেখা যে সীসক বিষের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ, তাহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। প্রথমে বিবেচনা মত ক্যালোমেল্ ও জোলেফা সেবন করাইয়া পরে সল্ফেট্ অফ ম্যাগ্নেসিয়া ব্যবস্থা করিলে অনেকস্থলে আশানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। একবার কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে প্রত্যহ কিয়ৎ পরিমাণে সল্ফেট্ অফ ম্যাগ্নেসিয়া ও সল্ফিউরিক য়্যাসিড ব্যবস্থা করিবে। অহিফেন দ্বারা কখন কখন বেদনার অনেক উপকার হয়, কিন্তু আশু প্রতিকারের জন্য ইহাতে ইলেক্ট্রিসিটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রোগী উহার তেজ সহ্য করিতে না পারিলে ক্লোরোফরম্ আগে উহাকে অচেতন করিয়া ইলেক্ট্রিসিটী ব্যবহার করিতে পারা যায়। দুঃসহ বেদনার উপশম হইলে, মধ্যে মধ্যে উষ্ণ গন্ধকাভিষেক ও আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম্ ব্যবহার করিলে ক্রমে ক্রমে পীড়া শান্তি হইবার সম্ভাবনা।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টীপেশন্।—কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা, জিহ্বার মালিন্য ও উহার পার্শ্বে খাঁজ, অপ্যান, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ত্বক বিবর্ণ, অক্ষিপুটের নিম্নে কাল চিহ্ন, নিরুদ্যমতা ইত্যাদি লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

চিকিৎসা।—স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধ দূরীকরণার্থ বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। কোন ঔষধ দ্বারাই হঠাৎ ইহার প্রতিকারের আশা করা যায় না। বিবেচনানুসারে মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এরণ্ড তৈল, জলপাইয়ের তৈল, কার্ব্ব, ম্যাগ্নেশিয়া, সিরপ্ সেনা, সল্ফেট্ অফ সোডা, অল্প মাত্রায় য়্যালো, ত্রিফলা, টেরাক্সিকম্, গ্লিসিরিন, পডোফিলিন, ইপিকাক ইত্যাদি মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিবে। কখন কখন কিছু দিনের জন্য তার বর্ত্তিকাকারে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

স্নায়ুমণ্ডলের বলবর্দ্ধন জন্য বলকারক ঔষধ ব্যবহার করিবে। প্রথমাবস্থায় উহা কোন মৃদু বিরেচক ঔষধের সহিত দিলে ভাল ফল

দিন পরে বিরেচক ব্যতীত ব্যবহার করিবে। এই সকল বলকারক ঔষধের মধ্যে কুইনাইন, সল্‌ফেট অফ জিঙ্ক, নাইট্রোমিউরিয়েটিক্ য়্যাসিড, নক্সভমিকা, পেপ্‌সিন ও কড্‌লিবার অয়েল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। স্নায়বিক পীড়ায় বেলেডোনার সহিত ব্যালিরিয়েনেট অফ জিঙ্ক ব্যবহারে উপকার দর্শে।

ইন্টেষ্টাইন্যাল্ অবষ্ট্রাক্সন্ বা অন্ত্রাবরোধ।—যে কারণ-বশতঃই হউক, অন্ত্রাবরোধ হইলে অনেক স্থানে দুরূহ শূলবেদনার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রের পেরিষ্ট্যাল্‌টিক্ গতির আধিক্য, অন্ত্রে অতিরিক্ত বাষ্প সঞ্চয় হেতু আধ্মান ও গড় গড় শব্দ, বমনোদ্বেগ ও বমন এবং অবশেষে বমনের সহিত বিষ্ঠা নির্গত হয়। অন্ত্রাবরোধের স্থান এবং নৈদানিক অবস্থানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীস্থ পীড়া সকল অল্পে অল্পে ও ক্রমে ক্রমে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ পীড়া সকল হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে পীড়া প্রকাশ হইলে, কিছুদিন হইতে কোষ্ঠবদ্ধ, মধ্যে মধ্যে উদরাময়, শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, মধ্যে মধ্যে বমনোদ্বেগ ও বমন, এবং পাকযন্ত্রের ক্রিয়ার অনুরূপ পরিবর্ত্তন অথবা সম্পূর্ণ কিন্তু অস্থায়ী অন্ত্রাবরোধের লক্ষণ এবং যান্ত্রিক অবরোধের ভৌতিক চিহ্ন সকল প্রকাশ পায়। এইরূপ ঘটনা হইলে ক্রমে ক্রমে য়্যাস্থিনিয়া দ্বারা রোগীর মৃত্যু হইতে পারে; অথবা সম্পূর্ণ অন্ত্রাবরোধের লক্ষণ সকল হঠাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। অন্ত্রাবরোধের সহিত প্রায় প্রথমে চর্ব্বণবৎ বেদনা, কখন বেদনা অতি দুরূহ ও আক-স্মিকরূপে আবির্ভূত হয়। অনেক স্থলে নাভির নিকট হইতে আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণরূপে কোষ্ঠ যে সর্ব্বত্রই দেখা যায় এমন নহে, কারণ অন্ত্র আক্রান্ত হইলে ও সম্পূর্ণরূপে অবরোধ জন্মিলে, উহার মধ্যস্থ তরল দ্রব্য বাহির হইতে পারে। কখন কখন রক্ত ও মিউকস্ও বাহির হইয়া থাকে।

সর্ব্ব প্রকার অন্ত্রাবরোধই যে অত্যন্ত অনিষ্টকর, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। অন্যান্য প্রকার অপেক্ষা ষ্ট্র্যাঙ্গুলেশন্ ও ইণ্টস্ সস্পেন্সন্ দ্বারাই রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে। পুরাতন পীড়ায় হঠাৎ

অন্ত্রাবরোধ হইতে পারে। কোন পদার্থ সঞ্চিত হইয়া এই ঘটনা হইলে, চিকিৎসা দ্বারা উহা দূর করিতে পারিলে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে

চিকিৎসা —পুরাতন পীড়ায় পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য সহজে জীর্ণ হয় এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দিবে যাহাতে প্রতিদিন দাস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। কোন মতে অতি বিরেচক ঔষধ দিবে না স্মরণ রাখিবে বিরেচক প্রয়োগ অপেক্ষা পিচকারী দ্বারা বিশেষ ফল হয় পূর্ণ মাত্রায় অহিফেন সেবন ইহার মহৌষধ জানিতে হইবে ইহার পরিবর্ত্তে কাহার মতে ইহার সঙ্গে ত্বকের নিম্নে মর্ফিয়ার পিচকারী বিশেষ উপকার দেয় অনেকে বেলেডোনাকে মহৌষধ জ্ঞান করেন। ইণ্টস্ সস্পেন্সনে কেহ কেহ তামাকপাতা ইন্‌ফিউজনে পিচকারী দিয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রকার ক্রিয়া সহজে করিবার আবশ্যক নাই শুষ্ক সন্তাপ, ফোমেণ্টেশন, পুলটিশ, তাপিণ তৈলের লেপ ইত্যাদি বাহ্য ক্রিয়া দ্বারাও উপকার দর্শে, অনেক স্থানে অন্ত্রাবরোধে অস্ত্র ব্যবহারও হইয়া থাকে

মিলিনা বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব —যে কারণ বশতঃ হউক, গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে তাহাকে মিলিনা বলে। মিলিনা শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ ; এই রোগে সচরাচর কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল কারণে পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব হয়, সেই সকল কারণেই অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব প্রতিকারের জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবহার হয়, ইহাতেও সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে

ওয়ারম্‌স্ বা ক্রিমিরোগ।—মনুষ্যজাতির পাকনলীর মধ্যে সাত প্রকার ক্রিমিকে বাস করিতে দেখা যায় ইহাদের মধ্যে চারি প্রকার ক্রিমির পাকনলী আছে এজন্য তাহাদিগকে বিলেলমিন্থা বা শূন্যগর্ভ, এবং অপর তিন প্রকারের দেহে ঐরূপ নলী না থাকায়, তাহা-

দিগকে ট্রিবেলমিন্থা বা ঘন ক্রিমি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের বহুল বর্ণনার প্রয়োজন নাই, কেবল যে গুলি সাধারণতঃ মনুষ্যদেহের অপকার করে, সেই গুলির প্রতিকারের বিষয় লিখিত হইতেছে।

টেপ্‌ওয়ারম্‌ ও রাউণ্ড-ওয়ারমের লক্ষণ।—নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, যথা,—নাভির নিকটে বেদনা, বমনোদ্বেগ, বমন ও মূর্চ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য, কখন বা ক্ষুধার আধিক্য, কুপথ্যে অভিলাষ, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, কোষ্ঠবদ্ধ, কখন উদরাময়, মুখদিয়া লালা নির্গম, গুহ্যদেশে ও নাসিকা চুলকান, নিদ্রাকালে দন্তঘর্ষণ, সুনিদ্রার অভাব, নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা, মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষের পিউপিল (তারার ভিতরের স্বচ্ছাংশ) বেশীর আক্ষেপ, প্রবল কন্‌ভল্‌সন্‌ ও তৎপরে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

রাউণ্ড ওয়ারমের চিকিৎসা।—বিরেচক ঔষধ কম্পাউণ্ড স্ক্যামিনী চূর্ণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহার সহিত কয়েক গ্রেণ ক্যালোমেল্‌ মিশ্রিত করিবে। সেণ্টোনাইন্‌ ক্রিমির মহৌষধ। সেণ্টোনাইন্‌ বিরেচক নহে, এজন্য শিশুদিগকেও দেওয়া যাইতে পারে। উহার মাত্রা ১ হইতে ৪ গ্রেণ। রাত্রিতে এই ঔষধ সেবন করিয়া প্রাতে কোন বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিম্বা উহা স্ক্যামিনি পাউডারের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এরণ্ড তৈলের সহিত সেণ্টোনাইনেও বিশেষ ফল দর্শে। দুই হইতে চারি গ্রেণ সেণ্টোনাইন্‌ ১ আউন্স এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যতক্ষণ ক্রিমি নির্গত না হয়, ততক্ষণ প্রতি ঘণ্টায় ১ ড্রাম পরিমাণে সেবন করাইবে।

ক্ষুদ্র সূত্রক্রিমি।—চারি আউন্স চূণের জল বা ইন্‌ফিউজন্‌ কোয়াশিয়ার পিচকারী দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

বৃহৎ সূত্রাকার ক্রিমি।—উপরোক্তরূপে ইহার চিকিৎসা করিবে, কিন্তু ইহাতে পিচকারী ব্যবহার হয় না।

টেপওয়ারমের চিকিৎসা।—মেলফার্ণের লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্টই ইহার মহৌষধ। দিনভর রোগীকে কেবল দুগ্ধ পান করাইয়া সন্ধ্যার

সময়ে পূর্ণ মাত্রায় এরণ্ড তৈল সেবন করাইবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে পর দিবস রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে ১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পরিমাণে মেলফর্ণের লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট সেবন করাইবে। শর্করা, গঁদের জল ও দুগ্ধ কিম্বা ডিম্বের শ্বেতাংশ ও দারুচিনির জল প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে সুবিধা হয়।

অর্দ্ধ আউন্স পরিমিত তার্পিণ তৈল সেবন করাইয়া তাহার ২।৩ ঘণ্টা পরে ১ আউন্স এরণ্ড তৈল সেবন করাইলে এই ক্রিমি নষ্ট হয়, কিন্তু তার্পিণ তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক ও মূত্রপিণ্ডের উত্তেজনা হেতু অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু উহার পরে এরণ্ড তৈল ব্যবহারে কোন হানি হয় না। এক পোয়া জলে অর্দ্ধ হইতে ১ আউন্স পরিমাণে কসু ভিজাইয়া ঐ জল পান করিতে দিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। ১০০ হইতে ২০০ গ্রেণ মাত্রায় কামেলা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

অন্ত্র হইতে ক্রিমি একবার বহির্গত হইলে পুনরায় উহা হইবার সম্ভাবনা, তন্নিবারণার্থে বলকারক ঔষধ, বিশেষতঃ লৌহঘটিত ঔষধ, কড্‌লিভার অয়েল এবং নাইট্রিক বা সল্‌ফিউরিক য্যাসিডের সহিত কোয়াশিয়া ইন্‌ফিউজন্ ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

বৈদ্যকে গুল্মাদি রোগ চিকিৎসা।

গুল্মরোগের কারণ, উৎপত্তি ও স্থাননির্ণয়।—অবিধি পূর্ব্বক আহার ও পরিশ্রমে বায়ু, পিত্ত, কফ অত্যন্ত দূষিত হইয়া আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়, নাভি, মূত্রাশয় ও দুই পার্শ্বে গ্রন্থির অর্থাৎ গাঁইটের ন্যায় গুল্ম জন্মায়।

গুল্মের লক্ষণ।—হৃদয় ও মূত্রাশয়ের মধ্যস্থানে গতিশীল অথবা স্থির গোলাকার যে গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট জন্মে, এবং যাহা কখন বৃদ্ধি পায়, কখন ছোট হইয়া থাকে, তাহাকে গুল্ম বলে।

গুল্মের প্রকারভেদ।—গুল্ম পাঁচ প্রকার, যথা,—বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত রক্তজনিত বক্তজনিত গুল্ম-রোগ কেবল স্ত্রীলোকেরই হইয়া থাকে

গুল্মের পূর্ব্বলক্ষণ। গুল্মরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে কোষ্ঠবদ্ধ, অরুচি, অন্ত্রে অর্থাৎ পেটে নানাপ্রকার শব্দ, আটোপ অর্থাৎ বেদনার সহিত পেট স্তব্ধতা, আধ্মান, অগ্নিমান্দ্য এবং পুনঃপুনঃ উদ্গার হইয়া থাকে।

গুল্মের সাধারণ লক্ষণ —অরুচি, মল ও মূত্ররোধ, কখন অতি কষ্টে মল ও মূত্রত্যাগ, বায়ুর আধিক্য, পেটে নানাপ্রকার শব্দ ও উর্দ্ধবাত অর্থাৎ হিক্কা, শ্বাস এই সকল লক্ষণ সর্ব্ব প্রকার গুল্মেই হইয়া থাকে।

বাতজনিত গুল্মের কারণ ও লক্ষণ।—অসময়ে অধিক বা কম মাত্রায় রুক্ষ দ্রব্য পান ও ভোজনে, অবিধিপূর্ব্বক ব্যায়ামে, মল ও মূত্রের বেগরোধে, শোক ও কোন প্রকার আঘাতে, অতিশয় বিরেচনে এবং উপবাসে বায়ু কুপিত হইয়া গুল্মরোগ জন্মায় এই গুল্ম কখন নাভিতে কখনও পার্শ্বে চলিয়া বেড়ায়, কখন পরিমাণে ছোট, কখন বড় হইয়া থাকে এবং সকল সময়ে বেদনা থাকে না কিন্তু বায়ু ও কোষ্ঠ-বদ্ধ, কণ্ঠ ও মুখশোষ, শীতজ্বর অর্থাৎ কম্পজ্বর, হৃদয়, পার্শ্ব, স্কন্ধ, মস্তক ও পেটে বেদনা হইয়া থাকে। রোগীর শরীর রক্তবর্ণ অথবা শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত বর্ণ হয় এবং রুক্ষ, কষায়, তিক্ত ও ঝাল দ্রব্য সহ্য হয় না। আহার পরিপাক পাইলে রোগের বৃদ্ধি পায় এবং ভোজন করিলে কম পড়ে

চিকিৎসা।—হিঙ্গু, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুষ, হরিতকী, শটি, বনযমানী, ক্ষেত্র যমানী, তেঁতুল ছাল ভস্ম, অম্লবেতস, অম্ল দাড়িম, কুড়, ধনিয়া, জীরা, চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল লবণ, চই, এই সমুদয় সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি বহু রোগ নিবারিত হয়। গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ চূর্ণ সকল ছোলঙ্গ লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

হিঙ্গু, কুড়, ক্ষুদ্র ধনিয়া, হরিতকী, তেউড়ী মূল, বিটলবণ, সৈন্ধব, যবক্ষার, শুঠ, এই সমুদয় চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া যবের কাথের সহিত পান করিলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রব সমস্ত নিরাকৃত হয় ইহার নাম 'হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ "

কাঙ্কায়ন গুড়িকা —শঠি, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, আদা, শুঠ, বচ, তেউড়ীমূল, প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অম্লবেতস ২ পল, যমানী, জীরা, মরিচ, ধনিয়া, প্রত্যেক অর্দ্ধ পল এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া টাবা লেবুর রসে মাড়িয়া ৪ মাসা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ইহার এক, দুই বা তিন গুড়িকা একেবারে সেবনীয় অনুপান সুখোষ্ণ জল, কাঁজি, মদ্য, মাংসযূস, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি। গোমূত্রের সহিত সেবনে কফজ, দুগ্ধের সহিত পৈত্তিক এবং মদ্য-মাংসের সহিত সেবনে বাতিক গুল্ম নষ্ট হয়

পিত্তজনিত গুল্মের কারণ —কটু অর্থাৎ ঝাল, অম্ল অর্থাৎ টক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিদগ্ধপাক দ্রব্য ভোজন, অতি ক্রোধ, অত্যন্ত মদ্য-সেবন, অত্যধিক রৌদ্রসেবা এবং অজীর্ণজনিত অপক্করস ও দুষ্টরসধারা পিত্ত কুপিত হইয়া পিত্তজনিত গুল্ম উৎপাদন করে এই গুল্মে জ্বর, পিপাসা, মুখ ও সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ, আহারীয় বস্তু পরিপাক হওয়ার সময় অতিশয় বেদনা, ঘর্ম্ম ও জ্বালা হয় এবং স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—চিনি ১৬ পল পাকার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৩ সের; গোঁড়া লেবুর রস ১৬ পল, যথাবিধানে পাক করিবে ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, নিসূন্দে, সৈন্ধব, অভ্র, প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ২ পল, ঘৃত ৪ পল; এই সমুদয় প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্মাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম "রসায়নামৃত লৌহ "

কফজনিত গুল্মের লক্ষণ।—ইহাতে স্তিমিততা অর্থাৎ জল-সিক্ত বস্ত্রে আবৃত গাত্রের ন্যায় আর্দ্রতা, দুর্ব্বলতা, বিবমিষা, কাশী,

অরুচি, শরীরের ভারবোধ, অল্প বেদনা, শীতবোধ, গুল্ম কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা —তাম্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, যবক্ষার, প্রত্যেক সমানভাগ চিতার রসে ১ দিন মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে অনুপান পানের রস। ইহা সেবন করিলে বাতগুল্ম উপশমিত হয় ইহার নাম "শিখী বাড়বে' রস"

ত্রিদোষজনিত গুল্মের লক্ষণ —ত্রিদোষজনিত গুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা হয়, এবং উহা প্রস্তরতুল্য কঠিন ও উন্নত, শীঘ্র বিদগ্ধ পাক, মন ব্যাকুল, মন্দাগ্নি, শরীর কৃশ, বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হয়

চিকিৎসা।— শ্লথ পোটুলী বদ্ধ হরিতকী ২৫ টা দন্তীমূল ২৫পল, চিতামূল ২৫ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত হরিতকী ২৫ টা দিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে তেউড়ী চূর্ণ ৪ পল, তিল তৈল ৪ পল, পিঁপুল চূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া নামাইবে, শীতল হইলে মধু ৪ পল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের মাত্রা ২ তোলা ও একটী হরিতকী। ইহাতে বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা, শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম "দন্তী হরিতকী।'

গুল্মকালানেল রস।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা, যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা, মুথা, পিঁপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরিতকী, বচ, কুড়, প্রত্যেক ১ তোলা এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ক্ষেত-পাপড়া, মুথা, শুঁঠ, আপাঙ্গ, আকনাদি ইহাদের ক্বাথে ভাবনা দিয়া শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে মাত্রা ৪ রতি, অনুপান হরিতকীর জল ইহাতে সকল প্রকার গুল্ম বিনষ্ট হয়

রক্তজনিত গুল্মের কারণ।—যে স্ত্রী অল্প দিন মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অথবা অপক্ক গর্ভ ত্যাগ করিয়াছে সেই প্রসূতির এবং ঋতুকালে অহিতজনক দ্রব্য ভোজনশীল স্ত্রীলোকদিগের, কুপিত বায়ু রক্ত অবলম্বন করিয়া গুল্মরোগ জন্মায় এই গুল্মে জ্বালা, বেদনা, পিত্তজনিত

গুল্মের লক্ষণ ও গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় পরন্তু গর্ভস্থ শিশু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত স্পন্দিত হয়, কিন্তু গুল্মে বেদনাযুক্ত পিণ্ডবৎ পদার্থ বিলম্বে সঞ্চালিত হয়, গর্ভের সহিত এইমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে দশ মাস অতীত হইলে রক্তজনিত গুল্ম চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

মুষ্টিযোগ —গুলফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামুনহাটী, পিঁপুল, এই সমুদয় বাটিয়া তিলের কাথের সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়

ভেলার কল্ক ও কষায় দ্বারা যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম এবং মধুর সহিত পান করিলে কফগুল্ম নষ্ট হয়।

পঞ্চানন রস —পারদ, তুঁতিয়া, গন্ধক, জয়পাল, পিঁপুল, সোঁদালফলের মজ্জা, এই সমুদয় সিজের আটায় ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে অনুপান আমলকীর রস বা তেঁতুল পত্রের রস। *পথ্য—দধি ও অন্ন;* ইহাতে রক্তগুল্ম নিবারণ হয়।

গুল্মের অসাধ্য লক্ষণ —গুল্ম ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উদর ব্যাপ্ত হয় এবং রস, রক্ত, মাংস প্রভৃতি ধাতু আশ্রয় করিয়া শিরাসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত হইলে রোগী দুর্ব্বলতা, অরুচি, বিবমিষা, কাশ, বমি, মনের অবসন্নতা, জ্বর, পিপাসা, তন্দ্রা ও সর্দ্দিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত গুল্ম অসাধ্য, অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয় না জ্বর, শ্বাস, বমি, অতিসার এবং হৃদয়, নাভি ও হস্ত-পদে শোথ অথবা শ্বাস, বেদনা, পিপাসা, অরুচি, হঠাৎ গ্রন্থিরূপ গুল্মের লয় ও দুর্ব্বলতা দ্বারা আক্রান্ত গুল্মরোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়

উদররোগের কারণ।—অত্যন্ত দোষজনক বিরুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ সংযোগ দেশকালমাত্রাদির বিপরীত দ্রব্য ভোজনে ও অগ্নিমান্দ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উদররোগ জন্মায়। সমস্ত রোগই মন্দাগ্নি হইতে উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর কথা কি

উদররোগের উৎপত্তি —বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিকৃত বায়ু পিত্ত ও কফ,

ঘর্ম্মবহ ও জলবহ প্রণালী সমূহ রোধ করিয়া এবং প্রাণ, অপান বায়ু ও অগ্নি দূষিত করিয়া উদররোগ জন্মে

উদররোগের সাধারণ লক্ষণ। আধ্মান অর্থাৎ পেটফাঁপা, চলিতে অক্ষমতা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অঙ্গের অবসন্নতা, বায়ু ও মূত্ররোধ, জ্বালা, তন্দ্রা, এই সমস্ত লক্ষণ সকল প্রকার উদররোগেই ঘটিয়া থাকে

উদররোগের প্রকারভেদ।—উদর রোগ আট প্রকার, যথা,—বাতজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত, প্লীহোদর, বদ্ধোদর, ক্ষতোদর, উদকোদর

বায়ুজনিত উদররোগের লক্ষণ —বাতোদরে হস্ত, পদ, নাভি ও পেটে শোথ, কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, শুষ্ক কাশি, হস্তপদাদি বেদনা, শরীরের নিম্নদেশ ভার, মলের কাঠিনতা, চর্ম্ম নখ প্রভৃতির শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপীত মিশ্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ, বিনা কারণে উদরাময়ের বৃদ্ধি ও হ্রাস, উদরে শূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হয়, পেটে আঘাত করিলে আহত স্থানে বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের অর্থাৎ ভিস্তির ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন বায়ু, বেদনা জন্মাইয়া শব্দ পূর্ব্বক সমস্ত উদরে চলিয়া বেড়ায়

চিকিৎসা —করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিঁপুল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং, বিটলবণ, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃতে মাড়িয়া আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত ভোজন করিলে বাতোদর গুল্ম ও অজীর্ণ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

সিজের আটায় তণ্ডুল ভিজাইয়া রাখিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে ৭ দিবসের মধ্যে উদররোগ নষ্ট হয়

মহিষের মূত্র ও দুগ্ধ পান করিয়া অন্য আহার পরিত্যাগ করিলে সপ্তাহ মধ্যে উদররোগের শান্তি হয় ইহার নাম "সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।"

পিত্তজনিত উদররোগের লক্ষণ।—পিত্তজনিত উদররোগে জ্বর, মূর্চ্ছা, জ্বালা, পিপাসা, মুখের তিক্ততা, ভ্রম, অতীসার, চর্ম্ম ও নখ প্রভৃতি পীতবর্ণ, উদর হরিদ্রাবর্ণ এবং পীত ও তাম্র বর্ণ শিরা সমূহে ব্যাপ্ত হয়, রোগী ঘর্ম্মযুক্ত হইয়া জ্বালাতে কাতর হইতে থাকে, ইহা ভিন্ন

উদ্গারে ধূম নির্গমন, পেট শীঘ্র পাকিয়া উঠে ও স্পর্শে কোমল বোধ হয় এবং উহাতে বেদনা থাকে

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ অ কন্দের আঁটি ২ পল, সিজের আটা ৬ পল, হরিতকী, কামলা গুঁড়ি, শ্যামালতা, সোঁদাল ফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল, চোরকাঁটকি, চিতামূল, প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃতের যত বিন্দু সেবন করাইবে, তত বার বিরেচন হইবে। ইহাতে সকল প্রকার উদরী ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম "বিন্দু ঘৃত।"

কফজনিত উদররোগের লক্ষণ।—কফজনিত উদররোগে শরীরের দুর্ব্বলতা ও গুরুতা, শোথ, স্পর্শজ্ঞান-হীনতা, নিদ্রা, বিবমিষা, অরুচি, শ্বাস, কাশ, চর্ম্ম নখ প্রভৃতি শ্বেতবর্ণ, উদর স্তম্ভিত ও অত্যন্ত স্ফীত, স্নিগ্ধ শিরা সমূহে ব্যাপ্ত, কঠিন, স্পর্শে শীতল, গুরু ও স্থির হয় এবং উদর অধিক বিলম্বে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে

চিকিৎসা।—শুঁঠ, মরিচ, পারা, গন্ধক, সোহাগা, প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৩ তোলা, এই সমুদয় একত্র জলে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, অনুপান চিনির জল। ইহার নাম "ইচ্ছাভেদী রস"

ত্রিদোষজনিত উদররোগের কারণ ও লক্ষণ।—অসাধ্বী স্ত্রী প্রদত্ত নখ, লোম, মল, মূত্র, আর্ত্তবযুক্ত অন্ন ও পানীয় দ্রব্য, শত্রু-প্রদত্ত বিষ ভোজনে, দূষিত জল ও দূষীবিষ সেবনে রক্ত, বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উদররোগ জন্মায়। এই রোগ শীতল বায়ু ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, জ্বালা, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, কৃশতা ও পিপাসা জন্মে। অধিকন্তু রোগী পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। এই ত্রিদোষ-জনিত রোগকে কেহ কেহ দূষ্যোদর বলিয়া থাকেন।

চিকিৎসা।—পূর্ব্বলিখিত "ইচ্ছাভেদী রস"

নারাচ রস।—পারদ, সোহাগা, মরিচ, প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক, পিঁপুল, শুঁঠ, প্রত্যেক ২ তোলা, নিস্তুষ জয়পাল ৯ তোলা। এই সমুদয় জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান তপ্ত শোদক।

প্লীহোদরের কারণ ও লক্ষণ —বিদগ্ধপাকী ও ক্লেদজনক দ্রব্য ভক্ষণে,অত্যন্ত দূষিত রক্ত,কফ ও প্লীহা বৃদ্ধি করিয়া যে উদররোগ জন্মায়, তাহাকে প্লীহোদর কহে এই উদররোগ বামপার্শ্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, রোগী দুর্ব্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়,এবং পিত্তজনিত মন্দাগ্নি ও কফজনিত মন্দ জ্বরাক্রান্ত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎ বৃদ্ধি পাইয়া উদররোগ জন্মিলে তাহাকে "যকৃদ্দাল্যুদর বলে "

চিকিৎসা —হরিতকী, মরিচ, পিপুল, সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পাল। সিজের আটায় মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে

সেবনের নিয়ম।—একটী হরিতকী তণ্ডুলোদকে বাটিয়া তাহার সহিত একবারে ২ টী বাটিকা সেব্য যাবৎ উষ্ণজলাদি পান করা যায়, তাবৎ বিরেচন হইতে থাকে, শীতল জল পান করিলে স্বাস্থ্যলাভ হয় ইহার নাম 'অভয়া বটী "

বদ্ধোদরের কারণ ও লক্ষণ।—শ্লক্ষ দ্রব্য বা পিচ্ছিল দ্রব্য, অর্থাৎ শাক শালুক প্রভৃতি অথবা ক্ষুদ্র পাষাণ খণ্ড দ্বারা অন্ত্রপথ রুদ্ধ হইলে সম্মার্জ্জনীর আঘাতে প্রক্ষিপ্ত তৃণসমূহ যেমন ক্রমে ক্রমে জমা হয়, সেই প্রকার যথাযোগ্য দোষে মল অন্ত্রে জমা হইলে যে উদররোগ জন্মায়, এবং যাহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থান অর্থাৎ অন্নপাকস্থান উন্নত, কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা অতি কষ্টে অল্প অল্প মল নির্গত হয়, তাহাকে বদ্ধোদর ব বদ্ধগুদোদর বলে।

চিকিৎসা — 'ইচ্ছাভেদী রস "

ভেদিনী বটী।—গোক্ষুর, সিজের আটা, পিঁপুল, এই সমুদয় একত্র মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে।

ক্ষতোদরের কারণ ও লক্ষণ।—ভক্ষ্য বস্তুর সহিত কণ্টকাদি ভক্ষণ করিলে এবং ঐ কণ্টকাদি দ্বারা অন্ত্র ক্ষত হইলে, অথবা হাঁচি, অতিশয় ভোজন প্রভৃতি কারণে অন্ত্র বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত হইলে যে উদররোগ জন্মে ও নাভির নিম্ন প্রদেশ স্ফীত হয় এবং ক্ষত স্থান হইতে গলিত রস মলদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গত হয় ও উহাতে

নানা প্রকার বেদনা হইয়া থাকে, তাহাকে ক্ষতোদর বা পরিস্রাবোদর বলে

চিকিৎসা। "সামুদ্রাদ্য চূর্ণ" *

উদকোদরের লক্ষণ।—জলোদরে পেট অত্যন্ত স্ফীত, স্নিগ্ধ ও জলপূর্ণ, এবং নাভি উপরের দিকে উঠিয়া গোলাকার হয়, সমস্ত পেটে বেদনা ও শব্দ হইয়া থাকে; যেমন জলপূর্ণ চর্মপুটকের অর্থাৎ ভিস্তির কোন স্থান চাপিলে অন্য স্থান স্ফীত ও আঘাত করিলে মধ্যস্থিত জল কম্পিত হইয়া উঠে, সেইরূপ পেটের কোন স্থান চাপিলে অন্যস্থান স্ফীত ও আঘাত করিলে জল কম্পিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা —পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, মনছাল, হরিদ্রা, জয়পাল বীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতামূল, প্রত্যেক ১ তোলা এই সমুদয় দ্রব্য দন্তী, সিজ ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া ২ রতি হইতে ৪ রতি মাত্রা ব্যবস্থা করিবে ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে তক্রসংযুক্ত শীতল পথ্য ব্যবস্থা করিবে ইহার নাম "জলোদরারি রস"

উদররোগের কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ।—প্রায় উদররোগ উৎপন্ন মাত্রেই বহু যত্নে প্রশমিত হয়, তন্মধ্যে বলবান ব্যক্তির অজাতাম্বু উদররোগ অল্প দিনের হইলেও বহু যত্নে প্রশমিত হয় বদ্ধোদর, সমস্ত জাতোদক উদর ও পরিস্রাবে দর রোগ পঞ্চদশ দিবসের অধিক হইলে প্রায়ই রোগীকে বিনাশ করে।

ক্রিমিনির্ণয়।—সাধারণতঃ বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে ক্রিমি দুই প্রকার বাহ্য ক্রিমি ময়লা হইতে, এবং অভ্যন্তর ক্রিমি কফ, শোণিত ও বিষ্ঠা হইতে জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং উহারা উৎপত্তিভেদে চতুর্বিধ এবং নামভেদে বিংশতি প্রকার বাহ্য ক্রিমি আকৃতিতে তিলসদৃশ অর্থাৎ তিলের ন্যায়; উহারা কেশ ও বস্ত্রাশ্রিত, বহুপাদ এবং সূক্ষ্ম হয়; উহাদিগের নাম যূকা ও লিখ্যা। ইহারা কোট, পীড়কা, কণ্ডু, এবং গণ্ড রোগাদি জন্মায়

* পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ক্রিমি রোগের কারণ —যে ব্যক্তি অজীর্ণ অর্থাৎ দুষ্পাচ্য বা অপাক দ্রব্য ভোজন, সতত মধুরাম্ল ভোজী, দ্রব দ্রব্যপায়ী, পিষ্টক ও গুড উপভোজী এবং ব্যায়ামবর্জ্জিত, দিবানিদ্রা ও বিরুদ্ধ ভোজনকারী অর্থাৎ একত্র ক্ষীরমৎস্যভোজী ব্যক্তির ক্রিমিরোগ জন্মে

ক্রিমিবিশেষে নিদানবিশেষ —মাষ, পিষ্টক, অম্ল, লবণ, গুড় এবং শাক ভক্ষণকারীর পুরীষজ ক্রিমি, মাংস, মৎস্য, গুড়, ক্ষীর, দধি ও অম্লভোজীর কফজ, এবং সংযোগাদি-বিরুদ্ধ, অজীর্ণকারী ও শাকাদি ভোজনকারী ব্যক্তির রক্তজ ক্রিমি রোগ জন্মায়।

অভ্যন্তর ক্রিমির লক্ষণ —যে ব্যক্তির উদরে ক্রিমি জন্মে, তাহার জ্বর, শরীরের বিবর্ণতা,উদরে শূলবৎ বেদন ,হৃদ্রোগ, অঙ্গের অবসন্নতা, ভ্রম, অরুচি, অতিসার এই সমস্ত লক্ষণ হয়

কফজ ক্রিমির লক্ষণ —আমাশয়িক কফ হইতে জাত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শরীরের সকল স্থানে গমন করে; ইহাদিগের মধ্যে কতক গুলি বিস্তৃত ও সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় গোলাকার বা চর্ম্মদলের ন্যায় চেপ্টা ও দীর্ঘাকার, কতকগুলি কিঞ্চুলক অর্থাৎ কেঁচুয় র তুল্য, কতকগুলি বা ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম ইহাদের মধ্যে কোনগুলি শ্বেতাভাযুক্ত, কোনগুলি তাম্রাভাযুক্ত নামভেদে তাহারা সাত প্রকার

ক্রিমির নাম ও উপদ্রব —অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চারু, দর্ভকুসুম, সুগন্ধ, এই সাত প্রকার ক্রিমি হইতে মনুষ্যের হৃল্লাস অর্থাৎ উপস্থিত বমনের ন্যায় বোধ মুখ হইতে লালাস্রাব,অপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, জ্বর, আনাহ অর্থাৎ মল মূত্র বোধ, দেহের কৃশতা, হাঁচি এবং নাসাস্রাব হয়

রক্তজ ক্রিমির লক্ষণ।—রক্তবাহী শিরাস্থ রক্ত হইতে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমি জন্মে, তাহারা পাদরহিত, গোল ও তাম্রবর্ণ, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন গুলি এত সূক্ষ্ম যে, বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না উহারা নামভেদে ছয় প্রকার, যথা,—কেশাদ, রোম, বিধ্বংস, রোম দ্বীপ, উডুম্বর, সৌরস ও মাতৃ এই সমস্ত ক্রিমি কুষ্ঠ রোগ উৎপাদন করে

পুরীষজ ক্রিমির লক্ষণ।—পক্কাশয়েতে অধোবিসর্পণশীল যে সমস্ত ক্রিমি জন্মে, তাহারা অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া যে সময়ে আমাশয়োন্মুখ হয়, সেই কালে রোগীর উদ্গার ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ পাওয়া যায় ক্রিমির আকৃতি কোনগুলি পৃথু অর্থাৎ বিস্তৃত, কোনগুলি গোল, কোন গুলি সূক্ষ্ম ও কোনগুলি বা স্থূল; কোনগুলি শ্যাম, কোনগুলি পীত, কোনগুলি শুল, কোনগুলি কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ইহরা নামভেদে পাঁচ প্রকার, যথা,—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য, লেলিহ ইহারা বিপথগামী হইলে পাতলা দাস্ত, শূল, উদরের স্তব্ধতা, শরীরের কৃশতা ও পাণ্ডুতা, রোমহর্ষ, মন্দাগ্নি ও মলদ্বারে কণ্ডু জন্মায়।

কতিপয় ক্ষুদ্রপ্রয়োগ। প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া পরে বাসিজলের সহিত খোরাসানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়

মধুর সহিত পালিতা পত্রের, কেউ পত্রের অথবা সাঙ্খারী রস সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

মধুর সহিত বিড়ঙ্গ চূর্ণ সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়

মুথা, ইন্দ্রবকানি, ত্রিফলা, সজিনাছাল, দেবদারু, ইহাদের কাথে পিপুল ১ মাসা ও বিড়ঙ্গ ১ মাসা বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া খাইলে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগ নষ্ট হয়।

পলাশবীজের রস মধুর সহিত সেবন করিলে কিম্বা উহার বীজ ঘোলের সহিত বাটিয়া খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়

খেজুরপাতার কাথ বাসি করিয়া মধুর সহিত খাইলে সমুদয় ক্রিমি নষ্ট হয়

কাঁচা সুপারি ২ মাসা বাটিয়া ২ তোলা লেবুর রসের সহিত খাইলে অথবা খেজুরপাতার রস ৪তোলা ও লেবুর রস ৪তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়

ভিৎ-লাউবীজ চূর্ণ ২ তোলা ও তক্র ১ পল একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়

মধুর সহিত নারিকেলজল পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

খোরাসানী যমানী সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমিজন্য রোগ নিবারিত হয়

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতা চূর্ণ গুড়ের সহিত তিন দিন সেবন করিলে, অথবা পলাশবীজ, যমানী একত্রিত করিয়া সেবন করিলে সমুদায় ক্রিমি নিঃসারিত হইয়া যায়

কীটারী রস —পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, পলাশবীজ, গন্ধক, এই সকল সমভাবে লইয়া ঘোষালতার রসে এক দিন মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে অনুপান চিনিসংযুক্ত বমদুগ্ধ রস

কীটমর্দ্দ রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বিষদোড়ি শাক ৫ তোলা, বামুনহাটী ৬ তোলা, একত্র মাড়িয়া লইবে মাত্রা ৪ মাস অনুপান মধু ও মুথার কাথ

ত্রিফলাদ্য ঘৃত —হরিতকী ১৬ পল, বয়ড়া ১৬ পল, আমলা ১৬ পল, বিড়ঙ্গ ১৬ পল, পিপুল মূল, চই, চিতামুল, শুঁঠ, মিলত্ ১৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ সৈন্ধব লবণ ২ সের, প্রক্ষেপ চিনি ১ সের

হরিদ্রাখণ্ড।—পালিতার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, ঘৃত ১ সের, হরিদ্রা চূর্ণ ১সের, এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাসবীজ, ত্রিকটু, ভেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল, সোমরাজী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে মাত্রা ১ তোলা, অনুপান শীতল জল

বিড়ঙ্গ তৈল।—কটু তৈল ৪ সের, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা, মিলিত ১ সের, একত্র পান করিবে

ছর্দ্দি অর্থাৎ বমি রোগের সংপ্রাপ্তি ও নিদান।—দূষিত বায়ু, পিত্ত ও কফে এবং বিকৃত বস্তু দর্শনে ও অপ্রিয় বস্তু ভোজনে ছর্দ্দি অর্থাৎ বমি রোগ জন্মায়।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষ ও বিকৃত দ্রব্যাদি দর্শনজনিত এবং

অনিষ্ট গন্ধদ্রব্য ভোজনহেতু মনুষ্যের পাঁচ প্রকার ছর্দ্দি অর্থাৎ বমন রোগ উৎপন্ন হয়। অতি স্নিগ্ধ অপ্রিয় দ্রব্য, অতিশয় লবণ, অকালে অধিক পরিমাণে ভোজন, অহিতকর দ্রব্য ভোজন, শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গর্ভোৎপীড়ন, দ্রুত ভোজন, এই সমস্ত কারণে দূষিত বায়ুপিত্তকফ বলপূর্ব্বক রোগীর মুখ আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে বেদনা দ্বারা পীড়ন করে বলিয়া ইহার নাম ছর্দ্দি।

ছর্দ্দির পূর্ব্বরূপ।—বমনোদ্বেগ, উদ্গার রোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত জলস্রাব, অন্নে এবং পানীয় দ্রব্যে অরুচি, এই সকল লক্ষণ বমিরোগের পূর্ব্বে জন্মিয়া থাকে।

বাতজ ছর্দ্দির লক্ষণ।—বায়ুজনিত বমিতে বক্ষঃস্থলে এবং পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তক ও নাভিদেশে বেদনা, কাশ এবং অন্যান্য অঙ্গ বেদনা, স্বরভঙ্গ, প্রবল উদ্গার ও শব্দ হয় এবং উষ্ণ, অল্প, জল, কষায় রসযুক্ত ও ফেন যুক্ত অল্প পরিমাণে বমি হইয়া থাকে।

পিত্তজ ছর্দ্দির লক্ষণ।—পিত্তজ ছর্দ্দিতে রোগীর মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক, তালু অথবা চক্ষুতে সন্তাপ, গলা জ্বালা, রোমহর্ষ, কফজনিত ছর্দ্দিতে এই সমুদয় লক্ষণ হয় এবং স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর-রসযুক্ত অতিশয় শুভ্রবর্ণ বমি হয়।

কফজ ছর্দ্দির লক্ষণ।—রোগীর তন্দ্রা, মুখের মধুরতা, মুখ হইতে কফস্রাব নিদ্রা, অরুচি, শরীরের গুরুত্ব ও রোমহর্ষ, কফজনিত ছর্দ্দিতে এই সমস্ত লক্ষণ হয় এবং স্নিগ্ধ, ঘন, মধুররসযুক্ত অতিশয় শুভ্র-বর্ণ বমি হয়।

ত্রিদোষজ ছর্দ্দির লক্ষণ।—ত্রিদোষজ ছর্দ্দিতে রোগীর নিরন্তর প্রবল বেদনা, অপাক অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মোহ, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং অম্লসংযুক্ত, নীল কিম্বা রক্তবর্ণ, ঘন এবং উষ্ণ বমি হয়।

ক্রিমিজ ছর্দ্দির লক্ষণ।—ক্রিমিজ ছর্দ্দিতে বমনেচ্ছা অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ ক্রিমিজনিত উদ্গারের ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে।

ছর্দ্দির অসাধ্য লক্ষণ।—যে ক্ষীণ ব্যক্তির অতিশয় বেগবন্ত উপদ্রব থাকে, রক্ত-পূজযুক্ত এবং চন্দ্রিকাসদৃশ অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছস্থিত গোলাকার অংশের বর্ণের ন্যায় বমি হয়, তাহার সেই ছর্দ্দি অসাধ্য, কিন্তু নিরুপদ্রব হইলে সাধ্য, সুতরাং চিকিৎসনীয়।

চিকিৎসা। কতিপয় ক্ষুদ্রপ্রয়োগ।—শ্বেতচন্দন ২ তোলা ও আমলকীর রস ২ তোলা একত্র করিয়া কিঞ্চিত মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বমি নিবারণ হয়।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ৪মাসা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমি নিবারণ হয়

মধুর সহিত হরিতকী চূর্ণ ভক্ষণ করিলে বিরেচন হইয়া বমি নিবারণ হয়

ভাজা মুগ ১ পল, জল ২ সের, শেষ ২ পল, খই চূর্ণ ২ পল, কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এই জল পান করিলে বমি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারণ হয়

খই চূর্ণ, কয়েতবেলের শস্য, মধু, পিপুল ও মরিচ। মধু, হরিতকী, ত্রিকটু, ধনিয়া ও জীরা হরিতকী, গুলঞ্চ, মরিচ, মধু ও পিপুল চূর্ণ, এই তিন প্রকার অবলেহ সেবনে সকল প্রকার বমি ও অরুচি নিবারণ করে

এলাদি চূর্ণ।—এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলআঁটীর শস্য, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন, পিঁপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয় চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে নিবারণ হয়।

অশ্বত্থের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ফেলিয়া নিবাইবে, পরে ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিলে শীঘ্র বমি নিবারণ হয়

রসেন্দ্র।—জীরা, ধনিয়া, পিঁপুল, মধু, ত্রিকটু ও রসসিন্দুর সমভাগে লইয়া মাড়িয়া সেবন করিলে বমি শান্তি হয়

উদাবর্ত্ত রোগ—বায়ুনিঃসরণ মল, মূত্র, জৃম্ভা অর্থাৎ হাই, উদ্গার, শুক্র, ক্ষুধা, পিপাসা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা এই সকল রোধ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ উৎপন্ন হয়

বায়ুরোধ জন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ।—বায়ুনিঃসরণ রোধ করিলে বায়ু বদ্ধ, মল ও মূত্ররোধ, আধ্মান অর্থাৎ পেটফাঁপা, শরীরের দুর্ব্বলতা ও বেদনা, এবং উদরে অন্য প্রকার বায়ুজনিত রোগ অর্থাৎ সূচীবেধনবৎ বেদনা জন্মিয়া থাকে

মলরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ —মলরোধ করিলে পেটে গুড় গুড়া নানা প্রকার বেদনা, মলরোধ, ঊর্দ্ধবাত অর্থাৎ শ্বাস, হিক্কা প্রভৃতি এবং মুখ দিয়া মল নির্গত হয়

মূত্ররোধজন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ —মূত্র রোধ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তক বেদনা, বিনাম অর্থাৎ শরীর নত এবং কুঁচকীতে বন্ধনবৎ যাতনা হইয়া থাকে

জৃম্ভারোধ জন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ —জৃম্ভ অর্থাৎ হাই রোধ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া মন্যাস্তম্ভ, গলনালী রোধ, শিররোগ, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখরোগাদি উৎপন্ন হয়

অশ্রুরোধ জন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ আনন্দ অথবা শোক জন্য নেত্রজল রোধ করিলে মস্তক ভার হয়, এবং নেত্ররোগ ও পীনস অর্থাৎ সর্দ্দি জন্মিয়া থাকে।

হাঁচিরোধজন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ।—হাঁচি রোধ করিলে মস্তকের অর্দ্ধদেশ অথবা সমস্ত বেদনা, মন্যাস্তম্ভ ও বাতরোগবিশেষ এবং ইন্দ্রিয়শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে

উদ্গার রোধ জন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ।—উদ্গার রোধ করিলে বায়ুদ্বারা কণ্ঠ ও মুখ পরিপূর্ণ, অব্যক্ত ভাষণ, নিশ্বাস রোধ, সূচী-বেধনবৎ বেদনা, হিক্কা প্রভৃতি হইতে দেখা যায়

বমনরোধজন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ —বমি রোধ করিলে চুলকানি, অরুচি, শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠরোগ, ব্রণরোগ ও বিস-র্পিকা প্রভৃতি রোগ জন্মে।

শুক্রবেগরোধজন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ।—শুক্রবেগ রোধ করিলে মূত্রাশয়, মলদ্বার ও অণ্ডকোষে শোথ ও বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রা-শরী ও শুক্রস্রাব হয় এতদ্ভিন্ন শুক্রজন্য নানা প্রকার ব্যাধি জন্মে

ক্ষুধারোধ জন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ —ক্ষুধারোধ করিলে তন্দ্রা, অঙ্গবেদনা, অরুচি, বিনা পরিশ্রমে শ্রমজ্ঞান ও দর্শনশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে।

তৃষ্ণারোধ জন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ।—তৃষ্ণা বোধ করিলে কণ্ঠ ও মুখশোষ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও হৃদয়ে বেদনা হয়

দীর্ঘশ্বাস রোধজন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ।—পরিশ্রান্ত ব্যক্তি নিশ্বাস রোধ করিলে হৃদ্রোগ, মোহ, গুল্ম রোগ জন্মে।

নিদ্রারোধ জন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ।—নিদ্রা রোধ করিলে জৃম্ভন, শরীর বেদনা, চক্ষু ও মস্তকের জড়তা ও তন্দ্রা জন্মিয়া থাকে

বায়ুজন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণ।—রুক্ষ অর্থাৎ স্নেহশূন্য, কষায়, কটু অর্থাৎ ঝাল ও তিক্ত দ্রব্য ভক্ষণে কুপিত বায়ু কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অচিরাৎ উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে অপরবায়ু, মল, মূত্র, রক্ত, কফ ও মেদবহ স্রোত সকল বন্ধ করিয়া মল শোষণ করে এবং হৃদয়ে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, ক্লান্তি ও বিবমিষা উপস্থিত করে, এবং রোগী অতি কষ্টে বায়ু ও মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে এতদ্ভিন্ন শ্বাস,কাশ, নাসিকা হইতে কফস্রাব, দাহ, পিপাসা, মোহ, জ্বর, হিক্কা, শিররোগ, চিত্তচাঞ্চল্য, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও অন্য নানা প্রকার বাত রোগ জন্মে

আনাহ রোগ যে রোগ ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত, অপক্ক রস, অথবা মল বায়ু কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া যথানিয়মে অর্থাৎ দাস্ত ও প্রস্রাবরূপে নির্গত না হয়, তাহাকে আনাহ রোগ বলে

আম ও মল জন্য আনাহের লক্ষণ।—অপক্ক রস জন্য আনাহে নাসাস্রাব, তৃষ্ণা, মস্তক বেদনা, আমাশয়ে বেদনা ও গুরুতা, হৃদয়ের জড়তা ও উদ্গার হয় পক্কাশয়ে মল জন্য আনাহে কটী ও পৃষ্ঠদেশের জড়তা, মলমূত্র রোধ, মূর্চ্ছা, পক্কাশয়ে বেদনা ও বমিতে মল নির্গত, শোথ ও পূর্ব্বোক্ত অলসকের লক্ষণ সমুদয় দৃষ্ট হয়।

উদাবর্ত্তের চিকিৎসা —বায়ুজন্য উদাবর্ত্তে স্নেহ, যথা,—তৈল ঘৃতাদির স্বেদ, প্রদাহানন্তর নিরূহক্রিয়া কর্ত্তব্য, মল নিরোধ জন্য উদাবর্ত্তে আনাহোক্ত ক্রিয়া বিধেয়

নারাচ চূর্ণ।— চিনি ১ পল, তেউড়ি ১ পল, পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে ২ তোলা অবলেহ অর্থাৎ চাটিয়া খাইলে উদাবর্ত্ত রোগ শান্তি হয়।

নারাচ রস।— পারা, গন্ধক, মরিচ, প্রত্যেক এক ভাগ, সোহাগা, পিপুল, শুঁঠ প্রত্যেকে ২ ভাগ, সর্ব্বসমান নিস্তুষ জয়পাল, এই সমুদয়কে সিজের আটায় তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া নারিকেলের মধ্যভাগে স্থাপন-করতঃ প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। পরে তাহার ভিতর হইতে ঔষধ উদ্ধার করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ নাভিদেশে প্রলেপ দিলে বা ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে বিরেচন হয়।

বলা বাহুল্য যে, নারিকেলটীতে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া শুষ্ক হইলে তবে আগুনে পোড়াইবে।

আনাহের চিকিৎসা।—তেউড়ী, হরিতকী ও শ্যাম সিজের মূল চূর্ণ, উষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিলে মলমূত্রাদি নির্গত হইয়া আনাহ রোগ নিবৃত্তি পায়।

ক্লোম রোগ।—প্লীহা ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যভাগে ক্লোম যন্ত্র আছে। ইহার অপর নাম তিল বা তিলক। ইহাতে এক প্রকার রোগ জন্মে। তাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য হয়। অপরিমিত ভোজন, স্নিগ্ধ ও অন্যবিধ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং অভিষ্যন্দি কারণে এই যন্ত্রের বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে। কখন ইহার বৃদ্ধি ও কোমলত্ব, ইহাতে রক্তসঞ্চয় ও বিদ্রধি এবং অন্যান্য বহু প্রকার পীড়া জন্মে। উপরোক্ত কারণে এই যন্ত্র বিকৃত প্রাপ্ত হইলে অগ্নিমান্দ্য, বমনের বেগ, বমন, দেহের কৃশতা ও পাণ্ডুতা, অবসন্নতা, ভ্রম, উর্দ্ধোদরে অত্যন্ত বেদনা, কাঠিন্য ও উষ্ণতা, শূল, আধ্মান ও মুখদিয়া লালাস্রাব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে বিদ্রধি হইলে অত্যন্ত পিপাসা হয়। ক্লোমযন্ত্রে কখন কখন অশ্মরীবৎ শিলা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, ইহা অতি কষ্টদায়ক ও দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা।—অগ্নিদীপ্তিকারক এবং বাতানুলোমক অন্ন, পান, ঔষধ সমস্ত ক্লোমপীড়ার হিতকর।

হরিতকী, আমলা, দেবদারু, ধন্ব, শুঁঠ, দ্রাক্ষা ও অনন্ত মূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ক্লোম রোগের ধ্বংস হয়

সুরেন্দ্রাভ্র বটী —সহস্র পুটিত অভ্র, হিঙ্গুলোত্থ পারা, কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক, হীরক, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক ও কাণ্ড লৌহ এই সমুদায় সমভাগে চিতার রসে মাড়িয়া ২রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে অনুপান জল

ক্লোমযন্ত্রে যখন যেরূপ ব্যাধি হইবে, চিকিৎসক তাহা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দোষ ও রোগীর বলানুসারে চিকিৎসা করিবেন ক্লোমরোগে অনুগ্র অন্ন, পান সেবনীয়, এবং সমস্ত উগ্র দ্রব্যাদি পরিবর্জনীয়

অন্ত্ররোগ। ক্ষুদ্রান্ত্র পীড়ায় অর্থাৎ অন্ত্রাবরোধে উদরে সূচীবেধনবৎ বেদনা, অত্যন্ত মলরোধ, আধ্মান, উদরের পেশী সকলের আক্ষেপ, নাভিদেশে আকর্ষণ বোধ, পূরীষসংযুক্ত বমন, বলক্ষয় হিক্কা, উদরে ঘোরতর বেদনা, ক্ষুধানাশ এবং অতিশয় অসুস্থচিত্ততা, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে

অন্ত্রের কোন অংশ অন্যাংশের ভিতর প্রবেশ, অন্ত্রের ব্যাবৃত্তি ও স্থানভ্রংশ, দুষ্ট ব্রণাদির উৎপত্তি, এবং ক্ষতাদি নিবারণের পর সঙ্কোচ ইত্যাদি কারণে এই ভয়ানক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা প্রায়ই সাংঘাতিক হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা —অন্ত্রাবরোধে বিবেচনামত বিরেচন ও বস্তিকর্ম্ম প্রযোজ্য ইহাতে উদরে স্বেদপ্রদান করিলে উপকার দর্শে

সজল সুরা ও অহিফেণ ব্যবহারে আকুঞ্চন, আক্ষেপ ও বেদনার শান্তি হয়। অহিফেণ প্রতি দেড় বা দুই প্রহর অন্তর অর্দ্ধ রতি মাত্রায় প্রযোজ্য।

ধুতুরা পত্র ও ঢেঁড়িফল কাঁজির সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বিশেষ আরাম লাভ হয়

শস্ত্রদ্বারা উদর ছেদন করিয়া অন্ত্রাবরোধ নিবারণ করিবার চেষ্টা করা প্রায়ই বিপজ্জনক শস্ত্রক্রিয়া দৈবাৎ কাহার মঙ্গলের নিমিত্ত হইতে দেখা যায়

এই পীড়ায় দ্রব পান হিতকর নহে। অতএব রোগীকে ঘন মাংসরস এবং বিবেচনামত অন্য পথ্য দিবে।

হোমিওপ্যাথিকে শূলাদি রোগ চিকিৎসা।

অম্লপিত্ত।—অত্যন্ত গুরুপাক দ্রব্য যথা,—হংসমাংস, আইস্-ক্রিম, শশা, সুরা ইত্যাদি ভক্ষণে পীড়াদায়ক অজীর্ণ রোগ জন্মে

চিকিৎসা।—আহারের পরিমাণ এবং উপযুক্ততাবিষয়ে সাবধান লইতে হইবে এবং অতিরিক্ত শ্রম, অনাহারে দীর্ঘ পথ গমন ইত্যাদি পরিহার করা কর্ত্তব্য

মুখের আরক্ততা, বক্ষস্থলের স্পন্দনাধিক্য এবং শিরঃপীড়া নিবারণ জন্য "বেলেডোনা" দিবে

বিবেচনাশক্তির হ্রাস, চক্ষে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা, দৌর্ব্বল্য, কম্পন, ইত্যাদির জন্য "সিমিসিফিউগা" প্রয়োগ করিবে

স্নায়বিক বেদনা শূলবেধনবৎ তীব্র হইলে 'ইগ্নেশিয়া" ব্যবস্থা করা যায়

কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি বেদনার আক্রমণ হয়, তবে "আর্সেনিক" দ্বারা উপকার দর্শে।

পিত্তজন্য পীড়া হইলে "ক্যামোমিলা" বিশেষরূপে প্রয়োগ করা যায়

যদি ক্রমাগত অতিরিক্ত পরিমাণে বমন হইতে থাকে, এমন কি, চা কিম্বা জল পর্য্যন্ত পেটে না থাকে, তবে "ভেরেট্রাম্ ভিরাইড" দিতে হইবে

উপরোক্ত সমস্ত ঔষধগুলি প্রথম ১৫ মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার পরে এক ঘণ্টা অন্তর দিবে।

অল্প পরিমাণে লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা গিয়া থাকে

শূল বা কেলিএক্ —অকস্মাৎ পাকস্থলীতে বেদনা, সেই বেদনা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে, কিয়ৎক্ষণ নিবৃত্ত থাকিয়া আবার আক্রমণ করে, তাহাতে রোগী অস্থির হইয়া দারুণ যন্ত্রণায় দ্বিগুণতর অস্থির হইয়া আর্ত্তরব করিতে থাকে সচরাচর এই বেদনা নাভি-স্থলের নিকটে অনুভূত হয়। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের বাষ্প হইতে সম্প্রসারণ ও পাকস্থলীর আক্ষেপ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অজীর্ণ-কর খাদ্য ভক্ষণে, অত্যন্ত শৈত্যাধিক্য, বিশেষতঃ আর্দ্র পদে অব-স্থান হেতু, কিম্বা বালকদিগের ক্রিমি এবং স্ত্রীলোকদিগের ঋতুজন্য উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—পীড়া অধিক হইলে রোগীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া ফোমেণ্ট করিবে প্রতি পাঁচ বা দশ মিনিট অন্তর "কলোসিন্থ" প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শাম্য না হইলে সেইরূপ "নক্সভমিকা" দিবে। ক্রিমি জন্য হইলে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর "সিনা" ব্যবস্থা করিবে। স্ত্রীলো-কের ঋতুকালে এই পীড়া হইলে "ক্যামোমিলা" প্রয়োগ উপযুক্ত। পীড়া যতই কেন যন্ত্রণাদায়ক হউক না, পাকস্থলীর উপরে চাপিয়া ধরিলেই বেদনার উপশম বোধ হইবে; কিন্তু পাকস্থলীর প্রদাহ রোগে তাহার উপর সামান্য চাপও সহ্য হয় না

লেড্ কলিক্।—ছাপাখানার কম্পোজিটার, চিত্রকর বা অন্য কোন ব্যক্তি যে শুভ্র সীসক লইয়া সর্ব্বদা কাজ কর্ম্ম করে, কোন প্রকারে তাহাদের দেহ মধ্যে ঐ সীসক বা তাহার কদর্য্য বাষ্প প্রবিষ্ট হইলে, উদরে শূলবৎ বেদনা হইয়া থাকে, তাহাকেই লেড্ কলিক্ বলে। নূতন সীসকরচিত নল কিম্বা পাত্রে জল রাখিলে, ও সেই জল পানে এই পীড়া হইতে পারে

চিকিৎসা।—প্রতিদিন তিন ঘণ্টা অন্তর "ওপিয়ম" অথবা "সল্‌ফিউ-রিক্ য়্যাসিড" প্রয়োগ করিবে। যাহারা সীসক ব্যবহার করে, তাহাদের সাবধান হওয়া উচিত, যেন উহা কোনমতে নখাগ্রভাগ স্পর্শ করিতে না পারে, অর্থাৎ নখের এমন স্থল যদ্দারা সহজে কোন দ্রব্য দেহাভ্য-

স্তবে প্রবেশ করিতে পারে যদি অসাবধানতা পূর্ব্বক স্পর্শ করে, তবে তৎক্ষণাৎ পরিধান করিয়া ফেলিতে হইবে

ক্রিমি উদরে অসুখ বা বেদনা, কখন উদর শক্ত ও স্ফীত, কখন অতিরিক্ত দাস্ত, কখন বা একবারে বদ্ধ কোৎপাড়ায় শ্লেষ্মা, মল এবং রক্ত পড়ে, গুহ্যদ্বারে কষ্ট, জিহ্বা অপরিষ্কার, দূষিত নিশ্বাস, কখন ক্ষুধা-মান্দ্য, কখন বা তাহার আধিক্য, নাসিকা ও মলদ্বারে চুলকানি, নিদ্রিত অবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, চক্ষু কোটরগত, মুখ বিবর্ণ, শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক, শরীর ক্ষীণ ও সহজে ভয়োদ্রেক হয়

চিকিৎসা —পূর্ব্ববর্ত্তী কারণগুলি বিদ্যমান থাকিলে "সণ্‌ফোর" দুইটী ক্ষুদ্র বটী বা একটী বড় বটী অথবা এক ফোঁটা আরক প্রতি রাত্রে এবং প্রাতে শূন্য উদরে সেবন করাইবে

গোল বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি হইয়া মলাশয়ে শূল বেদনা হইলে, রোগী চমকিয়া উঠিলে এবং পেট ফাঁপা থাকিলে "সণ্‌ফোরের" ন্যায় "সিনা" ব্যবহার করিবে

অস্থিরতা, নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠে, মুখে বেদনা, হরিৎ ও শুভ্র মলস্রাব থাকিলে "ইগ্নেসিয়া" দিবে মাত্রাদি সমস্ত সণ্‌ফোরের ন্যায়

হাকিমীমতে উদরাদি পীড়ার চিকিৎসা।

উদর রোগের বিবরণ —এই রোগে উদর, হস্ত এবং পদ ফুলিয়া উঠে, কখন কখন জ্বর হয়, পিপাসা থাকে, শরীর শুষ্ক হয়, আর ঐ ফুলা টিপিলে বসিয়া যায়, চারি পাঁচ মিনিটের পরে পুনর্ব্বার সমান হয়

কারণ —শরীরের দুর্ব্বলতা ও কখন কখন দীর্ঘকাল জ্বর ভোগ করিলে এই পীড়া জন্মে

উপায়।

সোরা	...	...	১ মাসা।
চিনি	...	...	১ মাসা

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মাতৃগুড়ের সহিত ঐ ওজনে দিবসে দুইবার খাওয়াইবে এই প্রকার অষ্টাহ পর্য্যন্ত খাওয়াইলে অধিক প্রস্রাব হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়

অন্য প্রকার।

শুঁঠ	..	..	১ তোলা।
মরিচ		..	১ তোলা।
পারা		...	১ তোলা।
গন্ধক	...		১ তোলা
জয়পাল	...	..	৩ তোলা

সমুদায় জলে বাটিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এক একটী বটী প্রতিদিন প্রাতে চিনির সরবতের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে

ষষ্ঠ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা।

প্লীহা উদরের একটী যন্ত্রবিশেষ, উহা দীর্ঘাকার, কোমল, স্থিতিস্থাপক, ঘোর ধূম্রবর্ণ, উহার গুরুত্ব সচরাচর ৬ আউন্স, দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চ ও প্রসার ৩ ইঞ্চের কিঞ্চিৎ অধিক। প্লীহাদ্বারা জীবদেহের রক্তকণিকাসকল নির্ম্মাণের সাহায্য হইয়া থাকে, প্লীহা, যকৃৎ হইলে যে যে পীড়া হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্লীহার রক্তাধিক্য।—হঠাৎ প্লীহার মধ্যে রক্তাধিক্য হইলে প্রবল বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যখন সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরের

সহিত ক্রমে ক্রমে এই অবস্থা ঘটে, তখন প্রায় বেদনা অনুভব করিতে পারা যায় না কিন্তু প্লীহা স্থান ভারি স্ফীত বোধ হয়, এবং উহা টিপিলে বেদনা বোধ হয় কোন জ্বরের সহিত এই পীড়া না হইলে কেবল ইহার জন্য অন্য প্রকার জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায় না ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পরিপাক ও পরিপোষণ যন্ত্রের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইতে থাকে ও ক্রমে শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল, রক্তবিহীন, মল কৃষ্ণবর্ণ, মূত্র বিবর্ণ, এবং জিহ্বা লেপযুক্ত ও শিথিল হইতে পারে ইহাতে রক্তের যে কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা বলিতে পারা যায় না।

চিকিৎসা।—রুবার্ব প্রভৃতি মৃদু বিরেচক ঔষধ, লৌহঘটিত ঔষধের সহিত কুইনাইন ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পারে। কম্প-জ্বর বা যকৃতের কোন পীড়ার সহিত এই অবস্থা ঘটিলে নাইট্রোমিউ-রিয়েটিক্ য্যাশিড, বার্ক, ও মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলে স্নান ব্যবস্থা করিবে।

দীর্ঘকাল জ্বরভোগ করিলে প্লীহা বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিবে

টীং আইওডিন্	...	২ আং
টীং ফেরি মিউরিয়েটীস্	...	২ আং
জল	...	১ আং

এই মিশ্র দ্রব্যের ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা ১ আউন্স জলের সহিত দিবসে ৩ বার খাইতে দিবে

কন্‌ফেক্‌সন্ রোজ	...	উপযুক্ত পরিমাণে
আইওডাইড অফ্ লেড	...	২ গ্রেণ

এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া দিবসে ২ ৩ ৪টী সেবন করিতে দিবে

ব্রোমাইড্ অফ্ পটাশিয়ম্	...	৫ গ্রেণ।
ফেরিসাইট্রেট অফ কুইনাইন্	...	৪ গ্রেণ।

এক এক মাত্রায় দিবসে দুইবার ব্যবহার করা যাইতে পারে

কুইনি সল্‌ফ্	...	১ গ্রেণ
ফেরি সল্‌ফ্	...	১ গ্রেণ।

পলুব রিষাই	...	...	...	১ গ্রেন।
পলুব জিঞ্জাব	..	..	...	১ গ্রেন

এক পুরিয়া। এইরূপ পুরিয়া দিবসে ৩ বার খাওয়াইবে।

কুইনি সলফ	.	..	..	১ গ্রেণ
ফেরি সলফ		..	...	১ গ্রেণ
ম্যাগ্নেসিঃ সলফ	...		...	১ ড্রাম।
য়্যাশিড সলঃ ডাইঃ	..	..	...	৮ বিন্দু।
টীং জিঞ্জাব	.	.	...	২ ড্রাম
জল	.		..	১ আং।

একমাত্রা এইরূপে দিবসে ৩ বার দিবে।

কুইনি সলফ্	...	..	..	৩ গ্রেণ।
ফেরি সলফ	...	.	...	২ গ্রেণ
য়্যাসিড নাইট্রোমিউরিয়েটিক্ ডাইঃ			.	১০ ফোঁটা।
ইন্‌ফিউজন্ কোয়াসিয়া		...		১ আং।

এক এক মাত্রা—দিবসে ২।৩ বার।

ফেরি আইওডাইড	..	...	..	৪ গ্রেণ।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	...	.	..	১ আং

এক এক মাত্রায় দিবসে ২। ৩ বার।

প্লীহার প্রদাহ।—নাতিশীতোষ্ণ দেশে ও ম্যালেরিয়াবিহীন দেশে প্রায়ই এই পীড়া দৃষ্ট হয় না। অনেকে ম্যালেরিয়াকেই ইহার প্রকৃত কারণ অনুমান করিয়া থাকেন।

লক্ষণ।—প্লীহাস্থানে বেদনা, স্ফীতি, অজীর্ণ, উদরাময়, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—ইহাতে প্রদাহের চিকিৎসা করিবে, কিন্তু কোনমতে রক্তমোক্ষণ বা পারদ সেবন যুক্তিযুক্ত নহে পুরাতন প্রদাহে বিরেচক ঔষধের সহিত লৌহঘটিত ঔষধ ও কুইনাইন্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা প্লীহাবিবৃদ্ধ রোগে যে সকল ঔষধের উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহাতেও সেগুলি প্রয়োগ করিবে

প্লীহারোগে বাহ্যক্রিয়ার জন্য নিম্নলিখিত মলম প্রয়োগ করিবে, যথ, লিনিমেণ্ট পটাশি আইওডাইড

কঠিন সাবান	. . .	১২ আং
পটাশ আইওডিন্	.. ..	১২ আং।
গ্লিসিরিণ	.	১ আং।
লেমন্ অয়েল্	.. ..	১ ড্রাম।
পরিস্রুত জল	.. ..	১৩ আং।

টীং আইডিনও ব্যবহার করা যায়, কিন্তু হাইড্রার্জ আইওডি রূব্রম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট

যকৃৎ।—মনুষ্যদেহে যকৃতই প্রধান যন্ত্র ইহা হইতে পিত্তরস নিঃসৃত হইয়া পরিপাকক্রিয়া এবং রক্তের পোষণক্রিয়া সম্পন্ন করে যকৃতের অনুপ্রস্থ ব্যাস প্রায় ১২ইঞ্চ এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাস প্রায় ৭ইঞ্চ প্রৌঢ়াবস্থ লোকের যকৃৎ স্বভাবতঃ ১হইতে ২সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে নানা কারণে যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হয়, আয়তন বৃদ্ধি হয়, এবং তাহাদের প্রতিকার না হইলে উহা এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া মনুষ্যের জীবন নষ্ট করে।

যকৃৎ বেদনা।—পূর্ব্বে এই রোগকে পৃথকরূপে নির্ব্বাচন করা হইত না, কিন্তু আজিকালি অনেকে কেবলমাত্র যকৃৎযন্ত্রে বেদনা হইলে তাহাকে পৃথক রোগমধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন এইরূপ বেদনাকালে এক প্রকার মানসিক নিস্তেজতা জন্মে কখন কখন তীব্র বেদনা ও বমন হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—ম্যালেরিয়াবশতঃ এই পীড়া হইলে কুইনাইন্ দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা হাইড্রোক্লোরেট্ অফ্ অ্যামোনিয়াই ইহার মহৌষধ বলিতে হইবে। চারি ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ ড্রাম পরিমাণে সেবন করাইলে নিশ্চয়ই বেদনা ভাল হয়

যকৃতের রক্তাধিক্য—স্বাভাবিক অবস্থাতেও নানা কারণে যকৃতমধ্যে রক্তের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে উহার আয়তনেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে সচরাচর পরিপাক

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
জীবন, স্বাস্থ্য, পীড়া ও মৃত্যু	
রোগ ও রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়	১
জ্বরচিকিৎসা	২
উদরাময় চিকিৎসা	৬
ওলাউঠা বা বিসূচিকা চিকিৎসা	১০
পাকস্থলী ও অজীর্ণ রোগ চিকিৎসা	১১
শূল ও অন্যান্য আন্ত্রিক রোগ চিকিৎসা	১৫
প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা	১৮
পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা	২০৭
হিমারেজ বা রক্তপিত্ত চিকিৎসা	২১২
কাসাদি রোগের চিকিৎসা	২২৮
হৃৎপিণ্ডের পীড়ার চিকিৎসা	২৭১
মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়ার চিকিৎসা	২৮৬
সিফিলিস্ বা উপদংশ চিকিৎসা	৩১১
ধ্বজভঙ্গ চিকিৎসা	৩৪৭
অণ্ডকোষ বৃদ্ধির চিকিৎসা	৩৫২
অর্শরোগ চিকিৎসা	৩৫৭
অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা	৩৭০
কণ্ঠাগত রোগের চিকিৎসা	৩৭৩
গলগণ্ড চিকিৎসা	৩৮৫
জিহ্বা ও মুখরোগ চিকিৎসা	৩৯১
দন্তরোগের চিকিৎসা	৪০৭

বিষয়			পৃষ্ঠা।
[illegible]রোগ চিকিৎসা		..	৪২২
[illegible]ক্ষুরোগ চিকিৎসা		...	৪৩০
কর্ণরোগ চিকিৎসা		.	৪৩৬
শিরঃপীড়া চিকিৎসা	.		৪৪৩
সন্ন্যাসাদি মস্তিষ্কীয় রোগ চিকিৎসা	..	...	৪৬১
উন্মাদ রোগের চিকিৎসা	...	...	৪৮০
[illegible]ত-পক্ষাঘাতাদি রোগ চিকিৎসা	..	...	৪৯৪
[illegible]সি বা শোথের চিকিৎসা	.	...	৫১২
কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ চিকিৎসা	.	.	৫৪১
বসন্তাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা		...	৫৬০
[illegible]রোগ চিকিৎসা	.	..	৫৭৫
শিশুচিকিৎসা		..	৬০৬
বিষ চিকিৎসা	.	..	৬[illegible]

পরিশিষ্ট।

মিড্‌ওয়াইফারী বা ধাত্রীবিদ্যা।—

[illegible] বিবরণ	...	...	৬৩১
[illegible] নির্দ্দেশ	...	...	৬[illegible]২
[illegible]	...	.	[illegible]
[illegible]	.	...	[illegible]
[illegible]	.	.	[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]		..	[illegible]
[illegible]			[illegible]

শোধনবিধি	...	৭
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ ও পরিমাণ	...	৭
ঔষধের মিশ্রণ	...	৭

চিত্রের সূচী।

চিত্রের নাম।		পৃষ্ঠা।
১। বহির্যোণী যন্ত্র	...	[illegible]
২ অন্তর্যোণী যন্ত্র	...	৬৩
৩। জরায়ুকুসুমের চিত্র	...	৬৩
৪ গর্ভস্থ শিশুর চিত্র	...	[illegible]
৫ মনুষ্যকঙ্কালের চিত্র	...	[illegible]

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

শরীরতত্ত্ব।—

সাধারণ বিষয় ...	৬৬৩
রক্ত ...	৬৭০
য়্যালোপ্যাথিকে ঔষধের ওজন ...	৬৭৩

মেটেরিয়া মেডিকা বা দ্রব্যগুণ —

য়্যাষ্ট্রিঞ্জেণ্ট বা সঙ্কোচক ...	৬৭৪
আর্টিরিয়েল সিডেটিভ্স্ বা ধামনিক অবসাদক ...	৬৭৮
নার্ভস্ সিডেটিভ্স্ বা স্নায়বীয় অবসাদক ...	৬৮০
ষ্টিমুলেণ্ট বা উত্তেজক ...	৬৮৩
টনিক বা বলকারক ...	৬৯১
পরিবর্ত্তক বা অল্‌টারেটিভ্‌স্ ...	৬৯৯
বিরেচক বা কেথার্টিক্স ...	৭০৫
বমনকারক বা এমেটিক্স ...	৭১০
মূত্রকারক বা ডাইউরেটিক্স ...	৭১১
শ্লেষ্মনিঃসারক বা এক্সপেক্টোরেন্টস্ ...	৭১৪
স্নেহকর বা ডিমালসেন্টস্ ...	৭১৬
ক্রিমিনাশক বা এন্থেলমিন্টিক্স ...	৭১৮
অম্লনাশক বা এন্টাসিডা ...	৭১৯
লালানিঃসারক বা সায়েলোগগস্ ...	৭১৯
সুগন্ধ বা এরোমেটিক্স ...	৭২০
পিত্তনিঃসারক বা কোলেগোগস্ ...	৭২৫
রজোনিঃসারক বা এমিনাগগস্ ...	৭২৫
ক্ষার ...	৭২৬
সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় ...	৭২৭
আয়ুর্বেদোক্ত পরিভাষা ...	৭৩০
[illegible] ...	৭৩১

লক্ষণ, ঔষধপ্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। প্রথমে এ্যালোপ্যাথিক, তৎপরে বৈদ্যক, তৎপরে হোমিওপ্যাথিক ও তৎপরে হাকিমীমতে রোগচিকিৎসা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে আমি দেশের চিকিৎসকদিগের যদি বিন্দুমাত্রও উপকার দর্শে, তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ভাঙ্গামোড়া।
৫ই বৈশাখ, ১২৯৫ সাল। } শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" এত অল্প দিনে জনসমাজে এতদূর আদৃত হইবে। প্রথম সংস্করণ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার ছয় মাস মধ্যে সমস্ত পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হওয়ায়, এবারে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "চিকিৎসা-বারিধি" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। দিন দিন "চিকিৎসা-বারিধির" যেরূপ আদর বাড়িতেছে, তাহাতে বিশ্বাস হয়, যে, অল্প দিনেই দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশেষিত হইবে। আশা করি, সাধারণের নিকট এবারেও পূর্ব্ববারের মত উৎসাহ পাইব। ইতি ১লা, ১২৯৫ সাল

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"চিকিৎসা তত্ত্ব-বারিধি" প্রথম দুই সংস্করণ অপেক্ষা অনেক পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, আরও বৃহদাকারে তৃতীয়বার প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে কতকগুলি নূতন বিষয় এ পুস্তকে সংযোজিত করা হইয়াছে, ও কতকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়া তৃতীয় সংস্করণ "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধিকে" সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সাধারণের উৎসাহ পাইলেই শ্রম ও যত্ন সার্থক হয়।

১৩ নং জোড়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়,
১লা আশ্বিন [illegible] সাল। প্রকাশক।

দুই একটী আবশ্যকীয় কথা।

পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্ট সংযোজিত হইল। পাঠকগণ অগ্রে পরিশিষ্টটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন।

যে সমুদায় য়্যালোপ্যাথিক ঔষধের নাম বৃহৎ, সেইগুলি পরিশিষ্টে দুই লাইনে লিখা হইয়াছে, এবং একটী ঔষধ হইতে আর একটী ঔষধকে পৃথক রাখিবার জন্য প্রত্যেক ঔষধের নামের নিম্নে একটু অধিক ফাঁক রাখা হইয়াছে, পাঠকগণ উহা সতর্কতার সহিত পাঠ করিবেন।

কালে ও অধিক পরিমাণে আহরীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলে এবং উহার সহিত অধিক মেধ, শর্করা বা য়্যাল্‌কোহল্‌ অর্থাৎ সুরা থাকিলে এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

লক্ষণ।—রোগী সচরাচর যকৃৎপ্রদেশে টান ও বেদনা অনুভব করে এবং টিপিলে ঐ বেদনা কিছু অধিক হয়। কখন কখন ঐ বেদনা স্কন্ধে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই রক্তাধিক্য হইবার ২। ১ দিন পরে জন্‌ডিস্‌ বা কামলা উপস্থিত হয়। বমনোদ্বেগ, ক্ষুধামান্দ্য, শিরঃপীড়া, জিহ্বা লেপযুক্ত, আধ্মান, অজীর্ণের অন্যান্য লক্ষণ, কখন কখন উদরাময়ও হইয়া থাকে রক্তসঞ্চালনের যান্ত্রিক অবরোধজন্য যকৃতে রক্তাধিক্য হইলে উদরাময় না হইয়া বরং কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা লেপযুক্ত, তিক্তাস্বাদ, দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণতা, ও উদররোগও হইতে পারে। প্রস্রাব প্রায়ই পরিমাণে অল্প, ঘোরবর্ণ ও পিত্তযুক্ত হয়।

চিকিৎসা।—রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই রোগে রক্তমোক্ষণ করা যায় নিতান্ত রক্তমোক্ষণ আবশ্যক বা অযোগ্য হইলে যকৃতের উপর সর্ষপ পলস্ত্র বা বা পুল্‌টিস্‌ ব্যবহার করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সল্‌ফেট্‌ অফ সোডা, নাইট্রেট্‌ অফ ম্যাগ্নেসিয়া, বাই টার্ট্রেট অফ পটাস্‌, সিড্‌লিস্‌ পাউডার * ইত্যাদি লবণসম্বন্ধীয় বিরেচক দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করিলে উপকার হবার সম্ভাবনা। উদরাময় থাকিলে হঠাৎ উহা বন্ধ করা উচিত নহে কখন কখন ক্যালোমেল্‌ বা পডোফিলিন্‌ দ্বারা উপরোক্ত বিরেচক ঔষধের ক্রিয়া বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে

উষ্ণ জলে স্নান উপকারজনক হইতে পারে। উত্তেজক দ্রব্য কোন মতে আহার করা উচিত নহে। অল্প দুগ্ধ ও শর্করা পথ্য দিবে, কোন য়্যাল্‌কোহল্‌, মদিরা, মশলা, স্নেহ ও গুরুপাক দ্রব্য খাইতে দিবে না।

উদরে উত্তেজক আহারীয় দ্রব্য থাকিলে বমনকারক ঔষধ আবশ্যক

---

* সিড্‌লিস্‌ পাউডার।—সোডা ২০ গ্রেণ, টার্টারিক য়্যাসিড ৩০ গ্রেণ, সোডি পটাশি টার্ট ৪০ গ্রেণ

হইতে পারে। বমনকালে যকৃৎ নিপীড়িত হওয়াতে উহা হইতে রক্ত বহির্গত হইয়া উপকার দর্শিতে পারে।

পাকাশয়ের উত্তেজনা থাকিতে কার্বনেট অফ সোডা বা পটাশ, ও উদ্ভিজ্জ অম্ল ব্যবহার করিবে। দিবসে আহারের পূর্ব্বে ৩। ৪ বার এই ঔষধ সেবন করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

পীড়ার দুরূহ লক্ষণ সমুদায় অন্তর্হিত ও দৌর্ব্বল্য এবং অজীর্ণের লক্ষণ থাকিলে ট্যাবাক্সিকম্, জেনিশন্, নাইট্রিক বা নাইট্রোমিউরিয়েটিক য়্যাশিড,এবং রোগী ম্যালেরিয়াপ্রধান-স্থানবাসী হইলে অল্পমাত্রায় কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধে উপকার হয়।

হাইড্রোক্লোরিক য়্যাশিড	...	...	...	২ আং।
নাইট্রিক য়্যাশিড	..	...	...	১ আং।
জল	...	...	...	৪ সের

এই মিশ্র দ্রব্যের সন্তাপ ৯৬ বা ৯৮ডিগ্রী থাকিতে থাকিতে তাহাতে পাদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিবে এবং স্পঞ্জ দ্বারা উরু ও বাহুর অভ্যন্তর প্রদেশে, উদরে ও যকৃতের উপর মার্জ্জনা করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এইরূপ ক্রিয়া করিলে উপকার দর্শে

যকৃৎপ্রদাহ।—যকৃতের প্রদাহ নানা প্রকার এবং উহার ফলও বহুবিধ। প্রদাহের স্থানও সর্ব্বত্র সমান নহে। প্রদাহের এই প্রকার ভেদহেতু নানা জনে নানা প্রকারে এই পীড়ার বর্ণনা করেন এস্থলে নিম্নলিখিত প্রদাহিক পীড়ার বিষয় বর্ণনা করা যইবে। যথা,—

১। পেরিহিপাটাইটিস্ বা যকৃদ্বেষ্ট প্রদাহ।

২ ডিফিউজড্ প্যারেন্‌কাইমেটশ্ প্রদাহ বা যকৃৎ পদার্থের বিস্তৃত প্রবল প্রদাহ।

৩। যকৃৎ পদার্থের পরিমিত প্রদাহ বা স্ফোটক।

৪। সিহ্‌রসিস্ বা পুরাতন প্রদাহ।

যকৃদ্বেষ্ট প্রদাহ।—কখন কখন যকৃতের প্রদাহ না হইয়া কেবল উহার আবরণ সৌত্রিক ঝিল্লী ও গ্লিসনাখ্য কোষে প্রদাহ হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—যকৃৎ চাপিলে,নড়িলে, বা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে অল্প

বেদনা বোধ হয়, কিন্তু যকৃতের আয়তনের পরিবর্ত্তন হয় না জণ্ডিস্ বা জ্বরের লক্ষণ অল্প বা এককালেই থাকে না।

চিকিৎসা।—প্রদাহের সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা ইহার উপকার হইতে পারে।

যকৃৎ পদার্থের বিস্তৃত প্রবাল প্রদাহ।—এইরূপ প্রদাহদ্বারা যকৃতের য়্যাকিউট য়্যাট্রফি হয়। উক্ত পীড়ার সহিত ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা সবিস্তারে লিখিত হইবে, আপাততঃ ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল।

লক্ষণ।—প্রচণ্ড মানসিক উদ্বেগ জন্মে, এবং গর্ভাবস্থা, টাইফস্ জ্বর, পাইমিয়া, স্কারলেট জ্বর, ম্যালেরিয়া জন্য জ্বরে যকৃতের এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। দুরূহ পীড়ার সময়ে প্রস্রাব কটাবর্ণ ও গন্ধযুক্ত হয়।

যকৃতের স্ফোটক।—যকৃৎস্ফোটক দুই জাতীয়;—১ম উষ্ণদেশীয়, ২য় পাইমিয়াজনিত।

উষ্ণদেশীয় স্ফোটকের লক্ষণ।—পীড়ার প্রথমাবস্থায় যকৃতে রক্তাধিক্যের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। কম্পের সহিত জ্বর, জ্বরের স্বল্প বিরাম, ও উহার সহিত যকৃৎপ্রদেশের অসুখ, ভার ও বেদনা বোধ হইয়া থাকে কখন কখন দক্ষিণ স্কন্ধেও বেদনা বোধ হইয়া থাকে শ্বাস-প্রশ্বাসকালে পর্শুকাসমূহের গতির স্বল্পতা, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা দৃষ্টিগোচর হয়।

স্ফোটকে পুঁজ উৎপন্ন হইলে শরীর শীর্ণ ও হেক্টিক জ্বর হয়, কিন্তু পাইমিয়া জন্য স্ফোটকের জ্বরের ন্যায় ইহাতে অধিক কম্প বা রাত্রিতে অধিক ঘর্ম্ম হয় না। অনেক স্থলে জিহ্বা লালবর্ণ ও য়্যাপ্থাযুক্ত উদরাময়, প্রস্রাব ঘোর বর্ণ, কখন বা শুষ্ক কাশি হইতে পারে।

অনেক স্থলে স্ফোটক বিদীর্ণ হইবার সময়ে হেক্টিক জ্বর বা উদরাময় দ্বারা অথবা ক্রমে শরীর নিস্তেজ হয় ও রোগী প্রাণত্যাগ করে।

বক্ষঃ ও উদরপ্রাচীরে যকৃৎস্ফোটক বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে অনুচ্চ টিউমার প্রকাশ পায়, পরে উহা কোমল ও লালবর্ণ হইয়া ফাটিয়া যায়।

অন্ত্রমধ্যে স্ফোটক বিদীর্ণ হইলে পূর্ব্বে কোন বিশেষ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় না; কিন্তু উহা পাকাশয়ে বিদীর্ণ হইলে নিপীড়নের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এবং পরে ক্লেদসংযুক্ত ক্লোদি উদ্গীর্ণ হয়

এই রোগে অতি অল্প লোকেই অব্যাহতি লাভ করে যাহারা অতি কষ্টে আরোগ্য লাভ করে, বহু দিবস গত না হইলে তাহারা সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয় না কখন কখন এক বৎসর অতিবাহিত হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—যকৃতে পূঁজ সংস্থান হইবার সম্ভাবনা জানিতে পারিলেই অতি সাবধানে তাহার প্রদাহ নিবারণের উপায় করিতে হইবে কেহ কেহ তজ্জন্য যকৃতের উপর জোঁক বসাইবার যুক্তি দেন। যকৃতের উপর ফোমেণ্টেশন্ ও পুল্টীস্ প্রয়োগ বিশেষ উপকারজনক প্রদাহ প্রবল না হইলে বেলেস্তারা দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকুক বা না থাকুক, পীড়ার প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ জ্বরের লক্ষণাদি থাকিলে লবণাক্ত বিরেচক, কিয়ৎ পরিমাণে ক্যালোমেল্ বা ব্লুপিল্, * য্যাল্কালিশ এবং ঘর্ম্ম ও মূত্রকারক ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। পীড়ার এই অবস্থায় জিহ্বা ঈষৎ পীতবর্ণ ও লেপযুক্ত, মল পরিমাণে অল্প ও পিত্তবিহীন, যকৃৎ বিবৃদ্ধ ও বেদনাযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, এক মাত্রায় ১০ গ্রেণ ক্যালোমেল্ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে

স্ফোটক জন্মিলে নাইট্রিক, সল্ফিউরিক বা নাইট্রোমিউরিয়েটিক য়্যাসিড ও কুইনাইন, বার্ক বা বলকারক ঔষধ দ্বারা বল রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বেদনা, নিদ্রার অভাব, ও কাশি নিবারণার্থ অহিফেন মহৌষধ বলিয়া গণ্য। এ অবস্থায় বিরেচক আবশ্যক হইলে, ক্যালোমেল্ কোন মতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে রক্তসঞ্চালনক্রিয় দুর্ব্বল হইলে কিয়ৎ পরিমাণে পোর্ট বা ব্রাণ্ডি দেওয়া যাইতে পারে। যকৃতে একাধিক

---

* ব্লু পিল্।—সব ক্লোরাইড্ অফ মার্করী ও সল্ফিউরেটেড্ মার্করী প্রত্যেক ১ আং, গোয়াকম্ রেজিন চূর্ণ ২ আং, ক্যাষ্টরঅয়েল ১ আউন্স বা অবশ্যকমত

স্ফোটক হইলে ছিদ্র করিয়া রোগীর প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা বৃথা এ অবস্থায় রোগী প্রায় রক্ষা পায় না

পাইমিয়াজনিত স্ফোটক —পাইমিয়ার জন্য স্ফোটক সচরাচর আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু সংখ্যায় একের অধিক

লক্ষণ।—সচরাচর যকৃৎ কিঞ্চিৎ বিবৃদ্ধি হয়, কিন্তু কখন কখন উহা নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়াছে। স্পর্শনে অসুখ বোধ প্রায় সতত বর্ত্তমান থাকে অনেক সময় স্ফোটক হইতে প্রদাহ পরিচালিত হইয়া যকৃদাবরণ আক্রমণ করা প্রযুক্ত বেদনার বৃদ্ধি হয়, এবং কাশীবার বা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের সময় উহার অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে অনেক স্থলে জণ্ডিস্ দেখিতে পাওয়া যায় হেক্টিক জ্বর, ত্বকের সন্তাপাধিক্য, দেহের দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা, বমন, উদরাময়, টায়ফয়েড্ অবস্থা ইত্যাদি লক্ষণ অনেক স্থলে বর্ত্তমান থাকে কম্প ও নিদ্রার সময়ে প্রভূত ঘর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের মধ্যে গণ্য। অনেক স্থলে জ্বরের ন্যায় সাময়িক কম্প হয়।

চিকিৎসা।—ইহাতে কোন বিশেষ ঔষধদ্বারা রোগীর প্রাণরক্ষা করা আপাততঃ সম্ভব বোধ হয় না যাহাতে ক্লেশ নিবারণ হয়, এমন উপায় করিবে; স্থানিক বেদনার আধিক্য হইলে ফোমেণ্টেশন্, পুল্টিস্ ও সর্ষপ পলস্ত্রা ব্যবহার করিতে হইবে;—পোনাই ২০ ৩০ গ্রেণ পরিমাণে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সল্‌ফাইট অফ পটাশ বা সোডা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কুইনাইন ও নাইট্রিক বা সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড দ্বারা রোগী সবল, জিহ্বার আর্দ্রত ও ঘর্ম্ম অল্প হইতে পারে। যন্ত্রণানিবারণার্থ অহিফেন বা মর্ফিয়া নিতান্ত আবশ্যক

উদরাময় ও বমন থাকিলে সাবধানে তাহাদের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু হঠাৎ উদরাময় বন্ধ করা উচিত নহে।

এ অবস্থায় পুষ্টিকর পথ্য আবশ্যক, কিন্তু পরিপাকশক্তির তারতম্যানুসারে উহার পরিমাণ ও গুণের বিষয় অবধারিত করিবে সচরাচর দুগ্ধ, বিস্কুট ও অসিদ্ধ ডিম্ব ব্যবস্থা করা যাইতে পারে মদিরা আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যকৃতের ক্রনিক্ য়্যাট্রফি বা সিরোসিস্।—য়্যাকিউট য়্যাট্রফির সহিত এই রোগের কোন সংস্রব নাই

লক্ষণ।—অজ্ঞাতসারে এবং ধীরে ধীরে ইহা বৃদ্ধি হইতে পারে। পেটফাঁপা, কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময়, মল পাঁশুটে বর্ণ, শুষ্ক মলিন ত্বক্, শরীরের দৌর্ব্বল্য এবং শীর্ণতা, দেহ ক্রমাগত ক্ষয় হইতে থাকে, এবং তাহাতেই মৃত্যু উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য, গুরুপাক দ্রব্য, চিনি, মদিরা, কফি, প্রভৃতি একেবারে নিষিদ্ধ গরম কাপড় সর্ব্বদা ব্যবহার করাইবে। শারীরিক শ্রম একেবারে পরিত্যজ্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবে।

কুইনি সল্ফ্	...	...	৮ গ্রেণ
পলভ্ ইপিক্যাক্	...	...	২৪ গ্রেণ
পল্ভ ইপিক্যাক্ কমঃ ওপিয়াই		..	৩০ গ্রেণ
গ্লিসরিণ	...	...	উপযুক্ত পরিমাণে।

ষোলটী বটী প্রস্তুত করিবে তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দুইটী করিয়া সেবন করাইবে।

কুইনি সল্ফ	..	.	১২ গ্রেণ।
পল্ভ ইপিক্যাক্	...	...	১২—২৪ গ্রেণ।
এক্স্ট্রাক্ট জেনশি	..	...	২৪ গ্রেণ

বারটী বটী প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন এক একটী খাইতে দিবে

কুইনি সল্ফ	...	...	২৪ গ্রেণ
পল্ভ রিয়াই	...	...	৩৬ গ্রেণ।
গ্লিসরিণ	...	...	উপযুক্ত পরিমাণে।

বারটী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতে এবং রাত্রে এক একটী খাওয়াইবে

সল্ফিউরিক য়্যাসিড য়্যারোমেটিক্	...		১½ ড্রাম।
সিরপ অরান্সাই	..	...	½ আং।
টীং সিঙ্কোনা	...	...	৫½ ড্রাম।

জল	...	...	...	৭½ আং

ছয় ভাগ করিয়া খালি পেটে দিবসে ২। ৩ বার সেবন করাইবে

সিফিলিটিক্ হিপাটাইটিস্ বা ঔপদংশিক যকৃৎ প্রদাহ।—উপদংশের তৃতীযাবস্থায় অন্যান্য লক্ষণের সহিত কখন কখন যকৃতের প্রদাহ হইয়া থাকে এই পীড়া তিন প্রকারে প্রকাশিত হয় (১) অন্তর্ভব যকৃৎপ্রদাহ ; (২) গঁদবৎ যকৃৎপ্রদাহ,—ইহাতে যকৃতের উপরে সিকেট্রিক্সের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, নিম্নস্থানে গোলাকার, শুষ্ক ও পাণ্ডুবর্ণ গুটিকাতুল্য গঁদের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; (৩) য়্যামিলয়েড অপকৃষ্টতা

লক্ষণ।—যকৃৎপ্রদেশে বেদনাই ইহার মুখ্য লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। এই বেদনা সচরাচর অতীব্র,কখন বা তীব্র,কখন অল্প পাণ্ডুতাও ইহার লক্ষণমধ্যে গণ্য করা যায় উপদংশের লক্ষণাদির সহিত এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হইলে এই পীড়া সন্দেহ করিতে হয়।

চিকিৎসা।—নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিবেচন পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে

পটাশ আইওডাইড	...	...	...	৩০ গ্রেণ
গ্লিসরিণ	...	...	...	½ আং
টিং য়্যাকোনাইট	...	...	...	২০ বিন্দু।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	...	...	...	১½ ড্রাম।
টেরাক্সিকম্	...	...	...	৫½ ড্রাম।
ডিকক্ট সারসা	...	...	...	৭½ আং।

ছয় ভাগ করিয়া প্রতিদিন ৩ বার সেবন করিতে দিবে।

পথ্য।—পুষ্টিকর খাদ্য, শারীরিক ও মানসিক শ্রম একেবারে বর্জনীয় ; পল্লীগ্রামের বায়ু সেবন ইত্যাদি বিধেয়।

য়্যাকিউট্ ইউলো য়্যাট্রফি বা যকৃতের প্রবল পীতবর্ণ হ্রাস।—ইহাতে সামান্য পাণ্ডুরোগের সহিত জ্বর, প্রলাপ, দেহের কোন কোন স্থানে হইতে রক্তস্রাব,অচৈতন্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যকৃতের আয়তন স্বাভাবিক অবস্থার অৰ্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশ হইতে পারে,

উহার কোষের ধ্বংশ হইয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং উহা মূত্রের সহিত অবস্থিতি করে

লক্ষণ।—অনেক স্থলে পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্যাটার, লেপযুক্ত জিহ্বা, বমনোদ্বেগ, ক্ষুধামান্দ্য, মধ্যে মধ্যে বমন, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু সর্ব্বত্র সকল লক্ষণ দেখা যায় না কখন বাতরোগের ন্যায় গাত্রের স্থানে স্থানে বেদনা হইতে দেখা যায় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইবার ৩ ৪ দিবস বা ৩ ৪ সপ্তাহ পরে পীড়ার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইয়া থাকে জণ্ডিসকে সতত বর্ত্তমান লক্ষণ বলিতে হইবে। যকৃৎ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া ৮। ১০ দিবসের মধ্যে অর্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশ অদৃশ্য হয় সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হইতে একপ্রকার দানাময় ও তৈলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে যকৃতের উপর বেদনা হয়, ঐ বেদনা চাপিলে বৃদ্ধি হয়, মধ্যে মধ্যে বমন, উদ্গীর্ণ পদার্থের সহিত মিউকস্, পিত্ত, কখন রক্ত থাকায় পীতজ্বরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণও হইতে পারে, কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময় হয়, এবং মলের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে সচরাচর প্লীহা বিবৃদ্ধ হয়। প্রবল জ্বরের লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকে না পাকাশয় ও অন্ত্র হইতে প্রায় রক্ত-স্রাব হইতে দেখা যায়, কখন কখন জরায়ু ও নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত বাহির হয়।

প্রবল লক্ষণাদি প্রকাশ হইবার সপ্তাহ মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়; কখন কখন ১৮ বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও হইতে দেখ গিয়াছে।

চিকিৎসা।—কোন বিশেষ ঔষধ দ্বারা এই রোগের প্রতিকার করিতে পারা যায় না মস্তিষ্কের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত অবধারিত করিতে হইবে। কিন্তু কেহ বলেন, এ অবস্থাতেও রোগী রক্ষা পাইয়াছে। এ অবস্থায় যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিকার হইতে পারে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল

১ বিরেচক ঔষধ ও মস্তকে বেলেস্ত্রা দ্বারা প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা।

সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ... ... ১ ড্রাম

কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	১৫ গ্রেণ।
য়্যারোমেটিক্ স্পিরিট অফ য়্যামোনিয়া	১ ড্রাম।

দিবসে তিন বারে সেবন করাইতে হইবে

২। মস্তিষ্কের লক্ষণাদি উপস্থিত হইলে উষ্ণ জলে স্নান, উষ্ণ বাষ্পাভিষেক (ভাবরা), বিরেচক, মূত্রকারক ঔষধ, এবং কল্‌চিকম্ ব্যবহার দ্বারা রক্ত হইতে ইউরিয়া ও ইউরিক্ য়্যাসিড বহির্গত করিতে চেষ্টা করিবে।

৩। পাকাশয় ও অন্য কোন স্থান হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে

গ্যালিক্ য়্যাশিড্	২০ গ্রেণ।
সল্‌ফিউরিক য়্যাশিড য়্যারোমেটিক .	২০ বিন্দু।
টীং সিঙ্কোনা	২ ড্রাম
পরিস্রুত জল	২ আং

এক মাত্রা হইবে।

য়্যারোমেটিক্ সল্‌ফিউরিক য়্যাশিড	২½ ড্রাম।
সিরপ অফ রোজ	৫½ ড্রাম।
পরিশ্রুত জল	৭ আং

সাত মাত্রা হইবে

৪ রোগীকে ভরসা দিবে, স্থান পরিবর্ত্তন করাইবে আবশ্যক হইলে অবসাদক ঔষধ দিয়া নিদ্রা করাইবে অন্ত্র ও পাকাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি, জেন্‌শন্ বা অন্য কোন তিক্ত উদ্ভিজ্জের সহিত নাইট্রোমিউ-রিয়েটিক্ য়্যাশিড্ সেবন ইত্যাদি উপায়দ্বারা রোগীকে ভয়ানক রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার চেষ্টা করিবে।

হাইডেটীড্ টিউমার।—যকৃতের উপরিভাগ মসৃণ হয় নানা কারণে তাহার উপর থলীর ন্যায় ক্ষুদ্র ডীব আকারে টিউমার হইয়া থাকে। উহা চতুঃপার্শ্বস্থ টিস্থ (তন্তুবৎ পদার্থ) ঘনীভূত হইয়া নির্ম্মিত হয়। উহার অভ্যন্তর প্রদেশ অতি পাতলা কোষের ঝিল্লির ন্যায় ঝিল্লীদ্বারা আবৃত, এবং মসৃণ, স্বচ্ছ, বর্ণহীন ও লবণাক্ত দ্রব পদার্থে পরিপূর্ণ। এই

রস পদার্থের মধ্যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কোষ ভাসিতে দেখা যায়। উহাদের আয়তন, অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে পক্ষীডিম্ববৎ বৃহৎ হইতে পারে

যকৃতের টিউমার দুই প্রকার। হাইডেটিড টিউমার ও ক্যান্সারই সর্ব্বপ্রধান।

লক্ষণ।—সচরাচর যকৃতমধ্যে ক্রমে ক্রমে ও অল্পে অল্পে এইরূপ টিউমার জন্মে, এবং যকৃতপ্রদেশে ভারবোধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ অসুখ হয় না। সচরাচর যকৃৎ বড় হয়, কিন্তু সকল দিকে সমানরূপে না বাড়িয়া ঊর্দ্ধে, নিম্নে, পার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়। টিউমার বৃদ্ধি হইলে যকৃতের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা

চিকিৎসা —পূর্ব্বে ইহার চিকিৎসাজন্য নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার হইত, কিন্তু এক্ষণে আইওডাইড অফ পটাসিয়ম, ক্যালোমেল্ ও লাবণিক ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যকৃতের ক্যান্সার।—যকৃতে সর্ব্বপ্রকার ক্যান্সারই জন্মিতে পারে, কিন্তু কঠিন অপেক্ষা কোমল ক্যান্সারই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কোমল ক্যান্সার গোলাকার, দৃঢ় বসাখণ্ডবৎ বোধ হয়, এবং কঠিন ক্যান্সার উপাস্থির ন্যায় দৃঢ় হইতে পারে।

লক্ষণ।—দেহ শীর্ণ, বলহীন, যকৃতের স্থানে সর্ব্বদা বেদনা ও অসুখ বোধ হয়, পাকযন্ত্রের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য, অতিশয় উত্তেজনা, ও মানসিক নিস্তেজকতা হইতে পারে। উদররোগ অপেক্ষা ইহাতে জণ্ডিস্ অধিক দৃষ্টিগোচর হয় কোন কোন স্থানে এই দুইটীই ঘটিতে পারে। কঠিন ক্যান্সার অপেক্ষা কোমল ক্যান্সার অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। ইহার সহিত পিত্তশিলা থাকিলে কখন কখন যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ছয় মাসের অধিক প্রায় রোগী জীবিত থাকে না, কখন কখন এই রোগে দুই বৎসরও বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে

চিকিৎসা —ব্যাধি দূর করা চিকিৎসকের অসাধ্য। অহিফেন; বেলেডোনা, কোনায়ম প্রভৃতি অবসাদক ঔষধাদি দ্বারা বেদনার উপশম ও ক্লেশ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। বলকারক ঔষধাদি দ্বারা পাকযন্ত্রের তেজ বৃদ্ধি ও পুষ্টিকর পথ্য দ্বারা শরীর পোষণ করিবে।

বৈদ্যকে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা

বৈদ্যকে প্লীহা ও যকৃৎ রোগের পৃথক্ লক্ষণাদি বিবৃত নাই, তবে বিদ্রধি নামে এক প্রকার পীড়ার উল্লেখ আছে, তাহাতে শরীরের যেকোন স্থান বা যন্ত্রের বিবৃদ্ধি বা বিস্তৃতি হয় অবস্থাবিশেষে বিদ্রধি, বাহ্য এবং অভ্যন্তরস্থ কুপিত বায়ু পিত্ত কফ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অথবা একত্র হইয়া শরীরের অভ্যন্তরে মলদ্বার, মূত্রাশয়, মুখে, নাভি, পেট, কুঁচকি, অগ্রমাস, প্লীহা, যকৃৎ, হৃদয় ও ক্লোম নামক স্থানে বল্মীক অর্থাৎ উইঢিপির ন্যায় উন্নত এবং গুল্মের সদৃশ সংহত বিদ্রধি জন্মায়। ইহাদিগের লক্ষণ বাহ্য বিদ্রধির সমান, কিন্তু স্থানবিশেষে বিশেষ লক্ষণ,— অর্থাৎ প্লীহাতে হইলে নিশ্বাসের অবরোধ, যকৃতে জন্মিলে শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় প্লীহা ও যকৃতে বিদ্রধি হইলে যেরূপে তাহার প্রতিকার করিতে হয়, নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

চিত্রকাদি লৌহ চিতামূল, শুঁঠ বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপানি, তালজটাভস্ম, আপাঙ্গমূল ভস্ম পুরাতন মাং, প্রত্যেক ৬ তোলা, লৌহ, অভ্র, পিঁপুল, তাম্র, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্র ১৬ সের মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে.

গুড়পিপ্পলী।—বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেণ, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়াডাঁটাভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, তেঁতুলছালভস্ম, প্রত্যেক সমভাগ, এই সমুদায় চূর্ণের সমান পিঁপুল চূর্ণ পিঁপুলচূর্ণের সহিত সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়, সমুদয় একত্র মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ০ তোলা, অনুপান উষ্ণ জল। ইহা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী

অভয়া লবণ।—পালিধা ছাল, পলাশ ছাল, আকন্দ, সিজের ছাল, অপাঙ্গ, চিতামূল, বরুণছাল, গণিযারি ছাল, শ্বেতপুনর্ণবা, গোক্ষুর, বৃহতী কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা, গাধা, পুনর্ণবা, এই সমুদয় কুটিয়া এক হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া তিল কাষ্ঠের জ্বাল দিবে। স্থালীস্থ দ্রব্য সকল ভস্ম হইলে, সেই ভস্ম ২ সের লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিবে। ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে পরে এই ক্ষারজল পুনর্ব্বার পাকে চড়াইয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের দিয়া পাক করিবে ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড়, শঠি, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে; মাত্রা ২ তোলা, অনুপান উষ্ণ জল।

প্লীহারি রস।—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা এই সমুদায় পলাশ বৃক্ষের রসে ১প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। অনুপান আদার রস।

অর্কলবণ আকন্দ পত্র ও সৈন্ধবলবণ, অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া দধির মাতের সহিত সেই ক্ষার সেবন করিলে প্লীহা নষ্ট হয়

প্লীহান্তক রস।—তামা, রূপা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারা, গন্ধক, গুগ্‌গুল, ত্রিকটু, রাস্না, জয়পাল বীজ, ত্রিফলা, কটকি, দন্তিমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী, যবক্ষার, এই সমস্ত দ্রব্য এরণ্ড তৈলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি সমান বটিকা করিবে প্লীহারোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী

লোকনাথ রস।—পারা, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, তাম্র, কড়ি-ভস্ম, প্রত্যেকে ৩ তোলা, পানের রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে পরিমাণ ২ রতি, অনুপান মধু ও পিঁপুলের গুঁড়া ও হরিতকী, কিম্বা পুরাতন গুড় ও জীরার গুঁড়া ইহা সেবনে যকৃৎ, গুল্ম ও প্লীহাদি রোগ নষ্ট হয়।

রোহিতক লৌহ।—রোহিতক ছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ-

(বিড়ঙ্গ, মুথা, চিতামূল), প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্ব সমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি, অনুপান মধু।

যকৃৎ।—যকৃৎরোগেরও বিশেষ কোন লক্ষণ নিদানকার লিখেন নাই, এজন্য এস্থলে তাহা বিবৃত হইল না, তবে বিদ্রধি রোগ মধ্যে যাহা উল্লিখিত আছে, তাহা প্লীহা চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে। তবে উহার চিকিৎসা নিম্নে প্রদত্ত হইল

যকৃদরি লৌহ।—লৌহ চূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা, অন্তর্ধূমে ভস্মীভূত কৃষ্ণসার চর্ম্ম ৮ তোলা, এই সমুদয় একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটিকা করিবে।

মহাদ্রাবক।—বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, তেঁতুল ছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্ণবা, বেত বৃক্ষ, এই সমুদয়ের ভস্ম পাতি-লেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্ষার দ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই ক্ষার ২ পল, সোরা ২ পল, ফট্‌কিরী ১ পল, নিশাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হিরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেঁকো ২ তোলা, সমুদ্রফেণ ১ তোলা, এই সমুদয় একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া আরক লইবে। ইহার ২। ৩ বিন্দু ৮। ১০ গুণ জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

রোহিতক চূর্ণ।—রোহিতক ছাল, যবক্ষার, চিরিতা, কট্‌কী, মুথা, নিশাদল, আতইচ ও শুঁঠ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা —১ মাসা, অনুপান শীতল জল।

শঙ্খদ্রাবক।—আকন্দ ছাল, সিজমূল তেঁতুল ছাল, তিল কাষ্ঠ, সোঁদাল ছাল, চিতা, আপাঙ্গ, এই সমুদয়ের সমান সমান ভস্ম লইয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্ষারজল যতক্ষণ লবণরাগ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঐ লবণ ৪ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেণ, গোদন্ত, হরিতাল, হীরাকস, সোরা, প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা। এই সমুদয় একত্র করিয়া টাবা লেবুর রসের সহিত কাচকূপীর মধ্যে সপ্তাহ রাখিয়া

দিবে, পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারুণী যন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে।

সর্ব্বেশ্বর লৌহ।—পারা ১ পল, গন্ধক ১ পল, অভ্র ২ পল, তাম্র ৩ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মান, ওল, ঘেঁটকোল, পিঁপুলমূল, ত্রিফলা, তেউড়ী, আপাঙ্গ, ভানুকুনি শাক, বিছাটী-মূল, হাবঞ্চ, নাগদনা, হুড়হুড়ে, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা এই সমুদয় আদার রসে মাড়িয়া পরে লৌহ চূর্ণ ৩ পল মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। ইহার মাত্রা ১ মাসা, অনুপান শীতল জল।

মহা মৃত্যুঞ্জয় লৌহ।—পারা, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক ৪ মাসা, লৌহ ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিট, কড়ি-ভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিঙ্গু, কটকী, রোহীতক-ছাল, তেউড়ী, তেঁতুল ছাল ভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরিতকী, বনযমানী, তুঁতিয়া, শরপুঙ্খ, রসাঞ্জন প্রত্যেক ৪ মাসা এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া আদা ও গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর ৯ পল মধুর সহিত মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা দ্বারা প্লীহা ও গুল্মাদি রোগ নষ্ট হয়।

হোমিওপ্যাথিকে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা।

প্লীহা মনুষ্যদেহস্থ যন্ত্রবিশেষ পাকস্থলীর বৃহৎ প্রান্তে অবস্থিত স্পঞ্জবৎ পদার্থে নির্মিত পাকক্রিয়ার আনুকূল্যার্থে ইহাতে রক্ত সঞ্চিত থাকে কম্পজ্বর মন্দজ্বর দীর্ঘকাল ভোগ হইলে, এই যন্ত্র বড় হয় বা ইহাতে টিউমার জন্মে এই রোগে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, মুখে জল উঠা, বিকৃত স্বাদ ইত্যাদি লক্ষণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় "সলফার," "ক্যাল্কেরিয়া" ও "ব্যারিটা" ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগে রোগ শান্তি হয়

যকৃৎ।—এই যন্ত্র যে কেবল মাত্র মানবদেহের বৃহত্তম যন্ত্র, এমন নহে ইহা ইহাতে পিত্তরস উদ্গত হইয়া পরিপাক ও রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার সহায়তা করে এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ হইতে শারীরিক ক্রিয়াকে নির্মুক্ত রাখে এই যন্ত্রের ক্রিয়া সহজেই বিকৃত হইয়া নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করে

কারণ।—উপযুক্ত আহার গ্রহণে অনবধানতা, অমিতভোজন, শৈত্যসেবন প্রভৃতি এই রোগের প্রধান কারণ।

লক্ষণ।—ক্ষুধামান্দ্য, সাধারণ অসুস্থতা, অল্প কিম্বা অধিক মাত্রায় শিরঃপীড়া, স্কন্ধদেশে বেদনা, অসুখ বোধ, অনিদ্রা এবং কোষ্ঠবদ্ধ, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হয় এবং তাহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণে পিত্তরস উদ্গত হয় না।

চিকিৎসা। দিনের মধ্যে ৩ বার "নক্সভমিকা" প্রয়োগ করিবে। তাহাতে ফল না দর্শিলে "মার্কুরিয়স্" প্রাতে এবং রাত্রিকালে ব্যবস্থা করিবে, এবং তৎপশ্চাৎ "পডোফিলাম্" উক্ত প্রকারে প্রাতে এবং রাত্রি-কালে ব্যবহার করিতে হইবে।

পথ্য।—লঘু ও পুষ্টিকর দ্রব্য। চা, কাফি, সুরাদি পান একবারে নিষিদ্ধ।

হাকিমীমতে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা।

প্লীহা।—সর্ব্বদা কিম্বা সময়ে সময়ে জ্বর হয়। জিহ্বা শুক্লবর্ণ, কখন বা হরিদ্রা বর্ণ হয়। প্লীহা ফুলিয়া উঠে। বামদিকের পাঁজরের নীচে টিপিলে প্লীহা অনুভব করা যায়। হস্ত দ্বারা টিপিবার সময় গোলাকার ও কঠিন বোধ হয়। চিকিৎসা না হইলে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

চিকিৎসা।—রোগী অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় হইলে উপরে শিং বসাইয়া চারি কিম্বা পাঁচ ছটাক আন্দাজ রক্ত বাহির করিবে; অথবা ১০।১৫টা জোঁক তাহার উপর বসাইয়া দিবে রোগী দুর্ব্বল হইলে রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে না। নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে।

হিবাকস্	...	...	...	৩ মাসা।
মুসব্বর	...	...	...	৬ মাসা।

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া ২৫ টী বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক একটী সেবন করিতে দিবে

দাস্ত পরিষ্কার থাকা এই রোগের সুলক্ষণ বলিতে হইবে, কিন্তু সেই দাস্ত ঔষধ দ্বারা না হইলে, রোগের এমন ধর্ম্ম নয় যে, তদ্বারা দাস্ত পরিষ্কার রাখিবে। উপরোক্ত ঔষধ সেবনে দাস্ত না হইলে, এরণ্ড তৈল অর্দ্ধ ছটাক গরম জলের সহিত সেবন করাইবে।

অন্য প্রকার।

জাঙ্গি হরিতকী	...	...	..	২০ রতি.
কাল লবণ	...	...	...	১০ রতি।

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে খাইবে এবং সন্ধ্যার সময় চিরাতার জল ১ ছটাক খাইবে। আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ করিবে।

অন্য উপায়।

ছিবাকস	...	..	..	২ মাস।
মুসব্বর	...	...	...	২ মাস
রসুন	...	.	...	২ মাসা।

এই কয়েক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয় ষোলটি বটী প্রস্তুত করিবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইটী করিয়া ৪ টী প্রতিদিন খাওয়াইবে, আর ৫ দিন অন্তর ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাওয়াইবে

অন্য প্রকার।

রসুনের কোষ		..	৮ গণ্ডা।
লবঙ্গ	...	...	২ তোলা।
সরাব	...	..	১ সের।
মুসব্বর	...	.	।৷০ ছটাক

এই কয়েক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৫ দিন রৌদ্রে রাখিবে, পরে প্রত্যহ একবারে ১ কাঁচ্চা ওজনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাওয়াইবে। প্লীহার সহিত দাস্ত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী

অন্য প্রকার।

রসুনের কোষ	...	.	৮ গণ্ডা।
মুসব্বর	..	...	০ ছটাক
সিরকী	..	.	১ সের

এই দ্রব্যগুলিকে একত্র মিলিত করিবা ২৫ দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে পুরিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে; পরে একবারে ১কঁচ্চ ওজনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার খাইতে দিবে।

অন্য প্রকার।

লৌহ চূর্ণ	..	...	২০ মাস
সরিষার তৈল	..	...	৩০ তোলা
সরাব		...	১ তোলা

এই সকল দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিবা আহারের পর ১ কাঁচ্চা ওজনে সেবন করাইবে

যকৃৎ চিকিৎসা।—বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমুল, তাল্জটা, পুনর্ণবা, বেত বৃক্ষ, এই সমুদয় ভস্ম সমভাগে লেবুর রসের সহিত মাড়িয়া রশুন ও হিঙ্গু সমভাগে তাহাতে মিশ্রিত করিয়া বড় মটরের মত বটি প্রস্তুত করিবে সেই বটি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটী সেবন করিতে দিবে।

অন্য উপায়।

আফিঙ্গ	...	...	।০ আনা
হিঙ্গুল	..	..	০ তোলা

প্রথম দিন আমরুল শাকের রসে, দ্বিতীয় দিন গোঁড়ালেবুর রসে, তৃতীয় দিন হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া চনা কলাইয়ের ন্যায় এক একটি বাটিকা প্রস্তুত করিবে উদরাময়যুক্ত যকৃতে এক একটী বটী প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা।

পাণ্ডুরোগকে একটি স্বাধীন পীড়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না নানা রোগের উপসর্গরূপে ইহাকে মনুষ্যদেহে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়

লক্ষণ।—দেহের সর্ব্বত্রই পীতবর্ণ হইতে পাবে; মস্তিষ্ক, অস্থি ও গর্ভস্থ সন্তানের এই বর্ণ হইয়া থাকে সামান্য পিত্তপ্রণালীর অবরোধজন্য এই পীড়া হইলে, যকৃৎ সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় বর্ণ হয়, কিন্তু অন্য কারণে ইহা হয় না সাধারণতঃ পিত্তপ্রণালীর অবরোধ ব্যতীত

যাহাদের পীড়া হয়, তাহাদের বর্ণ অতি গাঢ় হয় না। এই রোগে দেহস্থ সকল প্রকার ক্লেদই পীতবর্ণ হয় রক্তের সহিত পিত্তাম্ল থাকিলে মুখে তিক্তাস্বাদ বোধ হইতে পারে পিত্তাভাবে অন্ত্রাধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধ ও মলের স্বভাব পরিবর্ত্তন, মল কর্দ্দমবৎ ও শ্বেতবর্ণ হয়, শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কখন কখন গাত্র-যন্ত্রণাদায়ক কণ্ডু দেখা যায়, অক্ষিপুটের ত্বকে, হস্তচর্ম্মে বা অঙ্গুলীর গ্রন্থি ও দন্তমাড়ীতে একপ্রকার অল্প পুরু, অসচ্ছ, শ্বেতবর্ণ চিহ্ন দেখা গিয়া থাকে। দেহের সন্তাপ সচরাচর পরিবর্ত্তিত হয় না। নাড়ী কখন কখন এত মৃদু গতি হয় যে, প্রত্যেক মিনিটে ৪০ ৫০ বা ২০ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তস্রাব হয়। কখন কখন পাকাশয় ও অন্ত্র হইতেও অধিক রক্তস্রাব অসম্ভব নহে। এরূপ অধিক শোণিতস্রাবহেতু রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় উপযুক্ত পরিপোষণাভাবে দেহ বলহীন, চিত্তোদ্বেগ ও স্বভাব রুক্ষ হইতে পারে। রোগী কোন কোন স্থলে সমস্ত বস্তুকেই পীতবর্ণ দেখে। প্রবল প্রলাপ, জড়তা, অচৈতন্য, আক্ষেপ, বেশী কম্প, সঙ্কোচক পেশীর শিথিলতা, শুষ্ক ও কটাবর্ণ জিহ্বা, টাইফয়েড অবস্থার যাবতীয় লক্ষণ প্রকটিত হয়

পীড়ার কারণ প্রকৃতরূপে নিশ্চয় না করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে অনেকস্থলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, কারণ, যকৃতের ক্রিয়া শুদ্ধ হইলে যে সকল ঔষধদ্বারা উপকার হয়, পিত্তপ্রণালীর অবরোধে সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। পীড়া পিত্তাবরোধ জন্য, কি পিত্তাবরোধ ব্যতীত নিশ্চয় করিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিতে হইবে

একটী শিশিতে ২ ড্রাম মূত্র গ্রহণ করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ ড্রাম জল-শূন্য সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড দিবে অনন্তর একটা মটর কলাইয়ের মত মিছরির দানা তাহাতে দিবার পর দুইটী তরল দ্রব্যের মিলনস্থলে যদি বেগুনে বা লালবর্ণ রেখা পাত হয়, তবে পিত্তাবরোধ জন্য পাণ্ডু রোগ জানিতে হইবে; আর তাহা না হইয়া যদি মিছরীর কটাবর্ণ রেখা পাত হয়, তবে পিত্তাবরোধ ব্যতীত পাণ্ডু বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা —পিত্তাবরোধ জন্য পাণ্ডুতে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবে।

সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	...	...	১½ আং।
কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	...	..	১২০ গ্রেণ।
য়্যাকোয়া মেন্থ পিপারেটা	...	..	৭½ আং।
কলচিকম্ ওয়াইন	...	...	২ ড্রাম

ছয়মাত্রা প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক এক মাত্রা সেবন করাইবে

টীং সিলি	...	...	১½ ড্রাম।
টীং ক্যাম্ফর কমঃ ওপিও	.	...	৪ ড্রাম।
লইকর য়্যামোনিয়া য়্যাশিট্যাটিশ্	...	...	৪ ড্রাম।
ডিকক্ট স্কোপারি	...	...	৭½ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে।

পল্‌ভ সিলি	...	...	৬ গ্রেণ।
পল্‌ভ ডিজিট্যালিস্	...	...	৮ গ্রেণ।
পল্‌ভ হাইড্রার্জি বাই	...	...	৩০ গ্রেণ

বারটী বটী হইবে প্রাতে এবং রাত্রে সেবনীয়

পিত্তাবরোধ ব্যতীত পাণ্ডুরোগে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিবে।

ডাইঃ নাইট্রিক য়্যাশিড	..	..	১½ ড্রাম।
স্পিরিট ইথার নাইট্রোসি	...	...	১½ ড্রাম।
সাসিঃ ট্যারাক্সিকম্		...	১½ আং
টীং সেনা	..	.	৪ আং
ইন্‌ফিউজন্ জেন্‌শন্ কম্পঃ	...	..	৭½ আং।

ছয়মাত্রা এক এক মাত্রা দিবসে ২।৩ বার,

ডাইঃ নাইট্রিক য়্যাশিড	..	...	½ ড্রাম।
সাসিঃ টারাক্সিকম্	...	...	৫½ ড্রাম।
কিকক্ট ঐ	...	...	৭½ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার সেবনীয়।

স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারোমেটিক	..	.	৫½ ড্রাম।

ভাইনম্ কল্‌চিসাই ... ... ১২ ড্রাম।
টীং অর‍্যান্সাই ... ... ১২ আং।

অর্দ্ধ বোতল সোডাওয়াটারের সহিত একটী চা-চামচের এক চামচ ঔষধ দিবসে তিনবার

হাইড্রো ক্লোরিক য্যামোনিয়া .. .. ২০ গ্রেণ।
একষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সিকম্ ... . ১৫ গ্রেণ।
টীং জেন্‌শন্ কম্পোজিটা ... ... ১২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ সেনা ... ... ১২ আং।

এক মাত্রা। দিবসে ২ ৩ বার সেবন বিধি

বৈদ্যকে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা।

অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম এবং অম্ল, লবণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মদ্য ও মৃত্তিকা ভক্ষণ ও অতিশয় দিবানিদ্রা, এই সকল কারণে বায়ু, পিত্ত, কফ, কুপিত হইয়া চর্ম্মকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বরূপ —পাণ্ডুরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের চর্ম্মের কিঞ্চিৎ বদীর্ণতা, মুখ দিয়া জলউঠা, দেহের অবসন্নতা, মৃৎভক্ষণেচ্ছা, অক্ষি-গোলকে শোথ, বিষ্ঠা ও মূত্র পীতবর্ণ, অপাক, এই সমস্ত লক্ষণ হয়

প্রকারভেদ।—বাত, পিত্ত, কফ সান্নিপাত ও মৃৎভক্ষণ ইত্যাদি কারণভেদে পাঁচ প্রকার পাণ্ডুরোগ জন্মে

বাতজ পাণ্ডুর লক্ষণ।—যে ব্যক্তির বাতজ পাণ্ডুরোগ জন্মে, তাহার চর্ম্ম, মূত্র ও [illegible] কৃষ্ণ ও অরুণ বর্ণ হয়, এবং সূচীবেধনবৎ পীড়া, কম্প, আনাহ অর্থাৎ কুক্ষিতে বন্ধনবৎ পীড়া ও ভ্রম, এই সমস্ত লক্ষণ হয়।

চিকিৎসা।—বায়ুজন্য পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিতে হইবে গুড়ের সহিত হরিতকী নিত্য ভক্ষণ করাইবে

নারায়ণ লৌহ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ সর্ব্বসমান, অর্থাৎ ৫ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে মাত্রা ১রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ রতি পর্য্যন্ত অনুপান মধু ও ঘৃত

পিত্তজ পাণ্ডুর লক্ষণ ।—বিষ্ঠা, মূত্র এবং নেত্রাদির পীতবর্ণত্ব ও দাহ, পিপাসা, জ্বর, পাতলা দাস্ত, এবং শরীরের পীতবর্ণ আভা হয়

চিকিৎসা ।—ত্রিফলা, গুড়চি, দারুহরিদ্রা, অথবা নিমছালের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে

ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ ।—মণ্ডুর ১ পল, চিনি ১ পল, কান্ত লৌহ শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলা, বহেড়া, চিতামূল, মুথা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা এই সকল দ্রব্য লৌহখলে গব্য ঘৃত ১ পল ও মধু ১পলের সহিত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া সাত দিবস রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে, প্রত্যহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। ইহার মাত্রা ১ মাসা ভোজনকালে প্রথম গ্রাসের সহিত ও মধ্যে একবার, এবং শেষ গ্রাসের সহিত একবার সেবনীয়

আহারের সহিত সেবনে বিশেষ কষ্ট বা অপ্রবৃত্তি হইলে কুলেখাড়ার রস বা দুগ্ধাদি অনুপানের সহিত ব্যবহার করা যায়

কফজ পাণ্ডুর লক্ষণ —কফ প্রেসক, শোথ, নিদ্রাবৎ ক্লান্তি, আলস্য এবং শরীরের অতিশয় গুরুতা ও চর্ম্ম, মূত্র, নয়নাদি শুক্লতা প্রাপ্ত হয়।

পুনর্ণবা মণ্ডুর ।—শোধিত মণ্ডুর ৫ পল, পকার্থ গোমূত্র ৫ সের আসন্নপাকে পুনর্ণবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব কটকী, পিপুলমূল, মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে [illegible]ত্রা ৮ মাসা পর্য্যন্ত ইহা সেবনে পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ বিনষ্ট হয়

ত্রিদোষজ পাণ্ডুর লক্ষণ । জ্বর, অরুচি, হৃল্লাস, অর্থাৎ যেন বমন হইল এইরূপ বোধ, বমি, পিপাসা, ক্লান্তি, ক্ষীণ এবং হতেন্দ্রিয় হয় চিকিৎসক এই পীড়া কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবেন।

বজ্রবটমণ্ডুর।—গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর ৫ পল, পকার্থ গোমূত্র ৫ সের; পাকশেষ হইলে পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চব্রি, ইন্দ্রযব, কটকী, পিঁপুলমূল, মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে নামাইয়া শীতল করতঃ পরিষ্কৃত পাত্রে রক্ষা করিবে মাত্রা ৪ মাসা পর্য্যন্ত ইহা সেবনে পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়

মৃত্তিকাজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ —মৃত্তিকাভোজনশীল বাতাদির অন্যতম মল কুপিত হয় * তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, কষায় মৃত্তিকা ভোজন করিলে বায়ু, উষর মৃত্তিকা ভক্ষণ হেতু পিত্ত, ও মধুর মৃত্তিকা ভক্ষণ হেতু কফ কুপিত হয; এবং ঐ ভুক্ত মৃত্তিকারসাদি ধাতুকেও কুপিত করে মৃত্তিকার রুক্ষত্ব হেতু ভুক্ত বস্তু মাত্রেই রুক্ষ হয ঐ মৃত্তিকা পরিপাক না হইয়া উদর পুরণ করে, অনন্তর স্রোত সমুদায়কেও রোধ করিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বল বিনাশপূর্ব্বক তেজ, বীর্য্য ও ওজঃ বিনষ্ট করতঃ বল, বর্ণ, অগ্নিবিনাশক পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

চিকিৎসা —চিনির সহিত তেউড়ীমূল চূর্ণ ও গোরক্ষচাকুলে, অথবা গুড়ের সহিত শুণ্ঠি সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়

বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ ৮ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করতঃ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কুম্ভকামলা পর্য্যন্ত নষ্ট হয

পঞ্চামৃত লৌহ মণ্ডুর।—লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠি, ধন্যা, চব্রি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত মণ্ডুর, (বৃদ্ধ বৈদ্যগণের মতে চূর্ণের সমান মণ্ডুর), মণ্ডুর চূর্ণের ৪ গুণ গোমূত্র, ৮ গুণ পুনর্নবার ক্বাথ। গোমূত্র, পুনর্নবার ক্বাথ ও মণ্ডুর চূর্ণ একত্র পাক করিয়া পাক শেষ হইলে লৌহাদি চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া

নামাইবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা বিবেচনা-মতে দিবে অনুপান কুলেখাড়ার রস ইহাতে গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি রোগ নষ্ট করে।

জ্বরযন্ত্রে পাণ্ডুরোগে পঞ্চানন বটী।—পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, গুগ্গুলু, ইহাদের প্রত্যেকের সমানভাগ, সর্ব্বসমান জয়পাল-বীজ; একত্র ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ইহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও শোথ নষ্ট হয় অনুপান ঘলঘসীর রস

ক্রিমিকোষ্ঠতার লক্ষণ।—যে পাণ্ডুরোগীর কোষ্ঠদেশে ক্রিমি জন্মে, তাহার অক্ষিপুট, গণ্ড, ভ্রূ, পদ, নাভি এবং লিঙ্গে শোথ হয়, এবং ঐ রোগী রক্ত ও কফের সহিত অত্যন্ত মলত্যাগ করে

অসাধ্য লক্ষণ —বহুকালোৎপন্ন পাণ্ডুরোগে যদি সমুদয় ধাতু রুক্ষ হয়, তবে সেই রোগ অসাধ্য, এবং কালাতিরেকবশতঃ যে শোথ-যুক্ত রোগী পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহারও রোগ অসাধ্য।

যে পাণ্ডুরোগীর কফের সহিত হরিৎবর্ণাক্ত অল্প অথচ বদ্ধ মল বিরেচন হয়, তাহার রোগ অসাধ্য।

যে পাণ্ডুরোগী ক্লান্তচিত্ত, শুক্লবর্ণদ্বারা লিপ্ত শরীর এবং বমি, মূর্চ্ছা ও পিপাসা দ্বারা পীড়িত, ও রক্তক্ষয়হেতু যাহার পাণ্ডু শ্বেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই রোগী কালগ্রাসে পতিত হয় যে রোগী নখ, দন্ত ও চক্ষু পাণ্ডুবর্ণ দর্শন করে, সেই ব্যক্তিও কালকবলে পতিত হয়।

যে পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির হস্ত-পদাদিতে শোথ হয়, মধ্যশরীরে শোথ না থাকে, এবং যাহার মধ্যশরীরে শোথ হয়, হস্ত পদাদিতে না থাকে, এবং মলদ্বারে মেঢ্রে ও মুষ্কে শোথ হয় ও রোগী মোহযুক্ত এবং সংজ্ঞারহিত অর্থাৎ মৃতপ্রায়, ও অতিসার, জ্বর প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হয়, যশস্বী বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবেন

পাণ্ডুরোগাবস্থায় কমলার লক্ষণ।—যে পাণ্ডুরোগী অতি-রিক্ত পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার পিত্ত, রক্ত ও মাংস দূষিত হইয়া কামলারূপে পরিণত হয় যাহার চক্ষু অতিশয় হরিদ্রা বর্ণ, এবং চর্ম্ম, নখ ও নেত্রাদি হরিদ্রাবর্ণ হয়, এবং বিষ্ঠা, মূত্র, রক্তপীতবর্ণ হয়,

ঐ রোগী ভেকের বর্ণবিশিষ্ট,ইন্দ্রিয়শক্তি রহিত ও দাহ,অপাক দুর্ব্বলতা, গাত্রাবসাদতা ও অরুচি দ্বারা পীড়িত হয় ; এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত, এবং কোষ্ঠ, হস্তপদাদি আশ্রিত রক্তপিত্ত যে রোগ, তাহার নাম কামলা।

চিকিৎসা।—কামলা রোগীকে প্রথমে স্নেহ দ্রব্য পান করাইয়া বিরেচক ঔষধ দিবে, পরে প্রশমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

নারায়ণ লৌহ —ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ সর্ব্বসমান, অর্থাৎ ৫ তোলা,জলে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। এক রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে

কুম্ভকামলার লক্ষণ।—ঐ কামলা কালান্তরে কঠোরতা প্রাপ্ত হইলে তাহার নাম কুম্ভকামল এই রোগ কষ্টসাধ্য বলিয়া অভিহিত

চিকিৎসা।—বজ্রবটমণ্ডুরাদি ঔষধ ব্যবস্থা

কামলার অসাধ্য লক্ষণ।—কামলা রোগে অতিশয় শোথযুক্ত ব্যক্তির বিষ্ঠা ও মূত্র যদি কৃষ্ণ এবং পীতবর্ণ হয়, ও মুখ, চোখ, বমি, বিষ্ঠা ও মূত্র ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়, এবং ঐ রোগী যদি মোহযুক্ত হয়, তবে তাহার সেই রোগ অসাধ্য

যে রোগী দাহ, অরুচি, তৃষ্ণা, আনাহ, তন্দ্রা ও মোহযুক্ত হয় এবং নষ্টঅগ্নি ও নষ্টসংজ্ঞ হয়, সেই রোগী কালগ্রাসে পতিত হয়

কুম্ভকামলার অসাধ্য লক্ষণ।—যে কুম্ভকামলাযুক্ত রোগী বমি, অরুচি, বমনোদ্বেগ, জ্বর ও ক্লান্ততা ও শ্বাস-কাশাদি দ্বারা পীড়িত, ও যাহার তরল দাস্ত হয়, সেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পাণ্ডুরোগে হলীমকের লক্ষণ —যদি পাণ্ডু রোগী হরিৎ অর্থাৎ সবুজ, শ্বেত বা পীতবর্ণ হয়, এবং বল ও উৎসাহক্ষয়, তন্দ্রা, মন্দাগ্নি, মন্দজ্বর, মৈথুনে অনিচ্ছা, দাহ, অরুচি ও ভ্রম এই সমস্ত লক্ষণ-যুক্ত হয়,তবে তাহার সেই বাতপিত্তজ পাণ্ডুরোগ হলীমক বলিয়া অভিহিত হয়।

চিকিৎসা।—পাণ্ডুরোগের ন্যায়

পুনর্ণবা তৈল।—তিল তৈল ৪ সের, ক্বাথার্থ—পুনর্ণবা ১০০ পল,

জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ধন্যা, কট্‌ফল, শঠী, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্ণবা মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক্‌, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ২ তোলা এই তৈল মর্দ্দনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

হোমিওপ্যাথিকে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা।

যকৃৎ বিকৃতি জন্য এই রোগ জন্মিয়া থাকে এই রোগে রোগী পীতবর্ণ হয়, কখন কখন কটাবর্ণ হইয়া থাকে মূত্র গাঢ় কমলালেবুর খোসার ন্যায় বর্ণ হয়, এবং দাস্ত কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। দিবসের মধ্যে তিনবার "নক্সভমিকা" প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং "মার্কুরিয়াস" রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে খাওয়াইবে; তাহার পর রাত্রে এবং প্রাতে "পডোফিলাম্‌" দেওয়া উচিত। বালকের পীড়ায় "নক্সভমিকার" পরিবর্ত্তে "ক্যামোমিলা" প্রয়োজ্য

হাকিমীমতে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা।

এই রোগে হলুদবর্ণ হয়, ক্ষুধা হয় না, আহার জীর্ণ হয় না, কখন কখন মুখ কিম্বা উদর ফুলিয়া উঠে, আর মলের বর্ণ প্রায় মাটীর মত অথবা শুক্ল বর্ণ হয় ও দক্ষিণপার্শ্বের পাঁজরের নীচে টিপিলে বেদনা বোধ হয় এবং প্রস্রাব লালবর্ণ হয়।

কারণ —পিত্তকোষের রস বদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত এই ব্যাধি জন্মে।

চিকিৎসা জলবৎ আহার অর্থাৎ সাগু কিম্বা য়্যারারুট, ফেন অথবা পালো খাইতে দিবে যদি মোট মনুষ্য হয়, তবে ঐ বেদনার উপরে জোঁক বসাইয়া দিবে, এবং পেট পরিষ্কার করিবার জন্য নীচের লিখিত জোলাপ দিবে

সোনামুখীর পাতা। ... . ৬ মাসা।

জাঙ্গি হরিতকী ... .. ৩ মাসা।

এই দুই দ্রব্যকে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ সের গরম জলে ভিজাইয়া রাখিবে পরে জলকে ছাঁকিয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে খাইতে দিবে ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে দুই দিবস অন্তর এইরূপে পাঁচ সাতবার খাওয়াইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে হিমারেজ বা রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা এবং দেহের সর্ব্বস্থানে কৈশিক নাড়ী হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর শৈষ্মিক ঝিল্লী হইতেই অধিক রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়

সচরাচর রক্তপ্রধান ধাতু ও পিত্তপ্রধান ধাতু এবং উদ্ধতস্বভাব ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাব হইতে দেখা যায় কোন প্রকাশ্য কারণ না থাকিলেও,ব্যক্তি বা বংশবিশেষের ব্যক্তিদিগের সচরাচর রক্তস্রাব হইয়া থাকে তদ্ভিন্ন অকস্মাৎ সন্তাপ বৃদ্ধি, কোন কারণবশতঃ বায়ুর শুষ্কতা ও তরলতা, অধিক মদ্যপান, সাতিশয় মানসিক উদ্বেগ, অপরিমিত শ্রম, দ্রুতবেগে উচ্চ স্থানে গমন, উষ্ণ গৃহে বাস, কোন কারণবশতঃ রক্ত-

সঞ্চালনের অবরোধ, প্রচুর আহারের অভাব, অতিশয় হস্তমৈথুন, ইত্যাদি কারণে এই পীড়া সমুদ্ভূত হয়

লক্ষণ।—রক্তস্রাবের স্থান, পরিমাণ, এবং রোগীর অবস্থাবিশেষে নানা প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে যদি দেহে রক্তাধিক্য হয়, তবে রক্তস্রাবের পর রোগী আপনাকে সুস্থবোধ করিতে পারে এবং রক্তাল্পতা হইলে তাহার বিপরীত ফল হয় নাড়ী ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল পাণ্ডাশ বর্ণ, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন, হস্ত পদাদি শীতল, উপবেশন করিলে বা দণ্ডায়মান হইলে মস্তক ঘূর্ণন, দৃষ্টির অবরোধ, ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। কখন কখন আত্মবোধ শূন্য ও ক্রমে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে

চিকিৎসা কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যাহাদের মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহাদের একবারে রক্ত বন্ধ করা অন্যায়। বাস্তবিক যদি সেই সঞ্চিত রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত য্যাপোপ্লেক্সী বা অন্য কোন মস্তিষ্কের পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে তাহাতে উপকার না দর্শিয়া অপকার ঘটিতে পারে তদ্ভিন্ন স্থানে প্রায়ই রক্তস্রাব বন্ধ করা আবশ্যক হয়। এরূপ হইলে রোগীকে সুস্থিরভাবে শীতল গৃহে রাখা কর্তব্য সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ উপকারপ্রদ স্থানিক ব্যবহার ও পান জন্য বরফ ব্যবহার করিবে

গ্যালিক য়্যাশিড	.. ...	১০ গ্রেণ
সল্‌ফিউরিক য়্যাশিড য়্যারোমেটিক		১০ বিন্দু।
টীং সিনেমন্	. ..	½ ড্রাম
জল	... ...	১ আং।

এক এক মাত্রা বিবেচনা মত ব্যবহার করিবে

লৌহঘটিত ঔষধের মধ্যে টীং ফেরিমিউরিয়েটিকম্ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে কেহ কেহ ইপিক্যাকুয়ানহা বিশেষ উপকারী বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন

রক্তস্রাব নানা প্রকার। রক্তবহা নাড়ীর প্রাচীর ছিন্ন হইয়া বা কর্ত্তন করিবার পর রক্তস্রাব হইলে তাহাকে ট্র্যামাটিক বা আভিঘাতিক রক্তস্রাব

কহে কোন দৈহিক কারণবশতঃ এই ঘটনা হইলে উহাকে স্পণ্টে-নিয়াস্ বা স্বয়ংজাত রক্তস্রাব বলে কঞ্জেশন্ বা প্রদাহের পর রক্তস্রাব হইলে তাহাকে য়্যাক্‌টিভ এবং শরীর দুর্ব্বল হইয়া বা রক্ত স্বল্পতাপ্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্যাশিভ্ কহে

সচরাচর নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, এজন্য য়্যালোপ্যাথিকে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। যথা ;—

১। হিমাটিডোসিস্ বা ত্বক্ হইতে রক্তস্রাব।

২ এপিষ্ট্যাক্সিস্ বা নাসা হইতে রক্তস্রাব

৩ অটরেজিয়া বা কর্ণ হইতে রক্তস্রাব

৪। ষ্টম্যাটোরেজিয়া বা মুখগহ্বর অথবা গলা হইতে রক্তস্রাব।

৫ হিমপ্‌টিসিস্ বা ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব।

৬ হিমেটিমিসিস্ বা পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব

৭। হিম্যাটিউরিয়া বা মূত্রপিণ্ড হইতে রক্তস্রাব

ত্বক্ হইতে রক্তস্রাব —কখন কখন দেহের সকল স্থানস্থ উপ-ত্বকের নিম্নে রক্ত বা রক্তমিশ্রিত পদার্থ সঞ্চিত হইতে দেখা যায় দেহের অথবা রক্তসঞ্চালন মণ্ডলীর কোন বিশেষ অবস্থা স্ত্রীলোকের রজোরোধ, অত্যন্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম,অকস্মাৎ ভয় ইত্যাদি কারণবশতঃ ত্বক্ হইতে রক্ত বহির্গত হইয়া থাকে

চিকিৎসা —কারণ নিশ্চয় করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যদি কোন স্বাভাবিক রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া এই ঘটনা হয়, তবে হঠাৎ উহা নিবারণ করা বিহিত নহে যদি ভয় বা চিন্তাহেতু রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে আক্ষেপনিবারক,অবসাদক এবং বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

নাসা হইতে রক্তস্রাব।—দেহের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নাসার অন্তরাবরণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তস্রাব অধিক হয় ; কিন্তু ইহা প্রায় হানিজনক হয় না জ্বরের পূর্ব্বে অথবা জ্বরকালে যে অনেকের "নাসা" হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ রক্তাধিক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

লক্ষণ।—প্রায়ই মস্তক ঘূর্ণন, নিদ্রাবল্য, অস্থিরতা, চক্ষু রক্তবর্ণ,

কর্ণে শব্দ, টেম্পোবাল্ ধমনীব স্পন্দন, গ্রীবাদেশের শিবা সকল পূর্ণ, নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং উষ্ণ ইত্যাদি লক্ষণের পর রক্তস্রাব হইতে দেখা যায় কখন কখন এক বা দুই বন্ধ্র দিযা রক্ত বহির্গত হয় কখন কখন উহাব পরিমাণ অত্যল্প হইযা থাকে কখন কখন এত অধিক হয যে, বোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে কখন কখন এই বক্তস্রাব নির্ব্বিচ্ছেদ, সবিবাম বা অল্পবিবাম হইতে পাবে

চিকিৎসা —প্রথমে বক্তস্রাব নিবাবণ কবা কর্ত্তব্য কি না, তাহা নিশ্চয কবা কর্ত্তব্য। বোগীব পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবহিত হইযা এই বিষয় স্থির করিবে রক্তস্রাব অধিক হইলে টীং ফেবিপারক্লোরাইড, টীং ফেবিমিউবিযেটিস্ এবং ফট্‌কিরিব জল ও ম্যাটিকোর জল দ্বারা পিচ্‌কাবী দেওযা যাইতে পাবে ;—অথবা টীং ফেরিমিউবিযেটিসে লিণ্ট ভিজাইযা তদ্দ্বাবা নাসাবন্ধ্র বন্ধ কবিলে উপকাব দর্শে বিবেচক ঔষধ প্রয়োগেব পর যকৃতেব ক্রিয়াবৃদ্ধির জন্য নাইট্রিক য়্যাশিড ও ট্যারাক্সিকম্ ব্যবস্থা কবিবে।

কর্ণ হইতে রক্তস্রাব।—নিম্নোক্ত কারণে কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইযা থাকে,যথা , (১) কবোটীব মূলাস্থি ভগ্ন হইযা, (২) কোন প্রকাব আঘাত দ্বাবা কর্ণনলীমধ্যস্থ ত্বক্ ছিন্ন হইযা, (৩) কর্ণনলী মধ্যে স্ফোটক হইয়া, (৪) টেম্পোবাল্ অস্থির প্রস্তবাংশের কেবিক বা নিক্রোসিস্ এবং মেম্ব্রেনা টিম্পেনাইব ধ্বংশ হইযা, ক্যাবটিড নলীব মধ্যস্থ অস্থিকণা দ্বাবা ইণ্টাবনাল্ ক্যাবটিড ধমনীতে ছিদ্র হইযা, (৫) উচ্চ পর্ব্বতারোহণ, জোবে হাঁচি বা বমন, শ্বাস কাশ ইত্যাদি কারনে, (৬) অর্শ,পুরাতন ক্ষত বা স্ত্রী-জাতির বজোবন্ধ হইযা কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইযা থাকে

চিকিৎসা —উপবি উক্ত কাবণ সকল অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা কবিবে।

মুখগহ্বব হইতে রক্তস্রাব। যদি শীতল জল এবং সঙ্কোচক ঔষধ দ্বারা বক্তস্রাব নিবাবিত না হয, তবে উপযুক্ত ঔযধ ব্যবহাব কবিবে ঔষধেব বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; অর্থাৎ সাধারণ বক্তস্রাবেব ঔষধ দিবে।

ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্তস্রাব —সূচীব্যবসায়ী, মসিজীবী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা মস্তক অবনত করিয়া রাখা প্রযুক্ত পৃষ্ঠবংশ বক্র হইয়া কখন কখন ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাব হয়।

লক্ষণ —রক্তস্রাব হইবার পূর্ব্বে বক্ষঃস্থলে বেদনা, ভারবোধ, বক্ষাস্থির নিম্নে বা স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে দাহানুভব, আলস্য, মুখমণ্ডল আরক্ত, মুখে লবণাস্বাদ, অল্প কাশি, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় কখন কখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া কেবলমাত্র নাড়ী ক্ষুদ্র হয়

চিকিৎসা —শীতল জল পান, তাহার পরে ১০ গ্রেণ মাত্রায় গ্যালিক্ য়্যাশিড ২ ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ৫ বা ১০গ্রেণ পরিমাণে য়্যামোনিও সল্‌ফেট অফ আয়রণ ব্যবস্থা করিবে কেহ কেহ বলেন, এককালে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে কেহ কেহ আর্গট অফ রাই, ইপিক্যাকুয়ানৃহা, তার্পিণ তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন এই সকল ঔষধের সহিত শীতল জল ও বরফ দেওয়া উচিত এইরূপ রক্তস্রাব কখন কখন কোন কোন রোগের উপসর্গরূপে আবির্ভূত হয়, তজ্জন্য প্রধান রোগের চিকিৎসা যুক্তিযুক্ত

রক্তবমন।—এই রোগে পাকাশয় এবং ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব হইলে মাত্রায় অধিক, কখন কখন আহারীয় পদার্থের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে, এবং পাকরসের সহিত মিশ্রিত থাকাতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ হয়; কিন্তু ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্তস্রাব হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প এবং ফেণাযুক্ত হয়

চিকিৎসা —রোগীকে অতি সুস্থিরভাবে শয়নাবস্থায় রাখিয়া কিয়ৎকালের জন্য আহার করিতে নিষেধ করিবে। শীতল জল, বরফ এবং ঔষধের মধ্যে গ্যালিক্ য়্যাসিড সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ তার্পিণ তৈলকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন নাভির উপরে শীতল জল প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে যদি রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বিফটী, পোর্ট ওয়াইন, অথবা ব্রাণ্ডির পিচকারী দিবে পীড়া পুরাতন এবং রক্তস্রাব অল্প হইলে, বার্ক এবং য়্যাশিড

সুব্যবস্থা। কখন কখন এ অবস্থায় লৌহঘটিত ঔষধ এবং কুইনাইনে বিশেষ উপকার দর্শে

মূত্রোৎপাদন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।—প্রস্রাবের সহিত শোণিত মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে হিমাটিউরিয়া বলে ঐ রক্ত মূত্রপিণ্ড, ইউরিটার বা মূত্রপ্রণালী ইউরিথ্রা বা মূত্রমার্গ বা প্রষ্টেট গ্রন্থি হইতে বাহির হইতে পারে রক্তদোষজন্য প্রস্রাবের পীড়া হইলে, উহার প্রথমাবস্থায় মূত্রের সহিত রক্ত থাকিতে পারে। মূত্রপিণ্ডে প্রবল প্রদাহ, মূত্রপিণ্ডে বা মূত্রাশয়ে পাথরী, কটীতে আঘাত, এবং তার্পিণ তৈল বা ক্যান্থারাইডিস্ ব্যবহার, ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মে। কখন কখন বাতজ্বর, নিমোনিয়া, বসন্ত, পাপুরা, হাম, টাইফস্‌জ্বর ইত্যাদি পীড়ার সহিত এই রোগকে উপসর্গরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাবের সহিত রজে রক্ত মিশ্রিত হইয়া লালবর্ণ হওয়ায় কখন কখন উহাকে হিম্যাটিউরিয়া বলিয়া ভ্রম হয়, এজন্য স্ত্রীলোকের এই পীড়া হইলে ইহার অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য

চিকিৎসা।—কারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ক্যান্সার বা পাথরী জন্য এই পীড়া জন্মিলে সঙ্কোচক ঔষধ দিবে, যথা;—টীং ফেরিপারক্লোরাইড, গ্যালিক য়্যাশিড, এবং সল্‌ফিউরিক য়্যাশিডই শ্রেষ্ঠ তার্পিণ তৈল কোনমতে ব্যবহার করা না হয় তাহা হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মিয়া বহু কষ্ট দিবার সম্ভাবনা অন্য কোন পীড়া জন্য এইরূপ রক্তস্রাব ঘটিলে, অগ্রে সেই রোগের চিকিৎসা করা বিধেয় মূত্রাশয় হইতে রক্তস্রাব হইলে, ফটকিরি বা ট্যানিক য়্যাশিডের পিচকারী দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়

গ্যাল্লিক য়্যাশিড	...	...	১২ গ্রেণ
পল্‌ভ ইপিক্যাক্ কম্ ওপিয়াই		...	৫ গ্রেণ

এক এক মাত্রায় ৮ বা বার ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে।

সল্‌ফিউরিক য়্যাশিড য়্যারোমেটিক	...	১২ ড্রাম
টিং ক্যাম্ফর কম্ ওপিয়াই ..	...	½ আং।
য়্যাকোয়া সিনেমন্	...	৭½ আং

ছয় মাত্রা। আহারের পূর্ব্বে এক এক মাত্রা দিবসে তিনবার সেবনীয়

বৈদ্যকে রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

রক্তপিত্তের নিদান পূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি।—অতিরিক্ত রৌদ্রসেবা, ব্যায়াম অর্থাৎ আয়াসসাধ্য কার্য্য করা, শোক, পথশ্রান্তি, অত্যন্ত স্ত্রী-সংসর্গ, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, উষ্ণ ক্ষার অর্থাৎ যবক্ষারাদি, লবণ, অম্ল ও কটু-দ্রব্য সেবন দ্বারা কুপিত পিত্ত স্বীয় গুণে বিদগ্ধ রক্তের সহিত ঊর্দ্ধ এবং অধোগামী হয়। ঊর্দ্ধে নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখদ্বারা, এবং অধোদেশে মেঢ্র, যোনী ও মলদ্বার দিয়া নিঃসৃত হয় এবং অতিশয় কুপিত হইলে সমস্ত রোমকূপ দ্বারাও রক্তপিত্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে

রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ।—গাত্রের অবসন্নতা, শীতলেচ্ছা, কণ্ঠ ধূমা-য়ন অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমের ন্যায় পীড়া, বমন এবং নিশ্বাসে লৌহের গন্ধ, রক্তপিত্ত হইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ হয়।

রক্তপিত্তের কফাদিভেদে লক্ষণ।—কফাধিক্য রক্তপিত্ত হইলে ঘন, ঈষৎ পাণ্ডু, ঈষৎ স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্তস্রাব হয় পিত্তাধিক্য রক্তপিত্ত হইলে শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ পীত মিশ্র বর্ণ অথবা অরুণ বর্ণ, ফেণের সহিত তরল অথচ রুক্ষ রক্তস্রাব হয়। পিত্তাধিক্য হইলে কষা-যাক্ত অর্থাৎ বট পটোলাদিযুক্ত ক্বাথবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রসদৃশ আভা-যুক্ত, চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ বা সৌবীরাঞ্জন বর্ণ রক্তস্রাব হয় বাতপিত্তাদি কারণদ্বয়ের সংসর্গে দ্বন্দ্বজ এবং বাতাদি কারণত্রয়ের সংসর্গে সান্নিপা-তিক রক্তপিত্ত জানিবে।

দোষভেদে মার্গভেদ।—কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগ হয় অর্থাৎ মুখ, নাসিকা, চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা রক্তস্রাব হয়। বাতানুগ হইলে অধোগ

অর্থাৎ মলদ্বার ও শিশ্ন প্রভৃতি দ্বারা রক্তস্রাব হয়। কফ ও বাতিক অধ, অভয়ায়ু বদ্ধ হইলে উর্দ্ধ এবং অধ উভয় পথ দ্বারা রক্তস্রাব হয়

রক্তপিত্তের সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ।—ঊর্দ্ধপথগামী রক্তপিত্ত অর্থাৎ কফজ, অধগামী অর্থাৎ বাতজ, যাপ্য ও উভয়পথাবলম্বী অর্থাৎ কফবাতজ অসাধ্য

সাধ্যত্ব হেতু নিরূপণ—বলবান ব্যক্তির একপথগামী, অল্পবেগকারী, অল্পকাল জাত, নিরুপদ্রব রক্তপিত্ত হেমন্ত ও শিশিরকালে সাধ্য এক দোষানুগ রক্তপিত্ত হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য, মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির ত্রিদোষজ রক্তপিত্ত অসাধ্য, অন্য ব্যাধি দ্বারা ক্ষীণদেহ ব্যক্তির অতি বেগবান রক্তপিত্ত অসাধ্য, বার্দ্ধক্য ও অরুচ্যাদি পীড়িত এবং অনাভাবে অর্থাৎ যে আহার না করে, তাহার রক্তপিত্ত অসাধ্য।

উপসর্গ।—শরীরের দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাশ, জ্বর, বমি, মদ্র অর্থাৎ সুপারি ধুস্তুর ভক্ষণ জন্য উন্মত্ততা, দেহের পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, রক্তবস্তুর বিদগ্ধতা, সর্ব্বদা অধীরতা, হৃদয়ে অসদৃশী বেদনা অর্থাৎ ঐ বেদনার অন্য কোন বেদনার সহিত তুলনা করা যায় না; পিপাসা, মলভেদ, শিরোভিতাপ, অতি দুর্গন্ধময় থুথুস্রাব, আহারে অরুচি, অপাক ও শরীরের বিকৃতি এই সমস্ত রক্তপিত্তের উপসর্গ।

প্রত্যাখ্যেয়তা নিরূপণ। যাহার রক্তপিত্ত মাংসধৌত জলের ন্যায়, ক্বথিত জলের ন্যায়, কর্দ্দমমিশ্রিত জলতুল্য, মেদ, পূঁয কিম্বা রক্তসদৃশ, অথবা যকৃতপিত্তের ন্যায়, পক্ক জামফলের ন্যায় আভাযুক্ত, কৃষ্ণ কিম্বা নীলবর্ণ, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, পূর্ব্বে যে সমস্ত বিকার উক্ত হইয়াছে তদযুক্ত এবং ইন্দ্রধনু তুল্য দীপ্তিযুক্ত, তাহার সেই রক্তপিত্ত বৈদ্যের বর্জ্জনীয় অর্থাৎ বৈদ্যগণ উক্ত রোগীকে ত্যাগ করিবেন

অপর অসাধ্য লক্ষণ। যে রক্তপিত্তদ্বারা উপহত ব্যক্তি সমুদয় দৃশ্য, বস্তু এবং আকাশ রক্তবর্ণ দর্শন করে, তাহার সেই রক্তপিত্ত অসাধ্য; যে রক্তপিত্তান্বিত ব্যক্তি রক্ত বমি করে এবং যাহার চক্ষু অতিশয় লোহিত বর্ণ হয়, যে উদ্গারে পর্য্যন্তও রক্তবর্ণ দর্শন করে, সেই ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হয়

কফজ রক্তপিত্তের চিকিৎসা —শতমূলী গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুষিকবী, বেলেড়া, তালমূলী, খদির কাষ্ঠ, ত্রিফলা, বামুনহাটি, কুড়, প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের মনঃশিলা সংযোগে জারিত কান্তলৌহ বা স্বর্ণমাক্ষিক ১২ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ১৬ পল এই সমুদয় দ্রব্য উক্ত ক্বাথের সহিত পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে শিলাজতু, গুড়ত্বক, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিঁপুল, শুঁঠ, জায়ফল, প্রত্যেক ১ পল, এবং ত্রিফলা, ধন্যা, তেজপত্র, মরিচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে ইহার অনুপান গব্য দুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য. ইহার নাম "খণ্ডকাদ্য লৌহ।"

রক্তপিত্তান্তক লৌহ।—আমলা ১ তোলা, পিঁপুল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা একত্র মাড়িয়া লইবে।

বাতজ রক্তপিত্তের চিকিৎসা —শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফল, বিড়ঙ্গ, মুথা, চিতামুল, কৃষ্ণতিল, ইহাদের এক এক ভাগ; সমুদয়ের সমান লৌহ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা ১ মাসা। অনুপান মধু ইহার নাম "শতমূল্যাদি লৌহ।"

দুর্ব্বাদ্য ঘৃত।—দাউদখানি চাউল ৪ সের ১৬ সের জলে সংমর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া জল লইবে ঐ জল ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ছাগঘৃত ৪ সের; কল্কার্থ—দুর্ব্বামুল, হুঁদির কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুকা, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেনার মুল, মুথা, রক্তচন্দন, পদ্মক ঠ, প্রত্যেক ২ তোলা। রক্তবমনে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইহার নস্যগ্রহণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাবে চক্ষুতে পূরণ, কর্ণ হইতে রক্তস্রাবে কর্ণে পুরণ, মেঢ্র ও গুহ্য দ্বার দিয়া রক্তস্রাবে ইহার পিচকারি, এবং রোমকূপ দিয়া রক্তক্ষরণ হইলে গাত্রে মর্দ্দন ব্যবস্থেয়।

পিত্তজন্য রক্তপিত্তের চিকিৎসা।—ত্বগবীজাদিরহিত বস্ত্র নিষ্পীড়িত, রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শোষিত পুরাতন কুষ্মাণ্ড শস্য ১০০ পল ৪ সের ঘৃতে ভাজিয়া মধু বর্ণ হইলে তাহাতে কুষ্মাণ্ডজল ১৬ সের, চিনি

১২।০ সের গুলিয়া দিয়া পাক করিবে পাক সিদ্ধ হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া শীতল হইলে ২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা,—পিঁপুল, শুঁঠ, জীরা, প্রত্যেক ২ পল; গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ, ধনে, প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ মাত্রা এক তোলা হইতে দুই তোলা পর্য্যন্ত। অগ্নি ও বল দৃষ্টি করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার হয় ইহার নাম "কুষ্মাণ্ড খণ্ড"

এলাদি গুড়িকা।—এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা; গুড়ত্বক ১ তোলা, পিঁপুল ৪ তোলা; চিনি, যষ্ঠিমধু, পিণ্ড খর্জ্জুর দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল। এই সমুদয় চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া ২ তোলা প্রমাণ গুড়িকা করিবে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে

দাড়িম ফুলের রস ও দূর্ব্বার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া আল্তার জল অথবা হরিতকীর জলের সহিত নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারণ হয়

আমলা ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

লিঙ্গ দিয়া অধিক রক্তস্রাব হইলে উত্তর বস্তি ক্রিয়া কর্ত্তব্য; অথবা পঞ্চতৃণ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১ পল, জল ১ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করিতে দিবে। কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ও কাজলি আকের মূল এই পঞ্চ তৃণ

হোমিওপ্যাথিকে রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

রক্তের দৃশ্য সাধারণতঃ ত্রাসজনক। দেখিলেই স্বভাবতঃ মনে একটা ভয়ের উদ্রেক হয় বিশেষতঃ সেই রক্ত মুখ দিয়া উঠিলে আরও আতঙ্কপ্রদ হইয়া থাকে এজন্য এরূপ ঘটনা ঘটিলে অগ্রে, নিশ্চয় করা উচিত যে, কোথা হইতে, কিরূপে, সেই রক্ত নির্গত হয় এইরূপে রক্তোদ্গমের দুইটী স্থান আছে, পাকস্থলী এবং ফুস্ফুস্ সাধারণতঃ বমনের সহিত রক্ত উদ্গীর্ণ হয় পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠিবার সময় বমনোদ্বেগ বড়ই প্রবল হইয়া থাকে, এবং উহা কফির ন্যায় বর্ণ হইলেও জানিতে হইবে যে, তাহাতে পাকাশয়ের রসের ক্রিয়াধিক্য আছে ফুস্ফুস্ হইতে রক্ত উদ্গীরিত হইলে উহা প্রবল সর্দ্দির সহিত মিশ্রিত, ফেণাযুক্ত এবং লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—রোগী স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, শীতল দ্রব্য ভোজন করিবে। অধিক রক্তস্রাব হইলে বরফ চুসিতে দিবে এবং পর্য্যায়ক্রমে "হেমামিলিস্" এবং "ইপিকাক্যুয়ানহা" এক অথবা অর্দ্ধ-ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে তাহার পরে প্রতিদিন তিনবার "ফস্ফরিক য়্যাসিড" প্রয়োগ করিবে

নাসা হইতে রক্তস্রাব।—মুখদিয়া যেমন রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ নাসিকা দিয়াও রক্ত বাহির হইতে দেখা গিয়া থাকে

চিকিৎসা।—সামান্যতঃ শীতল জলে স্নান করিলেই আরোগ্য লাভ হয় আঘাতজন্য রক্তস্রাব হইলে বড়ই ভয়ানক হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা হইলে, একটী চা-পাত্রে পূর্ণ শীতল জলে, এমন কি তাহাতে বরফ পর্য্যন্ত দেওয়া কর্ত্তব্য, ত্রিশ ফোঁটা "হেমামিলিস্" মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পিচকারী দিবে। ফট্কিরি চূর্ণের নাস গ্রহণ করিলেও

অনেকস্থলে রক্তপাত বন্ধ হয় "হেমামিলিশে" উপকার না দর্শিলে "ভার্গিকা" প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রায় সকল প্রকার রক্তস্রাবেই "হেমামিলিশ্" অমোঘ ঔষধ; অতএব অর্শ, স্ফোটক, পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি রোগে রক্তস্রাব নিবারণ জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হাকিমীমতে রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

এই রোগে অস্ত্রাঘাত বা অন্য কোন প্রকারে শরীরে আঘাত না লাগিয়াও কোন না কোন কারণে কোন যন্ত্র কাটিয়া, ছিঁড়িয়া বা অন্য কোন প্রকারে বিকৃত হইয়া রক্তস্রাব হইয়া থাকে। সেই রক্ত মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, লোমকূপ ও গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়।

চিকিৎসা। দেশীয় কুষ্মাণ্ড এই রোগের মহৌষধ। ব্যঞ্জনের সহিত মোরব্বা করিয়া অথবা ঔষধের সহিত যে কোন প্রকারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অন্য ঔষধ সেবন করাইলেও পথ্যের সহিত কুষ্মাণ্ড খাইবার ব্যবস্থা করিবে।

মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে কামিনীফুলের পাতার রস ১ তোলা অর্দ্ধ তোলা চিনির সহিত সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে। নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইলে উহার নাস লইতে দিবে।

অন্যান্য রক্তস্রাবে,—

মাজুফল চূর্ণ	৹ আনা।
দারুচিনি চূর্ণ	৵৹ আনা
গন্ধক চূর্ণ	⁄৹ আনা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে।

নবম অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে কাশাদি রোগের চিকিৎসা।

কাশ —ব্রঙ্কাই বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ জন্য এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহা প্রবল (য়্যাকিউট) বা পুরাতন (ক্রনিক) রূপে উপস্থিত হয় ইহাতে ফুসফুসের উভয় অংশ বা তাহার একাংশ বিকৃত হয় সাধারণতঃ উপরের অংশই আক্রান্ত হইয়া থাকে

লক্ষণ —সামান্য শৈত্যানুভব, ক্রমে ত্বকের উষ্ণতা, (পরিমাণ ৯৯.৫ হইতে ১০২.৫ ডিগ্রী), দৌর্ব্বল্য, হস্ত-পদাদির বেদনা, সম্মুখস্থ কপালগহ্বরে অসুখ বোধ, হাঁচি, নাসারন্ধ্র হইতে ক্লেদ নিঃসরণ, গলার ভিতরে বেদনা, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণের সহিত কণ্ঠে শুড়শুড়ানি বোধ, শুষ্ক কাশি, বক্ষাস্থির পার্শ্বাদিকে অসুখ ও টান বোধ, এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভব হইয়া থাকে সময়ে সময়ে কাশির বৃদ্ধি হয়, শয়নাবস্থায় এবং প্রাতে শয্যাত্যাগের পরেই আধিক্য হয়। তাহার কিয়ৎকাল পরেই পাতলা লবণাস্বাদযুক্ত ফেণা ও কখন কখন রক্তচিহ্ন-বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হয় কিছুদিন পরে শ্লেষ্মার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া লালার ন্যায় অর্দ্ধ সচ্ছ, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, পরে ধূসর ও হরিদ্রাবর্ণ অস্বচ্ছ ও আটার ন্যায় চটচটে হইয়া উঠে

পীড়া উৎকট হইলে বা রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে গয়েরের সহিত পুঁজ মিশ্রিত থাকে, কখন কখন তাহার লালাত্ব ঘুচিয়া সম্পূর্ণরূপে অস্বচ্ছ ও পুরু হয় শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ী দ্রুত, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে নাড়ী অধিকতর দ্রুত বহিতে থাকে কখন কখন শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্লেষ্মা নির্গমের হ্রাস দেখা যায়। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণাদায়ক টান ও ভার বোধ, শ্বাসকষ্ট ও অতিশয় অস্থিরতা জন্মে দেহ সম্মুখে

বক্র করিয়া রোগী শয্যায় বসিয়া থাকে মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত ও আরক্ত, নাড়ী দ্রুতগামী, ত্বক কখন উষ্ণ কখন শীতল, শিরা বিস্তৃত, ওষ্ঠ, গণ্ড, দেহ ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নীলবর্ণ দেখায়। তাহাতে জানা যায় যে, রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে চিকিৎসা দ্বারা উপশম হইলে উপরোক্ত লক্ষণ অন্তর্হিত হয়, কিন্তু ক্রমে বৃদ্ধি হইলে নিস্তেজ, শ্বাসকষ্টের আধিক্য, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, বিষম, ক্ষণবিলুপ্ত, ত্বক্ শীতল, ঘর্মাক্ত ও চট্‌চটে হয়, কিন্তু কাশ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রমোপশম, শ্লেষ্মা পরিত্যাগে অক্ষমতা, পরে মধ্যে মধ্যে প্রলাপ, কখন কখন অল্প আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণের পরে শ্বাসরোধ, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণোদরে রক্ত সংযত হইয়া রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং তাহাতেই মৃত্যু হয়

ক্যাপুলারী ব্রঙ্কাইটিশ্।—কৈশিক নলী সকল আক্রান্ত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়

লক্ষণ —বেদনা সচরাচর অত্যল্প অথবা এককালেই উহার অভাব, কিন্তু কাশিজন্য পেশীর বেদনা বড় তীব্র হয় শ্বাস প্রশ্বাস অতি দ্রুত, কখন মিনিটে ৫০ বা ততোধিক বার হইয়া থাকে, উহার সহিত সাঁ সাঁ শব্দ হয়—বোধ হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হইল অতি প্রবল কাশ, রোগী সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিতে ও পার্শ্বদ্বয় হস্ত দ্বারা ধরিয়া থাকিতে ভালবাসে। অতি কষ্টে গাঢ় চট্‌চটে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। জ্বরের সন্তাপ ১০৩ ডিগ্রী বা ততোধিক হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—পীড়া প্রকাশ হইবার পরেই অহিফেন ১ গ্রেণ বা মার্ফিয়া সিকি গ্রেণ, ৫ গ্রেণ কার্বনেট অফ য়্যামোনিয়া, অথবা ১০ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় মিউরিয়েট্ অফ য়্যামোনিয়া কিম্বা অল্প পরিমাণে সুরা সেবনে আরোগ্য হইতে পারে

এই সকল ঔষধে উপকার না দর্শিলে এবং প্রথমাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে অন্ত্র, ত্বক এবং মূত্রপিণ্ডের উপর ক্রিয়া দর্শে এরূপ চিকিৎসা করিবে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কোন প্রকার লবণাক্ত বিরেচক দিবে তদনন্তর ইপিক্যাক্, স্কুইল, অথবা য়্যাশিটেট্ ও কার্বনেট অফ পটাশ ব্যবহার করিবে

সিরপ সিলি ... ... ১ ড্রাম।
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক ... ... ½ ড্রাম।
টীং হায়োশায়েমশ্ ... ... ২০ বিন্দু।
য়্যাকোয়া রোজ ... ... ১ আং।

এক এক মাত্রায় সেবনীয় অথবা,—

পটাস নাইট্রাস্) ... ... ১০ গ্রেণ।
বা পটাশ সাইট্রাস) ... ... ১৫ গ্রেণ।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্ ... ... ১০ বিন্দু।
য়্যাকোয়া ক্যাম্ফর ... ... ১ আং

এক এক মাত্রা আবশ্যকমত ব্যবহার করিবে প্রথমাবস্থায় যদি সর্দ্দি বসিয়া যায়, তবে গরম জলের বাষ্পে শ্বাস গ্রহণ করিতে দিবে, অথবা স্লিকি বা অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণে ইপিক্যাকুয়ানিহা প্রয়োগ করিবে। রোগীর নিস্তেজকতা বৃদ্ধি পাইলে কোনরূপ উত্তেজক ও শ্লেষ্মা-নিবারক ঔষধ দিতে হইবে নিম্নে তাহার অনুযায়ী দুইটী প্রেস্কিপশন্ প্রদত্ত হইল

স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারোমেটিক ... ২০ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফরম ... ... ১৫ বিন্দু
টীং সেনিগা ... ... ৩০ বিন্দু।
টীং হায়োসায়েমশ্ ... ... ১৫ বিন্দু।
য়্যাকোয়া ক্যাম্ফর ... ... ১ আং

এক মাত্রায় জন্য জানিবে আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে

য়্যামোনি কার্ব্বনেটিশ্ ... ... ৩ গ্রেণ।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্ ... ... ১০ বিন্দু।
টীং সেনিগা ... ... ৩০ বিন্দু।
ডিকক্ট সেনিগা ... ... ১ আং

এক মাত্রা উক্তরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে।

বক্ষস্থলে বেদনার তারতম্য বিবেচনায় সর্ষপ পলস্ত্রা, তার্পিণ তৈলের ষ্টুপ, অথবা বেলেস্তারা ব্যবহার করিবে প্রথমাবধি মশিনার পুলটিশেও

বিশেষ উপকার দর্শে ক্যাপুলারী ব্রঙ্কাইটীশ হইলে বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদা পুলটিশ দ্বারা আবৃত রাখা যাইতে পারে বসগৃহের উষ্ণতা ৬০ হইতে ৬৮ ডিগ্রি রক্ষা করিতে হইবে এবং গরম জলের বাষ্প দ্বারা বায়ুর আর্দ্রতা বজায় করিতে চেষ্টা করিবে

পথ্য —দুগ্ধ, য়্যারোরুট, মাংসের ক্বাথ, বিফটী, ইত্যাদি লঘু আহার দিবে রোগী দুর্ব্বল হইলে উহার সহিত মদিরা মিশ্রিত করিতে পারিবে।

পুরাতন ব্রাঙ্কাইটীশ।—দীর্ঘকাল কাশ রোগ সঞ্চিত থাকিলেই এই পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে.

লক্ষণ।—ইহার লক্ষণ সর্ব্বত্র সমান নহে। কাশি কখন সামান্য কখন অল্প হয়, কাশির সহিত হরিৎ, ঈষৎ পীত, এবং পূযসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া ভিন্ন আর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শীতকালে ঐ শ্লেষ্মা এবং কাশি বৃদ্ধি হয়; প্রভাতে গাত্রোত্থান করিবার ও রাত্রে নিদ্রা যাইবার সময় উহার বৃদ্ধি হয়, শ্লেষ্মা নির্গত করিতে কষ্ট হয়, শ্লেষ্মায় কখন কখন রক্ত মিশ্রিত থাকে। বক্ষঃস্থলে অল্প বেদনা, ক্ষুধা-মান্দ্য, শরীর শীর্ণ ও রাত্রিতে ঘর্ম্ম হওয়ায় কখন কখন ক্ষয়কাশ বলিয়া ভ্রম জন্মে বৃদ্ধাবস্থায় সাধারণতঃ এই রোগ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—রোগীর বয়স এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় চিকিৎসা করিতে হইবে। অনেক স্থলেই য়্যামোনিয়া, সেনিগা, ইপি-ক্যাক্, ক্লোরোফরম ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বিবেচনামতে নিম্ন-লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা গিয়া থাকে।

য়্যামোনি কার্ব্বনেটিশ	...	৫ গ্রেণ
স্পিরিট ইথর	...	২০ বিন্দু
টীং সিলি	....	২০ বিন্দু
টীং ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড	...	১০ বিন্দু।
টীং ল্যাভেণ্ডিউলী কম্পাউণ্ড	...	½ ড্রাম।
ইনফিউজন্ সেনিগা	...	১ আং

এক এক মাত্রায় আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে।

সিরপ সিলি	...	১ ড্রাম
য়্যাসিড নাইট্রিক ডিল্ ...	...	১০ বিন্দু
টীং হায়োসায়েমশ্ ...	...	১৫ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফরম	...	১৫ বিন্দু।
ডিকক্ট সিঙ্কোনা ...	...	১ আং

এক এক মাত্রায় দিবে

সিরপ সিলি	...	১ ড্রাম।
স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারোমেটিক	...	½ ড্রাম।
লাইকর মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরিক	...	১০ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজন্ সার্পেণ্টেরি ...		১ আং।

শ্লেষ্মানিঃসরণভাবে কষ্ট হইলে—

সিঙ্কোনা } ...	...	৫ গ্রেণ
বা সেনিগা } ...	...	৫ গ্রেণ
কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া ...	...	৫ গ্রেণ।
জল ...	...	১ আং।

এক মাত্রায় আবশ্যকমত প্রয়োগ ব্যবস্থা।

বক্ষঃস্থলে ভারবোধ এবং অধিক কষ্ট না থাকিলে এবং শ্লেষ্মা নির্গত হইলেও ডিকক্সন সিঙ্কোনা অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কোন কোন স্থলে আবশ্যক হইলে বিবেচনামত বক্ষস্থলের সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে সর্ষপ পলস্তারা, তার্পিন তৈলের ষ্টুপ, য়্যামোনিয়া বা তৈলের লিনিমেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে।

অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নিবারণ জন্য,—

গরম জল ...	...	১ আং
তার্পিন } ...	...	১০ ফোঁটা।
বা ক্রিয়াজোট } ...	...	১০ ফোঁটা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া আঘ্রাণ লইতে দিবে অথবা,—

ট্যানিক য়্যাসিড ...	...	৩ গ্রেণ।

জল . . . . . . ১ আং।

এক মাত্রার জন্য দুই তিন বার দিবসের মধ্যে ব্যবহার করিবে।

পূর্ব্বে যে যে শ্লেষ্মানিবারক ঔষধের সহিত বলকারক ঔষধ ব্যবহার করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বলকারক ঔষধের মধ্যে নক্স-ভমিকা, লৌহ এবং সিঙ্কোনা বিশেষ উপকারী। ফস্ফেট অফ আয়রণ, ষ্ট্রীক্নিয়া এবং কুইনাইনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিমোনিয়া বা ফুস্ ফুস্ প্রদাহ। ফুস্ফুসে প্রদাহ হয়। ফুস্ফুসের দক্ষিণাংশ বামাংশ অপেক্ষা দ্বিগুণ কষ্টযুক্ত হইয়া থাকে। উপর অপেক্ষা নিম্নের খণ্ডেই প্রায় পীড়া আক্রমণ করে। ইহার সহিত অন্যান্য রোগ মিশ্রিত না থাকিলে প্রায় চোদ্দ দিন ইহার ভোগকাল বলিয়া জানিতে হইবে।

সাধারণ লক্ষণ।—পীড়া প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই অসুখবোধ, কম্প, কাশি, কোন কোন স্থলে বহু দিন পূর্ব্বে ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদি ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়া প্রকাশিত হইলে রোগী অসুস্থ ও অস্থির, শ্বাসপ্রশ্বাস সঘন ও কষ্টকর, এবং প্রদাহের স্থান ও প্রাবল্যানুসারে উহার সংখ্যা মিনিটে ৩০ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং বৃদ্ধাবস্থায় ১০০ হইতে ১২০। নাড়ী দ্রুত-গামী, জিহ্বা ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ, কখন বা শ্বেত, ঈষৎ পীতবর্ণ নাসা বিস্তৃত, রোগী উত্তানভাবে শয়ন করিয়া থাকে। পীড়ার উপশম হইলে এই সকল লক্ষণ ক্রমে অন্তর্হিত হয়, নতুবা জিহ্বা টাইফয়েড অবস্থার ন্যায় কটাবর্ণ, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী, দেহ ঘর্ম্মাক্ত, পরে মনোবিকার ও অচৈতন্য দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত হয়। বিশেষ লক্ষণ সমুদায় নিম্নে প্রকটিত হইল।

শ্বাসকষ্ট।—সাধারণতঃ ছয় হইতে দশদিনের মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক হয়। প্রত্যেক মিনিটে ৩৫ বা ৪০ বার হইলেও শ্বাসকষ্ট হয় না; কিন্তু উহার সংখ্যা ৬০ হইতে ৭০ হইলে শ্বাসরোধ হইবার সম্ভাবনা।

কাশী।—ইহা রোগের প্রথমাবস্থাতেই আরম্ভ হয়, কিন্তু অনেক স্থলে প্রদাহের দুরূহতার সহিত বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রথমে অল্প এবং

শুষ্ক কাশী হয় কিন্তু আক্ষেপ জন্য কাশের ন্যায় এমন হয় যে, রোগী চেষ্টা করিয়াও কাশী বন্ধ করিতে পারে না। উঠিয়া বসিলে বা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে কাশীর বৃদ্ধি হয়। ক্রমে উহার সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে এবং পীড়া সাংঘাতিক হইলে শেষাবস্থায় উহা অত্যল্প বা একবারে বন্ধ হয়।

শ্লেষ্মা।—প্রথমে স্বাভাবিক সর্দ্দির ন্যায় থাকে, দুই এক দিন পরে কখন বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আটার ন্যায় অর্দ্ধস্বচ্ছ লৌহমলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও চট্‌চটে হয়। শ্লেষ্মার সহিত রক্তচিহ্ন থাকে না, কিন্তু রক্তের ভাগ মিশ্রিত থাকে, উহার পরিমাণানুসারে উহার বর্ণ ঈষৎ পীত, ঈষৎ লাল বা স্পষ্ট লালবর্ণ হয়

ত্বকের সন্তাপ —এই রোগে ত্বকের সন্তাপ স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হয় প্রথম দিবসেই প্রায় ১০২ হইতে ১০৪ ডিগ্রী উঠে দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে প্রায় ১০৭ হইতে দেখা যায়,—ইহাতেও রোগীকে রক্ষা পাইতে দেখা গিয়াছে। ১০৯ ডিগ্রী পর্য্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় রোগী রক্ষা পায় নাই সন্তাপ প্রাতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, মধ্যাহ্নে তাহা অপেক্ষা অধিক, সায়াহ্নে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়

নাড়ীর গতি।—সর্ব্বত্র সমান নহে সচরাচর তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে ১২০ বা ১৩০, পীড়া সাংঘাতিক হইলে ১৬০ পর্য্যন্ত হইতে পারে। কখন কখন নাড়ী ক্ষণবিলুপ্ত বোধ হয় কখন ৬০ ৭০ বার হয়; এরূপ স্থলে জ্বরের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না।

মস্তিষ্কের লক্ষণ।—শিরঃপীড়া, নিদ্রার অভাব, অস্থিরতা এবং রাত্রিকালে অল্প প্রলাপ হইতে দেখা যায়।

প্রস্রাবের অবস্থা।—রক্তধাতুর আভাযুক্ত পীতবর্ণ, দোষযুক্ত অর্থাৎ উহার সহিত শুক্রধাতু-মিশ্রিত থাকে

এই রোগের আরম্ভাবধি পরিণাম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, এক এক ভাগকে এক এক অবস্থা নির্দ্দেশ করা যায়।

প্রথমাবস্থা।—পার্শ্ববেদনা না থাকিলে পর্শুকার গতির বিশেষ

পরিবর্ত্তন হয় না। স্বর প্রতিধ্বনির বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভূত হইতে দেখা যায় না। ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্যের সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাস অতি দুর্ব্বল বোধ হয়। সচরাচর স্বর প্রতিধ্বনি স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে

দ্বিতীয়াবস্থা।—সচরাচর আক্রান্ত দিকে পশু'কার গতির অল্পতা, এবং অনাক্রান্ত দিকে উহার বৃদ্ধি হয়। সচরাচর স্বর-প্রতিধ্বনি তীক্ষ্ণ, কখন কখন স্বাভাবিক অপেক্ষাও হ্রস্ব হইয়া থাকে। প্রতিঘাতে সগর্ভ শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উপরে ফুস্‌ফুসের অনাক্রান্ত অংশ থাকিলে শূন্য-গর্ভ শব্দ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর, এবং কখন কখন আক্রান্ত স্থানের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু মধ্যস্থলে নলীর এবং পার্শ্বে কর্কশ ও ফুৎকারবৎ হয়।

তৃতীয়াবস্থা।—এই অবস্থায় কেবল ফুস্‌ফুসের ঘনত্বের ভৌতিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ফুস্‌ফুসের মধ্যে স্ফোটক বা উহার গ্যাংগ্রীন হইলে অন্যরূপ লক্ষণ আবির্ভূত হয়। উহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অনুভূত হয় না, কিন্তু বঙ্কাই দ্বার ঐ স্ফোটকের ক্লেদ নির্গত হইয়া উহা একটী গহ্বরে পরিণত হয়। ঐ গহ্বরের আয়তন, প্রাচীরের অবস্থা এবং উহার মধ্যস্থ বায়ু ও দ্রব পদার্থের পরিমাণানুসারে প্রতিঘাত শব্দের রূপান্তর হয়, এবং প্রতিধ্বনি ও বব্‌লিং বা গার্গ্লিং শব্দ উদ্ভূত হয়।

চিকিৎসা।—এই রোগের চিকিৎসাসম্বন্ধে নানা লোকে নানা প্রকার বলিয়া থাকেন। ফলতঃ সাধারণ প্রচলিত মত নিম্নে লিখিত হইতেছে। প্রথমাবস্থায় রোগীর উদর পরিষ্কারার্থ এরণ্ড তৈল বা কোন লবণাক্ত মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। রোগীকে সুস্থিরভাবে রাখিয়া গরম জলের বাষ্প দ্বারা বাসগৃহের উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে। প্রখর জ্বরের অবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

লাইকর য্যামোনিয়া য়্যাশিট্যাটিশ	...	১৫ বিন্দু।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	... ...	৫ বিন্দু
জল	... ...	১ আং

এক এক মাত্রায় ৩।৪ বার ব্যবহার করিবে।

সাইট্রেট্ অফ পটাশ	...	১২০ গ্রেণ
লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাশিট্যাটিশ্	...	৪ ড্রাম
স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারোম্যাটিক	...	২½ ড্রাম
টীং য়্যাকোনাইট	...	২০ বিন্দু
জল	... ...	৭½ আং

ছয় মাত্রা হইবে। চারি বা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করাইবে।

রোগী দুর্ব্বল হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে য়্যামোনিয়া মিক্শ্চার দিবে

কার্ব্বনেট অফ্ য়্যামোনিয়া	... ..	৫ গ্রেণ
স্পিরিট ক্লোরোফরম	... ...	১৫ বিন্দু
লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাশিট্যাটিশ্	...	½ ড্রাম
মিউশিলেজ য়্যাকেসিয়া	... ...	১ আং।

স্পিউটমের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিলে, ঘন কাশি হইলে, এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা অধিক বোধ হইলে, শারীরিক উত্তাপ ও নাড়ীর স্পন্দনাধিক্য ইত্যাদির প্রতিকার জন্য,—

আর্গট	... ...	½ ড্রাম।
জল	... ...	৭½ ড্রাম।

দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

অনেকে বলেন, এই রোগে বিশেষ কোন ঔষধ ব্যবহার না করিয়া স্বাভাবিক রোগোপশম শক্তি দ্বারা ব্যাধির উপশম চেষ্টা করিবে ইহাতে জ্বরের প্রাদুর্ভাবকালে লঘু আহার ও শীতল জল পান করিতে দেওয়া যায়, এবং ক্রমে পুষ্টিকর পথ্য ও তৎসহ মদ্য ব্যবস্থা করা গিয়া থাকে

এই রোগের সকল অবস্থায় যে, কিছু উগ্রকর ঔষধ সেবন করাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, অতিরিক্ত পরিমাণে উক্তবিধ ঔষধ প্রয়োগে যে হানি হইতে পারে, তৎপক্ষে বুদ্ধিমান চিকিৎসকের সাবধান থাকা কর্ত্তব্য নিম্নলিখিত অবস্থা ঘটিলে অবশ্য বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। রক্তসঞ্চালনের উদ্দীপনা ব্যতীত প্রলাপ, অত্যন্ত

দ্রুতগামী বা দুর্ব্বল নাড়ী, স্নায়ুমণ্ডলের নিস্তেজকতার সহিত দৌর্ব্বল্য, রোগী বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল অথবা অন্য কোন রোগের উপসর্গরূপে এই পীড়ার প্রকাশ এবং রোগী নিতান্ত বলহীন হইলে আর প্রবল ঔষধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই আবশ্যক বোধ হইলে ২৫ ঘণ্টার মধ্যে ক্রমে ক্রমে ১, পাইণ্ট পর্য্যন্ত ব্রাণ্ডি ব্যবহার করা যাইতে পারে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি এই রোগের দুর্ব্বলাবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ।

ভাইনাম্ গ্যালিশাই		.	১ ড্রাম।
কার্বনেট অফ্ য্যামোনিয়া	..	...	৫ গ্রেণ।
ক্লোরিক ইথার	.	.	১০ বিন্দু।
টীং ক্যাম্ফর	..	...	১০ বিন্দু
টীং মস্ক	..	...	৫ বিন্দু
পরিষ্কার জল	...	..	১ আং।

এক মাত্রা রোগের অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে চক্ষের বেদনার উপর তিসির পুল্টিস, পোস্ত ঢেঁড়িক ফোমেণ্টেশন্ দিবে

নিদ্রাভাব ও বেদনানিবারণার্থ অহিফেণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে শ্লেষ্মা উদ্গমের ব্যাঘাত জন্মিবার আশঙ্কা থাকিলে হাইড্রেড অফ ক্লোর্যাল্ প্রয়োগ দ্বারা নিদ্রাভাব দূর করিতে হইবে জ্বরের অত্যন্ত প্রাবল্য হইলে পূর্ণমাত্রায় কুইনাইন সেবন করান যাইতে পারে। শ্লেষ্মা তুলিতে কষ্ট ও উহা আটাবৎ হইলে য্যাল্‌ক্যালাইন্ ব্যবহার করিবে

কার্বনেট বা ক্লোরাইড অফ্ য্যামোনিয়া		...	৫ গ্রেণ
টীং সেনিগা	...	....	১০ বিন্দু
স্কুইল	...		১০ বিন্দু।
জল	...	...	১ আং

এক এক মাত্রায় আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে এইরূপ চিকিৎসায় রোগী আরোগ্যলাভ করিলে কিয়দ্দিন কড্‌লিভার অয়েল ১৫ বিন্দু, টীং ষ্টীল ১০ বিন্দু, নিয়মিতরূপে দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে, এবং বলকারক খাদ্য খাইতে দিবে

লবিউলর বা ব্রঙ্কো নিমোনিয়া।—ইহার লক্ষণ সকল

পৃথকরূপে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, তবে যাহা দ্বারা ব্রঙ্কাইটীস্ এবং নিমো-নিয়া হইতে ইহাকে পৃথক করিতে পারা যায় তাহাই নিম্নে প্রকটিত হইল।

লক্ষণ —সাধারণ নিমোনিয়ায় কম্প প্রভৃতি যে সকল পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতে প্রায় তাহা দেখা যায় না জ্বরের লক্ষণকেই ইহার প্রধান লক্ষণ বলিতে হইবে দেহের সন্তাপ সচরাচর ১০৩ ১০৪ ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে, কিন্তু জ্বর বৃদ্ধি হইবার কোন নিয়ম থাকে না সন্তাপ স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় হইয়া তৎপরে জ্বরের আধিক্য হয়, ত্বক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হয় না, অথচ ঘর্ম্মও হইয়া থাকে নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা অধিক হয়, কিন্তু শীঘ্রই উহা দুর্ব্বল ও বিষম হইয়া পড়ে অত্যন্ত ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস হয় শ্লেষ্মা অধিক উঠে না, এজন্য বিশেষ কষ্ট হইতে থাকে।

চিকিৎসা। —লাবণিক ঔষধের সহিত ভাইনম ইপিক্যাক্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য রোগী দুর্ব্বল হইলে,—

কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া	...	৫ গ্রেণ
টীং সেনিগা	...	½ ড্রাম।
জল	...	১ আং।

এক এক মাত্রা বিবেচনামত সেবন করাইবে

পুষ্টিকর পথ্য ও তৎসহ ব্রাণ্ডি প্রভৃতি গরম ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল দর্শে। রোগের উপশমকালে কডলিভার অয়েল, পোর্ট ওয়াইন খাইতে দেওয়া আবশ্যক

পুরাতন বা ইণ্টারষ্টিশিয়্যল্ নিমোনিয়া। —পূর্ব্বে যে নিমো-নিয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই কিছু পুরাতন ভাবাপন্ন হইলে এই পীড়া জন্মে।

লক্ষণ।—অধিক দিন ব্যাপিয়া এই পীড়া অবস্থিতি করে, এবং প্রথমে ইহার লক্ষণাদি ততটা প্রকাশ পায় না; পীড়া যখন স্পষ্টতঃ আবির্ভূত হয়, তৎসহ তাহার লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্থানিক লক্ষণের মধ্যে পার্শ্বে এক প্রকার টানা বেদনা, শ্বাসকষ্ট ও কাশীই প্রধান; শ্লেষ্মা অতি কষ্টে উঠিত হয় ও উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হয়

চিকিৎসা।—ক্ষয়কাশের চিকিৎসার ন্যায় এই নিমোনিয়ার চিকিৎসা করিতে হইবে। বলকারক ঔষধ যথা,—কডলিবার অয়েল, লৌহ প্রভৃতির সহিত পুষ্টিকর খাদ্য দিবে। কার্ব্বলিক য্যাসিড অথবা ক্রিয়োশোটের আঘ্রাণ লইলে স্পিউটার দোষের ও পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। আইওডাইড অফ পোটাশিয়ম দ্বারাও অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে।

ফুস্‌ফুসের গ্যাংগ্রীণ।—প্রবল পুরাতন নিমোনিয়া, ক্ষয়কাশ, ক্যান্‌সার, দৌর্ব্বল্যজনিত জ্বর, জন্তুর বিষদ্বারা রক্তের বিষাক্ততা, আহারীয় দ্রব্যের অভাব, কদর্য্য স্থানে বাস, অতিরিক্ত মদ্যপান ও স্নায়বিক পীড়ার আতিশয্য হেতু এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।—অতীব দুর্গন্ধময় নিশ্বাসবায়ু শ্লেষ্মার সহিত ক্লেদ নির্গম, কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ রক্তস্রাব দ্বারাই রোগীর মৃত্যু হয়। কখন কখন হেক্‌টিক্ জ্বর ইহার সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বরে রোগী প্রায় রক্ষা পায় না।

চিকিৎসা।—অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থের সহিত প্রচুর ব্রাণ্ডি, য্যামোনিয়া, বার্ক, ইথর, মিনারল্ য্যাসিড, কুইনাইন্ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। সর্ব্বদা কার্ব্বলিক য্যাসিড, ক্রিয়োশোট ও তার্পিণ তৈলের বাষ্প গ্রহণ করিলে নিশ্বাসের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। কেহ কেহ এই রোগে কার্ব্বলিক য্যাসিড ও হাইপোক্লোরাইড ব্যবস্থা করেন। পীড়া পুরাতন হইলে বলকারক ঔষধ, কডলিবার অয়েল, পুষ্টিকর খাদ্য, স্থান পরিবর্ত্তন বিধেয়। বলকারক ঔষধ,—

কার্বনেট অফ য্যামোনিয়া	...	৩০ গ্রেণ
টীং য্যাকোনাইট	...	৪০ বিন্দু।
টীং সিঙ্কোনা	...	৫½ ড্রাম।
য্যাকোয়া মেন্থ পিপারেটা	...	৭½ আং।

ছয় মাত্রা। দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে।

ফুস্‌ফুসের স্ফীতি।—অন্যান্য রোগের আনুসঙ্গিকরূপে এই

পীড়া হইয়া থাকে। জ্বরের পর সাধারণ শোথ, টাইফস্ জ্বর, ব্রঙ্কাই-টিশ, নিমোনিয়া, ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য প্রভৃতি রোগের সহগামী হয়।

লক্ষণ —বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, সঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ও তজ্জন্য কষ্ট, অল্প কাশী, সচরাচর তরল, কখন বা আঠার ন্যায় ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গম ইত্যাদি ইহার সাধারণ লক্ষণরূপে পরিগণিত হয়।

চিকিৎসা।—রোগের কারণ বিশেষরূপ অবধারিত করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। মূত্রপিণ্ডের পীড়াবশতঃ এই ব্যাধি উপস্থিত হইলে বিরেচকের মত অতি বিরেচক বা ঘর্ম্মকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। হৃৎপিণ্ডের পীড়া প্রযুক্ত হইলে তদনুযায়ী চিকিৎসা করিবে

সিফিলিস্ বা উপদংশ জন্য ফুস্‌ফুসের পীড়া।—উপদংশ জন্য ফুস্‌ফুস্ পীড়া জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এই রোগে উপদংশের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে, নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

সিরপ ফেরি আইওডাইড	৪ ড্রাম।
মিউসিলেজ ট্র্যাগাকান্থ	২ আং।
ওলিয়াই মরহ	৪২ আং।

বড় চামচের এক চামচ মাত্রায় দিবসে ২ ৩ বার প্রয়োগ করিবে।

ফুস্‌ফুসের ক্যান্‌সার।—এই পীড়া অতি কমই হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকে সংক্রামক, কেহ বা কুলজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

লক্ষণ।—কাশি, শ্বাসকষ্ট, বক্ষস্থলে ছুরিবেধনবৎ বেদনা, চাপিয়া ধরিলেও বৃদ্ধি পায়, কাশির সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়, জ্বর, রাত্রে ঘর্ম্ম, বলহীনতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—যে যে যন্ত্রণা প্রবল থাকে, তাহার প্রতিকার করাই উপযুক্ত চিকিৎসা তজ্জন্য বলকারক ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য, নির্ম্মল বায়ু, গরম কাপড়, কুপিত মলাদি নির্গম বিধেয়। যন্ত্রণা নিবারণ জন্য,—

এক্স্‌ট্রাক্ট ওপিয়াই	১ গ্রেণ।
মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরাইটিশ	½ গ্রেণ।
এক্স্‌ট্রাক্ট হায়েসায়েমস্	৩ গ্রেণ।

একটী বটী প্রস্তুত করিয়া শয়নের পূর্ব্বে খাইতে দিবে

রক্তের ক্রিয়া বৃদ্ধিজন্য ,—

টীং কুইনি কম্পোজিটা ..	½ আং।
সিরপ্ ফেরি আইওডাইড ...	২½ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	৭½ আং।

ছয় মাত্রা। দিবসে ৩ বার।

থাইসিস্ বা ক্ষয়কাশ।—এই রোগের প্রথমে জ্বর বা সর্দ্দির লক্ষণাদি ব্যতীত কাশি আরম্ভ হয় সেই কাশি সচরাচর শুষ্ক, শ্লেষ্মার সহিত রক্তচিহ্ন বা স্পষ্ট রক্ত থাকে বেদনার অভাব বা অল্পতা, উহা সর্ব্বদাই পার্শ্ব বা স্কন্ধদেশে হইয়া থাকে এবং কাশির সহিত বৃদ্ধি হয় না। অস্বাভাবিক শব্দ কেবল ফুস্‌ফুসের উর্দ্ধ খণ্ডে এবং বক্ষঃস্থলের একদিকেই বর্ত্তমান থাকে। ইহারা স্থায়ী এবং দুই দিকে অবস্থিত হইলে মধ্যেমধ্যে একদিক হইতে অন্তর্হিত হয়

লক্ষণ।—শিরঃপীড়া, অজীর্ণতা, পিত্তাধিক্য, ক্ষুধামান্দ্য, উদ্যমরাহিত্য, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি ইহার সাধারণ লক্ষণ রাত্রিকালে অস্থিরতা এবং রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করিতে পারে না শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। মাংসপেশী শিথিল, মুখমণ্ডল রক্তবিহীন, কেশ পতন, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূল, মৃদু ও শুষ্ক কাশি, এই কাশি শয্যাত্যাগের পরে এবং রাত্রে শয়ন করিবার সময় অধিক হয়। কিছু দিন পরে কাশি বাড়িতে থাকে, অল্প শ্রমের পর অধিকতর বৃদ্ধি পায়, এবং উহার সহিত অল্প নির্য্যাসবৎ রক্তচিহ্নবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয় ক্রমে অল্প শ্রমেই রোগী শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং এ অবস্থায় পরীক্ষা করিলে সঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, দেহের সন্তাপ ৯৯.৫ হইতে ১০২ ডিগ্রী, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতগামী ও বলহীন বোধ হয়। অল্প উদ্দীপনার পরেই মুখমণ্ডল আরক্ত, কখন কখন শরীরে জ্বর বোধ, রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে কম্প, এবং প্রাতঃকালে

ঘর্ম্ম হইতে থাকে। জিহ্বা পরিষ্কৃত বা লেপযুক্ত, নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা ৬০ হইতে ১৪০ পর্য্যন্ত হইতে পারে প্রস্রাব প্রথমে রক্তবর্ণ বা পরিষ্কৃত, পরিমাণে অল্প এবং ঘোলা হয় স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্মের অভাব বা আধিক্য এবং কখন কখন একবারে বন্ধ হইয়া যায়।

কোন কোন স্থলে উপরি উক্ত লক্ষণের সহিত অজীর্ণতার এবং প্রথমাবস্থায় জরের লক্ষণাদি একবারে দেখা যায় না। অকস্মাৎ ফুস্ফুস্ হইতে রক্ত বহির্গত হইতে পারে, অথবা শরীরে শীতলতা লাগাইলে কাশি হয় এবং রক্তচিহ্নযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। কখন কখন ইহার পূর্ব্বে ঈষৎ স্বরভঙ্গ, এবং প্রাতঃকালে অল্প কাশি হয়। চিকিৎসা দ্বারা কিয়দ্দিবসের জন্য অনেকানেক লক্ষণ নিবৃত্ত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু শীঘ্র উহারা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া উঠে। শ্বাসকৃচ্ছ্র, ক্লেশকর কাশি এবং পূঁয বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। দেহ বিবর্ণ, ত্বক উষ্ণ, ওষ্ঠ ঈষৎ রক্ত বা নীল বর্ণ, অল্প উদ্দীপনের পরেই গণ্ডস্থল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, এবং মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে প্রভূত ঘর্ম্ম ও অতিশয় দুর্ব্বলতা হয় ইতি-মধ্যে রোগীর উঠিবার শক্তি প্রায় থাকে না অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থূল ও অতিশয় দুর্ব্বলতা হয় অনেক স্থানে প্লুরিসিজন্য পার্শ্ববেদনা, উদরাময়, জিহ্বা পরিষ্কার বা লেপযুক্ত, মুখগহ্বরে য়্যাপথি, ক্ষুধামান্দ্য, নিদ্রাহীনতা, অবয়বের শুষ্কতা ও আকুঞ্চন, পাদস্ফীতি, এবং ক্রমে প্রলাপের পর মৃত্যু উপস্থিত হয় কখন কখন আত্মবোধ শূন্য হইয়া বিনা ক্লেশেই রোগী প্রাণত্যাগ করে কখন বা শেষাবস্থা পর্য্যন্ত মনোবিকার জন্মে না; এবং মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা।—খাদ্যের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দুগ্ধ, সর, মাখন, ডিম্ব, রুটী, নানা প্রকার মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতে দিবে। অম্লাক্ত দ্রব্য একবারে নিষেধ; আহারের পরে কেহ কেহ কিয়ৎ পরিমাণে সেরি ও ক্ল্যারেট মদ্য সেবনের পরামর্শ দেন। মধ্যে মধ্যে আহারের পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য, নিত্য একপ্রকার খাদ্য ব্যবহার করিতে দিবে না।

যেখানে পরিষ্কৃত বায়ু সঞ্চালিত হয়, এরূপ স্থানে স ধ্যমত ভ্রমণ,

বাসগৃহের বায়ু যাহাতে পরিষ্কৃত এবং সুন্দররূপে সঞ্চালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে গরম বস্ত্র পরিধান যথা,—ফ্লানেল কিম্বা "শ্যাময় লেদার" (হরিণের চর্ম্মে নির্ম্মিত বস্ত্রের ন্যায় পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ) সর্ব্বদা গাত্রে রাখা আবশ্যক। লবণাক্ত গরম জলে গাত্র মার্জ্জনা করিয়া তোয়ালে দিয়া সেই জল মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য

সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য অবস্থিতি করা বিধেয়।

এই রোগে অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য স্বতঃই উপস্থিত হয়, তাহার সহিত অম্লাধিক্য, মুখের বিকৃত স্বাদ, আহারে অস্পৃহা ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে

য়্যারোমেটিক স্পিরিট অফ য়্যামোনিয়া	...	১০ বিন্দু।
টীং অরেন্সাই	...	১৫ বিন্দু।
টীং কার্ডেমম্ কম্পাউণ্ড ...	...	১৫ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	...	১ আং।

এক মাত্রা। এইরূপে দিবসে ৩ ৪ বার সেবন করান কর্ত্তব্য।

ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইলে,—

গ্যালিক য়্যাসিড ...	...	১২ গ্রেণ
পল্‌ব ইপিক্যাক কম ওপিয়াই ...	...	৫ গ্রেণ

এক একটী মোড়া প্রস্তুত করিয়া ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে

কাশির প্রতিকার জন্য,—

লাইকর মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরেটিশ্ ...	...	৪০ বিন্দু।
ডাইঃ হাইড্রোসিয়েনিক য়্যাসিড ...	...	২০ বিন্দু।
সিরিপ. সিলি ...	...	৫ই ড্রাম
মিউশিলেজিনিশ য়্যাকেশিয়া ...	...	৫ই আং।

৩।৪ ঘণ্টা অন্তর বড় চামচের এক এক চামচ খাইতে দিবে।

১০ গ্রেণ মাত্রায় সিরিয়ম, কাশি নিবারণের মহৌষধ।

রক্তাধারের ক্রিয়ার উত্তেজনায় নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

ডিজিট্যালিস্ জুস্	...	১২ বিন্দু

ক্যাম্ফর মিক্শ্চার	...	১ আং।
সিরপ অফ অরেঞ্জ	...	২ ড্রাম
হাইড্রোসিয়েনিক য়্যাসিড (ডাইলিউড)	...	১ বিন্দু।

এক মাত্রা। বিবেচনামত ব্যবহার করিবে

রাত্রিকালে ঘর্ম্মাধিক্য নিবারণ জন্য,—

অক্সাইড্ অফ জিঙ্ক	...	১২ গ্রেণ।
একষ্ট্রাক্ট কনিয়াই	...	আবশ্যকমত।
ভেল্ হইওসায়েমি	...	১৮ গ্রেণ।

ছয়টী বটী প্রস্তুত করিবে। রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় এক একটী বটী খাইতে দিবে।

উদরাময় নিবারণার্থ ;—

টিং ক্র্যামেরিয়া	...	১১২ ড্রাম।
সিরপ প্যাপেভেরিস্	...	৫১২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ ম্যাটিকা	...	৭১২ আং।

৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর বড় চামচের এক এক চামচ খাইতে দিবে।

অতি ঘর্ম্ম নিবারণ জন্য মস্কোরিয়া অপর নাম এগারিক মুস্ অত্যন্ত উপকারী। ইহার ১ ভাগ লিকুইড একষ্ট্রাক ১০০ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ৩ বার সেবনে রোগী আরোগ্য লাভ করে। শয়নের পূর্ব্বে সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে।

বমন ও বমনোদ্বেগ থাকিলে,—

ন্যাপ্থা	...	১০ বিন্দু
টীং কার্ডেমম্ কমঃ	...	১ ড্রাম
কর্পূরের জল	...	১ আং

৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। অতি মাত্রায় সেবনে কখন কখন বমন হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে।

বেদনা অধিক হইলে ফোমেণ্ট, পুল্টিশ বা টীং আইওডাইন প্রয়োগেই নিবারিত হয়।

জ্বরের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে,—

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন্	...	৫ গ্রেণ
সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড য়্যারোমেটিক	...	৫ বিন্দু
ইন্‌ফিউজন্ কোয়াসিয়া	...	১ আং

এক মাত্রা। এইরূপ মাত্রায় ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

ফুস্‌ফুসের প্রদাহ নিবারণের জন্য পিট্রোলিয়ম্ ৩ হইতে ৫ গ্রেণ বটিকাকারে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

দৌর্ব্বল্য নিবারণ করিতে হইলে,—

কডলিভর অয়েল	...	১০ বিন্দু
সিরপ্ অফ ফস্‌ফেট অফ আয়রণ	...	১০ বিন্দু
হাইপো ফস্‌ফেট অফ লাইম	...	১০ বিন্দু।

দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে কড লিভার অয়েলের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে

কড লিভার অয়েল পরিপাক না হইলে, প্যাংক্রিয়স্ ১ হইতে ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত দুগ্ধসহযোগে ব্যবহার করিবে

প্লুরিসি বা প্লুরাইটিস্। প্লুরা অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ ও বক্ষগহ্বরের আবরণের প্রদাহ প্রথমাবস্থায় জ্বরাগমের ন্যায় কম্প ও সচরাচর পার্শ্বে সূচীবেধনবৎ বেদনা হইয়া থাকে ত্বরিত ও অসম্পূর্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস, শুষ্ক ও ক্ষণস্থায়ী কাশী, কঠিন দ্রুতগামী নাড়ী, প্রথমে সর্দ্দি উঠেনা, পরে উহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লক্ষণ। গাত্র রোমাঞ্চিত কখন কখন প্রকৃত কম্প ত্বকের উষ্ণতা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাসকষ্ট, ক্ষণস্থায়ী ও শুষ্ক কাশি, বেদনার দিকে শয়ন করিতে কষ্টবোধ, জ্বর—কখন সামান্য,কখন বা নিমোনিয়ার ন্যায় প্রবল ও ত্বকের উষ্ণতা ১০০ হইতে ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইতে পারে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যার সহিত নাড়ীর সংখ্যা ব্যতিক্রম হয় না শ্বাস প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ৪০ হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১২০ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু নিমোনিয়াতে এরূপ হয় না,উহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ৬০ বা ৬৪ হইলে নাড়ী ১০০ বা ১০৮ হয় অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াও এই লক্ষণ দ্বারা দুইটী ব্যাধিকে পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যায়।

চিকিৎসা।—রোগী দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ হইলে বলকর পথ্যাদি দ্বারা রোগীর বল রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। রোগীকে অতি সুস্থির-ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে বলিবে এবং প্রশ্বাসাবস্থায় পূর্ণ শ্বাস গ্রহণকালে প্লুরার উভয় প্রদেশের পরস্পর ঘর্ষণ এবং বেদনা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনায় গভীর শ্বাসগ্রহণ করিতে নিষেধ করিবে। ফ্লানেল বন্ধনী দ্বারা বক্ষস্থল অল্প জোরে বান্ধিয়া রাখিলে বক্ষপ্রাচীরের গতির স্বল্পতা হইতে পারে। রোগী যত দুর্ব্বল হইবে, ততই প্রদাহিক কার্য্য সকলের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। রক্তমোক্ষণ বা পারদ সেবন কোন মতেই উচিত নহে। অহিফেণ অথবা ডোবার্শ পাউডার দ্বারা বেদনা নিবারণের প্রয়াস পাইবে। তাহার পর নিম্নলিখিত ঘর্ম্মকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস্	... ...	৪ ড্রাম।
পোটাসি সাইট্র্যাটিস্	... ...	২ ড্রাম।
স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারোমেটিক	... ...	১ ড্রাম।
কর্পূরের জল	... ...	৬ আং।

১ আউন্স পরিমাণে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস্	...	৪ ড্রাম
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	... ...	৩ ড্রাম।
পোটাসি নাইট্রেটিস্	... ...	১ ড্রাম।
কর্পূরের জল	... ...	৬ আং।

১ আউন্স ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

স্থানিক বেদনা নিবারণজন্য পোস্তচেঁড়ির এক্স্ট্রাক্টের সহিত মশিনার-পুল্টীশ ব্যবহার অথবা পোস্ত-চেঁড়ির সহিত ফোমেণ্টেশনে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলে বেলে-ডোনার পলস্তরা ব্যবহার করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মৃদু বিরেচক ঔষধ দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করিবে। য়্যারোরুট, দুগ্ধ, সাগুদানা, ব্রথ, পুষ্টিকর পথ্য ও শীতল পানীয় দিবে।

এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কিছু যে একবারে প্রদাহ নিবৃত্তি হয় এমন নয়,

প্লুরার গহ্বর মধ্যে প্রায়ই ইফিউজন হইয়া থাকে ; এ অবস্থায় রোগীকে উত্তেজক ঔষধ না দিয়া লঘু অথচ পুষ্টিকর ঔষধ দিবে বিবেচনামত বেদনার উপর আইওডাইড অফ মার্করীর মলম, সর্ষপ পলস্ত্রা ও বেলে-স্তারা ব্যবহারে উপকার দর্শিতে পারে। ইহার সহিত নিম্নলিখিত মূত্র-কারক ঔষধ দিবে

পিলঃ হাইড্রার্জ	...	...	১ গ্রেণ।
পল্‌ব ডিজ্রিটেলিস্‌	..	...	১ গ্রেণ।
পল্‌ব সিলি	...	...	১ গ্রেণ।

একটী বটী প্রস্তুত করিবে এইরূপে ৩ ৪ টী বটী দিবসে সেবন করিতে দিবে।

নাইট্রিক ইথার	...	...	১০ বিন্দু।
জুনিপার জিন্‌	...	...	½ ড্রাম।
অ্যাসিটেট্‌ অফ পটাশ	.	...	৫ গ্রেণ।
জল	..	...	১ আং

দিবসে ৩ ৪ বার খাওয়াইবে উপরি লিখিত মাত্রা একবারের জন্য জানিবে।

রোগ পুরাতন হইলে ঃ—

টীং আইওডাইন্‌ কম্পাউণ্ড	...	...	২ বিন্দু
আইওডাইড অফ পটাসিয়ম্‌	...	..	২ গ্রেণ
কড্‌লিভার অয়েল	...	...	১৫ [illegible]
টীং ফেরি মিউরিয়েটীক্‌	.	...	৫ বিন্দু

এক এক মাত্রা দিবসে ২ ৩ বার খাইতে দিবে

হাইড্রোথোর‍্যাক্স।—এই রোগ প্রায় সাধারণ শোথের সহিত দেখা যায়।

লক্ষণ।—অতি সত্বর বা অল্পে অল্পে সিরম সঞ্চিত হইতে পারে। অল্পে অল্পে হইলে লক্ষণাদি বিশেষ কষ্টকর হয় না শ্বাসকষ্ট, কিয়ৎ পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত, মুখ ও ওষ্ঠ ঈষৎ নীলবর্ণ, পদদ্বয় ঈষৎ স্ফীত, নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী বা বিষম, অল্প প্রস্রাব ইত্যাদি ইহার সাধারণ

লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত সিরমের পরিমাণ অল্প থাকে, সে পর্য্যন্ত রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু অধিক হইলে শ্বাসকষ্টের আতিশয্য হেতু সর্ব্বদা উপবেশনাবস্থায় থাকিতে চাহে।

চিকিৎসা।—প্লুরিসীর ন্যায়

শ্বাসকাশ বা য়্যাজমা।—ইহাতে মধ্যে মধ্যে শ্বাসকষ্ট,তাহার সহিত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ, বক্ষঃস্থলে টানবোধ, মানসিক উদ্বেগ, ক্লেশকর কাশ, এবং কাশিতে কাশিতে বমন ও বমনোদ্বেগ হয়।

লক্ষণ।—আলস্যবোধ, বমনোদ্বেগ,উদর স্ফীতি ও অন্যান্য অজীর্ণতার লক্ষণ, চক্ষু, মস্তক ও বক্ষঃস্থল ভারবোধ, নিদ্রাভাব হয়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় বা তাহার কিছু পরে আক্ষেপযুক্ত হাঁপানি আরম্ভ হয়। অকস্মাৎ শ্বাসকষ্ট ও বক্ষস্থলে টানবোধ হইয়া রোগী জাগিয়া উঠে ক্রমে ঐ শ্বাসকষ্ট বাঁড়িতে থাকে, এবং ফুস্‌ফুস্ বায়ুর অভাব জন্য রোগী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হইবার জন্য রোগী বসিয়া থাকিতে চাহে, কিন্তু কিছুতেই অসুখ নিবারণ হয় না।

এই অবস্থায় নাড়ী সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল, মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত, চক্ষু প্রফুল্ল, এবং ত্বক্ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে পারে রোগীর অবস্থা দেখিলে অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। কখন কখন বোধ হয় যেন হঠাৎ মৃত্যু হইল এ অবস্থায় রোগীর স্বভাব বড় রুক্ষ হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল পরে অল্প বিরাম হইতে আরম্ভ হয়, এবং কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে শ্বাসকষ্ট দূর হয়, এবং রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করিয়া নিদ্রা যাইতে চাহে।

চিকিৎসা।—এই পীড়ার চিকিৎসা দুই প্রকারে করা গিয়া থাকে। এক—প্রথমতঃ রোগ আক্রমণকালে এবং দ্বিতীয়তঃ দুই বার পীড়া হইবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে।

প্রথমোক্ত সময়ে চিকিৎসা করিতে হইলে যদি পাকাশয়ে মল থাকা বিবেচনা হয়,তবে বিরেচক ঔষধ,ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় উহাতে থাকিলে বমনকর ঔষধ প্রয়োগ, এবং রোগীর বাসগৃহে যাহাতে বায়ুসঞ্চালনের

সুব্যবস্থা করা যায়, তাহার উপায় দেখিতে হইবে রোগীকে কোন মতে কথা কহিতে দিবে না, এমন কি আবশ্যকীয় দ্রব্য তাহার নিকটে সর্ব্বদা উপস্থিত রাখবার উপদেশ দিবে, যেন তাহাকে চাহিয়া লইতে না হয় সম্মুখে তাকিয়া উপর্য্যুপরি রাখিয়া তাহার উপর ঝোঁক দিয়া বসিয়া থাকিবার উপদেশ দিবে

চিকিৎসা —ইহাতে একরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বত্র ফল-লাভ করিতে পারা যায় না এজন্য রোগীর প্রকৃতি দেখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে ইহাতে ডিপ্রেসেণ্ট বা দৌর্ব্বল্যকর, সিডেটিভ বা অবসাদক, এবং ষ্টিমিউলেণ্ট বা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

দৌর্ব্বল্যকর ঔষধের মধ্যে বমন করাইবার জন্য ২০ গ্রেণ মাত্রায় ইপিক্যাকুয়ানহা ব্যবহার করিলে ১৫ মিনিট মধ্যে বমন হয়।

অবসাদক ঔষধ —তামাকু ;—ইহার ধুম পানে শ্বাসকষ্টের অনেক লাঘব হয়। ধুতূরা পাতা কলিকায় দিয়া তাহাকে অগ্নি সংযোগে ধুমপান করিলে অনেক স্থলে পীড়া যাপ্য থাকে

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ষ্ট্র্যামোনিয়াই	...	...	½ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা	...	...	½ গ্রেণ।
কোনাই	...	...	২ গ্রেণ।

একটী বটী প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে রাত্রে শ্বাসকষ্ট থাকিবে না

ক্লোরোফরমের ঘ্রাণগ্রহণ করিয়া অনেকে একবারে পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

— সোরার ধূমে রোগীর বাসগৃহ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিলে পীড়া আক্রমণ করিতে পারে না

উত্তেজক ঔষধাদির প্রয়োজন হইলে কফি সেবনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু উহা দুগ্ধ বা চিনির সহিত ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। প্রবল পীড়ার সময়ে গরম জলের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে স্পিরিট, ব্রাণ্ডি, হুইস্কি বা জিন্ ইত্যাদি সুরা সেবনে এই পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

স্বরভঙ্গ বা য়্যাকোনিয়া।—এই রোগে সামান্য স্বরভঙ্গ হইতে বোবার ন্যায় বাক্যহীনতা পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। ইহার কারণ দুই প্রকার;—ক্রিয়াবিকার বা নির্ম্মাণবিকার, এবং এই ব্যাধি কিযদ্দিবস বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে।

ক্রিয়াবিকার জন্য স্বরভঙ্গ।—সাধারণতঃ অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা এই পীড়ার প্রকৃতি অবগত হইতে পারা যায়, এজন্য ইহা সহজে নিশ্চয় করিতে পারা যায়

লক্ষণ।—রোগী কিছু দিনের জন্য ধীরে ধীরে ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহে, পরে পুনরায় স্বর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আবার এই পীড়া প্রকাশ হওয়াও বিচিত্র নহে।

চিকিৎসা।—লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ, এবং মানসিক সুস্থিরতা দ্বারা এই ব্যাধির উপশম হইতে পারে।

অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, প্রবল জ্বর, ডিপ্থিরিয়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্য এই পীড়া হইলে, সেই রোগের চিকিৎসা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইলে এই রোগ তাহা দ্বারাই প্রশমিত হয়

নির্ম্মাণবিকারজন্য স্বরভঙ্গ।—স্বর-রজ্জুর নিকট সিরমসঞ্চার, অর্থব ক্ষত, প্রদাহ, কণ্ঠনালীর নিকট কোন টিউমারের নিপীড়ন, মস্তিষ্কের পীড়া ইহার কারণমধ্যে গণ্য।

চিকিৎসা।—স্বর-রজ্জুর নিকটস্থ স্থানের প্রদাহ বা ক্ষত নিবারণ জন্য ৪০ হইতে ৮০ গ্রেণ নাইট্রেট্ অফ্ সিল্ভার ১ আউন্স জলের সহিত লোশন করিয়া বাহ্য প্রয়োগ করিবে। গ্লটীশ স্ফীত জন্য হইলে ঐ স্থান চিরিয়া দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে

বৈদ্যকে কাশাদি রোগ চিকিৎসা।

কাশের নিদান এবং সংপ্রাপ্তি।—যে ব্যক্তির মুখ ও নাসিকা দিয়া ধুম বা ধুলি প্রবেশ করে, যে মনুষ্য ব্যায়াম এবং রুক্ষান্ন ভক্ষণ করে, তাহার অতি কুপিত প্রাণবায়ু দূষিত উদানবায়ুর অনুগত হইয়া কাঁসার ন্যায় শব্দ করিয়া দোষের সহিত নির্গত হয় কাঁসার শব্দের ন্যায় শব্দ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে কাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন

কাশের সংখ্যা।—কাশ রোগ পাঁচপ্রকার, যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ।

কাস ও ক্ষয়ের কারণ নিরূপণ।—বলবান ব্যক্তিও যথাসময়ে কাশ রোগের প্রতিকার না করিলে সামান্য কাশই উত্তরোত্তর ধাতুশোষ রোগে অর্থাৎ ক্ষয়রোগে পরিণত হইয়া থাকে

কাশের পূর্ব্বরূপ।—সকল প্রকার কাশ রোগের পূর্ব্বে মনুষ্যের গলা ও জিহ্বা কণ্টকাবৃতবৎ হয় কণ্ঠদেশে কণ্ডূ এবং ভোজনীয় দ্রব্যে অরুচি হয়

বাতজ কাশের লক্ষণ।—পীড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে, ললাটের একদেশে, মস্তকে, উদরে এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা ও মুখ শুষ্ক, স্বর কিম্বা শক্তির হীনতা, সর্ব্বদা কাশবেগ এবং শুষ্ক কাশি হয়।

চিকিৎসা।—অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালিশ পত্র, দারুচিনী, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল, প্রত্যেক ০ তোলা হরিতকী, আমলা, বহেড়া, ত্রিকটু, প্রত্যেকে ।০ আনা। এলাইচ, জায়ফল, প্রত্যেক ১ তোলা; গন্ধক ১ তোলা, পারদ ।০ তোলা; এই সমস্ত জলে মাড়িয়া সিদ্ধ চণক প্রমাণ বটীকা করিবে আদা ও পানের সহিত সেবন করিবে ঔষধ সেবন করিয়া জল পান করিবে। ইহার নাম "শৃঙ্গারাভ্র।"

কাশসংহার ভৈরব রস।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খ, ভস্ম, সোহাগার খই, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা একত্রিত করিয়া ফুলকুড়ি, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচী, থল্‌ঘসিয়া, শালপানি, গিমা, বামুনহাটী, হরিতকী, বাসক প্রত্যেকের ২ তোলা রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী অনুপান বাসক, শুঁঠ ও কণ্টকারীর ক্বাথ।

পিত্তজ কাশের লক্ষণ।—পিত্তজন্য কাশে উরুদেশ দাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখ তিক্ত, পিপাসা, পীতবর্ণ বমন ও কটু কাশ হয়, রোগী পীতবর্ণ এবং দাহযুক্ত হয়

চিকিৎসা। বেলছাল, গণিয়ারীছাল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলাছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, পিপ্পলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ভুঁই আমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরিতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীরক ঋষভক, শঠি, মুথা, পুনর্ণবা, মেদ, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কোকোলী, কাকজঙ্ঘা প্রত্যেক ১ পল; শ্লথবদ্ধ গোটা আমলা /৭৮/০ ছটাক সমুদয় একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে ক্বাথ ছাঁকিয়া পুঁটলীবদ্ধ আমলকীর বীজ ফেলিয়া দিয়া ৬ পল ঘৃত ও ৬ পল তিল তৈল একত্র মিশাইয়া ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিবে মিছরি ৫০ পল, ক্বাথ জল এবং পেষিত বীজ শূন্য আমলকী একত্রে পাক করিবে; ঘনীভূত হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিঁপুল ২ পল, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া নামাইবে; শীতল হইলে মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান ছাগদুগ্ধ ইহার নাম "চ্যবনপ্রাশ"

তালীশাদি চূর্ণ।—তালীশ পত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপ্পলী ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি ০ তোলা, এলাইচ ০ তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত চিনি ৩২ তোলা মিশাইবে

কফজ কাশের লক্ষণ।—কফজ কাশে মুখের লিপ্ততা, শরীরের অবসন্নতা, শিরে বেদনা, শরীরে কফাধিক্য, অরুচি, শরীরের গুরুতা, কণ্ডু ও কাশের সময় অতি ঘন কফ নির্গত হয়

চিকিৎসা।—বাসক মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের শেষ ১৬ সের কাথের সহিত ১২॥০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। গাঢ় হইয়া আসিলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুথা, কুড়, জিরা, পিপ্পলিমূল, কমলাগুঁড়ি, চৈ, বংশলোচন, কট্‌কী, গজপিপ্পলি, তালীশপত্র, ধনে, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া নামাইবে শীতল হইলে মধু ১ সের মিশাইয়া লইবে বাসি শীতল জলের সহিত সেবন করিবে অগ্নি ও বলানুযায়ী ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থেয় ইহার নাম "বৃহদ্বাসাবলেহ।"

চন্দ্রামৃত রস—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধন্যা, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ১ তোলা পারা, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগার খই ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, এই সমস্ত ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে অনুপান রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলত্থ কলায়, আদা, ইহাদের কাহারও রস বা পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু

ক্ষতজ কাশের নিদান ও লক্ষণ—অতি মৈথুন, ভারবহন, পথশ্রম, যুদ্ধাদি এবং সজোরে ধাবমান অশ্ব ও হস্তীধারণ, এই সমস্ত কারণে যাহার উরঃ ক্ষত হয়, দুষ্ট বায়ু তাহার সেই উরঃক্ষত অবলম্বন করিয়া কাশরোগ উৎপাদন করে। সেই ব্যক্তির প্রথমে শুষ্ক কাশ, অনন্তর শোণিতের সহিত কফ নির্গত হয়। কণ্ঠদেশে শূলবিদ্ধবৎ অতিশয় বেদনা, বক্ষস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, শূলবিদ্ধবদ্বেদনা এবং বক্ষস্পর্শে কাতর হয়। সন্ধিস্থানে বেদনা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও রোগী স্বরভেদপীড়িত হইয়া কাশিবেগে সময়ে সময়ে কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করে

চিকিৎসা।—স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, প্রবাল ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুর রসে মাড়িয়া বিলঘুঁটার অগ্নিতে বদ্ধ মূষায় বালুকা যন্ত্রে ৭ প্রহর পাক করিবে। ঔষধ অগ্নি হইতে

তুলিয়া তাহার সহিত মৃগনাভি ৪ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি ইহার নাম "বসন্ত তিলক রস।"

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রস পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ০ তোলা এই সমস্ত নিমছালের রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া বদ্ধ মুষায় গজপুটে পাক করিবে শীতল হইলে তুলিয়া লৌহ তোলা ও হিঙ্গুল ০ আনা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িবে মাত্রা ২ রতি; অনুপান পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু

ক্ষয়জ কাশের নিদান ও লক্ষণ —বিষম আহার, অতিশয় ভোজন, অতি মৈথুন এবং মলমূত্রাদির বেগ ধারণ জন্য ঘৃণী এবং শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির দোষ জন্য অগ্নি দূষিত হইলে, মন্দাগ্নি নিমিত্ত বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া দেহের ক্ষয়কারক ক্ষয়জ কাশ উৎপাদন করে। রোগীর শরীরে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ ও বলক্ষয় জন্মায় ধাতুক্ষয়প্রযুক্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ মাংস হইয়া কাশের সহিত পুঁযযুক্ত রুধির উদ্গীরণ করে। ইহা সমস্ত লক্ষণযুক্ত হইলে অতি দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা —পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, বিষ ১ তোলা এই সমস্ত লেবুর রসে মাড়িয়া মাষকলাই প্রমাণ বটী করিবে অনুপান বহেড়া ফলের ছাল চূর্ণ ও মধু ইহার নাম "পঞ্চামৃত রস"

ভাগোত্তর গুড়িকা।—পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পিপ্পলী ৩ তোলা, হরিতকী ৪ তোলা, বহেড়া ৫ তোলা, বাসক ৬ তোলা, বামুনহাটী ৭ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ২১ বার বাবলার আটায় ভাবনা দিয়া মধুসংযুক্ত করিয়া বহেড়ার ন্যায় গুড়িকা করিবে

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ —ক্ষয়জ কাশ ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের দেহনাশক, ইহা ক্ষয়জনিত হইলে বলবান ব্যক্তিদিগের সাধ্য অথবা যাপ্য হয় এই কাশরোগাক্রান্ত মনুষ্য যদি পাদ-চতুষ্টয়সমন্বিত অর্থাৎ রোগী, ভৃত্য চিকিৎসক ও ঔষধ যদি উপযুক্ত হয় এবং যদি কাশ অল্পকালজ হয়, তবে তিনিও কদাচিৎ এই রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বৃদ্ধদিগের

জরাজনিত ক্ষয়রোগ যাপ্য বৈদ্যগণ পূর্ব্বোক্ত বাতাদি জন্য কাশত্রয়ের মধ্যে সাধ্যকে আরোগ্য এবং যাপ্যকে পথ্যাদি দ্বারা সাম্য রাখিবেন।

হিক্কা ও শ্বাসের কারণ।—দাহজনক, গুরুপাক, ক্লেদজনক ও অপাচ্য দ্রব্য ভোজন, শীতল জলাদি পান, শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতল স্থানে বাস নাসিকাদিতে ধূলি ও ধূমাদির প্রবেশ, অতিশয় বায়ু ও রৌদ্র সেবন, পরিশ্রম, ভারবহন, অত্যন্ত পথশ্রম মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, ও উপবাসাদি কারণে হিক্কা এবং শ্বাস কাশ জন্মে।

হিক্কার স্বরূপ এবং বুৎপত্তি।—উদানের সহিত মিলিত প্রাণবায়ু যেন যকৃৎ, প্লীহা ও অন্ত্রসকলকে মুখ দিয়া বাহির করিবার নিমিত্তই 'হিক্' শব্দ করিয়া উর্দ্ধদিকে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইয়া থাকে "হিক্" শব্দ হয় বলিয়া হিক্কা বলে "হিক্" শব্দকারী বায়ু অতি শীঘ্রই প্রাণ নাশ করে

হিক্কার ভেদ ও সংপ্রাপ্তি —বায়ু কফের অনুগত হইয়া অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রিকা, গম্ভীরা, মহতী, এই পাঁচ প্রকার হিক্কা জন্মায়।

হিক্কার পূর্ব্বরূপ।—হিক্কা রোগ জন্মিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কণ্ঠ এবং উরুস্থানের গুরুতা, মুখের কষায়ত, উদরের গুড় গুড় শব্দ, এই সমস্ত লক্ষণ হয়

অন্নজা হিক্কার লক্ষণ।—উপর্য্যুপরি পান এবং অতিশয় অন্নাদি সেবনে কুপিত বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা রোগ জন্মায়, তাহার নাম অন্নজা হিক্কা

যমলা হিক্কার লক্ষণ।—বেগদ্বয় অর্থাৎ প্রত্যেক বারে দুইটী দুইটী করিয়া যে হিক্কা ক্ষণবিলম্বে উঠে এবং বেগকালীন মস্তক ও গ্রীবা কম্পিত হয়, তাহার নাম যমলা হিক্কা

ক্ষুদ্রিকা হিক্কার লক্ষণ —যে হিক্কা কণ্ঠ ও বক্ষস্থলের সন্ধিস্থান হইতে উঠিয়া বিলম্বে মন্দবেগে প্রকাশ পায়, তাহার নাম ক্ষুদ্রিকা হিক্কা

গম্ভীরা হিক্কার লক্ষণ।—বহু উপদ্রবযুক্ত হইয়া নাভিস্থান হইতে ভয়ানক শব্দ করিয়া যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম গম্ভীরা

মহা হিক্কার লক্ষণ।—সমস্ত শরীর কম্পিত করিয়া বস্তি, হৃদয়, মস্তক, এই তিন স্থানে অতিশয় বেদনা জন্মাইয়া যে হিক্কা নিরন্তর উঠে, তাহার নাম মহা হিক্কা

অবস্থাভেদে অসাধ্য লক্ষণ —হিক্কা উঠিবার সময় শরীর সঙ্কোচিত এবং দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইলে সেই হিক্কা অসাধ্য; অধিকন্তু যাহার শরীর দুর্ব্বল, অন্নে অরুচি এবং সর্ব্বদা হিক্কার বেগ হয়, সেই হিক্কা এবং গম্ভীরা ও মহা হিক্কা অসাধ্য

কারণবিশেষে অসাধ্য লক্ষণ সঞ্চিত দোষযুক্ত অরুচি-জন্য কৃশ, ব্যাধিহেতু ক্ষীণশরীর, বৃদ্ধ এবং অতি মৈথুনশীল ব্যক্তির হিক্কাত্রয়ের যে কোনটী জন্মিলে রোগীর আশু প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

যমলার অসাধ্য লক্ষণ।—যমল হিক্কায় প্রলাপ, বেদনা, মোহ, তৃষ্ণা, এই সকল লক্ষণ হইলে অসাধ্য অক্ষীণ, প্রসন্নচিত্ত, সমধাতু ও প্রসন্নইন্দ্রিয় ব্যক্তির যমলা হিক্কা সাধ্য, অন্যথা অসাধ্য

মুষ্টিযোগ —(১) কুলবীজের শস্য, রসাঞ্জন ও খই চূর্ণ। (২) কট্‌কী ও স্বর্ণ গেরী মাটী (৩) পিঁপুল, আমলকী, চিনি ও শুঁট (৪) হিবাকস ও কয়েতবেলের শস্য (৫) পাকলের ফল এবং পুষ্প। (৬) পিঁপুল ও খেজুরের মাতি এই ছয় প্রকার অবলেহ মধুর সহিত উত্তম-রূপে মাড়িয়া যে কোনটী ২ মাসা মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর লেহন করিলে হিক্কার শান্তি হয়

মধুর সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, চিনির সহিত পিপ্পলী চূর্ণ, গুড়ের সহিত শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কার নিবারণ হয়।

মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তন্যদুগ্ধে বা আলতার জলে গুলিয়া বা স্তন্যদুগ্ধে রক্তচন্দন ঘসিয়া নস্য লইলে হিক্কার শান্তি হয়

মধু বা কেশের মূল চূর্ণ সেবন করিলে সত্বর হিক্কা ভাল হয়।

কদলীমূলের রস মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

মাসকলায়ের ধূম গ্রহণ করিলে বা এলাইচ চূর্ণ ২ মাসা চিনির সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কার উপশম হয়।

ময়ূরপুচ্ছ আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া ভস্ম করিবে পরে তাহার সহিত পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কার শান্তি হয়

শ্বাসের লক্ষণ —শ্বাস দোষভেদে মহা, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র এই কয়েক ভাগে বিভক্ত বাতাধিক ক্ষুদ্র, কফাধিক তমক, কফবাতাধিক এবং পিত্তসংসৃষ্ট ছিন্ন মহাশ্বাশ ও ঊর্দ্ধশ্বাস কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়

শ্বাসের পূর্ব্বরূপ শ্বাসরোগ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে নানাপ্রকার যাতনা, শূলবিদ্ধবৎবেদনা, বেদনার সহিত উদরের স্ফীততা, মল মূত্র রোধ, মুখের বিরসতা ও ললাটের একদেশে বেদনা হইয়া থাকে

শ্বাসের উৎপত্তি যৎকালে কফপ্রধান প্রাণবায়ু উদক ও অন্নবহ স্রোত সকলকে শ্লেষ্মা দ্বারা রোধ করিয়া বিপথগামী হইয়া সর্ব্বত্র গমন করে, তৎকালে শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়

মহাশ্বাসের লক্ষণ।—যাহার বায়ু ঊর্দ্ধে নীত হয়, সেই ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া সংরুদ্ধ মত্ত ষাঁড়ের ন্যায় শব্দ করিয়া নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে জ্ঞানলোপ, চঞ্চলচক্ষু সচক্ষু ও মুখ প্রসারিত ও মলমূত্রের রোধ হয় রোগী বাক্যালাপে অক্ষম ও ক্লান্তমনা হইয়া এমন সজোরে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে যে, বহুদূর হইতেও শ্বাস কর্ণগোচর হইয়া থাকে এই মহাশ্বাসযুক্ত ব্যক্তি শীঘ্রই বিপদগ্রস্ত হয়

চিকিৎসা।—হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পলী, শঠী, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ মাসা মাত্রায় সর্ষপ তৈলের সহিত লেহন করিয়া সেবন করিবে।

বিল্বপত্রের রস, বাসক পত্রের রস, শ্বেত ভাঁটকুনি পত্রের রস, কটু তৈলে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে

কুষ্মাণ্ডশস্যচূর্ণ ৪ মাসা উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে

শোধিত গন্ধক ৫ রতি এবং মরিচ চূর্ণ ৫ রতি একত্র ঘৃতের সহিত সেবন করিবে

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ।—কাঁকড়া শৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুন-

হাটী, কুড়, জটামাংসী, পঞ্চলবণ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র করিয়া উত্তমরূপে মাড়িবে মাত্রা ২ মাসা অনুপান উষ্ণ জল

ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ —রোগী দীর্ঘকাল ঊর্দ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অধঃশ্বাস গ্রহণ করিতে অক্ষম, মুখস্রোত শ্লেষ্মাতে আবৃত হেতু কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ দর্শন, মুখ শুষ্ক, মোহ, বেদনা, দুর্ব্বলতাপীড়িত হয় এই শ্বাস প্রকোপিত হইলে অধঃশ্বাস মনুষ্যের হৃদয়েই স্তম্ভিত হইয়া থাকে, ঊর্দ্ধশ্বাস, মোহ এবং গ্লানিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ করে

চিকিৎসা —লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলবীজের শস্য, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড়, নাগেশ্বর, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা এই সকল লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মাড়িবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাসা হইতে ২ মাসা মধুর সহিত সেবন বিধি। ইহার নাম "মহাশ্বাসারি লৌহ।"

শ্বাসকুঠার রস।—পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, মনছাল, মরিচ, ত্রিকটু, ইহাদের সকলের সমভাগ জলে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস ও মধু।

ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ —যাহাতে রোগী সজোরে এবং সবিচ্ছেদে অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস পরিত্যাগ করে, মর্ম্মভেদী বেদনায় পীড়িত হইয়া কখন কখন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে না, মল মূত্রের রোধতা, ঘর্ম্ম, মোহ, বস্তিস্থান জ্বালা, অশ্রপূর্ণ নেত্র, দৌর্ব্বল্য, এক চক্ষু রক্তবর্ণ, চিত্তচাঞ্চল্য, প্রলাপ ও মুখ শুষ্ক, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে ছিন্নশ্বাস বলে। এই শ্বাসে রোগী শিথিলাঙ্গ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে

চিকিৎসা।—বামুনহাটীর মূল ৫০ পল, বাসকমূলের ছাল ৫০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের, ৪টী বাদুড়ের মাংস পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, ছাঁকিয়া উভয় কাথ একত্র করিবে; তাহাতে চিনি ২ সের দিয়া পাক করিবে; ঘন হইয়া আসিলে নামাইবে

এবং উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামুনহাটীর মূল, বচ, গোক্ষুরী, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলত্থ কলায, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়া শৃঙ্গী, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোল পরিমাণ প্রক্ষেপ দিবে মাত্রা ০ তোলা হইতে ১ তোলা অনুপান রোগ বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে ইহার নাম "ভার্গী শর্কর "

শ্বাসচিন্তামণি।- লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পারা ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ০ তোলা, স্বর্ণ ।০ তোলা সমুদয় একত্রে মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগ দুগ্ধে ও যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী অনুপান মধু ও বহেড়া চূর্ণ

তমক শ্বাসের লক্ষণ —যৎকালে বায়ু বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইয়া মস্তক ও গ্রীবাদেশ আশ্রয় করিয়া শ্লেষ্মাকে প্রকোপিত করিয়া পীনস অর্থাৎ ছর্দ্দি রোগ উৎপাদন করে, তৎকালীন কফদ্বারা আবৃত হইয়া অতি বেগবান ও ঘুর্‌ঘুর-শব্দযুক্ত হৃদয়পীড়ক শ্বাস উৎপাদন করে। রোগী অন্ধকার দর্শনের ন্যায় উদ্বেগযুক্ত হইয়া কার্য্যে অক্ষম হয় এবং কাশিতে কাশিতে মোহ প্রাপ্ত হয়। রোগী শ্লেষ্মামোচনে অক্ষম হইলে অতিশয় দুঃখী এবং তাহার মোচন করিয়া মুহুর্ত্ত কাল সুখী হয়। রোগীর কণ্ঠদেশে কণ্ডু হয়, এবং বহুকষ্টেও কথা কহিতে পারে না, শয়ন করিয়া নিদ্রা লাভ করিতে পারে না।

শয়ন করিলে পার্শ্বদেশে অতিশয় বেদনা বোধ করে, উপবেশন করিলে কিঞ্চিৎ সুখ বোধ করে ও উষ্ণ প্রার্থনা করে চক্ষুর স্ফীততা, ললাটে ঘর্ম্ম, কর্ত্তনবৎ বেদনাযুক্ত শুষ্ক মুখ, পুনঃপুনঃশ্বাস রোগ এবং গজারোহী মনুষ্যের ন্যায় গাত্র চালনা হয় এই রোগ মেঘে শীতল দ্রব্য এবং পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবনে বর্দ্ধিত হয়। এই শ্বাস যাপ্য, অল্প দিনের হইলে সাধ্য

চিকিৎসা।—বামুনহাটীর মূল ১০০ পল, দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, বস্ত্রে শিথিল বদ্ধ হরিতকী ১০০ টা, ১১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৯

সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে 'এই জলে পূর্ব্বোক্ত হরিতকী ১০০টী এবং পুরাতন গুড় ১০০ পল দিয়া পাক করিবে ঘনীভূত হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল এবং যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৬ পল দিবে মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা হরিতকী ১ টা বা উহার আংশিক একত্র সেব্য ইহার নাম 'ভার্গীগুড়।'"

শৃঙ্গী গুড়ামৃত —কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ, প্রত্যেক ৫ পল, শতমূলী ১৫ পল, বামুনহাটী ১০ পল, গোক্ষুরী পিপ্পলী-মূল প্রত্যেক ১ পল, পারুল ছাল ৩ পল এই সমুদয় কুটিয়া ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয় তাহাতে পুরাতন গুড় ১০ পল, ঘৃত ৫ পল ও দুগ্ধ ১০ পল দিয়া পাক করিবে ঘন হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, গুড়ত্বক ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুণ্ঠি ৭ তোলা, পিপ্পলী ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে মাত্রা ২ তোলা কাঠবিড়ালের মাংস চূর্ণ ১ ভাগ ও মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্রে মর্দ্দিয়া ৩ মাসা পরিমাণ বটী করিবে ঔষধ সেবনের পরেই ইহার একটী বটিকা চর্ব্বণ করিয় জলপান করিবে অভাবে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেব্য

ক্ষুদ্র শ্বাসের লক্ষণ —রুক্ষ দ্রব্য সেবন ও পরিশ্রম জন্য কোষ্ঠ-স্থিত বায়ু দূষিত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া অল্প প্রকাশিত লক্ষণযুক্ত যে শ্বাসরোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম ক্ষুদ্র শ্বাস অন্যান্য শ্বাস যে প্রকার শরীরের ক্লেশদায়ক, এই শ্বাস সেই প্রকার কষ্টপ্রদ নহে, অধিকন্তু ইহাতে ভোজনাদির বাধা এবং শরীরে কোন প্রকার গ্লানি কি বেদনা জন্মায় না এই শ্বাস সাধ্য বলবান্ ব্যক্তির অল্প লক্ষণযুক্ত সমুদয় শ্বাসই সাধ্য, কেহ কেহ বলেন, ক্ষুদ্র শ্বাস সাধ্য, তমক শ্বাস কৃচ্ছ্রসাধ্য ও মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস অসাধ্য দুর্ব্বল ব্যক্তির তমক শ্বাসও অসাধ্য।

চিকিৎসা।—পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, এই উভয় দ্রব্য ঘৃত-

কুমারীর রসে ১ মাস মাড়িয়া ৩ ভাগ পরিমিত তাম্রপাত্র উহা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া এক দিবস বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। ঐ তাম্র উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে মাত্রা ২ রতি ঔষধ সেবনের পর রাখালশশার মূল, দেবদারু, ত্রিকটু, ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত সেবন করিবে ইহার নাম "সূর্য্যাবর্ত্ত রস"

কনকাসব —শাখ, পত্র, মূল ও ফলসহ পেষিত ধুস্তুর ৪ পল, বাসক মূলের ছাল ৪ পল, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামুনহাটী, তালিশপত্র, প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, ধাইফুল ১৬ সের, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের, মধু ৬০ সের এই সমস্ত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে মাত্রা ২ তোলা।

হিক্কা শ্বাসের আশু মারকত্ব বর্ণন —প্রাণনাশী অনেক রোগ থাকিলেও তাহারা হিক্কা ও শ্বাসের ন্যায় শীঘ্র প্রাণনাশ করে না।

স্বরভেদের নিদান ও সংপ্রাপ্তি।—উচ্চৈঃস্বরে কথা কওয়া, অধ্যয়ন করা, বিষপান, কণ্ঠদেশে মুদ্গরাদি আঘাত, এই সমস্ত কারণে প্রকুপিত বায়ু স্বরবহ স্রোতে প্রবেশ করিয়া স্বরভেদ রোগ জন্মায় ইহা ছয় প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, মেদজ, ক্ষয়জ

বাতজ স্বরভেদের লক্ষণ —বাতজ স্বরভেদে চক্ষু, মুখ, মল, মূত্র কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং স্বর গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ হয়

চিকিৎসা চই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, তিন্তিড়ী, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মাড়িয়া সেবন করিবে

কুলপাতা সৈন্ধব লবণের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া খাইবে।

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার, চিতামূল ইহাদের চূর্ণ সমভাগ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে ইহার নাম "চব্যাদি চূর্ণ"

পিত্তজ স্বরভেদের লক্ষণ। পিত্তজ স্বরভেদে চক্ষু, মুখ, মল, মূত্র পীতবর্ণ এবং কথা কহিবার সময় গলদেশ জ্বালা করে।

চিকিৎসা।—মূল এবং পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক জলে ধৌত করিয়া উদূখলে পেষণ করিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লইবে এই রস ১৬সের,

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতী পুষ্প, তেউড়ীমূল, হরীতকী প্রত্যেক ১ পল, পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ, প্রত্যেক ২ তোলা মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ইহার নাম "ব্রাহ্মীঘৃত "

ক্ষুদ্রপ্রয়োগ।—ব্রাহ্মীরস ২ তোলা, মিছরি ০ আনা একত্র করিয়া ভক্ষণ

কফজ স্বরভেদের লক্ষণ কফজ স্বরভেদে সর্ব্বদাই রোগীর কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মায় রুদ্ধ থাকে দিবসে কফের অল্পতা প্রযুক্ত অল্প কথা কহিতে পারে রাত্রিতে স্বর বোধ হয়

চিকিৎসা।—উক্তমরূপে জারিত অভ্র ১ পল লইয়া কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপ্পলীমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মাড়িয়া লইবে বটিকার পরিমাণ ১ রত্তি ইহার নাম "ত্র্যম্বকাভ্র।"

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —শেফালিকা ছালের রস ১ তোলা, আদার রস ১ তোলা একত্রে ভক্ষণ।

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, মরিচ, শুঁঠ, এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন

ত্রিদোষজ স্বরভেদের লক্ষণ।—ত্রিদোষজ স্বরভেদে পূর্ব্বোক্ত বাতাদির সমস্ত লক্ষণ জন্মে এই স্বরভেদ অসাধ্য

চিকিৎসা।—হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুঠী, যমানী, জীরা, যষ্টীমধু, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সর্ব্বদা লেহন করিবে। ইহার নাম "কল্যাণলেহ"

ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষণ।—ধাতুক্ষয়জনিত স্বরভেদে কথা কহিবার সময় কণ্ঠদেশে বেদনা বোধ হয় ও ধূম নির্গমনের ন্যায় বোধ হয়, বাক্যের অল্পতা হয়; বাকরোধ হইলে এই স্বরভেদ অসাধ্য

চিকিৎসা —গব্য ঘৃত ৪ সের কণ্টকারীর রস ১৬ সের কল্কার্থ রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, ত্রিকটু মিলিত ১ সের কাঁচা কণ্টকারীর অভাবে শুষ্ক কণ্টকারী ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের দ্বারাই ঘৃত পাক করিবে মাত্রা ২ তোলা

মেদজ স্বরভেদের লক্ষণ মেদেজ স্বরভেদে রোগীর বাক্য কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না কফ বা মেদ দ্বারা গলদেশ জড়িত থাকে এবং পিপাসা হয়

চিকিৎসা কফজ স্বরভেদের চিকিৎসার ন্যায়

স্বরভেদের অসাধ্য লক্ষণ দুর্ব্বল, বৃদ্ধ এবং কৃশ ব্যক্তির বয়স্ককালোত্ত ও জন্মাবধি জাত স্বরভেদ অসাধ্য. অতিশয় মেদযুক্ত ব্যক্তির স্বরভেদ এবং ত্রিদোষজ স্বরভেদ অসাধ্য

রাজযক্ষ্মা র কারণ নিরূপণ বাতমূত্র ও পুরীষের বেগরোধ ধাতুক্ষয়, অত্যন্ত সাহস, এবং বিষম অনশন, এই চতুর্ব্বিধ কারণে ত্রিদোষ-জনিত যক্ষ্মা রোগ জন্মে

বিশিষ্ট সংপ্রাপ্তি নিরূপণ —মনুষ্যের কফপ্রধান দোষে রস-বহ ধমনী সকল রুদ্ধ হইলে এবং অতিশয় মৈথুনকারী ব্যক্তির শুক্রক্ষয় হইলে অন্যান্য ধাতু সকলও ক্ষয় হয়, সুতরাং সেই মনুষ্য শুষ্ক হইতে থাকে।

পূর্ব্বরূপ। ক্ষয় রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গবেদনা, মুখ হইতে কফস্রাব, কাশ, নিদ্রা ও চক্ষুর শুক্লতা হয় রুগ্ন ব্যক্তি মাংস-ভোজনেচ্ছু ও রমনাভিলাষী হইয়া থাকে অধিকন্তু রোগী যেন কাক, শুক, শল্লকী ময়ূর, গৃধ্র, কপি, কৃকলাসাদিকে বহন করিতেছে এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করে এবং জলরহিত নদী, বায়ু, ধূম ও দাবাগ্নিপীড়িত বৃক্ষ সমূহ তাহার দৃষ্টিপথে অধিরূঢ় হয়

সাধারণ লক্ষণ —স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে অভিতাপযুক্ত, হস্তপদে বিশেষরূপে সন্তাপ, সর্ব্বকালীয় জ্বর, এই সকল রাজযক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ, ভোজের মতে কাশ, জ্বর, রক্তপিত্ত এই তিনটী উহার লক্ষণ

বাতাদিভেদে লক্ষণ বাতাধিক্য রাজযক্ষ্মা হইলে স্বরভেদ, শূল, অংশ ও পার্শ্বের সঙ্কোচ হয় পিত্তাধিক্য রাজযক্ষ্মা হইলে জ্বর, দাহ, অতীসার ও রক্তস্রাব হয়। শ্লেষ্মাধিক্য রাজযক্ষ্মা হইলে মস্তকের পরিপূর্ণতা, অরুচি, কাশ কণ্ঠভেদ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়

চিকিৎসা —পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা,

মুক্তাভস্ম ২ তোলা, সোহাগা ২ মাসা এই সমস্ত বাটিতে পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। শুষ্ক করিয়া মুষা মধ্যে রাখিয়া লবণযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি। মধু কিম্বা পিপ্পলী চূর্ণের সহিত সেব্য। পথ্য লঘু মাংসের যুষ, ছাগদুগ্ধ, গব্যতক্র, ছাগমাংস ও ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জনাদি। অধিক ক্ষার দ্রব্য, বেগুন, তৈল, নিম্ন ও উচ্চে ভ্রমণ নিষেধ। স্ত্রীসংসর্গ একবারে ত্যাগ করিবে। ক্রোধ দিবানিদ্রা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহার নাম 'মৃগাঙ্ক' রস।

যক্ষ্মান্তক লৌহ। বাসক, তালীশপত্র, কর্পূর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মুস্তা, চিতামূল, প্রত্যেকে ১ তোলা, সমুদয়ের সমান লৌহ একত্র মাড়িবে।

রাজযক্ষ্মার প্রত্যাখ্যেয়তা। রোগী রক্তপিত্তকাসযুক্ত উক্ত একাদশ প্রকার লক্ষণযুক্ত অথবা কাস, অতীসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভেদ অরুচি, জ্বর, এই ছয় প্রকার লক্ষণযুক্ত বা কাস, শ্বাস ও রক্তাগম এই তিন প্রকার লক্ষণযুক্তই হউক, মাংসাদি ও বলক্ষয় হইলে যশেচ্ছু বৈদ্য উক্ত রোগীকে ত্যাগ করিবেন। উক্ত একাদশ, ছয় অথবা তিন প্রকার লক্ষণাক্রান্ত রোগীর মাংস বলাদি ক্ষয় হইলে ত্যজ্য, কিন্তু মাংস বলাদি ক্ষয় না হইয়া সমস্ত লক্ষণযুক্ত হইলেও চিকিৎস্য। যে রোগী অতিভোজী অথচ ক্ষীণ অতীসার পীড়িত এবং যাহার কোষ ও উদরে শোথ হইবে, চিকিৎসক তাহাকে ত্যাগ করিবেন।

রাজযক্ষ্মার অসাধ্য লক্ষণ। শুক্ল চক্ষু, অরুচিযুক্ত, ঊর্দ্ধশ্বাস-পীড়িত, কষ্টে বহু প্রস্রাবশীল রোগীকে যক্ষ্মা নষ্ট করে।

চিকিৎসা।—পারা ৩ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, এই সকল একত্র মাড়িয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পুরিবে এবং সোহাগা ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া লেপ দিবে, শুকাইলে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান ঘৃত ও মধু। পিপ্পলী ও মরিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিবে। ইহার নাম "রাজমৃগাঙ্ক রস"।

শিলাযত্যাদি লৌহ।—শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান লৌহ, একত্রে মাড়িবে দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে।

ব্যবয়াদিজনিত ধাতুশোষ।—অতিশয ব্যবায, অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, শোক, বার্দ্ধক্য, পরিশ্রম, অতিশয পথগমনজন্য শোষ এবং ব্রণক্ষত জন্য ও উরুক্ষত জন্য শোষের ক্ষযের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

ব্যবায় শোষের লক্ষণ—যে ব্যক্তির অতি মৈথুন জন্য শোষ অর্থাৎ ক্ষয হয, সে শুক্রক্ষযজনিত লক্ষণাক্রান্ত হয, অর্থাৎ তাহার শিশ্ন ও কোষে বেদনা হয়, মৈথুনে অশক্তি জন্মে, মৈথুন করিলে বহুকালে শুক্র নির্গত হয এবং উহাতে অল্প পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত থাকে, তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও শুক্রাদি ধাতুর উত্তর উত্তর ক্ষয হয

চিকিৎসা—স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, হরীতকী, লৌহ, এই সমুদয ঘৃত ও মধুযুক্ত করিয়া লেহণ করিবে

কল্যাণসুন্দরাভ্র।—জারা অভ্র ১ পল, আমলা, মুথা, বৃহতী, শতমূলী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, গণিয়ারী পত্র, বাসক পত্র, কণ্টকারী, সোনা পারুল, বেড়েলা প্রত্যেকের ১ পল, পরিমিত জলে পৃথক পৃথক মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে

শোকজ শোষের লক্ষণ—শোকজন্য শোষে অতি চিন্তা-শীলতা, অঙ্গশিথিলতা ও শুক্রক্ষয জন্য শোষের অন্য লক্ষণ সমুদয উপস্থিত হয

চিকিৎসা—ছাগঘৃত ৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, ছাগদধি ৪ সের, একত্র পাক করিয়া যবক্ষার চূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে মাত্রা ১ তোলা; ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগসেবা, ছাগমধ্যে শয়ন অত্যন্ত উপকারক, ইহার নাম "অজাপঞ্চক ঘৃত"

কাঞ্চনাভ্র রস—স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরি-তকী রৌপ্য, মৃগনাভি, মনছাল প্রত্যেক সমভাগ জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে, দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থেয়।

বার্দ্ধক্যজ শোষের লক্ষণ। যাহার বয়োধিকতা প্রযুক্ত শোষ হয়, সে ক্ষীণ, কর্ম্মাক্ষম, অল্পবুদ্ধি, দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়শক্তির অল্পতা, কম্প ও অরুচিযুক্ত হয় এবং ভগ্ন কাঁসার আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয়, রোগীর স্বর তদ্রূপ হয় কাশি হইতে থাকে কিন্তু কিছুই নির্গত হয় না শরীরের গুরুতা, মুখ, নাসিকা চক্ষু হইতে জলস্রাব, মন উৎসাহ শূন্য এবং বর্ণ রুক্ষ হয়

চিকিৎসা।—রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, এই সমুদয় দ্রব্য চিতার রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর ও ছাগদুগ্ধে ৩ প্রহর মাড়িয়া তাহার সহিত প্রবাল, মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেকে ০ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া মাড়িয়া চক্রাকার করিবে, পরে ঐ চক্রসকল বদ্ধ মুষায় গজপুটে পাক করিবে, শীতল হইলে ঔষধ তুলিবে। অনুপান মধু ও ছাগদুগ্ধ। ইহার নাম 'চূড়ামণি রস'।

বৃহদ্রসেন্দ্র গুড়িকা।—পারা ৪ তোলা, ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলা চূর্ণ, চিতার রস, রাই সরিসা চূর্ণ, মূল, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ, ধুতুরা পাতার রস এবং আদার রসে পৃথক পৃথক মাড়িয়া মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। পরে জয়ন্তী, কানছিঁড়া, কাকমাচী ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত গন্ধক ১ পল, মরিচ, সোহাগা স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, হরিতাল, অভ্র প্রত্যেক ৩ তোলা, সমুদয় আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ ও মাংসের যূস পান করা উচিত

অধ্বজ শোষের লক্ষণ।—যাহার অতিশয় পথগমনজন্য শোষ হয়, সে হস্তপদাদি চালনে অক্ষম, শরীর রুক্ষ, স্পর্শজ্ঞানহীনতা, পিপাসা-ম্লান, গলা ও মুখ শুষ্ক হয়।

চিকিৎসা।—তিল তৈল ১৬ সের ক্বাথার্থ—রক্তচন্দন, শালপানি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুর্হা, ভূমি কুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, যমানি, আমলা, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদুলে, মূর্ব্বামূল প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মৃণাল, পদ্মমূল, সমুদয়ে ৫০ পল, শ্বেত বেড়েলা ৫০

পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের,শেষ ১৬ সের ; ছাগদুগ্ধ, শতমূলীর রস,লাক্ষার জল বা ক্বাথ, কাঁজি, দধির মাথ প্রত্যেক ১৬ সের , হরিণ, ছাগ, শশক, প্রত্যেকের মাংস ৮সের। প্রত্যেকের পাকার্থ জল ৬৪সের,শেষ ১৬ সের, ক্বাথ পৃথক পৃথক করিবে কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাঁকড়া,নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক, মৃণাল, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পদ্মফল, মূর্ব্বামূল, গেঁঠেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসোতা, মুথা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠ, লোধ, গৌরী, জীবন্তী, প্রিয়ঙ্গু, শঠি, এলাইচ, কুম্ কুম্, খাটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জৈত্রী, শুঁঠ, ধন্যা, প্রত্যেক ৪ তোলা ; গন্ধদ্রব্য জটামাংসী, মুরামাংসী, দনা,চম্পকপুষ্প,প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক, গেঁটেলা, বালা, কুড়,মরুবক পুষ্প,পিড়িংশাক সমুদয় মিলিত ২ পল এবং গন্ধকবিরজা, কুন্দুর,খাটী, নখী, নালুকা,শুলফ প্রত্যেক ১ পল,এলাইচ,লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খাটাশী, কাঁকলা, অগুরু, লত কস্তুরী, কুম্‌কুম্ প্রত্যেক ৪ তোল, মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা পাকান্তে তৈল ছাঁকিয়া নামাইবে ইহার নাম “মহাচন্দনাদি তৈল।”

দ্রাক্ষারিষ্ট —দ্রাক্ষা ৬। সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের,শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথে ১৫ সের গুড় মিশাইয়া তাহাতে গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু মরিচ,পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ দিয়া নাড়িয়া ঘৃতভাণ্ডে ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে উত্তমরূপ ছাঁকিয়া লইবে

ব্যায়াম শোষের লক্ষণ — ব্যায়াম শোষের অধ শোষের সমস্ত লক্ষণ বলবানরূপে প্রকাশিত হয় এবং ক্ষত ভিন্ন উরুক্ষত জন্য শোষের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়

চিকিৎসা উত্তমরূপে ভস্মীকৃত স্বর্ণ ১ ভাগ,রসসিন্দূর ২ ভাগ, মুক্তা ভস্ম ৩ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগার খই ২ভাগ,সমুদয় টাবা লেবুর রসে তিন দিন মাড়িয়া গোলাকার করিবে এবং তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মুষা মধ্যে লবণ যন্ত্রে পাক

করিবে শীতল হইলে তুলিয়া তাহার সহিত হীরক অভাবে বৈক্রান্ত ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে মাত্রা ২ রতি, অনুপান ঘৃতমিশ্রিত মরিচ বা পিপ্পলী চূর্ণ এই ঔষধ সেবন করিলে ঘৃতাদি বলকর দ্রব্য আহার করা উচিত ইহার নাম 'মহা মৃগাঙ্করস ”

রত্নগর্ভ পটুলী রস। রসসিন্দুর হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, শঙ্খভস্ম, এই সমস্ত ৭ দিন আদার রসে মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর প্রবেশ করাইবে কিঞ্চিৎ সোহাগা আকন্দআটায় পেষণ করিয়া ইহাদ্বার কড়ির মুখ রুদ্ধ করিবে। মৃত্তিকাভাণ্ডে রাখিয়া উহার মুখ বন্ধ করত আবৃত করিয়া গজপুটে পাক করিবে শীতল হইলে তুলিয়া চূর্ণ করিবে নিসিন্দার রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে মাত্রা ৪ রতি। মধু ও পিপ্পলী চূর্ণের সহিত সেবনীয়

ব্রণ জনিত শোষের লক্ষণ —ব্রণযুক্ত ব্যক্তির ব্রণ হইতে রক্তক্ষয়, ব্রণের বেদনা ও আহারযন্ত্রণা এই তিন কারণে যে শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগ হয় তাহা অসাধ্য

চিকিৎসা। ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, ৯ তোলা লৌহ, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে অনুপান মধু ইহার নাম 'ক্ষয়কেশরী ”

বিন্ধ্যবাসি যোগ ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা, প্রত্যেক ১ তোলা, ৯ তোলা লৌহ একত্র মাড়িয়া লইবে।

হোমিওপ্যাথিকে কাশাদি চিকিৎসা।

সর্দ্দি —শীতল অথবা ভিজা ভূমিতে বাস, কিম্বা সহসা বায়ু পরিবর্ত্তনহেতু সর্দ্দি হইয়া থাকে।

লক্ষণ —প্রথমতঃ শীতানুভব, কম্প, পরক্ষণে জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ সহকারে উত্তাপ, মস্তকের সম্মুখভাগ ভার এবং চাপবোধ, নাসা রুদ্ধবৎ, অবিশ্রান্ত জলপাত ও হাঁচি

চিকিৎসা।—নাস বন্ধ ও শুষ্ক, অনবরত জল পড়ার জন্য ওষ্ঠ ক্ষতযুক্ত, আরক্ত, স্ফীত, হাঁচি এবং নাসিকা চাপ ও ভারবোধ হইলে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তিনটী ক্ষুদ্র বটী অথবা একটী বৃহৎ বটী কিম্বা এক ফোঁটা 'মার্কিউরিয়াস্' প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ ভারবোধ ও বেদনাযুক্ত, নাসিকার একটী রন্ধ্র বদ্ধ ও আর এক রন্ধ্র হইতে জলপাত, প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গম, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, ও সাতিশয় ক্ষুধা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "বেলেডোনা" প্রয়োগ করিবে

কাশি। কণ্ঠ কিম্বা বক্ষের প্রদাহ জন্য এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইহাতে সদা সর্ব্বক্ষণ এবং অতি কষ্টকর কাশি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রদাহিত কণ্ঠ এবং টানযুক্ত ইউভুলা হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্য কণ্ঠ পরীক্ষা আবশ্যক।

চিকিৎসা —সর্দ্দি এবং শৈত্যজন্য কাশি, অধিকন্তু শ্লেষ্মাযুক্ত হাঁপানী, কাশিবার সময় দীর্ঘশ্বাস টানিতে বক্ষঃস্থলে চাপবোধ হইলে রোগোপশম না হওয়া পর্য্যন্ত "ডাল্‌কামারা" ক্ষুদ্র তিনটী বটী অথবা একটী বৃহৎ বটী, কিম্বা এক ফোঁটা আরক ২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

সন্ধ্যার সময় কিম্বা রাত্রিতে শুষ্ক খুক্ খুক্ করিয়া কাশি ও তৎসহ

আক্ষেপ থাকিলে, অতি অল্প চালনাতেও কাশির উদ্রেক, কণ্ঠনালীতে সুড়সুড়ানি অনুভব হওয়া প্রযুক্ত কাশির বৃদ্ধি এবং কাশিবার সময় শিরঃপীড়া ও মুখ রক্তিম বর্ণ হইলে উপরোক্ত প্রকারে "বেলেডোনা" প্রয়োগ করিবে

গুরুতর কম্পবিশিষ্ট কাশিতে, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাসে শ্লেষ্মা একত্রিত হওয়ায় শ্বাস অবরোধের আশঙ্কা জন্মিলে এবং বমন শ্লেষ্মা ত্যাগ করা কষ্টকর, মুখমণ্ডল শ্বেতাভ এবং বমন থাকিলে, উপরোক্তরূপে ডাম্-কামাবার ন্যায় "ইপিক্যাকুয়ানহা" দিবে।

শীতকালের কাশিতে, বায়ু তাপের পরিবর্তন জন্য কাশিতে, এবং পান ও আহারের পর কাশিতে পূর্ব্ববৎ "বাইওনীয়া" সেবন করাইবে।

রাত্রিকালে শিশুদের কাশি বৃদ্ধি, অতিশয় ক্রন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ থাকিলে "ক্যামোমিলা" দিবে

মাত্রা।—দুইটী ক্ষুদ্র অথবা অর্দ্ধটী বড় বটী উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ২ ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

শুষ্ক কাশিতে শ্বাসরোধ, বমন হইবার পর মূর্চ্ছা, হাঁপানি কাশির ন্যায় শ্বাস ফেলিতে কষ্ট এবং শরীর দুর্ব্বল হইলে "ভেরেট্রাম" ব্যবস্থা করিবে.

দীর্ঘকাল স্থায়ী কাশি, বিশেষতঃ ফুস্ফুসের কোন রোগের সহিত সংস্রব থাকিলে, বুক টানবোধ ও বেদনাযুক্ত হইলে "ফস্ফরস্" দিবে

শ্বাসকাস —এই রোগ যার পর নাই কষ্টদায়ক। ইহার যাতনায় রোগী অস্থির হইয়া ২ ৩ দিন এক অবস্থাতেই থাকে, শ্বাসকষ্ট ক্রমশঃ অল্প অল্প কমিয়া আইসে

লক্ষণ।—কষ্টকর নিশ্বাস এই রোগের লক্ষণ এই রোগের নির্দ্দিষ্ট কাল নাই নিশ্বাস ফেলিবার সময় বক্ষঃস্থল কোঁকড়ানি বোধ, কাশি, এবং পরে শ্লেষ্মা নির্গম হয় কোন কোন অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া মুখ স্ফীত ও নীলবর্ণ হইয়া পড়ে মুখে উদ্বিগ্নতা ও ক্লেশের লক্ষণ প্রকাশ পায় কোন কোন স্থলে ক্লান্তি, পেটফাঁপা, শিরঃপীড়া, পাকস্থলী অসুস্থ, নির্জীব ভাব প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ।

চিকিৎসা।—নিদ্রাকালে মূর্চ্ছা, শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস প্রশ্বাস ও কষ্টকর হাঁপানি, বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে সাঁ সাঁ ও ঝাঁ ঝাঁ শব্দ, অতিশয় উদ্বেগ ও মুখ অপরিষ্কৃত থাকিলে "ইপিক্যাকুয়ানেহা" তিনটী ক্ষুদ্র বা একটী বড় বটী অথবা এক বিন্দু আরক এক কাঁচ্চা জলের সহিত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত আবশ্যকমত এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

উহাতে উপকার না দর্শিলে বিশেষতঃ বুক চাপা, নিশ্বাসকষ্ট, দৌর্ব্বল্য, ঘর্ম্ম ও বক্ষঃস্থলের ভিতর জ্বালা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "আর্শেনিক" ব্যবস্থা করিবে।

কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস এবং বক্ষঃস্থল চাপবোধ থাকিলে উপরোক্ত প্রকারে "ফস্‌ফরস্‌" দিবে।

সর্দ্দি কিম্বা হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য রোগের সঙ্গে এই শ্বাস কাশ থাকিলে শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, পরিশ্রমে রোগের বৃদ্ধি, রাত্রিতে রোগীর অবস্থা মন্দ এবং বক্ষে চাপবোধ হইলে পূর্ব্বের নিয়মমত "ব্রাইওনীয়া" প্রয়োগ করিবে।

স্বরভঙ্গ। কণ্ঠনালীতে ক্ষত, অথবা প্রবল কাশির জন্য হইলে এবং রাত্রিকালে রোগের আধিক্য থাকিলে, দিবসে তিনবার "বেলে-ডোনা" খাইতে দিবে।

দৌর্ব্বল্য এবং বক্ষে বেদনা থাকিলে রাত্রে ও প্রাতে "ফস্‌ফরস্‌" প্রয়োগ করিবে।

কঠিন এবং কাঁসার শব্দের ন্যায় কাশি থাকিলে "হিপার সল্‌ফার" রাত্রিকালে এবং প্রাতে প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে তাহার পরে "স্পঞ্জিয়" দেওয়া কর্ত্তব্য।

অতিরিক্ত বাক্যব্যয় এবং গান করিবার পর এই পীড়া হইলে "হেমা-মিলিশ্‌" দিবসে তিনবার দিতে হইবে, এবং কুল্লি করিবার জন্যও দিতে হইবে।

কণ্ঠনালীর প্রদাহ—জলে ভিজা, শীতল বাতাস গায়ে লাগান, অকস্মাৎ উষ্ণ স্থান হইতে শীতল স্থানে আসা ইত্যাদি কারণে কণ্ঠ-

নালীতে শুষ্ক বেধনযুক্ত বেদনা, প্রদাহ এবং কষ্টকর যন্ত্রণা অনুভব হইতে থাকে

চিকিৎসা।—পনর মিনিট অন্তর "য্যাকোনাইট" প্রয়োগ, গরম জলের বাষ্প নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ, এবং কণ্ঠনালীর উপরে তিসির পুল্টিশ প্রয়োগে যদি শীঘ্র উপকার না দর্শে, তবে "স্পঞ্জিয়া" "য্যাকোনাইটের" সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রথমে ১৫ মিনিট, পরে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে ইহাতেও পীড়া শান্তি না হইলে "ইপিকাকুয়ানহা" এবং 'য্যাকোনাইট' পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

কাশ।—শীতল বাতাস গায়ে লাগাইবার বা অন্য কোন প্রকারে শৈত্যানুভব করিবার পর কাশি হয়, তাহার সহিত ঘন শ্লেষ্মা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে, গলা সঁ সাঁ করে, শ্বাসকষ্ট, জ্বর, অস্থিরতা এবং দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় প্রকৃত কাশরোগ অনুমান করিতে হইবে।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ "ব্রাইওনিয়া" এবং 'ইপিকাকুয়ানহা" এক ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

শ্লেষ্মা যখন গাঢ় হইতে থাকিবে, তখন "ব্রাইওনিয়া" এবং "পল্সেটিলা" প্রয়োগ করিবে।

যদি শ্লেষ্মা ফেণাযুক্ত হয় এবং তাহার বক্ষে টান এবং বেদনা অনুভব হয়, তবে "ব্রাইওনিয়া" এবং "ফস্ফরস" দিবে।

জ্বর বন্ধ হইলে কাশি এবং গলা সঁ সাঁ নিবারণ জন্য প্রতিদিন তিনবার "হিপার সল্ফার" খাইতে দিবে।

পথ্য।—মাংসের কাথ, এরোরুট, বার্লি, গরম জল, বিফ্টী, ব্ল্যাক্ টী, লিন্সিড্ ইত্যাদি।

বক্ষস্থলে তিসির পুল্টিশ্ বাহ্য প্রয়োগ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ফুস্ফুসের প্রদাহ।—শীতল বাতাস লাগান অথবা অন্য কোন প্রকারে শৈত্যানুভব করিবামাত্র এই পীড়া অনেক সময় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কম্প, জ্বরবোধ, বক্ষস্থলে টান এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে; সামান্য কাশি, বিবর্ণ শ্লেষ্মা, কথা কহিতে কষ্ট, মুখ রক্তিমাবর্ণ হয়।

চিকিৎসা।—কম্পের অব্যবহিত পরেই রোগীকে বিছানায় শয়ন করাইয়া প্রতি দশ মিনিট অন্তর "য়্যাকোনাইট" প্রয়োগ করিবে শ্বাস-কষ্ট অধিকতর হইলে দুইবারের পর একবার "ফস্‌ফরাস্‌" দিবে

জ্বর কমিলে যদি কাশির বৃদ্ধি হয় এবং শ্লেষ্মা ঈষৎ হরিদ্রাভ হয়, তবে প্রতি ঘণ্টায় পর্য্যায়ক্রমে "ব্রাইওনিয়া" ব্যবহার করিবে

যদি মুখমণ্ডল মলিনতর, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে ক্রমেই কষ্টদায়ক, এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হয়, তবে "য়্যান্টিমটার্ট" এবং "আর্শেনিক" প্রথমতঃ ১৫ মিনিট অন্তর, পরে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিবে

রোগীকে সুস্থিরভাবে পরিষ্কৃত শয্যায় রাখিবে; গৃহমধ্যে যাহাতে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার উপায় করিবে, নৈশ ও শীতল বায়ু এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন নিষেধ গরম চা এবং বিস্কুট খাইতে দিবে। ব্লিষ্টার এবং পুল্টিশ দিবে না

প্লুরিসি —উপরোক্ত রোগের লক্ষণগুলির অতিরিক্ত বাম অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা, ক্ষুদ্র এবং কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, কম্প, শিরো-বেদনা, জ্বর এই রোগের প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা —প্রথমতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর "য়্যাকোনাইট" তাহার পর "ব্রাইওনিয়া" প্রয়োগ করিবে।

জ্বর বিচ্ছেদের পর শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হইলে, পার্শ্বের বেদনার জন্য রাত্রিকালে এবং প্রাতে "মার্কুরিয়াস্‌" দিবে

পথ্য।—ফুসফুসের উত্তেজনা রোগে যেরূপ খাদ্য ব্যবস্থা হইয়াছে ইহাতেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

পার্শ্বে বেদনার আবির্ভাব হইলে তাহার উপর ব্লিষ্টার দিবে।

কণ্ঠনালীর ক্ষত।—শীতানুভূতির লক্ষণের সহিত গলার কষ্ট-দায়ক বেদনা, উত্তাপ, ক্ষত, শুষ্কতা, কোন জিনিষ গলাধঃ করিতে কষ্টানুভব, ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা।—জ্বর থাকিলে "য়্যাকোনাইট" তাহার পর "বেলে-ডোনা" দিতে হইবে।

গ্রীবের স্ফীতি কিম্বা দন্তমূলে স্ফীতি প্রযুক্ত প্রাতে এবং রাত্রিকালে "মার্কুরিয়াস্" প্রয়োগ করিবে

ইহাতেও যদি উপকার না দর্শে এবং গলা উজ্জ্বল এবং প্রদাহযুক্ত হয়, তবে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর "ব্যাপিস্" দিতে হইবে।

কুইন্সি —উপরি লিখিত কণ্ঠনালীর ক্ষত রোগের সহিত এক বা উভয় টন্সিলের বৃদ্ধি এবং প্রদাহ থাকিলে তাহাকে কুইন্সি বলে কণ্ঠনালীর ভিতর ও ইউভুলা লোহিতবর্ণ এবং স্ফীত হয়। প্রদাহ এবং স্ফীতি ক্রমশঃ যাইতে পারে কিম্বা যে পর্য্যন্ত না পূঁয সঞ্চিত হয়, সে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে পারে। এই দুই উপসর্গ বর্দ্ধিত হইলে শ্বাসকষ্ট এবং কোন দ্রব্য গলাধঃ করিতে বড় কষ্ট হয়

চিকিৎসা —প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে "বেলেডোনা" এবং "মার্কুরিয়াস্" ব্যবস্থা করিবে

রাত্রিকালে গলার চতুর্দ্দিকে ঈষদুষ্ণ বন্ধনী বাঁধিয়া রাখিবে এবং গরম জলে এক চামচা সর্ষপ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে পা ডুবাইয়া এবং গাত্র বস্ত্রাবরণে আবৃত রাখিবে

পরীক্ষা দ্বারা যদি স্ফীততার বৃদ্ধি অনুমান হয়, তবে সর্ব্বদা গরম জলের বাষ্পে নিশ্বাস লইতে দিবে এবং "ব্যাপিস্"ও "হিপার" খাইবার ব্যবস্থা করিবে যতক্ষণ ফোড়াটী ফাটিয়া না যায়, ততক্ষণ এইরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে

পূঁয অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং গাঢ় হইলে, কম তেজস্কর কণ্ডিলোশন কুল্লি করিতে দিবে।

জলে ভিজিলে বা অত্যন্ত শৈত্য লাগাইলে কুইন্সি হইয়া থাকে

ক্যান্সার —এই পীড়া যারপরনাই সংঘাতিক এবং ভীতিজনক কৈবল্যাবস্থার পর স্ত্রীলোকের প্রায়ই এই পীড়া হইতে দেখা যায়. বক্ষঃস্থলে বেদনা হইবামাত্র কোন মতে উপেক্ষা করিবে না

চিকিৎসা।—অবস্থা বিবেচনায় "হাইড্রাস্টীশ," "আর্সেনিক," "কোনিয়াম," "বেলেডোনা" এবং "গ্যালিয়াম" ব্যবহার করিবে

হাকিমীমতে কাশাদি রোগ চিকিৎসা।

সর্দ্দির কাশির চিকিৎসা।

অল্প শীতানুভব, সামান্য কাশি, ঈষৎ গাত্রোষ্ণতা ইত্যাদি সর্দ্দি কাশির লক্ষণ

চিকিৎসা।—এই ব্যাধি রাত্রিকালে শুষ্ক খাদ্য গ্রহণ, গরম কাপড় গায়ে রাখা ইত্যাদি প্রতিকারেই আরোগ্য হইতে পারে। যদি তাহাতে না সারে তবে—

আদার রস	... ...	৩ তোলা।
মধু	... ...	৩ তোলা।

আদার রস গরম করিয়া তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেবন করিবে

অন্য উপায়।

দোবারা মদ	...	৩ পোয়া
লঙ্কা মরিচের গুঁড়া	... ...	২০ মাসা।
হিঙ্গ	...	৮ মাসা

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ দিন রাখিবে পরে ঐ মদিরা ছাঁকিয়া প্রত্যহ রাত্রে শয়নকালে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে খাইবে

অন্য উপায়।

আফিঙ্গ	... ...	১ মাসা।
হিঙ্গু	... ...	১ মাসা।
গোল মরিচ	...	২ মাসা

জলে মাড়িয়া ১৬টী বটী করিবে। আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটী বটী সেবন করিবে

শ্বাসকাশের বিবরণ —কাশি হয়, নিশ্বাস গ্রহণের এবং পরিত্যাগের সময় গলা সাঁই সাঁই করে, বক্ষঃস্থলে টান বোধ হয়, নিশ্বাস জোরে চলে, কখন কখন শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে।

উপায়।

ধুতুরার শুষ্ক পাতা চূর্ণ ৫ রতিকে এক ছিলিম তামাকের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূম পান করিতে দিবে।

অন্য উপায়।

সৈন্ধব লবণ এক তোলা ছোট মটরের মত টুকরা করিয়া একটী নেকড়ায় বাঁধিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া অষ্ট প্রহর আগুনে পোড়াইবে; যখন দেখিবে যে, সেই লবণ নীলবর্ণ হইয়াছে, তখন তাহাকে নামাইয়া চূর্ণ করিয়া ২ ধান ওজনে প্রতি দিন সেবন করিলে সর্দ্দি উঠিবে, টান কমিবে এবং রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিবে।

অন্য উপায়।

তামাকের গোড়ার ডাঁটা ৫ সের উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্মে ৫ সের জল দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। তাহার পর ঐ মিশ্র দ্রব্যকে কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিবে এবং নীচে একটী পাত্র রাখিবে। যখন ঐ জল বিন্দু বিন্দু করিয়া পাত্রে পড়িয়া নিঃশেষিত হইয়াছে বোধ হইবে, তখন সেই জল আস্তে ফেলিতে থাকিবে, সাবধান যেন সমস্ত জল না নড়ে। জল ফুরাইয়া গেলে পাত্রের নীচে লবণবৎ শ্বেত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে তখন উত্তমরূপে শুকাইয়া উপরোক্ত সৈন্ধব লবণের পরিমাণে প্রতিদিন খাইতে দিবে।

ক্ষয়কাশের লক্ষণ।—বক্ষঃস্থলের এক দিকে বা উভয় দিকে বেদনা ও কাশী হয়। প্রথমে ঐ কাশি শুষ্ক, পরে কাশিবার সময় অধিক বেদনা হয়, অল্প জ্বর হয়, রাত্রিকালে অধিক ঘর্ম্ম নির্গত হয়, শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হয়। এই রোগ নানা প্রকার। কোন কোন প্রকারে ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। যে সময় ফুস্‌ফুস্ অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিশ্বাস উত্তমরূপে চলিতে না পারে, সে সময় মনুষ্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই

রোগের প্রথমাবধি উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে রোগী রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু বিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করিলে প্রায়ই মারা গিয়া থাকে।

কারণ।—এই রোগের কারণ ভালরূপে অবগত হওয়া বড় কঠিন। বোধ হয় সর্দ্দি হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়া ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে। নিম্ন ভূমিতে কিম্বা জলসিক্ত স্থানে এ পীড়ার প্রাদুর্ভাব বড় অধিক দেখা যায় না। পার্ব্বতীয় প্রদেশেই ইহার প্রাধান্য প্রবলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

চিকিৎসা।—বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য যে দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, সেই দেশে যাওয়া কর্ত্তব্য। ঔষধের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আফিঙ্গ	১ মাসা
রেউচিনি	৪ মাসা
সাবান	২ মাসা

জলে মর্দ্দন করিয়া ১৬ টী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক একটী বটী সেবন করাইবে। কিন্তু ইহার সহিত—

তিসির বীজ	৵০ ছটাক
গরম জল	১ সের।

তিসির বীজ গরম জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং পিপাসা হইলে এই জল খাইতে দিবে। ইহাতে যদি জ্বর অধিক হয়, তবে, সোরা ১ রতিকে দুই তোলা আন্দাজ জলে ভিজাইয়া খাওয়াইবে। দিবসের মধ্যে এইরূপে ৩।৪ বার খাইতে দিবে।

দশম অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে হৃৎপীণ্ডের পীড়ার চিকিৎসা।

পেরিকার্ডাইটিস্ বা হৃদ্বেষ্ট প্রদাহ। ইহাকে কোন কোন স্থানিক পীড়ার স্থানিক আবির্ভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রবল বাত, মূত্রপিণ্ডের ব্রাইটস্ ব্যাধি, পাইমারি ও স্কর্ভি পীড়ার সহিত সচরাচর এই ব্যাধি হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ। আরম্ভের সময় সচরাচর ইহাকে ব্যাধি বলিয়া অনুমান হয় না, কখন বা লক্ষণসকল প্রবলরূপে আবির্ভূত হয়। প্রথমে সামান্য জ্বর ও বক্ষঃস্থলে সামান্য ভারবোধ হইয়া থাকে। তদনন্তর প্রবল জ্বর, হৃৎপিণ্ড বেদনা, স্কন্ধে, তন্নিম্নে ও গাত্রে ঐ বেদনার সঞ্চার, প্রবল হৃদ্বেপন, হৃৎপিণ্ডের গতির অনিশ্চয়তা ও দূর হইতে উহার স্পষ্ট অনুভব, নাড়ীর বৈষম্য, ঘন ঘন শ্বাস পতন, বামদিকে শয়ন করিতে অসমর্থতা, মুখমণ্ডলে উদ্বেগ, গলাধঃকরণে ক্লেশ, কর্ণে শব্দ, মস্তক ঘূর্ণন, এবং নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাবও হইতে পারে। পীড়ার যত বৃদ্ধি হয়, ততই সাতিশয় দুর্ব্বলতা কাশি, মধ্যে মধ্যে আক্ষেপিক শ্বাসকষ্ট, কচিৎ মূর্চ্ছনা, এবং মুখমণ্ডল ও হস্তপদাদি স্ফীত হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি দুর্ব্বল হইতে থাকে। উহার আবেগ বিষম ও কম্পান্বিত, এবং শব্দ ক্ষীণ ও উহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। অতি দুরূহ পীড়ায় স্নায়ুকেন্দ্রের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। বিশেষতঃ অস্থিরতা, মুখমণ্ডল বিকৃত, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, এবং প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা। রোগীকে সুস্থিরভাবে পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করান হইবে। গৃহের তাপ ৬৫ ডিগ্রী যাহাতে রক্ষা পায় তাহার চেষ্টা করিবে।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে,—

সলফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া .. .. ১২ আং

কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	.	.	১২০ গ্রেণ
য়্যাকোয়া মেন্থ পিপারিটা		.	৭২ আং।

ছয়মাত্রা প্রতি দিন প্রাতে এক এক মাত্রা সেবন কর্ত্তব্য

দুই ড্রাম পরিমাণ কল্‌চিকম্‌ ওয়াইন উহার সহিত মিশ্রিত করিলে কোন কোন সময় বিশেষ ফল দর্শে

অথবা,—

ভাইনম্‌ য়্যান্টিমনি	..	.	২ ড্রাম
সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	.	...	২ আং
লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাসিট্যাটিস্‌		..	৪ ড্রাম।
সিরপ প্যাপাভেরিস্‌	..	...	৫ ২ ড্রাম
য়্যাকোয়া ক্যাম্ফর		..	৭ ২ আং

আটমাত্রা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২ ৩ বার খাইতে দিবে

বাতরোগ জন্য পীড়ায় অগ্রে বাতের চিকিৎসা করাই যুক্তিযুক্ত, এজন্য—

বাইকার্বনেট অফ পটাশ	...	২ ড্রাম
জল	.	১ আং

একমাত্রা, দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

বেদনা নিবারণ জন্য ৪ ৫ ঘণ্টা অন্তর ১ গ্রেণ পরিমাণে অহিফেন ব্যবহার করা যাইতে পারে পোস্ত ঢেঁড়ির ফোমেণ্ট অথবা মসিনার বড় বড় পুল্‌টিস দিতে হইবে পানীয়রূপে নিম্নোক্ত কোন একটী প্রক্রিয়া করিবে।

বাইকার্বনেট অফ পটাশ	...	.	.	২ আং
লেমন সিরপ	...	.	.	২ আং।
জল	...		.	১ ২ পাইণ্ট

সমস্ত দিন পান করিবে অথবা,—

ক্লোরেট অফ পটাশ	. ..	...	৬০ গ্রেণ
সিরপ হেমিডেস্‌মি	.	. .	২ আং
জল	.	...	২ পাইণ্ট

তৃষ্ণাকালে পান করিবে

গরম জলের বাষ্প নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ,লঘু আহার যথা,—য়্যারারুট, সাগুদানা, দুগ্ধ, যবের মণ্ড ইত্যাদি দুর্ব্বলাবস্থায় বিফ্‌টী, মাংসের ঝোল এবং বিবেচনানুসারে মদিরা ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

হৃদ্‌বেষ্টের মধ্যে অধিক পরিমাণে য়্যাফিউজন্ হইলে হৃৎপিণ্ডের উপর বড় বেলেস্তারা প্রয়োগ করিবে তাহার পর নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

আইওডাইড পটাশ	...	.	১৫—৩০ গ্রেণ।
ভাইনম্ কল্‌চিসাই		...	১½ ড্রাম।
টীং হায়োসায়েমস্	...	...	১½ ড্রাম।
সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	.	..	২২০ গ্রেণ।
ইন্‌ফিউজন্ য়্যান্থিমিডিস্		..	৭½ আং।

ছয় মাত্রা। এক এক মাত্রা দিবসে তিনবার

এই সকল উপায়ে পীড়ার উপশম না হইলে পেরিকার্ডিয়ম ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যস্থ সিরম বাহির করা যাইতে পারে। শেষাবস্থায় ইহা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই

প্রবল এণ্ডোকার্ডাইটিস্ —হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে ও হৃৎকবাটের আবরক অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর প্রদাহ এই পীড়া জন্য হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য পীড়া জন্মে,অতএব অতি সাবধানে ইহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য

লক্ষণ।—এই পীড়া অতি কঠিন হইলে শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থলে ভারবোধ ও অসুখ বোধ, রোগী সর্ব্বদা চিৎভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে চাহে জ্বর, নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও ক্ষণবিলুপ্ত, কখন কখন দেহ শীতল, ঘর্ম্মাক্ত ও অতিশয় শ্বাসকষ্ট হয়,এবং ক্রমে অস্থিরতা ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইতে পারে প্রদাহের স্থান অল্প বা উহা পুরাতন হইলে উপরোক্ত লক্ষণ প্রবল হয়না বাতরোগের সহিত এই পীড়া জন্মিলে সহজে ইহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না উপরোক্ত লক্ষণ সকলকে সাধারণ লক্ষণের মধ্যে জানিতে হইবে, কিন্তু পীড়া কঠিন হইলে নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল আবির্ভূত হয়

কম্পা, গাত্রের উত্তাপ, প্রভৃত ঘর্ম্ম, ত্বক্ বিবর্ণ, কখন বা হরিদ্রাবর্ণ, পিত্তাধিক্য, উদরাময়, মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত ও উদ্বেগযুক্ত, নিতান্ত নিস্তেজকত, বিড়বিড়ে প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ ও মস্তিষ্কের মধ্যে পাইমিয়া জনিত পদার্থের সঞ্চয় এবং স্ফোটকও হইতে পারে

চিকিৎসা হৃদ্বেষ্ট প্রদাহের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে

সায়্যানোসিস্ —হৃৎপিণ্ডের এবং বড় বড় রক্তবহা নড়ীর নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য এবং পীড়া জন্য দেহের সমস্ত রক্ত ফুস্‌ফুসে অক্সিজেনের সহিত মিলিত ও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত না হওয়াতে ত্বকের এক প্রকার বিশেষ নীলিমা বর্ণ হয় ।

লক্ষণ ত্বকের বিবর্ণতার সহিত সচরাচর নিশ্বাসবায়ুর ও গাত্রের শীতলতা, হৃদ্বেপন, মধ্যে মধ্যে শ্বাসকষ্ট, অল্প উদ্দীপনাতেই মূর্চ্ছনা, ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিয়দ্দিবস পরে সচরাচর অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্ফীত ও নখ ভিতর দিকে বক্র হয়, অনেকস্থলে উত্তমরূপে জননেন্দ্রিয়ের বর্দ্ধন হয় না কখন কখন ব্রঙ্কাই হইতে রক্তস্রাব হইতে দেখা গিয়াছে ; শেষাবস্থায় প্রায় আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তসঞ্চয় ও শোথ জন্মিয়া থাকে যে কারণ প্রযুক্ত হউক, রক্তসঞ্চালনের আধিক্য হই-লেই ত্বকের বিবর্ণতার বৃদ্ধি হয় কোন কোন স্থলে সন্তান ভূমিষ্ট হইবার কিয়দ্দিবস পরে এই পীড়ার চিহ্ন প্রকাশ পায় শৈশবাবস্থায় এই পীড়া জন্য অনেক শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের এই পীড়া অধিক হয়, কিন্তু তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত অবধা-রিত হয় নাই

চিকিৎসা । এই ব্যাধির প্রতিকার কিছুতেই হইবার নহে, তবে কোন প্রকার উপায় দ্বারা যাহাতে রোগের আশু যন্ত্রণা নিবারণ হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য পুষ্টিকর আহার, উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার, মানসিক উদ্দীপন ও শারীরিক শ্রম হইতে নিবৃত্তি, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ইত্যাদি উপায় দ্বারা রোগ যাপ্য রাখিতে চেষ্টা করিবে

মিউডো ব কৃত্রিম য়্যাঞ্জাইন পেক্টোরিস্ হঠাৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ডে অসুখবোধ, হৃদ্বেপন, শ্বাস ও প্রশ্বাসের ব্যতিক্রম, মূর্চ্ছাবোধ, মস্তক ঘূর্ণন, মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও নাড়ী দুর্ব্বল হয় অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় পীড়া সাংঘাতিক, কিন্তু প্রায় অনিষ্ট ঘটে না রক্তের অল্পতা, নানাপ্রকার স্নায়বিক পীড়া, হিষ্টিরিয়া, গ উট্ প্রভৃতি রোগের সহিত এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়

এই রোগের ভাবী ফল অশুভ জানিতে হইবে প্রথমাক্রমণে মৃত্যু না হইলেও পরে ইহাদ্বারা মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা

চিকিৎসা —যাহাতে পীড়ার আক্রমণ না হইতে পারে, তাহারই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে ; সর্ব্বদা আফিঙ্গ সঙ্গে রাখা আবশ্যক রোগের আক্রমণ সম্ভাবনা জানিতে পারিলেই উহা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে পীড়াতিশয্যকালে য্যামোনিয়া, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক এবং ইথার, অহিফেণ, ক্লোরাল, ক্লোরোফরম, ব্যালিরিয়েন ইত্যাদি আক্ষেপনিবারক ঔষধ ব্যবহারেও বিশেষ ফল দর্শে

ডাক্তার ট্যানার নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করেন —

স্পিরিট ইথারিস্	১½ ড্রাম।
স্পিরিটস্ য্যামোনি য়্যারোমেটিক্	২ ড্রাম
টীং ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড	½ ড্রাম।
য্যাকোয়া ক্যাম্ফর	৬ আং।

এক আউন্স মাত্রায় বিবেচনামত সেবন করিতে দিবে

এই সমস্ত ঔষধ সর্ব্বদা রোগীর নিকটে রাখিবে এবং বেদনা উপস্থিত হইলেই সেবন করিতে হইবে তার্পিণ তৈলের ষ্টুপ, সর্ষপ পলস্তারা অথবা ফোমেণ্টেশন দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা যে সকল ব্যক্তির এই পীড়া হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তেজক দ্রব্য আহার, মদিরাপান, উচিতাধিক পরিশ্রম, আহারের পর ভ্রমণ ও মানসিক উদ্দীপন হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য

সন্‌কোপ বা মূর্চ্ছনা।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াভাব হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহার পরেই স্নায়ুমণ্ডলের ও তৎপরে ফুস্ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়

লক্ষণ হঠাৎ এই রোগ উপস্থিত হইলে ইহা দ্বাব মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলে এই রোগ ক্রমশঃ প্রকাশ পায় এবং মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে নিম্নোক্ত লক্ষণ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায় দুর্ব্বলতা অনুভব, মস্তক ঘূর্ণন ও কম্পন, বমনোদ্বেগ, কখন কখন বমন, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শীতবোধ ও কম্প, কখন বা উষ্ণতা বোধ, উহাব সহিত নির্য্যাসবৎ চটচটে ঘর্ম্ম, অত্যন্ত দ্রুত, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল নাড়ী, কখন দীর্ঘনিশ্বাস, অত্যন্ত অস্থিরতা, মানসিক বিকাব, শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়েব ব্যতিক্রম জন্য অস্পষ্ট দৃষ্টি, আলোকদর্শনে অনিচ্ছা, কর্ণে শব্দবোধ ইত্যাদি পূর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণরূপে মূর্চ্ছা হইলে বোগী এককালে জ্ঞানশূন্য ও চক্ষেব স্বচ্ছাংশ বিস্তৃত হয় মৃত ব্যক্তিব ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, এবং শীতল চটচটে ঘর্ম্ম, মৃদু, দুর্ব্বল, বিষম অথবা অনুভব্য নাড়ী, বিষম ও মৃদু শ্বাস প্রশ্বাস এবং ক্রমে এককালেই উহাব অভাব কখন কখন কন্‌ভল্‌শন্‌ এবং স্ফিংক্টব পেশী শিথিল হওয়া প্রযুক্ত ইচ্ছা অস্বত্বে মল মূত্র নির্গত হইতে থাকে এই সময় হৃৎপিণ্ড পবীক্ষা করিলে উহাব আবেগ অতি মৃদু বোধ হয় বা এককালেই বোধ হয় না এই অবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিয়া বোগী আবোগ্য লাভ কবে বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়

চিকিৎসা —বোগীর অবস্থানের বিষযে বিশেষ মনোযোগী হওযা আবশ্যক বোগীকে হবাইজণ্টালি বক্রভাবে শয়ন কবাইয়া মস্তক কিঞ্চিৎ নত কবিযা বাখিবে দেহ সম্মুখভাগে বক্র এবং জানুদ্বয়েব মধ্যে মস্তক অবনত কবিযা রাখিতে পাবিলে মূর্চ্ছা নিবারণ কবা যাইতে পারে। রোগীব গাত্রবসন উন্মোচন করিয়া দিবে, যাহাতে গায়ে বিশুদ্ধ বায়ু লাগিতে পায, তাহার ব্যবস্থা করিবে নাসারন্ধ্রে য়্যামোনিয়া ও মুখমণ্ডলে শীতল জল ছিট্‌কাইবে এবং হৃৎপিণ্ডের উপবে হস্ত দ্বাবা বা কোন উত্তেজক লিনিমেণ্ট * দ্বাবা মালিশ করিবে ব্রাণ্ডি, য়্যামো-

---

* ষ্টিমিউলেটিং লিনিমেণ্ট লিনিমেণ্ট সেপনিস্, লিনিমেণ্ট ওপিযাই, লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফব কম্পোজিটি, প্রত্যেক অর্দ্ধ অ উন্স, টীং আর্নিকা দেড ড্রাম।

দিয়া, ইথার, মৃগনাভি প্রভৃতি গরম ঔষধ সেবন করাইলে শীঘ্র আরোগ্য হইতে পারে রোগী ঔষধ গলাধঃকরণে অসমর্থ হইলে পিচকারী দ্বারা ঔষধ ব্যবহার করিবে হস্তপদাদির শিরায় চাপ দিয়া দেহ-মধ্যস্থ শব্দ রক্তাধিক্য করিতে চেষ্টা করিবে গরম জলে বোতল পূর্ণ করিয়া তাহার তাপ বা ঘর্ষণ দ্বারা দেহের সন্তাপ রক্ষায় যত্নবান হইবে হৃৎপিণ্ডের উপরে সর্ষপ পলস্তার বা তার্পিণ তৈল দ্বারা মালিশ করিলে উপকার দর্শে। অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলে নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুতে গ্যাল্‌ভ্যানিজম্ ব্যবহার, কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস এবং ট্রান্সফিউজন্ বা দেহান্তর হইতে রক্তসংক্রামণ ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করা গিয়া থাকে। অতি রক্ত রক্তস্রাব জন্য এই পীড়া হইলে শেষোক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

প্যাল্‌পিটেশন্ বা হৃদ্বেপন —যৌবনাবস্থায় স্ত্রীজাতি, স্নায়ু-প্রধান ধাতু, ইত্যাদি স্থলেই এই পীড়ার আধিক্য হইয়া থাকে স্থূলকায় অতি মেধযুক্ত ব্যক্তি আহার করিলে, অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইলে ব শারীরিক পরিশ্রম না করিলে এই পীড়া দ্বারা আক্রমণ হইবার অধিক সম্ভাবনা

লক্ষণ —সচরাচর এই রোগের সহিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সত্বর ও ঘন ঘন হইয়া থাকে উহার ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত হইতে পারে, অথবা উহার সহিত বৈষম্য বা ক্ষণবিলুপ্ততা জন্মিয়া থাকে অনেক স্থলের তেজের অসমতা জন্মে। হৃৎপিণ্ডে রোগী নানা প্রকার অসুখ অনুভব করে ও জানিতে পারে যে, হৃদ্বেপন হইতেছে এবং এইরূপ অনুভবের সহিত বক্ষঃস্থলের মধ্যে কোন বস্তু গড়ান, হঠাৎ পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি নানা কষ্টবোধ হইতে থাকে উৎকট আতিশয্যের সহিত মূর্চ্ছাবোধ, কখন বা প্রকৃত মূর্চ্ছা, সঘন শ্বাস প্রশ্বাস, শ্বাসরোধের ন্যায় বোধ, শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের অ রক্ততা, মস্তক ঘূর্ণন, উষ্ণতাবোধ, দৃষ্টির ব্যতিক্রম, কর্ণে শব্দ, হস্তপদাদি শীতল ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

চিকিৎসা। হৃদ্বেপনের আধিক্যের সময় যদি কোন প্রকার

প্রত্যাবৃত্ত উত্তেজন বর্ত্তমান থাকে, তবে উহা দূর করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তৎপরে ব্রাণ্ডি, ইথার য়্যামোনিয়া, অহিফেণ বা মর্ফিয়া, হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিড, মৃগনাভি, টীং ল্যাবেণ্ডার, হিঙ্গু, গ্যাল্‌বেনম্ প্রভৃতি আক্ষেপ-নিবারক, অবসাদক, এবং উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

ডিজিট্যালিস্ জুস	১২ বিন্দু।
ক্যাম্ফর মিক্শ্চার	১ আং
সিরপ অফ অরেঞ্জ	২ ড্রাম।
ডাইঃ হাইড্রোশিয়েনিক	১ বিন্দু

এক মাত্রায় বিবেচনা মত প্রয়োগ করিবে।

মদিরা, তামাকু বা চা একেকালে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অন্যান্য মানসিক চিন্তা হইতে বিরতি, স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ, ইত্যাদি উপায় দ্বারা হৃদ্বেপনের আতিশয্য নিবারণ করিবার চেষ্টাবান্ হইবে। বাত বা অন্য কোন দৈহিক পীড়া থাকিলে, তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে, এবং সুপথ্য ও ধাতুঘটিত ঔষধ দিবে। তন্মধ্যে মিনারেল্ য়্যাসিডস্, কুইনাইন, ষ্ট্রিকনিয়া বা নক্সভমিকা, লৌহঘটিত ঔষধই প্রশস্ত।

শীতল জলে স্নান, নিয়মিত শারীরিক শ্রম, স্থান পরিবর্ত্তন, ইত্যাদি উপায় দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্যবর্দ্ধন, স্নায়ুমণ্ডল ও রক্তের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিবে।

টীং ফেরিমিউরিয়েটিক	১০ বিন্দু
টীং ডিজিট্যালিস্	১০ বিন্দু
নক্সভমিকা	১০ বিন্দু
জল	১ আং

এক এক মাত্রায় আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিশেষ ফললাভের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কিছু দিনের জন্য হৃৎপিণ্ডের উপর বেলেডোনার পলস্তারা ব্যবহার করা যাইতে পারে। হৃদ্বেপনের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে যে ব্যবস্থা করা

হইল, হৃৎপিণ্ডের অন্যান্যরূপ পীড়াতেও তদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে।

হৃৎপিণ্ডের র‍্যাপ্‌চার বা বিদার —এই রোগ প্রায় হইতে দেখা যায় না হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের নির্ম্মাণবৈলক্ষণ্যহেতুই ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে কোন কারণে হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইলে, তাহার পর যদি কোন উদ্দীপক কারণ ঘটে, তবে এই ব্যাধি হয়, নতুবা হয় না ফলতঃ উদ্দীপক কারণই এই রোগের জন্মদাতা আঘাতপ্রযুক্ত এই পীড়া জন্মিতে পারে

লক্ষণ যে কারণবশতঃ এবং বিদারের আয়তন যেরূপ সংঘটিত হয় তদনুসারে লক্ষণাদির তারতম্য হইয়া থাকে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবামাত্র রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, অথবা চীৎকার শব্দ করিয়া রোগী চেতনাশূন্য হয় এবং প্রাণত্যাগ করে এইরূপ ঘটনা হইলে হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ তীব্র বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, শ্বাসকষ্ট, এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অভাব ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কখন রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে কিন্তু পরক্ষণেই রোগের পুনরাক্রমণ হইয়া জীবন নষ্ট করে কেহ কেহ বলেন, ইহাতে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে

ইণ্ট্রাথোরাসিক্ টিউমার —বক্ষঃগহ্বর মধ্যে ঋ্যানিউরিজম, ক্যান্সার, এগ্‌জুডেশন পদার্থ, সমবেত সৌত্রিক ঝিল্লি বা মেদ পদার্থ ইত্যাদি স্ফোটকরূপে উৎপন্ন হইতে পারে এবং ইহাদিগকে ইণ্ট্রাথোরাসিক্ টিউমার কহে

লক্ষণ সর্ব্বত্র সমান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রায়ই অল্প বা অধিক পরিমাণে বেদনা, অস্থিরতা, কাশি, শ্বাসকষ্ট, ফেণযুক্ত বা আঠাবৎ শ্লেষ্মা নির্গম, হৃৎকম্পন, স্বরভঙ্গ, কখন কখন গলাধঃকরণে কষ্ট ও ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে ইহা দ্বারা কখন কখন প্লুরিসি, নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিশ এবং কণ্ঠ ও ট্রেকিয়ার প্রদাহ হইতে পারে। উহাদের নিপীড়ন কর্ত্তৃক কোন বৃহৎ ব্রঙ্কাই আবদ্ধ হইলে ফুস্‌ফুসের কল্যাপ্সও হইতে পারে কখন বা বক্ষঃ প্রাচীরের স্ফীতি, পশু কার ও

বক্ষাস্থির বিদারণ, হৃৎপিণ্ডের সংস্থান ভ্রংশ, ইত্যাদি দুরূহ লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়

চিকিৎসা।—চিকিৎসা দ্বারা একবারে এই পীড়া দূর করা যায় না, এজন্য উপযুক্ত ঔষধাদির দ্বারা উপস্থিত ক্লেশ নষ্ট করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধ,—কপিং, আইওডাইড অফ মার্কবির মলমের বাহ্য প্রয়োগ, আইওডাইড পোটাশিয়ামের মলম ব্যবহার,ও প্রয়োজন হইলে বিবেচনানুসারে আক্ষেপনিবারক ঔষধ—স্পিরিট অফ ক্লোরোফরম, য়্যামোনিয়া, বেলেডোনা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা

বৈদ্যকমতে হৃদ্রোগ চিকিৎসা।

হৃদ্রোগের কারণ।—অত্যুষ্ণ দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, কষায় ও তিক্ত দ্রব্য ভোজন, অতি পরিশ্রম, পুনঃপুনঃ ভোজন, চিন্তা ও মল মূত্রের বেগ রোধ, এই সকল কারণে হৃদ্রোগ জন্মে। ইহা পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজনিত।

হৃদ্রোগের উৎপত্তি ও লক্ষণ —কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ রস দূষিত করিয়া হৃদয়ে নানা প্রকার বেদনা জন্মায় হৃদয়ে বেদনা জন্মায় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ইহার নাম হৃদ্রোগ রাখিয়াছেন

বাতজ হৃদ্রোগের লক্ষণ বাতজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে নানা প্রকার ব্যথা অর্থাৎ কখন সূচীবিদ্ধবৎ, কখন বা আকর্ষণবৎ বেদনা হইয়া থাকে

চিকিৎসা হরীতকী ৫০ টা, সচল লবণ ২ পল এই উভয়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহার নাম "বিল্লভক ঘৃত"

কল্যান সুন্দর রস।—রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, হিঙ্গুল, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার রসে ১ দিন মাড়িবে হাতীশুঁড়ার রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে মাত্রা ১ রত্তি। অনুপান ঈষদুষ্ণ জল।

পিত্তজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।—পিত্তজনিত হৃদ্রোগে পিপাসা, জ্বালা, হৃদয়ের ক্লান্ততা, মুখ হইতে ধূমের ন্যায় নির্গত, মূর্চ্ছা, ঘর্ম ও মুখশোষ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ—অর্জ্জুন ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের,কল্ক—অর্জ্জুন ছাল ১ সের। ইহার নাম "অর্জ্জুন ঘৃত"

হৃদয়ার্ণব রস।—পারা, গন্ধক, তাম্র, ত্রিফলার কাথে ও কাকমাচীর রসে এক এক দিন মাড়িয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী করিবে।

কফজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।—কফজনিত হৃদ্রোগে শরীরের গুরুতা, কফস্রাব, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, স্তব্ধতা ও মুখের মধুরতা জন্মে।

চিকিৎসা।—অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড়, পিপ্পলী, শুঁঠ প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশাইবে মাত্রা।০ তোলা অনুপান উপযুক্ত গব্য ঘৃত ইহার নাম "ককুভাদি চূর্ণ"

প্রভাকর বটী।—স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন, শিলাজতু প্রত্যেকে সমভাগ অর্জ্জুনছালের কাথে ভাবনা দিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। মাত্রা ৪ রত্তি; অনুপান যথাযোগ্য।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।—ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে পূর্ব্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ, কফজ হৃদ্রোগের সমস্ত লক্ষণই লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা।—স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ,বঙ্গ, পারদ,গন্ধক,বৈক্রান্ত প্রত্যেক ১ তোলা। কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী করিবে ইহার নাম "বিশ্বেশ্বর রস"

শঙ্কর বটী।—পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ, সীসা ২ ভাগ, সমুদয় একত্র করিয়া ক্রমান্বয়ে কাকমাচী, চিতা, আদা, জয়ন্তী,

বাসক, বিল্ব ও অর্জ্জুনের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে, অনুপান ঈষদুষ্ণ জল

ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগের লক্ষণ।—ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে নানা প্রকার ব্যথা, কণ্ডু অর্থাৎ চুলকনা, বমন, বিবমিষা, অরুচি, চক্ষু শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ পীত মিশ্রবর্ণ, শোথ হয় ও রোগী অন্ধকার দর্শন করে

চিকিৎসা —অর্জ্জুনছাল ১২ ০ সের, দ্রাক্ষা ৬০ সের, মউলফুল ২০ পল, একত্র করিয়া ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ জল ছাঁকিয় লইবে। অনন্তর ঐ জলে গুড় ১২ ০ সের গুলিয়া ধাইফুলচূর্ণ ২০ পল নিক্ষেপ করিয়া মুখবদ্ধ ভাণ্ডে ১ মাস রাখিবে; ইহাতে অন্তর্ধূমেক ক্রিয়া দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে

হৃদ্রোগের উপদ্রব ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, ভ্রম, শোষ, এই সমস্ত হৃদ্রোগের উপদ্রব ক্রিমি রোগে যে সকল উপদ্রব উল্লিখিত হইয়াছে, ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগেও তাহা দৃষ্ট হয়

হোমিওপ্যাথিকে হৃদ্রোগ চিকিৎসা।

অনেকেই অনুমান করেন যে, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি, পেট ফাঁপা, এবং অজীর্ণাদি পীড়া জন্য হৃদয়ের পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং তজ্জন্য অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে হয় এই সকল অপেক্ষাও হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ক্রিয়া বিকৃতি জন্য এই পীড়া সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়

লক্ষণ।—হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া কেবল মাত্র তাহার অতিরিক্ত কার্য্য করণ দ্বারা হয় না, প্রত্যুত পেট ফাঁপার জন্য বিবৃদ্ধ পাকস্থলী,

উত্তেজনা, উত্তেজক দ্রব্য, চা, কফি এবং তামাকু প্রভৃতি দ্রব্য সেবনে জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা।—পেট ফাঁপা, সুরাপান, চা কিম্বা কফি সেবন জন্য এই পীড়া জন্মিলে, প্রতিদিন তিনবার "নক্সভমিকা" সেবন করাইবে

উত্তেজনা জন্য হইলে "য্যকোনাইট" ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অতিরিক্ত কার্য্যকরণ জন্য হইলে 'আর্ণিকা" প্রয়োগ করিবে।

যদি শ্বাসকষ্ট থাকে, তবে "ক্যাক্টাস্" ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে

এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়া তাহার ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করিবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই

হাকিমীমতে হৃদ্রোগ চিকিৎসা।

এই রোগে শরীরের রক্ত দ্রুতগামী হইয়া তেজে চলে, অন্তঃকরণ থর থর করে, বক্ষস্থ পাঁজরের নীচে তাহা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারা যায় হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিলে অধিকতর ধুক্ ধুক্ করে নিশ্বাস শীঘ্র চলে, মস্তক ঘোরে, শয়নকালে কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হয়

চিকিৎসা।- অতিশয় পথ চলিবে না, অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে ক্ষান্ত থাকিবে, সুখে শয়ন করিবে, কিম্বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে এবং অল্প বা লঘু আহার করিবে। বায়ু বিকৃতি জন্য এই পীড়া হইলে মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে তদনন্তর,—

পিঁপুলচূর্ণ	...	...	/০ আনা।
এলাইচ	...	...	/০ আনা
বচচূর্ণ	..	..	/০ আনা।
হিঙ্গু	..	...	/০ আনা।

সোরা	...	..	/০ আনা।
সৈন্ধব	...	...	/০ আনা।
শুণ্ঠি চূর্ণ	...	..	/০ আনা
যমানী চূর্ণ	...	..	/০ আনা

লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া চারিটী বটী করিবে প্রতিদিন প্রাতে এক একটী বটী জলের সহিত খাওয়াইবে।

পিত্ত বিকৃতি জন্য এই ব্যাধি হইলে, পিত্তজন্য জ্বরে যেরূপ চিকিৎসা করিতে হয়, সেইরূপ করিবে। প্রথমে নিম্বকাথের সহিত বচ চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে। পরে উপরোক্ত ঔষধ সেবন করাইবে।

ক্রিমি জন্য এইরূপ হইলে তিন দিন ঘৃতান্ন এবং মিষ্ট দ্রব্যে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিবে, পরে লবণাক্ত বিরেচক সেবন করিবে। সর্ব্বশেষে—

বিড়ঙ্গ চূর্ণ	...	...	...	৵০ আনা।
শোধিত সুরা	...		...	১ তোলা।
জল	...	...	...	৵০ ছটাক।

একত্রে ভক্ষণ করিবে

পথ্য যবের পালো, সরু চাউলের ভাত, মৎস্যের ঝোল ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়ার চিকিৎসা।

মূত্রপিণ্ডের কঞ্জেশচন্।—কোন প্রকার জ্বর, বিশেষতঃ স্ফোটক জন্য জ্বর, শৈত্য ও আর্দ্রতা, ক্যান্থারাইডিস্, তার্পিণ তৈল, সোরা, কিউবেব, কোপেবা প্রভৃতি ঔষধের অধিক মাত্রা সেবন, হৃৎপিণ্ডের বা ফুস্ফুসের কোন পীড়া বশতঃ সাধারণ শিরা সম্বন্ধীয় রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত,

উদরের টিউমার বা সগর্ভ জরায়ু দ্বারা এক বা উভয় রিন্যাল্ শিরার বা উহার উপরের অধোমহাশিরার পীড়ন জন্য এই রোগ জন্মে

লক্ষণ —মূত্র পরিমাণে অল্প, ঘোর বর্ণ ও অপেক্ষাকৃত ঘন হয় এবং স্থিরভাবে রাখিলে অধিক পরিমাণে ইউরেটস্ অধঃপতিত হয় কোন প্রকার রক্তাধিক্যে মূত্রের পরিমাণ অধিক, আপেক্ষিক গুরুত্ব অল্প, ও উহা জলবৎ হয়। কটিদেশের নিকটে অধিক ভারবোধ, অথবা কিয়ৎ-পরিমাণে বেদনা ও অসুখ বোধ হইতে পারে কঞ্জেশ্চন্ দূর হইলে মূত্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা —রোগীকে শয়নাবস্থায় রাখিবে, মূত্রপিণ্ডের উপর কপিং বা ফোমেণ্টেশন্ ব্যবহার করিবে এবং বিবেচনা মতে বিরেচক ঔষধ দিবে

নিফ্রাইটীস্ বা মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ।—স্ট্রুমা ধাতুবিশিষ্ট লোকদিগের প্রকাশ্য কারণ ব্যতীত এই রোগ জন্মিতে পারে শীতলতা, আর্দ্রতা, নানাপ্রকার যান্ত্রিক অপকার, সামান্য আহারের সহিত অধিক মদিরা পান, ঔষধরূপে অধিক পরিমাণে ক্যান্থারাইডিস্, তার্পিন তৈল, অথবা অন্যান্য মূত্রকারক দ্রব্য সেবনে এই পীড়া জন্মে।

লক্ষণ।—কটিদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ মূত্রপিণ্ডে শূলবৎ বেদনা, কখন কখন উরুদেশের স্পর্শানুভবরাহিত্য ও আক্রান্ত দিকের কোষ ঊর্দ্ধগামী ও আকৃষ্ট হওয়াতে রোগী অত্যন্ত যাতনা বোধ করে। এই সকল লক্ষণের সহিত কম্প, জ্বর, বমনোদ্বেগ, বমন, উৎকট পিপাসা, নাড়ী কঠিন, দ্রুতগামী ও পূর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান, ইত্যাদি লক্ষণ আবি-র্ভূত হয়। কখন কখন মূত্র আদৌ উৎপন্ন হয় না। কখন বা সর্ব্বদা প্রস্রাবের বেগ হইলেও মূত্র পরিমাণে অল্প ও ঘোর বর্ণ হয়, এবং উহার সহিত রক্তকণা থাকিতে পারে কখন কখন রক্তের মধ্যে ইউরিয়া সঞ্চিত হইয়া রক্ত বিষাক্ত হওয়াতে পীড়ার প্রথমাবস্থাতেই কোমা দ্বারা রোগীর মৃত্যু হয়। কখন বা টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত রোগী প্রাণত্যাগ করে

চিকিৎসা।—গরম জলের ফোমেণ্টেশন, সর্ব্বদা গরম জলে কটি-

দেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা, বাস্পাভিষেক, মৃদু বিবেচক ও ঘর্ম্মকারক ঔষধ এবং অহিফেন ও ডোবার্শ পাউডার দ্বারা প্রদাহের প্রতিকার করিবে সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাক, এবং লঘু ও তরল দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য স্থানিক বেদনা অতি কষ্টদায়ক হইলে, সর্ষপ পলস্তারা প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়

দৌর্ব্বল্যের অথবা গ্রন্থিমধ্যে পুঁযোৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে দুগ্ধ, ডিম্ব, সর, উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ দ্বারা রোগীর বলরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হইলে পুষ্টিকর ঘন পদার্থ আহার করিতে দিবে।

টীং ফেরিপারক্লোরাইড	..	...	১২ ড্রাম
ডাইঃ য্যাশিড হাইড্রোক্লোরিক	.	.	১২ ড্রাম
টীং হায়োসায়েমস্		.	২২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ কোয়াশিয়া		...	৭২ ড্রাম

ছয়মাত্রা। প্রতিদিন তিনবার সেবন করাইবে অথবা—

টীং ফেরিপারক্লোরাইড	..	..	১২ ড্রাম
ফস্‌ফেট অফ জিঙ্ক	...	...	৬ গ্রেণ।
টীং কলম্বা	..	..	৫২ ড্রাম।
গ্লিস্‌রিণ	...	.	৪ ড্রাম
জল	.	.	৭২ আং

ছয় মাত্রা; দিবসে তিন মাত্রা সেবন করিতে দিবে

ডাইউরিসিস্ বা মূত্রাধিক্য। প্রতিদিন অধিক পরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ পরিষ্কৃত মূত্র নির্গত হইলে উহাকে মূত্রাধিক্য বলা যায় কেহ কেহ ইহাকে ডায়েবিটিস্ ইন্‌সিপিডিস্ বা বিস্বাদ ডায়েবিটিস বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু ডায়েবিটিস্ বা শর্করাযুক্ত মূত্রের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই এই রোগে মূত্রের সহিত শর্করার লেশমাত্র থাকে না

লক্ষণ।—প্রবল পিপাসা ও মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি এই দুইটীকে পীড়ার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে মূত্রের জলীয়াংশেরই

বৃদ্ধি হয়। উহার ঘন পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে কখন কখন মূত্রের পরিমাণ এতাধিক বৃদ্ধি হয় যে, যে পরিমাণ আহারীয় তরল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, তাহা অপেক্ষাও প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক হয়।

চিকিৎসা। প্রস্রাবের জলীয়াংশ অধিক হইলে কোন প্রকার সঙ্কোচক লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়

টীং ফেরি মিউরিয়েটীস্	..	১০ বিন্দু।
জল	..	১ আং।

একমাত্রা দিবসে তিনবার সেবন করাইবে

য্যামোনিও সল্‌ফেট অফ আয়রণ	৫—১০ গ্রেণ।

দিবসে ৩। ৪ বার সেবন করাইতে পারা যায়।

ত্বকের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে গরম জলে স্নান করাইবে। যদি মূত্রের সহিত ঘন পদার্থের আধিক্য হেতু শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

য্যাশিড ফস্‌ফরিক ড ইলিউড	.	১০ বিন্দু।
টীং সিঙ্কোনা	...	২ ড্রাম,
টীং নিউসিস্ ভমিসি	...	৫ বিন্দু।
য্যাকোয়া মেন্থ পিপারেটা	..	১ আং।

এক মাত্রা, দিবসে তিন বার অথবা,—

টীং ফেরি পারক্লোরাইড	...	১৫ বিন্দু।
য্যাশিড হাইড্রোক্লোরিক ডাইলিউড	...	১০ বিন্দু।
ওলিয়াই মেন্থ পিপঃ	..	২ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজন্ কোয়াশিয়া	..	১২ আং।

এক মাত্রা, ছয় ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে

অহিফেণ, কডলিবার অয়েল প্রভৃতিও অবস্থাবিশেষে বিবেচনামত সেবন করান যাইতে পারে। কেহ কেহ এই রোগে আর্গট অফ রাই, ট্যানিক্ য্যাশিড, অক্সাইড অফ জিঙ্ক, আইওডাইড অফ পটাসিয়ম, য্যাশাফোটিডা, ক্যাম্ফর, নাইট্রেট অফ পটাশ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া

কাইলস্ ইউরাইন অথবা কাইলসংযুক্ত মূত্র।—মূত্রের সহিত মেদ পদার্থের অণু সমুদায় বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্ত উহা দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হয়, এইরূপ মূত্রকে কাইলাস্ মূত্র কহে কখন কখন এই প্রকার পদার্থের সহিত রক্তকণা য্যালবিউমেন, ফাইব্রিন ও এক প্রকার অপবিশুদ্ধ য্যালবিউমেন দেখিতে পাওয়া যায়

লক্ষণ —দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ মূত্র নিঃসৃত ও তাহার সহিত কখন কখন রক্তকণা থাকাতে উহা লোহিত বর্ণ হয়, এবং কোন কারণে উহা মূত্রাশয়ের মধ্যে সংযত হইলে মূত্রাবরোধ হইয়া থাকে অন্যান্য লক্ষণ সচরাচর অতি সামান্য, কিন্তু পীড়া কঠিন হইলে দৌর্ব্বল্য, শরীরের শীর্ণতা, কটিদেশে বেদনা ও অন্যান্য লক্ষণাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন এরূপ ঘটে যে দিবাভাগে যেপ্রস্রাব নির্গত হয়, তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু রোগী প্রাতঃকালে উঠিয়া যে মূত্র ত্যাগ করে, তাহা দুগ্ধবৎ শ্বেত বর্ণ দেখা গিয়া থাকে প্রস্রাব পরিমাণে অধিক, দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ, মূত্রত্যাগের কিয়ৎক্ষণ পরে উহা সংযত হয় ও যে পাত্রে রাখা যায়, ঐ সংযত মূত্র তাহার বর্ণ ধারণ করে. কিছুক্ষণ পরে কাহার কাহার উহা ঈষৎ পীত বর্ণ দ্রব পদার্থে ও সংযত শ্বেত পদার্থে বিভক্ত হয়, অথবা ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ পদার্থ নীচে পড়িয়া থাকে কখন কখন শ্বেতবর্ণ পদার্থ সরের ন্যায় উপরে ভাসিয়া উঠে।

শীতপ্রধান ব নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে এই ব্যাধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা।—পীড়ার প্রকৃত কারণ এখনও পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হওয় যায় নাই, এজন্য ইহার চিকিৎসাও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তবে দেখা গিয়াছে যে, কোন ন কোন সঙ্কোচক ঔষধ, বিশেষতঃ গ্যালিক য়্যাসিড দ্বারা অনেক স্থলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। টীং ফেরি মিউরিয়েট অথবা য্যামোনিয়া প্রয়োগেও উপকারের সম্ভাবনা আছে.

মূত্রপিণ্ডের ক্যান্সার।—এই পীড়া অতি অল্পেই দেখিতে পাওয়া যায় মূত্রপিণ্ডের অন্যান্য পীড়ার ন্যায় এই পীড়ায় প্রথমে কার্টিক্যাল পদার্থ ও পরে উহার আভ্যন্তরিক পদার্থ আক্রান্ত হইয়া

থাকে। মূত্রপিণ্ডে ক্যান্সার পদার্থ সঞ্চিত হইলে উহার আযতনের বৃদ্ধি হয, কোন কোন স্থলে এতাধিক বৃদ্ধি হয যে, উহাকে ওভেরির বৃহৎ টিউমার বলিয়া ভ্রম জন্মে।

লক্ষণ।—মূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হয, অতি সামান্য কারণেই সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ হয,সদাসর্ব্বদা দৈহিক দুর্ব্বলতা ও রক্তাল্পতার লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয, এবং মূত্র পরীক্ষা করিলে ক্যান্সার কোষ, কনেক্টিভ টিশুর সূত্র ও রক্তকণা দেখিতে পাওয়া যায

চিকিৎসা।—উপযুক্ত পথ্যাদি দ্বারা যত দিন সম্ভব রোগীকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং অহিফেণ, বেলেডোনা প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ দ্বারা যাতনা নিবারণ করিবে

য়্যামোনিয়া কার্বনেটিস	৩০ গ্রেণ।
টীংল্যাবেণ্ডিউলা কম্পজিটা	২ আং।
ইন্‌ফিউজন্ সিঙ্কোনা ফ্লেভঃ	৭২ আং

ছয মাত্রা। ছয ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা অথবা,—

য়্যামোনিয়া কার্বনেটিস	৩০ গ্রেণ।
স্পিরিটাস্ ইথারিস্	২২ ড্রাম।
ইন্‌ফিজন্ ক্যারিওফিলি	৭২ আং।

ছয মাত্রা প্রতি দিন তিন বার সেবন বিধি

মূত্রপিণ্ডের টিউবার্কেল—মূত্রপিণ্ডের কর্টিকল অংশে প্রথমতঃ নডিউল আকার ধূসর বা পীতবর্ণ টিউবার্কেলে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহারা মিলিত হইযা কেজিনবৎ অবস্থা প্রাপ্ত ও কোমল হইয়া যে সকল বিষম্ স্ফোটকবৎ গহ্বর নির্ম্মিত হয, তাহাদের সহিত মূত্রপথের সমাগম হওয়ায়, ঐ পথ দিয়া টিউবার্কেল পদার্থ ও পূঁজ বহির্গত হয়।

লক্ষণ।—প্রথমত মূত্রপিণ্ডে অতীব্র বেদনা ও সর্ব্বদা মূত্রত্যাগ হইতে থাকে, দেহের অত্যন্ত শীর্ণতা, দৌর্ব্বল্য ও হেক্টিক জ্বর হয, এবং কিছু দিবস পরে ফুস্‌ফুস্, অন্ত্র বা অন্যান্য যন্ত্র আক্রান্ত হইলে উহাদের পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় সর্ব্বত্রই মূত্রের পরিমাণ অল্প হয উহা

অল্প অল্প হয় ও উহাতে অধিক পরিমাণে পুঁজ ও অনেক স্থলে রক্ত থাকে

চিকিৎসা।—ক্ষত শুকাইবার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

পাল্ভেরিস্ গোয়াইসি	৪০ গ্রেণ
পোটাশি ব্রোমাইড	৩০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নেসি কার্বনেটস	৬০ গ্রেণ

ছয়টী মোড়া প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন ৩ মোড়া সেবন করাইবে।

রক্তস্রাব নিবারণার্থ,—

গ্যালিক্ য্যাশিড্	১২ গ্রেণ।
পল্ব ইপিক্যাক্ কমঃ ওপিও	৫ গ্রেণ।

এক পুরিয়া এই রূপ এক একটী ৮ বা ১২ ঘণ্টা অন্তর দিবে

পেল্ভিক ভিসিরীর পীড়া নিবারণার্থ,—

জিঙ্ক অক্সাইডি	৬০ গ্রেণ
এক্ষ্ট্রাক্টি বেলেডোনা	৪০ গ্রেণ
বিউটিরি ক্যাকোয়া	১ আং
ওলিয়াই ওলিভ	১২ ড্রাম।

৮ মাত্রা বিবেচনামত প্রযোগ করিবে।

রক্তসংস্থানজনিত কষ্ট নিবারণ করিতে হইলে, শুক হইবার যে ঔষধ ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে

প্যারাসাইটিক্ বা পরাঙ্গ পুষ্টির বর্দ্ধন।—কখন কখন মূত্র-পিণ্ডের, বিশেষতঃ বাম পিণ্ডে হাইডেটিড টিউমার জন্মিয়া থাকে এবং অবশেষে উহা আয়তনে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

লক্ষণ এই টিউমার প্রায়ই গোলাকার হইয়া থাকে কখন বিষম ও খণ্ডযুক্ত, স্থিতিস্থাপক অথবা কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চালনশীল, মূত্রপিণ্ডে তীব্র বেদনা অনুমান, কখন কখন মনে হয় যেন ঐস্থানে কিছু বিদীর্ণ হইল, ইউরিথার শেষ পর্য্যন্ত স্থানে অতিশয় বেদনা, সর্ব্বদা মূত্র-ত্যাগে ইচ্ছা ও মূত্রত্যাগে কিয়ৎপরিমাণে অসমর্থতা, অবশেষে প্রস্রা-বের সহিত রক্ত, পুঁয দেখিতে পাওয়া যায়

কখন কখন মূত্রপিণ্ডে নিম্নলিখিত প্যারেসাইটজোয়া সকল দেখা গিয়া থাকে এই সকল কীট দেহের অন্যান্য স্থলেও দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে তত অনিষ্টকারক হয় না, মূত্রপিণ্ডে ইহারা অত্যন্ত অনিষ্টকর এই কীট থাকা সত্ত্বে, কোন কোন দেশে এপিডেমিকরূপে হিম্যাচিউরেখা প্রকাশ পায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে উন্নত লালবর্ণ একিমোসিস্‌যুক্ত চিহ্ন, স্থানিক প্রদাহ, তাহার পরে পুঁযোৎপত্তি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা —কীটধ্বংসের এবং অন্যান্য উপসর্গের প্রতিকারার্থ নিম্নোক্ত ঔষধ বিধেয়

য়্যাশিড সল্‌ফিউরিক্‌ য্যারোমেটিক্‌ .. ১২ ড্রাম

টীং ক্যাম্ফর কম্‌ ওপিয়াই . . ২ আং।

য়্যাকোয়া সিনেমন্‌ .. . . ৭২ আং।

ছয় মাত্রা আহারের পূর্ব্বে প্রতিদিন তিনবার খাইতে দিবে।

সিষ্টিক পীড়া।—অনেকে অনুমান করেন যে, প্যালপিগিয়্যান্‌ ক্যাপ্‌সিউল সকল অথবা অবরুদ্ধান্ত মূত্রাম্লপ্রণালী প্রসারিত হইয়াই সিষ্টের উৎপত্তি হয় জীবিতাবস্থায় এই সকল সিষ্ট হইতে একটী টিউমার জন্মিয়া থাকে কখন কখন ঐ টিউমার অত্যন্ত বড় হয় এই পীড়ায় প্রায়ই ইউরিমিয়ার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে

হাইড্রোনিফ্রোসিস্‌ বা মূত্রপিণ্ডের শোথ।—যে কোন কারণে ইউরিটারের স্থায়ী অবরোধ হইলে এই অবস্থা হইতে পারে অনেকের জন্মাবধি এই ঘটনা ঘটিতে পারে, কিন্তু ইউরিটারের মধ্যে শিলা বা অন্য কোন পদার্থ বদ্ধ হইয়া, যান্ত্রিক পরিবর্তন বা ক্ষত প্রযুক্ত উহার ষ্ট্রীক্‌চার হইয়া—অথবা কোন টিউমার দ্বারা নিপীড়িত হইয়া এই রোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ।—ইউরিটরের অবরোধ জানিতে পারিলেই এই পীড়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। প্রস্রাবের বিশেষ পরিবর্তন না হইয়া যদি মূত্রপিণ্ডে বেদনাহীন, কোমল, কিছু পরিমাণে সঞ্চালনশীল টিউমার প্রকাশিত হয়, তবে এই পীড়াপ্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে কখন

কখন হঠাৎ অবরোধ নিবারিত হইয়া টিউমার অদৃশ্য হয় এবং অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়। ইহার পর টীউমারের স্যাক শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। কখন উভয়দিকে হাইড্রোনিফ্রোসিস্ হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইউরিমিয়ার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না; কিন্তু এইরূপ স্থলে রোগীর মৃত্যু হয়

চিকিৎসা —রোগীকে সর্ব্বদা সুস্থিরভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে, প্রস্রাবরোধ নিবারণ জন্য মূত্রকারক ঔষধ দিবে, ইত্যাদি

ক্যাল্‌কিউলস্ ডায়াথিসিস্ বা শিলাধাতু।—দৈহিক কারণ-বিশেষের দ্বারা প্রস্রাবের সহিত নানা প্রকার ঘন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এই সকল পদার্থ জমাট হইয়া শিলা বা পাথরী জন্মে

মূত্রের এই ঘন পদার্থ অতি সূক্ষ্ম হইলে ইহাকে অধঃপতিত সামগ্রী কহা যায় উহারা কঙ্করবৎ দৃঢ় বৃহৎ হইলে গ্রাভেল বা অশ্মরী বলে, এবং ক্ষুদ্র প্রস্তর বা নুড়ীর ন্যায় বৃহৎ হইলে উহাদিগকে ক্যাল্‌কিউলস, ষ্টোন বা পাথরী বলা গিয়া থাকে।

যে সকল দৈহিক অবস্থা বিদ্যমানে এই পীড়া জন্মে, তাহাদিগকে সচরাচর ডায়াথিসিস্ বলে ইহাদের মধ্যে লিথিক, অগজ্যালিক্ ও অস্‌ফ্যাটিক্ য়্যাশিড ডায়াথিসিস্ এই তিন প্রকার ধাতু প্রধান।

ইহাদের কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয় লিপিবদ্ধ হইতেছে

লিথিক য়্যাশিড ডয়াথিসিস্ —এই ধাতুতে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম, কখন অত্যল্প কখন বা অতিশয় অধিক হয় কিন্তু প্রায়ই দেহ সাতিশয় দুর্ব্বল, এবং অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে মূত্রে অধিক পরিমাণে অধঃপতিত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় প্রদাহ, জ্বর, রাত্রিকালে হস্তপদাদিতে মোচড়ানর ন্যায় বেদনা, সর্ব্বদা অধিক মাংসাহার, শ্রমাভাব ও ত্বক অপরিষ্কৃত হইলে এই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। জল বায়ুর সহিত এই রোগের অধিক সম্বন্ধ আছে চল্লিশ হইতে ষাইট বৎসরের মধ্যে এই পীড়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় জ্বর বা বাতের ন্যায় অধিক পরিমাণে টিশুর ধ্বংস, এবং সত্বর ক্ষতিপূরণের অভাব,

অত্যল্প পরিশ্রমের সহিত অধিক মাংসভোজন, অজীর্ণতা বা অন্য কোন কারণে আহারীয় দ্রব্যের সমীকরণের ব্যতিক্রম, ত্বকের ক্রিয়া হানি, যান্ত্রিক আঘাত বা অন্য কারণে মূত্রপিণ্ডের রক্তাধিক্য হয়।

চিকিৎসা।—পীড়ার কারণ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ত্বক ও অন্ত্রের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মূত্রের দ্রবীকরণ শক্তির বৃদ্ধিজন্য অধিক পরিমাণে তরল দ্রব্য পান করিতে দিবে। মূত্রকারক ঔষধ এজন্য ব্যবস্থা করা যায়। ইউরিক য়্যাশিডের অম্লত্ব দূর করিবার জন্য য়্যাল্‌কালাই ব্যবহার প্রয়োজন হয়। আহারের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্দ্ধ ড্রাম পরিমাণে বাইকার্বনেট অফ পটাশ অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করান আবশ্যক। গাউট বা রিউম্যাটিজম্ থাকিলে উহার সহিত কল্‌চিকম সংযোগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অগ্‌জ্যালিক্ য়্যাশিড ডায়াথিসিস্।—অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, অত্যন্ত রতিক্রিয়া, আহারের অনিয়ম, রাত্রে শৈত্য লাগান, পৃষ্ঠবংশের নিম্নে আঘাত ইত্যাদি কারণে এই পীড়া জন্মে।

লক্ষণ।—রোগী দুর্ব্বল, নিস্তেজ, শীর্ণ ও নিশ্চেষ্ট, চক্ষু ও মুখমণ্ডলের বর্ণ পাংশু বা কটা, ত্বক আঁসবৎ স্ফোটকযুক্ত, অল্প শ্রমেই ক্লান্তিবোধ, স্বভাব রুক্ষ, রোগী সর্ব্বদাই আত্মপীড়ার বিষয় চিন্তা করে, এবং আরোগ্যলাভে হতাশ হয়। অজীর্ণতা, উদরাধ্মান ও আহারের পরে হৃদ্বেপন হইতে পারে। কটিদেশে বেদনা ও মৈথুনশক্তির অনেক হ্রাস, কখন কখন ক্ষয়কাশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এবং ইহার সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়াও জন্মে। সর্ব্বদাই প্রস্রাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ও প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রদ্বার উষ্ণবোধ ও উহাতে যাতনা হয়।

চিকিৎসা।—ত্বক ও অন্ত্রের ক্রিয়া যাহাতে প্রকৃত অবস্থায় থাকে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। লঘু এবং পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতে দিবে, সুরা পরিত্যাগ করিবে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে অত্যল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি জলের সহিত খাইতে দিবে। চিনি খাইতে সম্পূর্ণ নিষেধ। ঔষধের মধ্যে নাইট্রোমিউরিয়েটিক্ য়্যাশিডে বিশেষ উপকারের আশা করা যায়।

জিঙ্ক এবং লৌহঘটিত ঔষধও বিশেষ উপকারী এই ধাতু ক্রমে ইউ-রিক য্যাশিডরূপ ধাতুতে পরিণত হইতে পারে, তজ্জন্য অল্প ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসা বিহিত নহে

ফস্ফ্যাটিক য়্যাসিড ডায়াথিসিস্।—দুর্ব্বলতাই সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। রোগী দুর্ব্বল, স্নায়ুপ্রধান-ধাতুবিশিষ্ট, রক্তবিহীন, মানসিক বা শারীরিক শ্রমে অক্ষমতা, যকৃতের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ও কটিদেশে সর্ব্বদা বেদনানুভব হয়

চিকিৎসা —অন্যান্য ধাতুর ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ঔষধের মধ্যে মিউরিয়েটিক্, নাইট্রিক্ বা নাইট্রোমিউরিয়েটিক্ য্যাশিডদ্বারা ফস্ফেট পদার্থ দ্রবীভূত ও অন্নবহা নাড়ীর বলবৃদ্ধি হয় এই সকল ঔষধের সহিত পুষ্টিকর ও অনায়াসপাচ্য দ্রব্যাদি আহার দিবে। অধিক উদ্ভিজ্জাদি বা মদ্য একবারে পরিত্যাগ করিবে

রিনাল্ ক্যাল্কিউলাই বা মূত্রপিণ্ডে শিলা —মূত্রগ্রন্থির মধ্যে যে সকল কঙ্কর দেখা যায়, তাহারা প্রায়ই ইউরিক য্যাশিড ও অগ জেলেট অফ লাইম দ্বারা প্রস্তুত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সমুদায় একত্র হইয়া অথবা সংযত রক্ত কাইব্রীন বা অন্য কোন পদার্থের চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হইয়া ইহারা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।—কোমরে মন্দ মন্দ বেদনা ও ভারবোধ, মূত্রপিণ্ডে সূচ্যগ্র-বেধনের ন্যায় বেদনানুভব হয়, পাকাশয়ের উত্তেজন, ও মধ্যে মধ্যে বমন হইতে পারে, কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের পর মূত্রের সহিত রক্ত বা সংযত কাইব্রীণ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়, এবং মূত্রদ্বারের অগ্রভাগে বেদনা ও আক্রান্তদিকের অণ্ডকোষ টান বোধ হয়, আক্রান্তদিকের উরুতে স্পর্শানুভবরাহিত্য, বেদনা ও অঙ্গগ্রহ হইতে থাকে উত্তেজন জন্য মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ হইয়া জ্বরভাব হইতে পারে কখন কখন মূত্রপিণ্ড হইতে পূঁয নির্গত হয়

কঙ্কর মূত্রপিণ্ডে সঞ্চিত হইবার কিছু দিন পরে মূত্রপ্রণালী দিয়া নীচের দিকে আসিতে থাকে ঐ কঙ্কর ক্ষুদ্র এবং পরিষ্কৃত হইলে নাগিবার সময় বিশেষ কষ্ট হয় না, কিন্তু বড় এবং কোণযুক্ত, অথবা উস্কা খুস্কা

হইলে মূত্রপ্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল উপস্থিত করে

বমন হইতে থাকে, দেহ শীতল, কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে পারে এবং দারুণ অসহ্য বেদন মূত্রপিণ্ড হইতে উরুদেশে বিস্তারিত হয় কখন কখন অণ্ডকোষের উত্তেজন, বেদনা ও উহাতে টান বোধ হয়। নাড়ীর ব্যতিক্রম ঘটেনা, কেবল মূত্রাশয়ের প্রদাহ হইলে পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গিয়াছে যদি ইউরিটারের মধ্যে কঙ্কর আবদ্ধ থাকে এবং কোন মতে অধোগামী না হয়, তবে উপরোক্ত লক্ষণগুলির আতিশয্য হয়। অনেক স্থলে প্রস্রাব দ্বারা ইউরিটর প্রসারিত হওয়ায় কঙ্কর মূত্রাশয়ে পতিত হয়, ও রোগীর সকল কষ্ট দূর হয়। কিন্তু অধঃপতিত না হইলে ক্রমে মূত্র সঞ্চিত হইয়া মূত্রপিণ্ডের নির্ম্মাণবিকার প্রযুক্ত মূত্র নির্গত না হওয়ায়, রোগী প্রাণত্যাগ করে

চিকিৎসা —দুই প্রকারে এই রোগের চিকিৎসা হইতে পারে কঙ্কর বাহির হইবার সময়ে রোগীর ক্লেশ নিবারণ, আর শিলাধাতু বিদ্যমান থাকিলে, যদ্দ্বারা শিলা পদার্থ সঞ্চিত না হয় তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য

কঙ্কর অধোগামী হইবার সময় গরম জলের ফোমেণ্টেশন বড় উপকারী কখন কখন রোগীর এত যাতনা হয় যে, ক্লোরোফরম দ্বারা অচেতনা করা আবশ্যক হইতে পারে। এই ঔষধ সেবন করাইলেও কঙ্কর নির্গত হইয়া থাকে বেলেডোনা দ্বারাও বিশেষ ফল পাওয়া যায় অহিফেণ, মর্ফিয়া প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সকল ঔষধ সেবনের পর অধিক মাত্রায় জলীয় দ্রব্য ও দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন কোন স্থলে বিরেচক ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। কঙ্কর অতি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া মূত্রপিণ্ডে আবদ্ধ থাকিলে কেহ কেহ উদর প্রাচীর কর্ত্তন করিয়া উহ বাহির করিবার উপদেশ দেন।

মূত্রাশয়ের উত্তেজনা —এইরোগে নিরন্তর মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়। মূত্রপিণ্ড বা মূত্রাশয়ের ক্রিয়াবিকার, দৈহিক স্নায়বীয় উত্তেজন,

মূত্রাশয়ের ভিতর টিউমার বা পাথরী, অর্শজন্য উত্তেজন, জরায়ুর সংস্থান ভ্রংশ, গর্ভাবস্থা বা টিউমারজনিত উত্তেজন, মূত্রপিণ্ড, মূত্রাশয়, প্রষ্টেট-গ্রন্থি ও মূত্রমার্গের যান্ত্রিক পীড়াবশতঃ এই রোগ জন্মে

লক্ষণ।—ক্ষণেক্ষণে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, এই ইচ্ছা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেও বিশেষ কষ্ট হয় এই পীড়া হিষ্টিরিয়া জন্য না হইলে প্রস্রাব অধিক হয় না একপ হইলে প্রস্রাবের ঘন পদার্থ অপেক্ষা জলীয়াংশের বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিছু দিন এই অবস্থায় থাকিলে মূত্রাশয় খর্ব্ব হয়, তাহা হইলে উহার মধ্যে ২ ৩ আউন্সের অধিক মূত্র থাকিতে পারে না।

শৈশবাবস্থায় ক্রিমি জন্য মূত্রের বেগধারণে অসমর্থতা জন্মে প্রৌঢ়াবস্থায় ইচ্ছা অসত্ত্বে মূত্রপাত হইলে মূত্রাশয় বিস্তৃত হওয়া জানিতে হইবে

চিকিৎসা —চা, কফি প্রভৃতি উষ্ণ পানীয় পরিত্যাগ করিয়া সরবৎ ইত্যাদি স্নিগ্ধ জিনিষ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

মূত্র অধিক ক্ষার অম্লাক্ত হইলে নাইট্রোমিউরিয়েটীক য্যাসিড, টীং বেলেডোনা, ডিকক্সন প্যারেরা এক মাত্রা, আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে মূত্র অধিক অম্লাক্ত হইলে লাইকর পোটাসি, ডিকক্সন্ বুকুর এক মাত্রা। দিবসে ২ বার সেবন করিতে দিবে।

রাত্রিকালে সুনিদ্রা না হইলে অহিফেণ, হায়েসায়েমস্ অথবা বেলেডোনা ব্যবহারে উপকার দর্শে

সাধারণ দৌর্ব্বল্য অথবা স্ত্রীলোকের রজোনিঃসরণের সহিত এই রোগ হইলে লৌহঘটিত ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এজন্য টীং ফেরিমিউরিয়েটিস, টীং ক্যান্থারাইডিস্ ও জল এক মাত্রা। দিবসে তিনবার সেবন করান যাইতে পারে

ছেলেদের ইচ্ছা না থাকিলেও যে মূত্রত্যাগ হয়, তজ্জন্য বেলেডোনা দেওয়া গিয়া থাকে প্রাতঃস্নান এবং কডলিবার অয়েল ব্যবহারেও উপকার দর্শে স্ত্রীলোকদিগের যোনিতে বেলেডোনা এবং অক্সাইড অফ জিঙ্কের পেসারি প্রয়োগে পীড়ার উপশম হয়

মূত্রাশয়ের স্প্যাজম বা আক্ষেপ। দৈহিক অন্যান্য যন্ত্রের যেরূপ আক্ষেপ হয়, মূত্রাশয়েও সেইরূপ হইয়া থাকে

লক্ষণ।—উদরের নিম্নভাগে অত্যন্ত বেদনা হয়, ইচ্ছা নাই তথাপি মূত্রত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু প্রায়ই মূত্রাবরোধ হয় মূত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রস্রাব হয় না দীর্ঘকাল এই পীড়া থাকিলে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।—উষ্ণ জলে স্নান' ফোমেণ্টেশন, অথবা কোন অবসাদক ঔষধ প্রয়োগে আক্ষেপ নিবারণ হয় নিকটবর্ত্তী কোন যন্ত্রের বিকৃতি জন্য এই পীড়া জন্মিলে টীং ফেরিমিউরিয়েটিস্ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিলে ফললাভ করা যায় পেরিনিয়মে কর্পূরমিশ্রিত পুল্টিশ দিলে উপকার হয়। আশু প্রতিকারের জন্য ইথার, মর্ফিয়া ও বেলেডোনা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এ অবস্থায় কোন প্রকার উত্তেজক খাদ্য দিবে না। কেবল দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য ব্যবস্থা করিবে যাহাতে রোগীর গায়ে শীতল বাতাস বা অন্য কোন প্রকারে শৈত্য না লাগে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে স্ত্রীসহবাস ও পরিশ্রম একবারে পরিত্যাগ করিবে

মূত্রাশয়ের প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত —মূত্রাশয়ের কোন ক্রিয়া প্রযুক্ত অথবা স্নায়ুকেন্দ্রের কোন পীড়া, এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতু মূত্রাশয়ের পেশী নিষ্ক্রিয় হয় অর্থাৎ কোন কাজ করিতে পারে না।

লক্ষণ।—প্রস্রাব বন্ধ হয়; মূত্রে য়্যামোনিয়ার ন্যায় গন্ধ এবং উহা ক্ষারাক্ত হইয়া থাকে মূত্রাশয়ের গ্রীবা ও সিস্নমণিতে বেদনা, মূত্রাশয়ের স্পর্শানুভবশক্তির অভাব হওয়ায় মূত্রত্যাগের ইচ্ছা থাকে না, নাড়ী দ্রুতগামী ও দুর্ব্বল, জিহ্বা লেপযুক্ত, অগ্নিমান্দ্য, রাত্রিকালে ভাল নিদ্রা হয় না, মানসিক বিকৃতি ও ক্রমশঃ জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়ায় দৌর্ব্বল্য হেতু রোগী প্রাণত্যাগ করে

মূত্রের বেগ সহ্য করা অর্থাৎ যখন প্রস্রাবের বেগ হয়, মূত্রাশয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সে সময় প্রস্রাব ত্যাগ না করিয়া থাকিলে এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা।—মূত্রাশয় সাতিশয় প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত এই পীড়া হইলে শলাকা ব্যবহার দ্বারা প্রস্রাব করাইবে, কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যেন এককালে মূত্রাশয়স্থ সমস্ত মূত্র নির্গত হইতে না পারে, সেরূপ হইলে হঠাৎ রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা

দিবসে ২ ৩ বার ঃ গ্রেণ মাত্রায় ষ্ট্রীক্‌নিয়া, অথবা আর্গট অফ রাই সেবন করাইয়াও ফললাভ হইয়া থাকে ইলেক্ট্রিসিটী প্রয়োগ, শীতল জলে স্নান, পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগে বেলেস্তারা, য্যালোসংযুক্ত মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইবার সম্ভাবনা মস্তিষ্ক অথবা কশেরুকা মজ্জার পীড়াবশতঃ এই রোগ ঘটিলে মধ্যে মধ্যে শলাকা দ্বারা মূত্র ত্যাগ করাইবে এবং উৎকট রোগের চিকিৎসা করিবে

মূত্রাশয়ের প্রদাহ—নানা কারণে এই রোগ জন্মে। এই প্রদাহ দুই প্রকার,—প্রবল ও পুরাতন অনেক স্থলে বহুদিনের পুরাতন প্রদাহ হইতেও প্রবল জন্মিয়া থাকে

লক্ষণ।—কম্প, মূত্রাশয়ের উপর দারুণ বেদনা, মূত্রমার্গের মধ্যে উষ্ণতা, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, অল্প পরিমাণে প্রস্রাব, প্রখর জ্বর, বমনোদ্বেগ, মানসিক দৌর্ব্বল্য, সাধারণতঃ দৈহিক অসুস্থতা, ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ মূত্রত্যাগের পরেই ঐ বেদনার হ্রাস হয়, আবার যখন মূত্র সঞ্চিত হইতে থাকে, তখনই বেদনার সূত্রপাত ও মূত্রসঞ্চয়ের সহিত উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হয়

চিকিৎসা।—অন্যান্য প্রদাহের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে। তজ্জন্য অহিফেণ ও বেলেডোনা সেবন বা উহাদের বাহ্য প্রয়োগ করিবে ফোমেণ্টেশন, গরম জলে কটি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য এরণ্ড তৈল সেবন করাইয়া বিশেষ উপকার ~~প্রাপ্ত্যাপ্রায়~~ মূত্রাবরোধের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে শলাকা দ্বারা প্রস্রাব করাইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের সহিত লঘু আহার দিবে, রোগীকে স্থিরভাবে রাখিবে, এবং যখনই দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ দেখিবে, তখনই তাহার প্রতিকার করিবে

মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ।—কোন প্রকার পীড়াভোগের

পর এই ব্যাধি জন্মিতে পারে, তদ্ভিন্ন আরও বহুতর কারণে ইহার উৎপত্তি হয়

লক্ষণ।—দৈহিক অসুখ, মূত্রাশয়ের প্রাচীরের স্পর্শানুভব শক্তির বৃদ্ধি, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, মূত্র পরিমাণে অল্প ও তাহার সহিত পূঁয মিশ্রিত থাকে। কখন কখন মূত্রাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শিক্রিশনের আধিক্য হেতু মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে অর্দ্ধ স্বচ্ছ নির্য্যাসবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এই অবস্থাকে মূত্রাশয়ের ক্যাটার বলে

চিকিৎসা।—দূষিত মূত্র নির্গত করিবার জন্য শলাকা প্রয়োগ আবশ্যক হয়।

আধ সের জলের সহিত ২০ গ্রেণ পরিমাণে একস্ট্রাক্ট অফ হায়েসায়েমস্ বা ৫ গ্রেণ একস্ট্রাক্ট অহিফেণ মিশ্রিত করিয়া অথবা সঙ্কোচক ক্রিয়ার প্রয়োজন হইলে ২।৩ বিন্দু নাইট্রিক য়্যাসিড ১৪ আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া মূত্রাশয় ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য

ঔষধের মধ্যে ইন্‌ফিউজন্ ইউভাআর্সাই বা বুকু ও ডিকক্সন প্যারেরা দেওয়া উচিত আইস্‌লণ্ড দেশীয় মশ্, যব অথবা মসিনা সিদ্ধ করিয়া তাহার জল পান করিতে দিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। অহিফেণ ও বেলেডোনার পেসারী—স্ত্রীলোক হইলে অক্সাইড অফ জিঙ্কের সহিত বেলেডোনার পেসারী ব্যবহারে রাত্রিকালের অনিদ্রা দূর হয়।

মৎস্য, মাংস, অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব ও দুগ্ধ, বিবেচনানুসারে মদিরাদি পুষ্টিকর পথ্য ব্যবহার্য্য। পরিপাকশক্তির হানি হইলে আহারীয়ের সহিত পেপ্‌সিন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শারীরিক শ্রম একেবারে পরিহার্য্য

মূত্রাশয়ের টিউমার।—অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় মূত্রাশয়েও টিউমার হইতে পারে উহা যে প্রকারের হউক না কেন, পাথরীর ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশ পায় যথা,—সতত মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগকালে, এক প্রকার অসুখ ও যন্ত্রণা, মধ্যে মধ্যে মূত্রের সহিত পূঁয মিশ্রিত থাকে

চিকিৎসা।—যন্ত্রণানিবারণ জন্য অহিফেণ ও অন্যান্য অবসাদক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে রক্তস্রাব নিবারণ জন্য সংকোচক ঔষধ, দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য বলকারক ঔষধ ও পুষ্টিকর পথ্যের প্রয়োজন। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা রোগের যাতনা মাত্র নিবারিত হইবে। তদ্ভিন্ন রোগ নষ্ট করিবার সম্ভাবনা নাই।

বৈদ্যকে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ চিকিৎসা।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের কারণ ও উৎপত্তি।—অত্যন্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও রুক্ষ দ্রব্য সেবন, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, অতিশয় মদ্য পান, হস্তী-ঘোটকাদিতে দ্রুত গমন, সজল ভূমিজাত প্রাণীর মাংস-ভক্ষণ, উপর্য্যুপরি ভোজন, অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ, বস্তিস্থানে যাইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মায়। কষ্টে প্রস্রাব হয় বলিয়া ইহার নাম মূত্রকৃচ্ছ্র

মূত্রকৃচ্ছ্রের প্রকারভেদ —বাতাদি ভেদে ইহা আট প্রকার যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শৈল্যজ, পুরীষজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজনিত।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।—বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে কুঁচকি, বস্তি ও লিঙ্গনালে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া প্রস্রাব নির্গত হয়।

চিকিৎসা।—কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষু ইহাদের মূল মিলিত ২ তোলা জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া এই ক্বাথ পান করিবে। উলুর পরিবর্ত্তে বেণার মূল ব্যবহৃত হয়। ইহার নাম "পঞ্চতৃণ মূল।"

পঞ্চতৃণ ক্ষীর।—কুশাদি পঞ্চতৃণ মূল মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১

পোয়া, জল ১ সের সমুদয় একত্র পাক করিয়া সমুদয় জল নিঃশেষিত হইলে সেই ক্ষীর পান করিবে।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।—পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বস্তিতে বেদনা ও জ্বালা জন্মায় এবং প্রস্রাব রক্তমিশ্রিত ও পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, গোক্ষুরবীজ, মিলিত ২ তোলা, জল আধ সের, শেষ ৵০ পোয়া শীতল হইলে চিনি অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে ইহার নাম "ধাত্র্যাদি"

শতাবর্য্যাদি।—শতমূলী, কাসমূল, কুশমূল, গোক্ষুরবীজ, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শালি তণ্ডুল, কৃষ্ণ ইক্ষু মূল, কেশুর, সমুদয়ের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া শীতল করিয়া সেব্য

গুড়ের সহিত আমলকী খাইবে

কাঁকুড় বীজ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, তণ্ডুলের জলের সহিত সেব্য বা আমলকী রস ও মধুর সহিত দারুহরিদ্রা বাটিয়া খাইবে।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তি ও লিঙ্গানলে শোথ হয় এবং মূত্রের পিচ্ছিলতা জন্মে

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—গোক্ষুর ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, এরণ্ড মূল ২ সের, তৃণ পঞ্চমূল মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ড রস ৪ সের, ইক্ষু-রস ৪ সের; পাক সিদ্ধ হইলে উষ্ণাবস্থায় ছাঁকিয়া ২ সের চিনি মিশা-ইয়া নাড়িয়া লইবে অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ ইহার নাম "ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত"

তারকেশ্বর রস।—পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, হুরালতা, যব-ক্ষার, গোক্ষুর বীজ, হরিতকী প্রত্যেক সমভাগ লইয়া একত্র মাড়িবে। কুমড়ার জলে, কুশাদি পঞ্চতৃণ মূল ক্বাথে, গোক্ষুররসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে; মধুর সহিত মাড়িয়া সেব্য সেবনান্তে পাকা যজ্ঞডুম্বুর ফল চূর্ণ ২ তোলা মধুযুক্ত করিয়া লেহন করিবে।

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ —ত্রিদোষজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে পূর্ব্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ, কফজ, মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়

চিকিৎসা।—ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ৪ মাসা পাক জন্য জল আধ সের, শেষ ৵০ পোয়া প্রক্ষেপ মধু ৪ মাসা এই ক্বাথের সহিত রসসিন্দুর সেবন করিবে ইহার নাম "মূত্রকৃচ্ছ্র হর"

বৃহদ্ধাত্র্য।—আমলকী, দ্রাক্ষ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, কুশমূল, কৃষ্ণ ইক্ষু মূল, হরিতকী প্রত্যেক ২ মাসা, জল ০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি অর্দ্ধ তোলা

শৈল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ —মূত্রবহ স্রোত সমূহে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে বা অস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হইলে এই রোগ জন্মে ইহাতে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়

চিকিৎসা —কুশ, কাস, বেনা, কৃষ্ণেক্ষু, ঘাগড়া, ইহাদের মূল-প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের এই ক্বাথ ছাঁকিয়া ইহাতে ২ সের চিনি দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে লেহনীয় হইলেই নামাইয়া যষ্টিমধু, কাঁকুড় বীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণ ছাল, গুলঞ্চ, পিয়ঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া লইবে। ইহার নাম "কুশাবলেহ।"

ত্রিকণ্টকাদি —গোক্ষুরবীজ, সোঁদালফলের মজ্জা, বেণা, কাস, দুরালভা, পাষাণভেদী, হরিতকী, সমুদয় চূর্ণ সমভাগ মধুর সহিত সেব্য

গোক্ষুর বীজের ক্বাথে যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিবে

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। মলমূত্রের বেগধারণ করিলে মূল কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মায় ইহাতে পেট ফাঁপা, বাতশূল ও মূত্র সঙ্কোচন প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়

চিকিৎসা।—হরিতকি, গোক্ষুর বীজ, সোঁদাল মজ্জা, পাষাণভেদী, ধন্যা, দুরালভা ইহাদের ক্বাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিবে

যবক্ষার চিনি সমভাগ মিশাইয়া সেব্য।

উত্তমরূপ পেষিত ছুড়ঁছুড়ের বীজ বাসী জলের সহিত সেবনীয়

মধুর সহিত যবক্ষার সেবনে উপকার দর্শে

তক্রের সহিত গন্ধক, যবক্ষার, চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

নারিকেল মুচি তণ্ডুলোদকের সহিত খাইবে। ইহার নাম "হরীতক্যাদি ও প্রমেহোক্ত চন্দ্রকলা।"

অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ —অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গানলে বেদনা এবং মূত্রের সহিত শুক্র নির্গত হইয়া থাকে

চিকিৎসা। ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ দাড়িম্ব বীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, ত্রিফলা, শুঁঠ, পিপ্পলী, গোক্ষুর বীজ, যমানী, ধন্যা, অম্লবেতস, পিপ্পলী মূল, কুলশুঁঠ, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের মাত্রা যথাযোগ্য ইহার নাম 'দাড়িমাদ্য ঘৃত'।

বেদবিদ্যা বটী —পারা, অভ্র, কান্তলৌহ, সীসা, প্রত্যেক সমভাগ ব্রহ্মীরসে ১ দিন মাড়িয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। পরে তুলিয়া চূর্ণ করিবে। অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, ময়ূর, বৈক্রান্ত, হিরাকস প্রত্যেক পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সমান এবং মুথা, রক্তচন্দন, নারিকেল মূল, কয়েৎবেল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সমান। সমুদয় জমীরের রসে ২ প্রহর মাড়িয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু, আমলকী, আমলকী রস, গুলঞ্চ রস

শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।—শর্করা অর্থাৎ অশ্মরী গুড়িকাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে হৃদয়ে বেদনা, শরীর কম্পন, পেটে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও মূর্চ্ছা ও প্রস্রাবকালীন দুঃসহ যাতনা হয় মূত্রের সহিত শর্করা অর্থাৎ অশ্মরী গুড়িকা নির্গত হইয়া মূত্রপথ পরিষ্কার হয় বলিয়া রোগী প্রস্রাব করিয়া কিয়ৎক্ষণ সুস্থ থাকে কিন্তু পুনর্ব্বার শর্করা প্রস্রাবপথ রোধ করে, এবং তখন সহজে প্রস্রাব নিঃসরণ হয় না বলিয়া রোগীর ভয়ানক যাতনা হয়, এমন কি প্রস্রাবসময়ে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—দেবদারু ৬।০ সের, বাসকছাল ২০ সের, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তীমূল, ভগবপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুথা,

শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল প্রত্যেক ১০ সের যমানী, ইন্দ্র-যব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটকী, চিতামূল, প্রত্যেক ১ সের, পাকজন্য জল ২৫২ সের, শেষ ৬৪ সের মধু ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ২ সের, ত্রিকটু ।০ পোয়া, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, প্রত্যেক ০ সের প্রিয়ঙ্গু ০ সের, নাগেশ্বর ০ পোয়া। সমুদয় একত্র আম্রপাত্রে ১ মাস রাখিবে। ইহার নাম "দেবদার্ব্বরিষ্ট"

শিলাজতু প্রয়োগ।—মালসারাদিগণের ক্বাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া ইহারই ক্বাথে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

শিলাজতু প্রয়োগানুসারে স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করাইলেও উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়

মূত্রাঘাতের কারণ ও প্রকারভেদ।—প্রায়ই মল মূত্রের বেগরোধ করিলে বায়ু পিত্ত কফ দূষিত হইয়া মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। ইহা ত্রয়োদশ প্রকার যথা,—বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়্বিঘাত, বস্তিকুণ্ডল।

বাতকুণ্ডলিকার লক্ষণ —রুক্ষ দ্রব্য সেবন, মল মূত্রের বেগ রোধ করিলে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মূত্রাশয়ে বেদনা জন্মায় ও মূত্র নিঃসরণ শক্তির হ্রাস করে একটী সছিদ্র পাত্রে জল রাখিয়া যদি তাহা ঘুরাণ যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ ছিদ্র দিয়া জল সরলভাবে নির্গত না হইয়া অল্পে অল্পে নির্গত হয়, সেইরূপ বায়ু কর্ত্তৃক মূত্রাশয়-স্থিত মূত্র ঘূর্ণীত হওয়াতে মূত্র সরলভাবে নির্গত না হইয়া একটু একটু করিয়া বাহির হয় এই লক্ষণযুক্ত রোগকে "বাতকুণ্ডলিকা কহে"

অষ্ঠীলার লক্ষণ।—দূষিত বায়ু মূত্রাশয়ের ও মলদ্বার স্ফীত করিয়া মলদ্বার ও মূত্রাশয়ের মুখ বন্ধ করিয়া গতিশীল ও উন্নত অষ্ঠীলা জন্মায় ইহাতে মল মূত্র বন্ধ ও অতিশয় বেদনা হয়।

বাতবস্তির লক্ষণ।—মূত্রবেগ রোধ করিলে মূত্রাশয়স্থিত বায়ু মূত্রাশয়ে বেদনা জন্মায়, ইহা অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ, বহুযত্নে শান্তি হয়

মূত্রাতীতের লক্ষণ।—বহুক্ষণ মূত্রের বেগধারণ করিলে প্রস্রাব

করিবার সময় প্রস্রাব সবলভাবে না হইয়া অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া থাকে।

মূত্রজঠরের লক্ষণ।—মূত্রবেগ রোধে দূষিত অপান বায়ু দ্বারা উদর পরিপূর্ণ হয়, উদরে বেদনা, নাভীর নিম্ন দেশ স্ফীত ও বেদনা জন্মে, মূত্রাশয়ের নিম্ন দেশ স্ফীত ও বদ্ধ হইয়া যায়।

মূত্রোৎসঙ্গের লক্ষণ।—যে রোগে বস্তিতে অর্থাৎ মূত্রাশয়ে কি লিঙ্গের অগ্রভাগে মূত্ররুদ্ধ হয়, অতিশয় কুন্থনে অর্থাৎ বেগপ্রদানে রক্তের সহিত মূত্র নির্গত হয়, মূত্র নিঃসরণকালীন বেদনা জন্মে,—কখন বা জন্মে না, তাহাকে মূত্রোৎসঙ্গ কহে।

মূত্রক্ষয়ের লক্ষণ।—যে রোগে রুক্ষ ও ক্লান্ত ব্যক্তির বস্তিস্থিত পিত্ত ও বায়ু মূত্রাশয়ে জ্বালা ও বেদনা জন্মায়, তাহাকে মূত্রক্ষয় বলে।

মূত্রগ্রন্থির লক্ষণ।—বস্তির মুখমধ্যে অশ্মরীর ন্যায় গোলাকার যে অচল ক্ষুদ্র গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট উৎপন্ন হয়, তাহাকে মূত্রগ্রন্থি বলে।

মূত্রশুক্রের লক্ষণ।—মূত্রবেগধারণ করিয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিলে স্থানচ্যুত শুক্র প্রস্রাবকালীন প্রস্রাবের আগেই হউক বা পরেই হউক ভস্মধৌত জলের ন্যায় নির্গত হয়।

উষ্ণ বাতের লক্ষণ।—ব্যায়াম, পথশ্রম, রৌদ্রসেবন প্রভৃতি কারণে কুপিত বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মূত্রাশয়কে আশ্রয় করিয়া মূত্রাশয়, লিঙ্গ ও মলদ্বারে জ্বালা জন্মায়, অধিকন্তু পুনঃপুনঃ প্রস্রাব হইয়া থাকে এবং প্রস্রাবের বর্ণ ঈষৎ রক্তবর্ণ কিম্বা হরিদ্রা বর্ণ হয়, কখন বা কেবল রক্তই নির্গত হয়।

মূত্রসাদের লক্ষণ।—পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত ও কফ উভয়ই বায়ুদ্বারা গাঢ় হইলে মূত্রসাদ জন্মে। ইহাতে মূত্রের বর্ণ পীত, শ্বেত, রক্ত-বর্ণ হয় এবং প্রস্রাব গাঢ় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিত্ত গাঢ় হইলে গোরোচনার বর্ণ, কফ গাঢ় হইলে সমস্ত বর্ণই হইয়া থাকে।

বিড়্বিঘাতের লক্ষণ।—বায়ু দ্বারা রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির মল পক্বাশয় হইতে মূত্রস্রোতে নীত হইলে মলসংযুক্ত ও মলের গন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয়।

বস্তিকুণ্ডলের লক্ষণ।—দ্রুত পথগমন, উৎপতন অর্থাৎ লম্ফ প্রদান, নিয়ত পরিশ্রম, অভিঘাত, বস্তিদেশ-পীড়ন প্রভৃতি কারণে বস্তি স্বীয় স্থান হইতে উর্দ্ধগত হইলে বস্তি গর্ভতুল্য গোলাকার ভাবে স্থিত হয়, ইহাকে বস্তিকুণ্ডল কহে। ইহাতে রোগী শূলবৎ পীড়া, স্পন্দনবৎ পীড়া, জ্বালা প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইয়া বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ করে এবং বস্তি পীড়ন করিলে ধারাবাহিক প্রস্রাব হয়। এতদ্ভিন্ন বস্তিদেশে আরও নানা প্রকার যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

চিকিৎসার সুবিধাজন্য পিত্ত ও কফের লক্ষণ নির্ণয়।—বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা প্রভৃতি পিত্তান্বিত হইলে মূত্রাশয়ে জ্বালা, বেদনা ও মূত্রের রঙ নানা প্রকার হয় এবং কফান্বিত হইলে শরীরের গুরুতা ও শোথ হয় এবং মূত্র গাঢ়, স্নিগ্ধ ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।—কাঁকুড় বীজ বাটা ২ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ২ মাসা ৪ তোলা কাঞ্জিকে গুলিয়া পান করিবে।

কুষ্মাণ্ড রস ৪ তোলা, যবক্ষার ৪ মাসা, পুরাতন গুড় ১ মাসা একত্র সেবন করিবে।

পত্র, ফল ও মূল সহিত গোক্ষুর বৃক্ষের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

নল, কুশ, কাস, কৃষ্ণ ইক্ষু, ইহাদের মূলের সুশীতল ক্বাথের সহিত শর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে পান করিবে।

তেলাকুঁচার মূল কাঞ্জিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিবে।

লিঙ্গমধ্যে কর্পূর চূর্ণ প্রবেশ, বা যবক্ষার ও চিনির সহিত কুষ্মাণ্ড রস সেবন করিবে।

খইরা শাকের বীজ জলের সহিত অথবা রুদ্রজটা লতার মূল তক্র সহিত সেবনে অশ্মরী রোগের শান্তি হয়।

বাসি শীতল দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন এবং তণ্ডুলোদকের সহিত চন্দন ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উষ্ণবাত নিবারণ হয়।

গোয়ালিয়া লতার মূল ঘৃত, তৈল ও তক্রের সহিত সেবন করিলে মূত্ররোধ আরোগ্য হয়।

কাঁজি ও সৈন্ধব লবণের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রাঘাত ভাল হয়

উশীরাদ্য তৈল।—তিল তৈল ৪ সের, কল্কার্থ মূল, পত্র, ফল সহিত গোক্ষুর ১২ ০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বেণার মূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের তৈল ৪ সের কল্কার্থ বেণার মূল, তগর পাদুকা, কুড়, যষ্টীমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, অনন্ত মূল, বেড়েলা, কাঁকলা, গুলঞ্চ, গোরক্ষ চাকুলে, গোক্ষুর, শুল্ফা, শ্বেত বেড়েলা, মৌরী; প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে মূত্রাঘাত নষ্ট হয়।

মূত্রাঘাতের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ।—মূত্রাঘাত রোগে বস্তিমুখের ছিদ্র শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ হইলে এবং পিত্তের প্রবলতা থাকিলে তাহা অসাধ্য অর্থাৎ অচিকিৎসনীয়, অধিকন্তু যদি বস্তিমুখের ছিদ্র অপ্রকাশিত থাকে এবং কুণ্ডলীকৃত না হয়, তাহা হইলে সাধ্য।

কুণ্ডলীকৃতের লক্ষণ —বস্তি কুণ্ডলীকৃত হইলে তৃষ্ণা, মোহ ও শ্বাস হইয়া থাকে। এই লক্ষণাক্রান্ত মূত্রাঘাত রোগও অচিকিৎসনীয়।

অশ্মরী রোগের উৎপত্তি।—বায়ু বস্তিস্থিত শুক্র ও মূত্র অথবা পিত্ত ও কফ শোষণ করিলে গরুর পিত্তে রোচনার ন্যায় ক্রমে অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী জন্মে

অশ্মরী রোগের প্রকারভেদ।—অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী রোগ চারি প্রকার যথা;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ শুক্রজ অশ্মরী ভিন্ন সমস্ত অশ্মরীতেই কফের প্রাধান্য থাকে, অর্থাৎ অশ্মরী উৎপাদনের কারণ অপর অশ্মরীগ্রস্ত ব্যক্তি সুচিকিৎসিত না হইলে প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে।

অশ্মরী রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ।—অশ্মরী জন্মিবার পূর্ব্বে মূত্রাশয়ের স্ফীততা, উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অতিশয় বেদনা, মূত্রে ছাগলের গন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রস্রাব করিতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ন্যায় যাতনা, অরুচি ও জ্বর হইয়া থাকে।

অশ্মরী রোগের সাধারণ লক্ষণ —নাভিতে সেবনীতে অর্থাৎ লিঙ্গে ও মূত্রাশয়ের ঊর্দ্ধদেশে বেদনা হয় এবং অশ্মরী দ্বারা মূত্রবাহী স্রোত রুদ্ধ হইলে মূত্র থামিয়া থামিয়া নির্গত হয় বায়ু দ্বারা অশ্মরী রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইলে সরলভাবে গোমেদমণিসদৃশ পরিষ্কার প্রস্রাব হইয়া থাকে মূত্রের আঘাতে মূত্রস্রোতে ক্ষত হয় বলিয়া প্রস্রাবের বেগ দেওয়ার সময় বেদনা ও রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়।

বাতজ অশ্মরীর লক্ষণ।—বাতজ অশ্মরীতে রোগী যাতনায় দন্তে দন্তে ঘর্ষন, লিঙ্গ মর্দ্দন ও নাভি পীড়ন করে এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শব্দের সহিত মলত্যাগ ও বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব হয়; অপর অশ্মরী শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ পীত মিশ্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ ও কণ্টকাবৃত দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল ৷ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাসা, পুরাতন গুড় ২ মাসা; এই ক্বাথ পান করিবে ইহার নাম "বরুণাদি ক্বাথ।"

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—গোক্ষুরী বীজ চূর্ণ মধু ও ছাগ দুগ্ধে মিশাইয়া পান করিলে অশ্মরী নষ্ট হয়।

পিত্তজ অশ্মরীর লক্ষণ। পিত্তজনিত অশ্মরী রোগে মূত্রাশয়ে জ্বালা ও স্পর্শে উষ্ণ বোধ হয়। অশ্মরীভায়লা বীজের ন্যায় বড় কাল বা লাল অথবা হরিদ্র বর্ণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ পেষিত বরুণছাল ১২ ০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্কার্থ বরুণমূলের ছাল, কদলীমূল, নিম্ব-মূলের ছাল, কুশাদি পঞ্চ তৃণের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাঁকুড়বীজ, দুর্ব্বা, তিলনালের ক্ষার, পলাশক্ষার, যূঁইমূল, প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা ৷ তোলা হইতে ২ তোলা ঘৃত সেবনের কিছু পরে পুরাতন গুড়ের সহিত দধির মাত সেবন করিবে। ইহার নাম "বরুণ ঘৃত"

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—বরুণ ছালের ক্বাথ বা কল্কের সহিত পুরাতন গুড় এবং সজিনামূলের গরম ক্বাথ সেবন করিবে।

কফজ অশ্মরীর লক্ষণ—কফজনিত অশ্মরীরোগে মূত্রাশয় ভার ও শীতল হয় এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা করে। অধিকন্তু অশ্মরী বৃহদাকার,

মসৃণ কখন বা খরখরা হয় অশ্মরীর বর্ণ মধুর ন্যায় অথবা শ্বেত-বর্ণ হয়

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ বরুণছাল ৮সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কুলথ কলাই, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, পানশিউলী, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ, গোক্ষুর বীজ প্রত্যেক ১ পল ইহার নাম "কুলথাদ্য ঘৃত"।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলথ কলায়, কুশাদি তৃণ পঞ্চমূল মিলিত ২ তোলা, জল ০ সের, শেষ ০/০ পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি ২ মাসা, যবক্ষার ২ মাসা

শুক্রজ অশ্মরীর লক্ষণ. শুক্রের বেগ বোধ করিলে, বায়ু স্থান-চ্যুত শুক্র লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের মধ্যে অর্থাৎ মূত্রাশয়ের মুখে শোষণ করিয়া অশ্মরী জন্মায়। এই অশ্মরী রোগে মূত্রাশয়ে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ ও অণ্ডকোষে শোথ জন্মিয়া থাকে। অপর শিশুদিগের শুক্রের বেগ অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গমাভিলাষ জন্মে না এবং তজ্জন্য শুক্র স্থান ভ্রষ্ট হয়না, সুতরাং তাহাদের শুক্রজনিত অশ্মরী উৎপন্ন হয় না তাহাদের কেবল বাত, পিত্ত ও কফজ অশ্মরীই জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা।—পারা ১ পল, গন্ধক ২ পল, শিলাজতু ১ পল, সমুদয় একত্র করিয়া ক্রমান্বয়ে শ্বেতপুনর্ণবা, বাসক, শ্বেত অপরাজিতার রসে এক এক দিন মাড়িয়া শুকাইয়া ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দোলা যন্ত্রে স্বেদ প্রদান করিবে। মাত্রা ২ রতি. অনুপান ভূম্যামলকীর ফল ও রাখাল শসার মূল দুগ্ধের সহিত পেষিত

আনন্দ যোগ।—তিলনাল ভস্ম, আপাঙ্গ ভস্ম, আমলকী কাণ্ড ভস্ম, মিলিত ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এই ১৬ সের ক্ষার জল ছাঁকিয়া পাক করিয়া সমুদয় জল নিশোষিত করিবে মাত্রা ২ রতি অনুপান ছাগমূত্র.

প্রমেহ রোগের কারণ।—সুখে উপবেশন অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া কোন কার্য্য করা, কেবল শয্যায় শয়ন, অধিক পরিমাণে দধি ও দুগ্ধ সেবন, গ্রাম্য ছাগ, মেষ প্রভৃতি ও মৎস্যাদি এবং

সজল ভূমিজাত অর্থাৎ বরাহ কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর মাংস ভক্ষণ, নূতন তণ্ডুলান্ন, চিনি, মিস্রি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য এবং কফজনক দ্রব্য ভোজনে প্রমেহ জন্মে

প্রমেহ রোগের উৎপত্তি।—পূর্ব্বোক্ত কারণে দূষিত কফ মূত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস এবং শরীরস্থিত ক্লেদ দূষিত করিয়া প্রমেহ উৎপাদন করে, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন ও অগ্নিসন্তাপাদি গ্রহণে দূষিত পিত্ত মেদ মাংস প্রভৃতি দূষিত করিয়া প্রমেহ জন্মায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পিত্ত ও কফের বল কম পড়িলে বায়ু পূর্ব্বোক্ত মেদ মাংস প্রভৃতি শোষণ ও দূষিত করিয়া প্রমেহ জন্মায়।

প্রমেহের প্রকারভেদ।—প্রমেহ বিংশতি প্রকার, যথা,—কফজ ১০ প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার, বাতজ চারি প্রকার

দোষভেদে সাধ্যাসাধ্য ও যাপ্য নির্ণয় যে চিকিৎসাতে কফের শান্তি হয়, সেই চিকিৎসাতেই মেদ মাংস প্রভৃতির দোষ হয় বলিয়া কফজ প্রমেহ সাধ্য। যে ঔষধে পিত্ত প্রশমিত হয়, সেই ঔষধেই মেদ বৃদ্ধি করে বলিয়া পিত্তজ প্রমেহ যাপ্য এবং বায়ু শীঘ্র অন্যান্য ধাতু আশ্রয় করিয়া অনিষ্টোৎপাদন করে বলিয়া বাতজ প্রমেহ অসাধ্য।

দোষ ও দূষ্য—বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটী দোষ মেদ, রক্ত, শুক্র, জল, বস, লসীকা, মজ্জা, রস, ওজ, মাংস এই দশটী দূষ্য

প্রমেহের পূর্ব্বরূপ—প্রমেহ রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্ত, চক্ষু প্রভৃতিতে মল জন্মে এবং হস্ত ও পদ জ্বালা, শরীরের চিক্কণতা অর্থাৎ তৈলাক্তবৎ লক্ষিত হয়, মুখের মধুরতা জন্মিয়া থাকে।

প্রমেহের সামান্য লক্ষণ।—অধিক পরিমাণে কর্দ্দমমিশ্রিত জলের ন্যায় প্রস্রাব সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ রোগেই হইয়া থাকে।

এক দোষ জনিত প্রমেহ নানা প্রকার হওয়ার কারণ।—যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি বর্ণের সংযোগে পিঙ্গল ও পাটলাদি বিবিধপ্রকার বর্ণ কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া মেদ মাংস প্রভৃতির সংযোগে মূত্রের বর্ণ প্রভৃতির ভেদ হয় বলিয়া এক দোষজনিত প্রমেহ নানা প্রকার কল্পিত হইয়াছে।

কফজনিত দশ প্রকার প্রমেহের ভেদ —

উদক মেহের লক্ষণ —উদক মেহে নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন, ঘোলা, পিচ্ছিল ও জলের ন্যায় প্রস্রাব হয়

ইক্ষু মেহের লক্ষণ। ইক্ষু মেহে প্রস্রাব ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মধুর অর্থাৎ মিষ্ট হয়

সান্দ্র মেহের লক্ষণ —সান্দ্র মেহে পর্য্যুষিত অর্থাৎ ভাতের মাড়ের ন্যায় গাঢ় প্রস্রাব হয়

সুরা মেহের লক্ষণ।—সুর মেহে সুরার ন্যায় প্রস্রাব হয়, এবং ঐ প্রস্রাব কোন পাত্রে রাখিলে উপরের অংশ পাতলা ও নীচের অংশ গাঢ় লক্ষিত হয়

পিষ্ট মেহের লক্ষণ —পিষ্ট মেহে চাউলের গুঁড়া অল্প জলে মিশ্রিত করিয়া লেপন করিতে পারা যায়, সেই প্রকার গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব হয় এ ভিন্ন রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে

শুক্র মেহের লক্ষণ।—শুক্র মেহে রোগী শুক্রের বর্ণযুক্ত বা শুক্রমিশ্রিত মূত্রত্যাগ করে

সিকতা মেহের লক্ষণ —সিকতা মেহে বালুকাকণার ন্যায় কঠিন কণাযুক্ত ও অপরিষ্কার প্রস্র ব হয়

শীত মেহের লক্ষণ শীত মেহে মূত্র ভাবযুক্ত ও অতিশয় শীতল হয়

শনৈর্মেহের লক্ষণ।—শনৈর্মেহে রোগী পুনঃ পুনঃ অল্প প বিলাপে প্রস্রাব করিয়া থাকে

লালা মেহের লক্ষণ। লালা মেহে মুখস্থিত লালার ন্যায় তন্তুযুক্ত এবং পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়

চিকিৎসা।—স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, বঙ্গ, সীসা, লৌহ, প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা, প্রত্যেক ৪ ভাগ সমুদয় একত্র মাড়িয়া ক্রমান্বয়ে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষার কাথ, বালার কাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী পুষ্পের রস ও

মৃগনাভি এই সমুদায় দ্বারা ভাবনা দিবে মাত্রা ২ রতি অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু ইহার নাম "বসন্ত কুসুমাকার "

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস —বঙ্গ, পারা, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেক ৪ মাসা, এই সমস্ত কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিবে মাত্রা ২ রতি

সোমেশ্বর রস ।—শাল মূলের ছাল, অর্জ্জুন মূলের ছাল, লোধ্র কাষ্ঠ, কদম্ব মূলের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারী মূলের ছাল, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম বীজ, গোক্ষুর বীজ, জামের মূলের ছাল, বেণার মূল প্রত্যেক ৪ তোলা পারা, গন্ধক, ধন্যা, মুথা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসোত, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা, জীরা, প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, গুগ্‌গুলু ৪ তোলা, ঘৃতে মাড়িবে ; ১৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে অনুপান ছাগদুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল বীর্য্য পাক তৈল এবং যবের যূস প্রভৃতি

মেহ মুদ্গর রস ।—রসোত, বিট লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িম বীজ, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা, গুগ্‌গুলু ১ পল, এই সমুদয় ঘৃতে মাড়িয়া ৬ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে

পঞ্চানন রস —পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা এই সমস্ত একত্র মধুর সহিত ১ দিন মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে অনুপান শীতল জল ।

পিত্তজনিত মেহ ছয় প্রকার, যথা ,—

নীল মেহের লক্ষণ ।—নীলমেহে রোগীর নীলবর্ণ প্রস্রাব হয় ।

কৃষ্ণ মেহের লক্ষণ —কৃষ্ণ মেহে রোগীর কালীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মূত্র ক্ষরিত হইতে দেখা যায় ।

হরিদ্রা মেহের লক্ষণ । হরিদ্রা মেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটু-রসসংযুক্ত হয় এবং প্রস্রাবকালীন লিঙ্গানল জ্বালা করে ।

মঞ্জিষ্ঠা মেহের লক্ষণ ।—মঞ্জিষ্ঠা মেহে মঞ্জিষ্ঠাধৌত জলের ন্যায় লোহিতবর্ণ প্রস্রাব হয়

রক্ত মেহের লক্ষণ —রক্তমেহে রোগীর দুর্গন্ধ ও লবণযুক্ত এবং উষ্ণ ও রক্তবর্ণ প্রস্রাব হয়।

ক্ষার মেহের লক্ষণ ক্ষারমেহে ক্ষারধৌত জলের ন্যায় মূত্র গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত হয় এবং ক্ষারের জল স্পর্শ করিলে যেরূপ পিচ্ছিল বোধ হয়, মূত্রও সেইরূপ পিচ্ছিল হইয়া থাকে

চিকিৎসা তিল তৈল ৪ সের, কল্কার্থ বেলছাল, সোনাছাল, গম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী, গুলঞ্চ, আমলা, দাড়িম ফল মিলিত ১২ ০ সের, জল ৬৪ সের,শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থ নিমছাল, চিরাতা, গোক্ষুর, দাড়িম, রেণুক, বেলশুঁঠ, দেবদারু, দারু-হরিদ্রা, মুথা, ত্রিফলা, তগর পাদুকা, দ্রাক্ষা, জামছাল, আমছাল, বেণার মূল, মিলিত ১ সের ইহার নাম "মেহ মিহির তৈল"

মহা দাড়িমাদ্য ঘৃত ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ পক্ক দাড়িম ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের যবতণ্ডুল ২ সের,জল ১৬ সের,শেষ ৪ সের। কুলত্থ কলায ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের শতমূলীর রস ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৪ সের কল্কার্থ দ্রাক্ষা, পিণ্ড খর্জ্জুর, ত্রিফলা, রেণুক, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, মেদ,মহামেদ,ঋদ্ধি,বৃদ্ধি,দেবদারু,হরিদ্রা, দারুহরিদ্র, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, শিলা-জতু, গুড়ত্বক, বেণার মূল কৃষ্ণাগুরু প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।—বিড়ঙ্গ ত্রিফলা মুথা, পিপ্পলী, জীর, কৃষ্ণ-জীরা, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব সমান লৌহ একত্র মাড়িবে মাত্রা ৬ রতি।

চন্দ্রপ্রভাদি বটী —সোমরাজী, বচ, মুথা, চিরাত দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপ্পলীমূল, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, বংশলোচন, প্রত্যেক ২ তোলা, ধন্যা, ত্রিফলা,চই,বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা গুগগুল্ ১৬ তোলা, এই সমুদয় একত্র মাড়িবে, ৬ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে।

বঙ্গাষ্টক —পারা গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, খর্পর, অভ্র, তাম্র, প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমান বঙ্গ একত্র মাড়িয়া গজপুটে পাক করিবে শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে মাত্রা ২ রতি অনুপান মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস

বাতজনিত প্রমেহ চারি প্রকার,—

বসা মেহের লক্ষণ —বসা মেহে বসামিশ্রিত ও বসার বর্ণযুক্ত প্রস্রাব পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে।

মজ্জা মেহের লক্ষণ —মজ্জা মেহে মজ্জার ন্যায় শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট এবং মজ্জামিশ্রিত প্রস্রাব হইয়া থাকে

ক্ষৌদ্র মেহের লক্ষণ —ক্ষৌদ্র মেহে কষায় ও মধুর রসযুক্ত এবং স্নেহশূন্য প্রস্রাব হইয়া থাকে।

হস্তি মেহের লক্ষণ।—হস্তি মেহে রোগী মত্ত হস্তীর ন্যায় সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে লসীকাযুক্ত প্রস্রাব করে।

চিকিৎসা।—রসসিন্দুর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র প্রত্যেক সমভাগ মধুর সহিত ১ দিন মাড়িয়া ১ মাসা প্রমাণ বটীকা করিবে অনুপান মধুযুক্ত পক্ব যজ্ঞডম্বুর ফল চূর্ণ ইহার নাম "তারকেশ্বর রস"

সোমনাথ রস।—পালিধা রসে শোধিত পারা ২ তোলা এবং ইন্দুরকানি পানার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা; উভয়ে কর্জ্জলী করিয়া ইহার ৮ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। ইহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ির রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে অনুপান মধু

সর্ব্বেশ্বর রস।—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ-মাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, মরিচ, শুঁঠ, সমুদয় একত্রে ১ প্রহর মাড়িয়া কর্জ্জলের ন্যায় করিবে কেশুরিয়া ও সিদ্ধির রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে

মেহ মুদ্গার বটী —রসোত, বিট লবণ, দেবদারু, বেণাশুঁট, গোক্ষুরী বীজ, দাড়িম বীজ, চিতা, পিপ্পলীমূল, গোক্ষুর, ত্রিফলা,

তেউড়ী মূল প্রত্যেক ১ তোলা, সর্ব্ব সমান লৌহ, গুগ্‌গুল্‌ ১ পল, এই সমুদয় ঘৃত দ্বারা মাড়িয়া ১ মাসা প্রমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে অনু-পান ছাগদুগ্ধ বা জল।

মেহ কুলান্তক রস।—বঙ্গ, অভ্র, পারা, গন্ধক, চিরাতা, পিপ্পলী মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসোত, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িম বীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ১ পল এই সমুদয় বন কাঁকু-ড়ের রসে মাড়িয়া ৪ রতি বটিকা করিবে অনুপান ছাগদুগ্ধ, জল, আম-লকীর রস বা কুলত্থ কলায়ের ক্বাথ

মেহানল রস —রসসিন্দুর ও বঙ্গ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে অনুপান কুচের মূল সহিত দুগ্ধ

প্রমেহ মিহির তৈল।—তিলতৈল ৪সের, ক্বাথার্থ লাক্ষা ৮সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাৎ ১৬ সের কল্কার্থ শুলফা, দেবদারু, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা-মূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়ত্বক, এলাইচ, বামুনহাটী, চই, ধন্যা, ইন্দ্রযব, করঞ্জ বীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরল কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরি, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাসক ছাল, তগর পাদুকা, প্রত্যেক ২ তোলা

বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ৪সের, ক্বাথার্থ পক্ব দাড়িম ৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, কল্কার্থ দাড়িম্ব বীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দ্রাক্ষা, পিণ্ড খর্জ্জুর, মুঞ্জাত অভাবে তালমালতী, নীলোৎ-পল পুষ্প, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিম্ব, কাঁকলা, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাম্ভারী মূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্ত মুল, রাখাল শশার মুল, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ধন্যা, কুলত্থ কলায়, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ভানকুনি, ত্রিফলা, বাসক ছাল, ছাতিম ছাল, নিসিন্দা ছাল, এই সমস্ত মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের

কফজ প্রমেহের উপদ্রব।—অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, অতি নিদ্রা, কাস, নাসাস্রাব, এই সকল কফজ মেহের উপদ্রব

পিত্তজ প্রমেহের উপদ্রব —পিত্তজনিত প্রমেহে লিঙ্গ ও মূত্রাশয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, অণ্ডকোষ ফাটিয়া যায়, জ্বর, জ্বালা, পিপাসা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও জলবৎ বাহ্যে এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে

বাতজ প্রমেহের উপদ্রব।—বাতজনিত প্রমেহে উদাবর্ত্ত রোগ, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণে ইচ্ছা হয়

প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ। প্রমেহ রোগী পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব দ্বারা আক্রান্ত হইলে অতিশয় ধাতুক্ষয়জনিত দুর্ব্বল ও পীড়াগ্রস্ত হইলে তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

অপর অসাধ্য লক্ষণ।—বীজ দোষে অর্থাৎ পিতা পিতামহ হইতে উৎপন্ন যে প্রমেহ রোগ চলিয়া আসিতেছে, তাহা অসাধ্য। অপর বংশপরম্পরাগত যে কোন রোগই হউক, তাহাও অসাধ্য

মধুমেহের লক্ষণ ও উৎপত্তি।—ধাতুক্ষয়ে বায়ু কুপিত হইয়া, বা পিত্ত ও কফ বায়ুর পথ বন্ধ করিলে বায়ু রুদ্ধগতি হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে এই মেহে মধুর ন্যায় প্রস্রাব হয়, বিশেষতঃ পিত্ত ও কফ দ্বারা বায়ুস্রোত রুদ্ধ হইলে বায়ু যে মধুমেহ উৎপাদন করে, সেই মেহে বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বিনা কারণে রোগ হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইয়া কষ্টসাধ্যে পরিণত হইয়া থাকে

সমস্ত প্রমেহই যথাসময়ে চিকিৎসিত না হইলে মধুর ন্যায় মিষ্ট প্রস্রাব হয় বলিয়া সমস্ত মেহকেই মধুমেহ বলা যাইতে পারে

পীড়কার লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—প্রমেহ রোগে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বনিতা, অলজী, মসুরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিনী, বিদারিকা, বিদ্রধী, এই দশপ্রকার পীড়কা অর্থাৎ ব্রণ বিশেষ জন্মে ইহারা সন্ধি, মর্ম্ম, অণ্ডকোষ, মস্তক প্রভৃতি মাংস সংযুক্ত স্থানেই হইয়া থাকে

শরাবিকার লক্ষণ —যাহার বেষ্টন সরাবের ন্যায় উন্নত ও মধ্যস্থান নিম্ন তাহাকে শরাবিকা কহে।

কচ্ছপিকার লক্ষণ।—যে পীড়কা কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত এবং জ্বালাযুক্ত, তাহাকে কচ্ছপিকা বলে

জালিনীর লক্ষণ—যে পীড়কা মাংসদ্বারা আবৃত হইয়া উঠে এবং যাহাতে জ্বালা থাকে, তাহাকে জালিনী কহে

বনিতার লক্ষণ।—যে নীলবর্ণ ও বড় পীড়কা পৃষ্ঠ ও উদরে জন্মে এবং ক্লেদস্রাব ও অত্যন্ত বেদনা জন্মে, তাহার নাম বনিতা

অলজীর লক্ষণ—যে পীড়কা রক্ত অথবা শ্বেতবর্ণ এবং স্ফোটকের ন্যায় হয়, তাহাকে অলজী কহে

মসূরিকার লক্ষণ। যে পীড়কার বর্ণ ও আকৃতি মসূর কলায়ের ন্যায়, তাহাকে মসূরিকা কহে

সর্ষপিকার লক্ষণ যে পীড়কার বর্ণ ও আকৃতি সর্ষপ তুল্য, তাহাকে সর্ষপিকা কহে

পুত্রিনীর লক্ষণ।—যে পীড়কা অধিক স্থান ব্যাপ্ত হইয়া উঠে এবং অধিক উন্নত হয় না, তাহাকে পুত্রিনী কহে

বিদারিকার লক্ষণ।—যে পীড়কা ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন হয়, তাহাকে বিদারিকা কহে

বিদ্রধীর লক্ষণ—যে পীড়কা বিদ্রধী রোগের সমস্ত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ বিদ্রধীর সদৃশ হয়, তাহার নাম বিদ্রধী

পীড়কার লক্ষণ—বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্তৃক পীড়কা জন্মে, অতএব কফজ প্রমেহে কফজ পীড়কা, পিত্তজ প্রমেহে পিত্তজ পীড়কা, বাতজ প্রমেহে বাতজ পীড়কা হইয়া থাকে, অপর প্রমেহ রোগ ব্যতীতও মেদ দূষিত হইয়া পীড়কা জন্মে। পরন্তু পীড়কা উৎপন্ন মাত্রে উহার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না বলিয়া সেই সময়ে পীড়কা বলিয়া নিশ্চয় জ না যায় না, সুতরাং পীড়কার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিকিৎসা কর্তব্য

পীড়কার অসাধ্য লক্ষণ—মদাপি ব্যক্তির গলদ্বার, হৃদয়, স্কন্ধ ও মর্ম স্থানে পীড়কা জন্মিলে এবং উপদ্রব অর্থাৎ পিপাসা,

কাস প্রভৃতি উপস্থিত হইলে চিকিৎসক সেই সকল রোগীকে ত্যাগ করিবেন

চিকিৎসা।—মধু মেহ ও পীড়কার চিকিৎসা প্রমেহের চিকিৎসার ন্যায়

হোমিওপ্যাথিকে মূত্রপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের পীড়া চিকিৎসা।

প্রমেহ।—স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মূত্রযন্ত্র হইতে পুঁজের ন্যায় ক্লেদ নিঃসরণ হয়, তাহাকেই প্রমেহ রোগ বলে

কারণ।—স্ত্রীসংসর্গে স্ত্রী লোকের মূত্রযন্ত্রে অথবা লিঙ্গাগ্রভাগে বিষ বিশেষ উদ্ভব দ্বারাই এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে অনেক স্থলে এরূপ হয় যে, স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহের তারতম্য হইয়া থাকে সমুদ্রজলে স্নান, শারীরিক শ্রমাধিক্য, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন প্রভৃতি দ্বারাও ইহার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়

লক্ষণ।—মূত্রযন্ত্র বেদনাযুক্ত, সঙ্কুচিত ও স্ফীত হয়, সর্ব্বদা মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হইয়া থাকে, প্রস্রাবকালে অসহ্য যন্ত্রণানুভব এবং কখন কখন প্রদাহযুক্ত বেদনা নিবন্ধন মুখ সঙ্কুচিত হওয়ায় মূত্র একেবারে বন্ধ হইয়া যায়

বিনা কারণে কামোদ্রেক হয়, তজ্জন্য রোগীর বিলক্ষণ যন্ত্রণানুভব হয়। পুরুষাঙ্গ মোটা ও সঙ্কুচিত হয়, এবং তাহার নিম্নভাগে পুঁয জমাট হইয়া যাওয়ায় লিঙ্গাবরক ত্বক আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয় না। কুঁচ্‌কির শিরা সমুদয়ে বেদনা হয় কোষ্ঠপদাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন উহাও স্ফীত হইয়া ঝুলিয়া

পড়ে এবং তজ্জন্য সাতিশয় যন্ত্রণাযুক্ত হয় ও তৎসহ বেদনা, স্ফীতি, জ্বর ও বমন হইয়া থাকে

লিঙ্গাবরক চর্ম্ম উল্টাইয়া লিঙ্গাধারের উপর সঙ্কুচিত হয়, ঐ চর্ম্ম আকর্ষণ দ্বারা প্রকৃত অবস্থায় রাখা কষ্টকর ও অসাধ্য হয়, তজ্জন্য যার পর নাই যাতনা হইতে থাকে

যখন অধিক পরিমাণে পুঁজ নির্গত হয়, অথবা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তখন জানু অথবা নাড়ির নিম্নস্থ অপর কোন গ্রন্থি বাতরোগাক্রান্ত হয়, এবং ভয়ানক যাতনা, দৌর্ব্বল্য, অত্যন্ত স্ফীততা ও জ্বর অনুভূত হয় স্ত্রীলোকদিগের এই রোগ প্রায় হয় না

চিকিৎসা ।—আরম্ভকালে "য়্যাকোনাইট," "জেল্‌সিমিনম্‌" দিবে। যখন পুঁজ বাহির হইতে থাকিবে, তখন "কেনাভিস্‌", "সেটাইভা" প্রয়োগ করিবে সেই পুঁয ঈষৎ লালবর্ণ হইলে "প্রিট্‌সেলিনম্‌" দিতে হইবে

বেদনা বিহীন অবস্থায় সবুজ পুঁজ নির্গমনে "মার্কুরিয়স্‌" দিবে। সাদা এবং শিরময়ুক্ত ক্লেদে "সল্‌ফার" প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য

ঘন এবং দধিবৎ পাদার্থ নির্গমে "পল্‌সেটিলা" দিবে

মূত্রকালে কষ্ট ও কষ্টকর লিঙ্গোত্থানে "ক্যান্থারাইডিস্‌" ব্যবস্থা করা যায়।

প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাবে "ক্যান্থারাইডিস্‌," "পল্‌সেটিলা" দিতে হইবে

লিঙ্গ নিম্নদিকে বক্র হইলে "য়্যাকোনাইট," "ক্যাম্ফর", "মার্কুরিয়স্‌" ও "পল্‌সেটিলা" প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে

মূত্রপ্রণালীর নিম্নস্থ গ্রন্থী স্ফীত হইলে "পল্‌সেটিলা," "মার্কুরিয়স্‌," "নাইট্রিক য়্যাসিড" দিবে

আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচে "কেনাবিস্‌," "কেন্থারাইডিস্‌," মার্কুরিয়াস," "নক্সভমিকা," "পল্‌সেটিলা" ব্যবহার করিবে

অস্বাভাবিক দৃঢ়তা ও তৎসহ সঙ্কোচন হইলে "রিমেটিস্‌," "পিট্রোল," "সল্‌ফার" ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে।

ফাইমে সিস, প্যারাফাইমোসিস্ (মুদা) হইলে "কেনাবিস্," "মার্কু-রিয়াস্," 'পল্‌সেটিলা," "সল্‌ফার" দিলে উপকার দর্শিবে

লিঙ্গাধার ও মূত্রদ্বার প্রদাহ এবং বেদনাযুক্ত, ভিতরে তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে "নাইট্রিক য্যাশিড","সিনেবেরিস","য্যাশিড ফস্‌ফরিক","থুজা," "ফেরম", "নেট্রম মিউর", "সিপিয়া" ব্যবহারে বিলক্ষণ ফললাভ হয়।

গুটিকাকারের ক্ষত হইলে "মার্কুরিয়স্", "সিনেবেরিস্' প্রয়োগ করিবে।

যদি এই রোগের উপসর্গরূপে বাগী উঠে, তবে "মার্কুরিয়স","সিনে-বেরিস্" দিবে

অণ্ডকোষে বেদনা হইলে "পল্‌সেটিলা","মার্কুরিয়স্","ক্লিমেটীস্", "নাইট্রিক য্যাসিড" দিতে হইবে

চক্ষের প্রদাহ অর্থাৎ চক্ষের জ্বালা ইত্যাদি থাকিলে "মার্কুরিয়স্", "নাইট্রিক য্যাশিড", "ইউফ্রেসিয়া", "বেলেডোনা", "হিপার সল্‌ফার" প্রয়োগে উপকার দর্শিবে

চক্ষের প্রদাহ অর্থাৎ চক্ষুজ্বালা ইত্যাদি থাকিলে "মার্কুরিয়াস্", "নাইট্রিক য্যাশিড", "ইউফ্রেসিয়া", "বেলেডোনা", "হিপার সল্‌ফার" প্রয়োগে উপকার দর্শিবে

সন্ধিস্থল সকল বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হইলে "ক্লিমেটিস্", "পল্‌সেটিলা", "কোপেবা", "অর্ম্মে", "হিপার সল্‌ফার," "ম্যাগ্নেসিয়া", "থুজা" ব্যবহার করিবে

প্রমেহ রোগ পুরাতন হইলে "সিপিয়া","নাইট্রিক য্যাশিড","সিলি-সিয়া", 'চায়না","ফেরম", "মার্কুরিয়াস্", "সল্‌ফার", "থুজা", প্রয়োগ করিবে

অণ্ডকোষে প্রদাহ জন্মিলে "ক্লিমেটিস", 'পল্‌সেটিলা" দিতে হইবে

মূত্রপ্রণালী সঙ্কোচিত হইলে "কেনাবিস", "ক্লিমেটিস্"; মূত্রাশয়ের নিম্নস্থ বৃহৎ গ্রন্থি প্রদাহিত হইলে "নাইট্রিক য্যাশিড', পল্‌সেটিলা", "ফস্‌ফরাস", "সেলিনিয়ম","সল্‌ফার","থুজা" দিবে

ঔষধের সহিত নিম্নোক্ত উপায়গুলি আনুসঙ্গিকরূপে চিকিৎসার অন্তর্গত জানিতে হইবে পরিমিত পরিমাণে এবং উত্তেজনা শূন্য লঘুপাক দ্রব্য ভক্ষণ, ঘৃতপক্ক দ্রব্য, পিষ্টক, পনির, লবণাক্ত মাংস, চা, কফি, বিয়ার, স্পিরিট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ, প্রচুর শীতল জল, যবের মণ্ড, গঁদ, চোয়ান জল, তিসি, ইসাবগুল ও মিছিদানার সরবৎ প্রভৃতি তরল দ্রব্য পান ব্যবস্থা মূত্রাশয়ের প্রদাহযুক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সকল প্রস্রাবের অম্লনাশক ক্ষারগুণযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য প্রদাহাবস্থায় শারীরিক ব্যায়াম অনুচিত কোষযন্ত্রে প্রদাহ থাকিলে যতদূর সম্ভব হেলিয়া বক্রভাবে অবস্থিতি করিতে হইবে, শারীরিক পরিশ্রম অপরিহার্য্য বিবেচনা হইলে কোষযন্ত্রে একটী পটী বন্ধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। রোগীকে গরম বস্ত্র ব্যবহার করিতে দিবে না রাত্রিকালে মাদুরের উপর শয়ন করাইবে চিৎ হইয়া শয়ন করা ভাল নয়। শীতল জলে বা সমুদ্রজলে স্নান, পরিমিত পান ও ভোজন এবং রোগের প্রবল অবস্থায় নির্ম্মল বায়ু সেবন ও পুষ্টিকর আহার নিতান্ত আবশ্যক

এই রোগ কখন কখন এতাদৃশ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে যে, হোমিওপ্যাথিকে ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু রোগের পূর্ব্বরূপে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিলে এই রোগের উপসর্গরূপে যে অন্যান্য রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে পায় না এবং য়্যালোপ্যাথিকমতে চিকিৎসা করিলে যে সমুদায় বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে পারে না।

পিচকারী প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, কারণ উহা প্রয়োগ করিলে প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া কোষ প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত হয় এবং অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে

বাহ্য প্রমেহ।—এই রোগে লিঙ্গমুণ্ডের উপরিভাগ ক্ষতযুক্ত হয় এবং উহা হইতে পুঁযস্রাব হইতে থাকে। প্রধানতঃ প্রমেহ জন্য সংস্পর্শন হইতে উৎপন্ন হয়; এই রোগ সন্তানগণকে অধিকতর আক্রমণ করে।

লক্ষণ —লিঙ্গমুণ্ডের উপরিভাগে জ্বালা ও বেদনা পরে উক্ত

হইয়া উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করে, কিছু স্ফীত হয় এবং বস্ত্রের ঘর্ষণে বা চাপ লাগিলে যাতনা বোধ হয়

চিকিৎসা।—মূত্রমার্গের মুখে এবং লিঙ্গাবরক ত্বকের পার্শ্বে ও ভিতরের দিকে গুটীর আকার দেখা যাইলে "নাইট্রিক য্যাশিড" খাইতে দিবে।

লিঙ্গাবরক ত্বক্ অপেক্ষ উজ্জ্বল, গাঢ় রক্তবর্ণ গুটী লিঙ্গমুণ্ডের উপরিভাগে উৎপন্ন হইলে "কেনাবিস্" বড় উপকারী ঔষধ।

মুত্রমার্গে সড়্ সড়্ করা, এবং লিঙ্গবন্ধনীর নিকটবর্ত্তী স্থলে কণ্টক-বেধনবৎ বেদনানুভব এবং তৎসহ লিঙ্গাবরক ও সেই মুণ্ডে জ্বালা বিদ্যমান থাকিলে "চায়না" প্রয়োগে বিশেষ ফললাভ করা যায়

লিঙ্গমুণ্ড ও তৎআবরকের ভিতর হইতে পুঁযস্রাব, কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন অর্থাৎ চুলকানি থাকে এবং উহা প্রদাহ জন্য স্ফীত হয়, তবে "মার্কুরিযস্" প্রযোগ করিতে হইবে।

লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে কণ্ডুয়ন হইলে "নক্সভমিকা" ব্যবহারে সুফল দর্শে

উক্ত স্থান ক্ষত হইলে "থুজা" ব্যবহার করা যায়

লিঙ্গমুণ্ড আরক্তিম, স্ফীত ও শীতল হইলে "সল্ফার" প্রযোগ কর্ত্তব্য।

লিঙ্গবন্ধনের স্ফীতি ও টান এবং লিঙ্গমুণ্ডে অনবরত শরবেধনবৎ বেদনা থাকিলে "সেবাইনা" দিতে হইবে

আহারান্তে ডাবের জল পান প্রমেহ রোগের পক্ষে বড় উপকারী।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাবরোধ।—(১) কোন যান্ত্রিক প্রদাহ, (২) কোন যন্ত্রে ক্ষত, (৩) মূত্রপিণ্ড অথবা মূত্রাশযের পীড়া, (৪) বৃদ্ধাবস্থায় মূত্রাশয়ের গ্রীবার নিকটবর্ত্তী গ্রন্থির পীড়া জন্য এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা।—রোগী সমর্থ হইলে তাহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া গরম জলের গামলায় বসাইবে এবং সর্ব্বশরীর ফ্ল্যানেল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, কিম্বা তার্পিণ তৈল মাখাইয়া ফোমেণ্ট করিবে।

জরানুভব হইলে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা বা ৫ মিনিট অন্তর "য্যাকো-নাইট" অথবা "ক্যান্থারাইডিস্" প্রয়োগ করিবে।

জরবোধ না থাকিলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর 'নক্সভমিকা" ও "ক্যান্থারাই-ডিস্" দিতে হইবে

উপরোক্ত উপায়ে প্রস্রাব না হইলে শলাকা প্রয়োগ দ্বারা প্রস্রাব করাইতে হইবে

অসম্বৃত মূত্রবেগ।—অনেক সময় এরূপ হয় যে, মূত্রবেগ সম্বরণ করা রোগীর পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে ইচ্ছা ন থাকিলেও আপনা হইতে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে এরূপ পীড়া প্রায়ই বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—বৃদ্ধাবস্থার পীড়ায় "আর্শেনিক" ও "নক্সভমিকা" প্রয়োগ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় এরূপ হইলেও "নক্স-ভমিকা" প্রয়োগ করা যায়।

কখন কখন কাশি জন্য এই পীড়া হইতে দেখা যায়, এরূপ হইলে "পল্‌সেটিলা" দ্বারা উপকার দর্শে

বালক এবং যুবা ব্যক্তিদিগের এই পীড়া হইলে রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে "বেলেডোনা" এবং "ক্যাল্‌কেরিয়া" এক সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিলে পীড়া শান্তি হইবে। এই পীড়া ক্রিমিজন্য হইলে "সিনা" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

হাকিমীমতে প্রমেহাদি পীড়ার চিকিৎসা।

প্রমেহ।—প্রস্রাবের দ্বার দিয়া পূঁযের মত এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয় এবং জ্বালা ও বেদনা করে, বিশেষতঃ প্রস্রাব ত্যাগ করিবার সময় সেই জ্বালা অধিকতর বৃদ্ধি হয়, কোনমতে তাহা সহ্য হয় না। লিঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠে।

কারণ। অশুচী স্ত্রীগমনই ইহার প্রধান কারণ।

কাবাব চিনি চূর্ণ	...	...	...	১ মসা।
গঁদ	...	..	...	১ মাসা।

আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন ২ ৪ বার সেবন করাইবে

রোগের আরম্ভের সময় নিম্নোক্ত ঔষধ দ্বারা পিচ্‌কারী দিবে।

তুঁতে চূর্ণ	...	...	...	২ রতি
জল	...	...	...	১ ছটাক।

অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠিলে তাহার পশ্চাতে জোঁক বসাইবে এবং নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

বিটলবণ	...	...	...	১০ রতি।
সোরা	...	...	...	১০ রতি
রেউচিনি	...		...	১৬ রতি

একত্র চূর্ণ করতঃ অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত খাইতে দিবে।

কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে এরণ্ড তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাইতে দিবে।

ইহাতে ফল না দর্শিলে পুনর্ব্বার উক্ত প্রকারে পিচকারী দিবে পিচকারী দিবার জন্য উপায, যথা,—

ফট্‌কিরি	..	...	..	২ রতি।
জল	...	..	...	১ ছটাক।

একত্র মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গছিদ্রে পিচ্‌কারী দিবে।

ইন্দ্রবারুণী	...	..	..	২০ রতি।
শ্বেত তুঁতিয়া	...	...	...	১ রতি
পারদ চূর্ণ	...	..	...	১০ রতি

জলে মাড়িয়া ২টী বটী প্রস্তুত করিবে এবং সন্ধ্যাকালে দুইটী বটীই খাওয়াইয়া প্রাতঃকালে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাইতে দিবে। আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত তিন দিন অন্তর উক্ত প্রক্রিয়া করিবে।

কেবল পিচ্‌কারী দ্বারা এই রোগ প্রশমিত হইতে পারে, কখন বা উপরোক্ত বটীকা সেবনেও উপকার দর্শিতে পারে রোগ কঠিন হইলে উভয়বিধ প্রক্রিয়াই করিতে হইবে অধিক দিনের পীড়া হইলে

আরাম হওয়া কঠিন হয়; যদি ঔষধাদিতে আরাম না হয়, তবে নীচের লিখিত উপায় অবলম্বন করিবে

কাবাব চিনির তৈল	...	...	..	২০ ফোঁটা

এই মাত্রায় দিবসের মধ্যে ৩৪ বার খাওয়াইবে, পিচ্‌কারী মারিবে, আর মধ্যে মধ্যে অতি অল্প মাত্রায় তার্পিণ তৈল খাওয়াইবে। ইহাতে রোগী নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে

প্রমেহ পীড়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই তুল্য কিন্তু পুরুষের এই রোগ হইতে আর এক প্রকার পীড়া জন্মে, তাহাতেও পুঁযের ন্যায় বীর্য্যপাত হয় এই ব্যাধি স্ত্রীগমন দ্বারা হয় না, কেবল কামযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য জন্য হইয়া থাকে। ইহাতেও উপরিলিখিত ইন্দ্রবারুণীর বটীকা প্রয়োগ করিবে এবং শ্বেত তুঁতিয়া এক রতিতে অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া পিচ্‌কারি মারিবে

আর এক প্রকার প্রমেহ রোগ আছে, তাহাতেও পুঁযের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয় কিন্তু তাহাতে কোন বেদনা কিম্বা জ্বালা থাকে না প্রমেহ রোগ অনেক দিনের পুরাতন হইলে এরূপ পীড়া জন্মে

চিকিৎসা।—শলাকার উপরে পারা অথবা তার্পিণ তৈলের প্রলেপ মাখাইয়া দুই তিন বার লিঙ্গের ভিতর প্রবেশ করাইবে এবং নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে

কাবাব চিনি চূর্ণ	.	..	..	৪ রতি
লৌহ চূর্ণ	..	.	...	৪ রতি।
গঁদ	...	...	.	৪ রতি।
মিছরী		..	..	৪ রতি।
চ খড়ি	..	..		৪ রতি

একত্র মিলিত করিয়া ৩টী বটী প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সেবন করাইবে।

অন্য প্রকার প্রমেহ।—দিবসে কিম্বা রাত্রে শয়ন করিবার সময় শুক্রপাত হয়; এরূপ শুক্রপাত কখন মনের কামোদ্রেক হওয়া প্রযুক্ত, কখন বা বিনা কারণে হইয়া থাকে, তাহাতে শরীর ও মন দুর্ব্বল হয়

এই প্রকার রোগে কখন কখন মনুষ্যের জীবনহানি পর্য্যন্ত হইতে পারে যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত রোগে প্রাণনষ্ট না হয়, তবে উহা কর্ত্তৃক আরও অনেক সাংঘাতিক রোগ জন্মে, যাহাতে জীবনরক্ষা অসাধ্য হইয়া উঠে। উহা হইতে সাধারণতঃ উন্মাদ রোগ জন্মিতে পারে।

কারণ।—মনের অপবিত্রতা, অপবিত্র কর্ম্মের প্রশ্রয় দিলে, অথবা হস্তমৈথুন করিলে এই পীড়া প্রায় জন্মিতে পারে

চিকিৎসা।—মনকে সর্ব্বদা শুচি ও সচ্ছন্দ রাখিবে শরীর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, হস্তমৈথুন জন্য এই ব্যাধি জন্মিলে উক্তবিধ অসৎ পন্থা হইতে রোগীকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে উপদেশ দিবে বুঝাইয়া দিবে যে, তাহা না করিলে তাহার বহুমূল্য জীবনের অপচয় ঘটিবে

অল্প আহার করিতে দিবে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যেন অমিত-আহার জন্য অজীর্ণ দোষ না ঘটে দুগ্ধ, মাংস ও মসলাদি খাইতে দিবে না। কেবল যখন দৌর্ব্বল্য ঘটিবে, তখন উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন ক্ষুধা বিবেচনায় ঐ সকল দ্রব্য দিতে পারা যাইবে যাহাতে শরীর শীতল থাকে, তাহার উপায় করিবে এ অবস্থায় যেন শরীর বা মন কোন প্রকারে উত্তেজিত না হইতে পায় তৎপক্ষে সাবধান লইতে হইবে নিয়মিত শ্রম করিবার উপদেশ দিবে। অন্য কোন পরিশ্রম ব্যবস্থা না করিয়া প্রাতে ও সায়াহ্নে কিয়দ্দূর ভ্রমণ করিতে বলিবে, অর্থাৎ কোন মতে শরীরে আলস্য না জোটে। মানসিক চিন্তা করিতে একবারে নিষেধ করিয়া দিবে

অণ্ডকোষের নীচে হইতে গুহ্যদ্বারের নিকট পর্য্যন্ত ফোস্কাজনক মলম বসাইবে পরে,—

পারদ চূর্ণ	...	...	...	১ রতি
মুসব্বর	...	...	...	৪ রতি

জলে মর্দ্দন করিয়া দুইটী বটী করিবে এবং একবারে দুইটীই সেবন করাইবে আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি তিন দিন অন্তর এই প্রক্রিয়া

করিবে যাহাতে প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এমন ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ মৃদু বিরেচক ঔষধ দিবে

মূত্রাবরোধ।—এই রোগে তলপেট বেদনা করে, প্রস্রাব বন্ধ হয়, কখনবা বিন্দু বিন্দু পতিত হয়।

কারণ —মূত্রাশয়ের মুখ প্রদাহযুক্ত ও মূত্রনলি বন্ধ হয়, এই জন্য প্রস্রাব নির্গত হইতে পারে না

প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিলে অর্থাৎ যখন প্রস্রাব ত্যাগ করিবার বেগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কোন কারণে প্রস্রাব ত্যাগ ঘটিয়া উঠিল না, এরূপ হইলে মূত্রাশয় পূর্ণ হওয়া প্রযুক্ত তাহার শির সমুদায় সঙ্কুচিত হইতে পারে না, এজন্যও কখন কখন প্রস্রাব বন্ধ হয়

প্রস্রাবনলির দ্বারে পাথরি আটকাইলে কিম্বা ঘা হওয়ার জন্য পূঁয জমাট হইলে তাহাতেও মূত্রবন্ধ হয়

চিকিৎসা —গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া তাহা তলপেটে বাঁধিয়া দিবে এবং এক কলসী শীতল জল মস্তকে ঢালিয়া দিবে

ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক গরম জলের সহিত খাইতে দিবে, তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, পরে—

সোরা ..	১ তোলা
শন বীজ	০ তোলা।
কাঁজি .	অর্দ্ধ ছটাক

একত্রে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিবে, আর,—

সোরা ..	৫ রতি।
কাঁজি ..	১ তোলা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতি ঘণ্টায় সেবন করাইবে ইহাতে ৩ ৪ ঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব হইবে নিতান্ত না হয় তাহা হইলে শলা ব্যবহার করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে শিফ্‌লিস্‌ বা উপদংশ চিকিৎসা।

শৃঙ্গারকালে জননেন্দ্রিয়ের কোন না কোন স্থান দিয়া এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবেশ করে হাম, বসন্ত, আরক্ত জ্বর যেমন একপ্রকার বিষ হইতে উৎপন্ন, এই পীড়াও তদ্রূপ একপ্রকার বিশেষ বিষ হইতে যে উৎপন্ন হয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই

লক্ষণ —এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে ক্ষত প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে দুই তিন সপ্তাহ উহা গুপ্তভাবে থাকিতে পারে ঐ বিষ কখন প্রকাশ্যতঃ কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তখন লিঙ্গমুণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ দেখিতে পাওয়া যায় উহার চতুর্দ্দিক কঠিন এবং ঐ ব্রণ বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত প্রকাশ পায় ঐ ক্ষত হইতে পুঁয নির্গত না হইয়া একপ্রকার বিবর্ণ জলবৎ ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে দশ পনর দিন এইরূপে থাকিলে রোগীর আলস্যবোধ, উদ্যমহীনতা এবং জ্বরবোধ হয় কখন কখন জ্বরের সঙ্গে কম্প হইতে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে জ্বরের উপশম হইয়া থাকে, তজ্জন্য সবিরাম্‌ বা স্বল্পবিরাম জ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মে কখন কখন যকৃৎ ও পাকাশয়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়া ক্ষুধামান্দ্য, বিকৃতস্বাদ, জিহ্বা লেপযুক্ত, বমনেচ্ছা, উদরাময় ও শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। কখন সম্মুখ কপালে, কখন পশ্চাৎ কপালে, কখন সমস্ত গ্রীবাদেশে, কখন বা সমস্ত মস্তকে, কখন পঞ্চম যুগল স্নায়ুর ঊর্দ্ধ বা অধোশাখায় স্নায়বিক বেদনা হওয়ায় রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণানুভব করে। সচরাচর এই সকল লক্ষণ রাত্রিকালে বৃদ্ধি এবং প্রাতঃকালে উপশম হয়

দ্বিতীয়াবস্থায় ত্বকের উপরিভাগে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকানী হয় এই সকল কণ্ডু তাম্রবর্ণ ও চক্রাকার হইতে দেখা যায় প্রকৃত ক্ষত প্রকাশ হইবার প্রায় দেড় মাস পরে ইহারা প্রকাশিত হয় ত্বকের উপর কণ্ডু

বাহির হইবার কালে অথবা তাহার পূর্ব্বে কখন কখন মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত হইয়া থাকে কখন কখন চক্ষের পাতায় দৃঢ় ক্ষত হইতে দেখা যায়। নখ পুরু,নিম্নরেখাযুক্ত ও বক্র হয়। কণ্ডূ বাহির হইবার পূর্ব্বে কখন কখন মস্তক, নেত্র ও শ্মশ্রুর কেশ পতন হইতে দেখা যায় এই সময়ে প্রায় শরীরে জ্বরভাব, দৌর্ব্বল্য, মস্তকবেদনা, গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয় এরূপ অবস্থায় কখন কখন দুই মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়।

তৃতীয়াবস্থা ২। ৩ মাস হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে পারে রোগী সুস্থাবস্থায় থাকাতে মনে করে যে, নীরোগ হইয়াছে, কিন্তু কখন কখন এই অবস্থায় জিহ্বা, ওষ্ঠ ও হস্তপদাদিতে নানা প্রকার ক্ষত হইয়া থাকে

চতুর্থাবস্থা কতকাল অবস্থিতি করে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই অবস্থার সাধারণ লক্ষণ—মুখগহ্বরে, গলাভ্যন্তরে ও ত্বকে নানা প্রকার অসমাকৃতি ক্ষত, পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি গলাভ্যন্তরিক যন্ত্রের পীড়া ইত্যাদি হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য অধিকতর সাংঘাতিক রোগান্তর প্রাপ্ত হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করিতে পারে

চিকিৎসা।—এই রোগে পারদ ব্যবহারসম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয় ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন, অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে যদিও রোগোপশম হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ কালবিলম্ব ঘটে, এবং সেই কালবিলম্ব হইলে অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পারে; এজন্য সত্বর পীড়া শান্তি করিতে হইলেযে পারদ নিতান্ত প্রয়োজনীয়,ইহা সকলেই স্বীকার করেন পারদ নিম্নোক্ত তিন প্রকার ব্যবহার করা যাইতে পারে। পারদের বটিকা বা ব্লুপিল, * ক্যালোমেল্‌ বা করোসিভ সব্লিমেট সেবন, পারদঘটিত মলম গাত্রে মর্দ্দন, বা পারদযুক্ত বাস্পাভিষেক গ্রহণ শৈশ-

---

* ব্লু পিল্‌।—পারা ২ ভাগ, কন্‌ফেক্সন্‌ অফ্‌ রোজ ৩ ভাগ, জ্যেষ্ঠমধু চূর্ণ ১ ভাগ

ব্যবস্থায় পারদঘটিত মলম গাত্রে মর্দ্দন করাই সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। এক বা দুই ড্রাম পরিমাণে পারদের মলম প্রতিদিন মর্দ্দন করিলেই দন্ত মাড়ি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইতে পারে পারদের বাষ্পাভিষেক করিতে হইলে প্রথমে ২ ৩ দিন প্রত্যহ, পরে সপ্তাহে দুইবার ব্যবহার করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় পারদ সেবন প্রণালী কয়েকটী নিম্নে বিবৃত হইতেছে

হাইড্রার্জ্জ বাই কম ক্রিটা	..	৫ গ্রেণ
পল্ভ্‌রিস্ ইপিক্যাক্ কম ওপিয়াই	..	৫ গ্রেণ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ ১০ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হইবে।

পিলিউলা ক্যালোমেলাস্ কম্পজিটা	...	৫ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই	...	২ গ্রেণ।

জলে মর্দ্দন করিয়া এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক একটী প্রয়োগ করিবে এই বটিকাকে "কম্পাউণ্ড ক্যালোমেল পিল্" বলে

হাইড্রার্জ্জিবাই আইওডাইড রিবাইড ...	..	১২ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট লিউপুলি	... ..	৬০ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই	...	২—৫ গ্রেণ

জলে মাড়িয়া ২৪টী বটী প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিদিন ২ ৪টী সেবন করিতে দিবে

হাইড্রার্জ্জিবাই আইওডাইড রিবাইড	.	৬ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট কনিয়াই	...	৬০ গ্রেণ

জলে মর্দ্দন করিয়া ৬টী বটীকা প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিরাত্রে শয়নকালে এক একটী খাইতে দিবে

ক্ষত নিবারণ জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পটাসি আইওডাইড	.. ...	৩০—১২০গ্রেণ।
সিসবিং	... ..	২ আং।
টীং য়্যাকোনাইটি	.. ..	২২ বিন্দু।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	... ...	১ ২ ড্রাম

সাক্সি টেব্যাক্সি . . ৫ ই ড্রাম।
ডিককশন সারসা কম্পোজিটী . . ... ৭ ই আং

ছয় মাত্রা। দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপদংশে নিম্নোক্ত ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

হাইড্রার্জিরাই আইওডাইড ভিরাইড ... ... ২ গ্রেণ
একষ্ট্রাক্টী ওপিয়াই . . ১ গ্রেণ
একষ্ট্রাকৃটী হায়েসায়েমী ... . . ৬ গ্রেণ

দুইটী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিদিন রাত্রি ১১ টার সময় যখন শয়ন করিতে যাইবে, সেই সময় একটী খাইতে দিবে

আহারের পূর্ব্বে সুগন্ধি জলের সহিত ৩—১০ গ্রেণ মাত্রায় আইওডাইড অফ পটাসিয়ম ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকর, কিন্তু অধিক দিন সেবনে ছর্দ্দি, কাশি, অন্ত্রের উত্তেজন ইত্যাদি অহিতকর ব্যাপার ঘটিতে থাকে তাহা হইতে আরম্ভ করিলেই উহার ব্যবহারে ক্ষান্ত থাকিবে

মুখগহ্বরের ক্ষত এবং মুখের লালা নিঃসরণ করিতে হইলে ক্লোরেট অফ পটাশ পারদের সহিত ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

গাত্রে চাকা চাকা দাগ হইলে তৎপ্রতিকারার্থ,—

হাইড্রার্জিরাই ব্রোমাইডি ... ই গ্রেণ
একষ্ট্রাকৃটী সারসা লিকুইড ... . ১ ই ড্রাম
ডিকক্ট সারসা কম্পজিটী ... . ১ ই আং

প্রতিদিন তিনবার সেবন করাইতে হইবে

গাত্রবেদনা, নিদ্রাভাব এবং সাধারণ উত্তেজন নিবারণার্থ আফিম ব্যবহার করিবে

এই রোগে নানা প্রকার লোশন ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সকল লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিতে হয়। নিম্নে কয়েকটী লোশন প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইল

লাইম ওয়াটর ... . . ১ আউন্স
ক্যালোমেল্ . . . ৫ গ্রেণ।

নেকড়ায় ভিজাইয়া ক্ষত স্থানের উপর দিতে হইবে

হাইডার্জিরাই কবোসিভী সব্লিমেটী ... .. ৪—৬ গ্রেণ।

য়্যাকোয়া ডিষ্টিলেটী ... ... ২ ½ আং

উপরোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করিবে

পথ্য —প্রথম ক্ষত অবস্থায় উষ্ণ দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থায় শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইলে পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক পথ্য দিবে এ অবস্থায় মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ প্রভৃতি সুপথ্য বলা যাইতে পারে। গরম কাপড় যথা —ফ্ল্যানেল, বনাত প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা শরীর আবৃত রাখা কর্ত্তব্য .উষ্ণজলে স্নান এবং বাস্পাভিষেক দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণার বিশেষ শান্তি হইবার সম্ভাবনা

বৈদ্যকে উপদংশ চিকিৎসা।

উপদংশের কারণ ও প্রকারভেদ। লিঙ্গানলে হস্তের আঘাত, অনুরাগবশতঃ স্ত্রীকর্ত্তৃক নখবিদ্ধ ও দংশিত, লিঙ্গানল অপবিত্র, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, যোনিদোষ, এবং ক্ষার ও উষ্ণজলে লিঙ্গানল প্রক্ষালন করিলে উপদংশ অর্থাৎ গরমি রোগ জন্মায়।

বাতজ উপদংশের লক্ষণ।—বায়ুজনিত উপদংশ রোগে লিঙ্গনলের অগ্রভাগে, বেষ্টনচর্ম্মের নীচে, উন্নত মাংসবেষ্টনের নিম্ন প্রদেশে অথবা উপরে নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত স্ফোটক অর্থাৎ ফুস্কুড়ি জন্মে এবং লিঙ্গনলি কম্পিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—শুদ্ধ পারা, বঙ্গভস্ম শ্বেত খদির, হরীতকী ভস্ম, কোমল কদলী ফুল ভস্ম, সুপারী ভস্ম, প্রত্যেক ১ তোলা, হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে, পদ্মকাষ্ঠ, সরল কাষ্ঠ, শ্বেত চন্দন, রক্তচন্দন, দেব-

দারু, রক্তকাষ্ঠ, নাগেশ্বর কাষ্ঠ, প্রত্যেক ১ মাসা এই সমস্ত একত্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা আমরুলের রস, তুলসী পত্রের রস, পুরাতন গুড় ও ঘৃতের সহিত মাড়িয়া ৬টি গুলি প্রস্তুত করিবে।

ধূম গ্রহণের নিয়ম।—রোগীর মুখ, নাসিকা ও কর্ণ ভিন্ন অপর সমস্ত গাত্র শুক্ল বস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহার মধ্যে সরাতে নির্ধূম অগ্নির অঙ্গার রাখিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত একটী গুলি নিক্ষেপ করিবে পীড়া বৃদ্ধি হইলে ২টী হইতে ৪টী পর্য্যন্ত গুলির ধূম গ্রহণ কর্ত্তব্য ভ পরা লাওয়া শেষ হইলে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা ঘর্ম্ম মুছিয়া ফেলিবে তিন দিন এই রূপ করিলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে ঐ তিন দিন দিবসের পর উষ্ণজলে স্নান করিবে এক মাস অতি সাবধানে থাকিবে শাক, অম্ল, দধি, গুরু অন্ন, পায়স, প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে কুপথ্য।

রস গুগ্‌গুল্।—পাতন যন্ত্র শোধিত পারা ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি শোধিত মহিষাক্ষ গুগ্‌গুল্ ৪০০ রতি, ঘৃত ১০০ রতি, এই সমুদায় একত্রে উত্তমরূপে মাড়িয়া ২০ টী বটিকা প্রস্তুত করিবে প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ ৩টী করিয়া, চতুর্থ দিবস হইতে ১টী করিয়া সেবনীয়; ১৪ দিনে সমুদয় ঔষধ শেষ হইবে

পথ্য। প্রথম দিবসে পাদাংশ, দ্বিতীয় দিবসে অর্দ্ধেক, তৃতীয় দিবসে পাদোন অর্থাৎ ৸৹ আনা পরিমাণে আহার কর্ত্তব্য গুড়যুক্ত ব্যঞ্জন ও মসুর ডাইলের যূস, শাকের মধ্যে পুনর্ণবা এবং পলতা, তিক্তপত্রী অর্থাৎ কাঁকরোল, গোক্ষুরী, পুটপত্রী, কুলেখাড়া এই সমস্ত ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিবে লবণ নিষিদ্ধ, ইহার পরিবর্ত্তে চিনি এবং বাটনার পরিবর্ত্তে ধনের বাটনা ব্যবহার করিবে অন্যান্য মসলার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণজীর, হিঙ্গু, জীরা ব্যবহার্য্য ভৈরবরসোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবে

পিত্তজ উপদংশের লক্ষণ —পিত্তজনিত উপদংশে লিঙ্গনালের অগ্রভাগে পূর্ব্বোক্ত স্থানে ক্লেদযুক্ত পীতবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং ইহা জ্বালা করে

চিকিৎসা —ঘৃত ৪সের, ক্বাথার্থ—চিরাত, নিমপত্র, ত্রিফলা, পটোল

পত্র, করঞ্জবীজ, জ তীপত্র, খদিবকাষ্ঠ, অসনছ ল,প্রত্যেক ১ সেব অর্থাৎ সমুদয়ে ৮ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব কল্কার্থ পূর্ব্বোক্ত কাথ দ্রব্য প্রত্যেক ১ পল, অর্থাৎ সমুদায় ১ সেব ইহাব নাম "ভূনিম্বাদ্য ঘৃত "

অগারধূমাদ্য তৈল।—তৈল ৪ সেব, কল্কদ্রব্য গৃহেব ঝুল ১ পল ১কর্ষ ৫ মাসা ৩ রতি, হবিদ্রা ২ পল ২ কর্ষ ১০ মাসা ৬ রতি, মদ্য বীজ ৪ প' জল ১৬ সেব

রক্তজ উপদংশের লক্ষণ।—বক্তজনিত উপদংশে লিঙ্গনালেব অগ্রভাগে বেষ্টনচর্ম্মেব নীচে, উন্নত মাংসবেষ্টনেব নিম্নপ্রদেশে অথবা উপবে মাংসেব বর্ণযুক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক জন্মে এবং উহা হইতে রক্তস্রাব হয় অপব পিত্তজ উপদংশেব সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা।—পারা ২ রতি, অহিফেন ১২ রতি; এই দুই দ্রব্য লৌহপাত্রে নিম্বদণ্ডদ্বাবা তুলসী পত্রেব বসে মাড়িয়া ইহাব সহিত হিঙ্গুল ২ রতি মিশাইয়া পুনবায় তুলসীব রসে মাড়িবে পবে জয়ত্রী, জায়ফল, খোবাসানি, যমানী আকবকবা, প্রত্যেকে ৩২ রতি ইহাদেব দ্বিগুণ খদিব উহ ব সহিত সংযুক্ত কবিয়া তুলসীব বসে মাড়িয়া চণক প্রমাণ বটী কবিবে প্রত্যহ সায়ংকালে দুইটী কবিয়া সেবন কবিবে ইহাব নাম "বস শেখর "

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —প্রত্যহ ত্রিফলাব কাথে অথবা ভীমরাজেব বসে ক্ষত ধৌত কবিবে

কটাহ অথবা নূতন হাঁড়িব মধ্যে হবিতকী, আমলকী, বহেড়া সমভাগে বাখিয়া উহাতে সবা ঢাকা দিয়া নীচে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে কিয়ৎক্ষণ পবে ঐ সমস্ত ভস্ম হইলে, ঐ ভস্ম লইয়া মধুব সহিত মিশাইয়া উপদংশীয় ক্ষতে প্রলেপ দিবে

শিরীষ ছাল কিম্বা হবিতকী পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ বসাঞ্জন সংযুক্ত কবিয়া বা মধু ও বসাঞ্জন একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিবে

কফজ উপদংশেব লক্ষণ।—কফজনিত উপদংশে লিঙ্গনালেব অগ্রভাগেব পূর্ব্বোক্ত স্থানে যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহ হইতে গাঢ়

পুঁজস্রাব হয় এবং লিঙ্গন ল অত্যন্ত স্ফীত ও প্রস্রাবের সহিত শুক্রস্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ—করঞ্জবীজ নিম্বপত্র, অর্জ্জুন ছাল, শালছাল, জামছাল, বট,যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুর, বেত, ইহাদের প্রত্যেকের ছাল, এই সমস্ত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ দ্রব্য সকল মিলিত ১ সের ইহার নাম "করঞ্জাদ্য ঘৃত।'

রসভৈরব।—শোধিত পারা ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি,এই উভয় দ্রব্য লৌহপাত্রে নিম্বদণ্ড দ্বারা ১ প্রহর মাড়িয়া ১০০ রতি খদির দিয়া মাড়িয়া কাজলের ন্যায় করিয়া ২০ টী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বটী গুলি গোধূম চূর্ণের সহিত রাখিবে। উপদংশের বিষজন্য গাত্রে সমুদয় ব্রণ নিঃশেষ হইয়া নির্গত হইলে ঔষধ সেবন করিবে প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ ৩টী করিয়া সেবন করিবে চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যহ এক একটী করিয়া সেব্য। ১৪ দিনে বটিকা শেষ হইবে ও রোগের শান্তি হইবে,

পথ্য।—চিনি ও অল্প ঘৃতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন, জলপান বা জলস্পর্শ একবারে নিষিদ্ধ অসহ্য তৃষ্ণা হইলে ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বারা নিবারণ করিবে মলত্যাগান্তে উষ্ণ জল দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র দিয়া গুহ্যদেশ মুছিবে। বায়ু, রৌদ্র, অগ্নি-তাপ একবারে বর্জ্জনীয়

বর্ষা বা শীত ঋতুই ঔষধ সেবনের উপযুক্ত কাল। ইহাতে যদি মুখ-রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদুপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। পরিশ্রম, পথ-পর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ আবশ্যক। ইহাতে কফনাশক অথবা বায়ু ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয় বিধান করিবে লবণ,অম্ল, দিবানিদ্রা, স্ত্রীলোকের মুখ-দর্শন নিষিদ্ধ। এইরূপে ১৪ দিন গত হইলে উষ্ণ জলে স্নান ও জাঙ্গল মাংসের যূষ ব্যবস্থেয়। রোগী প্রকৃতস্থ না হইলে ব্যায়া-মাদি করিবে না নিয়মের অনুবর্ত্তী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঔষধ সেবনীয়।

ত্রিদোষজ উপদংশের লক্ষণ —ত্রিদোষজনিত উপদংশে লিঙ্গনালের অগ্রভাগে, চর্ম্মের নীচে মাংসপিণ্ডে যে স্ফোটক হয়, তাহাতে বাতজ, পিত্তজ, কফজ স্ফোটকের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়

চিকিৎসা।—খর্পর বা লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা বিষতিন্দু ঘর্ষণ করিবেক, পরে ক্রমান্বয়ে সিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, পারা সমুদায় ঘর্ষণ করিয়া একত্রীভূত করিবে ইহা দ্বারা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে ঐ প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহার উপরিভাগেই পুনর্ব্বার প্রলেপ দিবে, শুষ্ক প্রলেপ তুলিবে না। এক শুষ্ক হইলে অপর দিবে, এইরূপ পুনঃপুনঃ করিলে রোগের শান্তি হয়।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —শুষ্ক বাবলা পত্র, শুষ্ক দাড়িম ফলের ছাল, বা মানুষের অস্থি চূর্ণ করিয়া উপদংশে লাগাইবে করবীর মূল দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশ ভাল হয়

জয়ন্তী, জাতী, করবী আকন্দ বা সোঁদাল ইহাদের পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশের ক্ষত ধৌত করিবে

অসাধ্য লক্ষণ।—উপদংশ রোগে যাহার সমস্ত লিঙ্গনাল ক্রিমি অর্থাৎ কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া অণ্ডকোষমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার সেই উপদংশ আরোগ্য হইবে না।

মৃত্যুলক্ষণ।—যে ব্যক্তি উপদংশ রোগ উৎপন্নমাত্রে চিকিৎসিত না হইয়া স্ত্রীসংসর্গে রত থাকে, তাহার লিঙ্গে শোথ ও জ্বালা উপস্থিত হয় এবং লিঙ্গনালের অগ্রভাগে, আবরণচর্ম্মের নীচে মাংসপিণ্ডে যে স্ফোটক জন্মায়, সেই স্ফোটক পাকিয়া ক্ষত হয়, এবং ঐ ক্ষতে কীট জন্মিয়া লিঙ্গনাল ক্ষয় করিয়া রোগীর প্রাণনাশ করে

লিঙ্গবর্ত্তির লক্ষণ।—অঙ্কুরের ন্যায় ঈষৎ দীর্ঘ উপর্য্যুপরি স্থিত ও পিচ্ছিল যে মাংসজাল লিঙ্গনালে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কুক্কুটের শিখার ন্যায় হইয়া অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে, সন্ধিতে অথবা পূর্ব্ব সন্ধিতে প্রবেশ করে, তাহাকে লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শ বলে

হোমিওপ্যাথিকে উপদংশ চিকিৎসা।

জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত হইলেই তাহাকে উপদংশ কহে অনেকে উপদংশ রোগ গোপনে আরাম করিবার অভিলাষে কাহারও উপদেশ না লইয়া তাড়াতাড়ি কষ্টিক দিয়া ঘা পোড়াইয়া দেন, তাহাতে কুফল ব্যতীত সুফল ফলে না। সাধারণ জ্ঞানে এই টুকু বুঝিতে হইবে যে, যে বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এই ব্যাধির উৎপাদন করিয়াছে, উপরের একটু ত্বক দগ্ধ করিলে আদি কারণ এককালে নষ্ট হওয়া কতদূর সঙ্গত! যদিও অ্যালোপ্যাথিকে মার্করী সেবনে রোগীর পরিণামফল বড় মন্দ হয়, নানা প্রকারে কষ্টভোগ করিতে হয়, কিন্তু হোমিওপ্যাথিকের "মার্কুরিয়াস" ব্যবহারে সে সকল আশঙ্কা কিছুমাত্র থাকে না।

পুঁযযুক্ত বিস্তৃত ক্ষত থাকিলে এবং বিছানায় চর্ব্বির ন্যায় দাগ হইলে "মার্কফরস" বড় উপকারী

পারদ হইতে যখন কোন উপকার না দর্শে, তখন "সিনাবারিশ" প্রয়োগ করিলে খুব ভাল ফললাভ হয়।

যে সকল ঘায়ের কিনারা উচ্চ, এবং প্রায়ই যাহাদের হইতে রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল স্থলে "য়্যাসিড নাইট্রিক" প্রায় "মার্কুরিয়সের" কার্য্য করে

কখন পুরুষাঙ্গ ফুলিয়া উঠে এবং গায়ে চাকা চাকা দাগ বা পিলপিলার ন্যায় বাহির হয়, তখন 'য়্যাকোনাইট' ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

যখন ঘায়ের কিনারা খুব কঠিন এবং সামান্য আঘাতে রক্তপাত হয় ও তাহা হইতে পাতলা পুঁয বহির্গত হইতে থাকে, তখন 'আর্সেনিকম' বড় উপকার দেয়।

যখন পুঁয খুব বেশী পরিমাণে নির্গত হয়, ঐ পুঁয দুর্গন্ধযুক্ত, রক্ত

মিশ্রিত অথচ পাতলা এবং ক্ষত উত্তেজিত থাকে, তখন "সিলিসিয়া" প্রয়োগ করিবে

ছোট ছোট ক্ষত হইলে যখন ঐ ক্ষত সকলের ধার পুঁযযুক্ত ও ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন 'আর্জেণ্ট নাইট' প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ক্ষত পুঁযপূর্ণ থাকিলে এই ঔষধটি অত্যন্ত উপকারী বলিয়া বিশ্বাস হয়।

অন্য কোন রোগে অসুস্থ থাকিবার কালে ক্ষত হইলে "সল্‌ফার" বড় উপকারী। যখন ক্ষত অত্যন্ত অধিক হয়, তখনও এই ঔষধে বিলক্ষণ কার্য্য করে

বিস্তৃত ক্ষত সমুদায়ে এই ঔষধটী অত্যন্ত ফলপ্রদ জানিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের এই পীড়ায় পুঁয থাকিলে 'আর্শেনিক" ও "কষ্টিকম" ব্যবহার্য্য

রক্ত পড়িতে থাকিলে "কার্ব্বোভেজ",' হিপার সল্‌ফার" প্রযোজ্য।

অগ্নিদাহের ন্যায় যাতনা থাকিলে"অ্যাসিড্যাসিক" দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

পুরুষাঙ্গে গভীর ক্ষত হইলে "মার্কিউরিয়স্" দিবে

লোহিত বর্ণ কিনারাযুক্ত বিস্তৃত ক্ষত হইলে"থুজা"উপকারী বলিয়া গণ্য

ক্ষতের কিনারা কাঁচা মাংসের মত হইলে "মার্কুরিয়াস" প্রয়োগ করিতে হইবে

কিনারা উচ্চ হইলে 'আইওডিয়ম" ব্যবহার করিবে

কিনারা কঠিন এবং ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলে "আর্শেনিকম্" দিবে।

ক্ষত জলীয় পুঁযবিশিষ্ট হইলে "আর্শেনিক" দিতে হইবে।

হাকিমীমতে উপদংশ চিকিৎসা।

উপদংশ রোগে প্রস্রাবদ্বারে কিম্বা তাহার নিকটে ঘা হয়, জ্বালা করে, কাহার বা জ্বালা হয় না, কখন কখন ফুলিয়া উঠে, বেদনা করে, লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টনের পশ্চাতেও ঘা হয়।

কারণ।—উপদংশরোগাক্রান্ত রোগীর সহবাসে থাকিলে এই রোগ জন্মে, কিম্বা তাহার পূঁয কোন প্রকারে অন্যের শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলে এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রথম চারি দিবসের মধ্যে চিকিৎসা করিলে আর বৃদ্ধি হয় না, রোগ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। যদি চারি দিন মধ্যে চিকিৎসা না হয়, তবে উপদংশ রোগের বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তখন আর শীঘ্র ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকে না প্রথমতঃ পারদ চূর্ণ ৪ মাসা ছয় ভাগ করিয়া প্রত্যহ এক এক ভাগ খাওয়াইবে যদি রোগ কঠিন বোধ হয়, তবে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার খাওয়াইবে। ইহাতে দন্তমাড়ী স্ফীত ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকিলে নিম্নোক্ত বিরেচক ঔষধ দিবে।

বিট লবণ	...		...	১০ রতি।
সোরা	...	...	...	১০ রতি
বেউচিনি	...	...		১৬ রতি।

এই তিন দ্রব্য চূর্ণ করত অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সন্ধ্যাকালে খাইতে দিবে। ইহাতে যদি কোষ্ঠ খোলসা না হয়, তবে প্রাতঃকালে ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাওয়াইবে ইহাতে নিশ্চয়ই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে

অন্য উপায়।

পারদ চূর্ণ	...	...	৩ রতি।

ছয়ভাগ করিয়া ছয় দিবসে সেবন করাইবে যে সময়ে মুখ আসিবে, সেই সময়ে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিবে।

জোলাপ	..	..	..	৫ রতি
অনন্তমূলচূর্ণ	.	...	...	৫ রতি

অর্দ্ধ ছটাক জলে গুলিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে এবং মুখের রক্ত ও লালাস্রাব বন্ধ হইবে

এরূপে মুখে লালা ও রক্তাদিস্রাব কোন বিশেষ উপকারক নহে। কারণ,পারা খাইতে খাইতে যখন ক্লেদে শরীর পরিপূর্ণ হয়, তখন উহা মুখ ও দন্তমাড়ি দিয়া নির্গত হইতে থাকে অতএব দন্তমূলে বেদনা হইতে আরম্ভ করিলেই উপরোক্ত জোলাপ দিবে

আর যদি উপরোক্ত প্রকারে ক্লেদ নির্গমন বন্ধ হইয়া আবার ঐরূপে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত জোলাপ দিবে অথবা লেবুর রসে, তেঁতুলের সরবতে,কিম্বা ফট্‌কিরির জলে বারম্বার কুল্‌কুচা করিলে ক্লেদ নির্গম বন্ধ হইবে

এই রোগ বিনা চিকিৎসায় অধিক দিন রাখিলে অথবা চিকিৎসা দ্বারা কোন ফল না পাইলে, সন্ধিস্থল সকল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়, কখন কখন নাসিকার অস্থি ক্ষয় হইয়া তালুতে ছিদ্র হয়, অথবা অন্য প্রকারে শরীরের নানা স্থানে ক্ষত হইতে থাকে ঐ সকল ক্ষত শুকাইবার জন্য ঘায়ে পারার প্রলেপ মাখাইবে এবং পারা খাইতে দিবে তাহাতে উপকার না দর্শিলে সাসিফ্রাস্ তৈল ৫বিন্দু পরিমাণে দিবসের মধ্যে তিনবার খাওয়াইবে।

অন্য প্রকার।

সালসা		.	৩ মাস।
জল	..	..	১ সের

সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইবে, এবং সেই জল প্রত্যহ ক্যালোমেল্ সেবনের পর ১ ছটাক পরিমাণে খাওয়াইবে

অন্য উপায়।

সালসা	১৪ মাসা
গোয়াকম	৫ মাসা
সাসিফ্রাস্ তৈল	২০০ ফোঁটা
জৈষ্ঠমধু	১ ছটাক

প্রথমে জৈষ্ঠমধু, গোয়াকম ও সালসা দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পরে সাসিফ্রাস্ তৈল একটু সরাবের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ কাথে দিবে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক ছটাক পরিমাণে খাওয়াইবে

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে ধ্বজভঙ্গ চিকিৎসা।

এই ব্যাধি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইতে পারে ইহাতে রতিশক্তি একবারে থাকেনা মানসিক চিন্তা, অত্যধিক পরিমাণে এবং অযথা-রূপে ইন্দ্রিয়পরিচালনা, উদ্যমভঙ্গ, মনঃকষ্ট, শোক-দ্বেষাদি প্রবল রিপু-পরবশতা, অতিশয় আশক্তি ক্ষোভ ইত্যাদি ইহার বলবৎ কারণ এই সকল কারণে ধ্বজভঙ্গ রোগ হইলে রোগী আরোগ্য হইবার প্রত্যাশা করা যায়।

জ্বর অথবা অন্য কোন ব্যাধিজন্য রোগী প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ না করা বা পূর্ব্ববল লাভ না করা পর্য্যন্ত রতিশক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু বল-কারক ঔষধ—নক্সভমিকা, ক্যান্থারাইডিস্, ইণ্ডিয়ান হেম্প, হাইপো-ফসফাইট অফ লাইম, অথবা শেডা সেবনে কিম্বা সমুদ্রজলে স্নান, পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, উত্তেজক লিনিমেণ্ট মর্দ্দন, এবং তড়িত প্রয়োগ দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে

মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত, উচ্চস্থান হইতে পতন, অন্য কোন গুরুতর আঘাত কর্তৃক এই পীড়া জন্মিলে প্রায়ই তাহাতে আরোগ্য হয় না মেরুদণ্ডে আঘাত বা তাহার কোন পীড়া জন্য হইলে শুক্রপাত এবং কামশক্তি হইলেও সহবাসের সামর্থ থাকে না। অতিরিক্ত তামাকু সেবন জন্য পরিপাকশক্তির হানি, স্নায়ু এবং পেশীসম্বন্ধীয় ক্রিয়াবিকৃতি হইতে, জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার অর্থাৎ অতিরিক্ত এবং অনিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবা, মূত্রপিণ্ডে ক্ষত, মূত্রাশয়ের উত্তেজন প্রভৃতি কারণেও এই ব্যাধি জন্মে।

চিকিৎসা।—যাহাতে শুক্র ধাতুর বৃদ্ধি ও গাঢ়ত্ব জন্মে এরূপ উপায় করিতে হইবে

কুইনি সল্‌ফেটিস্	..	..	১৮ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট নক্সভমিকা		.	৩ ৬ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শন্	..	..	৩৫ গ্রেণ

বারটী বটী প্রস্তুত করিয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক একটী সেবন করিতে দিবে

ফেরিয়েট য্যামোনিয়াই ট্রাটিস্	..	..	২০ গ্রেণ।
লাইকর ষ্ট্রীক্‌নিয়া		.	½ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ কোয়াসিয়া	.	..	৪ আং

চারি মাত্রা এক আউন্স মাত্রায় দিবসে দুইবার খাইতে দিবে

কডলিবার অয়েল	...	..	২ ড্রাম।
সিরপ ফেরি আইওডাইড়	..	.	২০ বিন্দু
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	..	...	১ আং

এক মাত্রা এইরূপ এক এক মাত্রা প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করাইবে

পথ্য।—মাংসের ঝোল, রুটী, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, সদ্য প্রস্তুত মিঠাই, খাজা প্রভৃতি ছানার দ্রব্য দেওয়া অব্যবস্থা,—পরিপাকশক্তির প্রখরতা থাকিলে অল্প পরিমাণে দিবার হানি নাই।

দিবা নিদ্রা, অতিভোজন, উষ্ণ বায়ু সেবন ইত্যাদি নিষিদ্ধ সর্ব্বদা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা,পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার কর্ত্তব্য মানসিক চিন্তা একবারে পরিহার করিতে হইবে

বৈদ্যকে ধ্বজভঙ্গ চিকিৎসা।

ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ ও প্রকারভেদ —রতিশক্তি-অশক্ত পুরুষকে ক্লীব কহে এবং এই শক্তিহীনতার নাম ক্লীবতা ক্লীবতা সাত প্রকার, প্রত্যেকের লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে

ভয়শোকাদি কারণে ও অন্যান্য নানা প্রকার অহৃদ্য হেতু রমনোৎসুক ব্যক্তির মন ব্যাহত হইলে শিশ্ন পতিত হয়, উহার উন্নমন শক্তি থাকে না সেইরূপ বিদ্বেষভাজন স্ত্রীসঙ্গমেও ক্লীবত্ব উপস্থিত হয়; ইহার নাম মানসিক ক্লীবত্ব

কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণ দ্রব্য অপরিমিত ভোজন করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া শুক্রক্ষয় এবং তন্নিমিত্ত ক্লীবত্ব উপস্থিত হয় ইহার নাম পিত্তজ ক্লীবত্ব।

যে ব্যক্তি অধিক স্ত্রীসঙ্গমাশক্ত, কিন্তু বাজিকর ঔষধাদি সেবন করে না, তাহার ধাতুক্ষয় জন্য ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মে

মহালিঙ্গ রোগজন্য ক্লীবত্ব জন্মে

বীর্য্যবাহী শিরা ছিন্ন হইয়া ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপাদন করে

কামোদ্রেকবশতঃ সঞ্চালিত চিত্ত বলবান ব্যক্তির মৈথুনবিরুদ্ধ হইলে শুক্রস্তম্ভ জন্য ক্লীবত্ব উৎপন্ন হয়

জন্মাবধি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সহজ ক্লীবত্ব কহে

মর্ম্মচ্ছেদ জন্য যে ক্লীবত এবং সহজ ক্লীবতা অসাধ্য, অর্থাৎ বীর্য্যবাহী শিরা ছিন্নজন্য ও শেষোক্ত ক্লীবতা অসাধ্য

চিকিৎসা —ঘৃত ৪ সের, কাথ দ্রব্য ছাগ মাংস ১২॥০ সের জল

৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা ১২০ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের মূর্চ্ছার্থ কুম্‌কুম্ ৪ তোলা কল্কার্থ বেড়েলা মূল, গোধুম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু ধন্যা, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, মৃণালাভি, আলকুশী বীজ, মেদ মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠ, তগর পাদুকা তালীশ পত্র এলাইচ, তেজপত্র, গুড়ত্বক, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, সবলকণ্ঠ, জয়ত্রী, ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্ত মূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ডুম্বর, প্রত্যেক ২ তোলা পাকান্তে ঘৃত শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ১ সের চিনি মিশাইবে মাত্রা ২ তোলা অনুপান উষ্ণ জল ইহার নাম "অমৃতপ্রাশ ঘৃত।"

শ্রীমদনানন্দ মোদক। পারা, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিপ্পলী, মরিচ, জয়ত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টি মধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটী, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাঁকড়া শৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, গুড়ত্বক, ধন্যা, গজপিপ্পলী, শঠী, বালা, মুথা, গন্ধভাদুলে, ভুমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আল্‌কুশীবীজ, গোক্ষুর বীজ, বিদ্ধড়ক-বীজ, সিদ্ধিবীজ, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ শতমূলীর রসে মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে এই সমস্ত চূর্ণের এক চতুর্থাংশ শিমুলমূল চূর্ণ, শিমুলমূল সহিত সমুদয় চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ, সমুদয় একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি ছাগদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে যথাসময়ে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে পরে গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, ত্রিকটু, এই সমুদয়ের কিছু কিছু গুঁড়া ঘৃত ও মধু মিশাইয়া মোদক বান্ধিবে, অনুপান গব্যদুগ্ধ ও চিনি ঔষধ সন্ধ্যাকালে সেবনীয়

কামিনী দর্পণ —পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ধুতরার বীজ চূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া

ধুতুরার তৈলে মাড়িবে। মাত্রা ২ রতি অনুপান চিনি ইহা সেবনে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণ পত্র ১ পল, শোধিত পারা ৮ পল, উভয়কে উত্তমরূপে মাড়িবে, ইহার সহিত ১৬ পল গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলী করিবে রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া সমতলবোতলের মধ্যে রাখিয়া এক খণ্ড খড়ি দ্বারা মুখবন্ধ করিবে ঐ বোতলকে বালুকাপূর্ণ হাঁড়ির ভিতর ঊর্দ্ধমুখে বসাইয়া গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ করিবে অনন্তর ক্রমাগত ৩ দিন জ্বাল দিবে ইহাতে বোতলের অন্তর্ভাগে যে সমস্ত ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে ঐ সংলগ্ন পদার্থ ১ পল, কর্পূর ৪ পল, জায়ফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ, মৃগনাভি প্রত্যেক ৪ মাসা, সমুদয় একত্রে মাড়িবে মাত্রা ৫ রতি পানের সহিত সেব্য, পথ্য ঘৃত, ঘনী ভূত দুগ্ধ, মাংস, পিষ্টক, প্রভৃতি কামোন্মত্ত কামিনীগণের গর্ব্ব নিবারণের অমোঘ ঔষধ।

কামদীপক।—শ্বেত পুনর্নবা মূল চূর্ণ ২ পল, শিমুল মূলের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া তাহার সহিত মোচরস ২ পল এবং গন্ধক ৪ পল মিশ্রিত করিয়া সমুদয় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মাত্র ৪ মাসা, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনীয়; পঞ্চশরা পারা ও গন্ধককে পৃথকরূপে ২১ বার শিমুল মূলের রসে ভাবনা দিয়া কজ্জলী করিবে বালুকা যন্ত্রে পাক মাত্রা ২ রতি, পানের সহিত সেবনীয়। পথ্য মাংস, মদ্য, মহিষদুগ্ধ। ইহা সেবনে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

সিদ্ধশাল্মলী কল্প।—ভূমি কুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী, শ্বেত পুনর্নবা, প্রত্যেক সমভাগ গন্ধক অর্দ্ধভাগ, পারা গন্ধকের অর্দ্ধেক; ইহাতে কজ্জলী প্রস্তুত করিবে সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া শ্বেত শিমুলের রসে ও মহিষের দুধে পৃথক পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে মাত্রা ৪ মাসা; অনুপান ঘৃত ও মধু ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ পান করিবে।

ত্রিকণ্টকাদ্য মোদক —গোক্ষুরবীজ,কুলেখাড়া বীজ,অশ্বগন্ধা,

তালমূলী, আলকুশী বীজ, গোরক্ষ চাকুলে, যষ্টিমধু, বেড়েলা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ চূর্ণের ৮ গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চূর্ণ পরিমিত ঘৃতে ভাজিয়া দ্বিগুণ চিনি মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে ২ মাসা হইতে ৪ মাসা পর্য্যন্ত অগ্নিবলমত ব্যবস্থেয়

চন্দনাদি তৈল তিল তৈল ৪ সের, কল্কার্থ শ্বেত চন্দন, রক্তকাষ্ঠ, কালিয়াকাষ্ঠ, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, তুঁদ, কর্পূর, মৃগনাভি, মুয়ূক, দান, শিলারস, কুম্কুম্, জায়ফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, কাঁকলা, বড় এলাইচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মুল, জটামাংসী, দারুচিনি, মুরামাংসী, কর্পূর, শৈলজ, মুথা, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, সরল নির্য্যাস, গুগ্গুল, লাক্ষা, ধুনা, নখী, ধাইফুল, গেঁটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগর পাদুকা, মোম প্রত্যেক ।০ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে।

পুষ্পধন্বা।—রসসিন্দুর, সীসা, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, সমুদায় একত্র করিয়া ধুতুরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু শিমুল মুল এবং পানের রসে ভাবনা দিবে ঘৃত, মধু, দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেব্য

পূর্ণচন্দ্র।—রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃত ও মধু সহিত মাড়িয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে

কামাগ্নি সন্দীপন।—পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, মনছাল, প্রত্যেক ১ পল। একত্র মাড়িয়া ক্রমান্বয়ে আদা, ধুতুরাবীজ, জয়ন্তী ও ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা প্রদান করিয়া কাচ কূপীর মধ্যে বালুকা যন্ত্রে ৬ দিন পাক করিবে নির্দ্দিষ্ট দিনে উদ্ধৃত করিয়া উহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, কর্পূর, মৃগনাভি, মরিচ, অশ্বগন্ধা সমভাগে মিশাইয়া মাড়িবে। মাত্রা ২ রত্তি, প্রাতঃকালে সেব্য

হোমিওপ্যাথিকে ধ্বজভঙ্গ চিকিৎসা।

অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, ভয়, শোক, মানসিক উদ্বেগ, কটু, অম্ল, উত্তেজক লাবণিক দ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য ভক্ষণ, ইত্যাদি কারণে রতিশক্তি নষ্ট হয়।

লক্ষণ।—মনোমধ্যে কামোদ্রেক হয় না, হইলেও রেতঃপাত বা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা থাকে না, লিঙ্গের উত্থান শক্তি নষ্ট হয় মন সর্ব্বদা উদ্যমশূন্য, কোন কাজে চেষ্টা থাকে না শারীরিক বলের ধারণা-শক্তির অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়, ইত্যাদি

চিকিৎসা।—ধারণাশক্তির হ্রাস হইলে "সল্‌ফার" প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে

কামরিপুচরিতার্থ শুক্রক্ষয় প্রযুক্ত এই পীড়া হইলে "ফস্‌ফরস্‌" ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ হয়।

মানসিক চিন্তা, ভয়-শোকাদি জন্য পীড়া হইলে "নক্সভমিকা" প্রয়োগ করিতে পারা যায়

অধিক শুক্রপাতই এই রোগের প্রধান কারণ, অতএব তজ্জন্য "চায়না" বড় উপকারী

পথ্য।—লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য বিশেষ উপকারী, মানসিক চিন্তা জন্য পীড়া হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে তদ্রূপ চিন্তা না থাকিতে পারে সর্ব্বদা সচ্ছন্দমনে থাকিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকিয়া ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিবার বিষয়ে যত্ন লইতে হইবে

হাকিমীমতে ধ্বজভঙ্গ রোগ চিকিৎসা।

অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মানসিক চিন্তা, সুরাদি মাদক দ্রব্য অধিক মাত্রায় সেবন, জননেন্দ্রিয়ের অসদ্ব্যবহার, হস্তমৈথুনাদি জন্য এই পীড়া জন্মে এই রোগ দুই প্রকার।

লক্ষণ।—দ্বিবিধ রোগের মধ্যে এক প্রকার রোগে মনে কামবৃত্তির উত্তেজনা হয়, কিন্তু জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনশক্তি থাকে না।

অন্য প্রকার রোগে কামবৃত্তির উত্তেজনা বা জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিবার শক্তি উভয়ের কিছুই থাকে না।

চিকিৎসা।—এই রোগের চিকিৎসা জন্য অনেক প্রকার ঔষধ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা যে গুলি বিশেষ ফলপ্রদ, সেইগুলিই নিম্নে লিখিত হইল

কুচিলা	১ সের
ভূমি কদম্ব	১ সের
চিরাতা	১ সের।
অনন্ত মূল	১ সের
সালসা	১ সের
মিছরি	১ সের।
জল	৪৮ সের
বংশলোচন	অর্দ্ধ পোয়া

বংশলোচন ব্যতীত সকল দ্রব্য একত্রে অগ্নিতে চাপাইয়া জ্বাল দিবে সমস্ত জল শেষ হইয়া যখন আটাবৎ হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে বংশলোচন চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে শীতল হইলে যখন বটিকা প্রস্তুত করণের উপযুক্ত হইবে, তখন ১ হইতে ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে এক একটী বটী প্রাতে ও সায়াহ্নে অর্দ্ধ পোয়া

গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। যদি ঔষধ সেবনে গরম বোধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধ সের গরম দুগ্ধে অর্দ্ধ ছটাক মিছরি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে

পথ্য —ঘৃতপক্ক দ্রব্য, লুচী, মিঠাই, মাংসের ঝোল প্রভৃতি।

তবকী সোনা	।০ আনা
ঐ রূপা	০ আনা
মুক্তা চূর্ণ	।০ আনা
মরকত চূর্ণ	০ আনা
প্রবাল চূর্ণ	০ আনা
খস্‌খস্	।০ আনা

গোলাপ জলে মর্দ্দন করিয়া ছোট মটরের মত বটী প্রস্তুত করিবে রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটী, বা প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইটী বটী সেবন করাইবে

সিদ্ধি বীজ	০ আনা
জায়ফল	৵০ আনা
লবঙ্গ	৴০ আনা
কর্পূর	৴০ আনা
মরিচ	৵০ আনা
জটামাংসী	৵০ আনা
ছোট এলাইচ	৵০ আনা
জয়ত্রী	৵০ আনা।

সমস্ত চূর্ণকরতঃ চাবা সিমুলের মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া এক একটী কচের মত বটী প্রস্তুত করিবে। সেই বটী দুই বেলা দুইটী দুগ্ধের সহিত-সেবন করিতে দিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে অণ্ডকোষ বৃদ্ধির চিকিৎসা।

এই রোগে অণ্ডকোষ মধ্যে সিরম সঞ্চিত হয় ইহাতে অণ্ডকোষ নিম্ন এবং পশ্চাদ্ভাগে অনুভূত হইয়া থাকে ইহাতে যে সিরম সঞ্চিত হয়, তাহা পীতাভ, সাধারণতঃ ১০ ১২ আউন্স হইতে দেখা যায়

প্রথমতঃ টীং আইওডাইন মর্দ্দন করিতে হইবে তাহাতে সুস্থ না হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

টীং আইওডাইন ও জল উভয়ে মিশ্রিত হইলে তাহার ইঞ্জেক্সন্ দেওয়া কর্ত্তব্য

নিম্নলিখিত ঔষধটী অণ্ডকোষে মালিশ করিলেও বিশেষ ফল দর্শে

হাইড্রার্জিরাই আইওডাইড রুব্রি ... ... ৮ গ্রেণ

আঙ্গুয়েণ্টী সিম্পালাইসিস্ .. .. ১ আং

একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে ইহাকে "রেড আইওডাইড্ অয়েণ্টমেণ্ট" বলে

ইহাতে উপকার না দর্শিলে অণ্ডকোষের উপরের ত্বকে ছিদ্র করিয়া সিরম নির্গত করা আবশ্যক হয়

বৈদ্যকে অণ্ডকোষ বৃদ্ধির চিকিৎসা।

কুঁচকি হইতে অণ্ডকোষে যে ধমনী প্রবেশ করিয়াছে, দূষিত অধোগমনশীল বায়ু সেই ধমনীতে প্রবেশ করিয়া ধমনীকে দূষিত করে এবং বেদনা ও শোথ জন্মাইয়া অণ্ডকোষকে বৃদ্ধি করে।

কুরণ্ডের প্রকারভেদ।—কুরণ্ড সাত প্রকার যথা,—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফ জন্য, রক্ত জন্য, মেদ জন্য, মূত্র জন্য, অন্ত্র জন্য মূত্র ও অন্ত্রজনিত কুরণ্ড বায়ুজনিত কুরণ্ডের অন্তর্গত হইলেও কারণ ও চিকিৎসাভেদের জন্য পৃথক পৃথক রূপে লিখিত হইল

বায়ুজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ —ইহাতে বিনা কারণে কুরণ্ডে বেদনা হয় এবং বায়ুপুরিত চর্ম্মপুটক স্পর্শ করিলে যেরূপবোধ হয়,কুরণ্ড স্পর্শ করিলেও সেই প্রকার বোধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—অভ্র, গন্ধক,পিপ্পলী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার,সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারা, বনযমানী, শুল্‌ফা, জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুথা, শিলাজতু,লৌহ, রসাঞ্জন,নিম্ববীজ, পটল পত্র, বিদ্ধড়ক, প্রত্যেক ২ তোলা; শোধিত জয়পাল ১০০টা; সমুদয় একত্র চূর্ণ করিবে মাত্রা ১ মাসা হইতে ২ মাসা পর্য্যন্ত আহারের পর সেব্য ইহার নাম "ভক্তোত্তরীয়"

মুষ্টিযোগ। গব্য ঘৃত ২ তোলা ও সৈন্ধব ০ তোলা; এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া শামুকের মধ্যে দিন রৌদ্রে রাখিবে এই ঘৃত কুরণ্ডে মালিশ করিবে

পিত্তজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ —ইহাতে কুরণ্ডে জ্বালা ও উষ্ণতা জন্মে, পাকা যজ্ঞডুম্বরের ন্যায় কুরণ্ডের বর্ণ হয় ও পাকিয়া থাকে

চিকিৎসা। ঘৃত ৪ সের, বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ড, বিল্বপত্র, কণ্টকারী, প্রত্যেকের রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের কল্ক দ্রব্য—শুল্‌ফা,গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগ্‌গুল্‌, গুড়ত্বক, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামুল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটুকী, সৈন্ধব, তগর পাদুকা, কুড়, জায়ফল, মৃণাল, প্রত্যেক দুই তোলা ইহার নাম "শতপুষ্পাদ্য ঘৃত"

মুষ্টিযোগ।—কোন তাম্রপাত্রে ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ রাখিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া মেষলোম দ্বারা ঘর্ষণে মল নির্গত করিয়া কুরণ্ডে মালিশ করিবে।

কফজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ —ইহাতে কুরণ্ড শীতল, ভারযুক্ত, স্নিগ্ধ ও কঠিন হয় এবং অল্প বেদনা হয়

চিকিৎসা —এরণ্ড ব তিল তৈল ৪ সের ক্বাথ দ্রব্য—সৈন্ধব, মদনফল, কুড়, শুলফ, হিজল, বচ, বাল, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, দেবদারু, শুঁঠি, কট্‌ফল, পুষ্কর মূল, মেদ, চই, চিতামূল, শঠী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শ্যামালতা, রেণুক, নীলবৃক্ষ, শালপানি, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপ্পলী, দন্তীমূল, রাস্না, মিলিত ১ সের জল ১৬ সের। ইহার নাম "বৃহৎ সৈন্ধব তৈল"

মুষ্টিযোগ। বহুবার বৃক্ষের বীজ এবং আদা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে

রক্তজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ।—ইহাতে কুরণ্ড কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকে আবৃত হয় এবং পিত্তজ কুরণ্ডের লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা।—এরণ্ড তৈল ৪ সের ক্বাথদ্রব্য এরণ্ড মূল ১২॥০ সের, শুঁঠী ১ পল, যব ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের কল্কদ্রব্য এরণ্ডমূল ৪ পল, আদা ৩ পল মাত্রা ২ তোলা অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য ইহার নাম "গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল"

মুষ্টিযোগ।—নীলোৎপলের মূল ঘৃতের সহিত বাটিয়া, কিম্বা গৃহস্থিত ভেকের রক্ত দ্বারা প্রলেপ দিবে

মেদজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ।—ইহাতে কফজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং কুরণ্ড তালের আকৃতি ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়

চিকিৎসা। পারা ১ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৫ ভাগ, এরণ্ড তৈলে মর্দ্দিত গুগ্‌গুলু ৫ ভাগ এই সমস্ত এরণ্ড তৈলের সহিত মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে অনুপান আদার রস ও তিল তৈল ঔষধ সেবনান্তে শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ সেবন রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ড তৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিবে

মূত্রজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ মূত্রের বেগ ধারণ করিলে কোমল ও বেদনাযুক্ত কুরণ্ড জন্মে এবং রোগীর গমনকালীন জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের

ন্যায় ক্রুবও সঞ্চালিত হয় মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের বেদনার ন্যায় অণ্ডকোষে বেদনা জন্মিয়া নীচে চলিয়া যায়

চিকিৎসা। পিপ্পলী চূর্ণ ২ তোলা, চিতামূল চূর্ণ ৪ তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ৮ তোলা হরিতকী ২০ টা, পুরাতন গুড় ১৬ তোল সমুদয় একত্র মাড়িয়া ০ তোলা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিবে উহাতে মধুর সহিত সেবনীয় ইহার নাম "কৃষ্ণাদ্য মোদক"

পিপ্পলাদ্য চূর্ণ।—পিপ্পলী, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ, পুনর্ণবা প্রত্যেক ২ পল, বিদ্ধড়কচূর্ণ ১৪ পল, একত্র মাড়িবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা কাঁজির সহিত সেব্য

হোমিওপ্যাথিকে কোষবৃদ্ধির চিকিৎসা।

নানা কারণে হাইড্রোসিল্ বা অণ্ডকোষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে সাধারণতঃ সুখাভিলাসী, পরিশ্রমহীন ও অধিক মাত্রায় ঘৃতদুগ্ধপায়ী ব্যক্তিদিগের এই রোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ অণ্ডকোষ বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হয়, তদ্দ্বারা শীতানুভব, কম্প এবং জ্বর হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—জ্বর এবং অণ্ডকোষের স্ফীতি নিবারণ জন্য "মার্কুরিয়স" প্রয়োগ করিবে।

বেদনা এবং জ্বর উপশম জন্য "আর্শেনিক" দিবার ব্যবস্থা করা যায়। অবস্থাবিশেষে "আইওডাইন" এবং "ষ্ট্যাপোসিনাম্" দেওয়া গিয়া থাকে।

হাকিমীমতে কোষবৃদ্ধির চিকিৎসা।

যদি অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠে, এবং মাংসের ন্যায় শক্ত বোধ হয়, তবে তাহাকে কেবল কাপড়ের থলির মধ্যে রাখিয়া উপরদিকে টানিয়া বান্ধিবে, যেন ঝুলিয়া না পড়ে যদি প্রদাহ অধিক থাকে, তবে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত রুটীর কিম্বা ময়দার পুলটিশ বাঁধিবে যদি অল্প বেদনা থাকে, তবে মুসব্বর জলে গুলিয়া ঈষৎ গরম করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে, যদি ইহাতে আরাম না হয়, তবে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে

আফিম	...	..	...	১ ভাগ।
সরিষার তৈল	...	.	...	২ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২ ৩ বার মর্দ্দন করিবে

পীড়া অধিক দিনের হইলে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ ফল দর্শে

পারার প্রলেপ	..	..	..	১ ছটাক।
রসাঞ্জন		..	.	৩ মাসা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ মাসার হিসাবে প্রত্যহ ২ ৩ বার মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ব্যবহারের সময় উপরোক্ত প্রকারে অণ্ডকোষ বাঁধিয়া রাখিবে

পঞ্চদশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে অর্শরোগ চিকিৎসা।

ইংরাজীতে এই রোগের নাম হিমরএড্‌স্‌। গুহ্য ও সরলান্ত্রের নিম্ন-ভাগে রক্ত বহা নাড়ী থাকে, এই নাড়ী অসুস্থাবস্থা বা স্ফীতিকে অর্শ অথবা হিমরএড্‌স্‌ বা পাইল্‌স্‌ কহে হিমরএড্‌স্‌ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইণ্টারন্যাল্‌ আভ্যন্তরিক এবং এক্সটারন্যাল্‌ বাহ্য গুহ্যের উপবিভাগে থাকিলে তাহাকে আভ্যন্তরিক এবং নিম্নে অর্থাৎ বাহিরে থাকিলে তাহাকে বাহ্য "বলি" বলে।

কারণ।—স্থানিক উত্তেজন, যথা—অধিকক্ষণ অশ্বারোহণ, সর্ব্বদা য়্যালো, রুবার্ব প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ সেবন, ফিশচুলা, ক্ষত, ষ্ট্রীকচার প্রভৃতি সরলান্ত্র অথবা গুহ্যের ব্যামোহ, জরায়ুর পীড়া, মূত্রযন্ত্র ও জননে-ন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার পীড়া প্রভৃতি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

লক্ষণ। অর্শে বাহ্য বলি গুহ্যের পার্শ্বের নিম্নভাগে অবস্থিত হয় এবং অনেকস্থলেই ত্বক দ্বারা ও কিয়ৎপরিমাণে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে ইহার বর্ণ সচরাচর ঐ স্থানের স্বাভাবিক বর্ণের ন্যায় অথবা ঈষৎ লালবর্ণযুক্ত ও রক্তসংস্থানের অবস্থানুসারে উহার আয়তনের তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য উহা কখন কোমল ও শিথিল এবং ত্বকের ভাঁজ মাত্র বলিয়া বোধ হয়; কখন বা স্ফীত, দৃঢ় ও যেন বিদীর্ণ হইবার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়

বলি অল্প দিনের হইলে ছোট, স্থানিক উষ্ণতা বিশিষ্ট, কণ্ডুয়ন ও মলনির্গমের পর স্ফীত বোধ ভিন্ন আর কোন বিশেষ অসুখ জানা যায় না। কিন্তু আয়তনে বৃহৎ ও উত্তেজিত বা প্রদাহযুক্ত হইলে যারপর-নাই তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। কেবল যে বলির মধ্যেই দপ্‌দপে

বেদন থাকে এমন নহে, ঐ বেদনা সরলান্ত্র, পেরিটোনিয়ম এবং নিত
ম্বের মধ্যে অনুভূত হইয়া থাকে কিছুদিন পরে বলির মধ্যস্থ রক্ত পূঁযে
পরিণত হইলে যন্ত্রণার হ্রাস হয় ক্রমে শিথিল না হইয়া কঠিন, দৃঢ়
মাংসপিণ্ডরূপে পরিণত হয়।

আভ্যন্তর বলি গুহ্যের ধারের উপরিভাগে থাকে, এবং সচরাচর উহ
লম্ব ও গোলাকার দেখা যায় লম্বা বলি প্রায়ই গুহ্যের ১ ২ ইঞ্চ
উপরে থাকে ও উহা স্পঞ্জের ন্যায় স্থিতিস্থাপক, দৃঢ়, কফাভ, লাল বা কটা
বর্ণযুক্ত এবং মূলদেশ প্রশস্ত ও উপরিভাগে ক্রমে সূক্ষ্ম। এরূপ বলি
আয়তন প্রায় পরিবর্ত্তিত হয়না ও উহা হইতে রক্তস্রাব হইতেও দেখা যায়না

গোলাকার বলিই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা হইলেই
অধিক রক্তস্রাব হয়। কখন ইহার মূল প্রশস্ত বা সূক্ষ্ম হইয়া থাকে
এজন্য সরলান্ত্রের মধ্যে ঝুলিয়া অবস্থিতি করে আভ্যন্তরিক বলি
সত্ত্বে গুহ্যের নিকট জ্বালা, উষ্ণতা, কণ্ডুয়ন ও বেদনা বোধ হয় এবং মনে
হয় যেন সরলান্ত্রের মধ্যে কোন বস্তু রহিয়াছে মল নির্গমের পর এই
সকল অসুখ বড়ই বৃদ্ধি হয়, বোধ হয় যেন অন্ত্র নামিয়া পড়িয়াছে
মলনির্গমনের বেগের সময় আভ্যন্তর বলি ও মিউকস্ মেম্ব্রেণ বাহিরে
আইসে এবং শীঘ্র উঠিয়া না গেলে স্ফিংটর পেশী দ্বারা উহারা আবদ্ধ
থাকিতে পারে বলি বড় হইলে যদি মল নির্গমের সময় বাহির হয়
তবে রোগীকে অঙ্গুলী দ্বারা তাহা ভিতরে প্রবিষ্ট করাইতে হয় রক্ত
স্রাবই আভ্যন্তর বলির একটী বিশেষ লক্ষণ ইহার পরিমাণ কখন
অধিক কখন অল্প। কখন এত অধিক হয় যে, ইহাতেই রোগীর মৃত্যু
হইতে পারে রক্তস্রাবের সময়ের কোন নিয়ম থাকে না কখন কখন
কেবল কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, কখন অন্য কোন প্রকারে স্বাস্থ্যবৈকল্য হইলে
এই ঘটনা ঘটে। কখন বা কিছুদিন ধরিয়া প্রতিদিনই রক্তস্রাব হয়
কখন প্রতি মাসে, কখন বা দুই, চারিমাসে অথবা ছয় মাসে হইয়া থাকে
যখন আরম্ভ হয়, তখন প্রায় তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ষষ্ঠদিব
সের মধ্যেই বন্ধ হয় কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে দূষিত রক্ত সঞ্চিত
হয়, তাহা নির্গত হইয়া যাওয়াই মঙ্গলকর, বন্ধ করিলে রোগান্তর উপ

স্থিত হইতে পারে অত্যধিক পরিমাণে রক্তস্রাবে দৌর্ব্বল্যজন্য রোগীর মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য্য নহে, এজন্য তন্নিবারণপক্ষে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

চারি প্রকারে এই পীড়া শেষ হইতে পারে। অল্প দিনের পীড়া হইলে ও রোগের প্রকৃত কারণ নিবারণ করিতে পারিলে ক্রমে বলি আপনা হইতে শুষ্ক হইয়া আপনা হইতে নষ্ট হইতে পারে। প্রদাহ জন্য বলির ভিতরস্থ রক্ত সংযত ও উহাতে এফিউজন্ ও ক্রমে উহা বিশেষ অসুখ ব্যতিত ঐ ভাবে থাকিতে পারে প্রদাহ জন্য বলির ভিতর পূঁয সঞ্চিত ও ক্রমে পূঁয বহির্গত হইলে উহা শুষ্ক হইতে পারে। আভ্যন্তর বলি বাহির হইয়া স্ফিংটর পেশী দ্বারা আবদ্ধ হইলেও উহা পুনরায় উঠিতে না পারিলে দৈহিক লক্ষণাদির পর গলিত হইয়া খসিয়া যাইতে পারে

চিকিৎসা —চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত যে, ইহা স্থানিক পীড়া নহে, দূরবর্ত্তী ভিসিরার অবরোধ বা পীড়ার লক্ষণ ও ফল মাত্র অনেক স্থলে স্থানিক চিকিৎসা ব্যতীত কেবল ঐ দূরবর্ত্তী পীড়ার প্রতিকার করিতে পারিলে উহা প্রশমিত হইতে পারে। স্থানিক চিকিৎসা আবশ্যক হইলেও উহাকে দৈহিক চিকিৎসার আনু-সঙ্গিক বলিয়া বুঝিতে হইবে

রোগীর দৈহিক অবস্থার ও ভিসিরার অবরোধের তারতম্যানুসারে এই চিকিৎসার তারতম্য হইয়া থাকে রোগী দুর্ব্বল ও রক্তবহা নাড়ীসকল শিথিল হইলে বলকারক ঔষধ, পুষ্টিকর পথ্য ও বিবেচনানু-সারে মৃদু বিরেচক ঔষধ দ্বারা পীড়ার প্রতিকার আবশ্যক, কোন মতে অতি বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। গোলমরিচের কন্‌ফেক্সন্ এরূপ স্থলে উপকারী বলিয়া মানিতে হইবে। সোণামুখীর ইলেক্-চুয়ারী, গন্ধক ও এরণ্ড তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহাদের যে কোনটী হউক সপ্তাহে দুই তিন দিবস সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিতে পারে

প্রেসিপিটেটেড সল্‌ফার	৩০ গ্রেণ
বাইটার্ট্রেট অফ পটাশ	৩০ গ্রেণ

কন্‌ফেক্‌সন্ অফ সেনা .. ... ৬০ গ্রেন
সিরপ্ .. .. ½ আং
এক মাত্রা এক দিবস অন্তর রাত্রিকালে সেবন করাইবে।

যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে গুহ্যের শিথিলতা জন্য অর্শ হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

কন্‌ফেক্‌সন্ অফ সেনা ... .. ৭০ গ্রেন।
কন্‌ফেক্সন্ অফ ফিউবেরা ... ৭০ গ্রেন
এক মাত্রায় সেবন করাইবে

গোলমরিচ প্রয়োগ করিলে উহা অন্ত্র মধ্যে সঞ্চিত থাকে, এজন্য মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। যকৃৎ অবরোধের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে মিনারেল য়্যাশিড,ট্যারাক্সিকম্, হাইড্রোক্লোরেট অফ য়্যামোনিয়া প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে

মদিরা পান অভ্যাস থাকিলে উহার পরিমাণ অল্প করিয়া দিবে, অথবা একবারে বন্ধ করিবে অনাবৃত স্থানে প্রত্যহ কিছুক্ষণ শারীরিক শ্রম করিতে দিবে অধিক্ষণ অলসভাবে বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। কোমল শয্যা এ রোগের উত্তেজক, অতএব তাহা পরিহার করা কর্ত্তব্য। যাহাদিগকে দিন রাত্রির মধ্যে অধিক সময়ই বসিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের অনেকের অর্শ হয়।

প্রতিবার মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার গরম জলে ধৌত করিলে উপকার দর্শে অভ্যন্তরে বলি হইলে নিম্নোক্ত উপায়ে পিচ্‌কারী দেওয়া কর্ত্তব্য

সল্‌ফেট অফ আয়রণ ... ... ১ গ্রেন।
পরিষ্কৃত জল ... .. . ১ আং।
একত্র মিশ্রিত করিয়া পিচ্‌কারী প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অথবা,—

টীং ফেরিমিউরিয়েটিস্ ... .. ১ গ্রেন।
পরিষ্কৃত জল . ... ১ আং
উত্তমরূপে পিচ্‌কারী দিবে।

অর্শ প্রদাহ বা বেদনাযুক্ত হইলে গরম জলে ধৌত করা, পুল্‌টিশ

অথবা পোস্ত ঢেঁড়ির ফোমেণ্টেশন এবং উপযুক্ত বোধ করিলে জলৌকা বসান যাইতে পারে। এ অবস্থায় লঘু আহার ও মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য

নিম্নোক্ত তিন প্রকার উপায়াবলম্বনে বলি পতিত হইতে পারে। (১)ক্ষতকর ঔষধ দ্বারা বলি দগ্ধ করা, অনেক স্থলে নাইট্রিক য্যাশিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আভ্যন্তর বলির জন্য ব্যবহার করা উচিত, বাহ্য বলিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় গুহ্যের একধারে স্পেকিউলমের মধ্য দিয়া একটী তুলি দ্বার বলিতে নাইট্রিক য্যাশিড মাখাইলে সুবিধ হয় কিন্তু সাবধান হইতে হইবে বলি ভিন্ন অন্যত্র য্যাশিড না লাগে' তাহার পরে চা খড়ি জলে গুলিয়া তাহাতে লিণ্ট ভিজাইয়া তদ্দ্বারা বলির গাত্র মুছিয়া লইবে যদি গুহ্যের কিয়দ্দূরে বলি থাকে,তবে রোগী কোঁৎ দিলে উহা বাহির হইয়া আইসে,তাহা হইলেও সুবিধামতে য্যাশিড মাখান যাইতে পারে (২) লিগেচার দ্বারা বলি বন্ধন,—আভ্যন্তর বলিতেই এই ব্যবস্থা করা যায় (৩) ছুরিকাদ্বারা বলি কর্ত্তন, অনেকে আভ্যন্তর বলি কর্ত্তন করিতে চাহেন না, কেননা উক্ত বলি কর্ত্তনের পর রক্তস্রাব বন্ধ করা নিতান্ত সহজ নহে যাঁহারা ভালরূপ অস্ত্রবিদ্যা না জানেন, তাঁহাদের এ সকল কাজ করা কোনমতে যুক্তিযুক্ত নহে

বাহ্য বলি এবং আভ্যন্তর বলির চিকিৎসাসম্বন্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য

বাহ্য বলি চিকিৎসায় যখন কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক হইবে তখন,—

কন্‌ফেক্‌সনিক্‌ সেনা	১ আং।
পোটাসি টার্ট্রাসিস্‌	১ আং
সাল্ফি ট্যাবাক্সাসি .	১ আং।

আহারের পূর্ব্বে এক চামচ পরিমাণে খাইতে দিবে

পেপ্‌সিন্‌ পোর্শি .	৩২ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্‌টি য্যালোজ্‌ বার্বাডেনিস্‌ .	৮ গ্রেণ

গ্লিসরিণ বটী বাঁধিবার উপযুক্ত।

আটটী বটী হইবে প্রত্যেক বার আহারের পূর্ব্বে এক একটী খাইতে দিবে

আভ্যন্তর বলির চিকিৎসায় গ্যালিক য্যাসিড্, ফট্‌কিরি, অথবা টীং পারক্লোরাইড অফ আয়রণের পিচ্‌কারী দিবে বলি বাহির হইয়া সহজে প্রবিষ্ট না হইলে তাহাতে বরফ দিলে উপকার দর্শিবে যন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হইলে অহিফেন ব্যবহারে উপশম হয়

বৈদ্যকে অর্শরোগের চিকিৎসা।

অর্শরোগের সংপ্রাপ্তি।—গুহ্যস্থান অর্থাৎ মলদ্বার সার্দ্ধ পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত বলিঃ নির্দ্দিষ্ট আছে ইহা তিন বলিতে বিভক্ত ঐ বলিগুলি শঙ্খের পেঁচের ন্যায় উপর্য্যুপরি স্থিত ঐ বলিত্রয়ের নাম যথাক্রমে সম্বরণী, বিসর্জনী এবং প্রবাহিনী ইহাদের অপর নাম বাহ্য বলি, ও অভ্যন্তরস্থ দুইটীর নাম আভ্যন্তর বলি ইহাতে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, সহজ ভেদে ছয় প্রকার অর্শ জন্মে

অর্শরোগের সংপ্রাপ্তি পূর্ব্বক রূপনির্ণয়।—দুষ্ট বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্বক, মাংস এবং মেদ দূষিত করিয়া মলদ্বারস্থ বলি নাসিকা, নাভি ও মেঢ্রে যে নানা মাংসাঙ্কুর জন্মায়, তাহাদিগকে অর্শ কহে

বাতজ অর্শের লক্ষণ।—কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল, লঘু দ্রব্য ভোজন, অল্প ও অপরিমিত ভোজন, তীক্ষ্ণবীর্য্য মদ্যপান, অতিশয় মৈথুন, উপবাস, শীতলদেশে বাস, শীতকালে অতিশয় ব্যায়াম, শোক, প্রবল বায়ু ও প্রচণ্ড রৌদ্র সেবন, এই সমস্ত কারণে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অর্শরোগ জন্মায়

বাতজ অর্শের লক্ষণ। বাতপ্রকোপ জন্য মলদ্বারস্থ বলিতে যে

সকল মাংস প্ররোহ হয়, তাহারা শুষ্ক অর্থাৎ স্রাবরহিত এবং চিন্ চিন্ বেদনাযুক্ত, উপচয়রহিত, ধূম্রবর্ণ, ঈষদ্রক্তবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ, অর্থাৎ গোজিহ্বা স্পর্শের ন্যায় খরস্পর্শ, বিসদৃশ অর্থাৎ পরস্পর অসমান, বক্র, সূক্ষ্মাগ্র ও প্রকাশিত মুখ এবং আকৃতিতে কদম্ব পুষ্প কর্জ্জুর তুল্য, কতকগুলি বা শ্বেত সর্ষপ তুল্য হয় রোগীর মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটি, উরু, উরুর উপরিস্থিত সন্ধি, এই সমস্ত স্থানে অতিশয় বেদনা হয় হাঁচি, উদ্গার, উদরে বেদনা ও আধ্মান, হৃদয়ে বেদনা, অরুচি, কাশ, শ্বাস, অগ্নির বিষমতা, অর্থাৎ কখন সম ন কখন বা পরিপাকশক্তির অভাব, কর্ণে স্বন্ স্বন্ শব্দ এবং ভ্রান্তি জন্মে অধিকন্তু রোগী শব্দ ও কুন্থনের সহিত অল্প পাষাণবৎ, গ্রন্থিল, পিচ্ছিল, বিবন্ধ মলত্যাগ করে এতদ্ভিন্ন রোগীর নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, নেত্র ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়

চিকিৎসা। —শুঁঠ, ভেলার মুটী, বিদ্ধড়ক বীজ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক পাক করিয়া ৪ মাসা পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেব্য ইহার নাম "নাগরাদ্য মোদক"।

লবণোত্তমাদি চূর্ণ। সৈন্ধব লবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের চাউল, ডহরকরঞ্জ বীজ, ঘোড়ানিমের ছাল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্রে মিশাইয় ২ মাসা মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিবে

পিত্তজ অর্শের কারণ কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, অতিশয় পরিশ্রম, অগ্নি ও সূর্য্যকিরণ সেবন, উষ্ণদেশে বাস, উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অসূয়া অর্থাৎ পরের সম্পত্তিতে দ্বেষ করা, বংশকরীরাদি ভক্ষণ, তীক্ষ্ণ পানীয়, তীক্ষ্ণ ঔষধ, উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ অন্ন ও উষ্ণ ঔষধ সেবন, এই সমুদায় পিত্ত অর্শের কারণ।

পিত্তজ অর্শের লক্ষণ।—পিত্তজনিত অর্শ রোগে অর্শ সকল রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ এবং উহাদের অগ্রভাগ প্রভাযুক্ত ও নীলবর্ণ হয়। উহারা সংখ্যায় অল্প, আমগন্ধযুক্ত অল্প ও কোমল হয়, কতকগুলি শুকের জিহ্বার ন্যায় সূক্ষ্ম, কোন গুলি যকৃতপিণ্ডবৎ, কোন গুলি যবের মধ্যের ন্যায় স্থূল, কোনটা জলৌকার মুখের তুল্য হয় এবং উহা হইতে পাতলা রক্তস্রাব হয়। এতদ্ভিন্ন এই অর্শে দাহ, শুষ্কতা, ঘর্ম্ম, অরুচি, মোহ

প্রভৃতি উপদ্রব জন্মায় এবং রোগী কখন নীল, কখন পীত, কখন রক্তবর্ণ পিত্তের সহিত অপক্ব অথচ উষ্ণ মলত্যাগ করে। রোগীর নখ, বিষ্ঠা ও মূত্র, শ্যাম, পীত ও হরিদ্রাবর্ণ হয়।

চিকিৎসা। মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, বন-ওল ৮ ভাগ, গুড় সকলের সমান লইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান শীতল জল। ইহার নাম "স্বল্প শূরণ মোদক"।

বৃহচ্ছূরণ মোদক।—ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, তালীশ-পত্র, ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। তালমূলী ৮ তোলা, বিদ্ধড়ক ১৬ তোলা, গুড়ত্বক ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা। সূক্ষ্মচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া দ্বিগুণ পুরাতন গুড় মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ তোলা, শীতল জলের সহিত সেব্য। ঔষধ সেবনকালে গুরু ও বল-কারক পথ্য ব্যবস্থেয়।

কফজ অর্শের কারণ।—মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরু-পাক দ্রব্য ভোজন, একবারে শ্রমত্যাগ, দিবানিদ্রা, কোমল শয্যা এবং আসনজনিত সুখে আসক্ত থাকা, প্রাগ্বাত সেবন, শীতল দেশে বাস, শীতকাল এবং সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকা, এই সমুদায় কফজ অর্শের কারণ।

কফজ অর্শের লক্ষণ।—যাহার শ্লেষ্মাধিক্য হেতু অর্শ রোগ জন্মে, তাহার অঙ্কুরের মূলদেশ অতি বিস্তীর্ণ ও নিবিড়াকার হয় এবং ঐ অঙ্কুর অল্প বেদনাযুক্ত, শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘ অথচ স্থূল, স্নিগ্ধ অর্থাৎ তৈল ঘৃতাক্ত অনম্র বর্ত্তুলাকার গুরু দ্রব্যাক্রান্তের ন্যায় ভারবোধক, অচল, পারুষ্য রহিত, আর্দ্র বস্ত্রাবৃত তুল্য, মণিতুল্য মসৃণ, এবং অর্শ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত সুখবোধ হয়। উহারা স্বভাবত অল্প বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হয়। প্রোক্তা-ঙ্কুর মধ্যে কোন কোনটী বংশাঙ্কুর তুল্য কোন কোনটী কণ্টকীফল তুল্য, কোন কোনটী বা গরুর স্তনসদৃশ হইয়া থাকে। রোগীর উরুর উপরি-স্থিত সন্ধিদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড় অর্থাৎ চালনাদিতে অক্ষম হয়। রোগীর মলদ্বার, মূত্রাশয় ও নাভিতে আকর্ষণবৎ পীড়া বোধ হয়। রোগীর শ্বাস, কাস, বমনেচ্ছা মুখ হইতে জলস্রাব, অরুচি, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র,

শিরোজাড্য অর্থাৎ মস্তক আর্দ্র ও ভারী, শীত, স্ত্রীসঙ্গমে অনুৎসাহ অগ্নির মৃদুতা, বমি ও অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হয় মলদ্বার দিয়া কফের সহিত বসার ন্যায় অনেক পরিমাণে মল নির্গত ও আমাশয়ের বেগের মত বেগ হয় অর্শের মুখ হইতে ক্লেদ ও রক্তাদি স্রাব হয় না, দৃঢ় মলাদির পীড়নেও তাহার মুখ বিদীর্ণ হয় না রোগীর চর্ম্ম, নখ, মূত্র, পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ হয়

চিকিৎসা মান, ওল, ভেলার মুটী, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ সর্ব্বসমান লৌহ-ভস্ম, মাত্রা ১ মাসা ইহার নাম "মানশূরণাদ্য লৌহ "

প্রাণদা গুড়িকা —শুঁঠী ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপ্পলী ২ পল, চই ১ পল, তালীশ পত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপ্পলী মূল ২ পল, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক ১ তোলা, বেণার মূল ১ তোলা, পুরাতন গুড় ৩০ পল সমুদয় একত্রে মাড়িয়া মোদক প্রস্তুত করিবে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরিতকী ব্যবস্থেয় মাত্রা ০ তোলা, অনুপান দুগ্ধ ও জল

সহজ ও ত্রিদোষজ অর্শের কারণ —পূর্ব্বোক্ত বাতাদিত্রয়ের মিশ্র কারণ জন্য যে অর্শ রোগ জন্মে, তাহার নাম ত্রিদোষজ অর্শ। সহজ অর্শের অর্থাৎ শরীরের সহিত জাত যে অর্শ, তাহার সমান লক্ষণযুক্ত হয়। সহজ জাত অর্শের বিবরণ পরে বলা যাইতেছে

সহজ ও ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ —যে অর্শ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষের লক্ষণযুক্ত, সেই অর্শ ত্রিদোষজনিত বলিয়া অভিহিত, সহজজাত অর্শের লক্ষণ সান্নিপাতিক অর্শের তুল্য।

চিকিৎসা।—তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সীজ, মুণ্ডুরী, ভুঁই আমলা, প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ঘৃত ২৪ পল গরম করিয়া তাহাতে মনছাল বা বৈঁচির মূলের রস দ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১২ পল নিক্ষেপ করিয়া তৎপরে উহাতে উক্ত ক্বাথ ও ২৪ পল চিনি দিবে। ঘনীভূত হইলে বিড়ঙ্গ ৩ পল, ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ৬ তোলা, ত্রিফলা চূর্ণ ৫ পল, এবং শিলাজতু ১ পল দিয়া শীতল হইলে মধু ২৪ পল

দিবে। মাত্রা ১ হইতে ৪ মাসা। দুগ্ধ মাংসাদি বলকর এবং গুরুদ্রব্য ব্যবস্থেয়। বাঁশের কোঁড়, কাঁজিক ককারাদি নিষিদ্ধ। ইহার নাম "অগ্নিমুখ লৌহ"।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চই, চিরাতা, পিপ্পলীমূল, মুথা, শঠী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধন্যা, গজপিপ্পলী, আতইচ, প্রত্যেক ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, বিশুদ্ধ গুগ্গুল্ ২ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তীমূল, তেউড়ী, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ মিলিত ১ পল। গুগ্গুল্ ও শিলাজতু শোধন করিয়া চূর্ণ করিবে, রসসিন্দূর ১ পল। এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয় বটী প্রস্তুত করিবে। প্রথমে ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ মাসা পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান ঘৃত ও মধু। ঔষধ সেবনের পর তেউড়ী, দন্তীমূল, গুড়ত্বক, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদের চূর্ণ কিছু কিছু ভক্ষণ কর্ত্তব্য।

নিত্যোদিত রস। —পারা, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ, গন্ধক, প্রত্যেকের সমভাগ, সর্ব্বসমান ভেলা, একত্রে উত্তমরূপে মাড়িয়া ওল ও মানের রসে তিন দিন ভাবনা দিবে। মাত্রা মাসকলাই প্রমাণ বটী। অনুপান ছাগমাংসের যূষ, অভাবে ছাগদুগ্ধ।

রক্তজ অর্শের লক্ষণ। —যাহার রক্তাধিক্য হেতু অর্শ রোগ জন্মে, তাহার মলদ্বারের অঙ্কুরসকল পিত্তজ অর্শের লক্ষণযুক্ত হয়। বিশেষতঃ উহাদের বর্ণ গুঞ্জা বা প্রবালের ন্যায় লোহিত এবং উহারা বট প্ররোহের ন্যায় গুহ্যদেশে অবস্থিতি করে বলিয়া রোগী মনে করে যেন মলদ্বারে গোঁজ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সকল অঙ্কুর কঠিন মলদ্বারা পীড়িত হইলে, তাহা হইতে সহসা উষ্ণ ও দুষ্ট রক্তস্রাব হয়, এবং তজ্জন্য রোগী পাণ্ডুবর্ণ বা বিবর্ণ, পারুষ্য ও অতিসারাদি রক্তক্ষয়জনিত লক্ষণাক্রান্ত হয়। রোগী কৃশ, উৎসাহশূন্য, বিকলেন্দ্রিয় হয়। মল কঠিন, হরিত বর্ণ ও রুক্ষ হয় এবং মলদ্বার দিয়া বায়ু নির্গত হয় না।

রক্তজ অর্শের বাতাদিভেদে লক্ষণ। যে রক্তার্শে রোগীর [illegible] ও অল্প এবং ফেনাযুক্ত ও অরুণবর্ণ হয়, কটী, ঊরু ও মলদ্বারে শূল

বেদন জন্মায়, রোগী অতি দুর্ব্বল হয়, সেই অর্শকে বাতানুবন্ধ বলে রক্তার্শ পিত্তার্শের লক্ষণযুক্ত বলিয়া পৃথক্ পিত্তানুবন্ধ নাই যেঅর্শে বহু কালে শুক্ল,পীত,স্নেহযুক্ত, ভারী,শীতল মল নিঃসৃত হয়, নিঃসৃত রক্তের ঘনত্ব, সূত্রবত্ব, পাণ্ডুত্ব এবং পিচ্ছিলত্ব দৃষ্ট হয়, মলদ্বার পিচ্ছিল ও আর্দ্র বস্ত্রাবগুণ্ঠিতবৎ বোধ হয় এবং গুরু বস্তু ও স্নিগ্ধ বস্তু আদি কারণ হয়, তবে সেই অর্শকে শ্লেষ্মানুবন্ধ বলিয়া জানিবে

চিকিৎসা। —কুড়চি মূলের ছাল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিবে ইহার সহিত পুরাতন গুড় ৩০ পল ও ঘৃত ৮পল মিশাইয়া পাক করিবে ঘনীভূত হইয়া আসিলে তেলাকুচা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা রসোত, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ, বেল-শুঁঠা, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল দিয়া নামাইবে শীতল হইলে ৮ পল মধু মিশাইয়া লইবে মাত্রা ০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত অনুপান ছাগদুগ্ধ অভাবে জল

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —ইন্দ্রযব ২তোলা,জল অর্দ্ধসের,শেষ ৵০ পোয়া ইহাতে শুঁঠচূর্ণ ২ মাসা মিশাইয়া সেবন করিবে বেলশুঁঠের ক্বাথে শুঁঠ প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে উপকার হয় ঘোষালতার মূল বাটিয়া রক্তার্শে প্রলেপ দিবে

খোসাতোলা কৃষ্ণ তিল ৪ তোলা ননীর সহিত ৪ মাসা নাগেশ্বরচূর্ণ ননীর সহিত,কিম্বা দধির সর ঘোলের সহিত প্রত্যহ সেবনে রক্তার্শ ভাল হয়

কচি পদ্মপত্র বা কৃষ্ণতিল বাটিয়া চিনি ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তার্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়

ছাগদুগ্ধের সহিত শতমূলীরস বা দাড়িমের রস চিনির সহিত সেবনে রক্তার্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়

সাধ্যাসাধ্যত্ব নির্ণয় বাহ্য বলিতে বাতাদি এক দোষজ এবং অচিরোৎপন্নঅর্শ সুখসাধ্য দ্বিতীয়বলিতে দ্বিদোষোৎপন্ন এবং সংবৎসর অতিক্রান্ত অর্শ কৃচ্ছ্রসাধ্য অন্ত অর্থাৎ তৃতীয় বলিতে ত্রিদোষজ এবং সহজ অর্শ অসাধ্য এতদ্ব্যতীত বাহ্য বলিতে জাত দ্বিদোষোৎপন্ন অর্শ

কৃচ্ছ্রসাধ্য, ত্রিদোষজ ও সহজ যাপ্য দ্বিতীয় বলিতে জাত এক্ষদে দো লগ অর্শ কৃচ্ছ্রসাধ্য, দ্বিদোষোদ্ভব যাপ্য, ত্রিদোষাধিক্য হইলে অসাধ্য এবং তৃতীয় বলিতে জাত এক দোষ ধিক্য যাপ্য, আর সকল প্রকার অসাধ্য যাপ্য অর্শ রোগও দোষ এবং বলিভেদে অসাধ্য হয়

উপদ্রব ও অসাধ্য লক্ষণ —যে অর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তির হস্ত, পদ, মুখ, নাভি, গুহ্যদ্বার ও অণ্ডকোষে শোথ হয়, এবং হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূলবেদনা হয়, সেই অর্শ অসাধ্য যাহার হৃদয়ের পার্শ্বদেশে শূল বদ্বেদনা, ইন্দ্রিয় মোহ, বমি, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, জ্বর, পিপাসা, গুহ্যদেশ পক্কতা এই সমস্ত উপদ্রব থাকে, তাহার অর্শরোগ প্রাণনাশক হয় উপরোক্ত উপদ্রবের একটীও থাকিলেও প্রাণনাশ করে তৃষ্ণা, অরুচি, শূলবদ্বেদনা পীড়িত, গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব ও অতিসারযুক্ত রোগী অর্শরোগ কর্তৃক বিনষ্ট হয়

মেঢ্রজাদি অর্শের স্বরূপ মেঢ্রাদিজ ও নাভিজ অর্শ রোগে অঙ্কুর মহীলতার মুখ সদৃশ পিচ্ছিল ও কোমল হয় এবং বাতাদিজ অর্শের লক্ষণযুক্ত হয়

হোমিওপ্যাথিকে অর্শ চিকিৎসা ।

অনেকে অনুমান করেন, এই রোগের কারণ কোষ্ঠবদ্ধতা এবং নববিচ্ছিন্ন বসিয়া থাকা এই রোগে গুহ্যদ্বারের বাহিরে অথবা ভিতরে দীর্ঘ অথবা গোলাকার মাংসখণ্ড জন্মে, তাহাকে বলি বলে এবং তাহা দিয়া সময়ে সময়ে রক্তস্রাব হয় সেই রক্তস্রাব কখন অল্প, কখন অধিক, কখন উপর্য্যুপরি প্রতিদিন হয়, কখন বা কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকিয়া আবার রক্তস্রাব হইতে থাকে উভয়বিধ অর্শেরই জন্য অতিশয় তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে ।

চিকিৎসা। সাধারণ অর্শে প্রতিদিন প্রাতে "নক্সভমিকা" এবং রাত্রিকালে "সল্‌ফার" প্রয়োগ করিতে হইবে

রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তাহা নিবারণ জন্য রাত্রিকালে "হেমামিলিস্" এবং প্রাতে "নক্সভমিকা" দিবে

ক্যাষ্টর অয়েলের ব্যবস্থা দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে "হেমামিলিস্"-লোশন দ্বারা ধৌত করিবে

লঘু আহার, গরম জলে স্নান, গরম জলে বলি ধৌত করা, নিয়মিত রূপে অল্প ব্যায়াম ইত্যাদি দ্বারা রোগের অনেকটা উপশম হয়

হাকিমীমতে অর্শ চিকিৎসা।

মলের সঙ্গে রক্ত পড়ে, মল নির্গমের সময় গুহ্যদ্বার বেদনা করে, কখন কখন তৎকালে পেঁয়াজের কোশার ন্যায় বাহির হয়

কারণ।—উদরে মল সঞ্চিত হইয়া কঠিন হওয়া প্রযুক্ত এই রোগ জন্মিয়া থাকে

রেউচিনি	..	...	...	১ মাসা।
মাতগুড়	...	...	..	৪ বিন্দু।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইতে দিবে

জলশৌচ করিবার সময় ফট্‌কিরি অথবা তুঁতিয়ার জলদ্বারা ধৌত করা আবশ্যক

তুঁতিয়া হইতে তাম্র বাহির করিয়া তদ্দ্বারা আংটী প্রস্তুত করত সেই আংটী বামহস্তের অঙ্গুলিতে রাখিলে জলশৌচের সময় সেই অঙ্গুরীয়কের সহিত গুহ্যদ্বারের ঘর্ষণে অর্শের অনেক উপকার হয়; এমন কি যন্ত্রণাদি সমস্ত কমিয়া যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

য্যালোপ্যাথিকে অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা।

এই রোগে অণ্ডকোষ দুইটীর একটী অথবা উভয়টী স্বস্থান হইতে উপরি উত্থিত হয়, তৎকালে রোগী জ্ঞানশূন্য হয়

লক্ষণ।—শিরা খেঁচিয়া ধরে, বেদনাযুক্ত হয়, শরীরের গ্লানি বোধ হয়, আলস্যপ্রিয়তা জন্মে, কোষ্ঠবদ্ধ হয়, রোগ আক্রমণের সময় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া অণ্ডকোষ স্বস্থানচ্যুত হইয়া উত্থিত হইলেই রোগী অচেতন হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা —ফোমেণ্টেশন, অহিফেণ সেবন, কোন কোন স্থলে বিরেচক ব্যবহার করা যায় মূত্রাশয়ের উপর বরফ স্থাপন ইত্যাদি দ্বারা উপকার দর্শে। অণ্ডকোষ যাহাতে উত্থিত হইতে না পায়, তজ্জন্য ট্রস্ নামক যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। মিঃ জন উড যে ট্রাস্ প্রস্তুত করিয়া-ছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট। তাহা ব্যবহার করিলে কোষ উত্থিত হই-বার কোন আশঙ্কা থাকে না এই পীড়া আক্রমণের নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। কখন কখন বহু দিন অন্তর, কখন দুই চারি পাঁচ মাস অন্তর, কখন বা উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন আক্রমণ করিয়া থাকে পুনঃপুনঃ আক্রমণে রোগীর দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে এরূপ অবস্থায় বলকারক ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা না হইলে এই উপসর্গ সত্ত্বে পীড়া আক্রমণ করিলে রোগীর প্রাণনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভা-বন, অতএব সে পক্ষে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে

বৈদ্যকে অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা।

অন্ত্রবৃদ্ধির কারণ ও লক্ষণ।—বায়ুজনক দ্রব্য ভোজন, অত্যন্ত শীতল জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান, মলমূত্রের বেগরোধ মূত্রের বেগ উপস্থিত না হইতে বেগপ্রদান, ভারবহন ও পথশ্রম প্রভৃতি কারণে দূষিত বায়ু ক্ষুদ্রান্ত সংকোচিত করিয়া স্বীয় স্থান হইতে কুঁচকিতে লইয়া গেলে কুঁচকিতে গ্রন্থিল শোথ জন্মে এই অবস্থায় চিকিৎসিত না হইলে উক্ত সংকোচিত গ্রন্থিল ক্ষুদ্রান্ত্র কর্ত্তৃক অণ্ডকোষে নীত হইলে ইহা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয় এবং ইহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থিল ক্ষুদ্রান্ত্র অণ্ডকোষে থাকিয়া অত্যন্ত যাতনা প্রদান করে বলিয়া অণ্ডকোষ ধরিয়া চাপিলে ঐ ক্ষুদ্রান্ত্র শব্দ পূর্ব্বক কোষকে স্ফীত করিয়া উপরে উঠিয়া যায়, এবং তাহাতে রোগী কথঞ্চিত সুস্থ হয় এবং কোষ ছাড়িয়া দিলে অন্ত্র পুনর্ব্বার অণ্ডকোষে প্রবেশ করে এই অন্ত্রবৃদ্ধিতে বাতজ ব্রধ্নের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয় না।

চিকিৎসা।—পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়কবীজ, শঠী পিপ্পলীমূল, আকনাদি, হবুষ, বচ, এলাইচ, দেবদারু, পঞ্চলবণ, প্রত্যেক সমভাগ লইয়া বটী প্রস্তুত করিবে ইহার নাম "বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা।"

বৃহৎদন্তী হরিতকী।—ঘৃত ১৬ সের ক্বাথ দ্রব্য দন্তীমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ; ভূমিকুষ্মাণ্ড রস, তালমূলীর রস, শিমূল মূলের রস, কুড়চি ছালের রস, প্রত্যেক ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য দন্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীত বেড়েলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল, শ্যামালতা প্রত্যেক ।০ সের পাকার্থ জল ১৬ সের

হোমিওপ্যাথিকে অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা।

অত্যন্ত কষ্টজনক শ্বাস প্রশ্বাস, কাশি প্রভৃতির পর যদি উরুর উপর যন্ত্রণাযুক্ত বেদনা হয় হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে কিঞ্চিৎ উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু পুনরায় কাশি বা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের পর পুনরায় বেদনানুভব হয়, তখনই অণ্ডকোষ উপরে উঠিবার আশঙ্কা করিতে হয়

চিকিৎসা।—দিবারাত্রি ট্রাস্ যন্ত্র ব্যবহার করা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের মতেও যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

রাত্রি এবং প্রাতঃকালে "নক্সভমিকা" প্রয়োগ করিতে হইবে এবং "আর্ণিকা" লোশন দ্বারা কোষ ধৌত করিবে

যদি ট্রাসের প্যাড খানির ঘর্ষণে সেই স্থানে ক্ষত হয়, তবে প্যাডের নিম্নে তুলা দিয়া ট্রাস্ ব্যবহার করিলে ভাল হয়

হাকিমীমতে অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা।

এই রোগ যারপরনাই প্রাণনাশক। আক্রমণকালে রোগীর চৈতন্য থাকে না, মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। বায়ু সবল হইলে তবে অণ্ডকোষ স্বস্থানে আইসে ও রোগী চৈতন্যলাভ করে.

লক্ষণ।—ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, আলস্যবোধ, গাত্রবেদনা, মনের সচ্ছন্দহীনতা ইত্যাদি লক্ষণ দুই এক দিবস থাকিবার পর হঠাৎ এক দিন অণ্ডকোষ উপরে উঠিয়া যায়, সেই সময় রোগী অচেতন হইয়া পড়ে। চিকিৎসা না হইলে মৃত্যু হওয়া বিচিত্র নহে

চিকিৎসা।—রোগাক্রমণকালে ঘৃত ও শীতল জল পেটে

মালিশ করিবে নাকে মুখে জলের ঝাপ্টা মারিবে। মুখে মরিচ গুঁড়া দিবে দাঁতে দাঁতে লাগিয়া থাকিলে তাহা পৃথক করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে অনবরত পাখা দ্বারা বাতাস করিতে থাকিবে তাহার পর রোগীর চৈতন্য হইবে। এই রোগ একবার হইলে শীঘ্র দূর হয় না। আফিম সেবন ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিকার নিয়মিতরূপে অহিফেন সেবনে বহুদিনের পুরাতন অন্ত্রবৃদ্ধি দূর হইতে দেখা গিয়াছে একবারে অহিফেণ সেবন রোগীর পক্ষে যদি কষ্টকর হয়,তবে অল্প মাত্রায় সেবন করাইবে,অথবা আফিম জলে বা আমরুল পাতার রসে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া সেই জলীয়াংশ পান করিতে দিবে। এইরূপ ১০ ১২ দিন করিলেই আর কিছু করিতে হইবে না

মধ্যে মধ্যে মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর মল কুপিত হইবার জন্য পীড়া আক্রমণ করিতে পারিবে না। সে জন্য ভেরেণ্ডার তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সপ্তদশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে কণ্ঠাগত রোগের চিকিৎসা।

ক্যাটার।—বায়ুপথের কোন কোন স্থানের প্রদাহকে এই আখ্যা দেওয়া যায়

কারণ।—কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সর্ব্বদা উষ্ণ গৃহে বাস, উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অভাব,রুক্ষস্বভাব,রৌদ্রে ভ্রমণ, দেহের উষ্ণতা নিবারণের পূর্ব্বে শৈত্যসেবা ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মে।

লক্ষণ।—দৌর্ব্বল্য, আলস্যবোধ, পৃষ্ঠ ও হস্তপদাদিতে বেদনা, সম্মুখ কপালে টান ও ভার বোধ, চক্ষুর জ্বালা এবং আলোকদর্শনে

অনিচ্ছা, নাসাগহ্বরের অবরোধ, তজ্জন্য বিশেষ অসুখবোধ, গলার ভিতর বেদনা, স্বরের পরিবর্ত্তন, কখন কখন গ্রীবার পেশীতে বেদনা, জিহ্বা ক্লেদযুক্ত, পিপাসা, নাড়ী দ্রুতগামী ও বেগবতী হইয়া থাকে অনেক স্থলে ক্ষণেক্ষণে হাঁচি, দুই দিবস এই অবস্থা থাকিয়া নাসিকা দিয়া ক্লেদ নির্গত হয় এই ক্লেদ স্বাভাবিক নহে, স্বচ্ছ ও নির্য্যাসবৎ কাশি, এবং এই সকল লক্ষণের সহিত জ্বর বোধ হইয়া থাকে ক্ষুধামান্দ্যও ইহার অন্যতম লক্ষণ।

চিকিৎসা।—সামান্য সর্দ্দি নিবারণার্থ লঘু আহার, অধঃশাখায় উষ্ণ জল সেক, মৃদু বিরেচক ঔষধ, নিদ্রার পূর্ব্বে ১০ গ্রেণ ডোভার্স পাউডার, উষ্ণজলে স্নান বা বাষ্পাভিষেক দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে, অথবা কখন কখন ২০ বিন্দু টীং ওপিয়াই, বা কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাণ্ডি ব্যবহারে রোগের উপশম হয় অন্যান্য ঔষধের মধ্যে নিম্নে কয়েকটী লিখিত হইল

মর্ফিয়া	... ...	½ হইতে ১ গ্রেণ
নাইট্রেট অফ বিশমথ	... ...	১ ভাগ
গঁদচূর্ণ	... ...	৩ ভাগ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্যগ্রহণ

কেহ কেহ বলেন ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দ্রব পদার্থ সেবন একেবারে নিষিদ্ধ

এক্‌স্ট্রাক্ট ওপিয়ম্	.. ..	১ গ্রেণ
পল্‌ভ্ ইপিক্যাক্	.. ...	১ গ্রেণ
পটাশি নাইট্রাটিস্	...	৮ গ্রেণ।
গ্লিশরিণ	... ..	বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত

দুইটী বটী প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে।

ল্যারিঞ্জাইটিস্ বা কণ্ঠনালীর প্রদাহ।—এই পীড়া দুই প্রকার, য়্যাকিউট্ বা প্রবল এবং ক্রনিক বা পুরাতন।

লক্ষণ।—ঈষৎ কম্পের পর জ্বর, টন্‌সিলের প্রদাহ, স্বাভাবিক স্বরের বিকৃতি, আক্ষেপিক কাশি, শ্লেষ্মানির্গম, কণ্ঠনালীতে বেদনা, টানবোধ, নিপীড়নে বেদনা। বৃদ্ধি, শব্দযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, গলাধঃকরণে

বেদন, কখন কখন শ্বাস বন্ধ হইল বলিয়া বোধ হয়, উপরজিহ্ব শুষ্ক, প্রদাহযুক্ত এবং কঠিন বোধ হয় এই সকল লক্ষণের সহিত প্রদাহিত জ্বর, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, ত্বক্ উষ্ণ এবং নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন হইতে পারে তাহার পর মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত ও রক্তবিহীন, ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ, চক্ষু জলপূর্ণ, নাসারন্ধ্র প্রসারিত, নাড়ী দ্রুতগামী, দুর্ব্বল এবং বিষম, স্বরভঙ্গ বা স্বররোধ ও গ্রীবাদেশের সম্মুখভাগ স্ফীত হয় ইহাতে রোগী নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠে, এবং হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হইল বলিয়া ভীত হয়। শয়নে শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি হয়, এজন্য রোগী বসিয়া থাকিতে ভালবাসে অল্প নিদ্রা হইলেই শ্বাসরোধ জন্য ভীত হয় এবং জাগিয়া উঠে ক্রমে প্রলাপ, অচৈতন্য, ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া তিন চারি দিন মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—চিকিৎসা যত শীঘ্র আরম্ভ করা হয় ততই মঙ্গল। রোগীকে অতি সুস্থির এবং সাবধানে রাখিয়া বাক্যব্যয় করিতে নিষেধ করিবে। রোগীর বাসগৃহের বাতাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ঈষদুষ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইবে

শ্বাসকষ্ট নিবারণ জন্য গরম জলের বাষ্পে অথবা উহাতে হাইড্রোসিয়েনিক্ য্যাসিড বা স্পিরিট অফ ক্লোরোফরম মিশাইয়া শ্বাস লইতে দিবে।

পূর্ব্বে কেহ কেহ এই রোগে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু উহা নিতান্ত অশুভজনক। উপদংশ রোগের সহিত এই পীড়া হইলে পারদাভিষেক ও উহার সহিত অল্প মাত্রায় পারদ সেবন করিলে উপকার দর্শে

গ্রীবায় এক্স্ট্রাক্ট বেলেডোনা এবং মরিণার পুল্‌টিস্ দিবে ব্লিষ্টার, ক্যালোমেল্ অথবা টার্টারেটেড য়্যান্টিমনি প্রয়োগ রক্তমোক্ষণের ন্যায় একবারে পরিত্যাগ করিবে

পথ্য।—দুগ্ধ, অসিদ্ধ ডিম্ব, বিফ্‌টী, মদিরা বা ব্রাণ্ডি, ইত্যাদি

কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ—কোন প্রবল পীড়ার পর এই রোগ হইতে পারে, কিন্তু তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কারণে প্রায়ই ইহা ঘটিয়া

থাকে (১) অতিশয় হাঁকাহাকি করা, চীৎকার শব্দে গান বা রোদন (২) ক্ষয় ও উপদংশ পীড়া। (৩) গলা হইতে উত্তেজনার বিস্তার। (৪) ক্ষত বা কোন প্রকার মাংস বৃদ্ধি হেতু কণ্ঠনালীতে উত্তেজন। (৫) রিকরেণ্ট স্নায়ুর উত্তেজন (৬) সতত উত্তেজক পরমাণুতে শ্বাস গ্রহণ। (৭) দীর্ঘকাল মদিরা বা অতিরিক্ত তামাকু সেবন (৮) সার্ব্বাঙ্গিক শোথ প্রযুক্ত হইতে পারে।

লক্ষণ।—কথা কহিবার পর কণ্ঠনালীতে একপ্রকার অসুখ বোধ হয়, সর্ব্বত্র এই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু স্বাভাবিক স্বরের পরিবর্ত্তনই ইহারবিশেষ কারণ স্বরের দুর্ব্বলতা, কোন কোন স্থলে আক্ষেপযুক্ত কাশি, এবং তজ্জন্য বিলক্ষণ কষ্ট, তৎসহ ঘং ঘং শব্দ, শ্বাসকষ্ট, গলাধঃকরণে ক্লেশ, শ্লেষ্মানির্গম ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—শুষ্ক বায়ুযুক্ত স্থানে বাস, কণ্ঠনালীর সুস্থিরতা রক্ষা, স্থানিক উত্তেজনের দূরীকরণ, অতিরিক্ত তামাকু সেবন পরিত্যাগ, গলদেশে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্রাবরণ; ইহাতে প্রতিকার না হইলে স্থান পরিবর্ত্তন বিধেয়

উপদংশ এবং ক্ষয়কাশের সহিত এই ব্যাধি জন্মিলে বলকারক ঔষধ প্রয়োগ,এবং পাকযন্ত্রের ক্রিয়ার প্রতি মনযোগ রাখিতে হইবে অনেক স্থলে নাইট্রেট্ অফ সিল্ভার, ক্লোরাইড বা সল্ফেট অফ জিঙ্ক, ফট্কিরি, পারক্লোরাইড অফ আয়রণ,সল্ফেট অফ কপারের বাষ্প প্রয়োগে বিশেষ ফললাভ হয়। ক্রিয়াসোট, কার্ব্বলিক য্যাসিড, জুনিপার তৈল প্রভৃতি ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গলাভ্যন্তরে স্বেক দিলে উপকার দর্শিতে থাকে কোনায়ম,বেন্জয়েন,ইথার,ক্লোরোফরম প্রভৃতি অবসাদক ঔষধের স্বেক দিলে কণ্ঠনালীর উত্তেজন হ্রাস হইতে পারে আক্রান্তস্থলে তুলি দ্বারা কোন ঔষধ লাগাইতে হইলে উহা গ্লিস্রিণের সহিত মিশ্রিত করা আবশ্যক

গ্লটিসে'র ইডিমা বা স্ফীতি।—এই রোগে কণ্ঠনালীর প্রদাহের ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশিত হইতে পারে। অত্যুষ্ণ জল, ক্ষতকর অম্ল অথবা ক্ষার ভক্ষণে এই রোগ জন্মিতে পারে .এই সকল অন্য গলাধঃ

...বিবার সময় কণ্ঠ ও গলনালীর পেশী অকস্মাৎ আকুঞ্চিত হইয়া নাসা রন্ধ্র ও মুখ দিয়া উহারা বাহির হওয়াতে উক্ত স্থানের যথেষ্ট ক্ষতি হয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে উহারা পাকাশয়ে গমন করে

ক্ষত কোনরূপে কোন স্থানে মাংসাদির বর্দ্ধন, ল্যারিংসের উপাস্থির নেক্রোসিস্ ইত্যাদি পীড়া জন্য উত্তেজন হইলেও এই ব্যাধি জন্মিতে পারে স্কারলেট্ জ্বর, টাইফয়েড্ বা টাইফাস্ জ্বর, বসন্ত, ইরিসিপেলাস্ প্রভৃতি রোগের আনুসঙ্গিকরূপে এই রোগ দেখা যায় গলার ভিতরের প্রদাহ বিস্তৃতি জন্য এই পীড়া হইয়া থাকে। মূত্রপিণ্ডের পীড়ার জন্য সাধারণ ড্রপ্‌সি এবং কখন কখন হৃৎপিণ্ডের ও শিরার অবরোধের সহিতও হইতে পারে

চিকিৎসা উক্ত স্থানে ১ আউন্স জলের সহিত ৬০ গ্রেণ নাইট্রেট্ অফ সিল্‌ভার মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে উপশম হয়। কেহ কেহ স্ফীত স্থান বিদীর্ণ করিয়া উহার ক্লেদ বাহির করিয়া দিবার পরামর্শ দেন

ল্যারিংসের প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত এই রোগ সচরাচর চারি প্রকারে হইতে পারে যথা, —

১ উভয় দিকে য়্যাবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত —ইহাকে হিষ্টিরিয়া বা ক্রিয়াবিকার জন্য স্বরভঙ্গ বলে স্বর বন্ধ হয়, এবং প্রায়ই কাশিবার সময় শব্দ হয়। রোগী ফুস্‌ফুস্ করিয়া কথা কহে, স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না

২। একদিকের য়্যাবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত —ইহাতে যাবজ্জীবন স্বরের রূপান্তর থাকিয়া যায়

৩। উভয় দিকের য়্যাবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত।—শ্বাসকষ্ট এবং সশব্দ শ্বাসপ্রশ্বাসই ইহার লক্ষণ। মধ্যে মধ্যে শ্রমজন্য উহাদের বৃদ্ধি হইয়া থাকে

৪। একদিকের য্যাবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত।—ইহাতে অল্প মাত্র শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত সামান্য মাত্র শব্দ থাকে

চিকিৎসা।—য্যাবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত হইলে স্থানিক ফ্যারে-

ডাইজেস্টিভ দ্রব্যের উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিতে হইলে থাইরয়েড ও ক্রাইকয়েড উপাস্থির উপর এক পোল সংস্থাপন করিবে, এবং তৎপর গোলে স্বরযন্ত্র স্পর্শ করিবে। য্যাবডক্টর পেশীর পক্ষাঘাত হইলে শ্বাসরোধ নিবারণ জন্য ট্রেকিওটমি আবশ্যক হইতে পারে।

গলনালীর প্রবল প্রদাহ। — বক্ষের গভীর প্রদেশে, গলনালীর ধারে ধারে কিছু বেদনা হয়। ক্ষত থাকিলে স্থায়ী এবং তীব্র বেদনা হইয়া থাকে। গলাধঃকরণে কষ্ট ও বেদনা বোধ হয়। গলনলী খেঁচিতে থাকে ও বমন হয়। পীড়া উৎকট হইলে বক্ষঃস্থলে ভারবোধ হয়, এবং জ্বরের ন্যায় দৈহিক লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে পারে।

চিকিৎসা। সামান্য পীড়ার চিকিৎসা আবশ্যক হয় না, তবে কঠিন হইলে রোগীকে বরফ চুষিতে দেওয়া, অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করিতে দেওয়া, গলনলীতে ক্ষত হইলে পিচকারী দ্বারা ধৌত করিয়া দেওয়া, বাহির দিকে ফোমেণ্টেশন ও বেদনা নিবারণ জন্য অহিফেণ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

গলনলীর পুরাতন পীড়া। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম ক্রিয়াবিকার, দ্বিতীয় যান্ত্রিক পীড়া।

ক্রিয়াবিকারের লক্ষণ। গলনলীর কোন স্থানে যেন কোন বস্তু আবদ্ধ হইয়া আছে এরূপ বোধ হয়, কিন্তু উহার বেদনা থাকে না। আহারীয় দ্রব্য গ্রহণে গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ হয়। উক্ত দ্রব্য হয়ত একেকালে গলার নীচে যায় না অথবা অতি কষ্টে চলিয়া যায়। এইরূপ সময়ে বক্ষে ভারবোধ, শ্বাসাবরোধের মত কষ্ট এবং গ্রীবাদেশের পেশীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন হইতে পারে। কখন কখন অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ উদরাধ্মান, অম্লোদ্গারণসহকারে আক্ষেপ হয়।

যান্ত্রিক বিকারের লক্ষণ। ক্যান্সার, আঘাত, ক্ষত বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার পর সিকেট্রিক্স বশতঃ স্থূলতা ও সঙ্কোচ, প্রাচীরের পদার্থ স্থূলতা, ঔপদংশিক বর্দ্ধন, ক্ষত ও ক্ষতের পার্শ্বের দৃঢ়তা ও স্ফীতি, বিবৃদ্ধ থাইরয়েড গ্রন্থি, বক্ষঃস্থল ও গ্রীবার বিবৃদ্ধি ইত্যাদি।

চিকিৎসা। রোগীর সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

হিষ্টিরিয়া থাকিলে হিঙ্গু, ঘ্যালো লৌহ, কার্বনেট অফ জিঙ্ক, প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিবে হৃদ্‌২ স্নায়বিক পীড়ায় ষ্ট্রীকৃনিয়া ও ইলেক্‌ট্রিসিটী প্রয়োগে উপকার দর্শে।

যথেষ্ট পরিমাণে মাংসরস পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতে দিবে সহজে খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ না হইলে ষ্টমাক পাম্প দ্বারা আহার করাইবে এই রোগের সহিত অজীর্ণের চিকিৎসাও কর্ত্তব্য। বলকর ঔষধ, কড-লিবার অয়েল, উষ্ণকর দ্রব্য এবং পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা করিবে ষ্টর্ণমের উপর বেলেডোনার পলস্তারা ও বেলেডোনা বা বেলেডোনার লিনিমেন্ট প্রয়োগ করিবে অহিফেণ, মর্ফিয়া বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য, উষ্ণতা ও বরফ প্রভৃতির স্থানিক ব্যবহারে বেদনা, নিদ্রার অভাব ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ নিবারণ করিবে

বৈদ্যকে কণ্ঠগত রোগ চিকিৎসা।

এই রোগকে রোহিণী আখ্যা দেওয়া হয় কুপিত পিত্ত ও কফ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া গলদেশে যে অঙ্কুর উৎপাদন করে, ঐ অঙ্কুর গলনলীর ছিদ্র রোধ করিয়া রোগীর প্রাণনাশ করে।

বায়ুজন্য রোহিণীর লক্ষণ —বাত রোহিণীতে জিহ্বায় বেদনা ও গলমধ্যে মাংসাঙ্কুর জন্মে; এবং বাতজনিত মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বলবান উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লবণ দ্বারা ঘর্ষণ এবং ঈষদুষ্ণ তৈলের কবল ধারণ করা বিধেয়

পিত্তজন্য রোহিণীর লক্ষণ। গলদেশের মধ্যে শীঘ্র মাংসাঙ্কুর জন্মে ও তাহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে, এবং তাহা হইতে প্রবল জ্বর হইয়া থাকে

চিকিৎসা —রক্তচন্দন চিনি ও মধু দ্বারা ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও পরুষের ক্বাথে কবল গ্রহণ করিতে দিবে।

কফজন্য রোহিণীর লক্ষণ —ইহাতে যে মাংসাঙ্কুর জন্মে, তাহাতে গলনলীর ছিদ্র বোধ হয়, এবং অঙ্কুরগুলি দৃঢ় হইয়া থাকে।

চিকিৎসা —ঝুল ও কটকী দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী, সৈন্ধব লবণ, এই সকলের সহিত সিদ্ধ তৈলের নস্য ও কবল ধারণ ব্যবস্থা।

রক্তজন্য রোহিণীর লক্ষণ —পিত্তজন্য রোহিণীর ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে।

কণ্ঠশালুক রোগ —গলার ভিতরে কুলবীজের ন্যায় যে কণ্টকযুক্ত গ্রন্থি উৎপাদন করে, ঐ গ্রন্থি কর্কশ ও স্থির হয়। এই লক্ষণ-যুক্ত রোগের নাম "কণ্ঠশালুক।"

চিকিৎসা —নাসিকার সমীপদেশ বিদ্ধ করিলে অথবা সেফালিকা মূল চর্ব্বণ করিলে উপকার হয়।

অধিজিহ্বের লক্ষণ। কফ ও রক্ত জিহ্বার উপরে জিহ্বার অগ্রভাগ সদৃশ যে শোথ জন্মে, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। উহা পাকিলে কোন প্রকারে রোগের উপশম হয় না।

চিকিৎসা —জিহ্বা ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলাগ্র বড়িশ দ্বারা রোগস্থান ছেদন এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিলে অল্প শোণিতস্রাব করিয়া শোধন ক্রিয়া করিতে হইবে।

বলায়ের লক্ষণ —কফ গলমধ্যে বিস্তৃত ও উন্নত যে শোথ জন্মে, তাহার নাম বলয়। উক্ত শোথগ্রস্ত রোগী আহারীয় বস্তু গিলিতে পারে না, এবং ঔষধাদি দ্বারা কোন অবস্থাতেই ইহার বলক্ষয় করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই রোগ অচিকিৎস্য।

বলাশের লক্ষণ —কুপিত কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক গলনলীতে শোথ জন্মে। ঐ শোথে মর্ম্মচ্ছেদী বেদনা হয়, এবং রোগীর শ্বাসকষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী যার পর নাই যন্ত্রণা ভোগ করে।

চিকিৎসা —প্রথমে স্বেদ, তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্যাদি প্রয়োগ, এবং দারু-

হরিদ্রা, গুড়ত্বক, নিমছাল, দ্রাক্ষা ও ইন্দ্রযব এই সকলের ক্কাথ পান করা যুক্তিযুক্ত

একবৃন্দের লক্ষণ।—কফ ও রক্তকর্ত্তৃক গলনলীর মধ্যে যে গোলাকার অথচ উন্নত ও ঈষৎ মৃদু শোথ জন্মে, তাহার নাম একবৃন্দ এই শোথে জ্বালা ও কণ্ডূ জন্মে, এবং শোথ অতি অল্প পাকিয়া থাকে

চিকিৎসা।—মধুসংযুক্ত হরীতকীর ক্কাথ, অথবা কটুকী, আতইচ, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব এই সকল গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে

বৃন্দের লক্ষণ —বায়ু, পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া গলার মধ্যে যে গোলাকার ও উন্নত শোথ উৎপাদন করে, ঐ শোথে বেদনা ও অত্যন্ত জ্বালা হয়, এবং প্রবল জ্বরও উপস্থিত হইয়া থাকে

চিকিৎসা —উপরোক্তরূপে চিকিৎসা করিবে জ্বর থাকিলে জ্বরঘ্ন ঔষধ দিবে

শতঘ্নীর লক্ষণ বায়ুপিত্তকফ কর্ত্তৃক গলার মধ্যে মাংসাঙ্কুর-বেষ্টিত যে বর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া গলার ছিদ্র রোধ করে, ঐ বর্ত্তিতে নানা প্রকার বেদনা অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফজন্য বেদনা, জ্বালা ও কণ্ডূ প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে এবং এই রোগ শতঘ্নী নামক অস্ত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয় বলিয়া উহার নাম শতঘ্নী হইয়াছে আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকে অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এজন্য চিকিৎসা লিখিত হইল না।

শিলায়ুর লক্ষণ কফ ও বায়ুকর্ত্তৃক গলনালীর মধ্যে যে দৃঢ়, অতিশয় বেদনাযুক্ত ও আমলকীবীজসদৃশ গাঁইট জন্মে, তাহার নাম শিলায়ু। গলনলীর মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রন্থি থাকে বলিয়া রোগী মনে করে যেন ভুক্ত দ্রব্য গলার মধ্যেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে

চিকিৎসা।—শস্ত্রদ্বারা ইহাকে বিদীর্ণ করিয়া দিলে একবারে উপশম হইয়া থাকে।

গলবিদ্রধির লক্ষণ —বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক গলার মধ্যে সমস্ত গলা ব্যাপিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয় এবং ঐ শোথে নানা প্রকার

বেদনা অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফজন্য বেদনা,জ্বালা ও কণ্ডু প্রভৃতি জন্মে এবং ত্রিদোষ জন্য বিদ্রধির লক্ষণ সকলও হইয়া থাকে। এই রোগের নাম গলবিদ্রধি।

চিকিৎসা।—এই রোগে, যদি মর্ম্মস্থানোৎপন্ন না হয়, তবে সুপক্ক অবস্থায় ছেদন করিয়া দিবে

গলৌঘের লক্ষণ।—কফ ও রক্ত গলদেশে যে বৃহদাকার শোথ উৎপাদন করে,ঐ শোথ গলনলীর ছিদ্র রোধ করে বলিয়া রোগী পান ও ভোজনে অসমর্থ হয় অপরন্তু শোথ অতি বৃহৎ হয় বলিয়া উদান বায়ুর গতি রোধ হইয়া থাকে এবং রোগী অতি প্রবল জ্বালা বোধ করে। এই রোগের নাম গলৌঘ

চিকিৎসা ছেদন করিয়া ত্রিকটু, বচ ও সৈন্ধব লবণ, অথবা কুড় পিঁপুল মূল, বচ, সৈন্ধব লবণ, পিঁপুল, আকনাদি ও কৈবর্ত্ত মুস্তা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিবে

স্বরঘ্নের লক্ষণ —স্বরঘ্ন রোগে রোগী মূর্চ্ছিত অথবা অন্ধকার দর্শন করিতে করিতে সর্ব্বদা সজোরে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং ভক্ষ্য দ্রব্য গিলিতে অসমর্থ হয় অপরন্তু রোগীর স্বরভঙ্গ, কণ্ঠ শুষ্ক এবং কফদ্বার বায়ুস্রোত রুদ্ধ হয়। এই রোগ বায়ুকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় এবং ইহার নাম স্বরঘ্ন

চিকিৎসা।—পিঁপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, তালিশ পত্র, এলাইচ, মরিচ, গুড়ত্বক, পলাশ ক্ষার, ঘণ্ট পাকলী ক্ষার,যবক্ষার, এই সমুদায় দ্রব্য দ্বিগুণ পুরাণ গুড়ের সহিত পাক করিয়া কুলপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে, এবং ৭ দিন ঘণ্টাপাকলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া দিবে, পশ্চাৎ খাইতে দিবে।

মাংসতানের লক্ষণ।—বায়ুপিত্তকফ কর্ত্তৃক গলার মধ্যে বিস্তৃত শোথ জন্মে এই রোগের নাম মাংসতান উক্ত শোথ ক্রমে ক্রমে গলনলীর ছিদ্র রোধ করিয়া রোগীকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করে, এমন কি উহাতে রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়

চিকিৎসা। এই রোগে উপরোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, পরে ক্ষদির ও ফটকিরির জলে শোথ ধৌত করাইবে।

— —

হোমিওপ্যাথিকে গলগত রোগ চিকিৎসা।

গলার ঘা। শৈত্যানুভব গলদেশে বেদনা, উত্তাপ, ক্ষত, শুষ্কত, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়।

চিকিৎসা। অতিশয় জ্বর থাকিলে "য্যাকোনাইট" এবং তাহার পরে "বেলেডোনা" দিবে। উভয় ঔষধই, দুই ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

চিবুকের ভিতর কোমলতা অথবা গ্লাণ্ডের স্ফীতি থাকিলে রাত্রি এবং প্রাতঃকালে "মার্কুরিয়াস্" দিতে হইবে।

ইহাতে যদি আরোগ্য না হয় এবং গলদেশে প্রদাহ থাকে এবং চাকচিক্য হয়, তবে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর "য্যাপিশ্" প্রয়োগ করিতে হইবে।

গলায় গরম কাপড় জড়াইয়া দিবে এবং পদে গরম "মাষ্টার্ড বাথ" দিবে।

গলদেশের প্রবল ক্ষত। উপরে যে সাধারণ ক্ষত রোগের বিষয় লিখিত হইল, তদতিরিক্ত এই রোগে গলদেশের পেশী সমুদায় টান বোধ হয়, ক্রমাগত জ্বরবোধ থাকে, তরল দ্রব্য গলাধঃকরণেও প্রভূত কষ্ট অনুভব হয়, গলার ভিতরে প্রদাহ এবং একটী বা ততোধিক ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা। জল মিশ্রিত কনডেজ কণ্ডি ফ্লুইডে কুল্লি করিয়া ক্ষত ধৌত করিবার উপদেশ দিবে। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর "মার্কুরিয়াস্ করোসিভাস্" প্রয়োগ করিবে। গরম কাপড়দ্বারা গলদেশ বেষ্টিত করিয়া রাখিবে।

দুর্গন্ধ এবং দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইলে 'ব্যাপ্টিসিয়' প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর দুইবার খাইতে দিবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর "আর্সেনিক" দিবে।

অন্যপ্রকার ক্ষত।—অতিরিক্ত জোরে বাক্যব্যয় এবং গীতাদি করিবার পর গলা চিরিয়া এই ক্ষত হয়।

চিকিৎসা।—জলের সহিত "হেমামিলিস্" মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করিতে এবং এক বা দুই মাত্রা সেবন করিতে দিবে।

তিন রাত্রি শয়নের পূর্ব্বে "ক্যালি বাইক্রোমিস্" ব্যবহার করিতে উপদেশ দিবে। প্রতিদিন প্রাতে শীতল জলে গলদেশ ধৌত করাইবে।

হাকিমীমতে গলগত রোগ চিকিৎসা।

গলদেশে বেদনা হয়, স্ফীততা জন্মে, তাহা লালবর্ণ হয়, স্ফোটকের আকার ধারণ করে, কোন দ্রব্য গলাধঃ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, কখন কখন প্রদাহ এত বৃদ্ধি হয় যে, তজ্জন্য জ্বর হয়। রোগী সর্ব্বদাই যন্ত্রণা ভোগ করে, অস্থির হয়, কোনক্রমে স্থির থাকিতে পারে না।

চিকিৎসা।—ফট্‌কিরির জলে কুল্লি করিয়া বেদনাযুক্ত স্থান ধৌত করিবার উপদেশ দিবে। তাহার পর, ঝুল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ঐ স্থানে টিপিয়া দিলে স্বাস্থ্য অনুভব হয়। তাহাতে যদি উপশম না হয়, তবে অস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দিলে পূঁয রক্ত নির্গত হয় এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে।

গলার উপর গরম কাপড় বাঁধিয়া রাখিবার উপদেশ দিবে, কোনমতে শীতল বাতাস যাহাতে না লাগে এরূপ ব্যবস্থা করিবে।

তরল অথচ হড়হড়ে দ্রব্য খাইতে দিবে। যাহাতে রোগীর বল থাকে এরূপ ঔষধ ও পথ্য দিতে হইবে। এমন স্থলে মাংসের ঝোল

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যদি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এমন বিবেচনা কর, তবে মৃদু বিরেচক ঔষধ দিবে, তজ্জন্য ভেরাণ্ডার তৈল বিশেষ উপযুক্ত। রোগী ঔষধ খাইতে অসমর্থ হইলে পিচকারী দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

তুঁতিয়ার জলে ক্ষত ধৌত করিবার বিষয়ে অনেকে যুক্তি দেন; কিন্তু ঐ জল দৈবাৎ উদরস্থ হইলে বমন হইবার সম্ভাবনা, এজন্য সাবধান হইতে হইবে যাহাতে ঐ জল পাকস্থলীতে পৌঁছিতে না পারে

যত প্রকার ঔষধই প্রয়োগ করা যাউক না কেন, স্ফোটক চিরিয়া দিলে যেমন সহজে আরাম হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না এজন্য অস্ত্রচিকিৎসা বিশেষ উপকারী কিন্তু অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী না হইলে কখন অস্ত্রধারণে চেষ্টাবান হইবে না, কারণ, শিরা বিখণ্ডিত হইলে রক্তস্রাব বন্ধ করা বড় কঠিন স্থলবিশেষে রোগীর প্রাণনষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে গলগণ্ড চিকিৎসা।

দীর্ঘকাল চুণের লবন মিশ্রিত জল পান করিলে গলার উপর স্ফীতি জন্মে গলগণ্ড প্রথমাবস্থায় কোমল থাকে, পরে দৃঢ় হয় কখন থাইরেড গ্রন্থি সমুদায়, কখন বা তাহার মধ্যস্থল, কখন বা তাহার পার্শ্বদেশ মাত্র স্ফীত হয় পীড়ার প্রারম্ভে রোগী শ্রীহীন হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত অপর কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না কখন উক্ত স্থানের ধমনী সকল দপ্ দপ্ করে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় তাহার সহিত অজীর্ণ, বমনোদ্বেগ, ক্ষুধামান্দ্য, চিত্তোদ্বেগ ইত্যাদি লক্ষণ আবির্ভূত হইতে থাকে গ্রন্থি অত্যধিক স্ফীত হইলে নিকটবর্ত্তী স্থানের পীড়ন জন্য শ্বাসকষ্ট ও গলাধঃকরণে বিশেষ যাতনা বোধ হয় এই ব্যাধি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক হইয়া থাকে

যে যে স্থানের জল বোদা, অর্থাৎ সুস্বাদবিহীন, সেই জলে এয়ই চূণের লবণ, অর্থাৎ ফস্‌ফেট বা কার্বনেট অফ লাইম্‌ মিশ্রিত থাকে, সেই জল পানে এই পীড়া হয় অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরস্থ সেকোরা গ্রামে, গোরখপুরে, নেপালের কোন কোন স্থানে এই পীড়া অধিক পরিমাণে হয়

চিকিৎসা —এই পীড়া যে দেশবিশেষজাত তাহার সন্দেহ নাই স্ত্রীলোকের এই পীড়া হইলে যাহাতে ঋতুধর্ম রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য আইওডাইন ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, কেহ কেহ আইওডাইন ও পটাসিয়ম্‌ একত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন

আইওডাইন	.	...	..	৫ গ্রেণ।
আইওডাইড অফ পটাসিয়ম		..	..	১০ গ্রেণ
জল	.	..	..	১ পাইন্ট

ইহাকে "লিউগল্‌স্‌ সলিউসন্‌" কহে। এই ঔষধ প্রথমে ১ ড্রাম মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করাইবে তাহার পর ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে

কেহ কেহ নিম্নোক্ত প্রকারে আইওডাইড অফ পটাসিয়মের মলম ব্যবহার করিয়া থাকেন

আইওডাইড অফ পটাশ			..	৬৪ গ্রেণ
কার্বনেট অফ পটাশ		...	..	৪ গ্রেণ
পরিশ্রুত জল	..	.	...	১ ড্রাম
শূকরের বসা	..	..	..	১ আং।

আজ কালি অনেকে নিম্নোক্ত প্রকার প্রস্তুত রেড আইওডাইড অফ মার্কিরির মলমে বহুতর রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

হাইড্রার্জিরাই আইওডাইড রুব্রম			৮০ গ্রেণ।
আঙ্গুয়েণ্টি সিম্পলিসিস্‌	...	...	১ আং

উত্তমরূপে জল মিশ্রিত করিবে

মেজর চেমশ্‌ যেরূপে ইহা ব্যবহার করিয়া বহুতর গলগণ্ড আরোগ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল

বসা বা মোম ... ... ১ আং

হাইড্রার্জ আইওডাইড রুব্রম .. ... ৬ গ্রেণ

একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিতে হইবে এই মলম গলগণ্ডের উপর মাখাইয়া ২৩ ঘণ্টা সূর্য্যকিরণে খুলিয়া রাখিবে। কয়েকদিন এইরূপে ব্যবহার করিলে উহার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হয় ঐ সকল ফুস্কুড়ি শুকাইলে আবার ঐ মলম ব্যবহার করিবে

এই সকল ঔষধে আরোগ্য না হইলে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া থাকে

বৈদ্যকে গলগণ্ড ও গণ্ডমালাদি রোগের চিকিৎসা।

গলগণ্ডের আকার —গলদেশে কুরণ্ডের ন্যায় যে নিশ্চল শোথ হয়, ঐ শোথ ছোট হউক বা বড় হউক, উহাকে গলগণ্ড কহে।

গলগণ্ডের উৎপত্তির নিয়ম।—বায়ু, কফ ও মেদ গলদেশের পশ্চাৎভাগস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া গলদেশে আপন আপন লক্ষণ-যুক্ত গলগণ্ডকে উৎপন্ন করে

বায়ুজন্য গলগণ্ডের লক্ষণ —কৃষ্ণবর্ণ শিরাদ্বারা ব্যাপ্ত, সূচী-বেধনবৎ বেদনাযুক্ত, শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত বর্ণ, অথবা রক্তবর্ণ হয় এবং অনেক বিলম্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং উহা প্রায় পাকে না, কখন বা পাকিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অরুচি, তালু ও গলা শুষ্ক হয়।

চিকিৎসা —সর্ষপ, সজিনাবীজ, মসিনা, যব ও মূলাব বীজ, এই সমুদায় অম্লতক্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড ভাল হয়।

পুরাণ কুষ্মাণ্ডের রস, বিট ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়

পক্ক তিত্‌লাউয়ের মধ্যে জল বা মদ্য সাত দিন রাখিয়া তাহা পান করিতে দিবে ইহার সহিত সুপথ্য গ্রহণ কর্ত্তব্য।

ভুম্বী তৈল।—কটু তৈল ৪ সের, তিতলাউয়ের রস ১৬ সের। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, রাস্না, চিরাতা, ত্রিকটু, দেবদারু মিলিত ১ সের এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে উপকার দর্শে

কফজন্য গলগণ্ডের লক্ষণ —কফ জন্য গলগণ্ড দৃঢ়, ভার, দেহের সমান বর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, শীতল ও আকারে বড় এবং অধিক দিনে বৃদ্ধি হয়। মুখের মধুরতা ও তালু এবং গলা কফের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়।

চিকিৎসা —ঘোষাফল বা তিত্‌লাউয়ের রসে পিঁপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইতে দিবে সোঁদালুর মূল চাউলের জলের সহিত বাটিয়া নস্য ও প্রলেপ দিলে উপকার হয়, নিসিন্দার মূল জলে বাটিয়া নস্য লইতে দিবে।

ত্রিফলা ৩ ভাগ, ত্রিকটু ৬ ভাগ, কাঞ্চনছাল ১২ ভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্‌গুল্‌; ত্রিফলা চূর্ণের ১০ গুণ মধু; একত্রে মাড়িয়া ২ মাসা পরিমাণে গুড়িকা ব্যবহার করিবে ইহার নাম "কাঞ্চন গুড়িকা"

নির্গুণ্ডী তৈল।—তৈল ৪ সের, নিসিন্দার রস ১৬ সের। কল্কার্থ ঈশলাঙ্গলার মূল ১ সের। এই তৈলের নস্য লইতে দিবে

মেদজন্য গলগণ্ডের লক্ষণ —মেদজন্য গলগণ্ড স্নিগ্ধ, ভার, দুর্গন্ধ, কণ্ডু ও অল্প বেদনাযুক্ত এবং শরীরের সহিত বৃদ্ধি ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় রোগীর মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ ও গলনলীর মধ্যে শব্দ হয়

চিকিৎসা। কটু তৈল ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ১৬ সের, চাকুন্দা বীজ ০ সের পাক শেষ হইলে মেটে সিন্দুর ॥০ সের দিয়া নামাইবে। এই তৈল গলগণ্ডে মর্দ্দন করিবে ইহার নাম "সিন্দুরাদি তৈল,"

রাখালশশা অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে

বামুনহাটীর মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড ও গণ্ডরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে

অসাধ্য লক্ষণ —এক বৎসরের অধিক কালের গলগণ্ড এবং অরুচি,

শ্বাসকৃচ্ছ্র, দুর্ব্বলতা ও স্বরভঙ্গ এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি অচিকিৎসনীয়

গণ্ডমালার আকার।—বক্ষ, স্কন্ধ, গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থ শিরাদ্বয়, গলদেশ ও কুঁচকিতে মেদ ও কফকর্ত্তৃক বদরি অর্থাৎ কুলের বা আমলকীর আকারে যে বহুসংখ্যক স্ফোটক জন্মে, তাহাদিগকে গণ্ডমালা বলে। এই গণ্ডমালা অনেক বিলম্বে পাকে।

চিকিৎসা।—তৈল ৪ সের কল্কার্থ কুট্টিত ছুঁচা ১ সের, পাকের জল ১৬ সের

শেওড়ার ছালের ক্বাথ এবং কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল ব্যবহার করিলে গণ্ডমালা ভাল হয়

অপচী রোগের আকার —যদি পূর্ব্বোক্ত গণ্ডমালার স্ফোটকের মধ্যে কতকগুলি পাকে, কতকগুলি হইতে জলস্রাব হয়, কতকগুলি লয়প্রাপ্ত হয়, এবং কতকগুলি নূতন উৎপন্ন হয়; এবং ঐগুলি অধিক দিন ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে অপচী কহে। এই রোগ যদি সর্দ্দি, পার্শ্ববেদনা, কাশ, জ্বর ও বমনযুক্ত হয়, তবে দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া জানিবে।

চিকিৎসা।—সজিনামূল, দেবদারু, কাঁজির সহিত সমভাগে পেষণ করিয়া ঈষৎ উষ্ণকরতঃ প্রলেপ দিলে অপচী ভাল হইয়া থাকে।

সর্ষপ, নিমপত্র ও ভেলার মুটী দগ্ধ করিয়া ছাগমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে

পুষ্যানক্ষত্রে তানকুনি শাকের অথবা অপরাজিতার মূল গলদেশে বন্ধন করিতে দিবে।

গুঞ্জাদ্য তৈল।—কুঁচমূল, করবী মূল, বিদ্ধড়ক, আকন্দের আটা ও সর্ষপ, এই সমুদায় কল্ক ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র দ্বারা ক্রমশঃ দশবার পাক করা তৈলে পিঁপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে অপচী, নাড়ীব্রণ, বল্মীক, অর্শ, অর্ব্বুদ ও ব্রণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

হোমিওপ্যাথিকে গলগণ্ড রোগ চিকিৎসা।

গলার সম্মুখভাগের মাংস স্ফীত হয়, স্ফীত হইয়া খুব বড় হইয়া থাকে বোদা জল পান অর্থাৎ, যে দেশের জলে চূণের লবণ মিশ্রিত থাকে, সেইরূপ দেশে এই পীড়া অধিক হয় ইংলণ্ডে ডার্বিসায়রে এই পীড়া অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, এজন্য এই রোগের নাম 'ডার্বিসায়ার নেক'' বলা হয়

চিকিৎসা —এক পক্ষ কাল রাত্রে 'স্পঞ্জিয়া'' খাইতে দিবে ইহাতে যদি আরোগ্য না হয়, তবে এক সপ্তাহ কাল ঔষধ বন্ধ রাখিয়া আবার ১৫ দিন ঐরূপে এই ঔষধ খাইতে দিবে।

পানীয় জল উত্তমরূপে সিদ্ধ ও পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে

হাকিমীমতে গলগণ্ড রোগের চিকিৎসা।

এই রোগে গলা ফুলিয়া থাকে, একবারেই যে কিছু ফুলিয়া বড় হয় এমন নহে, অগ্রে সামান্য স্ফীত হয়, তাহার পর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে বেদনা থাকেনা; যেন গলার উপরিভাগে দ্বিতীয় গলা প্রস্তুত হইল বোধ হয় চাপিলে লাগেনা; প্রথমতঃ কিছুদিন ভার বোধ হয়, পরে তাহা থাকে না অল্পে অল্পে সে ভাব অনুভবই হয় না

চিকিৎসা।—পানাভস্ম গোমূত্রে পাককরিয়া পান করিতে দিবে

মোম ..	অর্দ্ধ ছটাক
মেটেসিন্দুর	১ তোলা।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে, সেই মলম গলগণ্ডের উপর প্রতিদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে তিন দিনের পর তিন দিন

বন্ধ রাখিবে যদি ফুস্কুড়ি বাহির হয়, তবে তাহা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ লাগাইবে না।

গুড়গুড় পাতা	..	২ তোলা
রসুন	...	০ তোলা।
কট্ফল	.	০ তোলা
চিতামূল	..	০ তোলা

একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গলগণ্ডের উপর প্রলেপ লাগাইবে

—

উনবিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে জিহ্বা ও মুখরোগ চিকিৎসা

গ্লস'ইটিস্ ব' জিহ্ব'প্রদাহ। অন্যান্য পীড়ার আনুসঙ্গিক রূপে এই পীড়া হইতে দেখা যায় যান্ত্রিক আঘাত, উষ্ণ দ্রব দ্রব্য গলাধঃকরণ, ক্ষতকর দ্রব্য ভক্ষণ, এবং মৌমাছি ও বোল্তা দংশনেও জিহ্বার প্রদাহ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ।—টন্সিল্ বা জিহ্বার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিস্তৃত হইয়া ইহার প্রদাহ হয়না কখন কখন প্রদাহের পর স্ফোটক জন্মিতে পারে কোন প্রকাশ্য কারণ না থাকিলে যদি জিহ্বাপ্রদাহ জন্মে, তবে তাহার সহিত জ্বর, মানসিক নিস্তেজতা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে অন্যান্য পীড়ার আনুসঙ্গিকরূপে হইলে শীঘ্রই দৈহিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা। পিচ্কারীদ্বারা বিরেচক ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে, জিহ্বাতে বরফ দেওয়া কর্ত্তব্য কষ্টিকলোশন দ্বারাও বিশেষ ফল দর্শে কখন কখন রক্তাতিশয় দূর করিবার জন্য উপরিভাগ বিদীর্ণ করা আবশ্যক হয়। প্রদাহ জন্য জিহ্ব মূলের স্থূলতা জন্য শ্বাসরোধ হইবার

সম্ভাবনা থাকিলে টেকিয়া চ্ছেদ করা কর্ত্তব্য রোগী দুর্ব্বল হইলে য্যামোনিয়া প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। মুখ দিয়া আহার গ্রহণে অসমর্থ হইলে পিচকারী দ্বারা খাদ্য উদরস্থ করাইবে

পুরাতন গ্লশাইটিস্ —কোনরূপ প্রবল পীড়া পুরাতন হইলে তাহার উত্তেজন হেতু ইহা জন্মিতে পারে

চিকিৎসা পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে

জিহ্বাক্ষত —জিহ্বায় নানা প্রকারে ক্ষত হইতে পারে উহারা সকলেই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ও সহজে আরোগ্য হয় না পাকযন্ত্রের দীর্ঘকাল স্থায়ী দুরূহ পীড়াই ইহার একমাত্র কারণ

চিকিৎসা।—লঘু আহার, মৃদু বিরেচক ঔষধ, ক্ষতে তুঁতে সংযোগ, দন্তোৎপাটন বা দন্ত হইতে টার্টার দূরীকরণ দ্বারা ইহাদের চিকিৎসা করিবে।

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ও আনুষঙ্গিক দন্তমাড়ীর পীড়া দ্বারা পারদজনিত জিহ্বাক্ষতের কারণ নির্ণয় হইতে পারে।

চিকিৎসা।—লবণাক্ত বিরেচক, ক্লোরেট অফ পটাশ ১০ হইতে ১২ গ্রেণ ও তুঁতের কুল্লি দ্বারা (১ আউন্স জলে ৫ গ্রেণ) পারদজন্য ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়

উপদংশজন্য ক্ষত প্রায়ই গভীর হয় না। ইহারা জিহ্বার পার্শ্বেই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয়, সহজে আরোগ্য হয় না কিন্তু পারদাভিষেক, অথবা আইওডাইড অফ মার্করি ও কষ্টিকের স্থানিক ব্যবহার দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। আইওডাইড অফ মার্করী নিম্নোক্তরূপে ব্যবহার করিতে হয়

হাইড্রার্জঃ আইওডিঃ ভিরিডি ... ৬ গ্রেণ।
একষ্ট্রাক্ট কোনাই ... ৩০ গ্রেণ

ছয়টী বটীকা প্রস্তুত করিবে, ঐ বটীর এক একটী প্রত্যহ রাত্রিকালে খাইতে দিবে

জিহ্বার ক্যান্সার জিহ্বায় যে ক্ষত প্রকাশিত হয়, তাহার মূল দৃঢ় ও পার্শ্ব বন্ধুর হয়

লক্ষণ —দুরূহ বেদনা, অতিশয় লালা নিঃসরণ ও ক্যান্সারের দৈহিক চিহ্ন ইহার প্রধান লক্ষণ জানিতে হইবে . প্রথমে রোগী জিহ্বায় ও গলাধঃকরণে যন্ত্রণা বোধ করে, শীঘ্র শীঘ্র যাতনা বৃদ্ধি পাইয়া কর্ণ মধ্যে শরবেধনবৎ বেদনা হইতে থাকে, অথবা ঐ বেদনা গলার ভিতর দিয়া কাশির উত্তেজনা জন্মায় কখন কখন এই ক্ষত মুখগহ্বরের শৈষ্মিক ঝিল্লী ও দন্তমাড়ী আক্রমণ করে এবং উহা যত বিস্তৃত হয়, ততই উহার ক্লেদ অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হয় রাত্রিকালে নিদ্রা হয় না, গলাধঃকরণে ও বাক্যোচ্চারণে কষ্ট হয়, কখন কখন সমস্ত মুখগহ্বর বিস্তৃত, ক্ষতযুক্ত ও ফঙ্গস দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে শ্বাসরোধ হইতে পারে ; কিন্তু দৌর্ব্বল্যই এই রোগে প্রাণনাশের কারণ হয়

চিকিৎসা —বেদনা নিবারণ এবং শরীর পোষণই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতে হইবে অহিফেন দ্বারা বেদনা নিবারণের সাহায্য হইতে পারে ম্যাটিকো পত্র চূর্ণ, পারক্লোরাইড অফ আয়রণের স্যাচিউরেটেড সোলিউশন্ ও বরফদ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ করিবে দুগ্ধ, কাঁচা ডিম্ব ও বিফটী দ্বারা দেহের বলরক্ষা করিতে হইবে উপরোক্ত ঔষধ সকলের ব্যবহারপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইল

যন্ত্রণা নিবারণ জন্য,—

একস্ট্রাক্ট ওপিয়াই	১—৩ গ্রেণ
একস্ট্রাক্ট বেলেডোনা	½ গ্রেণ
একস্ট্রাক্ট কনিয়াই	৩ গ্রেণ।

একটী বটী হইবে এইরূপ এক একটী বটী ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে .

লাইকরিস্ মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরেটিস্ . ..	২০ বিন্দু।
ক্লোরোফরম	১০ বিন্দু।
টীং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	২০ বিন্দু
পাল্‌ভারিস্ ট্র্যাগ্যাক্যান্থা কম্পজিটী . .	৩০ গ্রেণ।
স্পিরিটাস্ ইথারিস্ ...	৪০ বিন্দু।
ডাইঃ হাইড্রোসিয়েনিক য্যাসিড	৪ বিন্দু।

জল ... ... ১½ আং।

এক মাত্রা রাত্রিকালে খাইতে দিবে

রক্ত পরিষ্কার জন্য ;—

বিবিরিযা সল্‌ফেটিস্ ... ... ৩০ গ্রেণ।
সল্‌ফিউরিক্ য্যাসিড য্যারোমেটিক্ ... ৪০ বিন্দু।
সিরপ অর্য্যান্‌টি ... ... ½ আং
য্যাকোয়া অর্য্যান্‌টি ... ... ৭½ আং।

ছয় মাত্রা। দিবসে তিনবার খাইতে দিবে

ফেরি টার্টারেটি ... ... ৬০ গ্রেণ।
স্পিরিটাস্ য্যামোনিয়া য্যারোমেটিসাই ... ২½ আং
ইন্‌ফিউজন্ কোয়াসিয়া ... ... ৭½ আং

ছয় মাত্রা। দিবসে তিন বার খাইতে দিবে

স্থানিক বৃদ্ধির শান্তি জন্য ,—

কুইনি সল্‌ফেটিস্ ... ... ২৪ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ... ... ৪ গ্রেণ
ক্যাম্ফর ... ... ৩০ গ্রেণ
কন্‌ফেক্সান্ রোজ গ্যালিশ ... বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত।

বারটী বটী করিবে দিবসে ২ ৩টী সেবন করাইবে

এক্‌ষ্ট্রাক্ট য্যাকোনাইট্ ... ... ৮ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই ... ... ৮ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমস্ ... ... ১৬ গ্রেণ

আটটী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক চারি, ছয় বা আট ঘণ্টা অন্তর এক একটী খাইতে দিবে

স্থানিক যন্ত্রণা নিবারণার্থ,—

প্লাম্বি আইওডাইড ... ৬০ গ্রেণ
আঙ্গুয়েণ্টি য্যাট্রোপিয়া ... ৬০—১২০ গ্রেণ।
আঙ্গুয়েণ্টি সিম্‌প্লাইসিস্ ... ... ১ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন

মষিণার পুল্‌টিস, হেমলকের পুল্‌টিস ও নিম্নোক্ত প্রকারে সাইট্রিক য়্যাশিড লোশন ব্যবহার করিবে

জিঙ্কি সল্‌ফেটিস্	...	..		১৬ গ্রেণ।
স্পিরিটাস্ রোজ ম্যারিনা	..	..		১½ ড্রাম।
টীং ল্যাভেণ্ডিউলি কম্পোজিটা	..			১½ ড্রাম
জল	..	..	..	৭½ আং।

মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিবে

ক্যান্সারযুক্ত জিহ্বাংশ ছেদন করিতে কেহ কেহ উপদেশ দেন, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ উপকার দর্শে এমন বোধ হয় না। কিন্তু উৎকট উপসর্গের নিবারণ জন্য কখন কখন ইহা আবশ্যক হয় জিহ্বার স্থূলতা-প্রযুক্ত শ্বাসকষ্ট, অতিশয় বেদনা ও অনবরত লালানিঃসরণ হেতু বিশেষ কষ্ট ও রক্তস্রাব হইলে এই উপায় অবলম্বন করিতে হয় ইহা দ্বারা অশু উপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই

জিহ্বার বিদার ও টিউমার ইত্যাদি।—দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্লেশকর জিহ্বার বিদার হইলে আহার করিতে ও কথা কহিতে বড় কষ্ট হয়। কোন বিশেষ দৈহিক অবস্থা বা পাকযন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যয় বশতঃ এই পীড়া না হইলে—

গ্লিসরিণ	..	..	...	১ আং।
সোহাগা	...	...	..	২ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে

স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে উপকার না দর্শিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

পটাশি আইওডাইড	...	...	২০—৩০ গ্রেণ।
টীং সর্পেণ্টারিয়া	...	...	২½ ড্রাম।
গ্লিক্রুশ্চ বা গোয়াসাই	..	...	৭½ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিন বার খাইতে দিবে

কখন কখন জিহ্বার উপরিভাগে এপিথিলিয়মরহিত পরিষ্কৃত, চিক্কণ ও অণ্ডাকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে ক্ষত বা বিদার থাকেনা,

এবং জিহ্বার অন্যান্য অংশ সুস্থ বলিয়া বোধ হয় কোন কোন স্থলে উপদংশ জন্য জিহ্বার এই অবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা।

হাইড্রার্জিবাই করোসিভ সব্লিমেটী	.. ..	১ গ্রেণ
য়্যামোনিয়া হাইড্রোক্লোর্যাটিস্	..	৫ গ্রেণ
পটাশি অ ইওডাইড্	.	৭০ গ্রেণ
জল	... ..	১২ ড্রাম
এক্স্ট্রাক্ট সারাসা লিকুইডি	. .	১২ আং।

ছোট একচামচ ওষধ বড় একগ্লাশে দিয়া দিবসে তিনবার খাইতে দিবে।

ওয়ার্ট ও কণ্ডিলোমাকেও জিহ্বার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সাধারণ পীড়া মধ্যে গণ্য করিতে হইবে ওয়ার্ট কর্ত্তন করিয়া ও কণ্ডিলোমা উপদংশ-নিবারক ঔষধ দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করিবে

কোন কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা তন্নিম্নস্থ টিশু পুরু, দৃঢ়, স্থূল ও প্যাপিলিযুক্ত এবং কখন উহাদের মধ্যে মধ্যে ফাটা দৃষ্ট হয় ইহারা প্যাপিলারী প্যাচেস নামে খ্যাত ঐরূপ হইলে জিহ্বার অসুখ ও বাক্যের জড়তা জন্মে তৎপ্রতিকারার্থ নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে

পটাসিয়াই আইওডাইডি	.. ..	৪০ গ্রেণ।
টীং বৈযাই ...	... ..	২ আং।
এক্স্ট্রাক্ট সারস লিকুইডি	. ..	১২ আং

এক গ্লাশ জলে এক ছোট চামচ ঔষধ দিবসে তিনবার খাইতে দিবে

এক্স্ট্রাক্ট কোনাই	... .	৩৬ গ্রেণ
পাল্ভারিস্ ইপিঃ কম ওপিয়াই	. .	২৪ গ্রেণ।

বারটী বটী প্রস্তুত করিয়া ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর এক একটী খাইতে দিবে।

জিহ্বার বিবৃদ্ধি।—কখন কখন জন্মাবধি বিবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এজন্য জিহ্বা মুখের বাহিরে আসিয়া থাকে। ছুরি, লিগেচার অথবা একরাশ দ্বারা ইহা কর্ত্তন করিয়া দিতে হয়

জিহ্বার ফ্রিনাম স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট হইলে উহাকে বদ্ধজিহ্ব।

কহে। ইহা দ্বারা গতির ব্যাঘাত জন্মিলে কাঁচির অগ্রভাগ নিম্ন করিয়া তদ্দ্বারা কাটিয়া দিলে জিহ্বার গতির যে ব্যাঘাত থাকে, তাহা সারিয়া যায়।

কোষযুক্ত ও সমেদ টিউমার কর্ত্তন দ্বারা নষ্ট করা আবশ্যক ফাইব্রস ও কনেক্‌টিভ টিস্যু দ্বারা নির্ম্মিত কঠিন টিউমার ও জিহ্বা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাদের মূল লম্বা হইলে সহজেই কর্ত্তন করা যাইতে পারে।

র‍্যানিউলা—কেহ কেহ বলেন এই পীড়া জন্মিলে ভেকের ন্যায় শব্দ করে। এই জিহ্বাস্ফীতি অর্দ্ধস্বচ্ছ, তরলায়িত ও জিহ্বার নিম্নে স্থিত। ইহার ভিতর লিণ্ট প্রবেশ করাইয়া বা ইহার অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া ইহা নষ্ট করিবে।

মুখগহ্বরের পীড়া। এই পীড়া নানা প্রকারের হইয়া থাকে, যথা,—ক্যাটারেল, কলিকিউলার, য়্যাপথস্, আল্সারেটিভ্, প্যারাসাইটিক্, গ্যাংগ্রিন্স ও মার্কিউরিয়েল্।

স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ অনেক স্থলে এই পীড়া হইতে দেখা যায়। মুখপ্রক্ষালনে অবহেলা, দন্তোদ্গমের উত্তেজনা, ভগ্নদন্ত, অসম্পূর্ণ বর্দ্ধিত ব প্রদাহিত চুচুকবিশিষ্ট স্তনপান বা দীর্ঘকাল স্তনপান, রাসায়ণিক বা যান্ত্রিক অপকার, উত্তাপ, শীতলতা, অতিরিক্ত তামাকু সেবন, আঘাত, ক্ষত ইত্যাদি কারণে এই পীড়া জন্মে।

১। সামান্য বা ক্যাটারেল—এই পীড়া প্রবল হইলে গালের অভ্যন্তরে বা মুখের কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল লালবর্ণ তালির আকারে চিহ্ন দেখা যায়। অবশেষে ঐ তালি বিস্তৃত ও সংযুক্ত হইয়া সমস্ত স্থান আবৃত করিয়া থাকে। আক্রান্ত স্থান স্ফীত হয়। বেদনা, অসুখ ও উষ্ণতা বোধ, মুখমধ্যে প্রলেপের অনুভব, স্বাদের অল্পতা বা বিকৃত-স্বাদ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকস্থলে নিশ্বসবায়ুতে দুর্গন্ধ হইতে পারেণ। জিহ্বা ক্ষারযুক্ত, ক্ষুধামান্দ্য, শৈশবে অন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা পাকযন্ত্রের ক্রিয়াবিকার জানিতে পারা যায়। শিশুর ক্ষুধা হয় না ও স্বভাব খিট্‌খিটে হইয়া থাকে

২ কলিকিউলর ব প্যাপিলারী —ইহা হইতে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নত ও কঠিন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ক্রমে ইহারা কোমল ও ছিন্ন হইলে ভিতরস্থ পদার্থ বহির্গত হয়। তৎপরে ক্ষুদ্র, চক্রাকার স্পষ্ট ক্ষত প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ক্ষতের চারিদিক আরক্ত হয় ও রোগী বেদনা অনুভব করে

৩। য়্যাপ্‌থস্‌ বা এপ্‌স্‌ ক্ষত।—ইহায় ওষ্ঠ, গাল, তালু ও জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ বা শ্বেত পীত মিশ্রিতবর্ণের চিহ্নাকারে বহির্গত হয় প্রায়ই ইহাদের সংখ্যা অধিক হইতে দেখা যায়, পরে ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একাকার ধারণ করে ইহাদের চারিদিকে আরক্ত মণ্ডল হয়. ইহাদের ভিতরের পদার্থ ক্রমে অস্বচ্ছ হয় এবং ভেসিকেল বিদীর্ণ হইয়া পড়ে ইহাদের সহিত অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এবং স্তনপান, চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয় গালের ভিতরের সিক্রিসনের ও লালার বৃদ্ধি হইয়া থাকে প্রায়ই নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, শিশু অস্থির হয় ও জ্বর বোধ করে, আহার করিতে চাহেনা, সর্ব্বদা জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। জিহ্বা ক্ষারযুক্ত, উদরাময় ও বমন হইতে দেখা যায়।

৪। আল্‌সারেটেড্‌ বা ডিপ্‌থিরাইটিক্‌ প্রদাহ।—এই রোগ এণ্ডেমিকরূপে প্রকাশিত হইতে পারে ইহা প্রায়ই নীচের মাড়ির ধারে আরম্ভ হয় কিন্তু পশ্চাদ্দিকে এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা ও গালে বিস্তৃত হইতে পারে মাড়ী রক্তপূর্ণ, স্ফীত ও স্পঞ্জবৎ হয় উহা হইতে সহজে রক্তস্রাব হইয়া থাকে এই সকল ক্ষতের ধার উন্নত ও উহাদের পার্শ্বস্থ ঝিল্লী রক্তপূর্ণ, স্ফীত ও ইডিমাযুক্ত হয়। উহারা প্রায়ই গভীর হয় না, প্রায়ই পীতবর্ণ, পাঙ্গাশ পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে

৫। প্যারাসাইটীস্‌ বা ফাঙ্গস্‌ প্রদাহ —ইহাকে থ্রাস্‌ বলে। প্রথমে লালবর্ণ তালি নির্ম্মিত হয়, উহার ঈষৎ শ্বেতবর্ণ চিহ্ন বাহির হয়; উহারা ক্রমশঃ বিস্তৃত ও সংযুক্ত হইয়া বৃহৎ তালির আকার ধারণ করে তাহার স্থূলতা সর্ব্বত্র সমান নহে দেখিতে ছেঁড়া দুধেরন্যায়, অতি কোমল, প্রথমে মুখের কোণের নিকট সঞ্চিত হয়, কিন্তু মুখগহ্বরের সর্ব্বত্রই সঞ্চিত হইতে পারে। মুখমধ্যে অত্যন্ত বেদনা ও

অসুখ বোধ হয় মুখ উষ্ণ ও শুষ্ক হয়, এবং প্রথমাবস্থায় লাল পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে অনেক স্থলে পূর্ব্ব প্রকাশিত কোন পীড়া যথা,—জ্বর, থাইসিস্ ও অন্যান্য দৌর্ব্বল্যকর পীড়ার সহিত ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ প্রবল জ্বরের সহিত এই পীড়া হইতে ততদূর আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু পুরাতন পীড়ার সহিত হইলে সচরাচর উহা মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে

৬। গ্যাংগ্রিন্‌সপ্রদাহ বা ক্যাঙ্কামেরিস্ নোমা —এই রোগ সচরাচর হয় না বটে,কিন্তু ইহা সকল প্রকার ক্ষত অপেক্ষা কঠিন। এই রোগ অতি গুপ্তভাবে আক্রমণ করে প্রায়ই গালের অভ্যন্তর প্রদেশে ইহার সঞ্চার হয় প্রথমে নির্দ্দিষ্ট সীমাযুক্ত কঠিন স্ফীতি ও উহার চতুর্দ্দিকে ইডিমা বেষ্টিত থাকে। ইহার আবরণ ত্বক প্রায়ই প্রস্তৃত, চাকচিক্যবিশিষ্ট, উষ্ণ ও লালবর্ণ, মধ্যস্থল উজ্জ্বল লাল, ক্রমে চারিদিক ফিকে হইয়া আইসে, কখন কখন পাণ্ডুবর্ণ ও চিহ্নযুক্ত হয় প্রথমাবস্থায় মিউকোস্ মেম্ব্রেণ লালবর্ণ হয়, কিন্তু শীঘ্রই বিবর্ণ ও গ্যাংগ্রিনস্ হইয়া থাকে, এবং প্রায়ই উহার উপর ভেসিকেল্‌স হইতে দেখা যায় তৎপরে যে ক্ষুদ্র ও বিষম ক্ষত বাহির হয়,তাহার পার্শ্বদেশ বন্ধুর ও ঈষৎ নীল বা লালবর্ণ এবং মধ্যস্থল ক্ষয়যুক্ত হয় তাহা সত্বর বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমে সমুদায় গাল ও প্রায় সমস্ত মুখমণ্ডলে প্রসারিত হইতে পারে কিন্তু যদি এই ধ্বংসক্রিয়া থামিয়া যায়,তবে ঐ স্থান পরিষ্কৃত ও গ্রানুলেশনযুক্ত হয় ও ক্ষত ক্রমশঃ শুকাইয়া যায় গ্যাংগ্রিণ যে সর্ব্বত্র এইরূপে প্রসারিত হইয়া থাকে এমন কিছু নয়, ইহা দ্বারা কেবল গালে ছিদ্র হয়, এবং অবশেষে তাহা বুজিয়া যাইতে পারে, অথবা পার্শ্বস্থ টিসুতে রক্তসঞ্চার এবং উহা স্ফীত ও কঠিন হইতেও পারে

এই রোগে বেদনা ও স্পর্শানুভবশক্তির অল্পতা অথবা এককালে অভাব হইতে পারে। ইহাই এই রোগের বিশেষ লক্ষণ মুখ হইতে অতীব দুর্গন্ধময় লাল প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় উহার সহিত পূঁয ও রক্ত মিশ্রিত থাকে নিশ্বাসবায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সচরাচর জ্বর দেখা যায় না, ত্বক্ শীতল থাকে, এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত

রোগীর আহারে আগ্রহ থাকে পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে রোগী দুর্ব্বল হয়, অবশেষে নিতান্ত তেজহীন হয় এই অবস্থায় নাড়ীও বাহীন হয় রোগী শেষাবস্থা পর্য্যন্ত আহার করিতে পারে এবং বলবতী তৃষ্ণা জন্মে উদরাময় হইতে পারে মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে রোগী প্রায়ই প্রলাপ বকে ও নিদ্রাবল্য হয় পাইমিয়া বা গ্যাংগ্রিনিয়া দ্বারা এই রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে

৭। মার্কিউরিয়েল মুখপ্রদাহ।—অতিরিক্ত পারদ সেবন করিলে প্রথমে দন্তমাড়ী লাল ও স্ফীত হয় উহাতে বেদনা থাকে ও উহা দিয়া রক্তস্রাব হয় মুখে এক প্রকার বিশেষ ধাতুর আস্বাদ বোধ হয় লালার পরিমাণ বৃদ্ধি ও নিশ্বাসে এক প্রকার দুর্গন্ধ হইয় থাকে। পরে দন্তের পার্শ্ব হইতে ক্ষত হইতে আরম্ভ হয় ও দন্তমাড়ী শিথিল হইতে থাকে মুখগহ্বর ও জিহ্বাতে বিস্তৃত প্রদাহ ও ক্ষত হইতে পারে পূযোৎপত্তি এবং গ্যাংগ্রিণও হইতে দেখা যায় প্রভূতপরিমাণে লালা-স্রাব হইতে থাকে ও উহার সহিত নানা প্রকার ক্লেদ মিশ্রিত থাকে। লালাগ্রন্থি, লিথক ও অ[illegible] নির্গাণ বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হয় তাহার সহিত মুখমণ্ডলে বেদনা [illegible] গলাধঃকরণ করিতে ও কথা কহিতে কষ্ট হয়।

পুরাতন দৌর্ব্বল্যযুক্ত পীড়ার সহিত হ্রাস্ উপস্থিত হইলে রোগী প্রায়ই আরোগ্যলাভে সমর্থ হয় না, শীঘ্রই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়

চিকিৎসা—পথ্যবিষয়ে, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে শিশু অতিরিক্ত পান না করে তাহার যত্ন লইবে মাতার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে স্তনের চুচুক যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে সে পক্ষে মনোযোগী হইবে। জননী বা শিশু কোনমতে উত্তে-জক দ্রব্য ভক্ষণ না করে যাহাতে পাকযন্ত্রের ক্রিয়া সুন্দর অবস্থায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবে বিরেচকের আবশ্যক হইলে এরও তৈল, রূবার্ব ব *ম্যাগ্নেশিয়া ব্যবহার করিবে।* অম্লনাশক *ঔষধ, বিশেষতঃ দুগ্ধের* সহিত চূণের জল, কার্বনেট অফ সোডা, ম্যাগ্নেশিয়া ও ক্রুলখড়ি দেওয়া কর্ত্তব্য

ক্ষত স্থানে অধিক মিউকস্ থাকিলে কার্বনেট অফ সোডা বা ক্লোরেট

অফ পটাশের সলিউশন দ্বারা মুখ ধৌত করাইবে অধিক উত্তেজনা থাকিলে মিউসিলেজ প্রভৃতি সামগ্রী দ্বারা মুখ ধৌত করিতে উপদেশ দিবে দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য কণ্ডিব সলিউশন্ ব্যবহার করিবে ইহার পর ফট্‌কিরি প্রভৃতি সংকোচক ঔষধ দেওয়া বিধেয় অবস্থাবিশেষে নাইট্রেট্ অফ সিল্‌ভারের বাতি অথবা উহার লোশন ব্যবহার করা যায়

সল্‌ফাইড অফ সোডা	.	১ ড্রাম।
পরিষ্কার জল	... . .	১ আং।

উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে তাহা দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে

নির্জল নাইট্রিক য়্যাসিড অথবা হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড্ দ্বারা বিগলিত স্থান ধ্বংস করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ হয় বাহির দিকে পুল্‌টিস্‌ও দেওয়া যাইতে পারে তদ্দ্বারা বেদনার শান্তি হয় এবং রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে

বিস্তৃত ক্ষত থাকিলে টীং ফেরিমিউরিয়েটিস্ ও ক্লোরেট অব পটাশ ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে আর্সেনিক ব্যবহারেও অনেক স্থলে উপকার দর্শে হয়

পথ্য মাংসের যূষ, কোন প্রকার মদ্য, ব্রাণ্ডি, য়্যামোনিয়া, বার্ক, কুইনাইন, লৌহ ঘটিত প্রকৃত চিকিৎসা হইতে পারে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না সবলতের ন্যায় কোরেট অফ পটাশের সলিউশনও খাওয়ান যাইতে পারে

লালাগ্রন্থির পীড়া —এই রোগ স্পর্শসংক্রামক। যৌবনাবস্থার পরে এই পীড়া প্রায়ই হয় না স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অধিক হইয়া থাকে

লক্ষণ। দুই হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহা গুপ্ত অবস্থায় থাকে। স্থানিক লক্ষণ সমুদায় প্রকাশিত হইবার ২ ১ দিন পূর্ব্বে জ্বর হয় জ্বরের সঙ্গেই কর্ণমূলগ্রন্থিতে বেদনা হইয়া থাকে। জ্বর প্রায় পীড়ার শেষাবস্থা পর্য্যন্ত থাকে কিন্তু অনেক স্থলে রোগের লক্ষণ সকল সুপ্রকাশিত হইলেই জ্বরের বিরাম হয় কর্ণমূলের স্ফীতি গলা পর্য্যন্ত

বিস্তৃত হয়, টিপিলে স্থিতিস্থাপক বলিয়া বোধ হয়। মধ্যস্থল যেরূপ দৃঢ় হয়, চারিদিক সেরূপ হয় না। আক্রান্ত স্থানে বেদনা, অসুখ ও টানবোধ হয়। মুখব্যাদান, চর্ব্বণ ও কোন জিনিষ গলাধঃকরণ করিতে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মধ্যে মধ্যে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। কখন কখন রোগী বধির হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসেই স্ফীতি কমিতে থাকে এবং ২।৩ দিন পরেই অদৃশ্য হয়।

চিকিৎসা। অনেক স্থলে এই রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন করে না। পীড়া কঠিন হইলে অবশ্য চিকিৎসা করিতে হইবে। চিকিৎসার আরম্ভেই কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করিবে। লবণাক্ত ঔষধ দ্বারা ত্বক্ ও মূত্রপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধির উপায় করিতে হইবে। পীড়া শান্তি হইবার সময়ে কুইনাইন প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ, বিফ্‌টী প্রভৃতি দ্রব দ্রব্য আহার করিতে দিবে। স্থানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ফোমেণ্টেশন্ ব্যবহার করিবে। বেলেডোনার প্লাস্তারা অথবা উহার এক্‌ষ্ট্রাক্টের গ্লিসরিণ মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক মত জলৌকা বসান যাইতে পারে। পূয়োৎপন্ন হইলে গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া দিবে। কাঠিন্য দূর করিবার জন্য টীং আইওডাইন ব্যবস্থা করিবে।

লাক্ষণিক প্যারটাইটিস্।—কোন কোন প্রবল পীড়ার উপসর্গরূপে প্যারটিড গ্রন্থির প্রদাহ হয়।

লক্ষণ। সাধারণতঃ লক্ষণাদি অতি স্পষ্ট এবং গ্রন্থিপ্রদাহ অল্পে অল্পে প্রকাশিত হইয়া থাকে। গ্রন্থি মধ্যে পূঁয জন্মিলে উহার আবরক ত্বক্ লালবর্ণ এবং কোন না কোন স্থান উন্নত হয় এবং উহাতে ফ্লাক্‌চুয়েশন্ বোধ করিতে পারা যায়। বাহ্য দিক দিয়া পূঁয নির্গত না হইলে কর্ণ, মেলিয়স, মুখগহ্বর, গ্রীবার অধোভাগ, এবং বক্ষঃস্থল দিয়াও বাহির হইতে পারে। নিস্তেজকতা ভিন্ন আর কোন দৈহিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা। পুল্‌টিস্ ও ফোমেণ্টেশন দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হয়। পূঁয জন্মিলে চিরিয়া দিয়া বলকর ও উগ্র ঔষধের সহিত পুষ্টিকর খাদ্য দিবে।

স্যালাইভেসন্ বা লালা নিঃসরণ নানা কারণে মুখ হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় লালা নিসৃত হইয়া থাকে এই লালার অবস্থা সুস্থাবস্থার ন্যায় নহে

চিকিৎসা।—ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করিলেই সত্বর শুধরাইয়া যায় ফটকিরি, ট্যানিক য়্যাশিড, ক্ষদির প্রভৃতি ঔষধের স্থানিক ব্যবহার দ্বারা রোগোপশম হইয়া থাকে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে অহিফেণ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে; অথবা নিম্নের লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে

ক্লোরেট অফ পটাস .	১০ গ্রেণ
ডিকক্সন্ সিঙ্কোনা	১ আং।

এক মাত্রা আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে।

বৈদ্যকে মুখরোগ চিকিৎসা।

মুখরোগের কারণ—আনূপ মাংস, ক্ষীর, দধি ও মৎস্যাদি অপরিমিত ভোজন করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া মুখরোগ জন্মায় মুখরোগ অনেক প্রকার, ক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে।

বাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—ইহাতে ওষ্ঠ কর্কশ, পরুষ অর্থাৎ খরখরা, স্তব্ধ ও বিদীর্ণ হয় এতদ্ভিন্ন ওষ্ঠে নানা প্রকার বেদনা হয়

পিত্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ইহাতে ওষ্ঠের চতুর্দ্দিকে পীতবর্ণ পীড়কা অর্থাৎ ফুস্কুড়ি জন্মে এবং তাহাতে জ্বালা ও বেদনা হয়, পীড়কা পাকিয়া থাকে

কফজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—ইহাতে ওষ্ঠ পিচ্ছিল, শীতল, ভার ও বেদনাযুক্ত হয় ও ওষ্ঠের বর্ণবিশিষ্ট পীড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।—ইহাতে ওষ্ঠ কখন কৃষ্ণবর্ণ, কখন পীতবর্ণ ও কখনও শ্বেতবর্ণ হয়, ওষ্ঠে নানাবর্ণবিশিষ্ট বহুসংখ্যক পীড়কা জন্মে।

রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।—ইহাতে খর্জ্জুরের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পীড়কা জন্মে এবং তাহা পীড়ন করিলে রক্তস্রাব হয়। অধিকন্তু ওষ্ঠের রক্ত দূষিত ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ হয়।

মাংসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।—ইহাতে ওষ্ঠ ভার, স্থূল ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয়। মুখের মধ্য হইতে ওষ্ঠদ্বয়প্রান্তে কীট জন্মে।

মেদজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।—ইহাতে ওষ্ঠ ভার ও ঘৃতের উপরিভাগের ন্যায় মস্ন হয়, ওষ্ঠ হইতে অধিক পরিমাণে স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার জল স্রাব হয়, উহা চঞ্চল হয়, ইহাতে যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহা আর শুদ্ধ হয় না এবং উহার কোমলতাও জন্মে না।

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।—ওষ্ঠে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে যে ওষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়, সেই রোগে ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া থাকে, পরন্তু এই রোগে কফ, রক্ত ও বায়ুর সংস্রব থাকে।

চিকিৎসা।—ছিন্ন ভিন্ন ছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুথা, কট্কী, যষ্টিমধু, মেদা আমলকী, রক্তচন্দন, এই সমুদয়ের কাথ পান করিবে। ইহার নাম "গন্ধচন্দনাদি।"

পটোলাদি।—পটোলপত্র, শুণ্ঠী, ত্রিফলা, রাখাল শশার মূল, বালা ডুমুর, কট্কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান বা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলা, আকনাদি, দ্রাক্ষা, জাতীপত্র, ইহাদের কাথ পান করিলে বা ত্রিফলা ভক্ষণ করিবে।

পিপ্পলী, জীরা, কুড, ইন্দ্রযব, এই সমস্ত দ্রব্য ৩ দিবস চর্ব্বণ করিবে।

অন্নাদির দ্বারা মুখ দগ্ধ হইলে তিলের কাথ, নীলোৎপলের কাথ, ঘৃত, চিনি বা মধুযুক্ত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

চূণ ও দুগ্ধে মুখে দগ্ধ হইলে তেঁতুলের কাঁজির গণ্ডূষ করিবে।

মুথ, কুড, এলাইচ, যষ্টিমধু, এলবালুকা, এই সমুদায় চর্ব্বণে মুখের পূতিগন্ধ, সুরাপান ও রসুন ভক্ষণ জন্য দৌর্গন্ধ দূর হয়

শীতাদ রোগের লক্ষণ অভিঘাতাদি কারণ ব্যতীত কখন কখন অকস্মাৎ দন্তবন্ধন মাংস হইতে রক্তস্রাব হয়, দন্তবন্ধন মাংস কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত, শীর্ণ ও মৃদু হয় এবং ইহা পাকিয়া উঠে এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগীকে শীতাদ কহে ইহা রক্ত ও কফ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে

দন্তপপ্পুটের লক্ষণ। কফ ও রক্ত দুইটী অথবা তিনটী দন্তের মূলে শোথ জন্মায়

দন্তবেষ্টের লক্ষণ যে রোগে দন্তমূল হইতে পূয ও রক্ত স্রাব হয় এবং দন্ত সচল হয়, সেই রোগের নাম দন্তবেষ্ট রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে

শৈশিশের লক্ষণ। দূষিত কফ ও রক্ত দন্তমূলে যে বেদনাযুক্ত শোথ উৎপাদন করে, এবং ঐ শোথ হইতে লালা অর্থাৎ রসস্রাব হয়

মহা শৈশিশের লক্ষণ। যে রোগে দন্ত সকল সঞ্চালিত হয় এবং দন্ত, ওষ্ঠ ও তালু বিদীর্ণ হইয়া থাকে, তাহাকে মহাশৈশিশ বলে। ইহা বায়ু ও কফকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়।

পরিদরের লক্ষণ।—যে রোগে দন্তমূলের মাংস সকল শীর্ণ ও দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে পরিদর কহে ইহা কফ, রক্ত, পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়

উপকুশের লক্ষণ।—ইহাতে দন্তের বন্ধনমাংস পাকে এবং জ্বালা করে, দন্ত সঞ্চালিত হয় ইহা রক্ত, পিত্ত কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়।

বৈদর্ভের লক্ষণ।—ইহাতে দন্তের মাংসবন্ধনে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে দন্তমূলে অত্যন্ত শোথ বা জ্বালা হয়, উহা পাকে ও দন্ত সঞ্চালিত হয়

খলিবর্দ্ধনের লক্ষণ।—বায়ুকর্ত্তৃক এক দন্তমূল হইতে আর এক দন্ত উৎপন্ন হয়। ইহা উঠিবার সময় অত্যন্ত বেদনা জন্মে, কিন্তু দন্ত উঠিলে আর বেদনা থাকেনা।

করাল দন্তের লক্ষণ।—বায়ু কুপিত হইয়া দন্ত আশ্রয় করতঃ দন্তসকলকে অসমান ও বিকটাকার করিয়া থাকে, তাহার নাম করাল। এই রোগের শান্তি হয় না।

অধিমাংসের লক্ষণ —কফ হনুগহ্বরের শেষ দন্তমূলে অর্থাৎ কসের শেষ দন্তমূলে গুরুতর বেদনাযুক্ত শোথ জন্মায় এবং ইহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, পরন্তু দন্তমূলে বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্রিদোষজ এবং আগন্তুক, এই পাঁচ প্রকার নালী অর্থাৎ শোথ জন্মে এই নালীর লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত বায়ু, পিত্ত, কফ ও ত্রিদোষজ এবং আগন্তুক নাড়ীব্রণের লক্ষণের তুল্য হইয়া থাকে

চিকিৎসা —খদির ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের এই কাথে জয়ত্রী, কর্পূর, সুপারী, বাবলা পত্র, জায়ফল, মিলিত ২ সের প্রক্ষেপ ও যথাবিধি পাক সমাপন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ইহার নাম "খদির বটিকা"

দশন সংস্কার চূর্ণ।—শুণ্ঠি, হরীতকী, মুথা, খদির, কর্পূর, গুবাক ভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ, গুড়ত্বক, প্রত্যেকে সমভাগ। সর্ব্বসমান ফুল খড়ি চূর্ণ

সহকার বটী।—আমছাল ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের নিমছাল ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের খদির কাষ্ঠ ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের অশনছাল ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এই চারি কাথ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে যথাসময়ে শ্বেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লবঙ্গ, ধাই-ফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, জায়ফল, শ্যামালতা, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বটের ঝুরি, মঞ্জিষ্ঠা, জটা-মাংসী, মুথা, বিটলবণ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, লৌহ ও কর্পূর প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষেপ দিবে। নামাইয়া মটরের ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

দালনের লক্ষণ - দূষিত বায়ু দন্তে যে বিদীর্ণবৎ বেদনা জন্মায়, আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিতেরা ইহাকে দালন বলেন

ক্রিমিদন্তের লক্ষণ।—দন্তে কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র জন্মে

এবং তজ্জন্য দন্ত সঞ্চালিত হয় এবং দন্তমূলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত শোথ জন্মে এই শোথ হইতে জলস্রাব হয়, এবং দন্তে বিনা কারণে অর্থাৎ স্পর্শাদি কারণ ব্যতীত বেদনা হইয়া থাকে

ভঞ্জনকের লক্ষণ।—ইহাতে বায়ু কুপিত হইয়া দন্ত ভগ্ন ও মুখ বক্র করে

দন্তহর্ষের লক্ষণ ইহাতে দন্তে শীতল ও রুক্ষ বায়ু এবং অম্ল দ্রব্যের সংস্পর্শন সহ্য হয় না ইহা বায়ু ও পিত্ত কর্তৃক উৎপন্ন হয়

দন্তবিদ্রধির লক্ষণ। যে রোগে দন্তমূলবন্ধন মাংসের উভয় পৃষ্ঠে বেদনাযুক্ত শোথ জন্মে এবং ঐ শোথ বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে পুঁয ও রক্তস্রাব হয়, আর বিদীর্ণাবস্থায় উহা হইতে ময়লাযুক্ত জলস্রাব হয়, তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে

•দন্তশর্করার লক্ষণ —যাহাতে দূষিত বায়ু কফ কর্তৃক দন্তস্থিত মল শুষ্ক হয়, তাহার নাম দন্তশর্করা

কাপালিকার লক্ষণ।—যে রোগে কাপালাস্থির ন্যায় কঠিন দান্তাবয়ব বিদীর্ণ হয়, তাহার নাম কাপালিকা ইহাতে বাল্যকালাদি সর্ব্বাবস্থাতেই দন্তের হানি জন্মাইয়া থাকে

শ্যাবদন্তের লক্ষণ।—রক্ত এবং পিত্ত কর্তৃক দন্ত দূষিত হইলে দন্ত শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণপীতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ হয়

চিকিৎসা।—তিল তৈল ৪ সের ; ক্বাথ দ্রব্য—বকুল ফল, লোধ, হাড়ভাঙ্গা, নীলঝাঁটি, সোঁদাল পত্র, বাবলার ছাল, শাল বৃক্ষের ছাল, খদির কাষ্ঠ, অশন ছাল মিলিত ১২ ০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য ক্বাথ দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের এই তৈল মুখে ধৃত বা নস্য-স্বরূপে গৃহীত হয় ইহার নাম. 'বকুলাদ্য তৈল "

অরিমেদাদ্য তৈল। তিল তৈল ৮ সের, কল্ক দ্রব্য—গুয়ে-বাবলার ছাল ১২ ০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্ক—মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, গুয়েবাবলার ছাল, খদির কাষ্ঠ, কট্‌ফল, লাক্ষা বটছাল, ছোট এলাইচ, কর্পূর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কাঁকলা, জায়ফল ত্রিফলা, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, গুড়ত্বক, নাগেশ্বর, ধাইফুল, প্রত্যেকে ২ তোলা

বাতজ জিহ্বারোগের লক্ষণ।—ইহাতে জিহ্বা ঈষৎ বিদীর্ণ, প্রসুপ্ত অর্থাৎ রসগ্রহণে অসমর্থ এবং শাকতরু নামক বৃক্ষের পত্রের ন্যায় কণ্টকযুক্ত হয়।

পিত্তজ জিহ্বারোগের লক্ষণ।—ইহাতে জিহ্বা রক্তবর্ণ, দীর্ঘকণ্টকবেষ্টিত এবং জিহ্বাতে জ্বালা হয়।

কফজ জিহ্বারোগের লক্ষণ।—কফ কর্তৃক জিহ্বা অত্যন্ত ভারী ও শাল্মলী কণ্টক সদৃশ মাংসাঙ্কুরে বেষ্টিত হয়।

অলাসের লক্ষণ।—কফ ও রক্ত কর্তৃক জিহ্বাতলে অত্যন্ত ক্লেশ-দায়ক শোথ উৎপন্ন হইয়া জিহ্বাকে স্তম্ভিত ও বর্দ্ধিত করে, এবং জিহ্বামূল পাকিয়া থাকে।

উপজিহ্বার লক্ষণ।—কফ ও রক্ত জিহ্বামূলে জিহ্বার অগ্র-ভাগের ন্যায় শোথ জন্মায়। ঐ শোথে কণ্ডু ও জ্বালা, এবং উহা হইতে লালাস্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—গব্য ঘৃত ৪ সের, মালতী, যজ্ঞডুমুর(?), নিম্ব, বাবলা, ঝাঁটী ও শাল, ইহাদের পত্রাদির রস ও ক্বাথ প্রত্যেক ৪ সের; কল্ক দ্রব্য—শ্বেতচন্দন, বেনার মূল, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, অশ্বত্থছাল, বটছাল, নীলমূল, হরিদ্রা, দেবদারু, সৈন্ধব লবণ, দারুহরিদ্রা, শুণ্ঠী, কুড়, পিপ্পলী, মিলিত ১ সের। কলাইকরা তাম্রপাত্রে পাক করিবে। ইহা গণ্ডূষ ও পানার্থ ব্যবহার্য্য। ইহার নাম "মালত্যাদ্য ঘৃত।"

জাত্যাদ্য তৈল।—তিল তৈল ৪ সের, জাতিপত্র রস, চোর-কাঁটকীর রস, বকুলছালের ক্বাথ প্রত্যেক ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য—খদির কাষ্ঠ, আগ্রকেশী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, চই, নীলোৎপল, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, বালা, লোধ, মেটে সিন্দুর, স্বর্ণগৈরিক, বটের ঝুরি ও লৌহ মিলিত ১ সের, যথাবিধি পাক কার্য্য করিবে।

গলশুণ্ডীর লক্ষণ।—কফ ও রক্ত কর্তৃক তালুমূলে বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকসদৃশ দীর্ঘাকার শোথ উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য রোগীর পিপাসা, কাস ও শ্বাস জন্মে।

তুণ্ডিকেরীর লক্ষণ।—কফ ও রক্ত কর্ত্তৃক তালুতে যে জ্বালা ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত গুরুতর শোথ জন্মে, এই শোথ তুণ্ডিকেরী সদৃশ, অর্থাৎ কার্পাস ফলের ন্যায় হয় বলিয়া ইহাকে তুণ্ডিকেরী বলে

অধ্রুসের লক্ষণ। দূষিত রক্ত কর্ত্তৃক তালুতে রক্তবর্ণ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র শোথ হয়, তজ্জন্য রোগীর জ্বর হইয়া থাকে।

কচ্ছপের লক্ষণ।—দূষিত কফ তালুতে বেদনাহীন শোথ জন্মায়; ইহা কচ্ছপের ন্যায় উন্নত হয় বলিয়া ইহার নাম কচ্ছপ। উক্ত শোথ বহু বিলম্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তালুর্ব্বুদের লক্ষণ।—দূষিত রক্ত তালুতে পদ্মকুঁড়ির ন্যায় শোথ জন্মায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রক্তর্ব্বুদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া তাহার নাম তালুর্ব্বুদ

মাংসসংঘাতের লক্ষণ।—কুপিত কফ তালুর মাংস দূষিত করিয়া বেদনাবিহীন যে মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে মাংস-সংঘাত বলে।

তালুপুপ্পুটের লক্ষণ।—কফ ও মেদ কর্ত্তৃক তালুদেশে বদরি অর্থাৎ কুলসদৃশ বেদনাহীন ও স্থায়ী শোথ উৎপন্ন হয়।

তালুশোষের লক্ষণ।—বায়ুকর্ত্তৃক তালু বিদীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে ইহার নাম তালুশোষ।

তালুপাকের লক্ষণ।—পিত্ত কর্ত্তৃক তালু পাকিয়া থাকে

চিকিৎসা —পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, শিলাজতু ৪ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্র, আকন্দ পত্র রস, জাতিপত্রের রস, নিম্বপত্র-রস ও জলপিপ্পলীর রসে ৭ বার করিয়া মাড়িয়া ৮ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ইহার নাম "মুখরোগহর রস।"

সহাচর তৈল।—নীলঝাঁটি ১২০ সের; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল ৪ সের। কল্ক দ্রব্য—অনন্তমূল, খদির কাষ্ঠ, গুয়ে-বাবলার ছাল, জামছাল, যষ্টিমধু প্রত্যেক ৪ তোলা এই তৈল মুখে ধারণ করিবে।

রোহিণী রোগের উৎপত্তি।—কুপিত পিত্ত এবং কফ, রক্ত ও

মাংসকে দূষিত করিয়া গলদেশে অঙ্কুর উৎপাদন করে, ঐ অঙ্কুর গলনালীর ছিদ্র রোধ করিয়া রোগীর প্রাণনাশ করে

বাতজ রোহিণীর লক্ষণ।—ইহাতে সমস্ত জিহ্বায় বেদনা, গলমধ্যে মাংসাঙ্কুরোৎপত্তি, এবং বাতজ মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বলবান উপদ্রব উপস্থিত হয়

পিত্তজ রোহিণীর লক্ষণ —ইহাতে গলদেশে মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া পাকিয়া উঠে এবং রোগী প্রবল জ্বরাক্রান্ত হয়

কফজ রোহিণীর লক্ষণ —ইহাতে দৃঢ় মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া গলনালীর ছিদ্র রোধ করে।

ত্রিদোষজ রোহিণীর লক্ষণ।—ইহাতে গলদেশের মাংসাঙ্কুরের মধ্যে পাকে এবং বাতজ, পিত্তজ, কফজ রোহিণীর লক্ষণ প্রকাশ পায় ইহা কোনরূপে প্রশমিত না হইয়া অত্যল্প কাল মধ্যে রোগীর প্রাণনাশ করে

রক্তজ রোহিণীর লক্ষণ —ইহাতে গলদেশে স্ফোটকযুক্ত মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং পিত্তজ রোহিণীর লক্ষণ লক্ষিত হয় ইহা চিকিৎসা দ্বারা প্রশমনীয়

কণ্ঠশালূকের লক্ষণ।—কফ গলদেশের ভিতরে বদরী অর্থাৎ কুলবীজের সদৃশ কণ্টকযুক্ত গ্রন্থি উৎপাদন করে ঐ গ্রন্থি কর্কশ ও স্থির হয় এই রোগ শস্ত্রসাধ্য

অধিজিহ্বের লক্ষণ —কফ ও রক্ত জিহ্বার উপরে জিহ্বার অগ্রভাগ সদৃশ যে শোথ জন্মায়, ইহা পাকিলে কোন প্রকারেই রোগের উপশম হয় না

বলয়ের লক্ষণ —কফ গলমধ্যে বিস্তৃত ও উন্নত শোথ জন্মায়; এই শোথ হেতু রোগী আহারীয় বস্তু গিলিতে পারে না এবং চিকিৎসা দ্বারা কোন মতেই বলক্ষয় করা যায় না, সুতরাং ইহা অচিকিৎসনীয়।

বলাশের লক্ষণ কুপিত বায়ু ও কফ গলনালীতে শোথ জন্মায়, ইহাতে রোগী মর্ম্মচ্ছেদী বেদনা ভোগ করে, এবং শ্বাসপ্রপীড়িত হইয়া থাকে এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ

একবৃন্দের লক্ষণ।—কফ ও রক্ত কর্তৃক গলনালীর মধ্যে গোলাকার অথচ উন্নত ও ঈষৎ মৃদু শোথ জন্মে এই শোথে কণ্ডূ জন্মে ও জ্বালা করে, শোথ পাকিয়া থাকে।

বৃন্দের লক্ষণ।—বায়ু, পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া গলার মধ্যে গোলাকার উন্নত শোথ উৎপাদন করে, ইহা বেদনা ও জ্বালা করে। রোগীর প্রবল জ্বর উপস্থিত হয়।

শতঘ্নীর লক্ষণ।—বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্তৃক গলার মধ্যে মাংসাঙ্কুরবেষ্টিত যে বর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া গলার ছিদ্র রোধ করে, ইহাতে নানা প্রকার বেদনা অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফজ বেদনা, জ্বালা, কণ্ডূ প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। শতঘ্নী নামক অস্ত্রের ন্যায় হয় বলিয়া ইহার নাম শতঘ্নী হইয়াছে। ইহা অসাধ্য

শিলায়ুর লক্ষণ।—কফ ও বায়ুকর্তৃক গলনালীর মধ্যে যে দৃঢ় বেদনাযুক্ত আমলকী বীজ সদৃশ গ্রন্থি জন্মে তাহার নাম শিলায়ু গলনালীতে এই প্রকার গ্রন্থি থাকাতে রোগী মনে করে যেন ভুক্ত দ্রব্য গলার মধ্যেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহা শস্ত্রসাধ্য।

গলবিদ্রধির লক্ষণ।—বায়ু পিত্ত ও কফ কর্তৃক সমস্ত গলা ব্যাপিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয়, ইহাতে নানা প্রকার বেদনা অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফজ বেদন, জ্বালা ও কণ্ডূ প্রভৃতি জন্মে এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষজ বিদ্রধির লক্ষণ লক্ষিত হয়

গলৌঘের লক্ষণ।—কফ ও রক্ত গলদেশে বৃহদাকার শোথ উৎপাদন করে ইহা গলনালীর ছিদ্র রোধ করে, তজ্জন্য রোগী পান ভোজন করিতে অসমর্থ হয়, অধিকন্তু শোথ অতি বৃহৎ হয় বলিয়া উদান বায়ুর গতি রুদ্ধ হয়, রোগীর প্রবল জ্বর হয়

স্বরঘ্নের লক্ষণ।—ইহাতে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া অন্ধকার দর্শন করিতে করিতে সর্ব্বদা সজোরে নিশ্বাস ত্যাগ করে, ভক্ষ্য দ্রব্য গিলিতে অসমর্থ হয় অপর রোগীর স্বরভঙ্গ, কণ্ঠ শুষ্ক, এবং কফ দ্বারা বায়ুস্রোত রুদ্ধ হয় এই রোগ বায়ু কর্তৃক উৎপন্ন হয়।

মাংসতানের লক্ষণ।—পিত্ত বায়ু কফ কর্তৃক গলার মধ্যে বিস্তৃ

শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা ক্রমে ক্রমে গলনালীর ছিদ্র রোধ করিয়া রোগীর বড়ই ক্লেশ দেয়, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করে।

বিদারীর লক্ষণ।—দূষিত পিত্ত গলনালীর মধ্যে তাম্রবর্ণ,জ্বালা ও সূচীবেধনবৎ বেদনাযুক্ত বিদীর্ণমাংস ও দুর্গন্ধময় শোথ জন্মায়। মনুষ্য যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করে, সেই পার্শ্বেই প্রায় এই রোগ হয়।

চিকিৎসা —পারা,গন্ধক, শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ,স্বর্ণ ০ সিকি ভাগ এই সমস্ত একত্র করিয়া নিমছাল, অশনছাল ও চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রত্তি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে বহুবার ছাল,ত্রিফলা বা অগুরুর ক্বাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একটী করিয়া সেব্য ইহার নাম "রসেন্দ্র বটী।"

লাক্ষাদ্য তৈল —তিল তৈল ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, খদিরের ক্বাথ ১৬ সের কল্কদ্রব্য—লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল, যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ পল এই তৈলের গণ্ডূষ করিবে

বাতজ সর্ব্বসরের লক্ষণ।—সমস্ত মুখমণ্ডলে যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহকে সর্ব্বসর কহে ইহা দূষিত বায়ুকর্ত্তৃক মুখমণ্ডলে হইয়া থাকে

পিত্তজ সর্ব্বসরের লক্ষণ। পিত্ত কুপিত হইয়া মুখমণ্ডলে যে রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ স্ফোটক উৎপাদন করে, ইহাতে জ্বালা থাকে এবং স্ফোটক গুলি পরস্পর তফাৎ হইয়া উৎপন্ন হয়

কফজ সর্ব্বসরের লক্ষণ।—দূষিত কফ মুখমণ্ডলে বেদনাশূন্য এবং মুখের বর্ণ তুল্য স্ফোটক জন্মায়, ইহাতে কণ্ডূ হইয়া থাকে

মুখরোগের অসাধ্য লক্ষণ।—ত্রিদোষজ, মাংসজ, রক্তজ ওষ্ঠরোগ অসাধ্য দন্তমূলরোগের মধ্যে ত্রিদোষজ নালী ও ত্রিদোষজ মহাশৌশিক অসাধ্য জিহ্বারোগের মধ্যে অলাস, তালুরোগের মধ্যে তাল্বর্ব্বুদ, এবং কণ্ঠরোগের মধ্যে স্বরঘ্ন, বলয়, বৃন্দ, বলাশ, বিদারিকা, গলৌঘ, মাংসতান, শতঘ্নী ও ত্রিদোষজ রোহিণী অসাধ্য।

চিকিৎসা।—খদির ১২ ০ সের, গুয়েবাবলার ছাল ৩১।০ সের,

জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাকার্থ চড়াইবে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ঘন হইলে এলাইচ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, অনন্তমূল, তমালছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, লৌহ, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, ত্রিফলা, রসোত, ধাইফুল,নাগেশ্বর,লবঙ্গ, গেবিয়াটী, দারুহরিদ্রা, কট্‌ফল, চাকুন্দেবীজ, লোধ, বটের ঝুরি,দুরালভা,জটামাংসী, হরিদ্রা, রাস্না, অথবা কুন্দুরু, দারুচিনি, প্রত্যেকে ২ তোলা; কাঁকলা, জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে শীতল হইলে নামাইয়া কর্পূর ০ সের মিশ্রিত করিয়া মটরপ্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিবে। ইহার নাম "বৃহৎ খদির বটী"

মুষ্টিযোগ।—হরীতকী, মউরী, কুড় ও বালা এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে।

বাতিক সর্ব্বসর রোগে সৈন্ধব চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ এবং বায়ুনাশক ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈলের কবল ও নস্য ব্যবস্থেয়।

পৈত্তিক সর্ব্বসর রোগে বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া মধুর, শীতল প্রভৃতি পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে

কফজ সর্ব্বসরে প্রতিসারণ গণ্ডূষ ধূম প্রদান, সংশোধন ও কফঘ্ন চিকিৎসা-ব্যবস্থেয়

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা এই সমুদায়ের শীতল ক্বাথ ও মধুসংযুক্ত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

ঘনীভূত দারুহরিদ্রার ক্বাথ মধুর সহিত লেহন করিবে।

হোমিওপ্যাথিকে মুখরোগাদি চিকিৎসা।

ক্যাংক্কার। দন্তমাড়ী কিম্বা গালের ভিতর ছোট ছোট ক্ষত হয় এই রোগ প্রায় অজীর্ণ জন্যই হইয়া থাকে

চিকিৎসা —রাত্রে শয়ন করিবার সময় "য়্যাকোনাইট", তৎপরে রাত্রে এবং প্রাতে "মার্কুরিয়াস" প্রয়োগ করিবে

সলফাইট অফ সোডার জলে মুখ ধৌত করিতে দিবে।

মুখ এবং দন্তমাড়ীর ক্যাঙ্কার। দন্তমাড়ী উষ্ণ, স্ফীত, স্পঞ্জের ন্যায়, দন্ত এবং মুখ হইতে রক্তমিশ্রিত লালাস্রাব, দৌর্ব্বল্য, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়

চিকিৎসা।—"হাইড্রাস্টিস্", "ব্যাপ্টিসিয়া" কিম্বা "আর্শেনিক" রাত্রি এবং প্রাতে সেবন করিতে দিবে এইরূপে সপ্তাহকাল চিকিৎসা করিবে "হাইড্রাষ্টিস্" জলে মুখ ধৌত করিতে হইবে পানার্থ লেমন এবং লাইমজুস্ ব্যবস্থা করিবে পথ্য—ষ্ট্রং বিফ্‌টী, দুগ্ধ এবং সোডাওয়াটার

ক্যাংক্রাম ওরিস।—গিলগিলার পরে প্রত্যেক শিশুর নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত লালা, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, অস্থিরতা, একদিকের গণ্ডস্থল স্ফীত দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইলে গালের ভিতর দিক বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিবে।

চিকিৎসা।—এইরূপ পরীক্ষায় যদি সামান্য দাগ গালের ভিতর দেখা যায়, তাহা হইলে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর "মিউরিয়েটিক য়্যাশিড" উহাতে প্রয়োগ করিবে। ৮ ড্রাম জলে ৩ ড্রাম ডাইলিউড য়্যাশিড মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিতে দিবে

সেবন জন্য উক্ত য়্যাশিডের ৩ বিন্দু এক ঘণ্টায় এবং পর ঘণ্টায় "ব্যাপ্টিসিয়া" প্রয়োগ করিবে বার ঘণ্টা পরে যদি রোগীর অবস্থা মন্দ

দেখ, তবে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর "আর্শেনিক" ব্যবহার করিবে এবং উক্ত য্যাসিডের প্রয়োগ চলিতে থাকিবে।

ঔষধ সেবনের মধ্যে মধ্যে ষ্ট্রং বিফ্‌টী খাইতে দিবে। ইহাতে রোগীর বল রক্ষা হইবে।

নার্সিংসোর মাউথ।—যে সকল স্ত্রীলোক দীর্ঘকাল শিশুদিগকে স্তন পান করান, তাঁহাদিগের জিহ্বায় ক্ষত ও মুখের প্রদাহ হইতে দেখা যায়। তজ্জন্য তরল এবং কোমল দ্রব্য ব্যতীত অন্য দ্রব্য ভক্ষণে সামর্থ থাকে না।

চিকিৎসা।—শিশুর স্তনপান বন্ধ করিতে হইবে, এবং দিবসে তিনবার "হাইড্রাষ্টীস্" ব্যবস্থা করিবে, আর উহার সলিউসন্ ক্ষতস্থানে দিবে তৎপরে "চায়না" কিম্বা "আর্শেনিক" খাওয়াইবে। খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হইবে, কিন্তু উত্তেজক খাদ্য কোন মতে দেওয়া যাইতে পারে না।

থ্রাস্।—যদিও এই পীড়া বালকদিগেরই অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধদিগেরও হইতে দেখা যায় জ্বর, ক্ষয়কাশ, ক্যান্সার প্রভৃতি ক্ষয়রোগের শেষাবস্থায় হইতে দেখা যায়। ইহা অতিরিক্ত দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন। এই রোগে সাদা দাগ অথবা দধির তালির ন্যায় জিহ্বার উপর, গালের ভিতর এবং গলায় দৃষ্টিগোচর হয়।

চিকিৎসা।—ইহা উপস্থিত হইবা মাত্র উগ্র "বোর্যাক্স লোসনে" ধৌত করিতে হইবে। বালকের হইলে "আর্শেনিক" ও তৎপশ্চাৎ "ক্যামোমিলার" আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে।

খাদ্য সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, এবং যে পাত্রে দুগ্ধাদি পেয় দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহা খুব পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য

দন্তমাড়ীর স্ফোটক —গালের অভ্যন্তরে শৈত্য লাগিলে উপরের দন্তমূলে এই স্ফোটক বা ফোড়া জন্মে, কিম্বা উপর অথবা নিম্নের মাড়ী পুরাতন ভগ্ন দন্তমূলের উত্তেজনা জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—পর্য্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টা অন্তর "বেলেডোনা" এবং "হিপার" প্রয়োগ করিবে। দন্তমাড়ী উত্তমরূপে বিদীর্ণ করিয়া দিবে।

অনেক সময় এরূপ হয় যে, কিছুতেই পীড়া শান্তি হয় না এরূপ হইলে ভগ্নদন্তমূলের অবশিষ্টাংশ বাহির করিয়া দিলে রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে।

মুখস্ফীতি।—দন্ত অথবা দন্তমাড়ীতে শৈত্য লাগিলে এই পীড়া হয় ইহা আকারে অত্যন্ত বড় এবং যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—গরম জলে সর্ব্বদাই ধৌত করিবে। প্রতিবার ধৌত করিবার পরে ফ্লানেল দিয়া তাহার উপর নেকড়া জড়াইয়া বাঁধিবে

প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর "বেলেডোনা" ও "মার্কুরিয়াস্" পর্য্যায়ক্রমে দিবে যদি স্ফীত স্থান উজ্জ্বল হয়, তবে "এ্যাপিস্" ব্যবহার করিবে

হাকিমীমতে মুখরোগাদি চিকিৎসা।

নানা কারণে মুখের ভিতর ও ওষ্ঠে ক্ষত হইতে দেখা যায়, উহা শীঘ্র শুষ্ক হয় না। অধিক দিন এই পীড়া অচিকিৎসিত থাকিলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে

চিকিৎসা।—রোগ আরম্ভ হইলেই অর্দ্ধ ছটাক ভেরেণ্ডার তৈল খাইতে দিবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে নিম্নোক্ত জলে মুখ ও ক্ষত ধৌত করিতে দিবে

ফট্‌কিরি	...	...	...	৷০ তোলা।
পাপ্‌ড়ি খয়ের	...	...	...	৷০ তোলা।
জল	...	...	...	১ পোয়া।

একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কুল্লি করিতে উপদেশ দিবে।

ঘৃত	...	...	...	১ পোয়া।
ত্রিশিরা মনসার শস্য		...	...	২ তোলা।
বন-নীলের রস	...	...	...	১ ছটাক

উত্তমরূপে পাক করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে।

বিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে দন্তরোগের চিকিৎসা।

দন্তের গ্যাংগ্রিণ, পাল্পের প্রদাহ, ক্যাঙ্কের নিক্রোসিস্ এবং নিউর‍্যাল্জিয়া হইতে দন্তের পীড়া জন্মিয়া থাকে।

১। দন্তে গ্যাংগ্রিণ হইতে দন্তরোগ।—অজীর্ণাদি রোগ, পারদ ব্যবহার, স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় দন্তমাড়ি শিথিল হইয়া হয়।

চিকিৎসা।—ক্ষত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিতে হইবে, পচা মাংস না থাকিতে পারে এমন ব্যবস্থা করিবে। পিচ্কারী দিয়া ভাল করিয়া গরম জলে ধৌত করিয়া, রক্তস্রাব নিবারণ জন্য কটন উলে ক্রিয়াসোট মাখাইয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে। কিন্তু সাবধান, যেন ক্রিয়াসোট লালার সহিত উদরস্থ না হয়, তাহা হইলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। পারক্লোরাইড অফ আয়রণ অথবা ট্যানিক য়্যাসিডের সলিউসন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

২। পাল্পের প্রদাহ জন্য দন্তরোগ।—পাল্প অনাবৃত হইলেই তরল পানীয় দ্রব্যের শীতলতা বা উষ্ণতা জন্য প্রদাহ জন্মে।

চিকিৎসা।—গরম জলে বাই কার্বনেট অফ সোডা মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিবে। তাহার পরে কটন উলে ক্রিয়াসোট, ক্লোরোফরম, লবঙ্গের তৈল, টীং য়্যাকোনাইট, ক্যাজুপুট্ অয়েল, তার্পিণ তৈলে কর্পূর, কিম্বা ট্যানিক য়্যাসিড ও ইথারে ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে দিবে। ইহাদের এক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩। ক্যাঙ্কের নিক্রোসিস্ জন্য দন্তরোগ।—ক্যাংস এবং ভগ্নদন্তের মূলাবশিষ্ট প্রদাহযুক্ত হয়। পুনঃ পুনঃ তাহাতে বেদনা ও ক্ষত হইয়া এই পীড়া উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—ভগ্নদন্তের মূলাবশেষ উৎপাটিত করিয়া দিলেই উপ-

কাব হইয় থাকে কার্বলিক্ য়্যাসিড এবং নাইট্রেট অফ সিলভ বেং লোশন প্রয়োগেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪ নিউরেল্‌জিয়া জন্য দন্তরোগ।—দীর্ঘকাল পীড় ভোগ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এবং বাতজন্য পীড়ায় এই ব্যাধি হইয় থাকে

চিকিৎসা।—কলচিকম, য়্যাকোনাইট, আইওডাইড অফ পটাশিয়ম প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে পীড়া শান্তি হয় কুইনাইন ইহার অন্যতম ঔষধ।

বৈদ্যকে দন্তরোগ চিকিৎসা।

এই রোগে দন্তমূল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়, কন্‌কন্ করে, কখন কখন জ্বালা করে ও অসহ্য যাতনাযুক্ত হয়। রোগী মুখব্যাদানে কষ্ট বোধ করে, কিছু খাইতে চাহেনা, যেন সর্ব্বদা কোন দারুণ যন্ত্রণাগ্রস্থ, ক্ষুধা থাকিলেও খাইতে ইচ্ছা থাকেনা, উষ্ণ পেয় দ্রব্যে স্পৃহা থাকে, তাহাও দন্তমূলে স্পর্শ করিলে কষ্ট বোধ হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, জিহ্বা মলযুক্ত থাকে, মুখের দুর্গন্ধ এই রোগের সাধারণ লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ফলতঃ এই রোগ নানা দোষ জন্য হইলেও সাধারণতঃ প্রতিকার একরূপ, এজন্য ইহাদের পৃথক পৃথক চিকিৎসা লিখিত হইল না। ঔষধগুলি যথাস্থানে লিখিত হইল

তুঁতে ভস্ম	.	২ রতি।
নারিকেলপাতাভস্ম	. .	২ রতি
তেজপত্র চূর্ণ	. .	২ রতি।
জায়ফল চূর্ণ	. . ...	২ রতি

একত্র মর্দ্দিত করিয়া দন্ত পরিষ্কার করিতে দিবে

ফট্‌কিরি	... ..	১ তোলা
চ খড়ি	.. ...	১ তোলা
পুরাতন ঘরের দেওয়ালের মৃত্তিকা	..	১ তোলা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া দন্ত মার্জ্জন করিবে।

দারুচিনি চূর্ণ	.		০ আনা।
সুপারি ভস্ম	...	..	০ আনা।
তুঁতিয়া ভস্ম		...	০ আনা।
কর্পূর	.	..	০ আনা।
খদির	..		০ আনা।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া দন্ত মার্জ্জনা করিবে।

সোণামুখী	..	০ তোলা।
জাঙ্গি হরীতকী	..	।০ তোলা

অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধ তোলা আদার রস মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে এইরূপ এক দিন খাইবার পর নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

ছোট এলাইচ চূর্ণ	...	..	০ আনা।
বড় এলাইচ চূর্ণ		.	০ আনা
তেজপত্র চূর্ণ	...	...	০ আনা।
লঙ্কামরিচ চূর্ণ	.		০ আনা।
কর্পূর		..	।০ আনা।
তুঁতে ভস্ম	..	.	০ আনা।
গোলাপ জল			২ তোলা

একত্র মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। তাহা দ্বারা প্রতিদিন প্রাতে দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্তশূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইবে

গঁদ চূর্ণ	.		।০ তোলা।
তুঁতে ভস্ম	...	.	০ তোলা।
ফটকিরি	..	...	০ তোলা।
চা খড়ি	...	..	১ তোলা
দারুচিনি চূর্ণ	...	.	।।০ তোলা।
কাবাবচিনি চূর্ণ	...	..	০ তোলা
খদির	..	...	০ তোলা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া দন্ত মার্জ্জনা করিবে যদি পারদপুষ্ট দন্ত-

রোগ হয়, তবে নিম্নোক্ত প্রকারে তাহার প্রতিকার করিবে।

জামছাল	.		১	তোলা।
আম্রছাল	..	.	১	তোলা।
কয়েদবেল ছাল	..	.	১	তোলা।
বাবলাছাল	...	...	১	তোলা।
তর্জ্জনছাল	..	..	১	তোলা
তালশাঁড়া			১	তোলা
ক্ষদির	..	.	১	তোলা
জল	..	..	১	সের।

হোমিওপ্যাথিকে দন্তরোগ চিকিৎসা।

শৈত্যজন্য এই ব্যাধির উদ্ভব হইয়া থাকে ভগ্ন অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের স্নায়ুর প্রদাহ হইতেও হইতে পারে দন্তমূল বেদনাযুক্ত হয় অজীর্ণ দোষ এই রোগের অন্যতম কারণ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের এই পীড়া হইতে দেখা যায় অন্যান্য রোগের সহচররূপে দন্তের পীড়া হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—অত্যন্ত বেদনা থাকিলে "বেলেডোনা" ও "মার্কুরি-য়াস্" দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে হইবে

স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু এই পীড়া হইলে, বিশেষতঃ যদি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহার আক্রমণ হইতে থাকে, তবে প্রথম প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর "জেলসিমিনাম্" ও "আর্শেনিক" পর্য্যায়ক্রমে দিবে, পরে তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে

বালকের পীড়ায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা "ক্যামোমিলা" দেওয়া কর্ত্তব্য এবং "ক্যামোমিলার" জলে মুখ ধৌত করিয়া দিতে হইবে

দন্তমাড়িতে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত থাকিলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইলে "ফস্ফরাস্" প্রয়োগ আবশ্যক গরম জলে ক্ষত ধৌত করিবে মুখ

পরিষ্কার রাখিবে গরম সেক উপকারজনক জানিতে হইবে "নিউর‍্যা-লাইন" এবং "আর্শেনিকের" বাহ্য প্রয়োগ করিবে

হাকিমীমতে দন্তরোগ চিকিৎসা।

এই রোগে দাঁতের গোড়া আল্গা হয়, রক্তমিশ্রিত লালাস্রাব হইতে থাকে, বেদনা হয়, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, অথচ ক্ষুধা থাকিলেও খাইতে অনিচ্ছা, কখন কখন দাঁতের গোড়া দিয়া পুঁয পড়িতে থাকে, পচা গন্ধ বাহির হয়, মাংস ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে বাহির হয়, রোগীর বাক্‌স্ফূর্ত্তি থাকে না, সর্ব্বদাই বিমর্ষ, যন্ত্রণায় অস্থির, আলস্যপ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট-ভাবে কালযাপন করে

চিকিৎসা।—নিম্নোক্ত মঞ্জন ও মালিশ এই রোগে বিশেষ উপকারী।

আকন্দ আটা	...	..	১ ছটাক
হরিতকী চূর্ণ	...	...	১ তোলা
ফটকিরি চূর্ণ	...	.	১ তোলা।

সর্ব্বাগ্রে আকন্দ আটা নেকড়ায় মাখাইয়া শুষ্ক করিবে উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তাহা দগ্ধ করিবে সেই ভস্মাবশেষের সহিত ফটকিরি ও হরিতকী চূর্ণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দন্তে মঞ্জন দিবে

গোলমরিচ চূর্ণ	..	...	০ তোলা।
ছোট এলাইচ চূর্ণ	...	...	॥০ তোলা।
কর্পূর	...	..	।০ তোলা।
আকন্দ আটা চূর্ণ	.	...	।০ তোলা
ফটকিরি	...	...	॥০ তোলা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া গোলাপ জলে মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। তাহার পরে প্রতিদিন তিনবার উহা দ্বারা দন্ত মঞ্জন করিবে।

একবিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে নানারোগ চিকিৎসা।

নাশারন্ধ্রের পুরাতন প্রদাহকে ইংরেজীতে ওজিনা বা রাইনরিয়া কহে ইহাতে নাসা গরম, দৃঢ় ঝিল্লী স্ফীত ও অতীব দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত ও পুঁয এবং মিউকসসংযুক্ত ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে

লক্ষণ।—কারণের প্রকারভেদে এই রোগের নানাপ্রকার রূপভেদ হইয়া থাকে সর্দ্দির পীড়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্ফীততা হেতু নাসারন্ধ্র দিয়া বায়ু গমনাগমনের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত বিশেষ এক প্রকার অসুখ জন্মে এই লক্ষণের সহিত সম্মুখকপালে বেদনা, কাশি, সাধারণ দৌর্ব্বল্য, মানসিক নিস্তেজতা এবং অতিশয় যন্ত্রণ দায়ক ও দুর্গন্ধময় প্রভূত মিউকাস ও পুঁয মিশ্রিত ক্লেদ নির্গত হয় কখন কখন ক্লেদ পুঁযময় হয়, এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত থাকিলে তাহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে। এই ক্লেদ পদার্থ এতাদৃশ দুর্গন্ধময় যে, রোগী অপরের নিকট তজ্জন্য বসিতেও ঘৃণা ও লজ্জা বোধ করে ঔষধে রোগের প্রতিকার না হইলে রোগী নিতান্ত নিরুৎসাহ, ক্ষুধাশূন্য, শীর্ণ ও নিদ্রাবিহীন হইয়া অতি কষ্টে কালযাপন করে

নাসারন্ধ্র মধ্যে স্ফোটক জন্মিয়াও কখন কখন অতীব দুর্গন্ধময় ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে। পলিপসের সহিত এই রোগের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। পীড়ার কারণ উত্তমরূপে স্থির করিতে না পারিলে নাসাদর্পণ দ্বারা নাসাগহ্বরের ঊর্দ্ধভাগ পরীক্ষা করিয়া উক্ত স্থানের স্ফীততা এবং অস্থির অবস্থা অবগত হওয় কর্ত্তব্য

চিকিৎসা।—ইহাতে স্থানিক এবং সার্ব্বাঙ্গিক উভয়বিধ চিকিৎসা করাই প্রয়োজন। দুর্গন্ধ ক্লেদ পরিষ্কার জন্য ঈষৎ গরম জলের পিচ্‌কারী ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

ফট্‌কিরি ... ... ১০ গ্রেণ

জল ... .. ১ আং

মিশ্রিত করিয়া এই জলে নাসারন্ধ্র ধৌত করিবে, অথবা—

লাইকর পটাসি পারম্যান গ্যানেটিস্ . ২ ড্রাম।
জল ... . ৮ আং

মিশ্রিত করিয়া ইহা দ্বারা নাসা ধৌত, অথবা—

ক্লোরাইড অফ জিঙ্ক .. ১০—১২ গ্রেণ।
জল ... .. ৮ আং

একত্র মিশ্রণে নাসা ধৌত, অথবা—

কার্বলিক য়্যাসিড ... .. ১ ড্রাম
জল ... . ১৬ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিবে তাহার পর ক্ষত শুষ্ক করিবার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

য়্যাঙ্গুয়েন্টি হাইড্রার্জিরাই নাইট্র্যাটিস্ .. ৪০—১২০ গ্রেণ
য়্যাঙ্গুয়েন্টি সিটাসিয়াই ... ... ২৪০ গ্রেণ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার ১ ড্রামে ১ ড্রাম জল দিয়া নাসারন্ধ্রে লাগাইতে দিবে।

উপরোক্ত ঔষধে ক্ষত শুষ্ক না হইলে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্লাম্বি অ ইওডাইড ... ... ৬০ গ্রেণ
য্যাঙ্গুয়েন্টি য্যাট্রোপিয়া .. . ৬০—১২০ গ্রেণ
য়্যাঙ্গুয়েন্টি সিম্প্লাইসিস্ ১ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিতে দিবে ইহার নাম "আইও-ডাইড অফ লেড অয়েন্টমেণ্ট।"

নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে,—

টীং ফেরি পারক্লোরাইডি ... ... ১½ ড্রাম
পোটাসি ক্লোরাইটিস্ . .. ১২০ গ্রেণ
লাইকরিস্ আর্শেনিকেলিস্ .. .. ১৫ মিন্।
জল . ৫ আং

ছয় মাত্রা এক এক মাত্রা ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর হইতে দিবে অথবা —

ভাইনি ফেরি	৪ আং
লাইকরিস্ আর্শেনিকেলিস্	২০ বিন্দু
সিরাপি জিঞ্জাবেরিস	১½ আং

ছয় মাত্রা বড় তিন চামচ জলের সহিত এক এক মাত্রা দিবসে তিন চারি বার হইতে দিবে।

বৈদ্যকে নাসারোগ চিকিৎসা।

অপীনস্ রোগের লক্ষণ।—যে রোগে বায়ু ও শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক নাসিকা পথ রুদ্ধ হয় এবং আর্দ্র ও উষ্ণ হয়, রোগী কোন বস্তুর গন্ধ আঘ্রাণে অসমর্থ ও মধুরাদি রস অনুভব করিতে পারেনা, বিশেষতঃ কফ বাতাদি প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ হয়, সেই রোগের নাম অপীনস্ বা পীনস্।

পূতিনস্যের লক্ষণ।—যে রোগে বিদগ্ধ কফ, পিত্ত ও রক্ত কর্ত্তৃক গলা ও তালুতে নীত এবং পূতিভাবাপন্ন বায়ু মুখ ও নাসিকা দিয়া নির্গত হয়, সেই রোগের নাম পূতিনস্য।

নাসিকাপাকের লক্ষণ।—যে রোগে ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্থিত পিত্ত নাসিকাতে অত্যন্ত পাকযুক্ত অথবা আর্দ্রতা ও পূতিভাবাপন্ন ব্রণ উৎপাদন করে, তাহার নাম নাসিকাপাক।

পূঁযরক্তের লক্ষণ।—ললাটদেশে প্রহার ও পীড়নাদি আঘাত লাগিলে নাসিকা হইতে যে রক্তমিশ্রিত পূঁযস্রাব হইয়া থাকে, সেই রোগের নাম পূয রক্ত।

ক্ষবথুর লক্ষণ।—ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্থিত শৃঙ্গাটক নামক মর্ম্মস্থান দূষিত হইলে বায়ু কফের সহিত নাসিকা দিয়া প্রবল শব্দের সহিত নির্গত হয়, ইহাকে ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি বলা যায়।

আগন্তুক হাঁচির লক্ষণ।—রাজিকাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় কটু অর্থাৎ ঝাল দ্রব্য সেবনে, সূর্য্যের দিকে নিরীক্ষণ করিলে বা

শৃঙ্গাটির দ্বার নাসিকাস্থিত তরুণাস্থিত নামক মর্ম্ম সংক্ষত হইলে হাঁচি হইয়া থাকে।

ভ্রংশথুর লক্ষণ।—যে রোগে মস্তকের পূর্ব্বসঞ্চিত কফ সূর্য্যসন্তাপে বিদগ্ধ ও লবণভাবাপন্ন হইয়া নাসিকা দিয়া নির্গত হয়, সেই রোগের নাম ভ্রংশথু।

দীপ্ত রোগের লক্ষণ।—ইহাতে নাসিকা জ্বালা করে, নাসিকা হইতে ধূমের ন্যায় বায়ু নির্গত হয় এবং রোগী নাসিকাকে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বোধ করে।

প্রতীনাহের লক্ষণ।—ইহাতে বায়ু ও কফ নাসিকাস্রোত রুদ্ধ করে।

নাসাস্রাবের লক্ষণ।—ইহাতে নাসিকা হইতে পীত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ় অথবা তরল কফস্রাব হয়।

নাসাশোষের লক্ষণ।—ইহাতে নাসিকাস্রোত অতি উষ্ণ ও শোষিত হয়, রোগী অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে।

পীনসের অপক্ক লক্ষণ।—পীনস রোগের আমাবস্থাতে অর্থাৎ অপক্কাবস্থাতে রোগীর মস্তকের গুরুত্ব, অরুচি, নাসিকা হইতে জলস্রাব, অস্পষ্ট স্বর ও নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ জলস্রাব হয়।

পীনসের পক্ক লক্ষণ।—ইহার পক্কাবস্থাতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নাসারন্ধ্রস্থিত শ্লেষ্মা গাঢ় হয় এবং স্বর ও বর্ণ পরিষ্কার হয়।

প্রতিশ্যায় রোগের অর্থাৎ সর্দ্দির সাধারণ কারণ।—মল মূত্রের বেগ ধারণ, অজীর্ণ রোগ, নাসিকাস্রোতে ধূলি প্রবেশ, অতি ক্রোধ, শিরে অতি তাপজনক ধূমাদি নাসিকাপথে প্রবেশ, ঋতুবৈষম্য অর্থাৎ এক ঋতুর কার্য্য অন্য ঋতুতে করা, রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত দিবানিদ্রা, অতিশয় শীতল পান, হিম সেবন, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, শোকজনিত বাষ্প, এই সমস্ত কারণে শ্লেষ্মা মস্তকে ঘনীভূত হইলে কুপিত বায়ু সহসা প্রতিশ্যায় সর্দ্দি জন্মায়।

সর্দ্দির অপর কারণ।—বায়ু পিত্ত কফ পৃথক পৃথক হউক

অথবা একত্রই হউক, এবং বক্ত স্বীয় স্বীয় স্থানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নিগ্রহ ও দিবানিদ্রা দ্বারা কুপিত হইয়া মস্তকে যাইয়া সর্দ্দি উৎপাদন করে

সর্দ্দির পূর্ব্বলক্ষণ —সর্দ্দি হওয়ার পূর্ব্বে মস্তক ভার, শরীর বেদন, রোমাঞ্চ ও হাঁচি হয়, নাসিকা হইতে ধূম নির্গমন ও তালু জ্বালা প্রভৃতি অন্য প্রকার উপদ্রব হয়

বাতজ সর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে নাসাস্রোত বন্ধ নাসিকা হইতে জলস্রাব, গলা, তালু ও ওষ্ঠশোষ, ললাটের পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, পুনঃপুনঃ হাঁচি, মুখের বিরসতা ও স্বরভঙ্গ হয়

চিকিৎসা —ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশ পত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চই, কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক ১ তোলা এলাইচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, প্রত্যেক ২ মাস, পুরাতন গুড় ৯ তোলা ৬ মাসা, একত্র মাড়িয়া লইবে অনুপান উষ্ণ জল। ইহার নাম 'ব্যোষাদ্য চূর্ণ"

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—পঞ্চ লবণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান এবং অর্দ্দিতোক্ত নস্যাদি ব্যবস্থেয়।

পিত্তজ সর্দ্দির লক্ষণ।—ইহাতে নাসিকা হইতে উষ্ণ ও পীত বর্ণ কফস্রাব হয় এবং রোগী কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ ও সন্তপ্ত হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—কটু তৈল ১ সের, কল্কদ্রব্য—আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, পিপ্পলী, জাতীপত্র, দন্তীমূল মিলিত ১৬ তোলা, জল ৪ সের। ইহার নাম "পাঠাদি তৈল"

কফজ সর্দ্দির লক্ষণ —ইহাতে রোগী যেন সহসা ধূমযুক্ত অগ্নি বমন করে এবং নাসিকা হইতে অধিক পরিমাণে শীতল পাণ্ডুবর্ণ কফ নির্গত হয়, এতদ্ভিন্ন রোগীর শরীর ও চক্ষু শ্বেতবর্ণ এবং মস্তক ভার এবং কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ ও মস্তকে কণ্ডু হইয়া থাকে

চিকিৎসা। তৈল ১ সের; কল্ক দ্রব্য—শূল, পিপ্পলী, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধব আপাঙ্গবীজ, মিলিত ১৬ তোলা। জল ৪ সের ইহার নাম 'শিখরি তৈল"

চিত্রক তৈল।—তৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য—

চিতামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধব লবণ মিলিত ১ সের। ইহার নস্য গ্রহণ করিবে

ত্রিদোষজ সর্দ্দির লক্ষণ।—ইহাতে সর্দ্দি পক্কই হউক আর অপক্কই হউক, সহসা নিবৃত্তি পাইয়া পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা —পুরাতন গুড় ১০০ পল, কাথার্থ চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের আমলকীর রস অভাবে কাথ ১২॥০সের, গুলঞ্চ ৫০ পল, জল, ৫০ সের, শেষ, ১২॥০ সের দশমূল প্রত্যেক ৫পল, ৫০ সের জল,শেষ ১২॥০সের এই সমুদয় কাথ একত্রিত করিয়া তাহাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হরিতকী চূর্ণ ৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে শুঠী, পিপ্পলী, মরিচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে পরদিনে মধু ২ সের মিশাইবেক অগ্নির বিবেচনা করিয়া ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে ইহার নাম "চিত্রক হরিতকী "

সর্দ্দির কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ। যে প্রতিশ্যায়ে রোগীর নাসিকা কখন আর্দ্র কখন শুষ্ক, কোন সময়ে আল ও কোন সময়ে নাসিকাস্রাব পরিষ্কার হয়, রোগী কোন বস্তুর গন্ধ অনুভব করিতে পারে না, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, সেই প্রতিশ্যায় কৃচ্ছ্রসাধ্য

রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ —ইহাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, চক্ষু তাম্রবর্ণ হয় এবং রোগী উরক্ষত,উরস্তম্ভ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, অধিকন্তু পিত্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা।—জয়ন্তী পত্র পুটপাক করিয়া সৈন্ধব লবণ ও তৈলের সহিত প্রত্যহ সেবন করিবে

আহারের অব্যবহিত পরক্ষণেই লবণের সহিত সুসিদ্ধ অঙ্কুরিত মাষকলাই ভক্ষণে সর্ব্ব শেষজ ও দীর্ঘকালোৎপন্ন প্রতিশ্যায় শান্তি হয়

পিপ্পলী, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ, মরিচ, ইহাদের নস্যে প্রতিশ্যায় নিবারিত হয়,

প্রতিশ্যায়ের অসাধ্য লক্ষণ —ইহা উৎপন্ন মাত্রেই চিকিৎসিত না হইলে ক্রমে দূষিত হইয়া পড়ে, তখন বিশেষ যত্নপূর্ব্বক চিকি-

ৎসা করিলেও আরোগ্য হয় না। অসাধ্যাবস্থায় রোগীর উদরে শ্বেত-বর্ণ, স্নিগ্ধ ও সূক্ষ্ম ক্রিমি জন্মে এবং ক্রিমিজনিত শিরোরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ।—প্রতিশ্যায় অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রোগীর বধিরতা, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, ঘ্রাণশক্তির হীনতা, প্রবল চক্ষুরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও কাশ জন্মিয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিকে নাসারোগ চিকিৎসা।

নাসারোগ প্রধানতঃ চারি প্রকার। যথা,—ওজিনা, এপিস্‌ট্যাক্সিস্‌, পলিপাস্‌ অফ দি নোজ, ও লস্‌ অফ দি সেন্স অফ স্মেল্‌।

ওজিনা।—এই রোগে নাসারন্ধ্রের মধ্যগত মিউকস্‌ মেম্বেণে ক্ষত হয়। দুর্গন্ধময় এক প্রকার ক্লেদ স্রাব হইয়া থাকে।

কারণ।—পূব, উপদংশ, ক্ষত, নাসারন্ধ্রে কোন দ্রব্যের প্রবেশ, ক্যাটার প্রভৃতিই ইহার প্রধান কারণ।

চিকিৎসা।—এই রোগ সহজে বা শীঘ্র আরাম হয় না। নাসার উপর ফোলা, নাসারন্ধ্রের ক্ষত ও প্রদাহ এবং পীতবর্ণ নাসাস্রাব থাকিলে "অরমে" প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

এপিস্‌ট্যাক্সিস্‌।—এই পীড়ায় নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব হয়। কখন কখন রক্তস্রাব এত অল্প হয় যে, চিকিৎসা ব্যতিরেকেও আরাম হইয়া যায়। কোন কোন সময় রক্তস্রাব এত অধিক হয় ও এত দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হয় যে, চিকিৎসা না করিলে সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

কারণ।—মস্তক বা নাসিকার কোন স্থানে আঘাত, অতিরিক্ত শ্রম, সর্দি, মানসিক উদ্বেগ দিলে, রক্তাধিক্য, অ্যাপোপ্লেক্সী, স্ত্রীলোকদিগের অনিয়মিত ঋতুস্রাব, উপদংশ ইত্যাদি ইহার প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য।

চিকিৎসা।—নাসা হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তস্রাব হইলে 'হেমামি-

নিশ” দিবে। রগ ও ললাটে অত্যন্ত বেদনার সহিত এই রোগ হইলে “বেলেডোনা” দেওয়া কর্ত্তব্য

পলিপাস্ অফ দি নোজ —এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে এক প্রকার শব্দ হইতে থাকে, রোগী নিশ্বাস প্রশ্বাস জন্য মুখ খুলিয়া রাখে, গলাধঃকরণে কষ্ট, পীড়িত অংশ বর্দ্ধিত হয়, নাসারন্ধ্রের ভিতর দেখিলে পলিপস্ দেখিতে পাওয়া যায় উহা মিউকস্ মেম্ব্রেণে গঠিত, পীতবর্ণ, গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমঃ সূক্ষ্ম।

চিকিৎসা।—“ফস্ফরস্”, “থুজ”, “ওপিয়ম” প্রভৃতি উত্তম ঔষধ

লস্ অফ দি সেন্স অফ স্মেল্ —এই রোগে আঘ্রাণশক্তির হানি হয় পুরাতন ক্যাটারই ইহার প্রকৃত কারণ

চিকিৎসা —“সল্ফার”, “মার্কুরিয়াস্”, “পল্সেটীলা” ব্যবস্থা।

হাকিমীমতে নাসারোগ চিকিৎসা।

লক্ষণ —এই রোগ নানা প্রকার নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব, নাসা মধ্যে গোলাকার পদার্থের গঠন, তদ্দ্বারা শ্বাসবন্ধ প্রযুক্ত রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে কখন কখন রোগী একবারে আণশক্তি বর্জ্জিত হয়।

কারণ —ইহার কারণ নানা প্রকার নাস বা মস্তকে আঘাত লাগিলে নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব ঘটিয়া থাকে নাসামধ্যে ব্রণাদি হওয়াও ইহার অন্যতম কারণ।

চিকিৎসা —নাসা মধ্য হইতে রক্তস্রাব নিবারণ জন্য কামিনী ফুলের পাতার নস্য গ্রহণ উপকারী শীতল জলের নস্য গ্রহণে আশু রক্তস্রাব বন্ধ হয় দেশীয় কুষ্মাণ্ড ঘৃতে ভাজিয়া চিনির সহিত খাইতে দিবে। কুষ্মাণ্ডের মোরব্বা বড় উপকারী

গরম জলের পিচকারী দিয়া তাহার পর গন্ধক চূর্ণ দুই ভাগ ও মোম

এক ভাগ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লাগাইবে। এই ঔষধ নাসিকা মধ্যে ক্ষত হইলে প্রয়োগ করিতে হইবে

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

ইহাতে চক্ষের তারার পার্শ্বে ও ভিতরে বেদন হয়, জ্বালা করে, আর ক্তিম বর্ণ হয়, ভিতর কর্ কর্ করে, অত্যন্ত যাতনা হয়, সূর্য্যকিরণে দৃষ্টি-পাত করিতে হইলে রোগী কষ্ট বোধ করে, হরিৎবর্ণের দ্রব্য ব্যতীত অন্য বর্ণের দ্রব্য দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। ইহাকে অপ্থাল্মিয়া বলে

লক্ষণ —শরবেধনবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং পুরাতন হয় কেশপুষ্টক টিসুর বিনাশ এক প্রকার ক্লেদ সঞ্চিত হয়।

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে বলকারক ও পরিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে আর্শিনিক, ষ্টীল, কডলিবার অয়েল, মাংস, দুগ্ধ পথ্য, এবং বায়ু পরিবর্ত্তন বিধেয়

স্থানিক প্রয়োগ।—যাহাতে চক্ষের উপর ক্লেদ সঞ্চিত না হয়, তৎপক্ষে সাবধান হইয়া চক্ষু পরিষ্কার রাখিতে হইবে যে সকল অয়েণ্টমেণ্ট ব্যবহার করিতে হইবে, সে গুলি রীতিমত জলমিশ্রিত করিবে, যাহাতে উগ্র না হয় সে পক্ষে সাবধান হওয়া আবশ্যক। নাই-ট্রেট অফ মার্করি, রেড অক্সাইড অফ মার্করি, কিম্বা রেড অক্সাইড অফ জিঙ্ক, জলমিশ্রিত সব য়্যাসিটেট অফ লেড ইত্যাদি ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ আবশ্যক

রেড অক্সাইড অফ মর্করি অয়েণ্টমেণ্ট —

হাইড্রার্জ্জিরাই রুব্রি	...	...	৮ গ্রেণ।
আঙ্গুয়েণ্টি সিম্প্লিসাই	..	..	১ আং।

একত্র মিশ্রিত করিবে।

কখন কখন বা চক্ষে অতিশয় জল পড়ে, চক্ষু আরক্তিম হয়, বেদনা করে এরূপ স্থলে বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধের বাষ্প প্রয়োগ করিলে তাহা অবিলম্বে সারিয়া যায় রোগী কোন মতে চক্ষে সূর্য্যকিরণ না লাগায়,অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ না করে, তৎপক্ষে বিশেষ নিষেধ জানিতে হইবে।

বৈদ্যকে নেত্ররোগ চিকিৎসা।

নেত্ররোগের কারণ —রৌদ্র কিম্বা অগ্নিতাপে তাপিত হইয়া জলে অবগাহন, অনেক দূর নিরীক্ষণ, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, চক্ষুতে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, ক্রোধ ও শোকবশতঃ বমনবেগ রোধ, অতিশয় বমন,রাত্রিতে দ্রবান্ন সেবন,ক্রমে মল মূত্র ও বায়ুর বেগ ধারণ, সর্ব্বদা রোদন, মস্তকে আঘাত, অতিশয় সুরাপান, এক ঋতুর কার্য্য অন্য ঋতুতে করা, অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশ, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, চক্ষের জল রোধ, সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ, এই সমস্ত কারণে চক্ষুরোগ জন্মে

অভিষ্যন্দ।—বায়ু, পিত্ত, কফ এবং রক্তজনিত চারি প্রকার অভিষ্যন্দে অর্থাৎ নেত্রজলস্রাবে সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ অর্থাৎ অধিমন্থ বাতপর্য্যয় প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে

বাতাভিষ্যন্দের লক্ষণ —ইহাতে চক্ষুতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, চক্ষুর জড়িমা, কর্করিকা, রুক্ষতা, মস্তক বেদনা, রোমহর্ষ ও চক্ষু হইতে জলস্রাব হয়, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির কোন দোষ ঘটে না

চিকিৎসা।—হরিতকী, হরিদ্রা, পিপ্পলী, পঞ্চ লবণ, এই সমুদায়ের বর্ত্তি দ্বারা চক্ষের তিমির নষ্ট হয় ইহার নাম "হরিতক্যাদি বর্ত্তি।"

কুমারিকা বর্ত্তি।—তিলফুল ৮০ টা,পিপ্পলীর ৮ উল ৬০টা,জাতীফুল ৫০ টা, মরিচ ১৬ টা, সমস্ত একত্রে মাড়িয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

পিত্তাভিষ্যন্দের লক্ষণ।— ইহাতে চক্ষু জ্বালা, চক্ষু হইতে ধূম

নির্গত, অধিক পরিমাণে উষ্ণ জলস্রাব, চক্ষু পীতবর্ণ এবং পাকিয়া থাকে। চক্ষু জ্বালা করে বলিয়া রোগী চক্ষে শীতল দ্রব্য লাগাইতে ইচ্ছা করে।

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ দ্রব্য—ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। দুগ্ধ ৪ সের; কল্ক দ্রব্য—ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কটুকী, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, ছোট এলাইচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক ২ তোলা। ইহার নাম "ত্রিফলা ঘৃত।"

ভৃঙ্গরাজ তৈল।—তিল তৈল ৪ পল। ভৃঙ্গরাজ ৪ সের। কল্ক—যষ্টিমধু ১ পল। ইহার নস্য গ্রহণ করিবে।

কফাভিষ্যন্দের লক্ষণ।—চক্ষুতে শোথ, কণ্ডূ, নয়নের গুরুতা ও শীতলতা হয় এবং চক্ষু হইতে পিচ্ছিল জলস্রাব হয়। রোগী চক্ষুতে উষ্ণ বস্তু লাগাইতে ইচ্ছা করে।

চিকিৎসা।—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপ্পলী, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি, মনছাল, এই সমস্ত ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। চক্ষে ইহার অঞ্জন প্রদান করিবে। ইহার নাম "চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি।"

নয়নসুখাবর্ত্তি।—পিপ্পলী ১ ভাগ, হরীতকী ২ ভাগ, জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

রক্তাভিষ্যন্দের লক্ষণ।—ইহাতে চক্ষে জ্বালা প্রভৃতি পিত্তাভিষ্যন্দের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া শয়নকালে ঘৃত ও মধুর সহিত ২ মাস পরিমাণে সেব্য। ইহার নাম "মধুকাদ্য লৌহ।"

নয়নচন্দ্র লৌহ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শঠী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাঁকলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর, বৃহতী, কণ্টকারী, মিলিত ২ পল, লৌহ ১ পল, অভ্র ১ পল; একত্র মাড়িয়া ক্রমান্বয়ে ত্রিফলার ক্বাথ, তিলতৈল, ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে।

হোমিওপ্যাথিকে চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া —শৈত্যপ্রযুক্ত চক্ষে প্রদাহ জন্মে দৈহিক অবস্থা বিকৃতি, শীতল বাতাস সেবন ইহার অন্যান্য কারণ মধ্যে পরিগণিত

চিকিৎসা —ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ কিম্বা জলে চক্ষু ধৌত করিবে তাহার পর শীতল চায়ের জল উক্তরূপে ব্যবহার করিবে অনন্তর "বেলেডোনা" এবং "মার্কুরিয়াস্" দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে ছায়া-দ্বারা আলোক হইতে চক্ষু রক্ষা করিবে কিন্তু ব্যাণ্ডেজ বা অন্য কোন প্রকারে চক্ষু চাপিয়া বন্ধ করা উচিত নহে চক্ষের উপরে সবুজ নেক-ড়ার আবরণ মাত্র দেওয়া কর্ত্তব্য যদি রোগ অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে রোগীকে অন্ধকারময় গৃহে রক্ষা করা আবশ্যক

চক্ষু হইতে রক্তপাত।—এক পাইণ্ট জলে বড় এক চামচ "বেলিস টীঞ্চার' মিশ্রিত করিয়া সেই জলে চক্ষু ধৌত করিবে তাহার পর দুই ঘণ্টা অন্তর 'য়্যাকোনাইট" প্রয়োগ করিতে হইবে

ষ্টাই।—এই রোগে চক্ষে স্ফোটক জন্মে, চক্ষের তালায় সত্বর বা বিলম্বে ক্লেদ নির্গত বা সঞ্চিত হয়, দৈহিক ক্রিয়া বিশেষ বা অজীর্ণ দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—রাত্রি এবং প্রাতঃকালে ছয় মাত্রা 'হিপার' প্রয়োগ করিয়া তাহার পরে এক সপ্তাহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে 'পাল্‌সেটিলা" ব্যবহার করিবে গরম জলে চক্ষু ধৌত করিবে

চক্ষের পীড়া কোন মতে উপেক্ষনীয় নহে, ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট-পাতের সম্ভাবনা

চক্ষে কোন বাহ্য বস্তু পতিত হইলে, যথা,—বালুক, কেশাংশ, ধূলা, কুটা ইত্যাদি নাসা দ্বারা প্রবল শ্বাস গ্রহণে আরোগ্য হইতে পারে। তাহাতে সুস্থ না হইলে চক্ষের উপর পাতা নিম্নের পাতার উপর স্থাপন করিয়া একটু মর্দ্দন করিলে তাহা সারিয়া যায় কমালের কোণ ভিজা-ইয়া, কিম্বা পালক দ্বারা পতিত বস্তুকে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।

তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে ঘোড়ার কেশাগ্রে না কুঁচি দ্বারা সরাইয়া দেওয়া যায়।

কোন কলের নিকটে থাকিবার কালে যদি পাথুরিয়া কয়লার, লৌহের বা অপর কোন দ্রব্যের ক্ষুদ্রাংশ পতিত হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্মাগ্র ছুরিকার অগ্রভাগ, সূচী, অথবা লান্সেটের অগ্রভাগ দ্বারা উহা বাহির করা যায়।

তাহার পর "বেলিস্" অথবা "ক্যালেণ্ডিউলার" জলে চক্ষু ধৌত করিবে। যে পর্য্যন্ত না বেদনা সারে, সে পর্য্যন্ত এইরূপ করিবে। রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় চক্ষের উপর কোমল বস্ত্র দিয়া বাঁধিবে এবং প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর "য়্যাকোনাইট" খাইতে দিবে।

হাকিমীমতে চক্ষুরোগের চিকিৎসা।

চক্ষুর ছানিপড়া। চক্ষের উপতারার উপরে প্রস্থ চর্ম্মের উপর শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হয়। কোন কোন সময় উহা তারার এক পার্শ্বে, কখন বা তাহার চতুঃপার্শ্বে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ তারাকে সম্পূর্ণরূপে লুক্কায়িত রাখে।

কারণ।—চক্ষুতে প্রদাহ জন্মিলে অথবা কোন প্রকার আঘাত লাগিলে যদি ক্ষত হইয়া থাকে, তবে ঐ ঘা শুষ্ক হওয়ায় কিম্বা প্রদাহ বন্ধ হওয়ার পরে ঐ তারার উপর প্রস্থ চর্ম্ম পুরু হয় ও সেই চর্ম্ম শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে দৃষ্টির হ্রাসতা হয়।

চিকিৎসা।—নিম্নোক্ত উপায়ে চক্ষের চিকিৎসা করিবে। যথা,—

মেটিয়া সিন্দুর	২০ রতি
শ্বেত তুঁতিয়া	৫ রতি
চর্ব্বি	০ ছটাক

এই সকল দ্রব্যকে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ এক মটর আন্দাজ লইয়া চক্ষুর পাতার ভিতরে লাগাইবে। পরে ঐ ঔষধ যেন ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে লাগিয়া যায়, এই জন্য চক্ষের উপরে হস্ত দিয়া তাহাকে যেন মর্দ্দন করিয়া দেওয়া হয়। আর দুই মাস

অবধি ছয় মাস পর্য্যন্ত এই ঔষধ প্রত্যহ ব্যবহার করিবে।

অন্য প্রকার ছানির বিবরণ।—এই রোগ নানা প্রকার। প্রথমে চক্ষুর স্বচ্ছাংশের ভিতরে অল্প মলিন বোধ হয়, এবং তাহা বহু দিবসের হইলে চক্ষুর উক্ত অংশ শুক্লবর্ণ দেখিতে পাওয় যায়, অথবা কিছু শাদ ও তাম্রবর্ণ মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বর্ণ দেখায় এবং চক্ষু চিক্কণ বোধ হয় ইহাতে কেহ অল্প, কেহবা একবারে দেখিতে পায়না।

চিকিৎসা।—এই রোগ আরম্ভ হইবার সময় অর্থাৎ যখন দৃষ্টির তেজ অল্প হইতে থাকে, তখন নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

পাবদ চূর্ণ . .. ১।০ মাসা

এক দিবস অন্তর খাইতে দিবে এই নিয়মে তিন মাস কিম্বা ছয় মাস নিত্য খাওয়াইতে থাকিবে ইহাতে যদি দন্তমূলে বেদনা বদ্ধ হয়, তবে যতদিন বেদনা না যাবে, ততদিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া আবার খাওয়াইতে থাকিবে ইহাতে আরোগ্য না হইলে অস্ত্রবিদ্যা অনুসারে ছেদন করিবে।

রাত্তিকাণার বিবরণ।—দিবসে অল্প এবং রাত্রিকালে কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা।—এই রোগেও এক দিবস অন্তর উপরোক্ত ঔষধ সেবন করাইবে সপ্তাহকাল এই ঔষধ ব্যবহার করিলেই রাত্তিকাণা রোগ সারিয়া যাইবে

চক্ষে ঘোলাপড়া—চক্ষের কাল অংশ স্ফীত হয়, ঐ স্ফীতি কখন কখন পাতার ভিতরে থাকে, কখন বা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়া পাতার বাহিরে আসিয়া পড়ে

চিকিৎসা।—যে পর্য্যন্ত চক্ষে ঐ স্ফীতি চক্ষের সঙ্গে সমান না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রতিদিন সূচী দ্বারা ঐ ফুলার এক পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া তাহা হইতে জল নির্গত করাইবে, আর ঐ ফুলা যদি ছোট হইয়া থাকে, তবে কিছু দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ উক্ত প্রকারে জল বাহির করিলেই আরাম লাভ হইবে যদি বড় হইয়া থাকে, তবে অস্ত্র-বিদ্যানুসারে তাহা কাটিয়া দিতে হইবে।

ঝাপ্সা দেখা।—ইহাতে সহজ মনুষ্যের ন্যায় দেখিতে পাওয়া

যায়, কেবল তাহার পুত্তলী কখন কখন বড় হয়, কেন কোন সময়ে অল্প দৃষ্টি হয়, কখন ব কিছুই দেখিতে প ওয়া যায় না।

চিকিৎসা —সর্ব্বদা আলোকবর্জিত নির্জ্জন গৃহমধ্যে রোগীকে রাখিবে এবং নিম্নোক্ত ঔষধ মর্দ্দন করিবে

চক্ষু হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত যে স্থান, সেই স্থানে অর্থাৎ রগে ভেরেটিয়া প্রলেপ এক ও ১ প র্থে ৩র্দ্ধ মাসা পরিমাণে আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ মর্দ্দন করিবে

মাংসবৃদ্ধি। চক্ষুর কোণ হইতে মাংসের ন্যায় এক প্রকার চর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ভোম র উপরিভাগকে আচ্ছ দিত করে

চিকিৎসা —অতিশয় পাতলা চিমটার দ্বারা চর্ম্মকে ধরিয়া তীক্ষ্ণ সরু কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিলে আরোগ্য হয়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে কর্ণরোগ চিকিৎসা।

ওটাইটিস্।—শ্রবণেন্দ্রিয়ের নানা অংশ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে

বাহ্য মিটাসের প্রদাহ। দূষিত রক্ত, শ্রবণক্রিয়ার ধাতুযুক্ত অবস্থা, মস্তকের পার্শ্বিক বেদনা, পুঁয কিম্বা অন্য কোন প্রকার দূষিত ক্লেদ সঞ্চয় দ্বারা ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে

লক্ষণ —চিবুকাস্থিতে দারুণ বেদনা, শ্রবণপথ রোধ, বধিরতা, আক্রান্ত দিগের মাংসের স্ফীতি, দুই এক দিন পরে তরল এবং প্রচুর ক্লেদ নির্গম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন কর্ণাভ্যন্তরে স্ফোটক জন্মে, তাহাতে তীক্ষ্ণ বেদনা, শ্রবণক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক দুগ্ধ ও অন্য অন্য পুষ্টিকর খাদ্য, কুইনাইন, আয়রণ, ক্লোরেট অফ পটাস, কড্-লিভার অয়েল, সামুদ্রিক বায়ুসেবন ব্যবস্থা স্থানিক প্রয়োগ জন্য

ফোমেন্টেশন্, পুল্‌টিশ্, পিচকারী দ্বারা ক্লেদ পরিষ্কার করণ, গ্লিসরিণ কিম্বা অলিভ অয়েলের ইন্‌জেক্‌শন্ ইত্যাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য

অটোরিয়া —নানা প্রকার কর্ণরোগের লক্ষণ যথ, —ক্যাটার-জনিত প্রদাহ, মেম্ব্রেণের উপরি বেদনা ইত্যাদি কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতিরেকে শিশুদিগের দন্তোদ্গমের সময় এই পীড়া উপস্থিত হয়।

লক্ষণ —দুর্গন্ধযুক্ত পুঁয নির্গত হয়, অল্প দিন পরে উহা হ্রাস হয়, তাহার পর প্রায়ই পীড়া পুরাতন হইয়া কষ্ট দিতে থাকে দীর্ঘকাল পরে ঐ ক্ষত কর্ণাভ্যন্তরের যন্ত্র বিকৃত ও ক্ষয় করিয়া অস্থিকে আক্রমণ করে পরিশেষে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া আক্রমণ করে তখন অত্যন্ত যাতনা, জ্বর, কন্‌ভল্‌শন্, কোমা, প্রভৃতি দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা —গরম সাবানজলে পিচকারী দ্বারা কর্ণাভ্যন্তর ধৌত করিবে সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে দুগ্ধ, পুষ্টিকর খাদ্য, মাংস ইত্যাদি পথ্য দিবে। ঔষধের মধ্যে কুইনাইন, ষ্টীল এবং পেপ্সিন; ফস্‌ফেট অফ আয়রণ, আইওডাইড অফ আয়রণ, আইওডাইড অফ পটাসিয়ম এবং গোয়াকম, কিম্বা সারসা প্যারিলা, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা

আইওডাইড অফ আয়রণ মিক্‌শ্চার, যথ ;—

পটাশি আইওডাইডি	...	.	১২ গ্রেণ।
ফেরিয়েট কুইনি সাইট্রাটিস্		...	৩০ গ্রেণ
টীং য়্যাকোনাইটি	...	...	২৫ বিন্দু।
ইনঃ চিরাতা	...	...	৫½ আং

ছয় মাত্রা। দিবসে তিন বার খাইতে দিবে

আইওডাইড অফ পটাশিয়ম্ মিক্‌শ্চার যথা ;—

পটাসি আইওডাইডি	...	...	৪০ গ্রেণ
টীং রেয়াই	..	..	½ আং।
একষ্ট্রাক্ট সারসা লিকুইড	...	...	১½ আং।

এক গ্লাস জলে ছোট এক চামচ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিন বার খাইতে দিবে।

বাহ্য প্রয়োগের মধ্যে গ্লিসরিণ, অলিভ অয়েল এবং ব্যালাম ও জিঙ্ক প্রভৃতির ইঞ্জেক্‌সন্ প্রয়োগ করা যায়

বৈদ্যকে কর্ণরোগ চিকিৎসা।

বাতজ কর্ণরোগের লক্ষণ। ইহাতে বায়ুকর্ত্তৃক কর্ণমা শুষ্ক, শ্রবণশক্তির লোপ, কর্ণে বেদনা ও শব্দ হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—মহৎ পঞ্চমূলের আট অঙ্গুলিপরিমিত কাষ্ঠখণ্ড সকল ছেদন করিয়া খণ্ডপট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ও তৈলে সিক্ত করিয়া জ্বালিত করিলে, ইহা হইতে যে সমস্ত তৈলবিন্দু পতিত হইবে, সেই সমস্ত সুখোষ্ণ অবস্থায় কর্ণে পূরণ করিবে এইরূপ দেবদারু, কুড় ও সরলকাষ্ঠে দীপিকা তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে দিবে ইহার নাম "দীপিকা তৈল"

ইন্দুবটী।—শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ; এই সমুদায় একত্র করিয়া কাকমাচী, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। আমলকীর রস বা উহার কাথের সহিত প্রতিদিন প্রাতে এক একটী সেব্য।

পিত্তজ কর্ণরোগের লক্ষণ।—ইহাতে কর্ণ জ্বালা এবং রক্ত-বর্ণ শোথ হয়, ইহা বিদীর্ণ হইলে পীতবর্ণ দুর্গন্ধ পূযস্রাব হয়

চিকিৎসা।—তিল তৈল ১ সের, ধুতুরা পাতার রস ৪ সের কল্ক দ্রব্য হরিদ্রা ৮ তোলা। ইহার নাম "নিশা তৈল।"

বিল্ব তৈল।—তিল তৈল ৪ সের, ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। কল্ক—গোমূত্র পিষ্ট বেল শুঁঠ ১ সের এই তৈল কর্ণে পূরণ করিবে।

কফজ কর্ণরোগের লক্ষণ।—ইহাতে কর্ণে কণ্ডু এবং অল্প বেদনাযুক্ত স্থির শোথ হয়, ইহা বিদীর্ণ হইলে স্নিগ্ধ ও শ্বেতবর্ণ পূযস্রাব হয়

চিকিৎসা —কটু তৈলে শম্বুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল কর্ণে পূরণ করিবে ইহার নাম "শম্বুক তৈল।"

দশমূলী তৈল।—তিল তৈল ৪ সের কাথ দ্রব্য—দশমূল মিলিত ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্ক দ্রব্য—দশমূল ১ সের

ত্রিদোষজ কর্ণরোগের লক্ষণ।—ইহাতে বায়ু, পিত্ত ও কফজ কর্ণরোগের সমস্ত লক্ষণ জন্মে এবং কর্ণ হইতে অধিক পরিমাণে পূঁযস্রাব হয়।

চিকিৎসা। তিল তৈল ১ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থে রসুন, অমলা, হরিতাল মিলিত ২ পল ইহার নাম "লশুনাদ্য তৈল"

সারিবাদি বটী অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল মূল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ সর্ব্ব সমান অভ্র, অভ্রের সমান লৌহ এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া কেশুরিয়ার রস, অর্জ্জুনছালের কাথ, যবের কাথ, কাকমাচীর রস এবং কুঁচ মূলের কাথে ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটি করিবে অনুপান ধারোষ্ণ দুগ্ধ, শতমূলীর রস বা চন্দনজল। প্রতিদিন একটি করিয়া সেবন করিবে।

পরিপোটকের লক্ষণ —কর্ণের সৌন্দর্য্য সম্পাদনের জন্য কর্ণপ্রান্ত বৃদ্ধি করিতে হইলে, অল্পে অল্পে বৃদ্ধি না করিয়া সহসা বৃদ্ধি করিলে উহাতে অল্প বিদারণযুক্ত কৃষ্ণারুণ মিশ্রবর্ণ ও স্তব্ধ শোথ হয়

উৎপাতের লক্ষণ।—কর্ণে ভারী আভরণ পরিধানে অথবা তাড়ন কি ঘর্ষণে রক্ত এবং পিত্ত কুপিত হইয়া কর্ণপালিতে জ্বালা, পাকতা ও বেদনাযুক্ত শ্যামবর্ণ শোথ জন্মায়

উন্মন্থকের লক্ষণ।—কর্ণপ্রান্ত বলপূর্ব্বক বৃদ্ধি করিলে বায়ু কুপিত হইয়া কফের সহিত মিলিয়া কর্ণপ্রান্তে স্তব্ধ, বেদনাবর্জ্জিত এবং কণ্ডূযুক্ত শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে উন্মন্থক বলে ইহা ভিন্ন ত্রিদোষেও ইহা জন্মে সংবর্দ্ধমান কর্ণপ্রান্ত অবিধিপূর্ব্বক বিদ্ধ হইলে কর্ণে ত্রিদোষ কর্তৃক জ্বালা ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং ইহা পাকিয়া থাকে

পরিলেহীর লক্ষণ।—কফ, রক্ত, ক্রিমি কুপিত হইয়া কর্ণপ্রান্তে

গমনশীল কণ্ডু, জা। বেদনাযুক্ত পীড়কা উৎপাদন করে। এই পীড়কা কর্ণের পাত্র ও স্রোত লেহন অর্থাৎ মাংসশূন্য করে বলিয়া ইহাকে পরিলেহী কহে

কর্ণশূলের লক্ষণ। দূষিত বায়ু স্বীয় স্বীয় কারণে কুপিত কফ, পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক বেদনা জন্মায়

কর্ণনাদের লক্ষণ —বায়ু কর্ণস্রোতে অবস্থিতি করিলে রোগী অনবরত ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে

বধিরতার লক্ষণ।—বায়ু অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত বায়ু শব্দবহ স্রোত সকল আবৃত করিলে শ্রবণশক্তির লোপ হয়, তজ্জন্য বধিরতা বলে

কর্ণক্ষ্বেড়ের লক্ষণ —বায়ু, পিত্ত ও কফের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকুহরে বেণুর অর্থাৎ বাঁশির ন্যায় শব্দ করে

কর্ণস্রাবের লক্ষণ —মস্তকে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে অথবা অবগাহন প্রভৃতি কারণে কর্ণে জল প্রবেশ করিলে, কিম্বা কাণ পাকিলে বা বিদ্রধি রোগে বায়ুকর্তৃক কর্ণ হইতে পূঁয নির্গত হইলে, কর্ণস্রাব কহিয়া থাকে

কর্ণগূথকের লক্ষণ। বায়ু ও কফ মিলিত হইয়া কর্ণে প্রথমতঃ কণ্ডু অর্থাৎ চুলকনা জন্মায় পিত্ত দ্বারা সেই শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে কর্ণে গূথক অর্থাৎ খলি উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম কর্ণগূথক

কর্ণপ্রতিনাহের লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত কর্ণগূথক তরল হইয়া মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হইলে তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে ইহাতে রোগীর অর্দ্ধাবভেদক শিররোগ উপস্থিত হইয়া থাকে

ক্রিমিকর্ণের লক্ষণ মাংস শোণিতকোষে কীট জন্মিলে অথবা মক্ষিকাদি কর্ণবিবরে অণ্ড প্রসব করিলে কীট নির্গত হয় বলিয়া ইহার নাম ক্রিমিকর্ণক

কর্ণপ্রবিষ্ট পতঙ্গকীটাদির লক্ষণ —পতঙ্গ ও শতপদী অর্থাৎ কেন্নো প্রভৃতি কীট সকল কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে অরতি অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য, ব্যাকুলতা ও কর্ণে অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ণপ্রবিষ্ট

কীট সকল চলিয়া বেড়াইলে কর্ণে অত্যন্ত বেদন ও ফর্ ফর্ শব্দ হয় এবং কীট সকল স্থির থাকিলে শব্দ হয় না ও অল্প বেদন হইয়া থাকে।

কর্ণবিদ্রধির লক্ষণ।—দোষে অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফে অথবা অভিঘাত ও ক্ষতাদি কারণে কর্ণে বিদ্রধি জন্মিলে রোগী অন্ধকার দর্শন করে, কর্ণে বেদনা, জ্বাল, কর্ণ উষ্ণ, কর্ণ হইতে রক্তস্রাব কিম্বা পীতবর্ণ পুঁযস্রাব হইয়া থাকে

কর্ণপাকের লক্ষণ।—পিত্তাধিক্য বশতঃ কর্ণস্রোত আর্দ্র হইলে অথবা কর্ণে জল প্রবেশ করিলে, কিম্বা কর্ণবিদ্রধি পাকিলে যে, কর্ণবিবর পাকে, তাহাকে কর্ণপাক বলে

পূতিকর্ণের লক্ষণ—ইহাতে কর্ণ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁয নির্গত হয় এবং কখন কর্ণে বেদনা থাকে, কখন বা থাকে না।

কর্ণশোথাদির লক্ষণ—কর্ণে যে শোথ, অর্ব্বুদ ও অর্শ জন্মিয়া থাকে, তাহাতে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত অর্ব্বুদ ও অর্শের লক্ষণ সংযুক্ত উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—কর্ণরোগের উপরি লিখিত লক্ষণ সমুদয় পূর্ব্বোক্ত বাতাদির অবস্থাভেদ মাত্র, সুতরাং পৃথক চিকিৎসা লিখিত হইল না।

হোমিওপ্যাথিকে কর্ণরোগ চিকিৎসা।

কর্ণে ময়লা জমাট হইয়া থাকা। ইহাতে বোধ হয় যেন কর্ণের মধ্যে কোন জিনিষ আবদ্ধ হইয়া আছে, কিম্বা এমন হয় যে, রোগী কিছুই শুনিতে পায় না।

চিকিৎসা।—ঈষদুষ্ণ জলে পিচ্‌কারী দিয়া অল্প পরিমাণে গ্লিসারিণ অথবা য়্যালমণ্ড অয়েল কর্ণের ভিতর দিবে

কর্ণে বেদনা অথবা প্রদাহ।—শীতল বাতাস বা অন্য কোন প্রকারে শৈত্য লাগিলে কাণের ভিতর কট্‌কট্‌ দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে এই যন্ত্রণা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া রোগীর পক্ষে অসহ্য হয়

চিকিৎসা।—শৈত্যপ্রযুক্ত এই ব্যাধি জন্মিলে প্রতি ঘণ্টায় "য়্যাকোনাইট" প্রয়োগ করিবে।

বধিরতা।—কর্ণে ময়লা জন্মিয়া যদি বধিরতা হয়, তবে কয়েক বিন্দু গ্লিসিরিণ অথবা য়্যালমণ্ড অয়েল দিয়া তুলা বসাইয়া দিবে।

টন্‌সিল্‌ অথবা গলার বেদনা জন্য হইলে রাত্রে "বেলেডোনা" এবং প্রাতে "মার্কুরিয়াস্‌" দিবে, আর ছোট এক চামচ জলে ৩০ বিন্দু "হেমামিলিস্‌" দিয়া সেই জলে কুল্লি করিয়া কণ্ঠের ভিতর ধৌত করিবে।

মিলমিলা অথবা স্কার্লেটিনা রোগে অথবা কর্ণের প্রদাহ জন্য বধিরতা জন্মিলে কোন ঔষধে ইহার উপকার দর্শে না।

শ্রবণশক্তিসাধক স্নায়ুর পক্ষাঘাত হেতু এই রোগ জন্মিলে, পর্য্যায়ক্রমে "বেলেডোনা" এবং "নক্সভমিকা" প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

কর্ণে পূঁয পড়া।—কর্ণের মধ্যে স্ফোটক জন্মে, অথবা শৈত্য হইতে এই পীড়া জন্মিলে রাত্রে এবং প্রাতে "হিপার সল্‌ফার" এবং তাহার পরে "মার্কুরিয়াস্‌" দিবে।

স্কার্লেটিনা, বসন্ত অথবা মিলমিলার পর এই রোগ হইলে কর্ণাভ্যন্তর হইতে পূঁয ও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে রাত্রি এবং প্রাতে "আর্শেনিক" ব্যবস্থা করিবে। তাহার পর "ক্যাল্‌কেরিয়া" এবং কডলিবার অয়েল প্রতিদিন একবার করিয়া ব্যবহার করিবে।

দিবসে দুইবার ঈষদুষ্ণ জলের পিচ্‌কারী দ্বারা ধৌত করিয়া দিবে।

হাকিমীমতে কর্ণরোগ চিকিৎসা।

লক্ষণ।—কর্ণে বেদনা, দুঃসহ যাতনা, কখন কখন কর্ণ স্ফীতি, তাহাতে পূঁয নিস্রাব, দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সত্বর আরোগ্যলাভ না হইলে ক্রমশ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়, এবং নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারে।

চিকিৎসা। প্রথমে গরমজলে সাবান গুলিয়া উত্তমরূপে পিচ্‌কারি

দিয়া ধৌত করিবে প্রতিদিন প্রাতে এইরূপে ধৌত করিবার পর দোবারা মদ ৩ ৪ বিন্দু করিয়া কর্ণের মধ্যে দিতে হইবে

তিসি জলে বাটিয়া তাহার পুল্টিশ্ কর্ণের উপর গরম গরম দেওয়া কর্ত্তব্য এইরূপ ক্রিয়া ১০ ১২ দিবস করিলে নিশ্চয়ই রোগ মুক্তি হইবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে শিরঃপীড়া চিকিৎসা।

নূতন এবং পুরাতন উভয়বিধ শিরঃপীড়াই দুই প্রকারে বিভক্ত যথাঃ—এক্সটার্ণাল্ বা বাহ্য এবং ইণ্টারনাল্ বা আভ্যন্তরিক। আবার বাহ্য শিরঃপীড়া ত্রিবিধ, যথা,—পেশীসম্বন্ধীয়, পেরিয়ষ্টিয়মসম্বন্ধীয় এবং স্নায়ুসম্বন্ধীয়।

১। পেশীসম্বন্ধীয় শিরঃপীড়া।—ইহাতে অক্সিপিটো ফ্রণ্টল্ এবং টেম্পোরাল পেশীতে বেদনা হয়। ঐ বেদনা প্রায় সমুদয় মস্তকে প্রসারিত হইয়া থাকে এবং ভ্রূ বা হনুদেশ চালনা করিলে বা অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে বৃদ্ধি হয় মধ্যে মধ্যে বিরাম পাওয়া যায় এই রোগে মুখমণ্ডলে, গ্রীবায় এবং স্কন্ধে বেদনা থাকে শীতলতাই ইহার প্রধান কারণ; তাহার প্রতিকার হেতু গ্রীবার পশ্চাতে বেলেস্তারা ব্যবহার কর্ত্তব্য।

২। পেরিয়ষ্টিয়ম-সম্বন্ধীয় শিরঃপীড়া।—মস্তকের পেরিয়ষ্টিয়মে বেদনা হয়, এই বেদনা একস্থানব্যাপী, চাপিলে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু পেশীসঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় না, কখন কখন সেই স্থান স্ফীত হয় কখন মুখে, নাসিকায় এবং দেহের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হইতে পারে উপদংশ রোগের সহিতই প্রায় এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—আইওডাইড অফ পটাসিয়ম প্রভৃতি উপদংশ রোগের ঔষধ ব্যবহারেই ইহা প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। স্নায়বিক শিরঃপীড়া।—ইহাকে সাময়িক শিরঃপীড়া বলা যায় ইহাতেই অক্ষিকোটরে ও নাসিকাস্থ স্নায়ুতে বেদনা হয়,

ঐ বেদনা সূচি বেধনবৎ মস্তকের বা মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে হইলে ইহাকে অর্দ্ধ কপালীর বেদনা বলে পালাজ্বরের ন্যায় ইহা দুই তিন দিবস বা ১০ ১৫ দিবস অন্তর, কখন বা ২ ৪ মাস, বৎসরেক কাল অন্তর হইতে দেখা যায় পেশীর সঞ্চালনে বা পীড়নে ইহার বৃদ্ধি হয় না। শৈত্য, আর্দ্রতা, ম্যালেরিয়াই ইহার কারণ।

চিকিৎসা —কুইনাইন এবং লাইকর আর্শেনিক ইহার প্রকৃত ঔষধ কিন্তু ইহাদের সহিত অন্যান্য বলকারক ঔষধ দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে,বলকারক ঔষধের সহিত পুষ্টিকর পথ্যও দেওয়া কর্ত্তব্য স্থলবিশেষে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

টার্টর এমেটিক	..	...	⅛ গ্রেণ
টীং ওপিয়াই	..	.	. ৪০ বিন্দু।

আভ্যন্তরিক শিরঃপীড়া। ইহা ত্রিবিধ, যথা,—রক্তাধিক্য-বশতঃ, অজীর্ণতাবশতঃ এবং যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনবশতঃ শিরঃপীড়া

রক্তাধিক্য বশতঃ শিরঃপীড়া।—ক্ষীণদেহ, কম্পস্বভাব, দুর্ব্বলদেহ অথবা শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু হইলে এইরূপ শিরঃপীড়া জন্মে। রক্তাধিক্য ব্যক্তিদিগের এই রোগে মুখমণ্ডল স্ফীত, চক্ষু জলপূর্ণ ও রক্তবর্ণ, শিরা সকল প্রশস্ত ও নাড়ী পূর্ণ হইয়া থাকে ক্ষীণ ও কম্প-স্বভাব ব্যক্তিদিগের এই পীড়ায় দৃষ্টিপথে আলোক বা উজ্জ্বল চিহ্ন, কর্ণে শব্দ, হস্তপদাদি শীতল, নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও বেগবতী, এবং স্বল্পরক্ত ব্যক্তিদিগের ত্বক্, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও দন্তমাড়ী মলিন, হস্তপদাদি শীতল, হৃদ্বে-পন, এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—কম্পস্বভাব ব্যক্তিদিগের মানসিক সুস্থিরতা,উপযুক্ত-রূপে পাকাশয়,আন্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন, এবং মধ্যে মধ্যে অবসাদক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; রাত্রিকালে নিম্নোক্ত ঔষধটী খাইতে দিবে

পিলুঃ রিয়াই কম্		...	২ গ্রেণ
এক্স্ট্রাক্ট কোনিয়াই	..	..	২ গ্রেণ

একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে রাত্রিকালে এই ঔষধ সেবনের পর প্রাতে নীচের লিখিত ঔষধ দিবে

সোডিঃ এট্‌ঃ পটাশ টার্ট	..	..	২ আং
সোডিঃ বাই কার্ব	...	..	১০ গ্রেণ
টীং জিঞ্জার	..	..	২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	...	...	১০ ড্রাম।

বমনকারক বা অজীর্ণজন্য শিরঃপীড়া।—পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্রিয়া বিকৃত জন্য এই পীড়া জন্মে বামদিকের কপালের অস্থি, দক্ষিণ চক্ষু, অথবা সম্মুখের কপালে বেদনা বোধ হয় এই বেদনা প্রায়ই প্রাতে গাত্রোত্থান করিবার পর আরম্ভ হয় উহার সহিত বমনোদ্বেগ, বমন ও উদরাধ্মান হইয়া থাকে, এবং বেদনা সমস্ত মস্তক-ব্যাপী হয় কোন কোন স্থলে মানসিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, ক্ষীণদৃষ্টি এবং কর্ণে বাদ্যবৎ ধ্বনি অনুভূত হইতে পারে। বমনের পর বেদনা, নিবারণ হয়

চিকিৎসা।—মৃদু বিরেচক ঔষধ, যথা:—ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতি প্রয়োগে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয় কলম্বা, সোডা, রুবার্ব প্রভৃতি পাচক ঔষধ সেবন করাইবে আহারের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত বটি খাইতে দিবে।

কুইনি সল্‌ফ	..	..	১ গ্রেণ।
পল্‌ভ্ ইপিক্যাক্	..	..	১ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট জেন্‌সন্	. ...	...	২ গ্রেণ।

একটী বটী হইবে। ইহা দ্বারা অজীর্ণ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া শিরঃপীড়া নষ্ট করিয়া থাকে

সোডা	..	...	..	১০ গ্রেণ।
হাইডার্জ কমঃ ক্রিটা		...	...	৫ গ্রেণ।

এক এক মাত্রায় সেবন করাইবে

কেহ কেহ বলেন, বেদনা ধরিবার পূর্ব্বে ৫ গ্রেণ কার্বনেট য়্যামোনিয়া প্রয়োগে একবারেই উহার উপশম হয়।

যান্ত্রিক শিরঃপীড়া।—এই বেদনা সমস্ত মস্তিষ্কের বা উহার ভিতরের কোন স্থানে অনুভূত হয়, এবং সময়ান্তরে সে স্থান হইতে মস্তকের অন্য স্থানে অন্তরিত হইতে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে এই

বেদনার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কখন একেবারে নিবৃত্তি পায় না ক্রমে পক্ষাঘাত, আক্ষেপ বা স্থানিক পেশীর আকুঞ্চন দ্বারা মস্তিষ্কের নির্ম্মাণের পরিবর্ত্তন অবগত হওয়া যায় এই শিরঃপীড়া মস্তিষ্ক রোগের লক্ষণবিশেষ বলিতে পারা যায়, তজ্জন্য প্রকৃত রোগের চিকিৎসাই ইহার প্রধান চিকিৎসা বলিয়া জানিতে হইবে

ভার্টিগো বা মস্তক ঘূর্ণন প্রকৃত ঘূর্ণন ব্যতীত নিজের বা চতুষ্পার্শস্থ পদার্থের গমন বা ঘূর্ণনের বোধ হয়।

লক্ষণ।—এই রোগ দুই প্রকার রোগী মনে করে তাহার মস্তক ঘুরিতেছে, অন্য প্রকার মনে করে বাহ্য পদার্থ সকল অসংস্থিত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে শয়ন, এমন কি নিদ্রিতাবস্থাতেও এইরূপ মনে হয় উভয়বিধ পীড়াতেই ইন্দ্রিয়বিশেষের বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যায় কোন পদার্থের অর্দ্ধেকের অধিক দৃষ্ট হয় না, অর্দ্ধেক বৃহৎ, অর্দ্ধেক ক্ষুদ্র দেখিতে পায়, স্বাভাবিক অপেক্ষা সমস্ত বস্তুকে বড় দেখায়, নীচু স্বর উচ্চ এবং উচ্চ স্বর নীচু বোধ হয়, এবং কখন কখন রোগী একবারে বধির হইয়া থাকে।

এই পীড়া পুরাতন হইলে এপিগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশে বেদনা, সমস্ত মস্তক ভার বোধ, আহার করিলে উপশম হয় আহারের পূর্ব্বে ও পরে বমনোদ্বেগ এবং দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যতিক্রম ঘটে। অধিক কাল মদ্য পান জন্য এই পীড় হইলে কিছুতেই প্রতিকার হয় ন

বৃদ্ধাবস্থায় মস্তক ঘূর্ণন প্রায়ই রক্তের অল্পতা বশতঃ হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সুস্থ হয় না

এসেন্‌সিয়াল্ ভার্টিগো।—এই পীড়া যৌবনাবস্থাতেই প্রায় দেখিতে পাওয় যায় ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, শিরঃপীড়ার অন্যান্য লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু রোগীর হৃৎপিণ্ড প্রায়ই দুর্ব্বল এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও মৃদু হয় অত্যন্ত সুস্থির এবং সর্ব্বতোভাবে উদ্বেগশূন্য না হইলে কেবল ঔষধ সেবনে ইহার প্রতিকার হয় না

অতিরিক্ত শ্রমজন্য ভার্টিগো।—যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায়

এই রোগে হইতে দেখা যায় মস্তকঘূর্ণন সচরাচর অল্পক্ষণ স্থায়ী হয় ইহার সহিত ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, বমনোদ্বেগ, কোষ্ঠবদ্ধ ও স্ত্রীলোকের রজোরোধ, বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস, মানসিক শ্রমবিমুখতা, মস্তকে ভারবোধ ও শিরঃপীড়াও হইয়া থাকে পীড়া কঠিন হইলে স্বভাবের রুক্ষতা, অস্থিরতা ও পীড়া আরোগ্য হইবে না বলিয়া ভাবনা হয় এবং ক্রমে নিদ্রার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে

চিকিৎসা।—এককালে উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার না করিয়া অল্প পরিমাণে আহার উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবে শীতল জলে স্নান, অল্প রাত্রে নিদ্রা, প্রাতে গাত্রোত্থান, অপেক্ষাকৃত কঠিন শয্যায় শয়ন, পরিষ্কৃত বায়ু সেবন ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিবে। সাধারণতঃ আহারের পরেই ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য

কার্বনেট অফ পটাস	..	..	১০ গ্রেণ।
বিস্‌মথ্	.	...	১০ গ্রেণ

এক মাত্রা আহারের পর সেবনীয়।

টীং নক্সভমিকা	...	...	৫ বিন্দু
জল	.	...	১ আং

এক মাত্রায় আহারের পর সেবন করাইবে

লাইকর ষ্ট্রীকনিয়া	.	..	৫ বিন্দু
জল	...	..	১ আং

এক মাত্রায় দিবসে ও রাত্রে আহারের পর সেবন করাইবে

বৃদ্ধাবস্থার পীড়ায় নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

বাই ক্লোরাইড অফ মার্কিউরী	..	...	ঃ গ্রেণ
টীং ফেরি মিউরিয়েটিস্	. .	...	১৫ বিন্দু।
টীং ক্যান্থারাইডিস্	..	...	১৫ বিন্দু।
জল	..	...	১ আং।

এক মাত্রা উপরোক্ত প্রকারে সেবন করাইবে

পরিপুষ্ট ব্যক্তিদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য এই পীড়া হইলে ব্রোমাইড অফ য়্যামোনিয়ম ব্যবস্থা করিবে অপরিপুষ্ট ব্যক্তিদের

পক্ষে অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি, ক্রমে বার্ক, কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগে দেহের পুষ্টি করিতে পারিলেই উপকার হইবে

এপেন্‌সিয়েল্ ভার্টিগোতে অধিক দিবস পর্য্যন্ত নাইট্রেট অফ্ আয়রণ এবং ষ্ট্রিক্‌নিয়া ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে হৃৎপিণ্ডের অসুখ থাকিলে অল্প মাত্রায় বেলেডোনা এবং ডিজিট্যালিস্ ব্যবহারে ফললাভ করা যায়

মিনিন্‌জাইটিস্ বা মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ — সকল বয়সেই এই ব্যাধি হইতে পারে শৈশবে দন্তোদ্গমকালে, যৌবন ও প্রৌঢ়ে কোন প্রকার প্রবল জ্বর,যান্ত্রিক আঘাত, এবং বার্দ্ধক্যে নূতন ও পুরাতন পীড়ায় এই রোগ দেখা যায় সাধারণতঃ অতিরিক্ত মদ্য পান, মানসিক চিন্তা, বার্দ্ধক্যে সুরা কর্তৃক উন্মত্ততা, বাতরোগ ইহার সাধারণ কারণ।

লক্ষণ —এই রোগের দুই অবস্থায় বহুবিধ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, বিস্তৃতিভয়ে সে সকল উল্লিখিত হইল না, ফলতঃ সাধারণ লক্ষণ যাহা লিখিত হইল, রোগজ্ঞানের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য, মস্তকবেদনা, আলোকদর্শনে ও শব্দশ্রবণে অনিচ্ছা, নিদ্রাহীনতা, প্রলাপ, মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও রক্তবর্ণ, নাড়ী বেগবতী, হস্তপদাদির কম্পন ও আক্ষেপ, ক্রমে নিদ্রেচ্ছা, অচৈতন্য, হস্তপদাদির সম্পূর্ণ শিথিলাবস্থা এবং প্রবল জ্বর ইত্যাদি

চিকিৎসা।—কোন পীড়ার উপসর্গরূপে এই পীড়া হইলে সেই পীড়ার চিকিৎসা ব্যতীত কোন বিশেষ ঔষধ দ্বারা ইহার প্রতিকার লাভ করা যায় না যান্ত্রিক আঘাত কর্ত্তৃক য্যারাক্‌নাইটিস্ হইলে মস্তকে শৈত্য ক্রিয়া করিবে ও বিরেচক ঔষধ দিবে শৈত্যক্রিয়ার জন্য শীতল বা বরফমিশ্রিত জল ব্যবহার করিবে সবলশরীর ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্কের উত্তেজন এবং রক্তসঞ্চালনের আধিক্য হইলে ক্যালোমেল সেবন, রক্তমোক্ষণ, জলৌকা ব্যবহার অনেকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন

প্রথমাবস্থায় কলসিন্থের বটী নিম্নোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে

কলসিন্থ	...	...	১ আং
বার্বেডো য়্যালোজ চূর্ণ	..	..	২ আং।
স্ক্যামনি চূর্ণ	..	..	২ আং।
পটাস সলফ চূর্ণ	...	...	½ আং।
লবঙ্গ তৈল	...	..	২ ড্রাম।
পরিশ্রুত জল	..	..	প্রয়োজন মত।

৫ গ্রেণ মাত্রায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। অবস্থাবিশেষে ১ হইতে ২ টী বটী প্রয়োগ করা যায়

পরে সোনামুখী বা লবণাক্ত বিরেচকদ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে দুগ্ধ, বিস্কুটী, সাগুদনা, য়্যারোরুট, ডিম্ব প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। রোগীকে অতি সুস্থিরভাবে অন্ধকারময় গৃহে রাখিবে।

প্রবল লক্ষণাদির উপশম হইতে আরম্ভ হইলে যদি অচৈতন্য বা কোমার ভাব থাকে, তবে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে বেলেস্তারা প্রয়োগ করিবে। রোগের উপশমকালে যদি স্নায়বিক উত্তেজন থাকে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

টীং হায়োসায়েমস্	..	...	½ ড্রাম।
মর্ফিয়া	..	..	¼ গ্রেণ।
জল	...	..	১ আং।

এক মাত্রা আবশ্যকমত ব্যবহার করিবে

প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করিবে এবং অনউত্তেজক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দিবে।

কঞ্জেশচন্ অফ দি ব্রেণ বা মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়।—বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি হ্রাস, মস্তক ভারবোধ ও শিরঃপীড়া, নিদ্রার অল্পতা, ভয়ঙ্কর স্বপ্নদর্শন, হস্তপদাদিতে সূচীবেধনবৎ বেদনা, শ্বাসকষ্ট, গাত্রিশয় দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমনোদ্বেগ ও মস্তক ঘূর্ণন

চিকিৎসা।—মস্তকে বরফমিশ্রিত শীতল জল প্রয়োগ, ব্রাণ্ডি,

চিকিৎসা।—বিরেচক ঔষধ, পারদ, বেলেস্তা ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে ২ ড্রাম পরিমাণে পারদের নিম্নোক্ত মলম মাখাইয়া ফ্লানেল দ্বারা মস্তক আবৃত রাখিবার ব্যবস্থা করা যায়।

মার্করি	...	...	১ আং।
* সিম্পল অয়েণ্টমেণ্ট	...	..	২ আং।

যদি একমাস বা দেড় মাস মধ্যে উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভে সমর্থ না হয়, তবে য্যাসিটেট্ অফ পটাস, স্কুইল, জুনিপার প্রভৃতি মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগের উপশম হইতে আরম্ভ করিলে অল্প মাত্রায় কুইনাইন বড় উপকারী

ডাক্তার ট্যানার মৃদু বিরেচক ঔষধ, কডলিভার অয়েল, আইওডাইড অফ পটাসিয়ম, এবং সহজে পরিপাক হয় এমন পথ্য দিয়া চিকিৎসা করেন। তাঁহার মতে অ ইওডাইড অফ পটাসিয়ম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি এক বৎসরের শিশুকে ১ গ্রেণ পরিমাণে দিবসে ২ ৩ বার সেবন করাইবার উপদেশ দেন

কেহ ব্যাণ্ডেজ বা ষ্টিকিন পলস্তারা দ্বারা মস্তিষ্ক বাঁধিয়া রাখিবার আদেশ দেন ফলতঃ প্রদাহের লক্ষণাদি বিদ্যমান না থাকিলে ইহাতে উপকার দর্শিতে পারে

স্থানপরিবর্ত্তন এবং সমুদ্রবায়ু সেবন এই রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক।

---

* শূকরের চর্ব্বি অর্দ্ধ আউন্স, পীত মোম অর্দ্ধ আং, ধুনা চূর্ণ ৬০ গ্রেণ, একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া সিম্পল অয়েণ্টমেণ্ট প্রস্তুত করিতে হয়

বৈদ্যকে শিরোরোগ চিকিৎসা।

শীরোরোগের প্রকারভেদ।—কারণ ও লক্ষণভেদে শীররোগ একাদশ প্রকার, যথাঃ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ-নিত, ক্ষয়জনিত, ক্রিমিজনিত, সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক, শঙ্খক।

বাতজ শিরোরোগের লক্ষণ।—ইহাতে বিনা কারণে অর্থাৎ অদৃশ্য কারণে মস্তকে বেদনা হয় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বস্ত্রাদিদ্বারা শিরোবন্ধনে এবং মস্তকে স্নিগ্ধ বস্তুর স্বেদ প্রদানে বেদনার শান্তি হয়

চিকিৎসা।—তিল তৈল ১ সের, কাঁজি ১ সের, ভীমরাজের রস ১ সের। কল্কদ্রব্য— কুঁচ ফল ২ পল

পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণ।—ইহাতে মস্তক জলন্ত অঙ্গারস্পর্শের ন্যায় বোধ হয়, নাসিকা ও চক্ষু হইতে ধূম নির্গমের ন্যায় বোধ হয়, শৈত্যক্রিয়ায় ও রাত্রে বেদনার উপশম হয়।

চিকিৎসা।—তিল তৈল ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুলফা জীবন্তি, রাস্না, সৈন্ধব, গুড়ত্বক, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, শুণ্ঠী, মিলিত ১ সের, ইহার নাম ' ষড়বিন্দু তৈল।"

ময়ূরাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ দ্রব্য—দশমূল প্রত্যেক ৩ পল, বেড়েলা, রাস্না, যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল। তরুণ ময়ূর মাংস ৩ পল, ময়ূরের পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, বিষ্ঠা, যকৃৎ, চরণ ও মুখ পরিত্যাগ করিয়া মাংস লইবে। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৪ সের; কল্কদ্রব্য—জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, জীবন্তি, যষ্টিমধু, মুগানি, মাষানি, প্রত্যেক ২ তোলা এই ঘৃত প্রস্তুতের নিয়মে ইন্দুর, কুক্কুট, হংস ও শশক ইহাদের মাংসেও ঘৃত পাক করা যায় তৎ ঘৃতও শিরোরোগাদি ঊর্দ্ধজত্রুগত পীড়ার উপকার করে।

কফজ শিরোরোগের লক্ষণ।—ইহাতে মস্তক শ্লেষ্মাবৃত, ভার, শীতল, স্তম্ভিত এবং মুখে ও অক্ষিকোটরে শোথ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—কটুতৈল ৪ সের, ক্বাথ দ্রব্য দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। আদার রস ৪ সের, নিসিন্দা পত্রের রস ৪ সের। কল্ক দ্রব্য পিপ্পলী মূল, চই, চিতামূল, শুণ্ঠী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, শ্বেত সর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, প্রত্যেক ১ তোলা, পাকজন্য জল ৮ সের। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে প্রয়োগ করিবে ইহার নাম "বৃহৎ দশমূল তৈল"

শিরোবজ্র রস।—পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, লৌহ ১ পল, তেউড়ী মূল ১ পল, গুগ্গুলু ৪ পল, ত্রিফলা চূর্ণ ২ পল, কুড়, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, দশমূল প্রত্যেক ১ তোলা। সমস্ত একত্র মাড়িয়া ১ মাসা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে অনুপান ছাগদুগ্ধ, জল বা মধু

সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ।—ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বায়ু, পিত্ত ও কফের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা।—সর্ষপ তৈল ৪ সের সোঁদাল, সজিনা, ধুতুরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ, বেড়েলা, প্রত্যেকের রস ৪ সের কল্ক—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, কটফল, ধুতুরা বীজ, চই, জীরা, শুলফা, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশলাঙ্গল, শুষ্ক মূলা, কুড়, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, সিজ আটা, আকন্দ আটা, জয়পাল মূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন সজিনামূল, উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, বরুণছাল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহার নাম "তপ্তরাজ তৈল।"

রক্তজ শিরোরোগের লক্ষণ।—ইহাতে পিত্তজ শিরোরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু রোগী মস্তকস্পর্শে যাতনা বোধ করে।

চিকিৎসা।—কটু তৈল ১৬ সের। জয়পাল, যমযসিয়া, ধুতুরা, সজিনা, সিদ্ধি, হুড়হুড়ে ও আকন্দ প্রত্যেকের রস ১৬ সের ও আদার রস ১৬ সের কল্ক—হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কটফল, কৃষ্ণজীরা,

ত্রিকটু, পিপ্পলী মূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুথা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, সিজমূল, মুর্গীরা মূল, আপাঙ্গ মূল, শুক মূলা, জয়পাল মূল, খলঘসিয়া, ধুতুরা পত্র, সজিনাছাল, সিদ্ধি, হুড়হুড়ে পত্র, আকন্দ পত্র, গোঁড়ালেবুর মূল ও শুণ্ঠী মিলিত ১ সের ইহার নাম "রুদ্র তৈল"

ক্ষয়জ শিরোরোগের লক্ষণ —মস্তিষ্ক, রক্ত, বায়ু ও শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলে ক্ষয়জ শিরোরোগ জন্মে উষ্ণ প্রলেপাদি প্রয়োগ, বমন, নস্যগ্রহণ, ধূম পান এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ইহা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ ও কষ্টসাধ্য

চিকিৎসা।—কটু তৈল ৪ সের। কাথার্থ কনক ধুতুরা, আকন্দ মূল, বেড়েলা, দুর্ব্বা, বাসক ছাল, জয়ন্তী পত্র, নিসিন্দা পত্র, ডহর করঞ্জ-বীজ, বামুনহাটী, আকোঁড় ছাল, পুনর্ণবা, কুলপত্র, সিদ্ধিপত্র, বেলছাল, বৃহতী চিতামূল, সিজমূল, গণিয়ারী মূল, এরণ্ড মূল, ভাঁটী, বামবেগুণ সোঁদাল পত্র, প্রত্যেক ২ পল। পাকজন্য জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ইহার নাম "কনক তৈল"

ক্রিমিজন্য শিরোরোগের লক্ষণ।—ইহাতে মস্তকে নানাপ্রকার বেদনা অর্থাৎ মস্তক কামড়ানি ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা করে মস্তক-ভিতরে কীট সঞ্চরণ বোধ এবং নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূঁয নির্গত হয়, কখন কখন ইহার সহিত ক্রিমিও পতিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—কটু তৈল ৪ সের, ধুতুরার কাথ বা রস ১৬ সের কল্ক দ্রব্য—ধুতুরা পত্র ১ সের।

সূর্য্যাবর্ত্তের লক্ষণ —ইহাতে প্রাতঃকাল হইতে চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয়, ক্রমে সূর্য্যোত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও বৃদ্ধি হয় এবং দিবাবসান হইলে বেদনা কমিয়া যায় ইহা ত্রিদোষজ ও কষ্টসাধ্য।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—অনন্তমূল, উৎপল, কুড়, যষ্টিমধু, কাঁজিতে বাটিয়া ঘৃত ও তিল তৈলের সহিত প্রলেপ দিবে।

হুড়হুড়ের বীজ সরসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

নস্যাদি প্রদান করিয়া গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতযুক্ত পিষ্টক ভোজন করিবে

সোঁদাল পত্রের রস ৪ সের, নবনীত ১ সের, আপাঙ্গবীজ ২ পল, একত্র পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিবে

দশমূলের ক্কাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া ইহার নস্য গ্রহণ।

শিরীষ ও মূলার বীজ, বা বচ ও পিপ্পলীর নস্য গ্রহণ করিবে

ভৃঙ্গরাজের রস ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ২ তোলা মিশাইয়া রৌদ্রে তপ্ত করিয়া নস্য গ্রহণ করিবে

অনন্ত বাতের লক্ষণ।—বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া মন্যাদ্বয় অর্থাৎ গ্রীবার পশ্চাৎভাগস্থিত শিরাদ্বয় পীড়ন করিয়া ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা জন্মায়; ঐ বেদনা চক্ষু, ভ্রূ এবং শঙ্খদেশের অর্থাৎ কপালের পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া গণ্ড ও পার্শ্বের প্রকম্পন, হনুস্তম্ভ এবং নানা প্রকার চক্ষুরোগ উৎপাদন করে ইহাতে বাতজনিত নানা প্রকার রোগ জন্মে বলিয়া ইহার নাম অনন্ত বাত।

চিকিৎসা।—বাতপিত্তঘ্ন আহার এবং সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অৰ্দ্ধাবভেদকের লক্ষণ।—রুক্ষ অন্ন ভোজন, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, পূর্ব্বদিকের বায়ু ও হিম সেবন, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, পরিশ্রম, ব্যায়াম অথবা মলমূত্রাদির বেগ রোধ দ্বারা কুপিত বায়ু স্বয়ং অথবা শ্লেষ্মার সহিত মিশিয়া মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিয়া এক পার্শ্বের মন্যা, শঙ্খ, কর্ণ, চক্ষু ও কপালে যে শস্ত্রচ্ছেদনবৎ অথবা অগ্নিদাহনবৎ বেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক কহে।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—সশর্করা দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল পানীয় সেবনপানে উপকার দর্শে; ঘৃতের নস্য বড় উপকারী

নিস্তুষ কৃষ্ণ তিল ও জটামাংসী পেষণ করিয়া মধু ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

রস ১ বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাটিয়া জলে গুলিয়া নস্য লইবে।

গন্ধ চুল্লীর মৃত্তিকা চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ সমভাগ মিশাইয়া নস্য গ্রহণ করিবে। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যাবর্ত্তে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইতেছে, ইহাতে তাহা প্রয়োজ্য

বৃদ্ধিপ্রাপ্তার্দ্ধভেদকের কার্য্য —ইহা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তির লোপ করে

শঙ্খকের লক্ষণ —কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ মিলিত হইয়া শঙ্খ-দেশে বেদনা জ্বালাযুক্ত যে রক্তবর্ণ শোথ জন্মায়, উহা বিষের ন্যায় তীব্র-বেগে মস্তকে যায়, তৎপরে গলনালীর ছিদ্র বন্ধ করে বলিয়া ইহাকে শঙ্খক কহে ইহা তিন রাত্রির মধ্যে রোগীর প্রাণনাশ করে এবং তিন রাত্রি অতীত হইলে জীবনের আশঙ্কা থাকে না ইহা তিন রাত্রের মধ্যে প্রাণনাশ করে বলিয়া ইহার চিকিৎসায় উদাসীন থাকা উচিত নহে, কারণ তিন রাত্রের মধ্যেও রোগের শান্তি হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা ইহাতে স্বেদ ক্রিয়া ভিন্ন সূর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত ক্রিয়া এবং দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য ও পান ব্যবস্থেয়

শতমূলী, নিস্তুষ কৃষ্ণ তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, পুনর্নবা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। মস্তকে শীতল জল দিবে ও দুগ্ধ সেবন করিবে

বট অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরি বৃক্ষের ছাল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে।

বক, কলহংস, হংস, শরাই পক্ষী ও কচ্ছপমাংসের যূষ পান করাইয়া শঙ্খসন্ধির ঊর্দ্ধস্থ শিরাত্রয় বিদ্ধ করিবে

হোমিওপ্যাথিকে শিরোরোগ চিকিৎসা।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইলে মস্তিষ্ক বা শারীরিক অন্য কোন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, অধ্যয়ন, আলস্য ও পান-দোষজনিত কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শের উপক্রম, প্রাতে কিম্বা আহারের অব্যবহিত পরে অপাকজন্য এই রোগ উৎপন্ন হইলে—বিশেষতঃ অতিশয় শিরোবেদনা, চক্ষুর উপরিভাগে ভারবোধ, কপাল টন্‌টন্‌ করে, মনে হয় যেন কপাল ফাটিয়া গেল,—এরূপ স্থলে "নক্সভমিকা" সেবনে উপকার দর্শে

অজীর্ণতা বশতঃ শিরঃপীড়া থাকিলে; বিশেষতঃ শিরঃপীড়ায় বেদনা এক পার্শ্বে আবদ্ধ থাকিলে, মস্তিষ্কে চাপ এবং উহা শূন্য বোধ হইলে "পল্‌সেটিলা" প্রয়োগ করিবে

সম্মুখ ললাটে ও চক্ষুর উপরিভাগে সম্পূর্ণ ভারবোধ থাকিলে, আলোক দর্শনে, শব্দ শ্রবণে এবং শরীর সঞ্চালনে কষ্টবোধ হইলে, অথবা মস্তক দপ্‌ দপ্‌ করিলে, মস্তক উষ্ণ ও মুখমণ্ডল আরক্তিম হইলে "বেলেডোনা" দিবে

বাতঘটিত শিরঃপীড়ায় সমস্ত মস্তকে বেদনা বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, মস্তকের অন্যান্য স্থানে সর্দ্দি জন্য বেদনা হইলে, "ব্রাইওনিয়া" দিতে হইবে প্রায়ই আহারের পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে

স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের মস্তক চাপ বোধ এবং বেদনা বৃদ্ধি হইলে "ইগ্নেসিয়া" ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

মস্তকের উপরিভাগে নিরন্তর বেদনা, পার্শ্বে এবং সম্মুখে মত্ত হইলে বৃদ্ধি অনুভূত হইতে থাকে। এরূপ হইলে "কফিয়া" দ্বারা ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিরোঘূর্ণন।—অজীর্ণতা, অপরিমিত পরিশ্রম, উপবাস, এবং রক্তনিঃসরণ ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মে

লক্ষণ।—মানসিক উদ্বেগ, পতনাশঙ্কা, চিত্তবিকৃতি, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, বাহ্য পদার্থ সকল অব্যবস্থিত অবস্থায় ঘুরিতে থাকা বোধ হয়।

চিকিৎসা।—অজীর্ণদোষে শিরঃ ঘূর্ণন হইলে অজীর্ণের চিকিৎসা যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া হইয়াছে, সেইরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য অন্যান্য কারণ থাকিলে সেই সমুদায়ের প্রতিকার আবশ্যক

মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ বোধ, কর্ণে অস্বাভাবিক শব্দ প্রবল হইলে এবং নানাবিধ দৃষ্টিবৈকল্য জন্মিলে "বেলেডোনা" প্রয়োগ করিবে

বহু রক্তপাত বা শারীরিক দ্রব পদার্থের হ্রাসতা বশতঃ এই রোগের উৎপত্তি হইলে "সিনা" দিতে হইবে

এই পীড়া পুরাতন হইলে প্রায়ই অতিশয় বমন, শিরোবেদনা, মস্তকে ক্ষত আছে এরূপ বোধ হয় এরূপ বোধ হইলে "ফস্‌ফরস্‌" ব্যবহার করিবে

স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের ভয়জনক মস্তক ঘূর্ণন হইলে, তৎসহ এক প্রকার শব্দ শুনা গেলে এবং শিরোবেদনা থাকিলে "ওপিয়ম" দিতে হইবে

মস্তিষ্কের প্রদাহ।—সাধারণতঃ শিশুদিগের এই পীড়া হইয়া থাকে দন্তোদ্গমসময়েই এই পীড়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। রোগের আক্রমণ হইলে শিশু খিট্‌খিটে হয়, সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, মস্তক ভার বোধ করে, আলোক দেখিতে চাহে না, নাসিকায় বেদনা হয়, সর্ব্বদা মস্তকে হাত দিতে থাকে চক্ষু অস্বাভাবিক ভ্যাব্‌ভেবে দেখায়। প্রদাহ সত্বরেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই রোগ যার পর নাই ভয়ানক এবং বিপদজনক।

চিকিৎসা।—বমন ও বমনোদ্বেগ থাকিলে "ভেরেট্রম ভিরাইড" ব্যবস্থা করিবে মুখ রক্তবর্ণ এবং উত্তাপযুক্ত থাকিলে "বেলেডোনা" এবং আক্ষেপযুক্ত প্রলাপ স্বত্ত্বে "হায়েসায়েমস্‌" দিবে

মস্তিষ্কের ক্রিয়ামান্দ্য —মানসিক চিন্তা, সূর্য্যোত্তাপ, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, মস্তিষ্কে সামান্য রক্তসংস্থানজন্য এই পীড়া জন্মে

চিকিৎসা।—অজীর্ণ এবং চিন্তাজন্য পীড়া হইলে দিবসে তিন বার 'নক্সভমিকা" প্রয়োগ করিবে

সূর্য্যোত্তাপ জন্য হইলে 'য়্যাকোনাইট" থ ইতে দিবে

মুখের আরক্ততা এবং মস্তকে রক্তসংস্থান হইলে 'বেলেডোনা" দেওয়া যুক্তিযুক্ত

কোষ্ঠবদ্ধ এবং কর্ণে ভন্‌ভন্ শব্দ হইতে থাকিলে 'ওপিয়ম্" প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে

উপরোক্ত ঔষধে উপকার না দর্শিলে "ককিউ লস্",' জেল্‌সিমিনাম্" দিবে।

হাকিমীমতে শিরোরোগ চিকিৎসা।

এই রোগে মাথা দপ্ দপ্ করে, শরবেধনবৎ যাতনা অনুভূত হয়, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কখন কখন জ্বরানুভব হইয়া থাকে। রোগী সর্ব্বদাই বিষন্নচিত্ত, উদ্বেগযুক্ত এবং কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারে না।

চিকিৎসা।—সর্ব্বাগ্রে কোষ্ঠ পরিষ্কার জন্য ভেরেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক সেবন করিতে দিবে। এইরূপ ৪।৫ দিন অন্তর বিরেচক ঔষধ দেওয়া আবশ্যক হইবে। তাহার পর নিম্নোক্ত নস্য ব্যবস্থা করিবে।

ঘুঁটের ছাই	..	..	...	২ তোলা।
আকন্দ আটা	...	..	...	আবশ্যক মত।

উত্তমরূপে ঘুঁটের ছাই গুলিকে চূর্ণ করিয়া তাহাতে আকন্দ আটা মিশ্রিত করিয়া শুকাইবে যখন উহাতে কিছুমাত্র রস না থাকিবে, তখন ব্যবহার করিবে।

পাতিলেবুকে গোবরের চুলীর মধ্যে রাখিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই লেবুর সহিত ছাগলদুগ্ধ উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া মস্তকে দিবে।

দারুচিনি চূর্ণ	...	.	।০ তোলা
শতধৌত ঘৃত		.	১ তোলা

একত্র মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে সন্ন্যাসাদি মস্তিষ্কীয় রোগ চিকিৎসা।

য়্যাপোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাস।—এই পীড়ায় করোটী মধ্যোদ্ভূত কারণে হঠাৎ মস্তিষ্ক পীড়িত হওয়ায় হঠাৎ অচৈতন্য, স্পর্শানুভব ও ইচ্ছা-শক্তির অভাব হয় রোগী যেন কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে

লক্ষণ।—রোগাক্রমের পূর্ব্বে শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তকে ভার বোধ, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মানসিক ক্রিয়াবৈকল্য, বাক্যকথনে অসমর্থতা, মুখমণ্ডল রক্তপূর্ণ, দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল চিহ্নানুভব, নাসা হইতে রক্তস্রাব, কর্ণে শব্দ, কখন কখন অস্পষ্টতা ও বধিরতা, নিদ্রাবস্থা, বমনোদ্বেগ, বমন, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় কখন কখন এই সকল পূর্ব্বলক্ষণ ব্যতীত রোগী অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

মূর্চ্ছাকালে রোগীর নিম্নোক্ত অবস্থা ঘটিয়া থাকে। সম্পূর্ণ অজ্ঞান, মৃদু এবং শব্দযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, এইরূপ শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ফুৎকারবৎ শব্দ, গলাধঃকরণে কষ্ট, মুখমণ্ডল স্ফীত ও রক্তপূর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল এবং স্পন্দনরহিত, চক্ষের তারা আকুঞ্চিত, হস্তপদাদি স্পন্দনরহিত, কঠিন বা আক্ষেপযুক্ত, হস্তপদাদির এই অবস্থা দেহের এক পার্শ্বে অথবা কেবল একাঙ্গে হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ অথবা ইচ্ছা অসত্ত্বে মলমূত্র ত্যাগ,

কিম্বা মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত হইয়া বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গম, নাড়ী পূর্ণ এবং কঠিন ও বেগবতী, কখন বা স্বাভাবিক অপেক্ষা অল্প বা অধিক দ্রুতগামী হয় কোন কোন স্থলে রোগী একবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় না, শব্দোচ্চারণী পেশীর আক্ষেপ হেতু কথা কহিতে অসমর্থ হইলেও সঙ্কেতদ্বারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

চিকিৎসা —ইহার চিকিৎসা দুই প্রকার প্রতিষেধক অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিলে পীড়া না হইতে পারে, আর পীড়া আক্রমণ করিলে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—এই দুই প্রকার

প্রতিষেধক —অতিরিক্ত শারীরিক শ্রম, অধিক স্ত্রীসংসর্গ, অতিরিক্ত সুরাপান, মানসিক উদ্বেগ, অতিরিক্ত শৈত্য বা উষ্ণতা সেবন, মলত্যাগে বেগ, উষ্ণ জলে স্নান, মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা বা কার্য্যকরণ ইত্যাদি পরিহার করা উচিত এই রোগাক্রান্ত রোগীর সকল বিষয়েই পরিমিতাচারী হওয়া কর্ত্তব্য শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তকের ধমনীর স্পন্দন, নাসা হইতে রক্তস্রাব থাকিলে মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধ ও গ্রীবার পশ্চাতে বেলেস্তারা প্রয়োগ করিবে দেহে রক্তাল্পতা থাকিলে অল্প মাত্রায় লৌহঘটিত ঔষধ, দুগ্ধ, এবং ডিম্ব খাইতে দিবে

পীড়া আক্রমণকালীন চিকিৎসা।—রক্তমোক্ষণ এই রোগে কেহ কেহ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন যদি নাড়ী পূর্ণ, গ্রীবার ধমনী স্ফীত ও স্পন্দনশীল, মুখমণ্ডল স্ফীত ও আরক্ত ইত্যাদি লক্ষণ স্বত্ত্বে অচৈতন্য দ্বারা রোগীর মৃত্যু-সম্ভাবনা থাকে, কিয়ৎ পরিমাণে রক্তমোক্ষণে উপকার দর্শে, নতুবা নাড়ী দুর্ব্বল, ত্বক ঘর্ম্মাক্ত এবং সিনকোপ দ্বারা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিলে কোন মতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা নহে।

উভয়বিধ রোগীকেই শীতল এবং বায়ুসঞ্চালিত স্থানে রাখিয়া মস্তক উন্নত করিয়া রাখিবে। শীতল বা বরফজল দ্বারা মস্তক শীতল রাখিবার চেষ্টা করিবে অতি বিরেচক ঔষধ ইহাতে বিশেষ ফলপ্রদ। পূর্ণ মাত্রায় জেলেপ ও ক্যালোমেল সেবন করাইয়া নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

ম্যাগ্নেশি সল্ফ	...	...	২ ড্রাম।
ম্যানা	...	...	১ ড্রাম।

টীং জেলেফা	...	...	২ ড্রাম।
য়্যাকোয়া মেন্থঃ পিপঃ	...	...	১½ আং।

এক মাত্রায় সেবন করাইবে।

রোগী ঔষধ গলাধঃকরণে অসমর্থ হইলে কিছু চিনির সহিত ২ ৩ বিন্দু ক্রোটন অয়েল (জয়পালের তৈল) জিহ্বার নীচে রাখিয়া দিবে। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত উত্তেজক ঔষধের পিচকারী দিবে

অয়েল আনিশ	...	...	১½ আং।
অয়েল টিরিবিন্থ	..	..	৪ ড্রাম।
টীং য়্যাসাফটিডা	...	...	১২ ড্রাম।
সাবানের জল	.	..	২ আং।

একত্র মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিবে। অথবা—

অয়েল ক্রোটন	...	...	৬ বিন্দু।
অয়েল রিসিনি	...	...	১ আং।
অয়েল টিরিবিন্থ	...	.	২ ড্রাম।
ডিকক্ট হোর্ডিয়াই	...	.	৮ আং।

এই অবস্থায় কখন মস্তকে ও গ্রীবায় পিচকারী দেওয়া আবশ্যক হয়

রোগী চৈতন্যলাভ করিলে আর পীড়া না হইতে পারে, এজন্য উত্তেজক ঔষধ, কোন প্রকারে শরীরের উত্তেজনা, মানসিক উদ্বেগ পরিহার করা কর্ত্তব্য দুগ্ধ, অণ্ড প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য দিবে মদ্যপান একবারে নিষিদ্ধ।

কন্‌কসন্ অফ দি ব্রেণ বা মস্তিষ্ক বিকম্প।—মস্তকে কোন প্রকার বাহ্য আঘাত কর্ত্তৃক মূর্চ্ছা, জড়তা, বমনোদ্বেগ, বমন, অচৈতন্য, পেশীসমূহের স্পন্দনশক্তির অভাব বা হ্রাস, শ্বাস প্রশ্বাস অননুভাব্য, দৌর্ব্বল্য, কম্পানুভব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় কিঞ্চিত চৈতন্য হইলে চিত্তচাঞ্চল্য, বাক্যোচ্চারণে অসমর্থতা, হস্তপদাদির পক্ষাঘাত হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে

কখন কখন রেলওয়ে-দুর্ঘটনায় স্নায়ুমণ্ডল নিকম্পিত হইয়া হঠাৎ

এই পীড়া হইতে পারে এই রোগে শরীর শীতল, নাড়ী স্বাভাবিক থাকে, এজন্য এই প্রকারের অন্যান্য রোগ হইতে সহজে পৃথক করা যায়।

চিকিৎসা।—অতি সাবধানে রোগীর তত্ত্বাবধান করিবে প্রতি-ক্রিয়া অবস্থায় গাত্র উষ্ণ হইলে মস্তক সোজা করিয়া উহাতে শীতল বা বরফজল দিবে। দুই তিন বিন্দু জয়পালের তৈল জিহ্বায় সংযোগ করিয়া দিলে উপকার দর্শে, কিন্তু স্নায়বিক ক্রিয়া প্রায়ই এত দুর্ব্বল হয় যে, কিয়ৎ পরিমাণে জলের সহিত অল্প মদিরা প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। গাত্র শীতল হইলে বাহ্য উষ্ণতা প্রয়োগে নিবারণের চেষ্টা করিবে তাহার পর মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা সম্পাদনের চেষ্টা করা এবং লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য

সানষ্ট্রোক বা সর্দ্দিগরমি।—গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যকিরণে মস্তক অনাবৃত করিয়া অধিক পরিশ্রম করিলে এই পীড়া জন্মিতে পারে। ইহাতে অকস্মাৎ রোগী ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়

লক্ষণ।—ত্বক উষ্ণ, মস্তকঘূর্ণন, চক্ষু রক্তবর্ণ, অতিশয় দৌর্ব্বল্য, বমনোদ্বেগ, বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কখন কখন রোগী হাসিতে থাকে, দণ্ডায়মান হইয়া কাহার সহিত যেন বিবাদ করিতে উদ্যত, সঘন শ্বাস পতন, চক্ষুর তারা আকুঞ্চিত, চক্ষু রক্তবর্ণ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি, নাড়ী বেগবতী, আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয় এই রোগে শরীরের উষ্ণতা ১১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—১৫।২০ ডিগ্রী শীতল এরূপ স্থানে রাখা আবশ্যক মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে, মুখমণ্ডলে, গ্রীবাদেশে এবং বক্ষঃস্থলে শীতল জল ব্যবহার করিবে ঐ সকল স্থানে উচ্চ হইতে জলধারা পাত অথবা জলের ছিটকা দেওয়া কর্ত্তব্য রোগীকে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া পাখা দ্বারা বাতাস করিলে উপকার হইতে পারে। শীতল জল এবং সরবত পান করিতে দিবে এরণ্ড তৈলে সেবন কিম্বা পিচকারী দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে এরণ্ড তৈলের পিচকারী দিয়া পরে তার্পিণ তৈলের উক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। চৈতন্য না হইলে মস্তকে অথবা

গ্রীবায় লইকম্প লিচীর বেলেস্তার দিবে। নাড়ী নিস্তেজ হইলে বলকর ঔষধ দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক না হইয়া যদি গলা ঘড়ঘড় করিতে থাকে, তবে রোগীকে উপুড় করাইবে ও পার্শ্ব সংস্থানে স্থাপিত করিবে। কনভল্‌সন্‌ বা আক্ষেপ হইলে ক্লোরফর্ম্‌ আঘ্রাণ করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে, কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শীতল জলের সেকও ইহাতে সফল হয়। দেহের উষ্ণতা নিবারণ জন্য বরফ দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। মস্তকে শীতল জল এবং গাত্রে উষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। কুক্ষিতলে বরফখণ্ড স্থাপন করিবে। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও পরে শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, স্মৃতিশক্তির হানি হইতে পারে। তজ্জন্য শীতল প্রদেশে বাস, শারীরিক শ্রম, বেলেস্তা প্রয়োগ, এবং আইওডাইড অফ পটাসিয়ম্‌ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শে।

কোরিয়া। অধঃশাখা, ঊর্দ্ধশাখা বা দেহের অন্য কোন অঙ্গের পেশীর অনৈচ্ছিক স্পন্দনবশতঃ রোগী স্থিরভাবে কোন বস্তু ধরিতে বা মুখে তুলিতে পারে না, এজন্য এই রোগকে পেশীবিকারও বলা গিয়া থাকে। বালকদিগের মধ্যে এই রোগ অসাধারণ নহে। ছয় হইতে পনর বৎসরের বালিকাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ।—ক্রনিক স্প্যাজম অর্থাৎ একবারেই বেদনাবিহীন এবং ক্রোধাবিষ্ট শিশুর অস্থিরভাব মত নিজের ইচ্ছা ব্যতিরেকে এইরূপ স্পন্দন হইয়া থাকে। অতি সামান্যরূপ হইলে প্রায় অনুভূত হয় না।

বিকৃত স্পন্দন জন্য রোগী সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় এই স্পন্দন একবারেই থাকে না। ইহা প্রায় দুই অঙ্গেই আক্রমণ করিতে দেখা যায়, কদাচ কেবল মাত্র একাঙ্গে স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হইলে হেমি বা অর্দ্ধ-কোরিয়া কহে। রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য সচরাচর অব্যাহত থাকে। কোন প্রকার উদ্দীপন হইলেই স্পন্দনাদি লক্ষণসকল দৃষ্টিগোচর হয়। রক্তের অল্পতা হেতু প্রায়ই এই

রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিষম হয় এবং কখন কখন উহাতে শব্দ শুনা যায়। কোন স্থলে রক্তস্রাব ইহার সমভিব্যাহারে হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পুষ্টিকর খাদ্য, সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন লইলেই অনেক স্থলে পীড়া নিবৃত্তি পায়। রোগী প্রাপ্তবয়স্ক হইলে পাকাশয় ও মূত্রাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং নিম্নোক্ত প্রকারে ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

কার্বনেট অফ আয়রণ	.	..	৫ গ্রেণ।
সিরপ. ফেরি আইওডাইড	.	..	১ ড্রাম।

এক মাত্রা। আবশ্যকমত ব্যবহার করিবে।

ভাইনিঃ ফেরিঃ	.	..	৪ আং।
লাইকরিস্ আর্শেনিকেলিস্	...	..	২০ বিন্দু
সিরাপি জিঞ্জিবেরিস্	.	.	১২ আং।

ছয় মাত্রা। বড় এক এক চামচ জলের সহিত এক এক মাত্রা ঔষধ দিবসে তিন বার।

সোডি হাইপোফস্‌ফাইট।			৪০ গ্রেণ
ইন্‌ফিউজন্ চিরাতা	.	.	৭১ আং

ছয় মাত্রা। দিবসে তিন বার।

কডলিবার অয়েলও ইহার অন্যতম ঔষধ। পুষ্টিকর খাদ্য, দুগ্ধ, সমুদ্রজলে স্নান, নির্মল বায়ু সেবন, পরিমিত ব্যায়াম ব্যবস্থা, মানসিক শ্রম একবারে নিষিদ্ধ।

হিষ্টিরিয়া।—এই পীড়া সচরাচর পরিষ্কৃত মূত্র ত্যাগ, অন্ত্রের ক্রিয়াবিকার, গলার ভিতর যেন কোন গোলাকার বস্তু উর্দ্ধদিকে উঠিতেছে, এইরূপ অনুভবের সহিত রোগের আক্রমণ হয়। স্নায়ুপ্রধান ধাতু-বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থায় এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

লক্ষণ।—রোগাক্রমণকালে রোগী প্রায় সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান শূন্য হয় না, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইবার সময় আপনাকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। তৎকালে মৃগী মূর্চ্ছার ন্যায় মুখ নিতান্ত বিকৃত, ভয়ানক এবং চক্ষের তারা বিস্তৃত হয় না। বিশেষ

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায়, রোগী যেন কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছে দন্ত দ্বারা জিহ্বা কর্ত্তন করেনা, এবং মুখ হইতে ফেণা বাহিরও হয় না প্রশ্বাসে কষ্ট থাকিলেও রুদ্ধ হইবার ন্যায় কোন মতে বোধ হয় না লক্ষণ সমুদায় যে সকল স্থানেই এক প্রকার হইবে এমন কিছু নিশ্চয় নাই।

রোগী কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন উগ্রভাবে বাক্য প্রয়োগ করে, কখন বা ক্ষমা প্রার্থনা করে এই আক্রমণ কখন ২ ৩ মিনিট, কখন বা ২ ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে

চিকিৎসা।—পীড়ার আক্রমণ কালে পরিধেয় বস্ত্র আল্‌গা করিয়া দিবে। কোন বস্তুতে পড়িয়া গিয়া বা হাত পা আছড়াইয়া রোগীর অঙ্গে কোন আঘাত না লাগে তাহার জন্য সাবধান হইবে রোগীকে শীতল বাতাসে লইয়া যাইবে, অথবা যাহাতে তাহার গাত্রে শীতল বাতাস স্পর্শ হয় এমত ব্যবস্থা করিবে নাসাগ্রে য্যামোনিয়া ধারণ করিতে হইবে যদি রোগী গলাধঃকরণে সমর্থ হয়, তবে "য্যামোনিয়েটেড টীংচার অফ ভেলেরিয়ন" খাইতে দিবে স্পষ্ট জ্ঞান থাকিলে মুখে এবং মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিবে ফিট্ দূর হইলে যাহাতে আর না হইতে পারে তজ্জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

মিশ্চ্‌রা ফেরি কম্পাঃ	...	৪ আং।
ডিকক্টঃ য়্যালোজ কম্পাঃ	... ..	৪ আং।
জিঙ্কি সল্‌ফ্যাটিস্	...	১২ গ্রেণ।

ছয় মাত্রা দিবসে দুই বার

ফেরি এট্ য্যামোনি সাইট্র্যাটিস্	.. ...	৪০ গ্রেণ।
লাইকরিস্ ষ্ট্রীক্‌নিয়া	.. ..	১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজি কোয়াসিয়া	... ...	৭½ আং।

আট মাত্রা দিবসে দুইবার

জিন্‌সি সল্‌ফ্যাটিস্	. .	২৪ গ্রেং
এক্সঃ নিউসিস্ ভমিকা	. .	৩ গ্রেং।

এক্সঃ বেলাই	৩০ গ্রেণ

এ বটী ১টী প্রস্তুত করিবে। একটী করিয়া বটী দিবসে দুই বার

পটাসি ব্রোমাইডি	..	৬০—৯০ গ্রেণ
পটাসি আইওডাইডি	..	১২ গ্রেণ
পটাসি বাই কার্বনেটিস্	..	৪০ গ্রেণ
টিং অরান্সাই		৫২ ড্রাম
জল	... ..	৭২ আং।

ছয় মাত্রা। খালি পেটে প্রাতে এবং রাত্রে এক এক বার খাওয়াইবে।

কুইনাইন, আয়রণ, কডলিবার অয়েল প্রভৃতি ইহার সহোপকারক ঔষধ

পুষ্টিকর খাদ্য, খোলা বাতাসে ভ্রমণ বা সামান্য ব্যায়াম, সমুদ্রজলে স্নান, বৈদ্যুতিক প্রয়োগ, মূত্রাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য

এপিলেপ্সী বা মৃগী —এপিলেপ্সী শব্দের অর্থ আকস্মিক আক্রমণ অকস্মাৎ মনোবিকার বা মূর্চ্ছনা ও আত্মজ্ঞানরাহিত্য ইত্যাদি লক্ষণের সহিত অনেক স্থলে স্থানিক বা সার্ব্বাঙ্গিক আক্ষেপ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সকল স্থলে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

লক্ষণ —পীড়া উপস্থিত হইবার সময় নিম্নোক্ত লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায় আত্মজ্ঞানশূন্যতা, স্পর্শানুভব শক্তির অভাব, দেহের পেশীর আকুঞ্চন, অক্ষিগোলক, মস্তক, বাহু এবং দেহ যেন মোড়া দেওয়া বোধ হয়, ক্রন্দনাৎ শব্দের সহিত শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসাবরোধ, কখন কখন নিশ্বাস একবারেই শুনিতে পাওয়া যায় না। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও পাণ্ডু-বর্ণ হয়। ইহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অধিক হয়। কখন মুখ উজ্জ্বল, স্ফীত ও রক্তবর্ণ দেখায়, চক্ষের তারা বিস্তৃত, নাড়ী স্বাভাবিক অতি দুর্ব্বল, শিরাসকল বিস্তৃত অনুভব হয় দন্ত ঘর্ষণ, দন্ত দ্বারা জিহ্বা কর্ত্তন, অনৈচ্ছিক মল মূত্র বা শুক্রত্যাগ, অন্ত্রমধ্যে গড় গড় শব্দ, হিক্কা, বমন, অক্ষিগোলক ঘূর্ণন, সশব্দ শ্বাস পতন, বক্ষ বিস্তৃত, নাসা প্রশস্ত এবং মুখ হইতে ফেণা বাহির হইতে থাকে মুখমণ্ডল ও সমস্ত দেহ মলিন,

শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, নাড়ীর স্পন্দন এবং হৃৎক্ষেপন হইতে থাকে, এই অবস্থা কয়েক সেকেণ্ড হইতে ৫ ১০ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে

ক্রমে এই সকল লক্ষণ অপসৃত ও রোগীর চৈতন্যোদয় হয়। তখন রোগী দুর্ব্বল ও শ্রান্তি বোধ করিয়া মোহবৎ নিদ্রায় অভিভূত হয়। সে নিদ্রা হইতে সহজে রোগীকে জাগ্রত করিতে পারা যায় না কখন কখন স্বপ্নদর্শনে নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এবং সকল বিষয়েই বিরক্তি বোধ হয়

কারণ —মাতা পিতার এই পীড়া থাকা, মস্তকের বিকৃত নির্ম্মাণ, স্নায়ুপ্রধানধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দৌর্ব্বল্য, অপরিমিত মদ্যপান, অধিক স্ত্রীসংসর্গ, হস্তমৈথুন ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অকস্মাৎ ভয়, ক্রোধ বা মানসিক উদ্বেগ, হস্তমৈথুন, মস্তকে আঘাত, মস্তকে রক্তাধিক্য, রক্তস্রাব জন্য মস্তিষ্কে এবং কশেরুকা মজ্জায় রক্তাল্পতা, ক্রিমি, দন্তোদ্গম, সাতিশয় বেদনা, পিত্ত, মূত্রের স্বল্পতা, মস্তিষ্কে কোন প্রকার টিউমার, আর্শেনিক বা সীসক দ্বারা বিষাক্ততা, বাত রোগ ইত্যাদি ইহার উদ্দীপক কারণ।

চিকিৎসা। - রোগাক্রমণ কালীন চিকিৎসা।—এই অবস্থায় রোগী আপনার দেহের কোন স্থানে আঘাত করিতে না পারে এবং গ্রীবার রক্তবহা নাড়ী নিপীড়িত হয় এমন চেষ্টা করিবে উত্তমরূপে বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রোগীকে স্থাপিত করিয়া কোমল শয্যায় শয়ন করাইবে জিহ্বার দংশন নিবারণ জন্য উভয় দন্তপংক্তির মধ্যে কাষ্ঠ খণ্ড, রেভলের ক ক,রব র বা নেকড়ার পুঁটুলী রাখিয়া দিবে মুখমণ্ডল রক্তপূর্ণ হইলে শীতল জল ব্যবহারে উপকার দর্শে আক্রমণাবস্থায় ইলেক্ট্রিসিটি প্রয়োগে উহার স্থিতিকাল অল্প হইতে পারে

আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী সময়ের চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং স্নায়ুমণ্ডল সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিবে। আক্রমণের উদ্দীপক কারণ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে কোষ্ঠবদ্ধ বা মস্তকে রক্তাধিক্য থাকিলে রুবার্ব, কম্পাউণ্ড কলসিন্থ পিল, য্যালো, এরণ্ড তৈল প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ দিবে। স্ত্রীলোকের রজোস্রাব বন্ধ হইলে তাহার

প্রতিকার করিতে হইবে ক্রিমির সন্দেহ থাকিলে অর্দ্ধ ড্রাম মাত্রায় তার্পিনতৈল সেবন করাইবে।

আজিক লি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই পীড়া প্রবল ব্যক্তিদিগের জীবনীশক্তির হ্রাস হইলেই রোগাক্রমণ হইয়া থাকে, তজ্জন্য কুইনাইন, জিঙ্ক, ফস্ফরস্ প্রভৃতি বলকারক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে নিম্নোক্ত প্রকারে জিঙ্ক ব্যবহার করা যায়।

ভ্যালিরিয়েনেট অফ জিঙ্ক	...	১২ গ্রেণ।
সল্ফেট অফ কুইনাইন	...	৬ গ্রেণ
পিল্ রিয়াই কমঃ	...	৩০ গ্রেণ।

বারটী বটী হইবে; প্রতিদিন তিনটী প্রয়োগ করিবে"

ভ্যালিরিয়েনেট অফ জিঙ্ক	...	১৮ গ্রেণ।
ফস্ফেট অফ জিঙ্ক	...	১৮ গ্রেণ।
এক্স্ট্র্যাক্ট রিয়াই	...	২৪ গ্রেণ

বারটী বটী হইবে প্রতিদিন ৩ টী করিয়া সেবন করাইবে

ডাক্তার ট্যানার নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন

সোডি হাইপো ফস্ফাইটি		৮০—২৪০ গ্রেণ
স্পিরিটাস্ ইথারিস্	...	½ আং।
টীং সিঙ্কোনা ফ্লেভা	...	১½ আং

বড় এক গ্লাস জলে ছোট এক চামচ ঔষধ দিবসে তিনবার খাইতে দিবে

ড্যাং ব্রাউন সিকোয়ার্ড নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করেন।

পটাসি আইওডিডাই	...	১ ড্রাম।
" ব্রোমাইড	...	১ আং
" বাই কার্ব	...	৪০ গ্রেণ
য়্যামোনি ব্রোমাইডাই	...	২½ ড্রাম।
ইন্ফিউজন্ কলম্বা	...	৬ আং

ছোট একচামচ ঔষধ অল্প জলের সহিত আহার করিবার পূর্ব্বে দিবসে তিনবার এবং রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে তিন চামচ পরিমাণে সেবন করাইবে

অনিদ্রার জন্য ইণ্ডিয়ান হেম্প, দুগ্ধ, কাঁচ ডিম্ব, মাংস, নির্যাস ইত্যাদি পথ্য। ঈষৎ গরম হইলে গাত্র মর্জ্জনা, দন্তোদ্গমের সময় দন্তমূল বিদারণ ইত্যাদি ক্রিয়া করিবে।

কন্‌ভল্‌সন্‌ বা আক্ষেপ।—ইহা একটী স্বতন্ত্র পীড়া নহে, অন্যান্য পীড়ার উপসর্গরূপে প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবেও প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে স্প্যাজম বা আক্ষেপ নামে খ্যাত।

লক্ষণ।—আক্রমণকালে দেহ শক্ত ও অচল হয়, মুখমণ্ডলের পেশীর আকুঞ্চন, ওষ্ঠের নানারূপ বক্রভাব, মস্তকের ও মুখের ত্বক প্রথমে আরক্ত, পরে নীলবর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল, চক্ষুর তারা আকুঞ্চিত ও বিস্তৃত, শ্বাস প্রশ্বাস বিষম এবং কষ্টকর, নাড়ী দ্রুতগতি এবং ক্ষুদ্র, বদ্ধমুষ্টি, কখন কখন অনৈচ্ছিক মল মূত্র ত্যাগ, এই সকল লক্ষণের দুই এক মিনিটের পর শান্তি হইয়া রোগের পুনরাক্রমণ বা এককালেই নিবারণ হয়। পীড়া সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিলে সম্পূর্ণ অচৈতন্য ও মৃত্যু হয়। বাম ও দক্ষিণ উভয় অঙ্গে সমান আক্ষেপ না হইলে রোগী বিকটাকার ধারণ করে। রোগ যত সামান্য হয়, তত অধিক কাল স্থায়ী হয়। এমত স্থলে ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগ অবস্থিতি করে। কখন কখন দিবা রাত্রিতে ৪।৫।৬ বার পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে দেখা যায়।

শৈশবাবস্থায় স্ফোটক জন্য পীড়া, মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, হুপিং কফ, ক্রুপ্, নিমোনিয়া, স্বল্পবিরামজ্বর ইত্যাদি রোগে কন্‌ভল্‌সন্‌ হইয়া থাকে। প্রৌঢ়াবস্থায় কোন কোন পীড়ায় যেমন প্রলাপ হয়, শৈশবে সেই সকল পীড়ায় এবং তদ্রূপ অবস্থায় এই উপসর্গ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রচুর ও শীতল বায়ু সঞ্চালিত স্থানে রোগীকে স্থাপিত করিবে। মস্তক ও মুখমণ্ডলে শীতল জল সেক, গাত্রে ও হস্তপদাদিতে উষ্ণ জলে সেক এবং রোগী ঔষধ গলাধঃকরণে সমর্থ হইলে বিরেচক ঔষধ সেবন, অসমর্থ পক্ষে বিরেচন ও আক্ষেপনিবারক ঔষধের পিচকারী দিবে। রোগাক্রমণের পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইলে গ্রীবাদেশের পশ্চাতে কপিং, ক্লোরোফরম আঘ্রাণ, ইত্যাদির সহিত ভ্যালিরিয়েন, ব্রোমাইড অফ

পটাসিয়ম ছিন্, ম্যাগ্নেসিয়া, ইং ন, কর্পূর মৃগনাভি প্রভৃতি আক্ষেপ নিবারক ঔষধ দিবে।

শিশুদিগের কন্‌ভল্‌সন্ ও তাহার বাল চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে।

এক্‌ষ্টাসি বা হর্ষোন্মত্ত।—কোন বিষয়ে অতিশয় মনঃসংযোগ অথবা মানসিক উদ্দীপন বশতঃ স্পর্শ স্তম্ভন, ঐচ্ছিক গতিশক্তি, ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব, কখন কখন পেশীসমূহের আকুঞ্চন বা শিথিলতা, কিন্তু অভিলষিত বিষয়ে ঔৎসুক্যসহকারে বক্তৃতা, আস্ফালন ইত্যাদি।

লক্ষণ।—কোন বিষয়ে অতিশয় মনোনিবেশ জন্য কেহ কেহ স্পন্দনরহিত হইয়া যায়, কিছুমাত্র চৈতন্য থাকে না, মৃত ব্যক্তির ন্যায় অচল থাকে। কিয়ৎকাল পরেই পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিজকার্য্যে নিবিষ্ট হয়। যাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে গোঁড়া, ঈশ্বরারাধনা বা সংকীর্ত্তনকালে তাঁহাদের এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—কখন কখন রোগীকে ভয় প্রদর্শন বা আঘাত করাতে পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। এই পীড়ায় পীড়িত দুই ব্যক্তিকে একত্র রাখা উচিত নয়, কেননা সহানুভূতি জন্য পীড়ার আধিক্য জন্মিবার সম্ভাবনা।

বৈদ্যকে মূর্চ্ছাদি রোগ চিকিৎসা।

মূর্চ্ছার কারণ এবং সংপ্রাপ্তি।—ক্ষীণ সত্ত্বগুণরহিত ও প্রবল দোষগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধ অর্থাৎ সংযোগ দেশ, কাল, মাত্রাদি অহিতকারী দ্রব্য ভোজন, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, যষ্টি প্রভৃতির দ্বারা আহত, এই সকল কারণে দোষ যে কালে মনুষ্যের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে এবং মনোবহ স্রোত সকলে প্রবেশ করে, সেই সময়ে মূর্চ্ছা রোগ উৎপন্ন হয়, অধিকন্তু বাতাদি দ্বারা সংজ্ঞাবহ নাড়ী আচ্ছাদিত হইলে, সুখদুঃখনাশক তমো-

গুণ বর্দ্ধিত হইয়া রোগীকে সুখ দুঃখ বোধ রহিত কাষ্ঠের ন্যায় ভূতলে পাতিত করে। ইহার নাম মূর্চ্ছা বা মোহ। ইহা ছয় প্রকার, যথা ;— বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, মদ্যপানজ, বিষভক্ষণজ। সমুদায় মূর্চ্ছাতেই পিত্তের প্রাধান্য থাকে।

মূর্চ্ছার পূর্ব্বরূপ।—হৃদয়ে বেদনা, হাই উঠা, শরীরের জড়তা, অঙ্গগ্লানি, অসম্যক জ্ঞান এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।—ইহাতে রোগী আকাশমণ্ডল নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ দর্শন করিতে করিতে অজ্ঞান হয় এবং শীঘ্রই চেতনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চেতনা হইলে কম্প, গাত্রবেদন, হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা, শরীর কৃশ, শ্যাম ও রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা।—গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময় রস, অম্ল গব্য দধি ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত ১ দিবসের মধ্যে পাক করিয়া লইলে বিশেষ উপকার দর্শায়।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—কুল আঁটির শস্য, পিপ্পলী, বেণার মূল, নাগেশ্বর, এই সমুদয় শীতল জলে মাড়িয়া সেবন করিবে; অথবা পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু একত্রিত করিয়া অবলেহ করিবে।

পিত্তজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।—ইহাতে রোগী আকাশমণ্ডল রক্তবর্ণ, হরিতবর্ণ বা পীতবর্ণ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়, এবং ঘর্ম্মাক্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করে। রোগীর পিপাসা, সন্তাপ, চক্ষু রক্ত ও পীতবর্ণ হয় ও তরল দাস্ত হয়।

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের, কুষ্মাণ্ড জল ১২ সের। কল্ক—যষ্টীমধু ১ সের। ইহার নাম "কুষ্মাণ্ড ঘৃত"।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—ঘৃতের সহিত দুরালভা কাথ অথবা রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করিবে। দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক প্রয়োগ প্রশস্ত।

কফজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।—ইহাতে রোগী আকাশমণ্ডলকে মেঘসদৃশ অথবা অন্ধকার ও মেঘ দ্বারা আবৃত দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয়,

এবং বিলম্বে জ্ঞান লাভ করে। রোগীর শরীর অত্যর্দ্ধ চর্মাবৃত, ভারযুক্ত, ও মুখ হইতে লালাস্রাব হয় এবং বমনের ইচ্ছা হয়।

চিকিৎসা।—ক্বাথ দ্রব্য—শণবীজ, তেউড়ী মূল, এরণ্ড মূল, দশমূল শতমূল, রাস্না, পিপ্পলী, সজিনা মূল, প্রত্যেক ২ পল। পাকজন্য জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক—যষ্টিমধু, ভূমি কুষ্মাণ্ড, মেদ, মহা-মেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, চিনি, খেজুরমাতি বা পিণ্ডখেজুর দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতী, গোক্ষুর, রাখাল শশার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগরপাদুক, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামা-লতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম বীজ, নাগেশ্বর, তালিশপত্র, বৃহতী, মালতীর নব পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ মিলিত ১ সের। ঘৃতের দ্বিগুণ জল ও চতুর্গুণ দুগ্ধ দ্বারা পাক করিবে। ইহার নাম "মহা চৈতন্য ঘৃত"।

ত্রিদোষজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।—ইহাতে বায়ু, পিত্ত ও কফজ মূর্চ্ছার লক্ষণ সমুদায় এক সময়েই প্রকাশিত হয়। অপস্মারের ফেণ বমন, দন্ত ঘর্ষণ প্রভৃতি ভয়ানক লক্ষণ ভিন্ন অন্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—ক্বাথ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, কুড়চি ছাল, ছাতিম ছাল, অপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কটুকী, সোঁদাল ফল, ডুমুর ফল, কুড়, দুরালভা, প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৭ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক—বামুনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ী মূল, হিজল বীজ, গজ-পিপ্পলী, অড়র ফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরাতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তরোড়া, গন্ধতৃণ, ময়নাফল, প্রত্যেক ২ তোলা, গব্যঘৃত ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৭ সের, অম্ল গব্য দধি ৪ সের। ইহার নাম 'বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত'।

রক্তজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।—পৃথিবী এবং জলে তমো গুণ অধিক পরিমাণে আছে, অতএব পৃথিবী অর্থাৎ ভূমি ও জল হইতে উৎপন্ন রক্তে তমোগুণ অধিক আছে বলিয়া ভূমিগুণাধিক্য মনুষ্য রক্তের গন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। পরন্তু কেহ কেহ বলেন, বস্ত্র দেখিয়াই যে মূর্চ্ছা হয়, বস্ত্রের শক্তিই তাহার কারণ।

চিকিৎসা।—অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমি কুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুথা, তেউড়ী, প্রত্যেক ১০ পল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ, চিতামূল, প্রত্যেক ৮ পল, এই সমুদায় ৫১২ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া ইহাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭।০ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, প্রত্যেক ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল, নাগেশ্বর ২ পল, সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিবে পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা ইহার নাম 'অশ্বগন্ধারিষ্ট'

বিষজ ও মদ্যজ মূর্চ্ছার লক্ষণ বিষের রুক্ষ, উষ্ণ তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু, বিকাশী, বিষদ, লঘু অপাকী এই কয়টী গুণ আছে এই গুণ তৈলাদি পদার্থে থাকিলেও বিষ ও মদ্যে অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া বিষ ও মদ্যপানে মূর্চ্ছা জন্মে

চিকিৎসা —এলাইচ, যষ্টিমধু চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, রক্তশালী, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, তিল, যব, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর বীজ তেউড়ী ও শতমূলী প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি যথাবিধি মোদক পাক করিবে মাত্রা ।০ তোলা হইতে ২ তোলা অল্প গরম দুগ্ধ বা মুদ্গযূষের সহিত সেব্য ইহার নাম "এলাদ্য মোদক।"

ফলত্রিকতাদ্য চূর্ণ ত্রিফলা, তেউড়ী, শ্যামলতা, দেবদারু, শুঠী, বনযমানী, যমানী, দারু হরিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, এলবালুকা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে মাত্রা ১ মাসা হইতে ৪ মাসা।

মহাকল্যান বটি —স্বর্ণ, অভ্র, পারা, গন্ধক, লৌহ, মুক্তা সমভাগে লইয়া আমলকীর রসে মর্দ্দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান তিলচূর্ণসংযুক্ত চিনি অথবা নবনীত।

রক্তাদি জনিত মূর্চ্ছাত্রয়ের লক্ষণ —ইহাতে শরীরে অবসন্নতা, দৃষ্টির হীনতা এবং শ্বাস অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হয় মদ্যজনিত মূর্চ্ছায় রোগীর অন্তঃকরণের শক্তি বিকৃত হয় এবং ভ্রান্তমনা

হইয়া বিলাপ ও অঙ্গচালনা করিতে করিতে ধরাশায়ী হয়, এবং যে পর্য্যন্ত মদ্য জীর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় পতিত থাকে, মদ্য জীর্ণ হইলে এই সমস্ত লক্ষণ থাকে না।

বিষজ মূর্চ্ছায় বিষপায়ী ব্যক্তির কম্প, নিদ্রা ও পিপাসা হয় ও অন্ধকার দর্শন করে। বিশেষতঃ বিষাধিকারে বিষের জাতিভেদে অর্থাৎ মূলপত্রাদির ভেদে যে যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহাতেও বিষভেদে সেই সেই লক্ষণ জন্মিয়া থাকে।

মূর্চ্ছাদির ভেদ নিরূপণ।—পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্য বশতঃ মূর্চ্ছারোগ জন্মে। বাতপিত্তের ও রজগুণের আধিক্য হেতু ভ্রম রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে রোগী চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, অর্থাৎ রোগী দাঁড়াইয়া শরীর স্থির রাখিতে পারে না। বাতশ্লেষ্মা ও তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া নিদ্রা জন্মায়।

তন্দ্রার লক্ষণ।—ইহাতে বাহেন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হয় এবং রোগী নিদ্রাভিভূতের ন্যায় অলস হইয়া থাকে।

সন্ন্যাস ও মূর্চ্ছার ভেদ।—দোষের অর্থাৎ বায়ুপিত্তাদির প্রবলতার হ্রাস হইলে মূর্চ্ছা আপনা আপনিই নিবৃত্তি পায়, পরন্তু ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে রোগের শান্তি হয় না।

সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ।—অত্যন্ত প্রবল দোষ বাতপিত্তাদি প্রাণস্থান অধিকার করিয়া চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি লোপ করে, সুতরাং রোগী মৃতাবস্থায় ধরাশায়ী হয়। যদি এই অবস্থায় ফলপ্রদ ঔষধ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে রোগী সত্বর প্রাণত্যাগ করে।

অপস্মার রোগের সাধারণ লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—দোষের অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফের উদ্রেক হইলেই স্মৃতি লোপ পায়, এবং মুখ হইতে জলস্রাব হয়, তৎপরে রোগী চেতনাশূন্য হইয়া হস্তপদাদি বিক্ষেপন করে, মুখ হইতে ফেণা নির্গত হয়।

বাতজ অপস্মার রোগের লক্ষণ।—ইহাতে কম্প, মুখ হইতে

ফেণা নির্গত হয়, রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে ও প্রবলবেগে শ্বাস পরিত্যাগ করে এবং দৃশ্য বস্তু কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করিয়া থাকে

চিকিৎসা।—তিলতৈল ৪ সের, আমলকী, শতমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, প্রত্যেকের রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলত্থ কলায়, যব, মাষকলাই, প্রত্যেকের ক্বাথ ৭ সের কল্ক—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, বাখাল শশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুল্ফা, পুনর্ণবা, শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন, এলাইচ, গুড়ত্বক, পদ্মমূল, অপক্ক কদলী ফল, বচ, অগুরু, হরীতকী ও আমলকী মিলিত ১ সের ইহার নাম "বৃহদ্ধাত্রী তৈল"

পিত্তজ অপস্মারের লক্ষণ।—ইহাতে রোগীর শরীর, চক্ষু, মুখ, ফেণ হরিদ্রা বর্ণ হয়; রোগী দৃশ্য বস্তু সকল হরিদ্রাবর্ণ ও রক্তবর্ণ দেখিয়া থাকে। মনুষ্যদিগকে পিপাসা ও অগ্নির দ্বারা অভিভূত দেখে।

চিকিৎসা।—গুগ্গুল, বচ, হরীতকী, বিছাটী মূল, আকন্দ মূল, সর্ষপ; জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, ঈষালাঙ্গল, হিঙ্গু, চোরকাঁচকী, রসুন, আতইচ, দন্তী, কুড়, গৃধ্রপ্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীর বিষ্ঠা এই সমস্ত কল্ক দ্রব্য মিলিত ১ সের, ছাগমূত্র ১৬ সের, তৈল ৪ সের

কফজ অপস্মার রোগের লক্ষণ।—ইহাতে শরীরের গুরুতা ও শুক্লবর্ণতা, রোমহর্ষণ, শীত এবং চক্ষু, মুখও ফেণ শ্বেতবর্ণ হয় রোগী দৃশ্য বস্তু সকলকে শ্বেতবর্ণ দেখিতে পায়, রোগের বেগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, অর্থাৎ বায়ু ও পিত্তজনিত অপস্মার রোগী যতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় থাকে, এই রোগে তাহা অপেক্ষা অধিক বিলম্বে জ্ঞান লাভ করে।

চিকিৎসা।—পারা, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনছাল, রসাঞ্জন সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মাড়িবে। ইহার দ্বিগুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ক্ষণকাল লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা, ৫ রত্তি অনুপান হিঙ্গু, সচল লবণ এবং কুড় চূর্ণের সহিত গোমূত্র ও ঘৃত। ইহার নাম "চণ্ড ভৈরব।"

সান্নিপাতিক অপস্মারের লক্ষণ ও অসাধ্য লক্ষণ।—

ইহাতে বাতজ পিত্তজ এবং কফজ অপস্মার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহা অসাধ্য পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার অপস্মারের মধ্যে দুর্ব্বল ব্যক্তি কোন একটী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও তাহা অসাধ্য, অধিক দিনের হইলে অচিকিৎসনীয়। এতদ্ভিন্ন যাহার শরীর কম্পিত এবং চক্ষুর বিকৃতি জন্মে, তাহার সেই রোগও অসাধ্য।

চিকিৎসা রস সিন্দুর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ডপত্রে আবৃত করিয়া ধান্যরাশি মধ্যে স্থাপন করিবে, তিন দিবস পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল ইহার নাম "চিন্তামণি চতুর্মুখ"

অপস্মাররোগবৃদ্ধির সময়।—বাতজ অপস্মার বার দিনের দিন, পিত্তজ অপস্মার পনের দিনের দিন, কফজ অপস্মার ত্রিশ দিনের দিন রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ১ দিবস রোগের বেগ উপস্থিত হয় বাতপিত্তাদি বলের ন্যূনাধিক্য হইলে সীমার পূর্ব্বে বা পরে রোগ বৃদ্ধি পায়

হোমিওপ্যাথিকে মূর্চ্ছাদি রোগ চিকিৎসা।

য়্যাপোপ্লেক্সী।—এই রোগে অকস্মাৎ রোগী অচেতন, আত্মজ্ঞান ও স্পন্দনরহিত হয় নাড়ীর গতি মন্দ, সঘন শ্বাস পতন, মুখের বিকৃত ভাব, এক দিকে হস্ত পদ আক্ষেপযুক্ত হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—মুখ রক্তবর্ণ হইলে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা বা পনর মিনিট অন্তর "বেলেডোনা" প্রয়োগ করিবে। রোগী ঔষধ গলাধঃকরণে অসমর্থ হইলে ক্ষুদ্র বটিকা জিহ্বার নিম্নে স্থাপিত করা অনায়াসসাধ্য

মুখ মলিন হইলে উপরোক্ত প্রকারে "ওপিয়ম" দিতে হইবে।

মুখ অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ থাকিলে "মস্কভমিকা" প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

গ্রীবার পশ্চাতে সরিসার পলস্তারা প্রয়োগ করিবে এবং গরম জলে সর্ষপ চূর্ণ দিয়া তাহাতে রোগীর গা ডুবাইয়া রাখিবে।

এপিলেপ্‌সী।—এই রোগে আক্ষেপের সহিত অচৈতন্য, মুখ দিয়া ফেন নির্গম, কখন কখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। প্রায়ই রাত্রিকালে এই রোগ হইয়া থাকে। এরূপ রোগপ্রবণ রোগীকে একাকী থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

চিকিৎসা।—এক সপ্তাহ কাল প্রতি রাত্রে "বেলেডোনা" দিবে। তাহার পর এক সপ্তাহ "ওপিয়ম", উহার পরে দিবসে দুইবার করিয়া "হাইড্রাসৃটিস্" প্রয়োগ করিবে।

পীড়ার আক্রমণ হইলে রোগীকে শয়ন করাইবে। পরিধেয় বস্ত্র আল্‌গা করিয়া দিবে এবং কক্ষীর উপর হস্ত ঘর্ষণ করিতে থাকিবে।

হিষ্টিরিয়া।—এই পীড়ার আক্রমণ কঠিনতর হইলেও অনেকটা এপিলেপ্‌সীর সহিত সাদৃশ্য আছে। রোগীকে যাহা বলা যায়, সে তাহা জানিতে পারে, কিন্তু বাক্যকথনে অসমর্থ হয়, চক্ষের পাতা কম্পিত হইতে থাকে। পীড়ার আক্রমণকালে পরিধেয় বস্ত্র আল্‌গা করিয়া দিবে এবং চক্ষে ও মুখে জলের ঝাপ্‌টা মারিবে।

চিকিৎসা।—দিবসে তিন বার "ইগ্নেসিয়া" দিবে, এবং তাহার পরে এক সপ্তাহ কাল "জেল্‌সিমিনাম্" খাওয়াইবে।

হাকিমীমতে মূর্চ্ছাদি রোগ চিকিৎসা

অপস্মার বা মৃগী —অকস্মাৎ রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। শিরাসমুদয় আক্ষেপগ্রস্থ হয় চক্ষু মৃত মনুষ্যের ন্যায় উপরে উঠে কখন কখন রোগী দন্ত কিড়মিড় করে কখন কখন মুখ হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া আইসে

কারণ —পেট পরিষ্কার হইলে বা দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার করিলে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ পেট পরিষ্কার করিবার জন্য পারদমিশ্রিত জোলাপ দিবে পরে নিম্নোক্ত উপায় করিবে

গাঁজা	..	১০ মাসা
পারদ চূর্ণ	.. ...	২০ রতি।
সাবান	.. ..	১০ মাসা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৫ বটী করিবে প্রত্যহ দুইটী করিয়া বটী খাওয়াইবে

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা।

ম্যানিয়া —ইহাকে সাধারণতঃ প্রলাপমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাতে বিবেকশক্তির একবারে ধ্বংস না হইলেও অনেক ব্যতি-ক্রম ঘটে ও মনোমধ্যে অসংখ্য অযোগ্য, অমূলক ও অস্বাভাবিক ভাবের উদয় হয় স্বভাব অত্যন্ত উত্তেজিত এবং অপকারক হইয়া উঠে।

লক্ষণ —ইহার লক্ষণ হঠাৎ প্রকাশিত হয় আত্মীয় স্বজনের

প্রতি অবিশ্বাস, বিনা কারণে ক্রোধ চিন্তা এবং নৈরাশ্য, ইত্যাদি পূর্ব্ব-লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত পীড়া হইলে সর্ব্বদা প্রলাপ বকে, উগ্রভাব বৃদ্ধি হয়, নিজ অবস্থায় হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করে সর্ব্বদা হাস্য, আস্ফালন, দ্রুত গমন, এবং নিদ্রার অভাব হেতু নিস্তেজ হয়। মূত্রের বেগ ধারণে অসমর্থ হয় ও মূত্রের সহিত ফস্‌ফেটের পরিমাণ অধিক থাকে

সূতিকোন্মাদ —প্রসব হইবার ৪ ৫ দিবস পরে অস্থিরতা, অনিদ্রা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, স্তনদুগ্ধের অল্পতা, জ্বরভাব কখন বা উষ্ণগাত্র, নাড়ী পূর্ণ এবং জিহ্বা লেপযুক্ত, নানা কারণে রোগী শীঘ্র দুর্ব্বল হয়, প্রায়ই অত্যন্ত প্রলাপ, আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার ইচ্ছা বড় বলবতী হইয়া থাকে ইহার চিকিৎসায় বিশেষ যত্নবান হইয়া পুষ্টিকর পথ্য যথা,—ব্রাণ্ডি, য্যামোনিয়া, ডিম্ব, বার্ক, কুইনাইন, বিফ্‌টী, মাংসের ঝোল ইত্যাদি দ্বারা রোগীর বল রক্ষা করিবে এবং অহিফেণ, গাঞ্জা, মার্ফিয়া, কোনায়ম ইত্যাদি অবসাদক ঔষধ দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল সুস্থির রাখিতে চেষ্টা করিবে

অনোম্যানিয়া বা একাগ্রেযোন্মাদ —ইহাতে বিবেকশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে, সচরাচর একই বিষয়ের উপর মনোনিবেশ হয়। মানসিক শক্তি তেজস্বিনী থাকে, মনোনীত বিষয়ের চিন্তাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট হইতে দেখা যায় অলীক পদার্থ দর্শন, অলীক চিন্তা করা এই রোগের প্রধান লক্ষণ কখন কখন এই সকল লক্ষণ এত গোপন থাকে যে, রোগীর বাহ্যভাব দর্শনে পীড়ার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় না

অটোকোম্যানিয়া বা আত্মহত্যোন্মাদ -ইহাতে রোগী অনেক দিন হইতে আত্মহত্যার ইচ্ছা করিয়া স্বকল্পিত উপায় দ্বারা আত্মহত্যা করে, উপায়ের মধ্যে উদ্বন্ধনই প্রধান। আত্মীয় স্বজনেরা তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে রোগী তাহাদের নিকট সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিয়া বিশ্বাস জন্মায় যে সুস্থ হইয়াছে, এবং সুবিধা পাইলেই আত্মহত্যা করে

হ্যাণ্ডেফোম্যানিয়া বা নরহত্যোন্মাদ, পাইরোম্যানিয়া বা গৃহদাহ

নোন্মাদ, ক্লেপ্‌টোম্যানিয়া বা চৌর্য্যোন্মাদ, এই সকল উন্মাদে রোগী স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় সাধনে সর্ব্বদাই তৎপর থাকে।

অরটোম্যানিয়া বা প্রেমোন্মাদ। নিজ স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অতি প্রেমাভিলাষী হয়। ইহাতে প্রায় শরীর এবং মন নিস্তেজ হয় এবং অনেক স্থলে জননেন্দ্রিয়ের কোন না কোন পীড়া জন্মাইতে দেখা যায়।

মেলান্‌কোলিয়া বা বিমর্ষোন্মাদ। ইহাতে ভয়, বিষাদ, এবং নৈরাশ্য, সামান্য কারণে ক্রন্দন, আত্মহত্যার চেষ্টা, হাস্যজনক বিষয় লিখিতে বা দেখিতে আমোদ,* স্মৃতিশক্তির হ্রাস, অনিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ, আত্মীয়স্বজনে মমতা হানি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রিলিজাস্‌ মেলান্‌কলি। ইহাতে রোগী সর্ব্বদা বিমর্ষভাবে ধর্ম্মচিন্তায় রত থাকে। ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বক্তৃতা শ্রবণে দুর্ব্বলান্তঃকরণ ব্যক্তিদিগকে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

হাইপোকণ্ড্রিয়্যাল্‌ মেলান্‌কলি।—ইহাতে বহুবস্তুর সহিত নিজের দেহ সম্বন্ধে যে কত প্রকার ভ্রম জন্মিয়া থাকে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অনেক স্থলে রোগীর বোধ হয় যেন তাহার দেহ কোন পদার্থে পরিণত হইয়াছে, সে যেন সে ব্যক্তিই নহে। কখন নিজের দেহকে মাখনে রচিত বলিয়া অগ্নির উত্তাপে যাইলে গলিয়া যাইবে এই মনে করিয়া অগ্নির নিকট যাইতে চাহে না। কখন বা আপনাকে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয়। কখন কখন রোগী বিশ্বাস করে যে, তাহার আত্মা নাই, দেহ নাই, অথবা তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

নস্ট্যাল্‌ মেলান্‌কোলিয়া।—দেশান্তরে গমন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার বলবতী ইচ্ছাকে এই নাম দেওয়া যায়। ইহাতে যে কেবল বাটী আসিবার ইচ্ছা হয় এমন নহে, কখনই বাটী আসিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া রোগী যারপরনাই ভীত হয়। রোগীর অভিলাষ পূর্ণ

---

* ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি "কাউপার" এইরূপ বিমর্ষাবস্থায় "জন্‌-গিল্‌পিন্‌" নামে রহস্যজনক পদ্য রচনা করিয়াছিলেন।

না হইলে শরীর দুর্ব্বল হয় ও কখন কখন আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে ; কখন বা সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত দেখা যায়

ডিমেন্সিয়া বা বুদ্ধিহ্রাস।—বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস হওয়াকে এই আখ্যা দেওয়া যায় ইহাতে স্মরণশক্তির অভাব,শ্রবণ ও দর্শনজ্ঞান নাশ, প্রস্রাবে ফস্‌ফেটের ভাগ অধিক, অসংলগ্ন ও অর্থ-শূন্য বাক্য কথন, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়

প্যারালিসিস্ অফ দি ইন্‌সেন্ বা ক্ষিপ্তোন্মাদ —বুদ্ধির বিশৃঙ্খলতা স্নায়ুদৌর্ব্বল্য,পৈশিক নিস্তেজকতা,সর্ব্বদা বকাবকি, কম্পন-সন্, সাধারণ পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের অপকর্ষ বা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয়।

ইডিয়সি বা জড়তা —জন্মাবধি মস্তিষ্ক নির্ম্মাণের ব্যতিক্রম বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস বা অভাবকে জড়তা কহে জড়দিগের মানসিক ক্রিয়া সকল সম্যক স্ফূর্ত্তি পায় না,উহারা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করে। মুখ ভাবহীন, উচ্চারণ অস্পষ্ট, চলিতে অস্থিরতা এবং কখন কখন উহারা বধির ও বোকা হয়

চিকিৎসা —পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশিত হইলে যাহাতে স্নায়ু-মণ্ডল সুস্থির ভাবে থাকে এবং ত্বক,যকৃৎ,মূত্রপিণ্ড ও অন্ত্রের ক্রিয়া সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হয় এমন চেষ্টা করিবে মস্তিষ্কের লক্ষণ প্রবল হইলে মর্ফিয়া বা অহিফেন সেবন কর্ত্তব্য কিন্তু কিছু দীর্ঘকাল সেবন না করাইলে ফল জানিতে পারা যায় না। গাঞ্জা হায়োসায়েমস,এবং ক্লোর-ফরমেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় একষ্ট্রাক্ট গাঞ্জা ½ ১ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে নানা প্রকার উপসর্গের শান্তি হয়

উদ্দীপন নিবারণ জন্য ৮ ১০ ঘণ্টা অন্তর ২০ ৩০ বিন্দু পরিমাণে ডিজিট্যালিস্ ব্যবহার করিতে অনেকে যুক্তি দিয়া থাকেন

জীবনীশক্তির হ্রাসতা হইলে কুইনাইন্, বার্ক, লৌহ, ফসফেট অফ জিঙ্ক, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি ব্যবস্থা করা গিয়া থাকে।

মস্তক মুণ্ডন করতঃ আইওডাইড অফ পটাসিয়মের মলমের সহিত কিছু ষ্ট্রীকনিয়া সহযোগে মস্তকে মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে আইও

ড়াইড অফ পটাসিয়মের সলিউসন্ উক্তরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়

হুকের ভিতর নিম্নোক্ত দ্রব্য সকলের পিচকারী প্রয়োগ অনেকের মতে অত্যন্ত উপকারজনক

হ্যাশেটিক য্য শিড	.	...	৫ বিন্দু।
হ্যাশটেট অফ মর্ফিয়	.		৫ গ্রেণ।
উষ্ণ পরিস্কৃত জল	..	..	১ ড্রাম।

নিদ্রাভাব নিবারণ জন্য হাইড্রেড অফ ক্লোর্যাল ব্যবহার করা যায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা

জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও লেপযুক্ত থাকিলে—

সলফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	...	...	৪ ড্রাম
টীং হায়োসায়েমস্	...	..	২ ড্রাম।
জল	..	...	১ আং।

এক মাত্রায় সেবন করাইবে। জিহ্বা পরিষ্কার থাকিলে হায়োসায়েমসের পরিবর্ত্তে জেন্সন্ ব্যবহার করিবে রোগী ঔষধ সেবন করিতে না পারিলে আহারের সহিত ১। ২ বিন্দু জয়পালের তৈল মিশ্রিত করিয়া দিবে

মস্তকে শীতল জল এবং গাত্রে উষ্ণ জল দিলে উদ্দীপন স্বত্ত্বে প্রদাহনিবারক ঔষধ নিষিদ্ধ রোগের সকল অবস্থাতেই পুষ্টিকর খাদ্য, প্রচুর বস্ত্রাদি, কোষ্ঠ পরিষ্কার, সুনিদ্রা, কদর্য্য অনরণের দূরীকরণে মনোযোগ হইবে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ দ্বারা রোগীকে অন্যমনা রাখিতে চেষ্টা করিবে আত্মীয় স্বজন এবং চিকিৎসকের স্নেহ এবং যত্ন দ্বারা অনেক উপকার হয়।

আপনার বা অন্যের প্রতি অত্যাচারী না হইলে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ বা ক্ষিপ্তাবাসে অর্পণ করা উচিত নহে। কারারুদ্ধ করিয়াও উহাকে যত্ন এবং স্নেহের ত্রুটী করা অকর্ত্তব্য ভয় প্রদর্শনে পীড়ার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাসের সম্ভাবনা নাই।

বন্ধনাদি উৎপীড়ন, অন্ধকার গৃহে স্থাপন, বও মোক্ষণ প্রভৃতি উপায়ে

শিংপ্তেব চিকিৎসাপদ্ধতি আজি কালি প্রচলিত নাই, তাহাতে কেবল কুফলই ফলিয়া থাকে পীড়াব উপশম হইতে আবম্ভ হইলেই কোনরূপ পরিশ্রমেব কাজে নিযুক্ত করা বিধেয় ইহাতে ক্ষুধা ও শারীরিক বল বৃদ্ধিব সহিত আপনাব মনোমত বিষয়েব চিন্তা হইতে মন অন্যদিকে নিযোজিত থাকায মস্তিষ্কেব ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। নৃত্যগীতাদি ও স্থান পবিবর্ত্তন জন্য মন প্রফুল্ল হইতে পারে পীড়ার নিবৃত্তি হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত মন নিস্তেজ থাকে, এজন্য কিছু দিন বোগীকে সকল বিষযে বিশ্বাস কবা কর্ত্তব্য

বৈদ্যকে উন্মাদ রোগ চিকিৎসা।

উন্মাদ রোগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিপথগামী বায়ু, পিত্ত, কফ, মনোবহ ধমনীতে প্রবেশ কবিয়া মনেব ভ্রান্তি জন্মায় বলিযা আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে উন্মাদ বলিযা নির্দ্দেশ করেন।

উন্মাদ রোগের ভেদ—উন্মাদ বোগেব তরুণ অবস্থাব নাম মদরোগ। উন্মাদ ছয প্রকাব, যথা; -বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাত পিত্ত ও কফজ, শোকজ এবং বিষজন্য

উন্মাদের সামান্য কারণ।—সংযোগবিরুদ্ধ অর্থাৎ দুগ্ধ ও মৎস্য মিশ্রণেব ন্যায় দ্রব্য, বিষযুক্ত দ্রব্য এবং অশুচি দ্রব্য ভোজন, দেবতা ও গুরু প্রভৃতিব অপমান, ভযে ও হর্ষে মনের আকুলিত ভাব, বলবান ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম, এই সকল কাবণে উন্মাদ বোগ জন্মে।

উন্মাদ রোগের উৎপত্তি—পূর্ব্বোক্ত কাবণে দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ অল্প সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিব বুদ্ধিস্থান ও হৃদয়কে দূষিত করতঃ মনোবহ স্রোতসমূহে প্রবেশ কবিয়া মনেব বিকৃতি সম্পাদন করে।

উন্মাদের সামান্য লক্ষণ—ইহতে ভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য, কাত

বতা, ইতস্তত দৃষ্টিসঞ্চালন এবং হৃদযেব শূন্যতা জন্মে বোগী নিবর্থক কথা বলিযা থাকে

বাতজ উন্মাদের কারণ,উৎপত্তি ও লক্ষণ।—ইহাতে রুক্ষ, শীতল ও অল্প দ্রব্য ভোজন, দাস্ত, ধাতুক্ষয ও উপবাসে বুদ্ধি ও স্মবণ-শক্তিব নাশ করিয উন্মাদ বোগ জন্মায ইহাতে বোগী বিনা কাবণে সর্ব্বদাই অল্প অল্প হাসিযা থাকে আহার জীর্ণ না হইলে রোগের বল বৃদ্ধি এবং নৃত্য গীত, অধিক কথা বলা, অঙ্গ বিক্ষেপন, বোদন, শবীবেব কর্কশতা, কৃশতা ও বক্তের ন্যায বর্ণ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সেব, কল্ক দ্রব্য বাখাল শশাব মূল,ত্রিফলা, বেণুক, দেবদাক, এলবালুকা, শালপানি, তগব পাতুকা, হবিদ্রা, দাক হবিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম্ববীজ, নাগেশ্বব, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীব নব পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড, বক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেক ২ তোলা, পাকজন্য জল ৮ সেব, দুগ্ধ ১৬ সেব মাত্রা ২ তোলা। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয ইহাব নাম "পানীয কল্যানক ঘৃত"

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—ব্রহ্মীশাক,কুমুড়া, বচ বা ভানকুনীশাক ইহাদের রসে কুড়চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত কবিযা সেবন করিবে

কোকিলেব মাংস ভোজন কবাইযা বোগীকে নির্ব্বাত স্থানে শযন করাইয়া নিদ্রিত কবিতে চেষ্টা কবিবে, নিদ্রান্তে মনোবিকাব দূবীভূত হয

পিত্তজ উন্মাদের কারণ, উৎপত্তি ও লক্ষণ —অপাকী, কটু, অম্ল, বিদগ্ধকাবী ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজনে পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইযা অনাত্মাবান অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিব ধমনীতে প্রবেশ করিয়া মন দূষিত কবিয উন্মাদ রোগ জন্মায ইহাতে রোগীব সহিষ্ণুতা সংরম্ভ অর্থাৎ মৌখিক জাঁক, উলঙ্গভাব, ভযপ্রদর্শন, পলাযনচেষ্টা, গাত্রের উষ্ণতা ও ক্রোধ হইয়া থাকে রোগীব ছায়া, শীতল জল ও অন্নে স্পৃহা হয

চিকিৎসা —ঘৃত ১৬ সেব গোমূত্র ১৬ সেব। কল্ক—হিঙ্গ, সচল লবণ, ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ পল। ইহাব নাম "হিঙ্গ াদ্য ঘৃত।"

ভূতাঙ্কুশ রস —পারা, লৌহ, রৌপ্য, মুক্তা প্রত্যেক ১ তোলা; হীরা ২ মাসা, হরিতাল, গন্ধক, মনছাল, তুঁতে, সৌবীরাঞ্জন, সমুদ্র ফেণ, স্রোতোঞ্জন ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা এই সমস্ত ভৃঙ্গরাজ, দন্তী ও সিজ বৃক্ষের রসে মাড়িয় দিন ন্তে পিণ্ডাকার করিয়া যথানিয়মে গজপুটে পাক করিবে মাত্রা ২ রতি, অনুপান আদার রস ঘৃত সেবনান্তে মহিষ ঘৃত, দুগ্ধ ও গুরুপাক অন্ন ভোজন এবং গাত্রে সর্ষপ তৈল মাখিবে

কফজ উন্মাদের কারণ, উৎপত্তি ও লক্ষণ —পরিশ্রম শূন্য ব্যক্তি বিকৃত কফজনক বস্তু ভোজন করিলে শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে পিত্তের সহিত মিশ্রিত হয় এই মিশ্র পিত্তশ্লেষ্ম মর্ম্মস্থানে যাইয়া বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি নাশ করে এবং চিত্তকে বিকৃত করিয়া উন্মাদ রোগ জন্মায়। ইহাতে রোগী অন্যায় কার্য্য ও অন্যায় কথা কহে এবং নির্জ্জন স্থান ও স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়, অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার আহারের পর রোগ বৃদ্ধি, নিদ্রা, বমন, লালাস্রাব এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা ঘৃত ৪ সের কল্ক—জটামাংসী, হরিতকী, ভূতকেশী, স্থলপদ্ম, আলকুশীবীজ, বচ, বলা ডুমুর, জয়ন্ত্রী, কাকোলী, চোরকাঁটকী, ছোট এলাইচ, বারাহীকন্দ অর্থাৎ চামার আলু, মঞ্জরী, শুল্কা, গুগ্গুল, অপরাজিত—কাহার মতে শতমূলী, রাস্না, গন্ধনাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছাটী, শালপাণি, মিলিত ১ সের, পাকজন্য জল ১৬ সের ইহার নাম "মহা পৈশাচিক ঘৃত"

উন্মাদ গজাঙ্কুশ রস —২ তোলা পারাকে যথাক্রমে ধুতুরার রসে, গজপিপ্পলীর এবং বিষদড়ি শাকের রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া স্বল্প পুট দিবে পরে ইহার সহিত ধুতুরাবীজ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, এবং বিষ ২ তোলা মিশাইয়া জলে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে

সান্নিপাতিক উন্মাদের কারণ ও লক্ষণ —পূর্ব্বোক্ত বাতাদির সমস্ত কারণে সান্নিপাতিক উন্মাদের রোগ জন্মে ইহাতে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা —ঘৃত ৪ সের ক্বাথদ্রব্য—পুরুষ শৃগালের মাংস ৬০ সের জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের অথবা মাংস ও দশমূল একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের ছাগ বা গব্য দুগ্ধ ৮ সের কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরিতকী, আমলা, বৃহতী, তগরপাদুক, বিড়ঙ্গ দাড়িম্বীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক তালীশ পত্র নাগেশ্বর, শ্যামা লতা, বাখাল শশার মূল শালপর্ণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতী ফুল, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী পদ্ম, নীলপদ্ম, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, এলাইচ, এলবালুকা, চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা ইহার নাম "শিবাঘৃত "

শোকজ উন্মাদের লক্ষণ।—চোর, রাজা, শত্রু প্রভৃতির দ্বারা অতি ত্রাসিত অথবা বান্ধব বিনাশে ও অভিলষিত কামিনীর অপ্রাপ্তিতে অতিশয় দুঃখিত ব্যক্তির এই রোগ জন্মে, ইহাতে রোগী হতবুদ্ধি হইয়া নানা প্রকার মনোগত ভাব প্রকাশ করে এবং কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন বা গান করে

চিকিৎসা ঘৃত ৪ সের কল্কদ্রব্য—ক্ষীর কল্যানক ঘৃতোক্ত কল্কের ন্যায় পাকজন্য জল ১৬ সের মাত্রা ২ তোলা অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ ও চিনি। ইহার নাম "পানীয় কল্যানক ঘৃত।"।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —চটক পক্ষীশাবকের শুষ্ক মাংস চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবনীয়

কুমুড়া বীজের শস্য ও মাষা মধুর সহিত বাটিয়া ৩ দিন সেবন করিবে

প্রত্যহ প্রাতে পুরাতন ঘৃত পানে উপকার দর্শে

বাঞ্ছিত দ্রব্যের বিনাশ বা অন্যান্য হেতু মনোবিকার উপস্থিত হইলে, তৎসদৃশ কোন বস্তু দিয়া সান্ত্বনা করিবে

বিষজ উন্মাদের লক্ষণ —ইহাতে চক্ষু রক্তবর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়-শক্তির লোপ, মুখ শ্যামবর্ণ এবং রোগী জ্ঞানশূন্য ও কাতর হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—তিল তৈল ৪ সের ক্বাথ—শতমূলী, শালপানী, চাকুলে, শঠি, বচ, এরণ্ডমূল, কণ্টকারীমূল, বৃহতীমূল, নাটাকরঞ্জমূল,

গোরক্ষচাকুলের মূল, ঝাঁটীমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের গব্যদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৮ সের শতমূলীর রস ৪ সের কল্কদ্রব্য—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলফ, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপানি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধ সৈন্ধব, রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহার নাম "নারায়ণ তৈল।"

উন্মাদ রোগের অসাধ্য লক্ষণ —উন্মত্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই নীচের দিকে অথবা উর্দ্ধ দিকে মুখ করিয়া থাকে, অতিশয় কৃশ এবং বলহীন হয়, আর যদি সর্ব্বদাই জাগরিত থাকে, তাহা হইলে সেই রোগী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে

ভূতোন্মাদ রোগের লক্ষণ।– ইহাতে উন্মত্ত ব্যক্তির অমানুষিক কথা, বল-বিক্রম, শারীরিক ব্যাপার অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি, শাস্ত্রজ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্য, বুদ্ধিবল ও কার্য্যপটুতা এবং রোগ বৃদ্ধির স্থিরতা নাই বলিয়া ইহাকে ভৌতিক অর্থাৎ উপদেবতাসম্বন্ধীয় উন্মাদ বলে

দেবগ্রহজ উন্মাদের লক্ষণ।—ইহাতে রোগী সন্তুষ্টচিত্ত, পবিত্র স্বর্গীয় মালার অর্থাৎ পারিজাত পুষ্পের মালার গন্ধযুক্ত এবং নিদ্রাশূন্য হইয়া নির্ভুল সংস্কৃত পাঠ করে, তেজস্বী, স্থিরনয়ন, ব্রাহ্মণানুরক্ত ও সকলকে বরদান করে

অসুরাক্রান্ত উন্মাদের লক্ষণ।—ইহাতে রোগী ঘর্ম্মযুক্ত, ব্রাহ্মণ, গুরু, দেবতার দোষকথনশীল, কুটিলচক্ষু, উদ্ধতস্বভাব এবং ভোজনপানাদিতে সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যাচার করে

গন্ধর্ব্বজনিত উন্মাদের লক্ষণ। ইহাতে রোগী সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া নদীতীরে ও বনে বনে ভ্রমণ করে, সদাচার, গীত, সুগন্ধ ও মাল্যপ্রিয় হয়, সদা সর্ব্বদা নৃত্য করে এবং অল্পে হাসিয়া উঠে

যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ।—ইহাতে রোগী তেজস্বী, গম্ভীর, দ্রুতগমনশীল, সূক্ষ্মবস্ত্রধারী, দানেচ্ছু চক্ষু তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট এবং কথা সহ্য করিতে পারেনা

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদ রোগের লক্ষণ।—ইহাতে রোগী শান্তপ্রকৃতি ও পিতৃভক্ত হয় বাম স্কন্ধে উত্তরীয় বসন স্থাপন করিয়া

পূর্বক দেব পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ড ও জলদান করে, তর্পণ অবেলার মধ্যে মাংস, তিল ও পায়সাদি অধিক ভালবাসে, এবং নিজ পিতৃ অবোধ্য পিতৃ প্রদান করে।

সর্পগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—ইহাতে রোগী বুকে ভর দিয়া গমন করে জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠলেহন করে, ক্রোধান্বিত এবং গুড়, মধু, দুগ্ধ ও পরমান্ন ভোজনে অভিলাষী হয়

রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ।—রোগীর রক্ত, মাংস ও সুরামিশ্রিত দ্রব্যে স্পৃহা জন্মে রোগপ্রভাবে বলবান ও পরাক্রমশালী হইয়া রাত্রে ভ্রমণ করে, অধিকন্তু রোগী রাগান্ধ হইয়া নিষ্ঠুর আচরণ ও অপবিত্র কার্য্য করে

পিশাচাক্রান্ত উন্মাদের লক্ষণ।—ইহাতে রোগী কৃশ, রুক্ষ অর্থাৎ শরীরের স্নিগ্ধতা হীন, অত্যন্ত লোভী এবং অধিক আহারে সমর্থ হয়, ভুল কথা বলে অপবিত্র ও বনে থাকিতে ভালবাসে, অন্যায় কার্য্য ও রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে

উন্মাদ রোগের অসাধ্য লক্ষণ। যদি রোগী বিস্তৃতনয়ন, দ্রুতগতিবিশিষ্ট, নিদ্রাপ্রিয়, মুখস্থিত ফেণলেহী, কম্পিতশরীর, হঠাৎ পতনশীল এবং পর্ব্বত, হস্তী, বৃক্ষ প্রভৃতি হইতে পতিত হয়, এবং উন্মাদ রোগ ত্রয়োদশ বৎসরের হয়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য, অর্থাৎ অচিকিৎসনীয় হয়

দেবতা ও অসুর প্রভৃতির আক্রমণের সময়।—দেবগ্রহ পূর্ণিমা তিথিতে, অসুরগ্রহ সন্ধ্যার সময়, গন্ধর্ব্বগ্রহ অষ্টমী তিথিতে, যক্ষগ্রহ প্রতিপদে, পিতৃগ্রহ অমাবস্যায়, সর্পগ্রহ পঞ্চমী তিথিতে এবং রাক্ষসগ্রহ রাত্রে আক্রমণ করে

দেবাদিগ্রহ শরীরে প্রবেশ করে, অথচ তাহাদিগকে দেখিতে না পাওয়ার কারণ।—যদি দেবাদিগ্রহ মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া উন্মাদ রোগ জন্মায়, তবে উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? ইহার কারণ যেমন দর্পণে ছায়া প্রবেশ করিতে, শরীরে

শীতোষ্ণ প্রবেশ করিতে, মণিতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে ও শরীরে আত্মা প্রবেশ করিতে দেখা যায় না, সেই প্রকার দেবাদিকেও মানব-শরীরে প্রবেশ করিতে দেখা যায় না।

হোমিওপ্যাথিকে উন্মাদ রোগ চিকিৎসা।

ইন্‌স্যানিটী বা উন্মাদ। এই রোগে মত্ততা, মনের বিকৃতি, বুদ্ধিভ্রংশতা, বিহ্বলভাব, এবং আত্মজ্ঞানরাহিত্য ইত্যাদির বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয় যায়।

লক্ষণ। মত্ততা জন্য নানা উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, যথা—চীৎকার, হস্তপদাদি সবলে সঞ্চালন, নিকটস্থ ব্যক্তিকে প্রহারের উদ্যম, কটু বাক্য কথন, আপনার প্রতি স্নেহশূন্যতা, এজন্য সময়ে সময়ে আত্ম-হত্যার চেষ্টা, হৃদয়ের গুপ্তকথা প্রকাশ, অসম্বন্ধ বাক্য কথন, সম্মানিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা, নীচের প্রতি সম্মানপ্রদর্শক বাক্য প্রয়োগ, অতিরিক্ত বাক্যব্যয়, সে সকল বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ থাকেনা, অথবা নীরব নিস্পন্দভাবে জড়ের ন্যায় অবস্থিতি, সদসৎ জ্ঞান হানি, কার্য্য সকল উদ্দেশ্যবিহীন, বাক্যালাপেও তদ্রূপ, কখনবা কেহ না থাকিলে আপন-মনে যদৃচ্ছা বকিতে থাকে।

অকস্মাৎ হাস্য, হাস্যের পরেই কোন কারণ ব্যতীত ক্রন্দন তৎক্ষণাৎ আপন হইতেই নীরব হয়, নিদ্রা প্রায়ই থাকেনা, যদিই কখন সামান্য হয়, তাহা তন্দ্রা মাত্র, সে অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করে, মুখ চোখ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়, চক্ষু জ্যাল্ জ্যেলে, মুখ বিষাদময়, যেন ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক কখন কখন বিনা কারণে আপনমনে অশেষ-বিধ ভয়ের চিন্তা করিয়া চমকিয়া উঠে, কাঁদিতে থাকে, তজ্জন্য কম্পন হইতেও দেখা যায়, বিনা কারণে শোক, সেই কাল্পনিক শোকে অধীর চৈতন্যরহিত হয়।

কখন দেবতা ও ধর্ম্মবিষয়ে বড় অনুরক্ত দেখা যায়, দেবারাধনা,দৈব-চর্চ্চায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে,আপনাকে ঈশ্বরানুগৃহীত,এমন কি তৎপ্রেরিত বলিয়া পরিচয় দেয় ঈশ্বরের চাক্ষুস প্রত্যক্ষতা লাভ ও তাঁহার সহিত কথোপকথনের কথা বলে, কখন বা আপন দেহকে কিছুই নয়, তাহাতে প্রাণ বা আত্মার অস্তিত্ব নাই, আপনি মরিয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে করে।

কেহ কেহ বড় অনিষ্টকর্র হইয়া উঠে। পরদ্রব্য অপহরণ, গৃহদাহ, পরপ্রাণনাশ ইত্যাদি কার্য্যে সর্ব্বদাই উদ্‌যুক্ত থাকে।

চিকিৎসা।—নিদ্রাহীনতা এই রোগের প্রধান উপসর্গ জানিতে হইবে, এজন্য অগ্রে ইহার প্রতিকারের বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে। দিবসে তিনবার "নক্সভমিকার" বড় বটী দুইটী প্রত্যেক বারে জিহ্বায় স্থাপন করিবে

রাত্রে শয়ন করিবার সময় "জেল্‌সিমিনাম্" প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে

স্নিগ্ধ বাতাসে সামান্য ভ্রমণ বড় উপকারী,সামান্য শ্রম নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রোগী সকল সময় তাহাতে সম্মত না হইতে পারে ফলতঃ স্নিগ্ধ বাতাস কোন মতে শরীরে লাগাইলে উপকার দর্শিতে পারে।

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, ভয় প্রভৃতির জন্য "ইগ্নেসিয়া" এবং "ষ্ট্র্যামোনিয়াম্" প্রয়োগ করিবে

আফিম্ কোন মতে প্রয়োগ করিবে না উন্মাদ রোগসম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবার প্রয়োজন হইলে "লরী" বা "বড়ক" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক

হাকিমীমতে উন্মাদ রোগ চিকিৎসা।

পাগল হইবার নানা কারণ থাকে এজন্য সে সকল বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনে প্রবৃত্ত না হইয়া পাগলের লক্ষণ ও চিকিৎসা সাধারণতঃ যাহা প্রচলিত আছে, তাহাই লিখিত হইতেছে তবে কারণসম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে সকল ব্যক্তির স্নায়ু স্বভাবতঃ বা কোন কারণতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল, সেই সকল লোকের কোন প্রকারে মর্ম্মবেদনা জন্যই এই পীড়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—য়্যালোপ্যাথিকে, বৈদ্যকে ও হোমিওপ্যাথিকে যে সকল লক্ষণের বিস্তারিত বর্ণনা হইয়াছে, হাকিমীমতে আর কোন নূতন লক্ষণ বা ঐ সকল লক্ষণের প্রকারান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য পুনরুক্তি অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল; তবে চিকিৎসাপ্রণালীতে পার্থক্য থাকা প্রযুক্ত তাহা লিখিত হইতেছে

চিকিৎসা।—রোগীর মনদুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত থাকিবে সর্ব্বত্র এরূপ প্রতিকার সহজসাধ্য নহে। আত্মীয় স্বজনের শোক জন্য পীড়া জন্মিলে তাহার চিকিৎসার্থ অন্য উপায় অবশ্য অবলম্বনীয় এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক প্রকার অসঙ্গত কারণে যে রোগের উৎপত্তি হয়, বলা বাহুল্য যে, সে সকল প্রায় অসাধ্য।

বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া হাকিমী চিকিৎসকেরাও ব্যবস্থা দেন, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে ভেরেণ্ডার তৈল বড় উপকারী তাহার পরে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

পারদ চূর্ণ	৬ রতি।
আফিম	৪ মাসা।

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে তিন সন্ধ্যায় তিনবার খাওয়াইবে উপরোক্ত ঔষধে তিনটী বটী প্রস্তুত হইবে

অন্য উপায়

প্রথমে জোলাপ দিবে, তাহার পরে নীচের লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গাঁজা	...	...	...	৪ মাসা
চিনি		...	...	৪ মাসা

একত্র মিশিত করিয়া ২টী বটী প্রস্তুত করিয়া দুইবেলা দুইটী খাইতে দিবে। রোগীর যদি গাঁজা খাওয়া অভ্যাস থাকে, তবে অধিক মাত্রায় গাঁজা এবং সেই পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করতঃ বটী প্রস্তুত করিবে

কোন মোটা মনুষ্যের ঐ রোগ অল্প দিনের হইলে তাহার স্তন মূত্রার প্রস্থান নাড়ীতে রক্তমোক্ষণ করিবে বিরেচক ঔষধ খাওয়াইয়া পেট উত্তমরূপে পরিষ্কার হইলে ঘাড়ে রাংচিত্রা অথবা সর্ষপের পলস্তারা দিবে, এবং রোগীকে নিয়মিত শ্রম করাইবে, অল্প আহার দিবে, মুখ না আসা পর্য্যন্ত পারা চূর্ণ খাওয়াইবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে বাত পক্ষাঘাতাদি রোগ চিকিৎসা।

যাহাকে কশেরুকা মজ্জা বলে, উহা ধূসর এবং শ্বেতবর্ণ পদার্থে নির্ম্মিত ঐ দুই পদার্থের মধ্যে যাহা ধূসর বর্ণ, তাহা স্নায়ুসূত্র বা স্নায়ু-কোষ দ্বারা নির্ম্মিত এবং অর্দ্ধচক্রাকারে মজ্জার মধ্যস্থলে অবস্থিত এই প্রকার প্রত্যেক পার্শ্ববর্ত্তী অর্দ্ধাংশে ধূসর বর্ণ পদার্থ আছে। এই পদার্থের অগ্র এবং পশ্চাৎ ভাগ অগ্র-পশ্চাৎ শৃঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত

প্রত্যেক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর দুই মূল আছে,—অগ্রমূল এবং পশ্চাৎ মূল। অগ্রমূল দ্বারা মোটর বা স্পন্দনকর শক্তি ও পশ্চাৎ মূল দ্বারা

সেন্সরী বা স্পর্শানুভাবক স্নায়ুর উৎপত্তি অগ্রমূল সকল অগ্রশৃঙ্গের স্নায়ুকোষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইচ্ছাশক্তি অগ্র মজ্জা সূত্র দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে এই ধূসর বর্ণ পদার্থে গমন করিয়া থাকে পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর পশ্চাৎ মূল দুইটী সূত্রে বিভক্ত উহার একাংশ উর্দ্ধে উঠিয়া মস্তিষ্কের শ্বেতবর্ণ পদার্থের সহিত মিলিত হয় এবং উহা দ্বারাই স্পর্শানুভব শক্তি ত্বক হইতে মস্তিষ্কে গমন করে এবং উহার অন্যাংশ পশ্চাৎ শৃঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় অদৃশ্য হইয়া থাকে।

কশেরুকা মজ্জার পীড়া উত্তমরূপে জ্ঞান করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য

১ এই কশেরুকা মজ্জার পশ্চাৎভাগের স্তম্ভদ্বয় সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রস্থে ছিন্ন হইলে, ঐ ছিন্নাংশের নীচে স্পন্দনশক্তি থাকে না, এবং উহার অসম্পূর্ণ আঘাত দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে এই দুই অবস্থাতেই ছিন্নাংশের নিম্নে স্পর্শানুভাবক শক্তি বৃদ্ধি হয়।

২। সম্মুখ এবং অনুপার্শ্ব স্তম্ভের অনুপ্রস্থে কর্ত্তন হইলে ছিন্নাংশের নিম্নভাগে সেইদিকের স্পন্দন শক্তি নষ্ট হয়

৩ মজ্জামধ্যস্থ সমুদায় ধূসর বর্ণ পদার্থ ছেদন করিলে ছিন্নাংশের নিম্নে কেবলমাত্র স্পর্শানুভব শক্তির ধ্বংশ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ পদার্থের এক পার্শ্ব অনুপ্রস্থে ছেদন করিলে ছিন্নাংশের নিম্নভাগে অপর দিকের স্পর্শানুভব শক্তির ধ্বংস এবং ছিন্ন দিকের স্পর্শানুভব শক্তির আধিক্য হয় ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে,—

৪। মজ্জার অর্দ্ধাংশ অনুপ্রস্থে ছেদন করিলে, ছিন্নাংশের নিম্নে সেই দিকে স্পন্দনশক্তির নাশ ও স্পর্শানুভব শক্তির আধিক্য হয়, আর অন্যদিকের কেবল মাত্র স্পর্শানুভব শক্তির অভাব হইয়া থাকে

৫।' মজ্জার ভিতরস্থিত পীড়িত স্থানে যদি প্রদাহিক উত্তেজন বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পক্ষাঘাতবিশিষ্ট অঙ্গের আকুঞ্চন এবং পেশীর কাঠিন্য জন্মে; কিন্তু অপ্রদাহিত পীড়ার বা প্রদাহের শেষে উক্ত পেশী সকল শিথিল হয়।

স্পাইনাল মিনিঞ্জাইটিস্।—এই ঝিল্লীর প্রদাহ প্রায়ই

মজ্জার প্রদাহের সহিত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কখন কখন তাহা ব্যতীতও হইতে দেখা গিয়া থাকে

লক্ষণ।—অতিশয় জ্বর, অনবরত পৃষ্ঠবংশে দাহনবৎ কষ্টকর বেদনা ইহার স্বভাব বাতজন্য বেদনার মত, অনেক স্থলে গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশের পেশী আকুঞ্চিত ও দৃঢ় হইয়া থাকে, এবং হস্তপদাদি দুর্ব্বল ও কখন কখন অধঃশাখার পক্ষাঘাত হয় উৎসৃষ্ট নিয়মের পরিমাণ যত বৃদ্ধি হয়, দেহের উপবিভাগের স্পন্দনশক্তির ততই হ্রাস হইয়া থাকে গ্রীবা, পৃষ্ঠ, এবং উদরে টানবোধ, শ্বাসকষ্ট, মূত্রাবরোধ, লিঙ্গোদ্রেক, একবারে কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় পীড়ার শেষাবস্থাতে শরীর নিতান্ত বলহীন হয়, রোগী কখন কখন প্রলাপ বকে ও অচেতন হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—রোগীকে অতি সুস্থিরভাবে একপার্শ্বে শয়ন করাইয়া রাখিবে অন্যান্য প্রকার প্রদাহে যেরূপ চিকিৎসা করা যায়, ইহাতেও তদ্রূপ করিতে হইবে স্থানিক শৈত্যের জন্য বরফ এবং বেলেস্তারা ব্যবহার করা বিধেয় ঔষধের মধ্যে ক্যালোমেল প্রয়োগ করা অযুক্তি আইওডাইড অফ পটাসিয়ম্ ব্যবহার্য্য এবং বেদনার জন্য আফিঙ্গ দেওয়া যায়

মাইলাইটিস্ বা কশেরুকা মজ্জার প্রদাহ।—আবরক ঝিল্লী ব্যতীত কেবল মাত্র মজ্জার প্রদাহ হইতে দেখা গিয়াছে, আবরক ঝিল্লী প্রদাহের লক্ষণাদি অপেক্ষা ইহার লক্ষণাদি অধিকতর নির্দ্দিষ্ট। ইহা প্রবল ও পুরাতন, এবং স্থানিক ও সাধারণ হইতে পারে

লক্ষণ।—আক্রান্ত স্থানে অল্প অল্প বেদনা, নিপীড়নে বেদনার বৃদ্ধি, ইচ্ছামত গমনে অসমর্থ, এবং স্পর্শানুভবশক্তির অল্পতা অথবা একেবারে অভাব, এবং হস্তপদাদির দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে আক্ষেপযুক্ত অঙ্গ সকল শীর্ণ হয়, পেশী সমুদায় শিথিল, আকুঞ্চিত এবং আক্ষেপযুক্ত হইয়া থাকে মস্তিষ্কে প্রদাহ বিস্তারিত না হইলে বিবেকশক্তির হানি হয় না পীড়ার অবস্থানুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে মূত্রাবরোধ অথবা মূত্রের বেগধারণে অক্ষমতা, অথবা অনৈচ্ছিক অর্থাৎ ইচ্ছা

ব্যতীত মলমূত্র নিঃসৃত হয় ক্রমে মস্তিষ্কের প্রদাহ বিস্তার জন্য রোগী অজ্ঞানাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে

চিকিৎসা।—রোগীর গাত্র সর্ব্বদা শুষ্ক ও পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে। মূত্রাবরোধ থাকিলে শলাকা দ্বারা প্রস্রাবক্রিয়ার সাহায্য করিবে। বিবেচনামত অন্যান্য উপসর্গের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নিম্নোক্ত ঔষধ গুলি এই রোগে ব্যবস্থা করা যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া সল্‌ফেটিস্	..	১২০ গ্রেণ।
ম্যানা	...	৬০ গ্রেণ।
টীং জেলাপ	...	১½ ড্রাম
য়্যাকোয়া ক্যাম্ফই	.	১½ আং।

একবারে সেবন করাইবে। অথবা—

*ক্যালোমেলেনস্	..	২ গ্রেণ।
এক্সঃ জেলাপ	..	৮ গ্রেণ

দুইটী বটী প্রস্তুত করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় সেবনীয়

হাইড্রার্জিরাই করোসিভি সব্লিম্যাটি	.	১ গ্রেণ।
য়্যামোনি হাইড্রোক্লোর্যাটিসি	.	৫ গ্রেণ।
এক্সঃ সারস লিকুইড	...	১১½ ড্রাম।
ডিকক্টি সারসা কম্পঃ	..	১১½ আং

দুই চামচ পরিমাণে দিবসে দুইবার সেবন করিতে দিবে

ডাক্তার ট্যানার উপরোক্তরূপে চিকিৎসা করিয়া থাকেন পীড়া পুরাতন হইলে কডলিবার অয়েল, লৌহ, ফস্‌ফরস, আর্শেনিক প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী

স্পাইনাল্ কঞ্জেশ্চন্ বা কশেরুকা মজ্জায় রক্তাতিশয্য।—অনেকে ইহাকে একটী পৃথক পীড়া বলিয়া গণ্য করেন না মজ্জাবরক ঝিল্লীর প্রদাহের প্রথমাবস্থা হইতে ইহাকে প্রভেদ করা কঠিন ব্যাপার

লক্ষণ —হস্তপদাদির অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চিন্ চিন্ করে এবং পৃষ্ঠবংশে ও হস্তপদাদিতে মন্দ মন্দ বেদনা ও শ্রান্তি বোধ হয় স্পর্শানু-

ভারকাতা শক্তির আধিক্য, নিপীড়নে পৃষ্ঠবংশের কোন স্থানে বেদনা জানা যায় না। পদতলে এক প্রকার কণ্ডুয়ন অনুভূত হইয়া থাকে। জ্বর না থাকিলেও নিতান্ত দৌর্ব্বল্য, নাড়ী দ্রুতগামী, চঞ্চল ও অতিশয় নিপীড্য ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা শ্বাস সকষ্ট হয়

চিকিৎসা।—মজ্জ প্রদাহের চিকিৎসার সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই কেবল রজোরোধ জন্য এই পীড়া হইলে জলৌকা সংযোগে জরায়ুর মুখ হইতে এবং অর্শ-জন্য হইলে গুহ্যদ্বার হইতে রক্ত বহির করা কর্ত্তব্য

স্পাইনাল্ হিমারেজ বা কশেরুকা মজ্জায় রক্তস্রাব।—অনেক স্থলে পীড়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। রক্তস্রাবের স্থান-বিশেষে লক্ষণাদির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে দুই ঝিল্লীর মধ্যস্থলে পৃষ্ঠ-দেশে প্রবল বেদনা, কখন বা মস্তক বেদনা এবং কষ্টদায়ক আক্ষেপ হইতে পারে মজ্জার উপবিভাগে রক্তস্রাব হইলে শ্বাস সকষ্ট ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হ্রাস হয় এবং ত্বক্ রক্তবিহীন ও শীতল হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক লক্ষণ দেখা যায় না মজ্জার মধ্যে রক্তস্রাব হইলে ঐ স্থানস্থ স্নায়ু-দ্বারা দেহের যে সকল স্থান পুষ্ট হয়, তাহাদের অকস্মাৎ পক্ষাঘাত হয়।

চিকিৎসা।—রোগীকে স্থিরভাবে রাখা এবং রক্তস্রাব নিবারণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য

স্পাইনাল্ ইরিটেশন্ বা কশেরুকা মজ্জার উত্তেজন —এই রোগকেও অনেকে পৃথক পীড়া বলেন না, বস্তুতঃ এমন কোন বিশেষ লক্ষণ নাই, যদ্দ্বারা ইহাকে অন্যান্য রোগ হইতে পৃথক করা যায়। তবে ডাক্তার হার্লি এবং গাই যে কথা বলেন, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

লক্ষণ —পৃষ্ঠবংশে বেদনা; নিপীড়ন ও উষ্ণতা দ্বারা বেদনার বৃদ্ধি, বামপার্শ্বে অথবা কৃত্রিম পর্শুকার নীচে, বক্ষের পেশীতে, কখন কখন সমস্ত উদরে বেদনা জানিতে পারা যায় শ্বাসকষ্ট, হৃদ্বেপন, হিষ্টিরিয, কোষ্ঠবদ্ধ, আধ্মান, স্ত্রীলোকের ঋতুপরিবর্ত্তন, স্নায়বিক উত্তেজনা, গ্রীবা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশ টিপিলে উহার কোন না কোন স্থানে বেদনা বোধ হয়, কশেরুকা নিপীড়নে পার্শ্বের বক্ষঃস্থলের এবং

উদরের বেদনা বৃদ্ধি হয়, এবং কখন কখন এই সকল বেদনার সহিত সমস্ত পেশীমণ্ডলের আক্ষেপ হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—রোগীকে সুস্থিরভাবে রাখিতে হইবে বেলেডোনার পলস্তারা দেওয়া কর্ত্তব্য হস্তপদাদির তলে জ্বালা থাকিলে বেলেডোনা খাইতে দিবে ম্যালেরিয়া জন্য এই পীড়া হইলে কুইনাইন্ বিশেষ উপকারক, তদ্ভিন্ন সাধারণতঃ পুষ্টিকর পথ্য, কডলিভার অয়েল, বার্ক, কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধ ইহার পক্ষে বিশেষ উপকারজনক

টিউমার —কোনরূপ টিউমার দ্বারা দীর্ঘকাল নিপীড়নজন্য মজ্জার স্থানিক অল্পতা প্রযুক্ত পক্ষাঘাত হইতে পারে

লক্ষণ —স্পর্শ অনুভবকতা শক্তি নষ্ট হইবার পূর্ব্বে গতিশক্তি থাকে না, টিউমারের স্থানে প্রায়ই বেদনা থাকে, কখন কখন আক্ষেপ হয় উপদংশ পীড়া জন্য এই ব্যাধি হইলে লক্ষণ সমস্ত সর্ব্বাঙ্গিক হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—আইওডাইড অফ পটাশিয়ম, কডলিভার অয়েল এবং পুষ্টিকর পথ্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

হাইড্রোরেকিস্ —পৃষ্ঠবংশের মধ্যে জল সঞ্চয়কে হাইড্রোরেকিস্ বলে। কিছুদিন পরে কশেরুকা মজ্জার হ্রাস হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—গ্রীবাদেশে, পৃষ্ঠে বা কটিতে দ্রব পদার্থে পরিপূর্ণ অর্দ্ধস্বচ্ছ টিউমার দেখিতে পাওয়া যায় এবং মজ্জার সহিত তাহার সংযোগ থাকে

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে মনোযোগ দেওয়াই ইহার প্রকৃত চিকিৎসা

কম্পন বা কশেরুক মজ্জার বিকম্পন, কোন উচ্চ স্থান হইতে পতন, পৃষ্ঠদেশে আঘাত এবং অন্যান্য কারণে এই রোগ জন্মিতে পারে

লক্ষণ - হঠাৎ পক্ষাঘাত ও স্পর্শানুভবশক্তির অভাব, মলত্যাগে অসমর্থতা, উদরে আধ্মান, রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টজন্য মুখমণ্ডল মলিন, ত্বক্ শীতল, নাড়ী দুর্ব্বল এবং শারীরিক আঘাতের অন্যান্য লক্ষণ

প্রকাশ পায়। এইরূপ নিকম্পন হেতু সবলাঙ্গের পক্ষাঘাত বা অনুভব শক্তির হ্রাস হইলে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—অনবধান জন্যই এই পীড়া সাংঘাতিকী হইয়া উঠে। যে পর্য্যন্ত না লক্ষণ সকল তিরোহিত হয়, সে পর্য্যন্ত রোগীকে সুস্থিরভাবে শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিবে, পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করিবে এবং পাকস্থলী ও মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করে।

টেটেনস্ বা ধনুষ্টঙ্কার।—প্রায়ই এই রোগ অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে, পূর্ব্বলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ হনু এবং কণ্ঠস্থ পেশী সমুদায় আক্রান্ত হয়, রোগী গলার ভিতর বেদনা অনুভব করে, শীত বোধ হয়, অসুখ সত্বর বৃদ্ধি হইতে থাকে, গলাধঃকরণে কষ্ট হয়, মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট বোধ হয়, বক্ষে বেদনা, ক্রমে দন্তে দন্তে সংস্পর্শ হওয়া প্রযুক্ত মুখমধ্যে কোন বস্তু প্রবেশ করান যায় না, ইহাকে হনুস্তম্ভ কহে।

ক্রমশঃ দেহের পৃষ্ঠবংশের পেশী সকল আক্রান্ত হওয়াতে শরীর পৃষ্ঠদিকে বক্র হইলে উহাতে পৃষ্ঠবক্র, সম্মুখদিকে বক্র হইলে সম্মুখ বক্র, এবং পার্শ্বে বক্র হইলে পার্শ্ববক্র কহা যায়। উদরের পেশীসকল আকুঞ্চিত উভয় হনু সংযুক্ত এবং মুখের বিকৃতি হয়। পেশী সকলের প্রবল আকুঞ্চন হেতু সাতিশয় যাতনা হইতে থাকে, নাড়ী দ্রুতগামী, শ্বাসকষ্ট, ত্বক্ উষ্ণ, এবং দেহ ঘর্ম্মাভিষিক্ত হয়। দশ পনর মিনিট অন্তর লক্ষণাদির কিঞ্চিৎ উপশম হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ থাকে না, পুনরায় উহারা আবির্ভূত হইতে থাকে। রোগী নিদ্রিত হইলে পেশী সকল শিথিল হয়।

এই পীড়া কঠিন হইয়া উঠিলে শ্বাসকষ্ট, শীতল ও নির্য্যাসবৎ ঘর্ম্ম, নাড়ী ক্ষুদ্র, মুখে ফেণাযুক্ত বা রক্তসংযুক্ত মিউকস, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, প্রলাপ, দৌর্ব্বল্য বা শ্বাসরোধ জন্য মৃত্যু হইয়া থাকে; কিন্তু চরম অবস্থা পর্য্যন্ত কোন প্রকার মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। সাধারণতঃ চতুর্থ হইতে অষ্টম দিবস মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্য-

লাভ করিতে দুই তিন মাস সময় লাগে এই পীড়া কখন কখন অভি-ঘাত জন্য হইয়া থাকে।

এই রোগের ভাবীফল অত্যন্ত অশুভ কোন আঘাত জন্য এই ব্যাধি হইলে সকল অপেক্ষা সাংঘাতিক হয় রোগাক্রমণের পর ৪।৫ দিন অতীত হইলে অনেকটা আশা জন্মে

চিকিৎসা —অনেক স্থলে কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাই পীড়ার উপশম হয় না অহিফেণ, ক্লোরফরম, গাঞ্জা বেলেডোনা, কুইনাইন, মদিরা, বরফ প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করা যায় অহি-ফেণের গুলি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম পান করাইলে এই রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ডাক্তার ফেরার নিম্নোক্ত ঔষধ উক্তরূপে ধূমপানের সহিত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন

ক্লোরফরম	... .	১০ বিন্দু।
টীং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	.. ..	২০ বিন্দু
মিউসিলেজ	... .	১ আং।

দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য্য।

পৃষ্ঠবংশের উপর বেলেডোনার বাহ্য প্রয়োগ উপকারজনক বলিয়া অনেকস্থলে উহা ব্যবহার হইয়া থাকে বেলেডোনার এক্‌ষ্ট্রাক্ট অর্দ্ধ হইতে দুই গ্রেণ মাত্রায় ৪ ৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান যায় অনেকে ক্লোরফরমের ঘ্রাণগ্রহণ করাইয়া রোগীকে অচেতন অবস্থায় রাখিবার উপদেশ দেন, কিন্তু ক্লোরফরমের ক্রিয়া নিবৃত্তি হইলেই আবার রোগের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশিত হয় শ্বাসকষ্ট এবং দৌর্ব্বল্য থাকিলে উহা একবারে নিষিদ্ধ কেহ কেহ বলেন ৪ ৫ ঘণ্টা অন্তর ৪ ৫ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে ডাক্তার ট্যানার নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহারের উপদেশ দেন

সোডি সল্‌ফোয়াটিস্	... ...	৩০—৬০ গ্রেণ
ইন্‌ফিউজি কোয়াসিয়	... .	১½ আং।

একমাত্রা দিবসে তিনবার খাওয়াইবে

পূর্ণ মাত্রায় ক্যালোমেল্ ও জেলাপ দেওয়া যাইবে পৃষ্ঠবংশে

দীর্ঘক্ষণ বরফ মর্দ্দন কর্ত্তব্য আজিকালি অনেকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ হইতে ১ গ্রেণ মাত্রায় ক্যালেবারবিনের এক্‌ষ্ট্রাক্ট সেবন করাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন

অহিফেন নিষিদ্ধ,—ইহাতে উপকার না হইয়া অপকার দর্শে

প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত —দেহস্থ কোন স্থানের স্পর্শানুভব বা স্পন্দনশক্তির হ্রাস বা একবারে অভাবকে প্যারালিসিস্,পল্‌সি বা পক্ষাঘাত বলে এই উভয়বিধ শক্তির অভাবকে সম্পূর্ণ এবং এক শক্তির অভাবকে অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত কহা যায় স্পন্দনশক্তির অভাবকে য়্যাসি-নিয়া এবং স্পর্শানুভব শক্তির অভাবকে য়্যানিস্থিসিয়া বলে অঙ্গবিশেষে পক্ষাঘাত হইলে তাহাকে স্থানিক এবং সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া হইলে তাহাকে সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত কহা যায় বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের পক্ষাঘাতকে হেমিপ্লিজিয়া এবং অধঃশাখার পক্ষাঘাতকে প্যারাপ্লিজিয়া কহে কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উত্তেজন আরম্ভ হইয়া কশেরুক মজ্জায় আসিলে যে পক্ষাঘাত জন্মে তাহাকে রিফ্লেক্স বা প্রত্যাবৃত্ত পক্ষাঘাত কহা গিয়া থাকে পেশীর তন্তুকৃষ্টতা এবং হ্রাস জন্য যে পক্ষাঘাত হয়, তাহাকে ওয়েষ্টিং পল্‌সী বা ক্ষয়কারক পক্ষাঘাত বলা যায়

দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পক্ষাঘাতের ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট থাকায় নিম্নে তাহাদের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে

১। জেনারল্ স্পাইনাল্ প্যারালিসিস্ বা সাধারণ কশেরুক পক্ষাঘাত। সর্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ সমস্ত দেহের স্পর্শানুভব ও স্পন্দনশক্তির অভাব হইলে রোগী প্রাণ ধারণে অসমর্থ হয় হস্তপদাদি উভয়েরই পক্ষাঘাতকে সাধারণ পক্ষা-ঘাত বলা যায়

লক্ষণ বাক্যের জড়তা, ওষ্ঠ ও জিহ্বার কম্পন, হস্তপদাদির স্পন্দনের বৈপরীত্য, অনৈচ্ছিক মল মূত্র ত্যাগ, জড়বৎ অবস্থিতি এই অবস্থা ২ ৩ সপ্তাহ, ৩ ৪ মাস, ২ ৩ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে জেনেরাল্ প্যারালিসিস্ অফ দি ইন্‌সেন্ রোগের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে,

ইহাতে মানসিক শক্তির কিছুমাত্র বিকৃতি হয় না, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে

চিকিৎসা।—অন্যান্য পক্ষাঘাতের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা যায়

২ হেমিপ্লিজিয়া।—এই রোগে কেবল স্পন্দনশক্তি, অথবা স্পন্দন ও স্পর্শানুভব উভয় শক্তিরই অভাব হয়

লক্ষণ।—ফ্যাসিয়েল স্নায়ু প্রায়ই আক্রান্ত হয় না, আক্রান্ত হস্তপদাদি উত্তোলন করিলে পড়িয়া যায়, মুখমণ্ডল শিথিল, জিহ্বা বহির্গত ও আক্রান্তদিকে বক্র হয় বাক্যাভাব বা বাক্যের জড়তা জন্মে, পাক যন্ত্রের বিকৃতি, স্পন্দনশক্তির সহিত প্রায়ই স্পর্শানুভব শক্তির হ্রাস হয়, স্মৃতি, চিন্তা ও অভিনিবেশ শক্তি দুর্ব্বল হয়, স্বভাব রুক্ষ, নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাস মৃদু হইয়া থাকে, অশ্রুস্রাব, সত্বর আরোগ্য না হইলে হস্তপদাদি শীর্ণ ও কোমল হয়

ভাবী ফল।—নূতন এবং অসম্পূর্ণ পীড়া, মস্তিষ্কের অবিকৃতি, রোগীর যৌবনাবস্থা, স্পর্শানুভবের হ্রাস বা অভাবের পুনরাগমন, সন্তাপের আধিক্য এবং উৎকম্পানুভব সুলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে

দীর্ঘকাল স্থায়ী, সম্পূর্ণ পীড়া, স্পন্দনশক্তির সম্পূর্ণ অভাব, এবং রোগীর অধিক বয়স হইলে তাহাদিগকে কুলক্ষণ বলিতে হইবে

চিকিৎসা।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জেলেফ, স্কামোনি, অথবা এরণ্ড তৈল দ্বারা উদর পরিষ্কার করান কর্ত্তব্য

হস্তপদাদির পেশী সকল সম্পূর্ণ শিথিল এবং মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

স্পিরিট স্ ইথারিস্	.	২½ ড্রাম।
স্পিরিটাস্ ভাইনি গ্যালিশাই	...	১½ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজি সিঙ্কোনা ফ্লেভাঃ	...	৭½ আং।

ছয় মাত্রা চারি অথবা ছয় ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

পেশীর দৃঢ়তা ও মস্তিষ্কে রক্তসংস্থান হইলে বিরেচক ঔষধ, বেলেস্তা এবং আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম প্রয়োগ করিতে হইবে

স্পাইনাল্ কর্ডের কঞ্জেশ্চন্ নিবারণার্থ ৩ ৪ গ্রেণ মাত্রায় আর্গটি অফ রাই দিবসে দুই বার ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে এবং পৃষ্ঠবংশের উপর ৪ হইতে ৬ ইঞ্চ বেলেডোনা পলস্তা দিবে, তাহাতে উপকার না দর্শিলে ½ বা ⅓ গ্রেণ পরিমাণে এক্ষ্ট্রাক্ট সেবন করাইবে। ইহাতেও ফল প্রাপ্ত না হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

ডাং ব্রাউন্ সিকোয়ার্ড কর্তৃক প্রস্তুত বেলেডোনা .. ½ গ্রেণ

আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম্ . ... ৬ গ্রেণ।

এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করাইবে

নিদ্রাভাব বশতঃ অবসাদক ঔষধের প্রয়োজন হইলে অহিফেণের পরিবর্ত্তে হায়োসায়েমস্, কোনায়ম,অথবা গাঞ্জা প্রয়োগ করিবে কেহ কেহ নিম্নোক্ত ঔষধের কোন একটী ব্যবহার করিতে আদেশ দেন

এক্ষ্ট্রাক্ট কোনাই ... ... ৩ গ্রেণ।

এক্ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমস্ ... . ৩ গ্রেণ

পিলিউলা রেয়াই .. .. ৩ গ্রেণ

দুইটি বটি প্রস্তুত করিবে শয়নের পূর্ব্বে এক একটি সেবন করাইবে

এক্স ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা . ... ½—১ গ্রেণ।

এক্স হায়োসায়েমস্ . . ৪ গ্রেণ

একটী বটী প্রস্তুত করিবে ২৪ ঘণ্টা বা ১২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে

এই পীড়া পুরাতন হইলে কোন প্রকার উত্তেজক লিনিমেণ্ট দ্বারা উপকার পাইবার সম্ভাবনা। নিম্নের লিখিত উত্তেজক লিনিমেণ্ট ব্যবহৃত হইতে পারে

স্পিরিটাস্ য়্যামোনিয়া য়্যারোম্যাটিস্ ... ½ আং

স্পিরিটাস্ রোজ ম্যারিনি .. ... ½ আং

প্লসবি ... ... ½ আং

টীং ক্যান্থারাইডিস্ ... ... ২½—৬ ড্রাম

য়্যাকোয়া রোজ ... ৭½ আং

মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া ব্যবহার করিবে।

৩। প্যারাপ্লিজিয়া।—নিম্নার্দ্ধ অথবা অধঃশাখার পক্ষাঘাতকে প্যারাপ্লিজিয়া বলে

অন্যান্য পক্ষাঘাতের মত ইহাও হঠাৎ বা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, কোন কোন স্থলে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলেও সাধারণতঃ মানসিক শক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে না মজ্জার নিম্নভাগ আক্রান্ত এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপ পক্ষাঘাত হইলে অধঃশাখার স্পর্শানুভবের ও স্পন্দনশক্তির সম্পূর্ণ অভাব হয় সেক্রাম বা ত্রিকাস্থির উপর ক্ষত হইতে পারে। প্রস্রাবে অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকে এবং মূত্রত্যাগে অতিশয় কষ্ট ও সহজে মূত্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত ক্যাথিটার আবশ্যক হয়

অসম্পূর্ণ পীড়ায় অধঃশাখা দুর্ব্বল ও কঠিন হয় এবং উহাতে ভারবোধ ও শুড়শুড়ি অনুভূত হইয়া থাকে এবং রোগী চলিতে সমর্থ হয়না। এই সকল ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত হইতে পারে, এমন দেখা যায় যে, অনেক স্থলে ঊর্দ্ধশাখা ও দেহ আক্রান্ত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস পেশীর ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য না হইলে রোগীর মৃত্যু হয়না, কোন কোন স্থলে ফ্রেনিক স্নায়ুর মূলদেশ পর্য্যন্ত পীড়া বিস্তৃত হইয়া প্রাণবিয়োগ হয় অনেক স্থলে স্নায়ুর রিফ্লেক্স অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার ধ্বংশ না হওয়া পর্য্যন্ত পদতলে হস্ত বুলাইলে অনৈচ্ছিক স্পন্দন হইতে পারে, কিন্তু মজ্জার কম্পনহেতু প্যারাপ্লিজিয়া হইলে প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া হয় না।

এই রোগ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। কশেরুকা মজ্জা বা তাহার আবরক ঝিল্লীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তনজন্য প্যারাপ্লিজিয়া এবং রিফ্লেক্স বা প্রত্যাবৃত্ত প্যারাপ্লিজিয়া।

চিকিৎসা।—অগ্রে রোগের কারণ অবধারিত করা কর্ত্তব্য, কারণ কশেরুক মজ্জার প্রদাহ বা উহার রক্তাধিক্য জন্য যে পীড়া হয়, তাহার সহিত রক্তের অল্পতা জন্য পীড়ার চিকিৎসা সম্পূর্ণ পৃথক মজ্জার উত্তেজকতা বশতঃ এই পীড়া জন্মিলে পেশীর আক্ষেপ, কম্প ও নিদ্রা—

শ্লেক প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। পদাঙ্গের ঊর্দ্ধ সীম তে বেদনানুভব হয়, তাহার নিমিত্ত গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া পৃষ্ঠবংশের উপর বুলাইলে উপকার দর্শে উত্তরূপে বরফ প্রয়োগেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় রক্ত হিকা কমাইবার জন্য দিবসে ৪ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় আর্গট অফ রাই চূর্ণ ২ ৩ বার খাইতে দিবে এবং পৃষ্ঠবংশের উপর মৃদুৎ বেলেডোনার পলস্তারা প্রয়োগ করিবে ইহাতে উপশম না হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে,

পোটাসি আইওডাইডি	.. ..	৩ ৫ গ্রেণ
টিং বেলেডোনা	.	৫—১৫ বিন্দু।
স্পিরিটাস্ য্যামোনিয়া য্যারোম্যাটিসি	...	৩০ বিন্দু
টীং সিঙ্কোনা কম্প	. .	১ ড্রাম
য্যাকোয়া মেন্থ পিপ্পারেটা	. ..	১২ আং

এক মাত্রা দিবসে তিনবার খাওয়াইবে

অস্থিরতা বা অনিদ্রা নিবারণ জন্য হায়োসায়েমস্, কোনায়ম এবং গাঞ্জা পূর্ব্বে যে প্রকারে ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপে ব্যবহার করিতে হইবে ইহার জন্য কোনমতে আফিঙ্গ ব্যবহার করিবে না।

গন্ধকের বাষ্পাভিষেক এই রোগে বিশেষ উপকারজনক তড়িৎ কুইনাইন এবং লৌহঘটিত ঔষধ নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে

কুইনি সল্ফ্যাটিস্	.. ..	২০ গ্রেণ
ফেরি সল্ফ্যাটিস্ এক্সিকেটা	..	২০ গ্রেণ
এক্সট্র হায়োসায়েমস্	. .. ...	৩০ গ্রেণ।

বারটী বটী প্রস্তুত করিবে। দিবসে ২টী সেবন করাইবে এই সকল ঔষধের সহিত কোন প্রকার লিনিমেণ্ট আক্ষেপযুক্ত স্থানে মর্দ্দন করিবে

পুষ্টিকর পথ্য এবং কিয়ৎ পরিমাণে মদিরা সেবন করিতে দিবে।

কেহ কেহ ২০ বা ৩০ গ্রেণ মাত্রায় ক্রিটিক্যুনিয়া প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন

উপদংশ জন্য মজ্জার পরিবর্ত্তন হেতু প্যারাপ্লিজিয়া হইলে কিয়ৎ পরিমাণে পারদঘটিত ঔষধ ব পারদ ভিযেক ব্যতীত উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই

৪ স্থানিক পক্ষাঘাত -ক্যাশিয়েল প্যারালিসিস্ ব মুখ-মণ্ডলের পক্ষাঘাত। ইহাতে মুখমণ্ডলের একদিকের, কখন কখন বা উভয় দিকের পেশীর পক্ষাঘাত হয় এবং তদ্বারা পক্ষাঘাতযুক্ত পেশীর আকুঞ্চন বা টনিক স্প্যাজম হইতে পারে পোর্শিওডিউর কিম্বা সপ্তম স্নায়ুর ক্যাশিয়েল অংশে আঘাত অথবা পীড়ন শৈত্য সেবা এবং দৌর্ব্বল্য জন্য প্রায়ই এই পীড়া জন্মিয়া থাকে ভগ্ন দন্তের উত্তেজনা হেতুও জন্মিতে পারে

লক্ষণ। এই রোগের লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট মুখ দেখিলেই জানিতে পারা যায় উহার এক বা উভয় পার্শ্ব পক্ষাঘাত জন্য বিকৃত হয়। পক্ষাঘাতযুক্ত পার্শ্ব ভাবশূন্য, অর্বিকিউলার পেশী ক্রিয়ারহিত ও তজ্জন্য চক্ষের পাতা পতিত হয় না রোগী কোন প্রকার মুখভঙ্গি প্রদর্শনে অসমর্থ, নাসারন্ধ্র আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হইতে পারে না মুখমণ্ডল স্থিরভাবে রাখিলে আক্রান্তদিক অনাক্রান্তদিক অপেক্ষা চ্যাপ্টা, শিথিল এবং ঝোলা হয়, মুখমণ্ডলের পঞ্চম স্নায়ু কোনরূপ বিকৃত হয় না, স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে এই রোগের সহিত আক্রান্তদিকে হেমিপ্লিজিয়া হইয়া থাকে, এবং ইহাকে সেরিব্রাল ক্যাশিয়েল্ হেমিপ্লিজিয়া বলে কেহ কেহ বলেন পঞ্চম স্নায়ুর পক্ষাঘাতও হইতে পারে

চিকিৎসা -পুষ্টিকর খাদ্য, উত্তেজক গাত্র মার্জ্জনা, ব অবস্থা বিশেষে স্নান পক্ষাঘাতযুক্ত স্থানে হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ, বৈদ্যুতিক প্রয়োগ এবং ঔষধের মধ্যে বাতশ্লেষ্মে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে

পোটাসি বাই কার্ব্বনেটিস্	...	.	২ ড্রাম
টীং চিরাতা	...	..	১২ আং।
ডিকক্ট য্যালোজ কম্পাঃ	..	..	৭২ আং।

ছয় মাত্রা, প্রতিদিন প্রাতে এক এক মাত্রা খাইতে দিবে।

ম্যালেরিয়া জ্বর জন্য পক্ষাঘাতে —

টীং কুইনি কম্পাঃ	...	½ ড্রাং।
লাইকর আর্সেনিকেলিস্		১৭২ বিন্দু
কার্বনেট অ্যামোনিয়া সাইট্রাটিস্	..	৩০ গ্রেণ
অ্যাকোয়া অরান্সিয়াই	.	৭½ ড্রাং।

ছয় মাত্রা। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে আহারের পর তিন বার সেবন করাইবে।

উপদংশের লক্ষণ থাকিলে দিবসে ৫ গ্রেণ মাত্রায় ২।৩ বার আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম্ ব্যবহার করিতে দিলে উপকার দর্শিবে। এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রোগী দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইলে—

কডলিভার অয়েল	.	২—৪ ড্রাম
পোটাসি আওডাইডি	.	২½ গ্রেণ।

এক মাত্রা। দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগ করিবে।

এই সকল উপায়ে রোগোপশম না হইলে ⅒ গ্রেণ মাত্রায় ষ্ট্রিকনিয়া সেবনে উপকার দর্শে।

আক্রান্ত স্থানে কাউণ্টার-ইরিটেশন্, ভেলেষ্টার বা ব্লেষ্টার প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। ব্লেষ্টারের ফোস্কা কাটিয়া তাহাতে ⅒ গ্রেণ সল্ফেট্ অফ ষ্ট্রিকনিয়া ৫।৬ গুণ পরিষ্কৃত চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বহুদিনের পুরাতন পীড়ায় ইলেক্ট্রিসিটী ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতীত যদি পীড়া হয় এবং আক্রান্ত দিকে পীড়িত দন্ত থাকে, তবে তাহা উত্তোলন করিলে উপকারের সম্ভাবনা।

ওয়েষ্টিং পল্‌সি বা ক্ষয়কর পক্ষাঘাত।—ইহাকে প্রোগ্রেসিভ লকোমোটর অ্যাটাক্সিও কহা যায়। এই রোগে পেশী পদার্থের হ্রাসের সহিত উহার এক প্রকার বিশেষ ক্ষয় ও পক্ষাঘাত জন্মে। বাতরোগ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ও শৈত্য সেবা ইত্যাদি কারণে ইহার উৎপত্তি। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় ইহা হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ ।—এই পীড়া প্রায়ই অল্পে অল্পে প্রকাশ পায় স্চীজীবী ক্রমশঃ স্চী ধারণে অসমর্থ, পাদুকানির্ম্মিত পাদুকা নির্ম্মাণে অসমর্থ, সূত্রধর তাহার যন্ত্র ধারণে অসমর্থ, লেখক লেখনী ধারণে অসমর্থ হইতে থাকে, তখন পীড়ার প্রতি মনোযোগ পড়ে ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত পেশী সকল ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়, তখন পরীক্ষ করিয়া দেখিলে অনাক্রান্ত অংশ অপেক্ষা আক্রান্ত অংশ সরু বলিয়া বোধ হয়। তাহার স্পর্শানুভব শক্তি থাকে, কখন বা থাকে না অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণের মধ্যে বেদনায়ই সর্ব্বপ্রধান কোন কোন স্থলে বেদনা সাতিশয় তীব্র হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রায় বৈলক্ষণ্য হয় না। দেহের যন্ত্র সকল স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে অনেক স্থলে সন্ধিস্থানগুলি বেদনাযুক্ত হয় এইরূপ পক্ষাঘাত প্রায় আরোগ্য হয় না

চিকিৎসা ।—পুষ্টিকর পথ্য, মাংস, অপক্ক ডিম্ব, রস, এবং দুগ্ধ উপযুক্ত পথ্য। ঔষধের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকরণ বিশেষ ফলোপধায়ক।

আর্জেণ্টী নাইট্রাটিস্	...	...	১ গ্রেণ।
এক্স হায়োসায়েমি	..	...	৩ গ্রেণ।

একটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং বার ঘণ্টা অন্তর এক একটী খালিপেটে খাইতে দিবে।

ফেরি ফস্ফ্যাটিস্	.	...	৪০ গ্রেণ।
য়্যাসিডি ফস্ফর্য়াসাই ডিল্	...	...	১½ ড্রাম।
সিরাপি আরান্টি ক্লোরিস্	..	.	½ আং।
মিউসিল্যাজিনিস্ ট্রাগ কান্থ	..	...	৭½ আং।

ছয় মাত্রা। দিবসে তিন বার সেবনীয়।

য়্যাসিড ফস্ফরিসাই ডিল্	...	..	১½ ড্রাম।
টীং য়্যাকোনাইটী	.	...	২ ড্রাম।
টীং সিঙ্কোনি কম্পঃ	.	...	½ আং
ইন্ফিউজন্ অন্যাসিয়াই	.	..	৭½ আং।

ছয় মাত্রা। দিবসে তিনবার খাওয়াইবে।

সোডি হাইপোফস্ফ্যাটি	..	..	৩০—৮০ গ্রেণ।

ইন্‌ফিউজন্ চিরাতা	৭২ আং।
আর্জেণ্টি নাইট্ ট্রিস্ ..	৬ গ্রেণ।
এক্স হায়েস য়েমি	১৮ গ্রেণ।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে

য়্যাশিডি ফস্‌ফরিসাই ডিল্ . ..	১২ ড্রাম
টিং য়্যাকোনাইটি . .	২ ড্রাম
টিং সিঙ্কোনা কম্পঃ	২ আং।
ইন্‌ফিউজন্ অর‍্যান্সিয়াই . ..	৭২ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে ২ ৩ বার খালি পেটে খাইতে দিবে

পোটাসি আইওড ইডি	১২ গ্রেণ।
ফেরিয়েট কুইনি সাইট্রাটীস্ .	৩০ গ্রেণ।
টীং য়্যাকোন ইটি	২৫ মিনিম
ইন্‌ফিউজন্ চিরতা . .	৫২ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিন মাত্রা প্রয়োগ করিবে

পক্ষাঘাত আরও অনেক প্রকার আছে, কিন্তু তাহাদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যে সকল পক্ষাঘাতের চিকিৎসা লিখিত হইল, অবস্থাবিশেষ এবং বিবেচনা মত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে তদ্দারা ই উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা, এজন্য অন্যান্য পক্ষাঘাতের পৃথক চিকিৎসা উল্লিখিত হইল না।

নিউরাইটিস্ বা স্নায়ুপ্রদাহ —এই রোগ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না তবে বাতগ্রস্ত রোগীর কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতীত স্নায়ুপ্রদাহ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ —প্রদাহিত স্নায়ু ও তাহার শাখার দুঃসহ বেদনা, জ্বর, অস্থিরতা, এবং অনিদ্রা ইহার প্রধান লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।—বাতরোগের আনুষঙ্গিকরূপে এই রোগ হইলে আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম্ ও কল্‌চিকম্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায় প্রদাহিত স্থানে বেলেডোনা ও অহিফেনের পুলটিস প্রয়োগে বেদনা শান্তি হইয়া থাকে

নিউরোমা বা স্নায়ু টিউমার —স্নায়ুর সহিত যুক্ত টিউমারকে নিউরোমা কহে।

লক্ষণ। প্রায়ই কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতিরেকে ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে। এক স্নায়ুতে একটী টিউমার হইলে যন্ত্রণাদায়ক হয় বটে, কিন্তু অনেক হইলে তত যাতনা হয় না স্বয়ং যে নিউরোম হয়, তাহা ধান্যের ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ অর্বুদের ন্যায় হইতে পারে স্নায়ু কর্ত্তন হেতু এই রোগ জন্মিতে পারে

চিকিৎসা।—কাটিয়া দেওয়া ভিন্ন উহার আর ভাল চিকিৎসা কিছুই নাই

নিউর‍্যাল্জিয়া বা স্নায়ুশূল।—স্পর্শানুভাবক স্নায়ুতে বেদনার নাম নিউর‍্যাল্জিয়া বা স্নায়ুশূল। এই রোগ প্রায়ই দেহের এক পার্শ্বে হয়, বেদনা রোগীকে হটাৎ আক্রমণ করে, এবং তদ্দ্বারা রোগী আক্রান্ত স্থানে শরবেধন, ছুরং বা দাহনবৎ বেদনা অনুভব করে। এই বেদনার প্রায়ই বিরাম থাকে, এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই ব্যাধি নানা প্রকার

১ পীড়া প্রকাশের পূর্ব্বে স্থানিক বা সাধারণ দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে রোগী সবল থাকিলেও বিশেষ অনুসন্ধানে তাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিশ্চয় করা যায়

২। আক্রান্ত স্নায়ুর কোন গভীর স্থান হইতে উর্দ্ধে উঠিবার সময় ঐ স্থানে বেদনানুভব হয় অস্থিময় নলী হইতে বাহির হইবার বা ফ্ইব্রাস্ ক্যাপ্সিয়া ভেদ করিবার সময় এইরূপ বেদনা হইতে পারে।

৩ পীড়ার সবল অবস্থাতেই বেদনা বিরামযুক্ত বা স্বল্পবিরাম-বিশিষ্ট হইয়া থাকে

৪ শান্তি বোধ বা অন্য কোন প্রকার দৌর্ব্বল্যবশতঃ পীড়ার প্রকাশ হইয়া পড়ে

৫। যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার জন্য জ্বর অধিক হয়, সেই সকল স্থানে অনেকেরই শিরোবেদনা হইতে দেখা যায়, সেই দিনে বেদনা

প্রায়ই কপালের অর্দ্ধাংশে হইয়া থাকে ও ইহাও এক প্রকার নিউরা'ল্জিয়া

৬ যৌবনাবস্থায় ২৫ ২৬ বৎসর বয়েসের সময় দৈহিক যন্ত্রাদির সমবর্দ্ধন সময়ে স্নায়ুগুলের উদ্দীপন হেতু এই ব্যাধি জন্মিতে পারে।

৭ যৌবনের পরে ও ধনীলোকদিগের আলস্যপ্রিয়তা ও শারীরিক অত্যাচার,মধ্যবিত্তের ধনচিন্তা, দরিদ্রের অন্নকষ্ট হেতু নানা চিন্তায় এই পীড়া হইয় থাকে

৮ স্নায়ুদৌর্ব্বল্যহেতু বার্দ্ধক্যেও এই পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহত থাকা সহজ নহে

৯ কোন কারণে শরীরে রক্তাল্পতা হইলে এই পীড় হওয়া বিচিত্র নহে এই অবস্থায় শরীরের সম্পূর্ণ পরিপোষণ হইতে পায় না, এজন্য নিউরাল্জিয়া হইতে দেখা যায়

এইরূপ নান কারণে এই ব্যাধি মানবগণের শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে; এজন্য চিকিৎসক রোগের কারণ প্রকৃতরূপে অনুসন্ধান করিয়া তবে চিকিৎসায় ব্রতী হইবেন যথার্থ কারণ নিশ্চয় করিয়া চিকিৎসা করিলে রোগোপশম করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

চিকিৎসা —উত্তমরূপে রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তদনুসারে নিম্নোক্ত ঔষধগুলির কোন একটী প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফললব্ধ হইবে

ডিকক্ট য়ালোজ কম্পাঃ	..	...	৪ আং
লাইকরিস পোটাশি	.	...	১½ ড্রাম
ইন্‌ফিউজি জেন্সিয়েন্ কম্পাঃ			৪ আং।

ছয় মাত্রা। প্রতিদিন প্রাতে একবার

টীং কুইনি কম্পাঃ	..	...	ই-আ ২।
লাইকরিস আর্শেনিক্	...	.	১৭½ বিন্দু
ফেরিরেট য়্যামনি সাইট্রাটিস	...	..	৩০ গ্রেণ
য়্যাকোয়া অর‍্যান্সিয়াই	...	.	৭½ আং

ছয় মাত্রা। দিবসে তিনবার; আহারের পর তিনবার সেবনীয়

ফেরি রেডাক্টি	...	৩৬—৬০ গ্রেণ।
পেপ্‌সিন্ পো সি'	...	৩৬ গ্রেণ।
জিঙ্কি ফস্‌ফ্যাটিস্	...	১৮ গ্রেণ।
গ্লিসরিন		উপযুক্ত পরিমাণে

২৪টী বটী করিবে প্রতিদিন আহারের পরে এক একটী প্রয়োগ করিতে হইবে

ফেরি ফস্‌ফ্যাটিস্	৪০ গ্রেণ।
য়্যাশিডি ফস্‌ফর্যাটিস্ ডাইলিউটিস	১২ ড্রাম।
সিরাপি অর্যান্টি ক্লোরিস্	২ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার

ফেরিয়েট য়্যামোনিয় সাইট্রাটিস্	৪০ গ্রেণ।
লাইকরিস স্ট্রীকুনিয়া	২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজি কোয়াসিয়া	৭২ আং।

আট মাত্রা দিবসে দুইবার

সোডি হাইপোফস্ফাইটী	৮০—২৭০ গ্রেণ
স্পিরিটাস ইথারিস	২ আং।
টীং সিঙ্কোনা ফ্লেভ	১২ আং।

উহার ছোট এক চামচ ঔষধ বড় ২ মের এক ১।১ জলের সহিত এক মাত্র এরূপ তিন মাত্রা দিবসের মধ্যে সেবন করাইবে

এতদ্ব্যতীত বেদনা নিবারণ জন্য ১ ২ গ্রেণ মাত্রায় এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা দেওয়া যাইতে পারে কেহ কেহ এই রোগে ১—২ গ্রেণ মাত্রায় ক্যানাবিস ইণ্ডিকার এক্‌ষ্ট্রাক্ট প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেন, তাহাতে অর্দ্ধ কাপালিক বেদনার উপশম হইতে পারে।

পথ্য।—অধিক পরিমাণে দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত,সর,কর্ডলিভার অয়েল, অলিভ অয়েল, তার্পিন তৈল, নারিকেল তৈল, মেদযুক্ত মাংস।

প্রচুর বস্ত্রাদিতে দেহ আবৃত করিয়া রাখিবে শীত ও বর্ষাকালে ফ্লানেল ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। অল্প পরিমাণে শারীরিক শ্রমও কর্ত্তব্য, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন মতে শরীর দুর্ব্বল হইতে না পায়

লোক্যাল্ স্প্যাজম্ বা স্থানিক অঙ্গগ্রহ।—ইহা পেশীস্তরের বা পেশীর আকস্মিক বা অনৈচ্ছিক আকুঞ্চন মাত্র। এরূপ পেশীর আকুঞ্চনের সহিত বেদনা থাকিলে তাহাকে ক্র্যাম্প বলা যায়। হস্ত পদাদি, পাকাশয়, অন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের পেশীর যন্ত্রণাদায়ক আকুঞ্চনকে ক্র্যাম্প কহে।

চিকিৎসা।—চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে ইহার কারণ নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য। ব্রোমাইড অফ পোটাসিয়ম্ ইহার প্রধান ঔষধ। কোন প্রকার লিনিমেণ্টের সহিত ক্লোরোফরম মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

বৈদ্যকে বাতব্যাধি রোগ চিকিৎসা।

বাতব্যাধির কারণ ও উৎপত্তি।—রুক্ষ, শীতল, অল্প পরিমাণ ও লঘুপাকী দ্রব্য ভোজনে, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ ও জাগরণে, অবিধি রক্তস্রাব, বমন ও বিরেচনে, অতিশয় লম্ফ প্রদানে, উচ্চস্থান হইতে পতনে, অতি সন্তরণে, অতিশয় পথভ্রমণ ও ব্যায়ামে, অবিধি অঙ্গ সঞ্চালনে, রসাদি ধাতু ক্ষয়ে, চিন্তা, শোক, রোগ দ্বারা শরীর অতিশয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মল মূত্রের বেগ রোধ করিলে, অপক্ক রস অথবা উপবাসে, শরীরের কোন স্থান আহত হইলে, মর্ম্মস্থান আহত হেতু ও হস্তী ও অশ্ব হইতে পতিত হইলে, বায়ু বৃদ্ধি হইয়া শূন্যগর্ভ স্রোত সমূহে অর্থাৎ শিরা ও ধমনী সমূহে প্রবেশ করিয়া বিবিধ প্রকার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী কিম্বা একাঙ্গব্যাপী রোগ উৎপাদন করে।

বাতব্যাধির পূর্ব্বরূপ ও লক্ষণ।—বাতব্যাধির অল্প প্রকাশিত লক্ষণকে ইহার পূর্ব্বরূপ, অর্থাৎ পূর্ব্ব লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপ প্রকাশিত হইলে ইহার রূপ অর্থাৎ আকৃতি বলা যায়, এবং লোপ পাইলে

রোগের সাম্যাবস্থা হয়,—যেমন অপতন্ত্রক, অপতানক প্রভৃতির প্রকাশিত লক্ষণের বিনাশে রোগী অনেকটা সুস্থভাব প্রাপ্ত হয়।

দূষিত বায়ুজনিত রোগের লক্ষণ—সন্ধিস্থান সঙ্কোচন, সন্ধিচালনশক্তি লোপ, অস্থি ও সন্ধি স্থান ভগ্ন, রোমহর্ষ, প্রলাপ অর্থাৎ অনর্থক বাক্যব্যয়, হস্তে, পৃষ্ঠে, মস্তকে বেদনা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুব্জত্ব, অঙ্গ শুষ্কতা অর্থাৎ বাহু মুখ প্রভৃতির শুষ্কতা, অনিদ্রা, অল্প নিদ্রা, গর্ভবিকৃতি ও গর্ভশক্তির লোপ, শরীর কম্পন, শরীরের অসাড়তা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানহীনতা, মস্তক বসিয়া যায়, নাসিকা চেপ্টা হয়, কণ্ঠ ও বক্ষের সন্ধিস্থান, গ্রীবা ও বক্ষ গহ্বরে এবং চক্ষু কোটরে প্রবেশ করে, ওষ্ঠ ও চর্ম্মাদির বিদারণ, শরীরের ব্যথা ও যাতনা, হস্তপদাদি বিক্ষেপ ও পরিশ্রম, দূষিত বায়ু, এই সকল লক্ষণ জন্মায়। এ ভিন্ন বায়ু ও পিত্তের সহিত মিলিয়া স্থানবিশেষে বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপাদন করে, ক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে।

কোষ্ঠস্থিত ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বায়ুর কার্য্য।—কোষ্ঠস্থিত দূষিত বায়ু মল মূত্র রোধ করে, এবং বাধি, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্ববেদনা জন্মায় সর্ব্বাঙ্গস্থিত দূষিত বায়ু কম্প, শরীরে বেদনা এবং সন্ধিস্থান ভেদী বেদনা জন্মায়

পক্বাশয়স্থিত বায়ুর কার্য্য।—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু মল, মূত্র ও বায়ুনিঃসরণ রোধ করে, অশ্মরী ও শর্করা রোগ, বেদনা, আধ্মান, জঙ্ঘা, উরুতে, পাদে ও মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রদেশে বেদনা ও শুষ্কতা জন্মে।

আমাশয়স্থিত বায়ুর কার্য্য—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু পার্শ্বদেশে, হৃদয়ে, নাভিতে ও পেটে বেদনা, পিপাসা, উদ্গার, বিসূচিকা রোগ, কাস, কণ্ঠ ও মুখশোষ এবং শ্বাস জন্মাইয়া থাকে।

পক্বাশয়স্থিত বায়ুর অপর কার্য্য।—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ব্যতীত আরও অনেক কার্য্য করে যথা,—অন্ত্রে কখন গুড়গুড়া শব্দ, কখন বা অন্য প্রকার শব্দ, অতিকষ্টে বাহ্যে ও প্রস্রাব হয়, এবং কর্ণ, ত্বক, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট করে।

চর্ম্মস্থিত বায়ুর কার্য্য—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু চর্ম্ম রুক্ষ

অর্থাৎ সিদ্ধত শূন্য, বিদীর্ণ, কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ, বিস্তৃত এবং কখন ব্রণ হয়। এতদ্ব্যতীত রোগীর সন্ধিস্থানে বেদনা হয়

রক্তস্থিত বায়ুর কার্য্য।—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু শরীরে বেদনা, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, ব্রণ ও আহারান্তে শরীরের গুরুতা জন্মায়

মাংস ও মেদস্থিত বায়ুর কার্য্য ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু শরীরের গুরুতা, বিনা পরিশ্রমে শ্রমজ্ঞান, যষ্টি ও মুষ্ট্যাঘাতের ন্যায় শরীরে বেদনা জন্মায়

মজ্জা ও অস্থিস্থিত বায়ুর কার্য্য।—ইহাতে স্থিত বায়ু অস্থি ও সন্ধিস্থানে বেদনা, কৃশত্ব, দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা এবং বিরামশূন্য বেদনা জন্মায়

শুক্রস্থিত বায়ুর কার্য্য। ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু শুক্র ও গর্ভ শীঘ্র স্রাব করে এবং শুষ্ক করিয়া ফেলে, অথবা শুক্র ও গর্ভ বিকৃত করে।

শিরাস্থিত বায়ুর কার্য্য —ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু শরীর বেদনা, শিরাসঙ্কোচন, শিরার স্থূলত্ব, ধনুষ্টঙ্কার, কুব্জত্ব ও খাইলধর উৎপাদন করে।

স্নায়ুস্থিত ও সন্ধিস্থিত বায়ুর কার্য্য।—স্নায়ুস্থিত দূষিত বায়ু সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও একাঙ্গব্যাপী রোগ জন্মায় সন্ধিস্থিত বায়ু সন্ধিস্থান শিথিল, স্তম্ভিত ও বেদনা এবং গুড়গুড়া শব্দ করে

পিত্তমিশ্রিত ও কফমিশ্রিত প্রাণবায়ুর কার্য্য।—পিত্তমিশ্রিত প্রাণবায়ু বমন ও জ্বালা এবং কফমিশ্রিত প্রাণবায়ু দুর্ব্বলতা, তন্দ্রা, বিষণ্ণতা ও মুখের বিরসতা জন্মায়

পিত্তমিশ্রিত ও কফমিশ্রিত উদানবায়ুর কার্য্য।—পিত্তমিশ্রিত উদানবায়ু জ্বালা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, ক্লান্ততা, এবং কফমিশ্রিত উদানবায়ু ঘর্ম্মরোধ, হর্ষ, মন্দাগ্নি এবং শীত উৎপন্ন করে

পিত্ত ও কফমিশ্রিত সমানবায়ুর কার্য্য।—পিত্তমিশ্রিত

সমান বায়ু ঘর্ম্ম, জ্বালা, শরীরের উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা রোগ জন্মায়, এবং কফ-মিশ্রিত সমান বায়ু মলবদ্ধ করে ও রোমহর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চ জন্মায়

পিত্ত ও কফমিশ্রিত অপানবায়ুর কার্য্য।—পিত্তমিশ্রিত অপান বায়ু জ্বালা শরীর উষ্ণ ও রক্তস্রাব, এবং কফমিশ্রিত অপান বায়ু আপন শরীরের নীচের অংশে গুরুতা শীত জন্মায়।

পিত্ত ও কফমিশ্রিত ব্যানবায়ুর কার্য্য —পিত্তমিশ্রিত ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক জ্বালা, অঙ্গবিক্ষেপণ, ক্লান্ততা, এবং কফমিশ্রিত কর্ত্তৃক স্তম্ভন অর্থাৎ হনুস্তম্ভাদি দণ্ডাপতানক, শরীরবেদন এবং শোথ উৎপাদন করে

চিকিৎসা।—বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বাদু অম্ল ও লবণ রসযুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নেহ বস্তি ক্রিয়া কর্ত্তব্য

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুতে রোগীকে দুগ্ধপান করাইবে। আমাশয়স্থ বায়ুতে রোগীর বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়া দ্বারা রুক্ষ স্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিকারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। পক্বাশয়স্থ বায়ুতে তৈলাদির দ্বারা বিরেচন করাইবে।

বস্তিগত বায়ুতে বস্তিশুদ্ধি, এবং রক্ত মাংস ত্বক্ ও শিরাশ্রিত বায়ুতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। স্নায়ু, সন্ধিস্থল এবং অস্থিতে বাতাশ্রিত হইলে, স্নেহ প্রলেপ, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও মর্দ্দনাদি করিবে ত্বগ্গত বায়ুতে স্বেদ, তৈলাদি মর্দ্দন, অবগাহন ও সুমিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে।

বায়ু রক্তগত হইলে শীতল প্রলেপ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ এবং মাংস ও মেদগতে বিরেচন পিচকারী দেওয়া এবং প্রশমন ঔষধ ব্যবস্থ। অস্থি বা মজ্জাগত হইলে স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গ ব্যবস্থা

বায়ু শুক্রগতে সুস্বাদ, বলকার, শুক্রজনক অন্ন ভোজন করিবে। শুক্রের মার্গ রোধ হইলে বিরেচক ঔষধ দিবে ইহা দ্বারা বায়ু সরল হওয়াতে শুক্রনির্গমনের পথ উন্মুক্ত হয়।

আক্ষেপক রোগের সাধারণ লক্ষণ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।—গতিশীল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বায়ু শরীরের সমস্ত ধমনীতে প্রবেশ করিলে শরীর পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হয়, ইহাই সাধারণ লক্ষণ। পুনঃ পুনঃ শরীর আক্ষিপ্ত অর্থাৎ সঞ্চালিত হয় বলিয়া ইহার নাম আক্ষেপক।

চিকিৎসা।—পারা গন্ধক লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ মাসা এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিবস রাখিবে। উদ্ধৃত করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল অগ্নি বিবেচনায় মাত্রা ব্যবস্থা করিবে ইহার নাম "চতুর্ম্মুখ রস"

মহা সুগন্ধি তৈল।—তিল তৈল ৪ সের মঞ্জিষ্ঠা, চোর কাঁটকী, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী, বচ, গুবাক বৃক্ষের ছাল গুড়ত্বক, তেজপত্র, গন্ধ তৃণ, শঠি, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুথা, মিলিত ২ পল এই কল্কে প্রথম পাক করিবে। জটামাংসী, মুরামাংসী, দনা, চম্পক পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মরুবক পুষ্প, পিড়িং শাক, মিলিত ২ পল, গন্ধবিরজী, কুন্দুর খোটি, নখী, নালুকা শুণ্ঠ প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেত চন্দন, জাতী পুষ্প, খটাসী, কাঁকলা, অগুরু, লত কস্তুরি, কুম্কুম, প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্যে তৃতীয় কল্ক পাক করিবে পাকান্তে তৈল হইতে খাটাসী উদ্ধৃত করিয়াই শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশাইবে বিল্বাদি পঞ্চ দ্রবের কাথে প্রথম কল্ক পাক করিবে। গন্ধাম্বু দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক ও অগুরু গন্ধবারিতে তৃতীয় কল্ক পাক করিবে

অপতন্ত্রক রোগের লক্ষণ।—পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদি কারণে কুপিত অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ বায়ু স্বস্থান হইতে শরীরের উর্দ্ধদেশে গমন করিয়া প্রথমতঃ হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং ঐ হৃদয়স্থানকে বিকৃত করিয়া মস্তকে ও শঙ্খে অর্থাৎ কপালের পার্শ্বদ্বয়ে যাতনা প্রদান করিয়া ধনুকের ন্যায় রোগীর শরীর আকর্ষণ করিতে করিতে উহাকে মোহিত করে রোগী অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করে মুদ্রিত চক্ষু প্রকাশিত করিয়া স্থির রাখে এবং বাক্যহীন হইয়া পায়রার ন্যায় শব্দ করিতে থাকে

চিকিৎসা।—হরিদ্রা, বচ, কুড, পিপ্পলী, শুঠী, জীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব লবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করতঃ অবলেহ

প্রস্তুত করিবে মাত্রা ১ মাসা ২১ দিন সেবন করিবে ইহার নাম "কল্যান লেহ "

স্বল্প রসোন পিণ্ড —উপরিস্থিত ত্বকশূন্য পেষিত রসুন ১২ তোলা, হিঙ্গু, জীরা, সৈন্ধা লবণ, সচল লবণ, ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাসা, সমুদায় একত্র মাড়িয় ।০ তোল মাত্রায় এবও মূলের কাথের সহিত এক মাস সেব্য .

বৃহৎ পঞ্চমূল এবং বেড়েলার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে।

অপতানকের লক্ষন।—পূর্ব্বোক্ত রুক্ষাদি কারণে কুপিত বায়ু রোগীর দর্শনশক্তি রোধ করিয়া চেতনা লোপ করে এবং কণ্ঠে নানা প্রকার শব্দ জন্মায় কিছুকাল পরে রোগী চেতনা প্রাপ্ত হইলে সুস্থ হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার অজ্ঞান হয়।

চিকিৎসা —তিল তৈল ১৬ সের কাথ দ্রব্য বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারী মূলের ছাল, সোণা মূলের ছাল, পারুল মূলের ছাল, গালিধা মূলের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধ, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, গোক্ষুর, পুনর্ণবা প্রত্যেক ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪সের। কল্ক—শুল্পা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাসানি, রাস্না, অশ্বগন্ধ, সৈন্ধব, পুনর্ণবা মূল, প্রত্যেক ২ পল, শতমূলীর রস ১৬ সের, গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ৬৪ সের ইহার নাম ' মধ্যম নারায়ন তৈল '

যোগেন্দ্র রস।—রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেক ০ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে, ২ রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ত্রিফলার জল ও চিনির সহিত সেবনীয় রাত্রিতে গব্য দুগ্ধ পান করিবে।

দণ্ডাপতানকের লক্ষণ।—কফযুক্ত বায়ু শরীরের সমস্ত ধমনীতে প্রবেশ করিয়া শরীরকে দণ্ড অর্থাৎ যষ্টির ন্যায় স্তম্ভিত ও দৃঢ় করে

চিকিৎসা।—তিল তৈল ৪ সের। মাষার্থ স যকলাই ৪ সের, দশমুল ৬০ সের, বেড়েলা মূল ২৫ পল কেতকী মূল ২৫ পল, কুক্কুট মাংস ৩০

পল, ঝাঁটী মূল ২৫ পল, পাক জন্য জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের দুগ্ধ ১৬ সের, কল্ক জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, কটফল, ত্রিকটু, বাস্না, পিপ্পলী মূল যষ্টীমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুলুফা, বিট, সৈন্ধব ও সচল লবণ, পিপ্পলী, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শঠী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মুথ, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, প্রত্যেক ২ তোলা ইহার নাম "মহা কুক্কুট মাংস তৈল।"

নকুলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ৪ সের ক্বাথ দ্রব্য—নকুল মাংস ২ সের, পাকজন্য জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের বেড়েলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের কল্কদ্রব্য জীবক, ঋষভক, কাঁকোলী, ক্ষীর কাঁকোলী, ঋদ্ধি বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, ত্রিকুট, ত্রিফলা, মুথ, অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা।

ধনুস্তম্ভ অর্থাৎ ধনুষ্টঙ্কারের সামান্য লক্ষণ।—দূষিত বায়ু স্নায়ু সঙ্কোচ করিলে শরীর ধনুকের ন্যায় বক্র হয়

ধনুস্তম্ভের বিশেষ লক্ষণ—ইহা দুই প্রকার, প্রথম প্রকারে স্নায়ু, অঙ্গুলী, গুল্ফ অর্থাৎ পাদগ্রন্থি, উদর, হৃদয়, বক্ষ ও গলদেশের বায়ুকে আকর্ষণ করিলে রোগীর দৃষ্টি স্তম্ভিত, হনু অর্থাৎ গণ্ডস্থলের উপরিভাগ বোধ, পার্শ্ব ভগ্ন এবং কফ বমন হয় ও রোগী ধনুকের ন্যায় সম্মুখদিকে বক্র হয় দ্বিতীয় প্রকারে বায়ু শরীরকে পশ্চাৎ দিকে আকর্ষণ করিয়া বিপরীত ভাবে ধনুকের ন্যায় শরীর বক্র করে, ইহাতে বক্ষস্থল, কটীদেশ এবং উরু ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা অসাধ্য

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, পাকজন্য জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের, শতমূলীর রস ৪সের। কল্ক—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী যষ্টিমধু মিলিত ১ সের ইহার নাম "ছাগলাদ্য ঘৃত"

রসরাজ রস।—রসসিন্দুর ৪ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণ ১তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ইহার সহিত লৌহ, রূপা, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ,

জয়ত্রী, ক্ষীর কাঁকলা প্রত্যেক ।০ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও চিনির জল।

অভিঘাতজ আক্ষেপকের কারণ ও লক্ষণ। আক্ষেপক চারি প্রকার; প্রথম দণ্ডাপতানক, দ্বিতীয়—প্রথম প্রকার ধনুস্তম্ভ, তৃতীয়—দ্বিতীয়প্রকার ধনুস্তম্ভ চতুর্থ—অভিঘাতজ আক্ষেপক। শেষোক্ত ব্যতিরেকে সকলেরই লক্ষণ, ঔষধ চিকিৎসা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য শেষোক্তের লক্ষণই লিখিত হইতেছে। কফ ও পিত্তমিশ্রিত বায়ু অথবা কেবল বায়ু যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া অভিঘাতজ আক্ষেপক জন্মায়। ইহাতে সামান্য আক্ষেপকের লক্ষণ লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা। পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপকের সহিত অভিঘাতজ আক্ষেপকের লক্ষণের ঐক্য আছে, সুতরাং চিকিৎসাও পূর্ব্বোক্ত প্রকার জানিতে হইবে।

অপতানকের অসাধ্য লক্ষণ। — গর্ভপাতজ, অতিশয় রক্তস্রাবজ ও অভিঘাতজ অপতানক অসাধ্য।

পক্ষাঘাতের লক্ষণ।— বায়ু শরীরের অর্দ্ধেক শিরা ও স্নায়ু শুষ্ক করিয়া শরীরের অর্দ্ধাংশ অসাড় করে সুতরাং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সাধারণে ইহাকেই পক্ষাঘাত কহে। আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ ইহাকে একাঙ্গ রোগ এবং পক্ষবধ বলেন। সমস্ত শরীর আক্রান্ত হইলে সর্ব্বাঙ্গ রোগ বলা যায়।

চিকিৎসা।—তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, মাষকলাই ৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্ক—অশ্বগন্ধা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, গন্ধভাদুলে, কুড়, পরুষফল, বামুনহাটী, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্ণবা, ছোলঙ্গফল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, শুল্‌ফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপ্পলীমূল, চিতামূল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, মুগানি, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, মিলিত ১ সের। এই তৈল পান ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহার নাম "নিরামিষ তৈল"।

হিমসাগর তৈল।—শতমূলীর রস ৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ড জল ৪ সের, আমলকী রস ৪ সের, শিমুল মূলের রস

৪ সের, গোক্ষুর রস ৪ সের, নারিকেল জল ৪ সের, কদলী মূলের রস ৪ সের দুগ্ধ ১৬ সের তিল তৈল ৪ সের কল্ক—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, হরিতকী, খট্টাশী, পিড়িংশাক, কুন্দরু খোটি, বালুকা, শতমূলী, লোধ কাষ্ঠ, মুথা, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়ত্রী মঞ্জরী শঠী শ্বেতচন্দন, গেঁটেলা, কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা যথালাভ গন্ধদ্রব্য প্রদান করিবে।

বাতপিত্ত ও বাতশ্লেষ্ম পক্ষাঘাতের লক্ষণ। বাতপিত্ত জনিত পক্ষাঘাতে জ্বালা, উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা হয়। বাতশ্লেষ্মজে শরীরের শীতলতা ও শোথ হয়

চিকিৎসা। তিল তৈল ৫৪ সের ক্কাথার্থ—মূল-পত্র, শাখা, সহিত গন্ধভাদুলিয়া ৩০ পল শতমূলী, অশ্বগন্ধা কেশর মূল, দশমূলের প্রত্যেক, বেড়েলা ঝাঁটীমূল প্রত্যেক ১০০ পল, পাকজন্য জল ৬৪০০ সের, শেষ ৬৪ সের কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্কাথ ১৬ সের, অর্থাৎ মাংস ৮সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্ক—ভেলা, মুটী, তগরপাদুকা, শুঠী, পিপ্পলী, চিতামূল, শঠী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলে মূল, পিপ্পলীমূল, দেবদারু, শুলফ, ছোট এলাইচ, গুড়ত্বক, বালা, কুঙ্কুম, কস্তুরী, মঞ্জিষ্ঠা, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরখোটী, হরিদ্রা, রক্তবচ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন কাঁকলা, বালুকা, মুথা, কৃষ্ণ গুরু, সুঁদি, তেজপত্র, শঠী, রেণুক, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, কেতকী, ত্রিফলা, আলকুশীমূল, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, পদ্ম, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, বেণার মূল, জটামাংসী, জীবক, ঋষভক মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাঁকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, দশমূল, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতাকস্তুরী ফল, জায়ফল, সুপারি, গন্ধরস, ইহাদের প্রত্যেক ৩ পল এই তৈল ৬ প্রকারে প্রয়োগ করিবে। মর্দ্দনে ত্বগ্‌গত, পানে কোষ্ঠগত, ভোজনে সূক্ষ্ম নাড়ীস্থ নস্যে ঊর্দ্ধগত, নিরূহ ক্রিয়ায় সর্ব্বদেহস্থ এবং বস্তিক্রিয়ায় পক্কাশয়স্থ বাতরোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম "অষ্টাদশ শতিকা প্রসারিণী তৈল"

বৃহদ্বাত চিন্তামণি।—স্বর্ণ ৩ ভাগ রূপা ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ, রসসিন্দুর ৭ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ব্যাধিবিশেষে অনুপান ব্যবস্থেয়।

পক্ষাঘাতের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। বাতজ পক্ষাঘাত অসাধ্য বাতপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ পক্ষাঘাত অসাধ্য ধাতুক্ষয়জ পক্ষাঘাতও অসাধ্য

অর্দ্দিত রোগের কারণ ও লক্ষণ। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ, উচ্চ হাসি, জৃম্ভন অর্থাৎ হাই, ভারবহন অবিধিপূর্ব্বক শয়ন, এই সকল কারণে বর্দ্ধিত বায়ু মুখে যাতনা দিয়া অর্দ্দিত রোগ জন্মায় ইহাতে রোগীর মুখের অর্দ্ধাংশ ও গ্রীবাদেশ বক্র, মস্তক কম্পন, বাক্যরোধ, এবং চক্ষু, ভ্রূ প্রভৃতি বক্র হয়,—অধিকন্তু যে পার্শ্বে বক্রতা রূপাবিকৃতি জন্মে, সেই পার্শ্বে বেদনা জন্মায়

চিকিৎসা।—তিল তৈল ৪ সের, বেড়েলামূলের কাথ ৩২ সের, মিলিত দশমূলের কাথ ৩২ সের, যব, কুলশুঁঠ ও কুলত্থ কলায়ের কাথ মিলিত ৩২ সের দুগ্ধ ৩২ সের। কল্ক জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকলী ক্ষীরকাঁকলা, মুগাণি, মাষাণি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, শৈলেয়, অগুরু, শ্বেত ধুনা সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, পীত চন্দন, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, তগর পাদুকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলফা, পুনর্ণবা মিলিত ১ সের ইহার নাম "মহা বলা তৈল"

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —রসুন ছেঁচিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিবে। নবনীতের সহিত মাষকলায়ের পিষ্টক ভক্ষণ দুগ্ধ এবং মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন ও সায়ংকালে দশমূলের কাথ পান করিলে অর্দ্দিত রোগ ভাল হয় তিল তৈল বা কাঁজিপরিপূর্ণ টবে অবগাহন করিবে।

মন্যাস্তম্ভের লক্ষণ।—জিহ্বানির্লেখনে অর্থাৎ পরিষ্কার করণে, শুষ্ক দ্রব্য ভক্ষণে, হনুস্থানে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে, হনুস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া মুখ বিস্তার করিয়া অথবা আবৃত করিয়া রাখে রোগী

অতি কষ্টে চর্ব্বণ করিতে ও কথা কহিতে পারে। দিবা নিদ্রা, অসমান স্থানে উপবেশন ও বিকৃতভাবে ঊর্দ্ধদিকে দর্শন দ্বারা কুপিত বায়ু শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত হইয়া মন্যা স্তম্ভিত করে।

চিকিৎসা। তিল তৈল ৪ সের। কাথার্থ গন্ধভাদুলে ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা মূল ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্য বা মহিষ দুগ্ধ ১৬ সের। পথ্য ও শতমূলী প্রত্যেকের ৪ সের রস। কল্কদ্রব্য—শুল্ফ, পিপ্পলী, এলাইচ, কুড়, কণ্টক বী, শুঠী, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপানি, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, কুড়, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল, শতমূলী, প্রত্যেক ২ তোলা। ইহার নাম "পুষ্পবাজ প্রসারিণী তৈল"।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—বৃহৎপঞ্চমূল অথবা দশমূলের কাথ পান করিবে।

জিহ্বা স্তম্ভের লক্ষণ।—বায়ু শব্দবহী শিরা সমুদয়কে বদ্ধ করিয়া জিহ্বাকে স্তম্ভিত করে। রোগী পান ভোজন দিতে অসক্ত হয়।

চিকিৎসা।—বেড়েলা ১২॥০ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, পাকজন্য জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের, গুড় ৩॥০ সের, ধাইফুল ২ সের, ক্ষীর কাঁকলা ২ পল, এরণ্ড মূল ২ পল, রাস্না, এলাইচ, গন্ধভাদুলে, লবঙ্গ, বেণার মূল, গোক্ষুর, প্রত্যেক ১ পল। একত্রে ১ মাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। ইহার নাম 'বলারিষ্ট'।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—ঘৃত তৈলাদির গণ্ডূষে উপকার দর্শে।

শিরাগ্রহের লক্ষণ।—বায়ু রক্তের সহিত মিলিত হইয়া গলদেশ স্থিত শিরাসমূহকে রুক্ষ বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ করে। এই রোগ অসাধ্য।

গৃধ্রসী রোগের লক্ষণ।—ইহাতে কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে বেদনা ও জড়তা জন্মে এবং পরে পুনঃ পুনঃ কম্পিত হয়। গৃধ্রসী বায়ু কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়, ইহাতে বায়ু ও কফজ তন্দ্রা, গুরুতা ও অরুচি জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা, হবুষ, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, রাস্না, শুলফা, শঠী, যমানী, শুঠী, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, গুগ্গুলু ১২ তোলা, ঘৃত ৬ তোলা। প্রথমে ঘৃতে গুগ্গুলু

মাড়িয়া পরে সমুদায় একত্রে মাড়িবে মাত্রা ০ তোলা অনুপান মদ্য, মাংস দিব যূষ, দুগ্ধ বা উষ্ণ জল .

মুষ্টিযোগ —গোমূত্রের সহিত ১ মাস এরণ্ড তৈল পান করিলে গৃধ্রসী রোগ প্রশমিত হয়

মৃদু অগ্নিতে শেফা [illegible] কা পত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে পেষিত এরণ্ড ফলে দুগ্ধের সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া শুণ্ঠী চূর্ণের সহিত ভক্ষণীয় .

বিশ্বচীর লক্ষণ —যে কণ্ডরা বাহু পৃষ্ঠ হইতে হস্তের উপর দিয়া আসিয় অঙ্গুলীপ্রান্তে শেষ হইয়াছে, ইহাতে সেই কণ্ডরা দূষিত হইয়া হস্তের কার্য্য অর্থাৎ আকুঞ্চন প্রসারণাদি লোপ হয়

ক্রোষ্টুক শীর্ষের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও লক্ষণ —বায়ু ও শোণিত কর্ত্তৃক উরু ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে অর্থাৎ জানুতে শোথ হয়, ইহা ক্রোষ্টুকের অর্থাৎ শৃগালের মস্তকের ন্যায় বড় হয় বলিয়া ইহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে

খঞ্জ ও পঙ্গুর লক্ষণ ইহাতে কটীস্থিত বায়ু কোন এক জঙ্ঘের কণ্ডরা আকর্ষণ করিয়া জঙ্ঘার শক্তি লোপ করে। যে জঙ্ঘাদ্বয়ের শক্তি লোপ হয়, তাহাকে পঙ্গু বলে যে রোগে রোগী গমন করিবার সময় কম্পিত হইয়া নিরন্তর বেগে গমন করে এবং রোগীর পদসন্ধিবন্ধন শিথিল হয়, তাহাকে খঞ্জ বলে

চিকিৎসা —তিল তৈল ১৬ সের কাথার্থ—গন্ধভাদুলে ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, কাঁজি ১৬ সের দুগ্ধ ৩২ সের কল্ক -চিতামূল, পিপ্পলী মূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুলফ, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, ভেলার মুটী, প্রত্যেক ১ পল ইহার নাম "কুব্জ প্রসারিণী তৈল "

সপ্তশতিকা প্রসারিণী তৈল।—তিল তৈল ১৬ সের কাথার্থ মূল ও পত্রসহিত শরৎকালে উদ্ধৃত গন্ধভাদুলে ১২০ সের, ঝাঁটীমূল, শতমূলী, বেড়েলা, আলকুশী মূল, অশ্বগন্ধা কেশার মূল, প্রত্যেক ১২০ সের। চারি গুণ জলে পাক করিয়া পৃথক পৃথক কাথ প্রস্তুত করিবে

দশিব মাত, ছাগ মংসের ক থ, দুক, দুগ্ধ, দধি প্রত্যেক ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য—তগর পাদুকা, মদন ফল, কুড় নাগেশ্বর, মুথা, গুড়ত্বক, রাস্না, গোক্ষুর, পিপ্পলী জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা যষ্টীমধু মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, শুলফ, নখী, শুঠী, দেবদারু, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা বচ, ভেলার মুটী, প্রত্যেক ৪ তোলা

বাতকণ্টক রোগের লক্ষণ —অবৈধ পাদস্থাপনে অথবা পথ-শ্রমে কুপিত বায়ু শুলফ অর্থাৎ গোড়ালিতে বেদনা জন্মায় ইহার নাম বাতকণ্টক।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—ইহাতে পাদদেশের রক্তমোক্ষণ, উষ্ণ সূচী দ্বারা দাহ বা এরণ্ড তৈল পান ব্যবস্থেয়।

পাদদাহের লক্ষণ —ইহাতে বায়ু পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাদে জ্বালা উৎপাদন করে এবং চলিয়া বেড়াইলে জ্বালা কম পড়ে

চিকিৎসা।—তিল তৈল ৪ সের। কাথার্থ গুলঞ্চ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের কল্ক—গুলঞ্চ ১সের ইহার নাম "গুড়ূচী তৈল"

পাদহর্ষের লক্ষণ —ইহাতে বায়ু ও শ্লেষ্মা দুষিত হইয়া পাদ-দ্বয়কে অসাড় করে অর্থাৎ পাদস্পর্শ করিলে রোগী জানিতে পারে না, নখ দিয়া চর্ম্ম্টী কাটিলেও বেদনা প্রাপ্ত হয় না বোমাঞ্চিত হইলে শরীর যেরূপ কণ্টকিত হয়, পায়ে ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—তিল তৈল ৪ সের কাথার্থ শালকলায়, মসিন, যব, ঝাঁটিমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, সোণাছাল, জটামাংসী আলকুশী বীজ, প্রত্যেক ৮ পল, পাকার্থ জল ;৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কাপাস বীজ, শণ বীজ, কুলথ কলায় কুলশুঠ প্রত্যেক ১৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্ক—শুঠ, পিপ্পলী, শুলফ, ভেরেণ্ড মূল, পুনর্ণবা, গন্ধভাদুলে, রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ, কটুকী মিলিত ১ সের ইহার নাম "মাষতৈল।"

অংশ শোষ ও আববাহুক রোগের লক্ষণ —অংশ শোষে বায়ু স্কন্ধস্থিত শ্লেষ্মা শুষ্ক করে যে রোগে স্কন্ধস্থিত বায়ু স্কন্ধদেশের শিরা সকল সঙ্কোচিত করে, তাহার নাম আববাহুক

চিকিৎসা। পূর্ব্বোক্ত মহাকুক্কুট মাংস, তৈল এবং নিরামিষ মহামাষ তৈল ইহাতেও প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

মূকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদ্গদত্বের লক্ষণ। বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া শব্দবাহী শিরা রোধ করিয়া মূকত্ব অর্থাৎ বাক্‌শক্তিহীনত্ব, মিন্মিনত্ব অর্থাৎ সানুনাসিক বচনত্ব গদ্গদত্ব অর্থাৎ অস্পষ্ট বচনত্ব জন্মায়।

তুনী রোগের লক্ষণ —যে রোগে মূত্রাশয় অথবা পক্বাশয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া অতি প্রবলরূপে মলদ্বারে অথবা উপস্থে অর্থাৎ লিঙ্গনালে ও যোনিতে প্রবেশ করে, সেই রোগের নাম তুনী।

প্রতিতুনীর লক্ষণ —যে রোগে মলদ্বার অথবা উপস্থ হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া অতি প্রবলরূপে পক্বাশয়ে প্রবেশ করে, সেই রোগের নাম প্রতিতুনী।

আধ্মানের লক্ষণ।-ইহাতে বায়ু কর্ত্তৃক পক্বাশয় স্ফীত হয় এবং উহাতে গুড়গুড়া শব্দযুক্ত ও বেদনা হইয়া থাকে।

প্রত্যাধ্মানের লক্ষণ —ইহাতে বায়ু ও কফ কর্ত্তৃক আমাশয় স্ফীত হয় এবং উহাতে গুড়গুড় শব্দ ও বেদনা হয়।

বাতষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলার লক্ষণ।—বাতষ্ঠীলায় বায়ু কর্ত্তৃক নাভির নীচে গতিশীল অথবা স্থির গোলাকার একটা গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট জন্মে এবং মল মূত্র রোধ হয়। উপরোক্ত গ্রন্থি যদি জঠরে অর্থাৎ নাভির উপরে হয় এবং বেদনাযুক্ত ও মল মূত্র রোধ করে, তাহা হইলে ইহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে।

চিকিৎসা —গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

মূত্রাশয়স্থিত দূষিত বায়ুর কার্য্য - ইহা স্থিত বায়ু দূষিত না হইলে স্বাভাবিক রূপ হইবা প্রস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু দূষিত হইলে নানা প্রকার অর্থাৎ অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

বেপথু ও খল্লীর লক্ষণ।—যাহাতে রোগীর সমস্ত শরীর কম্পিত হয় তাহার নাম বেপথু এবং যাহাতে পাদ, জঙ্ঘা, ঊরু ও কর-মূলের অবমোটন অর্থাৎ মোচড়ান জন্মে তাহাকে খল্লী বলে।

অনুক্ত বাত রোগ নির্ণয়ের নিয়ম পূর্ব্ববর্ণিত বাত রোগ

ব্যতীত আরও অনেক প্রকার বাত রোগ আছে, তাহার নাম নির্ণয় করিতে হইলে স্থান ও রূপ অনুসারে করিতে হয়। যেমন কুক্ষিতে শূল হইলে কুক্ষিশূল ইত্যাদি।

দোষের তারতম্য।—বাতজনিত যতগুলি রোগ লিখিত হইল, সে সমস্তেই পিত্ত ও কফের সংস্রব আছে। ঐ সকল রোগে প্রধানরূপে এবং পিত্ত ও কফ অপ্রধানরূপে অবস্থিত আছে।

সাধ্য লক্ষণ। হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও অপতানক রোগ অল্প দিনের এবং ধনী ব্যক্তির হইলে অনেক সময়ে এবং অতি যত্নে দূরীভূত হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু অল্প দিন জাত ও উপদ্রব রহিত উপরোক্ত রোগ সমূহ বলবান ব্যক্তির হইলে চিকিৎসা দ্বারা শান্তি হয়।

অসাধ্য লক্ষণ। বিসর্প দাহ মল মূত্র রোধ, মূর্চ্ছা, অরুচি ও মন্দাগ্নি এই সাতটি উপদ্রবযুক্ত বাত রোগ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে নাশ করে। বাত রোগীর শোথ, স্পর্শজ্ঞানহীনতা, কম্প, আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা, বেদনা এবং কেন স্থান ভগ্ন থাকিলে ঐ রোগ অসাধ্য।

প্রকৃতিস্থ বায়ুর কার্য্য।—যাহার শরীরস্থিত বায়ু দূষিত হয় নাই, যথাস্থানে অবস্থিত ও গতিরোধশূন্য, সেই ব্যক্তি নিরোগী হইয়া একশত বর্ষ জীবিত থাকিবে।

হোমিওপ্যাথিকে বাতব্যাধি চিকিৎসা।

প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত। অকস্মাৎ জ্ঞানের ধ্বংস, চলৎশক্তি হীনতা, অনুভবশক্তির হানি, নাড়ির মন্দ গতি, মৃদু নিশ্বাস ইত্যাদি পক্ষাঘাতের লক্ষণ।

কারণ।—মস্তিষ্কে আঘাত অথবা অন্য কোন কারণে পীড়া কিম্বা আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত এই পীড়া জন্মে।

উপরি উক্ত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদ অথবা অন্য কোন আক্রান্ত স্থানে আক্ষেপ হইতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টজন্য পরিশেষে মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা — মুখ আরক্ত হইলে "বেলেডোনা" দিতে হইবে। মুখমণ্ডল পাংশুটে বর্ণ ও মলিন হইলে "ওপিয়ম" প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়।

আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত আক্ষেপ হইতে থাকিলে "নক্সভমিকা" প্রয়োগ করিবে।

সর্ষপ চূর্ণ মিশ্রিত উষ্ণোদকে পদদ্বয় মগ্ন করিয়া রাখিবে, এবং স্কন্ধদেশে সর্ষপের বেলেস্তারা দিবে।

সায়াটিকা — ইহা এক প্রকার বাত। ইহাতে বেদনার সহিত অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে।

চিকিৎসা — দিবসে তিনবার "ব্রাইওনিয়া" এবং রাত্রে ও প্রাতে "মার্কুরিয়াস্" প্রয়োগ করিবে।

রাত্রিকালে পীড়ার আধিক্য হইলে "সিমিসিফিউগা" দিবসে তিন বার খাওয়াইবে। শয়নকালে "জেলসিমিনাম্" দিতে হইবে এবং অনিদ্রা থাকিলে শয়নের পূর্ব্বে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

খঞ্জত্ব দূর করিবার জন্য দিবসে তিনবার "নক্সভমিকা" খাইতে দিবে। মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌সন্ অথবা অন্য কোন প্রকার বাহ্য প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ।

বাত — ইহাতে কোন সন্ধিস্থানে অথবা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা হয়। বেদনাযুক্ত স্থান ফুলিয়া উঠে ও কখন কখন তাহার সহিত জ্বর হয়।

চিকিৎসা — বেদনাযুক্ত স্থানে ফ্লানেল দিয়া বাঁধা কর্ত্তব্য। অজীর্ণ দোষ থাকিলে দিবসে "নক্সভমিকা" এবং রাত্রে ও প্রাতে "রস্" খাইতে দিবে। বেদনাযুক্ত স্থানে "রস্ অপোডেলডক" কিম্বা "লিনিমেণ্ট" মর্দ্দন করিবে। পীড়া পুরাতন হইলে রাত্রিকালে "সালফার" খাইতে দিবে।

আর এক প্রকার বাত আছে, তাহা কেবল অঙ্গুলির বড় বড় সন্ধি-স্থানেই হইয়া থাকে ইহাতে ঐ সন্ধি স্থান হঠাৎ প্রদাহ ও বেদনা-যুক্ত হইয়া উঠে ইহার সহিত অজীর্ণ রোগও দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা —প্রদাহিত স্থানে তুলামিশ্রিত পশমী কাপড় দিয়া রাখিবে অজীর্ণ দোষ থাকিলে প্রথম দুই দিন দিবসে চ বিরার করিয়া “নকভমিকা” দিয়া পরে “সেডম্” প্রয়োগ করিবে অনিদ্রা নিবারণ জন্য রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে “য়া কোনাইট” দিতে হইবে

হাকিমীমতে পক্ষাঘাত চিকিৎসা।

এই রোগ দুই প্রকার, এক প্রকার অতি দুর্ব্বল ও বৃদ্ধদিগের হয়, তাহার প্রতিকারের উপায় নাই, অন্য প্রকার —অল্প বুদ্ধি, মোটা অথবা যাহারা অমিত ভোজন করে তাহাদের হইয়া থাকে

লক্ষণ —অনেক দিন ধরিয়া মস্তক ভার থাকে এবং বেদনা করে রোগী কখন কখন আঁ। কেন প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে না কখন কখন অঙ্গ অবশ হয়। কখন বা এক পা এক হাত, কখন বা দুই হাত কিম্বা দুই পা অবশ হয় ও চলৎশক্তি থাকে না

কারণ।—সর্দ্দি এবং অতিরিক্ত ভোজনজন্য এই ব্যাধি হইতে পারে

চিকিৎসা।—প্রথমে রক্তমোক্ষণ করাইবে, অল্প আহার দিবে, বিরেচক দ্বারা উদর পরিষ্কার করিবে অচেতনতা থাকিলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্কন্ধে বেলেস্তারা দিবে পরে নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পারা চূর্ণ ... ... ১০ মাসা।

মসব্বর ... ১ মাসা

একত্রে মর্দন করিয়া দুইটী বটী প্রস্তুত করিবে প্রথম দিবস সন্ধ্যার সময় দুইটী বটীই খাওয়াইবে পরদিবস প্রাতঃকালে—

বেউচিনি	.	..	১ মাসা।
মাতগুড়	..	.	১ মাসা।

একত্র বটী প্রস্তুত করিয়া আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে

অধিক কালের পুরাতন পীড়া হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

কুচিলা ফল চূর্ণ	..	..	১ রত্তি।
সাবান	.	..	২০ মাসা

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৪ টী বটী প্রস্তুত করিবে এবং প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক একটী করিয়া খাইতে দিবে বহুদিন সেবনে ইহাতে নিশ্চয়ই রোগোপশম হইবে।

বাতরোগ।—সন্ধিস্থলে বেদনা হয়, কখন কখন ফুলিয়া উঠে এবং লালবর্ণ হয় চলিবার সময় অত্যন্ত যাতনা হয়।

কারণ।—সর্দ্দি, কিম্বা ভিজা মাটিতে শয়ন, ইত্যাদি ইহার প্রকৃত কারণ

চিকিৎসা।—সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুলা থাকিলে—

আফিম	.	...	.. ১ মাসা।
পারা চূর্ণ	.	..	.. ৩ রত্তি।
ফুল খড়ি	.	.	... ৪ রত্তি।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ টী বটী প্রস্তুত করিবে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটী করিয়া খাইতে দিবে

সন্ধিস্থানে বেদনা হইলে সরিষা বাটিয়া তাহার উপর দিবে তাহাতে উপকার না দর্শিলে নিম্নোক্ত উপায় করিবে।

আফিম	...	...	. ১ রত্তি।
পারা চূর্ণ	...	...	... ১০ রত্তি।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে ভক্ষণ করিবে

তার্পিন তৈল	.	.	. অর্দ্ধ ছটাক।

সাবান	..	..	অ ছটাক।
আফিম	..	...	৵০ আনা।
সরিষার তৈল	.	..	১ ছটাক।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া বেদনার উপর মর্দ্দন করিবে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

এ্যালোপ্যাথিকে ড্রপ্সী বা শোথের চিকিৎসা।

সুস্থাবস্থায় দেহের সকল স্থান হইতে এক প্রকার জলীয় পদার্থ নিরন্তর গলিত ও শোষিত হইয়া থাকে, এজন্য ঐ পদার্থ সঞ্চিত হইতে পারে না কেবল যে স্থানে উহা উদ্ভব হয়, তাহা আর্দ্র থাকে মাত্র যে কারণে হউক, স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা এই গলিত পদার্থের পরিমাণ অধিক অথবা তাহা শোষণ করিবার শক্তি অল্প হইলে। ঐ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া ড্রপ্সি বা শোথ রোগ উৎপন্ন করে যে স্থানে শোথ হয় তাহা স্ফীত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে

চিকিৎসা —কোষ্ঠ পরিষ্কার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

ক্যালোমেলসম্	..	.	৫ গ্রেণ।
পাল্ভারিস্ জ্যালাপ	...	...	১৫ গ্রেণ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত ঔষধের তিন ঘণ্টা পরে সেবন করিতে দিবে।

ম্যাগ্নেসিয়া সল্ফ্যাটিস্	...	...	১২০ গ্রেণ।
ম্যানা	...		৬০ গ্রেণ।
টীং জ্যালাপ	.		১২ ড্রাম।
এ্যাকোয়া কারুই	..	..	১২ আং।

এক মাত্রায় সেবন করাইবে।

প্রস্রাব পরিষ্কার রাখিবার জন্য নীচের লিখিত ঔষধটী দিবে

টিং সিলি ... ১½ ড্রাম
টীং ক্যাম্ফর কম ওপিয়াই ... ৪ ড্রাম
লিকারিস্ য়্যামোনিয়া য়্যাসিট্যাটিস্ ... ½ ড্রাম ।
ডিকক্টি স্কোপারিয়াই ... ৮ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিন মাত্রা খাইতে দিবে

ঘর্ম্ম করাইবার জন্য গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিবে ও নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে

ভিন্ য়্যান্টিমোনিয়েল্ ... ½—১½ ড্রাম
লাইকরিস্ য়্যামোনিয়া য়্যাসিট্যাটিস্ ... ৪ ড্রাম
এক্স্ট্রাক্ট ওপিয়াই লিকুইডি ... ৩০ বিন্দু
য়্যাকোয়া ক্যাম্ফর ... ৬ আং

ছয়মাত্রা দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে

বমন করান আবশ্যক বোধ করিলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিতে হইবে

পাল্ভারিস্ সিনাপিস্ ... ... ½ আং ।
য়্যাকোয়া ... ২½ আং

একত্রে সেবন করাইবে

জিঙ্কি সল্ফেটিস্ ... ... ২০—৪০ গ্রেণ ।
জল ... ২½ আং ।

একত্রে খাইতে দিবে

পরিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক বোধ করিলে নিচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

হাইড্রার্জিরি ই করোসিভি সাব্লিমেটি ... ১ গ্রেণ ।
এক্স্ট্রাক্টি ওপিয়াই ... ৩—৬ গ্রেণ ।
গোয়াকি রেজিনা ... ১০০ গ্রেণ ।
গ্লিশরিণ ... বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত

২৪টি বটিকা হইবে দিবসে তিনটী সেবনীয়

বলাধান জন্য নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা ।

য্যাশিডি নাইট্রি সি ডাই		১২ ড্রাম।
স্পিরিটাস্ ইথারিস্ নাইট্রোসি	..	১২ ড্রাম।
সাকি ট্যারাক্সাসি	...	১২ আং।
টীং সেনা	.. ..	৪ আং।
ইন্‌ফিউজন্ জেন্সিয়ানি কম্পাঃ	...	৭২ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে।

বৈদ্যকে শোথ রোগ চিকিৎসা।

শোথোৎপত্তির নিয়ম —দূষিত বায়ু রক্ত পিত্ত ও কফ বহিস্থ শিরাতে নিয়া উহাদের কর্ত্তৃক রুদ্ধগতি হইয়া চর্ম্ম ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া রক্ত পিত্ত ও কফের সহিত উন্নত হইয়া উঠে এইরূপে যত প্রকারই উন্নত হউক, সকলকেই শোথ বলে

শোথের প্রকারভেদ।—কারণ এবং লক্ষণভেদে শোথ নয় প্রকার যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্ত-শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ ও বিষজ

শোথের পূর্ব্বরূপ।—শোথ হইবার পূর্ব্বে শরীরের উষ্ণতা ও শিরায়াম অর্থাৎ শিরাপ্রসারণবৎ পীড়া হইয়া থাকে

শোথরোগের কারণ।—শুদ্ধি অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি যোগ কিম্বা অনাহারে কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরু বস্তু এবং দধী, শাক ও বিরুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ সংযোগ দেশ কাল ও মাত্রাদি বিরুদ্ধ এবং বিষাক্ত দ্রব্য সেবনে শোথ জন্মে। অর্শ, পরিশ্রম, বমন, বিরেচনাদি বিরত, মর্ম্মদেশে আঘাত; আমগর্ভ, নিপাত, বমনকারক অথবা বিরেচক ঔষধ সেবনে সম্যকরূপে বমন বিরেচনাদি না হইলেও শোথ জন্মিয়া থাকে

শোথের সামান্য লক্ষণ —শরীরের গুরুতা, শোথ কখন বৃদ্ধি কখন হ্রাস, উষ্ণতা, শিরাসমূহের সূক্ষ্মতা, রোমহর্ষ, শরীরের বিবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকার শোথ রোগেই জন্মিয়া থাকে।

বাতজ শোথের লক্ষণ —ইহাতে শোথের চঞ্চলতা, চর্ম্ম রক্ত-বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা ও রোমহর্ষ হয়, কখন শোথের বৃদ্ধি কখন বা চিকিৎসা ব্যতীত শোথের শান্তি, অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে নিম্ন হয় এবং দিবসে শোথ বৃদ্ধি হয়

চিকিৎসা —পুনর্নবা, দেবদারু, হরিতকী, আরুনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপ্পলী, গজ পিপ্পলী, চিতামূল, বামনহাটী, সমুদায় চূর্ণ সমভাগ মাত্রা ২ মাসা। গোমূত্রের সহিত সেবনীয় ইহার নাম "পুনর্নবাদি চূর্ণ"

পুনর্নবাষ্টক।—শ্বেত পুনর্নবা, নিম্বমূলের ছাল, পটোলপত্র, শুণ্ঠী, কটুকী গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, হরিতকী সমুদায়ে ২ তোলা, জল ০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

পিত্তজ শোথের লক্ষণ।—ইহাতে শোথের পক্কতা, মৃদুতা, দুর্গন্ধ, কৃষ্ণ পীত অথবা রক্তবর্ণতা, বেদনা চক্ষুর রক্তবর্ণতা ও অতিশয় জ্বালা হয় এবং রোগী ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম পিপাসা ও মত্ততাযুক্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—ত্রিকটু ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, কটুকী, চিতামূল, দেবদারু, ভেউড়ী, গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাসা, অনুপান দুগ্ধ। ইহার নাম 'ত্রিকটাদি লৌহ"

পুনর্নবাদি তৈল —তৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—পুনর্নবা ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মধু; কটফল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিপ্পলী-মূল, চই, চিতামূল, শুলফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠ, রাস্না, দুরালভা প্রত্যেক ২তোলা।

কফজ শোথের কারণ।—ইহাতে শোথের ভারবোধ, পাণ্ডুবর্ণ, অরুচি, নাসাস্রাব, অতি নিদ্রা, বমি, অগ্নিমান্দ্য, অধিক সময়ে বৃদ্ধি পায়

এবং অনেককালে প্রশমিত হয় ও অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে নিম্ন হয় না, রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়

চিকিৎসা পারা, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক ৫ তোলা শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ২ পল, হরিতকী চূর্ণ ২ পল, শিলাজতু ২ তোলা, কান্ত লৌহ ১ তোলা, একত্র মাড়িয়া ভীমরাজের রস ৪সের, কেশুরিয়ার রস ১ সের, এবং নিসিন্দা মাং, ওল, আদা এই সমুদায়ের আর্দ্রকরণোপযোগী রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া কিঞ্চিৎ অর্দ্রাংশ থাকিতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, মুথা প্রত্যেকের চূর্ণ ২তোলা মিশাইয়া ০তোলা পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও ঘৃত। ঔষধ সেবনান্তে পুনর্ণবার কাথে যবক্ষার দিয়া পান করিবে ইহার নাম "রসাভ্র মণ্ডুর"

ক্ষীর বটিকা —হিঙ্গুল ২ তোলা, লবঙ্গ, অহিফেন, নিম্ব, জায়ফল, ধুস্তুরাবীজ প্রত্যেক ১ তোলা সমুদায় সিদ্ধির রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ

বাতপিত্তজ শোথের লক্ষণ।—ইহাতে বাতজ এবং পিত্তজ শোথের লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা।—কটু তৈল ৮ সের, কাথদ্রব্য—শুষ্ক মূলা ২ সের, দশমূল মিলিত ২ সের, পিপ্পলীমূল ২ সের, পুনর্ণবা ২ সের, পাকজন্য জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের গোমূত্র ৮ সের কল্ক শুষ্ক মূলা শুঁঠ, শুঠী, পটোল পত্র, পিপ্পলীমূল, বেড়েলা, শালপানি মুগানি মাষানি, বাসুল, সজীনা বীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধ, অনন্তমূল, উভয় করঞ্জবীজ, বাসক মূলের ছাল, পিপ্পলী, হরিতকী, বচ, কুড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধন্যা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, দেবদারু, পদ্মবীজ, শঠী, গজপিপ্পলী, বেলছাল, মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেক ৪ তোলা পাকের জল ৩২ সের ইহার নাম "বৃহৎ শুষ্ক মূলাদ্য তৈল"

ক্ষেত্রপাল রস।—হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরা, আফিঙ্গ প্রত্যেক সমভাগে মাড়িয়া অর্দ্ধযব পরিমিত বটীকা প্রস্তুত করিবে। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন লবণজল ত্যাগ করিবে

বাতশ্লেষ্মজ শোথের লক্ষণ।—ইহাতে বাতজ ও কফজ শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা —মূর্চ্ছিত তিল তৈল ৪ সের বল্কদ্রব্য শুষ্ক মূলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না, শুণ্ঠী, মিলিত ১ সের পাকজন্য জল ১৬ সের ইহার নাম "শুষ্ক মূলাদ্য তৈল"

শোথাঙ্কুশ রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, অভ্র সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েৎবেলের ছাল, তেঁতুলছাল, পুনর্ণবা, বেলছাল ও কেশুরিয়ার রসে যথাক্রমে ভ বনা দিয়া কুলের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজ শোথের লক্ষণ।—ইহাতে পিত্ত ও কফজ শোথের লক্ষণ সমস্ত দেখা যায়

চিকিৎসা।—গোমূত্রে সপ্তম বার শোধিত মণ্ডুর ৭ পল, নিসিন্দা, মাণমূল, আদা ও বনওলের রসে যথাক্রমে তিনবার ভাবন দিয়া ৭ সের গোমূত্রে পাক করিবে ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৪তোলা, চই ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে শীতল হইলে মধু ২ পল মিশাইয়া লইবে ইহার নাম "শোথারি মণ্ডুর"

বৃহৎ শুষ্ক মূলাদ্য তৈল।—তৈল ৪ সের শুষ্ক মূলার কাথ ৪ সের, সজিনা রস ৪ সের, ধুতুরা রস ৪ সের, নিসিন্দা রস ৪ সের দশমূলের কাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, করঞ্জরস ৪ সের, বরুণছালের রস ৪ সের কল্ক—শুণ্ঠী মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্ণবা কাকমাচী, বঞ্চধার ছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কটফল, কুড়, কাঁকড়া শৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, করঞ্জ নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা, অনন্তমূল প্রত্যেক ৩ তোলা

ত্রিদোষজ শোথের লক্ষণ।—ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক শোথে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা।—কটুকী, ত্রিকটু দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী, গজপিপ্পলী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব দ্বিগুণ লৌহ দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে ইহার নাম "কটুকাদ্য লৌহ।"

কংস হরিতকী —দশমূল মিলিত ১২০ সের, আমলা কাঁথা বা হরিতকী ১০০ টা, পাকজন্য জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে ১২।০ সের পুরাতন গুড় মিশাইবে। পুনর্ব্বার এই কাথে ১০০ টা হরিতকী পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশাইবে। প্রত্যহ একটা হরিতকী ৪ তোলা লেহ সেব্য।

অভিঘাতজ শোথের লক্ষণ।—অস্ত্রশস্ত্রাদির আঘাত, শীতল বায়ু, সমুদ্রের বাতাস, ভেলার রস, শূকশিম্বির রোমস্পর্শ প্রভৃতি কারণে গমনশীল শোথ জন্মায়। ইহাতে শোথস্থান অতি উষ্ণ ও লোহিত আভাযুক্ত হয় এবং পিত্তজ শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—২৩ ৪ সের কাথার্থ পুনর্নবা ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক চিতা, জয়ন্তী শুঠী, পুনর্নবা, দেবদারু, মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। ইহার নাম "পুনর্ণবাদ্য ঘৃত।"

ত্রিনেত্রাখ্যো রস। পারা, গন্ধক, লোহ গান খই, তাম্র, লৌহ, এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি, অনুপান আ পার রস ও এরণ্ড।

বিষজ শোথের লক্ষণ।—বিষযুক্ত প্রাণী কোন অঙ্গের উপর দিয়া চলিয়া গেলে অথবা কোন অঙ্গে প্রস্রাব করিলে কিম্বা দন্ত ও নখ দ্বারা আঘাত করিলে শোথ জন্মে। এ ভিন্ন বিষহীন প্রাণীর মল, মূত্র ও শুক্রযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে এবং বিষযুক্ত বস্তু শরীরে লেপন করিলেও শোথ জন্মিয়া থাকে। ইহা কোমল, চলনশীল এবং শরীরের নিম্নদেশগামী হয়।

চিকিৎসা।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কুড়, বালা, শঠী, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক, শুলফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, ধাইফুল, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমান শোধিত মণ্ডুর। এই সমস্ত কুড়চিছালের রসে মাড়িয়া জামপত্রে বেষ্টন ও পঙ্কলেপ দিয়া যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে, শীতল হইলে তুলিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাসা। ইহার নাম "শোথ ভস্মলোহ।"

শোথশার্দ্দূল তৈল। কটু তৈল ৪ সের; কাথার্থ—ধুস্তুরা, দশমূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, পুনর্ণবা, করঞ্জ, প্রত্যেক ৬ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক—রাস্না, পুনর্ণবা, দেবদারু, শুষ্ক মূলা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, সমুদায়ে ১ সের।

দোষের স্থানভেদে শোথের কৃচ্ছ্রসাধ্যাদি নির্ণয়। আমাশয়স্থিত দোষ শরীরের ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ আমাশয় ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে, পক্কাশয়স্থিত দোষ শরীরের মধ্যদেশে অর্থাৎ বক্ষস্থল অর্থাৎ পক্কাশয়ের মধ্যস্থলে, এবং মলস্থানস্থ দোষ পক্কাশয়ের নিম্নপ্রদেশে, এবং সর্ব্বশরীরস্থ দোষ সমস্ত শরীরে শোথ জন্মায়।

শোথের কৃচ্ছ্রসাধ্যাদি দোষ নির্ণয়।—শরীরের মধ্যভাগজাত এবং সর্ব্বশরীরজাত শোথ কৃচ্ছ্রসাধ্য। পুরুষের শরীরের নিম্নপ্রদেশস্থিত শোথ যদি ঊর্দ্ধগমনশীল হয় এবং স্ত্রীলোকের শরীরের ঊর্দ্ধভাগস্থ শোথ যদি নিম্নগামী হয়, তবে তাহা অসাধ্য।

শোথের উপদ্রব।—ইহাতে শ্বাস, পিপাসা, বমি, দুর্ব্বলতা, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হয় এবং উপরোক্ত উপদ্রবাক্রান্ত রোগী অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয়।

শোথের অসাধ্য লক্ষণ।—পূর্ব্বোক্ত উপদ্রবজনিত শোথ, পাদস্থিত শোথ সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া পুরুষকে, মুখস্থিত শোথ স্ত্রীকে, এবং মূত্রাশয়ে জাত শোথ উভয়কেই বিনাশ করে। উপদ্রবরহিত অল্প দিনের শোথ সাধ্য, অর্থাৎ চিকিৎসার দ্বারা প্রশমিত হয়। কুক্ষি, উদর, গল ও মর্ম্মস্থানের শোথ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াও যদি তত্তৎ স্থানস্থিত চর্ম্ম বন্ধুর হয়, তাহা হইলে অসাধ্য; এতদ্ভিন্ন বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ব্যক্তির শোথও অসাধ্য।

হোমিওপ্যাথিকে শোথ রোগের চিকিৎসা।

শোথ কাহাকে বলে তাহা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সময় বলা হইয়াছে। শোথ রোগ ত্রিবিধ। ১মঃ—শরীরের কোন এক অংশে উৎপন্ন হয়; ২য়ঃ—প্রথমতঃ শরীরের কোন অংশে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া পড়ে। ৩য়ঃ—প্রথম হইতেই সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া রোগের উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্কের শোথকে হাইড্রোকেফেলস্, ফুস্ফুসের শোথকে হাইড্রোথোরাক্স, পেরিকার্ডিয়মের শোথকে হাইড্রোপেরিকার্ডিয়ম, অন্ত্রের শোথকে অ্যাসাইটিস্, জয়েণ্টের শোথকে হাইড্রপস্ আর্টিকিউলোরম্ এবং অণ্ডকোষের শোথকে হাইড্রসিল্ কহে।

রোগ নিরূপণ।—শোথের ফুলা স্বভাবত নরম হয়,—এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে অনেকক্ষণ অঙ্গুলের দাগ ঐ ফুলার মধ্যে দেখা যায়। পুরাতন রোগে যখন ফুলা অতিরিক্ত হয়, তখন ত্বক সমান এবং চিক্‌চিক্ করে এবং ত্বকের বর্ণ কতকটা লাল এবং বেগুনে রংএর বোধ হয়, অবশেষে সকল শোথ ফাটিয়া ঘাও হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—

১। সর্ব্বশরীরের শোথে (General Dropsy) "ডিজিটেলিস্," "এপিস্," "আর্শিনিক্," "ব্রাইওনিয়া," "সেনেগা," "এপোসা।"

২। উদরের শোথে (Abdominal Dropsy) "এপোসাম্," "আরস্" "চায়না," "ক্রট-টিগ।"

৩। পায়ের গাঁটের শোথে (Dropsy of the ankles) "ফেরম্," "চায়না," "আর্শিনিক।"

৪। মস্তিষ্ক শোথে (Hydrocephalus) "হেল্," "মারকিউ," "সল্ফ," "এপিস্।"

৫। হার্টের শোথে (Hydropericardium) "ব্রাই," "ডিজি," "আরস্," "হেল্," "এস্পাইজ "

৬ অণ্ডকোষের শোথে (Hydrocele) "আইয়ড্," "বড্," "পল্স," "গ্রাফ্ "

৭। সমস্ত গাঁটের শোথে "একোন্," "পলস্," "আইয়ড" দিবে

অবশ্যই উপযুক্ত ঔষধি প্রয়োগ করিবার সময় আছে, তাহা অতি সাবধানতার সহিত সময় বুঝিয়া ঔষধি সেবন করাইবে। এখানে ঔষধির নাম সাঁটে দেওয়া হইল, যথা,—য়্যাকোন ইটস্থানে একোন, আরসনিক স্থানে আরস্ ইত্যাদি ইত্যাদি

হাকিমীমতে শোথের চিকিৎসা।

প্রায়ই উদররোগের ন্যায়, এজন্য বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করা যায় না

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে চর্ম্মরোগ চিকিৎসা

লেপ্রা বা কুষ্ঠ।—এইরোগ সংক্রামক তাহার সন্দেহ নাই পুরাতন হইলে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ নহে

লক্ষণ।—প্রথমে ছোট বড় লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ শরীরের

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহির্গত হয়। সাধারণতঃ প্রথমে সন্ধিস্থানে দৃষ্টিগোচর হয়, যথা,—কনুই ও জানু এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে দৃষ্ট হয় ক্রমশঃ তাহার শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া উঠে সেই সকল লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ হইতে রস পড়িতে থাকে, শেষে ক্ষত হইয়া পচিতে আরম্ভ করে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ বহির্গত হয় এতদ্ব্যতীত ক্ষতজন্য যে দারুণ দুঃসাহ যন্ত্রণা তাহাও দেখা যায়। এরূপ হইলে রোগ দুশ্চিকিৎস্য বিবেচনা করিতে হইবে

আর এক প্রকার কুষ্ঠ আছে তদ্দ্বারা শ্বেতবর্ণ চাকা চাকা দাগ হয়, সেই দাগও ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়, উহা সর্ব্বদা চুল্‌কাইতে থাকে, ক্ষত না হইলে তাহাতেও নানা প্রকার যন্ত্রণা বোধ হয়

চিকিৎসা।—গরম জলে সর্ব্বাঙ্গ ধৌতকরণ অর্থাৎ নিম্নোক্ত প্রকারে অ্যাল্‌কালাইন্ বাথ ব্যবস্থা

সোডি কার্ব্বনেটিস্ ... ... ১০ আউন্স।
অ্যাকোয়া কার্ব্বেন্টিস্ ... OXXX

তাহার পর নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থেয়

ডিকক্ট স্যালোজা কম্পাঃ ... ... ৪ আঃ
ইনফিউজন জেন্সান কম্পাঃ ... ... ৪ আঃ।
লাইকর পোটাস্ ... ... ১½ ড্রাম

ছয় মাত্রা। দিনে তিনবার ব্যবহার্য্য

পেপ্সিন্ পোর্শি ... ৩২ গ্রেণ
একস্ট্রাক্ট স্যালোজা বার্বেডেন্সিস্ ... ... ৮ গ্রেণ।
গ্লিসরিন ... বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত।

৮টী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন আহারের সময় এক একটী খাইতে দিবে।

লাইকর আর্শেনিকেলিস্ ... ... ৩০ বিন্দু।
টীং ক্যান্থারাইডিস্ ... ... ½ ড্রাম
টীং অর্যান্সিয়াই ... ... ৪½ ড্রাম।

পোটাসি আইওডাইডি . ১৮—৩০ গ্রেণ।
„ ইন্‌ফিউজন্ অর্‌ম্যান্সিযাই ৫½ আং।

ছয় মাত্রা। দুই বার আহারের অব্যবহিত পরে দিবসে দুই মাত্রা সেবন করাইতে হইবে।

হাইড্রার্জ্জ বাই আইওডাইড রুব্রি	৩ গ্রেণ
পোটাসি আইওডাইডাই	৬০—১২০ গ্রেণ
স্পিরিটাস্ ভাইনি রেক্টিফিক্যাটি	½ ড্রাম
সিরাপি জিঞ্জিবারিস্	৪ ড্রাম।
পরিস্রুত জল	১½ আং

বড় এক গ্লাস জলে ৩০ বিন্দু ঔষধ এক এক বারে, এইরূপ দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে।

হাইড্রার্জ্জিবাই আইওডাইডাই রুব্রি	১ গ্রেণ
পোটাসি আইওডাইডাই	১২০ গ্রেণ।
লাইকরিস্ আর্সেনিকেলিস্	১½ ড্রাম
টীং ল্যাভেণ্ডিউলা কম্পঃ	১½ আং।
স্পিরিটাস্ ক্লোরোফরমিস্	৪ ড্রাম
জল	১১½ আং।

মাত্রা বড় চামচের এক চামচ। আহারের পর প্রতিবারে এক এক মাত্রা সেবনীয়।

স্কেবিস্ বা কচ্ছু রোগ।—হাতের অঙ্গুলির ভিতর, সন্ধিস্থলে, ও মুখমণ্ডল ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গে স্ফোটক রূপে ইহা প্রকাশিত হয়।

লক্ষণ।—স্ফোটক দেখা দিবার ২।৩ দিবস পূর্ব্বে গাত্র চুলকান আরম্ভ হয়। তাহার পর ঈষৎ লাল বা ধূসর বর্ণ স্ফোটক গুলি দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, চুলকাইবার সময় সুখানুভূতি হয়।

চিকিৎসা।—গরম সাবানজলে স্ফোটকগুলি ধৌত করিবে, তাহার পর গন্ধকের মলম দিবে। গন্ধকের মলমের সহিত কার্ব্বনেট অফ পটাস্ ১ ড্রাম মিশাইলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

গন্ধকের মলম।—লার্ড ও নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়

কঠিন পীড়ায় গন্ধকাভিষেক ও প্রতিদিন অল্প পরিমাণে গন্ধক সেবনে উপকার দর্শিতে পারে

য়্যাকেরাস্ ফলিকিউলোরম্। ঘর্ম্মবুদ্বুদ মধ্যে ইহাদের উৎপত্তি, এজন্য বিশেষ কোন অসুখ হইতে দেখা যায় না তবে কখন কখন অতি কঠিন ক্ষুদ্র ব্রণ প্রকাশ পায় ও শীঘ্র আরোগ্য না হইলে গন্ধকের মলম অথবা তার্পিণের পৃষ্ঠে গন্ধক ও কর্পূর দ্রব করিয়া তাহা লাগাইলে উপকার দর্শে

থিরায়েসিস্ বা লাউস্ অর্থাৎ উৎকুণ বা কেশকীট।—দেহের অপরিচ্ছন্নতা, চর্ম্মরোগ জন্য ত্বকে দূষিত সিক্রিসন-সঞ্চয় হেতু ইহাদের জন্ম হয় উৎকুণ নানাবিধ। মস্তক ব্যতীত দেহের অন্যান্য স্থানে উৎকুণ জন্মিলে গন্ধক ও পারদ দ্বারা তাহাদের বিনাশসাধন করা যাইতে পারে মস্তকে হইলে কেশ ছেদন করিয়া বাইক্লোরাইড অফ মার্কিউরীর লোশন ব্যবহারে উপকার দর্শে

ট্রিকিনা স্পাইরোলিস্ —এই রোগেও দেহ মধ্যে এক প্রকার কীট জন্মে তদ্দ্বারা দেহের দৌর্ব্বল্য, নিদ্রাভাব, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর, পেশীর বেদন, কখন বা সন্ধিস্থান ফুলিয়া উঠে, উদরাময়, প্রায়ই নিমোনিয়া জন্মে, কোন কোন স্থানে টাইফাসের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণনষ্ট করে

চিকিৎসা।—এই কীট অতি আশ্চর্য্য দ্রুত গমনে দেহের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, এজন্য সেণ্টোনাইনের* ন্যায় ঔষধ ব্যতীত অন্য ঔষধে উপকারের সম্ভাবনা নাই

ফিলেরিয়া মেডিনেন্সিস্ ড্রেকানকিউলাস্ —অশ্বশরীরে কোন কোন ইতর জন্তুদিগের কনেক্টিভ্ টিস্যু মধ্যে এই কীট দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন স্থানে ইহা দেশব্যাপকরূপে আবির্ভূত হয় এই কীট ২ ৪ ইঞ্চ হইতে ১২ ফিট লম্বা হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—সচরাচর ইহাদিগকে মনুষ্যদেহের অধঃশাখাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কখন কখন মুষ্ক, লিঙ্গ, পৃষ্ঠ ও উদর প্রভৃতি স্থানেও দেখা গিয়াছে। প্রথমে এই কীট দেশস্থ সেলুলার টিসুমধ্যে জন্মিয়া বর্দ্ধিত হইলে ত্বক ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করিলে সেই স্থানে চুল্‌কনা, ক্রমে উষ্ণতা ও বেদনা হয়। তাহার পর ঐ স্থানে একটী ফোস্কা হয়, ফোস্কা কাটিয়া কখন কীটের মুখ বাহির হয়, কখন বা ৭।৮ দিবস পরে উহা দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—ক্ষতমধ্যে কীট সহসা দেখিতে না পাইলে জলধারা দ্বারা উত্তমরূপে ক্লেদ পরিষ্কার করিবে, তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বাহির হইবে, সম্ভবতঃ তাহারই মধ্য দিয়া কীট বহির হইয়া থাকে, কিন্তু সহজে উহা বাহির না হইলে ত্বক্ কাটিয়া বাহির করা যাইতে পারে। যে কোন উপায়ে কীটের অগ্রভাগ বাহির হইলে ফরশেপ (চিমটা) দ্বারা সাবধানে টানিয়া আনিবে।

য়্যালোপেশিয়া বা টাক।—ইহাও এক প্রকার কীট জন্য হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—কেশ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া যায়, ক্রমশঃ ঐ স্থান পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক ত্বকের ন্যায় হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—নিম্নোক্ত লিনিমেণ্ট ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

লাইকর য়্যামোনি	..		১ ড্রাম
জয়পাল তৈল			২ ড্রাম
স্পিরিট রোজ মেরিনাই	.	...	৪ ড্রাম।
গোলাপ জল	..	.	১ আং।

অন্য উপায়।

স্পিরিট য়্যারোমেটিক য়্যামোনিয়া		..	১ আং।
স্পিরিট রোজমেরি	...	...	১ আং।
গ্লিসরিণ	...	..	১ আং

টীং ক্যান্থারাইডিস্		২½ হইতে ৫½ ড্রাম।
গোলাপ জল	..	৭½ আং।

উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে

টীং ক্যান্থারাইডিস্	...	২ আং।
ইউডিকলোন্	..	২ আং।

একত্র মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে

কেশদদ্রু —কেশমূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ হয়, সেই স্থানের সূক্ষ্ম ত্বক্ উঠিতে থাকে পীড়া বৃদ্ধি হইলে তাহা হইতে ছোট ছোট স্ফোটক হয়

চিকিৎসা।—নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

সল্‌ফিউরিক্ য্যাশিড	... ..	১ আং
জল	.. ..	৮ আং

পীড়াযুক্ত স্থানে আবশ্যকমত লাগাইবে অথবা —

বাই ক্লোরাইড অফ মার্কিউরী	.	৬ গ্রেণ।
জল	...	২ আং

উক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে

টিনিয়া সার্সিনেটা বা দাদ্। ত্বকের উপরিভাগে চক্রাকারে দৃষ্টিগোচর হয়, এজন্য ইহাকে রিংওয়ার্ম বলে

দদ্রু আমাদের নিকট এরূপে পরিচিত যে, ইহার লক্ষণাদি নির্দ্দেশ আবশ্যক বোধ হয় না এজন্য এই রোগের চিকিৎসা মাত্র নিম্নে লিখিত হইতেছে

গন্ধকের মলম	..	১ ড্রাম।
ক্রিয়োসোট	..	১ ড্রাম
ক্যালোমেল্	...	২ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে

গন্ধক চূর্ণ	... ...	৪ ড্রাম।
সোহাগা	..	½ ড্রাম।
হাইড্রোক্লোরেট অফ য্যামোনিয়া	..	½ ড্রাম।

স্তাবপিন তৈল		১ ড্রা।
বসা (চর্ব্বী)		২ আং

একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে

ভারতবর্ষীয় পদ ফাঙ্গাস বা ঘুরঘুরে।—এই রোগে প্রথমে পদতলের ত্বক অল্প স্ফীত হয়, পরে ত্বকের পাতলা অংশ ছিন্ন হইয়া শ্বেতবর্ণ অংশ বাহির হইয়া থাকে ঐ সাদা বর্ণের মাংসের উপর গোলাপী রঙ্গের ছোট ছোট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় পরে সমস্ত পদ ফুলিতে থাকে এবং স্থানে স্থানে ধূসর বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর দেখা যায়। ক্রমে সেই সকল ছিদ্র পদের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় এবং তাহাদের আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়। অধিক থাকিলে ইহা দ্বারা প্রাণনষ্ট হইতে পারে

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় হাইপো সল্‌ফাইড অফ সোডা, কিম্বা বাই ক্লোরাইড অফ মর্কিউরির লোশন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য কেহ কেহ প্রথমাবধি কার্ব্বলিক য়্যাসিড ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে এবং পদের ভিতর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে অঙ্গচ্ছেদন ভিন্ন আর উপায় থাকে না

কচ্ছপিক বা এগ্‌জান্থিমেট।—ইহা এক প্রকার ঈষৎ লালবর্ণ তালির ন্যায় স্ফোটক। ইহাকে চাপিলে অদৃশ্য হয়, এবং পাতলা চর্ম্ম উঠিয়া আরোগ্য হইয়া যায় ফুস্‌ফুস্, মস্তিষ্কের পীড়া এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের উত্তেজনা বা প্রদাহ প্রভৃতির সহিত এই রোগী হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—গন্ধকের মলম দিলেই সারিয়া যায়।

ভিটিলিগো বা শুক্লচর্ম্মিকা।—এই রোগ প্রায় দেখা যায় না। ইহাতে ত্বকের উপর কখন কখন পরিষ্কৃত সাদাবর্ণ উজ্জ্বল টিউমার বহির্গত হয় ইহা প্রায়ই কর্ণ, গণ্ড ও মুখমণ্ডলে হইয়া থাকে আক্রান্ত স্থলে প্রায় কেশ জন্মে না, কিন্তু প্রায়ই ক্ষত হইতে দেখা যায় না।

চিকিৎসা। এই রোগের প্রকৃত ঔষধ কি তাহা এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই অনেকে ধবলের সহিত ইহার কোন প্রভেদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বাস্তবিক অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ অত্যল্প পরিমাণে চাউলমুগরার তৈল দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সেবন করিবার উপদেশ দেন ফলতঃ তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র সমান ফল লাভ হয় না।

লিউকোডার্মা বা ধবল।—ত্বকের নির্ম্মাণের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না হইয়া কেবল মাত্র শ্বেতবর্ণই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ত্বকের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। হস্তপদাদিতে প্রথমতঃ ইহার আক্রমণ হইতে দেখা যায়। পরে বাহুমূলে, উরুদেশে, ললাটে, মুখ এবং লিঙ্গেও হইয়া থাকে কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষের অধিক হয়

চিকিৎসা। সচরাচর ইহা কোন প্রকারে অনিষ্টজনক নহে কেহ কেহ বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চিকিৎসা দ্বারা প্রতিকার বড় সহজ নহে। ঔষধের মধ্যে লৌহের সহিত আর্সেনিক, বাইক্লোরাইড অফ মর্কিউরীর লোশন, য্যাণ্টিমনি টার্টার লোশন টীং অ ইওড ইন, গন্ধকের মলম, চাউলমুগরার তৈলই প্রসিদ্ধ।

বৈদ্যকে কুষ্ঠাদি রোগ চিকিৎসা।

কুষ্ঠ রোগের কারণ—বিরোধী অর্থাৎ সংযোগ, দেশ, কাল ও মাত্রা প্রভৃতি বিরুদ্ধ অন্ন পানীয়, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন, বমন মল ও মূত্রের বেগরোধ, ভোজনের অব্যবহিত পরে ব্যায়াম, সূর্য্য বা অগ্নির সন্তাপ গ্রহণ, ঘর্ম্মাক্ত, পরিশ্রান্ত ও ভয়াক্রান্ত হইয়া শীতল জলপান, অজীর্ণ দ্রব্য ভোজন, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পূর্ব্বে পুনরায় ভোজন,

অবিধি পঞ্চকর্ম্মে অর্থাৎ বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহন ও নস্য-ক্রিয়ায় নবান্ন, দধি, মৎস্য এবং অম্ল, মাষকলাই, মলক, মিষ্টান্ন, তিল, ক্ষীর ও গুড় অতিশয় ভোজন, ভুক্ত দ্রব্য বিপাক হইতে না হইতে স্ত্রী সংসর্গ, দিবানিদ্রা ব্রাহ্মণ ও গুরুব্যক্তির অপমান, ব্রহ্মহত্যা, সুরা-পান, গুরুপত্নীগমন এবং মহাপাপজনক কার্য্য করিলে বায়ু পিত্ত কফ দূষিত হইয়া ত্বক, রক্ত, মাংস ও জলীয় ধাতুকে দূষিত করতঃ অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ রোগ উৎপাদন করে।

কুষ্ঠের প্রকারভেদ —দোষভেদে কুষ্ঠ সাত প্রকার যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ ও ত্রিদোষজ

কুষ্ঠের পূর্ব্ব লক্ষণ —শরীরের চর্ম্ম অতি রুক্ষ ও খরস্পর্শ, ঘর্ম্ম-বোধ বা অল্প পরিমাণে ঘর্ম্ম, শরীরের বিবর্ণতা, জ্বালা ও কণ্ডু চর্ম্মের স্পর্শশক্তি লোপ, শরীর বেদনা, কোঠোৎপত্তি, ভ্রম, ব্রণ সমূহের শীঘ্রোৎ-পত্তি, বেশীক্ষণ স্থায়ীত্ব, ব্রণে অতিশয় বেদন, দোষের অল্পতা হইলেও রক্তদোষে ব্রণের বৃদ্ধি, রোমাঞ্চ এবং কৃষ্ণবর্ণতা, কুষ্ঠ রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়

কাপাল।—যে কুষ্ঠে চর্ম্ম কৃষ্ণ, রক্ত বা কপালবর্ণ অর্থাৎ বালুকা-কণাবর্ণ, খরস্পর্শ অর্থাৎ স্পর্শে কর্কশ বোধ হয়, তাহাকে কাপাল কুষ্ঠ বলে। ইহা কষ্টসাধ্য

ঔডুম্বর —যে ব্রণ বেদনা, জ্বালা ও কণ্ডুযুক্ত, রক্তপীতবর্ণ, রোমাবৃত ও উডুম্বর ফল সদৃশ বর্ণ যুক্ত হয়, তাহাকে ঔডুম্বর কহে

মণ্ডল —যে ব্রণ শ্বেত অথব রক্তবর্ণ, কঠিন, আর্দ্র, স্নিগ্ধ গোলা-কৃতি ও উন্নত এবং ব্রণ সকল পরস্পর সংলগ্ন, তাহাকে কুষ্ঠমণ্ডল কহে। ইহা কষ্টসাধ্য

ঋষ্যজিহ্ব।—যে কুষ্ঠের চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ, মধ্যস্থান শ্যামবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত ও হরিণের জিহ্ব সদৃশ, তাহাকে ঋষ্য জিহ্বা বলে

পুণ্ডরীক —যে কুষ্ঠ উন্নত, রক্তপদ্মের পত্র অর্থাৎ পাপড়ী সদৃশ, এবং যাহার মধ্যস্থান শ্বেত লোহিতবর্ণযুক্ত তাহাকে পুণ্ডরীক বলে

সিধ্ম।—যে কুষ্ঠ অলাবু কুসুম সদৃশ শ্বেতবর্ণ এবং উহাকে ঘর্ষণ

করিলে শ্বেত ও তাম্রবর্ণ সূক্ষ্ম ধূলি নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকে সিধ্ম কুষ্ঠ কহে ইহা প্রায়ই বক্ষঃস্থলে জন্মিয়া থাকে

কাকণ —যে কুষ্ঠ পাকে এবং কুঁচের বর্ণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়, তাহাকে কাকণ কুষ্ঠ কহে। ইহা অসাধ্য।

উপরোল্লিখিত সাত প্রকার কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ কহে

এক কুষ্ঠ।—যে কুষ্ঠ বেশী স্থান ব্যাপিয়া উঠে এবং মৎস্যের ছাল সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে এক কুষ্ঠ বলে ইহাতে রোগীর ঘর্ম্ম হয় না

চর্ম্মাখ্য।—ইহাতে চর্ম্ম হস্তীচর্ম্মের ন্যায় স্থূল ও মোটা হয় সাধারণে ইহাকে গজচর্ম্ম বলে

কিটিম।—ইহাতে ব্রণস্থান খরস্পর্শ, রুক্ষ, শ্যামবর্ণ হয়

বৈপাদিক —যে কুষ্ঠে হস্ত ও পায়ের চর্ম্ম বিদীর্ণ হয় এবং বিদীর্ণস্থানে বেদনা জন্মে, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহে

অলসক। যে কুষ্ঠে শরীর রক্তবর্ণ পীড়কাব্যাপ্ত হয় এবং উক্ত পীড়কায় কণ্ডূ থাকে, তাহাকে অলসক কুষ্ঠ কহে

দদ্রুমণ্ডল।—শরীরে যে কণ্ডূ সমূহ গোলাকার হইয়া উঠে, তাহাকে দদ্রুমণ্ডল কহে

চর্ম্মদল।—যে কুষ্ঠে শরীরের কোন স্থানে বেদনা ও কণ্ডূযুক্ত স্ফোটক জন্মে এবং উহা পাকিয়া পূঁয নির্গত হয় এবং কোন কোন সময় উহাতে এরূপ বেদনা হয় যে, অঙ্গুলিস্পর্শও সহ্য হয় না, তাহাকে চর্ম্মদল কহে

পামা —গাত্রে স্রাবযুক্ত ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক পীড়কা হইলে, ইহাতে চুলকনা ও জ্বালা থাকিলে উহাকে পামা কহে

কচ্ছু —পূর্ব্বোক্ত পামা জ্বালা ও স্ফোটকযুক্ত হইয়া হস্তদ্বয়ে বা নিতম্বদেশে উৎপন্ন হইলে তাহাকে কচ্ছু কহে

বিস্ফোট —ইহাতে শরীরে শ্যাব ও রক্তবর্ণ স্ফোটক জন্মে, এবং স্ফোটকস্থিত চর্ম্ম সূক্ষ্ম হয়

শতারু। রক্ত বা শ্যামবর্ণ,জ্বালা ও বেদনাযুক্ত বহুসংখ্যক ব্রণকে শতারু কহে

বিচর্চ্চিকা —শরীরে কণ্ডু ও অতিস্রাবযুক্ত যে পীড়কা জন্মে, তাহাকে বিচর্চ্চিকা কহে ইহা পদদ্বয়েই উৎপন্ন হয়

দোষভেদে কুষ্ঠের লক্ষণ বাতজ কুষ্ঠ খরস্পর্শ, রুক্ষ,শ্যাব বা রক্তবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত হয় কপাল কুষ্ঠ এই লক্ষণযুক্ত

চিকিৎসা। কটু তৈল ৪ সের ক্বাথার্থ—ছাতিম ছাল কাগিযাকিড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরিষছাল, তিত্‌পল্‌তা বা ঘোড়ানিম, জয়ন্তি পত্র, তিত্‌ লাউ, গোরক্ষ চাকুলে, হরিদ্রা, প্রত্যেক ১০ পল, পাকজন্য জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের গোমূত্র ১৬ সের, সেঁদাল পত্র রস, ভৃঙ্গরাজ রস জয়ন্তী পত্র রস, ধুতুরা পত্র রস, হরিদ্রা রস, সিদ্ধি পত্র রস, চিতার রস, খেজুর পত্রের রস,গোময় রস,আকন্দপত্র রস, সিজপত্র রস, প্রত্যেক ৪ সের কল্ক দ্রব্য—মাকাল,বচ,ব্রাহ্মী,তিত্‌লাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী,কুঁচিলা, পটোল পত্র, হরিদ্রা মুথা, পিপ্পলী মূল, সোঁদল ফলের মজ্জা, আকন্দের কালকাসন্দা মূল, ঈশমূল,আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিত্‌পল্‌তা বা ঘোড়ানিম, রাখাল শশার মূল, বিছাটী পত্র, করঞ্জ মূল, হাপরমালী, মুর্গবা মূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল,কুড়চিছাল, নিমছাল,ঘোড়ানিমছাল, গুলঞ্চ,হাকুবীজ,সোমরাজী বীজ, (সোমরাজ বীজ ২ ভাগ) চাকুন্দার জ, ধন্যা, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বনগুল, কটুকী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী মূল, পদ্মকাষ্ঠ, গাঁঠিয়ালা, অগুরু, কুড়, কর্পূর,কটফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাসকছাল, বেণার মূল, প্রত্যেক ২ তোলা ইহার নাম "কন্দর্পসার তৈল"

পঞ্চতিক্ত ঘৃত।—ঘৃত ৪ সের ক্বাথার্থ নিমছাল, পটোল পত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসকছাল প্রত্যেক ১০ পল পাকজন্য জল ৬৪ সের; শেষ ১৬ সের কল্ক—ত্রিফলা মিলিত ১ সের

পিত্তজ কুষ্ঠের লক্ষণ।—বেদনা, জ্বালা, রক্তবর্ণতা ও পূঁযস্রাব হয় উড়ুম্বর কুষ্ঠ এই লক্ষণযুক্ত

চিকিৎসা —কটুতৈল ৪ সের, ঘৃত ০ সের, আকন্দের রস ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের কল্ক—মেটে সিন্দুর, বিষ, হরিতাল, গেরীমাটী, ঈশলাঙ্গলা, কৃষ্ণজিরা, কুড, ত্রিকটু, মনছাল, রসুন, শরপুঙ্খ, চিতামূল, সিজের আটা, আকন্দের আ টা, হরিদ্রে বাই সর্ষপ, গন্ধক, হিঙ্গু, প্রত্যেক ৪ তোলা ইহার নাম ' ষড়বিন্দু তৈল "

অমৃত গুগ্গুলু ।—গুলঞ্চ ১২৷৷০ সের, দশমূল ১২ ০ সের, আক নাদি, মুর্ব্বামূল, বেড়েলা কটুকী, দারুহরিদ্রা এবং গুমূল, প্রত্যেক ১০ পল, শ্লথবদ্ধ বহেড়া ১০০টা, হরিতকী ২০০টা, আমলকী ১০০টা, দোলাস্থ পোটলীবদ্ধ গুগ্গুলু ২ সের সমুদায় একত্রে ১৯২ সের জলে পাক করিয়া ২৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিবে এবং ইহার সহিত গুগ্গুলু ২ সের গুলিয়া দিবে ও ঘৃত ২ সের মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া বীজ ত্যাগ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া ঐ কাথে দিয়া পাক করিবে পাক সিদ্ধ হইলে গুলঞ্চের রস, শুঠীচূর্ণ, পিপ্পলী চূর্ণ প্রত্যেক ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে

কফজ কুষ্ঠের লক্ষণ ।—রোগীর শরীর শীতল ও ভার হইয়া থাকে কুষ্ঠ স্নিগ্ধ, গাঢ় ক্লেদযুক্ত এবং কণ্ডু বিশিষ্ট হয় মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকায় উপরোক্ত লক্ষণ দেখা যায়

চিকিৎসা —কটু তৈল ৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের কল্ক—মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুথা, আকন্দের আটা, করবী মূল, তেউড়ী মূল, গোময় রস, রাখাল শশার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, রক্তচন্দন, প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ৮ তোলা ইহার নাম "মরিচাদি তৈল "

অমৃতাঙ্কুর লৌহ ।—অগ্নিশোধিত পারা ১ পল, গন্ধক ১ পল, কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া প্রস্তরপাত্রে পিণ্ডাকার করিয়া রাখিবে এই পিণ্ডোপরি তপ্ত তাম্রপাত্রের চাপ দিয়া পর্পটির ন্যায় করিবে ইহার সহিত সোহাগা ১ তোলা মিশাইয়া মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিতাপ প্রদান করিবে। তৎপরে এই কজ্জলীর সহিত লৌহ ১ পল, তাম্র ১ পল, ভেলার আটা ১ পল, অভ্র ১ পল, গুগ্গুলু ১ পল ও ১৬ পল ঘৃত সংযুক্ত করিয়া ৪ সের ত্রিফলার কাথে (ত্রিফলা মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের,

শেষ ৪ সের) পাক করিবে শেষ পাকে হরিতকী ৪ তোল , বহেড়া চূর্ণ ৪ তোলা, আমলকী চূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাসা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে মাত্রা প্রথমতঃ ১ রতি, পরে বৃদ্ধি করিবে ঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া নারিকেল জল বা দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেব্য। লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ড দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত ও সেবন বিধি

বাতপিত্তজ কুষ্ঠের লক্ষণ —ইহাতে বায়ু ও পিত্তজ কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশিত হয় ৎ্যাজিহ্ব কুষ্ঠ এই লক্ষণাক্রান্ত

চিকিৎসা। কটু তৈল ৪ সের কল্ক দ্রব্য—সোমরাজী বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেত সর্ষপ, কুড়, ডহর করঞ্জমূলের ছাল, চাকুন্দে বীজ, সোঁদাল পত্র মিলিত ১ সের পাকজন্য জল ১৬ সের। ইহার নাম "সোমরাজী তৈল"

• উদয় ভাস্কর —গন্ধকসহ জারিত তাম্র ১০ তোলা, পিপ্পলী মূল ৫ তোলা, বিষ ২ তোলা, একত্রে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে

বাতশ্লেষ্মজ কুষ্ঠের লক্ষণ —বায়ু ও কফজনিত কুষ্ঠের সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় চর্ম্মাখ্য, এক কুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক, বিপাদিকা কুষ্ঠে এই লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা।—কটু তৈল ১ সের কল্ক—পারা, গন্ধক উভয়ে কজ্জলী করিবে কুড়, ছাতিম ছাল, চিতামূল, মেটে সিন্দুর, রসুন, হরিতাল, হাকুচ বীজ, সোঁদাল বীজ, জারিত তাম, মনছাল প্রত্যেক ২ তোলা রৌদ্রে পাক করিতে হয় ইহার নাম "কুষ্ঠরাক্ষস তৈল।"

কুষ্ঠকালানল তৈল।—পারদ,গন্ধক,মনছাল,হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা সমুদায় দ্রব্য কাঁজি ১ তোলায় উত্তমরূপ পেষণ করিয়া ইহার দ্বারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্তকরতঃ শুকাইয়া বাতি প্রস্তুত করতঃ তিল তৈলে মাখাইবে সাঁড়াশির দ্বারা বাতি ধরিয়া প্রজ্বলিত করিবে এবং এক পোয়া তিল তৈল ক্রমে ক্রমে ঐ প্রজ্বলিত বাতির উপর দিবে বাতির নিম্নে একটী পাত্র রাখিবে,এই পাত্রে বাতি হইতে যে সকল তৈল বিন্দু পড়িবে, তাহা কুষ্ঠস্থানে দিবে।*

পিত্তশ্লেষ্মজ কুষ্ঠের লক্ষণ —ইহাতে কফ ও পিত্তজ কুষ্ঠের লক্ষণ জন্মিয়া থাকে দদ্রু, শতারু, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল কুষ্ঠে এই দোষ ও লক্ষণযুক্ত হয়

চিকিৎসা হরিতাল ২ মাসা, কুমড়ার রস, ত্রিফলার জল, তিল তৈল, ঘৃতকুমারীর রস ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে গন্ধক ২ মাস, পারা ২ মাসা, কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ২ মাসা হরিতাল মিশাইয়া ছাগ-দুগ্ধে, লেবুর রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া চক্রাকার করিয়া শুকাইবে হাড়ির ভিতর পলাশক্ষার স্থাপন করিয় তাহাতে উক্ত চাক্তি সকল রাখিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে শীতল হইলে তুলিয়া লইবে মাত্রা ২ রতি ইহার নাম "তালকেশ্বর"

বৃহৎ সোমরাজী তৈল সর্ষপ তৈল ৪ সের, ক্বাথার্থ সোমরাজ বীজ ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের চাকুন্দে বীজ ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের গোমূত্র ১৬ সের কল্কদ্রব্য—চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, শুণ্ঠী, কুড়, হরিদ্রা, ডহর করঞ্জ বীজ, হরিতাল, মনছাল, হাপরমালী, আকন্দ মূল, করবী মূল, ছাতিম মূলের ছাল, গোময়, খদির কাষ্ঠ নিমকাষ্ঠ, মরিচ, কালকাসন্দা প্রত্যেক ২ তোলা

ক্ষুদ্র প্রযোগ দূর্ব্বা, হরিতকী, সৈন্ধব লবণ, চাকুন্দে বীজ, তুলসী পত্র, এই সমুদায় কাঁজি ও তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু, ও দদ্রু ভাল হয়।

চূনা, তুষ, চাকুন্দেবীজ, হরিতকী, কাঁজির তলস্থ অম্ল একত্রে বাটিয়া দদ্রুতে লেপ দিবে

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপ কাঁজিতে বাটিয়া দদ্রুতে প্রলেপ দিবে

যবক্ষার ও গন্ধক কটুতৈলের সহিত বা কালকাসন্দার বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধক এই সমুদায় চূর্ণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সিধ্মরোগে অর্থাৎ ছুলিতে প্রলেপ দিবে

কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেত সর্ষপ, হরিদ্রা, নাগেশ্বর বাড়িয়া প্রলেপ দিলে বহুকালোৎপন্ন সিধ্ম ভাল হয়

গন্ধক ১ ভাগ, যবক্ষার ১ ভাগ, কটুতৈলে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম ভাল হয়

ত্রিদোষজ কুষ্ঠের লক্ষণ।—ইহাতে বায়ু, পিত্ত ও কফজ কুষ্ঠের লক্ষণ সমুদায় লক্ষিত হয় কাকনক কুষ্ঠ ত্রিদোষোৎপন্ন

চিকিৎসা।—করঞ্জ তৈল ১ সের কল্ক চিতামূল, নিসিন্দামূল, করবীর মূল নাগীতা বীজ, বিস প্রত্যেক ১ পল কল্কদ্রব্য সকল কাঁজিতে বাটিয়া তৈলে দিবে, এবং কাঁজি ১ পল মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রপাক করিবে ইহার নাম "পৃথ্বীসার তৈল"

রসস্থ কুষ্ঠের লক্ষণ —কুষ্ঠ রস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে শরীরের বিবর্ণতা রুক্ষতা জন্মে এবং রোমাঞ্চ হয়। অতি ঘর্ম্ম ও চর্ম্মের স্পর্শশক্তির লোপ হয়

রক্তাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ —কুষ্ঠ, রক্ত আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে ব্রণে কণ্ডু এবং অধিক পরিমাণে পূযস্রাব হয়

মাংসাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ।—কুষ্ঠ, মাংস অবলম্বন করিলে মুখ শোষ, শরীরের কর্কশতা, জড়তা, অঙ্গবেদনা, গাত্রে পীড়কা ও স্ফোটক জন্মে।

মেদাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ।—কুষ্ঠ মেদ আশ্রয় করিলে অঙ্গ ও হস্ত ভঙ্গ, অঙ্গুলি সঙ্কোচন ও ক্ষত বৃদ্ধি হয়, রোগী চলিতে অক্ষম হয়, অধিকন্তু ইহাতে রস, রক্ত ও মাংসাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পায়

অস্থি ও মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ কুষ্ঠ, অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিলে রোগীর নাসিকা বসিয়া যায়, চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয়, এবং ক্ষতস্থানে কীট জন্মে

শুক্রাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ।—ইহাতে পূর্ব্বোক্ত রসাশ্রিত প্রভৃতি কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরন্তু রোগীর সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়

কুষ্ঠের সাধ্যাসাধ্যাদি ভেদ।—রসাশ্রিত, রক্তাশ্রিত ও মাংসাশ্রিত কুষ্ঠ এবং বাতশ্লেষ্মজ এককুষ্ঠ সাধ্য মেদাশ্রিত দ্বিদোষজ কুষ্ঠ যাপ্য মজ্জা ও অস্থি আশ্রিত ত্রিদোষজ কুষ্ঠে কীট ও জ্বালা থাকিলে,

পিপাসা ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে উহা অসাধ্য। যে কুষ্ঠে কুষ্ঠস্থান বিদীর্ণ হয় ও কোন অঙ্গ খসিয়া পড়ে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয়, যে কুষ্ঠ পঞ্চ কর্ম্মের অর্থাৎ রসাদি ধাতুচতুষ্টয়ের ক্রিয়া সমূহের গুণ অতিক্রম করে, সেই কুষ্ঠ রোগীকে বিনাশ করে।

কিলাসের কারণ। কুষ্ঠ যে কারণে উৎপন্ন হয়, কিলাসও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অবস্থাভেদে কিলাসের নামভেদ।—রস অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইলে কিলাস, মাংস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে অরুণ, মেদ আশ্রয়ে উৎপন্ন হইলে শ্বিত্র কহে।

কিলাসের অসাধ্য লক্ষণ।—মলদ্বার, হস্ততল ও ওষ্ঠজাত কিলাস অধিক দিনের হইলে অসাধ্য।

সংক্রামক রোগ নির্ণয়।—কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং ঔপসর্গিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্রস্পর্শ, নিশ্বাস গ্রহণ, একত্র ভোজন এক শয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশনাদি করিলে পূর্ব্বোক্ত রোগ সকল আক্রমণ করিয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিকে কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ চিকিৎসা।

কুষ্ঠ।—সাধারণ ক্ষতমাত্রেরই প্রায় নিম্নোক্ত প্রকারে চিকিৎসা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এক সপ্তাহকাল প্রাতে এবং রাত্রিকালে "আর্সেনিকাম্" প্রয়োগ করিবে। যন্ত্রণার আধিক্য হইলে "হাইড্রাসটিস্" খাইতে দিবে। পাদস্ফোট প্রভৃতির ন্যায় ক্ষত হইলে "হেমামিলিস্" ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাতে এবং রাত্রিকালে "সিলিসিয়া" প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শিবে।

পাঁচড়া।—ইহার লক্ষণাদি সাধারণের এত উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত যে, তজ্জন্য তাহাদের পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

চিকিৎসা।—সল্‌ফার অয়েণ্টমেণ্টের বাহ্য প্রয়োগ করিবে এবং রাত্রিকালে "সল্‌ফার" খাইতে দিবে

রিংওয়ারম বা দদ্রু।—রাত্রিকালে "সিপিয়া" খাওয়াইতে হইবে প্রাতে "আর্শেনিক" খাওয়াইবে, এবং সিপিয়া অয়েণ্টমেণ্টের বাহ্যপ্রয়োগ করিবে

স্ফোটক।—ফোড়া পাকাইবার জন্য রাত্রে এবং প্রাতে গরম পুল্‌টিশ দিবে। তাহার পরে কাটিয়া পুঁয বাহির করিবে অন্যান্য উপসর্গের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থেয়।

অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে "আর্ণিকা" খাইতে দিবে। বেদনাধিক্য হইলে "য়্যাকোনাইট" ব্যবস্থা করিবে স্ফোটকে পুঁয হইলে কিন্তু মুখ বেশ প্রশস্ত না হইলে "হেপারসল্‌ফার" দিবে।

স্ফোটক একবারে নিবারণ করিতে হইলে "সল্‌ফার" খাওয়াইবে।

চুলকানি।—চুলকান নিবারণ জন্য "সল্‌ফার," শরীরের আর্দ্রতা থাকিলে "মার্কিউরিয়স্‌" দিতে হইবে। চুলকানির সঙ্গে জ্বালা ও রস পড়িতে থাকিলে "আর্শেনিক" দেওয়া কর্ত্তব্য।

কাটা ঘা।—শীতল জল দিয়া অথবা বরফদ্বারা রক্ত বন্ধ করিবে "আর্নিকার" লোশনে লিণ্ট বা তুলা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিবে।

পোড়া ঘা।—তিসির তৈল চূণের জলের সহিত সমানভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া দগ্ধস্থানে প্রলেপ দিবে বেদনা উপস্থিত হইলে উপরোক্ত উপায় করিবে

জ্বর এবং প্রদাহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে "য়্যাকোনাইট" দিবে

বেদনা নিবারণ ও সাধারণ চিকিৎসা জন্য চারি ঘণ্টা অন্তর "আর্নিকা" খাওয়াইবে

বিষফোড়া। এই ফোড়ার যাতনা সাধারণতঃ অধিক এজন্য ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বিশেষ কথা লেখা আবশ্যক

চিকিৎসা। স্ফীততা, কাঠিন্য এবং উত্তাপ থাকিলে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে "বেলেডোনা" এবং "মার্কুরিয়াস্ সিভাস্" খাওয়াইবে। শীতানুভব থাকিলে 'হিপার' দিতে হইবে। পাকিয়া উঠিলে দিবসে তিনবার "হাইড্রাস্টিস্" এবং প্রাতে ও রাত্রে "সিলিসিয়া" খাওয়াইবে। এইরূপ স্ফোটক ক্রমাগত হইতে থাকিলে দিবসে দুইবার 'সাঙ্গুইনারিয়া" এবং রাত্রে ও প্রাতে "আর্শেনিক" খাইতে দিবে।

হাকিমীমতে কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ চিকিৎসা।

কুষ্ঠ।—দেহের চর্ম্মের উপর স্থানে স্থানে চাকা চাকা হইয়া মলিন হয়, কখন কখন কিঞ্চিৎ মোটা হয়, কতক দিবসের পর সেই সকল স্থানে ঘা হয়, ভিতরের হাড় ও মাংস ক্ষয় হইয়া যায়, অঙ্গুলি সকল বসিয়া গিয়া থাকে, ক্রমশঃ হস্তপদাদি পর্য্যন্ত খসিয়া যায়।

চিকিৎসা। রোগের সূত্রপাত হইলেই জোলাপ দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে। পরে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা। তাহার পর নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

সফেদ সম্বল	...	১ মাসা।
গোলমরিচ চূর্ণ	...	৪ মাসা।
সাবান	...	৪ মাসা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৬টী বটী করিবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এক একটী বটী খাইতে দিবে। যদি ইহাতে উপকার না দর্শে, তবে পুনরায় জোলাপ দিয়া পুনবায় ১৬ দিন ঐরূপে এক একটী বটী খাওয়াইবে। অধিক দিনের পুরাতন ব্যাধি হইলে প্রতিকার পাইবার কোন আশা থাকে না।

চুল্‌কান।—শরীর চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চর্ম্মের উপর কণ্ডুয়ন

অর্থাৎ ফুস্কুড়ী বাহির হয়, ফলতঃ চুলকাইবার সময় তাহার মুখ ছিঁড়িয়া রস নির্গত হয়, পরে আপন ইচ্ছায় শুকাইয়া যায়।

চিকিৎসা।—উত্তমরূপে চর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া নিম্নোক্ত ঔষধ গুলি দিবে

গন্ধক	... ...	১ ছটাক
সর্ষপ তৈল		১ ছটাক।

গন্ধক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত দিবসে দুইবার প্রয়োগ করিবে,

গন্ধক অর্দ্ধ ছটাক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছয়ভাগ করিবে যে দিন উপরি লিখিত মালিশ ব্যবহার করিতে থাকিবে সেই দিন হইতে এক এক ভাগ মাত্র গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন খাইতে দিবে

পাঁচড়া।—প্রথমে চামড়ার উপর এক একটী করিয়া বাহির হয়, পরে একত্র লিপ্ত হইয়া যায়

কারণ। ক্ষুধামান্দ্য হেতু ময়লার সংশ্রবে এই পীড়া জন্মে

চিকিৎসা। গরম জলে উত্তমরূপ ময়লা পরিষ্কার করিয়া পরে নিম্নোক্ত ঔষধ গুলি ব্যবহার করিবে

নারিকেল তৈল	...	১ ছটাক
গাঞ্জা	...	১ তোলা।

নারিকেল তৈল উত্তমরূপে গরম হইয়া ফুটিবার মত হইলে, তাহাতে গাঞ্জা দিয়া নামাইয়া লইবে, সেই তৈল প্রতিদিন ব্যবহার করিবে

দদ্রু।—চর্ম্মের উপর স্থানে স্থানে অথবা সকল শরীরে চাকা চাকা হইয়া চুলকায়।

চিকিৎসা।—দাদমারীর পাতাকে উত্তমরূপে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র সারিয়া যায়

অন্য উপায়

গর্জ্জন তৈল	..	১ ছটাক
গন্ধক চূর্ণ		১ ছটাক।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রলেপ দিবে

পুরাতন ঘৃত	...	১ ছটাক
সোহাগার খই	..	০ ছটাক।

একত্র মলম প্রস্তুত করিয়া দিবসে ২ বার উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে

ত্রিংশ অধ্যায়।

এ্যালোপ্যাথিকে বসন্তাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা।

স্মল পক্স বা বসন্ত।—এরূপ স্পর্শসংক্রামক রোগ আর দ্বিতীয় নাই। এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু একবার টীকা হইলে আর সংক্রমণের ভয় প্রায় থাকে না। এজন্য সকলের টীকা লওয়া কর্ত্তব্য।

এই রোগের চারিটি অবস্থা। (১) লেটেন্সী বা গুপ্তাবস্থা, (২) প্রাইমারী ফিবার বা প্রথম জ্বরাবস্থা, (৩) মেচিউরেশন্ বা পক্কাবস্থা, (৪) সেকেণ্ডারী ফিবার বা দ্বিতীয় জ্বরাবস্থা।

গুপ্তাবস্থা।—এই অবস্থা ১২ দিন পর্য্যন্ত থাকে। ইহাতে রোগীর শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়ার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না।

প্রাইমারী ফিবার বা প্রথম জ্বরের অবস্থা।—ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ দিবসে ঘোরতর জ্বরের সহিত শিরোবেদন, বমন, পিপাসা, পৃষ্ঠবেদনা, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইবার ৪৮ ঘণ্টা পরে বসন্তের গুটী বাহির হইয়া থাকে। এই সকল গুটীর উপর হাত বুলাইলে উচ্চ বোধ হয়। এই সকল গুটী প্রথমে মুখে, স্কন্ধে, হস্তের মণিবন্ধে, তাহার পর পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, বক্ষ প্রভৃতি স্থানে, অবশেষে দেহের নিম্নাঙ্গে প্রকাশ পায়। গুটী বাহির হইলেই জ্বর কমিয়া যায়।

মেচিউরেশন বা পক্কাবস্থা।—নবম দিবসে এই সকল গুটীতে

পুঁয জন্মে এবং পাকিয়া উঠে। এই অবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডল ও চক্ষুর পাতা স্ফীত, লালা নিঃসরণ এবং গাত্রে এতাধিক বেদনা হয় যে, নাড়ী-পরীক্ষাকালেও কষ্ট বোধ করে এই সমুদায় লক্ষণ মঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিতে হইবে

চতুর্থাবস্থায় রোগীর মৃত্যু না হইলে গুটীক সকল শুষ্ক হইয়া আইসে এবং রোগী ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিতে থাকে।

যে সকল রোগীর প্রথমাবস্থায় রক্তের পরিবর্ত্তন এবং উহাতে এক-কালেই ফাইব্রীণের অভাব হয় ও সিরমের আধিক্য থাকে, চক্ষু বসিয়া যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহে, মুখগহ্বর, নাসারন্ধ্র, অন্ত্র প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব, স্ত্রীজাতীর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব গর্ভস্রাব, অথবা জ্বরকালে প্লুরাইটিস্ রোগীর প্রাণনাশের কারণ হয় এই রোগের মধ্যে ব্রঙ্কাইটিস্, জিহ্বাপ্রদাহ, কর্ণপ্রদাহ, ইরিসিপেলাস্, পাইমিয় গ্যাং-গ্রীণ ইত্যাদি রোগ উপসর্গরূপে উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—সামান্য পীড়ায় যত অল্প ঔষধ ব্যবহার করা যায় ততই ভাল রোগীকে স্থিরভাবে পরিষ্কৃত-বায়ুসঞ্চালিত গৃহে শয়ন করাইয়া রাখিবে মশারি খাটাইবার কোন প্রয়োজন নাই

পথ্য।—য়্যারোরুট, দুগ্ধের সহিত চা, পক্ব ফল, লেমনেড্ বার্লি-ওয়াটার, সোডা-ওয়াটার, বরফ, ইত্যাদি

গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া গাত্র ধৌত কর ও দিবসের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার বস্ত্র পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক

ঔষধ।—ঔষধের মধ্যে নীচের লিখিত ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শি-বার সম্ভাবনা।

টীং আইওডাইন্	... ...	৫২ ড্রাম।
পরিষ্কৃত জল	... ...	৮ আং

একত্র মিশাইয়া উহা দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে।

ম্যাগ্নেসিয়া সল্ফ্যাটীস্	.. ..	১২০ গ্রেণ।
ম্যানা	. ...	১৬০ গ্রেণ।
টীং সেনা	. ...	১২ ড্রাম

ইন্‌ফিউজি সেন ... ১২ আং

প্রাতে একবারে সেবন করাইবে

এক্ষাইতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইবার আশঙ্কা, শ্বাসাবরোধবং কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে নিম্নোক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে

লাইকরিস্ মার্ফিয়া হাইড্রোক্লোরাটিস্ ৩০ বিন্দু

সিরপি লেমনিস্ ২ ড্রাম

ম্যাকোয় ক্যাম্ফর ২ আং

রাত্রে শয়নকালে খাওয়াইবে

মিশ্চ, বা স্পিরিটাস্ ভাইনি গ্যালিশাই ২ আং

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই লিকুইডি ৫—১০ বিন্দু

স্পিরিটাস্ ক্লোরোফরমি ১১ বিন্দু

একমাত্রা প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে

ক্ষত গভীর ও যন্ত্রণাদায়ক হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শিবে

য্যাসিড ফস্‌ফরিসাই ডাং .. ১২ ড্রাম।

টিং য্যাকোনাইটী ২ ড্রাম

টিং সিঙ্কোনা কম্প ... ২ আং।

ইন্‌ফিউজন্ অর্যান্সিয়াই ৭১ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার খাওয়াইবে।

দাগ মিলাইবার জন্য অলিভ অয়েল, গ্লিসরিণ ও গোলাপ জল মিশ্র, লাইম লিনিমেণ্ট, নাইট্রেট অফ সিল্‌ভার গোলাপ জলের সহিত ব্যবহার করিবে

চিকেন্ পক্স বা পানীয় বসন্ত।—ইহা এক প্রকার স্ফোটক-জনক পীড়া। ইহাতে স্ফোটক সমুদায় অষ্টাহকাল স্থায়ী জ্বরের সহিত বক্ষে, পৃষ্ঠে, মুখে ও শাখাচতুষ্টয়ে বহির্গত হয় ইহাও এক প্রকার বিষ-জন্য হইয়া থাকে এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার এক সপ্তাহ হইতে দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত গুপ্তভাবে থাকে কখন কখন শিরোবেদনা, সামান্য জ্বর ও কাশি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়

জ্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে গুটী বাহির হয় গুটীগুলি লাল বর্ণ, ইহারা প্রথমে গায়ের পোর মুখে প্রকাশিত হয় তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসেই এই সকল গুটী সঙ্কুচিত হইতে থাকে জ্বরের অল্পতা দ্বারাই বসন্ত হইতে ইহাকে পৃথক করা যায়

চিকিৎসা।—ইহার চিকিৎসা অতি সহজ উষ্ণ ও বলকর দ্রব্য খাইতে না দিয়া লঘু আহারে রোগীকে রক্ষা করিবে যাহাতে গুটীর মুখ ছিন্ন না হয়, এমত চেষ্টা করিবে, উপশমকালে অল্প অল্প কুইনাইন দেওয়া যাইতে পারে।

মিশেল্স্ বা হাম। ইহাও সংক্রামকরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে কখন কখন ইহা বহুব্যাপকও হইতে পারে এইরূপ হইলে পীড়ার পূর্ব্বে বা পরে হুপিং কফ প্রায়ই হইয়া থাকে

লক্ষণ —জ্বর, শরীর দুর্ব্বল, সকল বিষয়ে বিরক্ত বোধ, মুখ শ্রীহীন, ত্বক শুষ্ক, জিহ্বা আর্দ্র ও লেপযুক্ত, রাত্রিকালে প্রলাপ, ক্ষুধামান্দ্য, প্রবল পিপাসা, পীড়া কঠিন হইলে বমন বা বমনেচ্ছা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও জলপূর্ণ, আলোক দর্শনে অনিচ্ছা, চক্ষুর পাতা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, কখন কখন হাঁচি ও নাসিকা দিয়া জলবৎ ক্লেদ নির্গম, নাসা হইতে রক্ত-স্রাব, কখন কখন গলামধ্যে ক্ষত, সম্মুখ কপালগহ্বর ভার বোধ, সর্ব্বদা শুষ্ক কাশি, বক্ষঃস্থলে বেদনা, স্বরভঙ্গ, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ী নিস্তেজ ও দ্রুতগামী, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প, এবং কখন কখন উদরে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়

উপসর্গ।—এই রোগের সহিত নিমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস্ হইলে প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে

চিকিৎসা।—রোগীকে প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং বায়ুসঞ্চারিত গৃহে রাখিবে। কোনরূপে তাহার গায়ে আলোক বা শীতল বায়ু না লাগে ইহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ত্বক্ অত্যুষ্ণ ও শুষ্ক হইলে গরম জলে গা মুছাইয়া দিবে গাত্র রুক্ষভাব ধারণ করিলে মাখমদ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিবে যাহাতে সুনিদ্রা হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে

দুগ্ধ, য্যারোরুট, অণ্ড জেলি, ব্রথ প্রভৃতি খাইতে দিবে দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ ব্রাণ্ডির সহিত ডিম্বের শ্বেতাংশ ও বিস্কুট খাওয়াইবে পিপাসা নিবারণ জন্য লেমনেড ও অল্প পরিমাণে শীতল জল দিতে পারা যায়

কণ্ঠনালীর প্রদাহ থাকিলে গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তাহার তাপ দিবে শ্বাসকষ্ট থাকিলে গরম জলে সর্ষপ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করাইলে উপকার দর্শিতে পারে পীড়া আরোগ্য হইলে দুর্ব্বলাবস্থায় কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে এরূপ অবস্থায় কডলিভার অয়েলদ্বারাও রোগীর বল হইতে পারে

ডিপ্‌থিরিয়া —এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে এই পীড়া জন্মিয়া থাকে

লক্ষণ —গ্রীবাদেশ কঠিন, গলার ভিতর বেদনা, গলাধঃকরণে ক্লেশ, দৌর্ব্বল্য, শারীরিক ও মানসিক শ্রমে অনিচ্ছা, বমনোদ্বেগ, উদরাময়, চিত্তচাঞ্চল্য মুখগহ্বরের পশ্চাৎদিকে ফসেস্ ও টন্‌সিলের সকল বা কোন কোন স্থান স্ফীত ও রক্তবর্ণ দেখায় পীড়া আক্রমণ করিবার ১২ হইতে ৪৮ ঘণ্টা পরে উহা পরিষ্কৃত উজ্জ্বল, ছবিভ্রান্ত হয়। ক্রমে স্বরভঙ্গ, স্বরবোধ ও স্বর কর্কশ হইয়া থাকে শ্বাসকষ্ট, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং বহির্গত হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে শেষাবস্থায় মুখ দিয়া পূঁয নির্গত হইতে দেখা যায়

প্রায়ই দুই হইতে চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত এই পীড়া অবস্থিতি করে। কণ্ঠনালী আক্রান্ত হইলে এক সপ্তাহ মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়

চিকিৎসা এই রোগে রক্তমোক্ষণ, ফোমেণ্টেশন্ বা পুল্‌টীস্ দ্বারা কোন ফল দর্শে না পীড়া প্রকাশ হইবার পরেই নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিলে উপকার দর্শিতে পারে

গরম জল	০ সের
ভিনেগার	অর্দ্ধ ছটাক

মিশ্রিত করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইতে হইবে কৃত্রিম ঝিল্লী প্রস্তুত

হইতে থাকিলে উপরে টিং ফেরি পারক্লোরাইড বা তার্পিণ তৈল মাখাইলে উপকার দর্শে

টীং ফেরি পার ক্লোরাইড		১ ড্রাম
গরম জল	.	৮ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার কুল্‌কুচা করিতে দিবে অথবা—

লাইকর পোটাসি পারমেঙ্গানেটিস্	...	২ ড্রাম
জল	..	৮ আং।

একত্রে কুল্লি করিতে দিবে

বোরাসিস্	...	১৬০ গ্রেণ
গ্লিসরিণ	.. ...	½ আং।

একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ট্রের কেশ নির্ম্মিত তুলি দ্বারা দন্তমাড়ি ও জিহ্বায় লাগাইয়া দিবে।

লাইকরিস্ সোডি ক্লোরেটি.	... ...	৫½ ড্রাম।
জল	... .	৭½ আং।

একত্র করিয়া কুল্লি করাইবে।

ক্রিযোসোট	... ...	২০ বিন্দু।
মিউসিল্যাজেনিস্ ট্রাগাক্যান্থি	.. ..	২½ আং।

একত্র মিশ্রিত করিয়া কুল্‌কুচা করিতে দিবে

প্রথমাবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধ দিতে হইবে

পলভ্ ইপিক্যাক্	... ..	২০ গ্রেণ।
কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া	.. ...	২০ গ্রেণ।
টিং ল্যাভেণ্ডিউলা কম্পাঃ	.. ..	½ ড্রাম।
জল	... ...	১½ আং

একবারে খাওয়াইবে তাহার পরে এক গ্লাশ ইন্‌ফিউজন্ ক্যামোমাইল্ খাইতে দিবে।

নিস্তেজকতা, রক্তস্রাব প্রভৃতি থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ কোন একটী ব্যবহার করিবে।

কুইনি সল্‌ফ্যাটিস্	.. ...	৯ গ্রে০

য়্যাশিডাই হাইড্রোক্লোরিআই ডাং		.	২ ড্রাম
টীং আর্ণিকা			৩০ বিন্দু
টীং ফেরি পারক্লোরাইড	.	..	১½ ড্রাম
ইন্‌ফিউজন্ ক্যারিওফিলাই		..	৭½ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার

টীং ফেরি পারক্লোরাইডাই	.	.	১½—৪ ড্রাম।
গ্লিসিরিণ (তরল)	.	..	৪ ড্রাম
জল	...	...	৭½ আং।

সাত মাত্রা দিবসে চারি বার

রক্তের ফাইব্রিণ সংযত হইবার আশঙ্কা থাকিলে নিম্নোক্ত কোন একটী ঔষধ প্রয়োগ করিবে

কার্বনেট অফ য়্যামোনিয়া		..	৩০ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই লিকুইড	.	.	৩০ বিন্দু
স্পিরিট ইথার	.	.	২½ ড্রাম
ডিকক্ট সিঙ্কোনা ফ্লেভ	..	.	৭½ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে ৩ ৪ বার

পোটাসি আইওডাইডাই	.		৪০ গ্রেণ।
টীং বেয়াই		.	২ আং
এক্‌ষ্ট্রাক্ট সারসা লিকুইডি	.		১½ আং

বড় এক গ্লাস জলে এক চামচ ঔষধ মিশাইয়া ২ ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে এই সকল ঔষধের সহিত পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয় এরূপ খাদ্য—ডিম্ব, পোর্টওয়াইন, স্যাম্পেন, দুগ্ধ, বরফ, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খাইতে দিবে

রোগীকে গরম ঘরে, গরম কাপড়ে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে পীড়া প্রশমিত হইয়া আসিলে কড্‌লিভার অয়েল্ এবং কুইনাইন সেবনে শারীরিক দৌর্ব্বল্য বিনষ্ট হইবে

বৈদ্যকে বসন্ত রোগ চিকিৎসা।

মসূরিক অর্থাৎ বসন্ত রোগের লক্ষণ ও আকার।—কটু, অম্ল, লবণাক্ত, ক্ষারবিরুদ্ধ অর্থাৎ সংযোগ দেশ কাল ও মাত্রাদি বিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতেই পুনরায় ভোজন, দুষ্টান্ন, শিমবীজ ও শাক প্রভৃতি ভোজনে, দূষিত জল ও বায়ু সেবন এবং প্রতিকূল গ্রহের দৃষ্টি, এই সমস্ত কারণে দূষিত বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূর কলায়ের ন্যায় পীড়কা উৎপাদন করে। ইহাতে মসূর কলায়ের ন্যায় পীড়কা হয় বলিয়া ইহাকে মসূরিকা কহে

মসূরিকার পূর্ব্বলক্ষণ।—মসূরিকা অর্থাৎ বসন্ত উৎপন্নের পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডু, শরীরে বেদনা অরুচি, ভ্রম, শরীরের বিবর্ণতা, চর্ম্মের স্ফীততা ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া থাকে

বাতজ মসূরিকার লক্ষণ ইহাতে শরীরে বেদনা, শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ পীত মিশ্রবর্ণ ও কঠিন পীড়কা জন্মে এবং এই পীড়কা বিলম্বে পাকে রোগীর অস্থিসন্ধিতে বেদনা, কাস কম্প চিত্তচাঞ্চল্য, ক্লান্তি, জিহ্বা ও তালুশোষ, পিপাসা এবং অরুচি হয়

পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে রক্ত পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ ও জ্বালাযুক্ত পীড়কা জন্মে, এই পীড়কা শীঘ্র পাকে। রোগীর মল পাতলা, শরীরে বেদনা, জ্বালা, পিপাসা, মুখ পাকে, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং দুঃসহ জ্বর উৎপন্ন হইয়া রোগীকে যাতনা প্রদান করে

রক্তজ মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ লক্ষিত হয়

কফজ মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে মুখ হইতে কফস্রাব, স্তৈ-

রের গুরুতা, স্তিমিতত্ব অর্থাৎ আর্দ্রতা, মস্তক বেদন, বমনোদ্বেগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য জন্মে, স্নিগ্ধ ও শ্বেতবর্ণ কণ্ডু, অল্প বেদনা-যুক্ত স্থূলকায় পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং উহা বিলম্বে পাকে

ত্রিদোষজ মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে চিঁড়ার ন্যায় চেপ্টা, মধ্যস্থান নিম্ন এবং অতি বেদনাযুক্ত পীড়কা জন্মে, ইহা বিলম্বে পাকে ও অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ পূযস্রাব হয়

চর্ম্মদল মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, তন্দ্রা, অরতি অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং পীড়কা জন্মে

রোমাঞ্চিকার অর্থাৎ হামের লক্ষণ —রোমাঞ্চ হইলে লোমকূপ সকল যেরূপ ঈষৎ উন্নত হয়, সেই প্রকার অল্প উন্নত ও রক্ত-বর্ণ পীড়কা জন্মিলে এবং তাহাতে জ্বর, কাস, অরুচি থাকিলে তাহাকে হাম বা লুন্তি কহে

ত্বগ্‌গত মসূরিকার অর্থাৎ জলবসন্তের লক্ষণ —ইহাতে জলবুদ্বুদ্‌ সদৃশ শ্বেতবর্ণ পীড়কা জন্মে, ইহা বিদীর্ণ হইলে জলস্রাব হইয়া থাকে অধিকন্তু ইহাতে বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকোপ অতি অল্পই লক্ষিত হয়

রক্তগত বসন্তের লক্ষণ —ইহাতে বসন্ত রক্তবর্ণ হয়, শীঘ্র পাকে ও উহার চর্ম্ম সূক্ষ্ম হয় এবং বিদীর্ণ হইলে রক্তস্রাব হয় এই বসন্ত সুখসাধ্য

মাংসগত বসন্তের লক্ষণ।—মাংসাশ্রিত বসন্ত কঠিন ও স্নিগ্ধ হয় এবং অনেক বিলম্বে পাকে, উহার চর্ম্ম স্থূল হয় রোগীর শরীর বেদনা, কণ্ডু, পিপাসা ও জ্বর হইয়া থাকে এই বসন্ত কষ্টসাধ্য

মেদগত বসন্তের লক্ষণ —বসন্ত মেদাশ্রয়ে উৎপন্ন হইলে গোলাকার, অল্পোন্নত, স্থূল ও বেদনাযুক্ত হয় এবং রোগীর অতি প্রবল জ্বর, চিত্তচাঞ্চল্য, চিত্তবিভ্রম এবং শরীরের উষ্ণতা জন্মে। অতি অল্প ব্যক্তিই এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে

অস্থি ও মজ্জাগত বসন্তের লক্ষণ।—এই বসন্ত ক্ষুদ্র, শরী-

রের রক্ষমতা প্রযুক্ত বসন্তও কদম্ম, চিঁড়ার ন্যায় কিঞ্চিৎ উন্নত হয় রোগীর মোহ, চিত্তচাঞ্চল্য, মর্ম্মস্থানে ছিন্নবৎ বেদনা জন্মে; অধিকন্তু ভ্রমরবিদ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় অস্থি বহুছিদ্রবিশিষ্ট হয়।

শুক্রাশ্রিত বসন্তের লক্ষণ।—এই বসন্ত স্নিগ্ধ, অতি বেদনাযুক্ত, পক্ক ব্রণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ হয়, রোগীর শরীর আর্দ্র, মোহ, শরীর জ্বালা, চিত্তচাঞ্চল্য ও ক্ষিপ্তজ উপস্থিত হয় এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয় অপর রসরক্তাদি সপ্তধাতুগত মসূরিকাতে বায়ু পিত্ত ও কফের লক্ষণও জন্মিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ।—পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং স্ত্রীলোকের বাম পার্শ্বে হরিতকিবীজ ধারণে বসন্ত হয় না।

রুদ্রাক্ষ ও মরিচ চূর্ণ বাসি জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তিন দিনে বসন্ত উপশম প্রাপ্ত হয়।

পটোল পত্র, নিম্বপত্র, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল ০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, মদন ফল বাটিয়া ঐ কাথে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত প্রশমিত হয়।

রোগীর জ্বর থাকিলে জলপান পরিত্যাগ, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গাত্রে জয়ন্তী পত্র চূর্ণ মর্দ্দন, এবং বস্ত্র দ্বারা গাত্র বন্ধন কর্ত্তব্য

গোক্ষুরী মূল ও অনন্ত মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেব্য। ইহাতে বসন্ত উপশমিত হয়।

হলুদের গুঁড়ার সহিত উচ্ছেপাতার রস পান করিলে হামজ্বর ও বসন্ত ভাল হয়

বাসি জলে মধু মিশাইয়া পান করিলে গুটী ও তজ্জন্য গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

নির্গত বসন্তের সংখ্যানুসারে বহুবার বৃক্ষের পত্র রোগীর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ছিন্ন করিলে গাত্রে অধিক বসন্ত নির্গত হয় না

পটোল পত্র, গুলঞ্চ, মুথা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরাতা, নিম্বছাল, কটুকী, ক্ষেতপাপড়া মিলিত ২ তোলা। জল ৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, ইহা পান করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ক বসন্ত শুষ্ক হয়।

টাবা লেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত পাকিয়া উঠে ও দাহ প্রশমিত হয়।

পায়ে বসন্ত হইয়া দাহ উপস্থিত করিলে পায়ে তণ্ডুলোদক সেচন করিবে।

বসন্ত পাকিবার উপক্রমে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, দাড়িম, গুড় সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইবে ইহা সেবনে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বায়ু কুপিত হয় না।

বসন্তে শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে সৈন্ধব লবণের সহিত মাংসের যূস্ পান করিবে।

কুল চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

বসন্তে অধিক পুঁয হইলে বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইবে। বিলঘুঁটা ভস্ম ছড়াইয়া দিবে, বসন্তে ক্রিমিভয় নিবারণ জন্য সরল কাষ্ঠ, ধুনা, দেবদারু, চন্দন ও অগুরু প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিবে।

ত্রিফলার কাথে গুগ্গুল্ দিয়া পান করিলে পুঁয নির্গত হইয়া দাহ ও বেদনা ভাল হয়।

ঘণ্টাকর্ণ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণের পূজা, জপ হোমাদি অনুষ্ঠান ও রোগঘ্ন ব্রতাচরণ করিবে

বিষঘ্ন সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ এবং ভক্তিতঃ শীতলার স্তব পঠন ও পাঠন করিবে।

বসন্তের সুখসাধ্য লক্ষণ।—রসপ্রাপ্ত, রক্তপ্রাপ্ত, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ মসূরিকা সুখসাধ্য অর্থাৎ অল্প যত্নে প্রশমিত হয়।

কৃচ্ছ্র সাধ্য লক্ষণ।—বাতজ, পিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ মসূরিকা যত্নে প্রশমিত হয়।

সামান্য অসাধ্য লক্ষণ।—যে বসন্তরোগী সজোরে নিশ্বাস ত্যাগ করে, সে তৃষ্ণাতুর হইয়া প্রাণত্যাগ করে

অসাধ্য লক্ষণ।—ত্রিদোষজ মসূরিকার বর্ণ প্রবাল, তমাল, জাম

ও লোহের স্রাব হইলে অসাধ্য; এতদ্ভিন্ন বাতাদিভেদে মসূরিকার নানা প্রকার বর্ণ হয়। রোগী কাস, হিক্কা, মোহ, প্রবল জ্বর, অতিশয় প্রলাপ, চিত্তচাঞ্চল্য, মূর্চ্ছা, পিপাসা, শরীর জ্বালা, মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষু, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ ও বেদনার সহিত শ্বাসত্যাগ করিলে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বসন্তের উপদ্রব।—হাতের কব্জী, কনুই ও স্কন্ধদেশে শোথ হয়। উক্ত শোথাক্রান্ত রোগী অত্যন্ত ক্লেশ পায় এবং কোনক্রমেই রোগমুক্ত হইতে পারে না।

হোমিওপ্যাথিকে বসন্তাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা।

বসন্ত।—এই রোগ যে বিশেষরূপে সংক্রামক, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

লক্ষণ।—জ্বর, শিরোবেদনা, পাকস্থলীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা, বমন, পৃষ্ঠদেশে প্রবল বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণের সহিত তৃতীয় দিবসে মুখমণ্ডলে, স্কন্ধে, হস্তের মনিবন্ধে, ক্রমে দেহের অপরাপর স্থানে, এবং পরিশেষে পদে লালবর্ণ দাগ সকল বাহির হইয়া থাকে। এই সকল দাগ বাহির হইবার পরেই জ্বর কমিয়া আইসে। তাহার পরে ঐ সকল দাগ প্রদাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে জলবৎ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া পুঁয জন্মে। ইহাতে এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। আক্ষেপ এই রোগের কুলক্ষণ জানিতে হইবে। বসন্তের গুটীকা গুলি যখন শুকাইতে থাকে, সে সময় জ্বরের প্রাবল্যও একটী বিশেষ অমঙ্গলের কারণ বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

গুটীকা গুলি গভীর হইলে শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত হওয়া সম্ভব;

এজন্য পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে "টীং হাইড্রাস্টিস্" মাখাইয়া তাহা দ্বারা মুখ আবৃত রাখা কর্ত্তব্য।

জ্বরের প্রতিকার জন্য প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর "য়্যাকোনাইট" ব্যবহার করিবে বমন বা বমনোদ্রেক থাকিলে "ভেরেট্রাম্ ভিরাইড্" তাহার পর "য়্যাণ্টিমটার্ট" দিবে আক্ষেপ থাকিলে "বেলেডোনা" দিতে হইবে। মুখে এবং গলার ভিতর ক্ষত হইলে 'মার্কুরিয়াস্" প্রয়োগ করিবে। গুটীর দাগ নিবারণ জন্য "থুজা" এবং "হাইড্রাষ্টিসের" আভ্যন্তরিক প্রয়োগ উপকারজনক

রোগীর বাসগৃহ উত্তমরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, এবং যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার উপায়বিধান করিতে হইবে গৃহমধ্যে মশারি বা কার্পেটাদির বিছানার কোন প্রয়োজন নাই। দ্বারের সম্মুখভাগে কার্ব্বলিক্ভিজান চাদর ঝুলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। জ্বরকালে শীতল পানীয়, চা এবং সহজপাচ্য পথ্য দিবে জ্বর কমিয়া আসিলে সাধারণতঃ চলিত খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে।

চিকেন্ পক্স বা পানীয় বসন্ত।—ইহাতে সামান্য জ্বরানুভব হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টারের আকারে শরীরের সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়; ইহারা কখন পীতবর্ণ ধারণ করে না, এবং তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসেই অদৃশ্য হয়। কোন প্রকার দাগ থাকে না ইহাও সংক্রামক এবং পরিবারস্থ একজনের হইলে প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—জ্বরের প্রতিকার জন্য দুই ঘণ্টা অন্তর "য়্যাকোনাইট" এবং "বেলেডোনা" দিবে।

মস্তকবেদনা, মুখের আরক্ততা এবং ত্বকের উষ্ণতাজন্য রাত্রে এবং প্রাতে "মার্কুরিয়াস্" খাইতে দিবে। গুটিকাগুলি স্পর্শ দ্বারা কঠিন বোধ এবং পীতবর্ণ হইলে দিবসে তিনবার করিয়া "হাইড্রাস্টিস্" দিবে।

মিশেল্‌স্ বা হাম।—সাধারণতঃ বসন্তকালে এই পীড়া হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জ্বরাবির্ভাব, চক্ষু এবং নাসা দিয়া ক্লেদ নিঃসরণ, কাশি এবং তাহাদের সহিত মুখে লালবর্ণ দাগ বাহির হয়। তাহার পরে শরীরের প্রায় সকল স্থানেই ঐ সকল দাগ দৃষ্টিগোচর হয়

চিকিৎসা —জ্বরকালে প্রতিঘণ্টায় "য়্যাকোনাইট" দিতে হইবে ঘাম বাহির হইলে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর "পল্‌স্যাটিলা" প্রয়োগ করিবে উহাতে উপকার না দর্শিলে "জেল্‌সিমিনাম্‌" দিবে শ্বাসকষ্ট নিবারণ জন্য "ফস্‌ফরস্‌" দেওয়া কর্ত্তব্য এই ঔষধ ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

যতক্ষণ জ্বর থাকিবে, রোগীকে শয্যায় স্থিরভাবে রাখিবে। উদরাময় না থাকিলে শীতল জল, চা, পক্ক ফল দেওয়া যাইতে পারে বীফটী, মাটন এবং চিকেনব্রথও উপযুক্ত পথ্য বলিয়া জানিতে হইবে জ্বর অধিক হইলে গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তদ্দারা বারম্বার গাত্র মুছাইয়া দেওয়া উচিত

ডিপ্‌থিরিয়া —ইহাও এক প্রকার বিষরূপে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে। কদর্য্য পানীয় জল, বহুজনাকীর্ণ স্থানে বাস, ময়লাযুক্ত বাষ্প ভ্রাণ, ইত্যাদি ইহার প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।—জ্বর, ত্বকের উষ্ণত, নাড়ীর দ্রুতগতি, সঘন শ্বাস প্রশ্বাস, চিবুকের গ্লাণ্ড স্ফীত, গলায় ঘা, গলাধঃকরণে কষ্ট, নাসা হইতে ক্লেদস্রাব, ইত্যাদি প্রধান লক্ষণমধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা।—জ্বর নিবারণের জন্য "য়্যাকোনাইট" এবং তাহার পরে "ব্যাপ্টিসিয়া" প্রয়োগ করিবে ইহাতে রোগীর অবস্থা মন্দ হইতে থাকিলে দুই ঘণ্টা অন্তর "মিউরিয়েটিক্‌ য়্যাসিড" এবং "মার্কুরিয়াস্‌ প্রটোইড" দিবে। দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ দিবসে দুইবার "ব্যাপ্টিসিয়া" এবং "আর্শেনিক" খাওয়াইবে।

পথ্য।—বীফটির সহিত ব্রাণ্ডি কিম্বা পোর্টওয়াইন্‌ দিবে। বরফখণ্ড চুসিতে দিবে। গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া গাত্র মুছাইবে। বাসগৃহে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালনের উপায় করিবে

হাকিমীমতে বসন্তাদি সংক্রামক রোগের চিকিৎসা।

বসন্ত।—প্রথমে অল্প জ্বর হয়, মস্তক বেদনা করে, কখন কখন বমন হয়, টুঁটীতে বেদনা থাকে, আর দুই কিম্বা তিন দিবসের পরে মুখে, গলায় এবং বক্ষঃস্থলে মক্ষিকা কামড়াইলে যে প্রকার ফুলিয়া উঠে, সেই প্রকার ফুস্কুড়ির ন্যায় দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে হস্ত বুলাইলে ছোট ছোট ছিটা গুলির ন্যায় শক্ত বোধ হয়। ৪।৫ দিবস পরে ঐ ফুস্কুড়িগুলি ব্রণের আকার ধারণ করে; পরে তাহাদের উপরি-ভাগ চেপ্টা হয়, এবং ভিতরে জলবৎ পদার্থ সঞ্চিত হয় ৬।৭ দিবস পরে তাহাতে পুঁয হয়, আর প্রত্যেক ফোস্কার চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১১।১২ দিন মধ্যে পুঁয শুকাইতে থাকে। তাহার তিন চারি দিবস পরে ছাল উঠিয়া যায়। কখন কখন বসন্ত মুখের উপরে অধিক হয় এবং মিলিয়া যায়। এ প্রকার হইলে জ্বরের এবং রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

কারণ।—স্পর্শসংক্রামক।

চিকিৎসা।—প্রত্যহ জোলাপ দ্বারা পেট পরিষ্কার করাইবে। জলবৎ তরল দ্রব্য খাইতে দিবে। প্রত্যহ রোগীর কাপড় বদলাইবে। জ্বর ও ফোস্কাদি অল্প হইলে সহজে আরাম হইতে পারে, আর যদি অধিক হইয়া শরীরে মিলাইয়া যায়, তবে সাবধান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে হইবে। জ্বর অধিক থাকিলে রোগী পাগলের ন্যায় হইয়া উঠে এবং জলে প্রবেশ করিতে চাহে। এ সময় অতি সাবধানে রাখিবে।

বসন্ত অধিক হইলে মুখে এবং শরীরে অতিশয় দাগ হইয়া থাকে। তাহাতে মনুষ্যকে বিশ্রী করে তজ্জন্য নিম্নোক্ত উপায় করিতে হইবে। নারিকেলের জলকর্ম্মে লেপন করিলে ঐ দাগ নষ্ট হইয়া থাকে।

হাম।—এই রোগ বালকের অধিক হইয়া থাকে

লক্ষণ।—প্রথমে ২ ৩ দিবস জ্বর হয়, পরে দেহের সর্ব্বত্র সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা দেখা যায় ঐ ফোস্কা মুখে ও বক্ষে অধিক হয়

কারণ।—স্পর্শসংক্রমণ

চিকিৎসা।—ভেরেণ্ডার তৈল খাওয়াইয়া উদর পরিষ্কার রাখিবে। তরল দ্রব্য পথ্য দিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় প্রয়োজন করে না।

একত্রিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

প্রুরাইটাস্ বা যোনিকপাট স্কণ্ডু।—এই ব্যাধি এক প্রকার চুল্‌কানি।

লক্ষণ।—আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত চুল্‌কাইতে থাকে, শুড় শুড় করে, সূচীবেধনবৎ বেদনা, এবং গরম বোধ হয়। যন্ত্রণার আধিক্য প্রযুক্ত রোগী শীতল জল ব্যবহার করিতে চাহে। নিদ্রাভাব, ক্ষুধামান্দ্য, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—অল্পমাত্রায় কুইনাইন ব্যবহারে উপকার দর্শে কিম্বা নিম্নলিখিত বটিকা খাইতে দিলে বিশেষ প্রতিকার লাভ করা যায়।

কুইনি সল্‌ফ্	...	২ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা	...	⅛ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই	...	¼ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমাই	...	২ গ্রেণ।

এক একটী বটী হইবে।

নিম্নোক্ত লোশন গুলি দ্বারা যোনি ধৌত করিলে উপকার দর্শিতে পারে

য়্যাশিড হইড্রোশিয়েনিক ডিল্	...	৩ ড্রাম
গ্লাম্বাই য়্যাশিলেস্	..	১ ড্রাম।
স্পিরিট্ রেক্টিফিকেটাই	...	১ আং।
য়্যাকোয়া	...	৮ আং।

অথবা—

লাইকর মর্ফি হাইড্রোক্লোঃ	..	১২ আং।
লাইকর পোটাসি	...	২ ড্রাম
গ্লিশরীন,	..	১ আং।
ইউডিকলোন্	.	১ আং
য়্যাকোয়া	..	৮ আং

যোনিপার্শ্বে টিউমার —এই টিউমার নানা প্রকার

কোষ গর্ভ বা য়্যান্সিস্টেড্ টিউমার —যোনি কপাটের গ্রন্থির উপখণ্ড হইতে এইরূপ টিউমার উৎপন্ন হয় প্রথমে কোন যাতনা থাকে না, কিন্তু উহা যত বড় হইতে থাকে, ততই চলিবার সময় এবং রতিক্রিয়ার পর ঐ স্থানে বেদনা বোধ হয় মূত্রাশয়ের উত্তেজন ও সাময়িক ঋতুকালে অত্যন্ত বেদনা হইতে থাকে প্রদাহ হইলে ইহাতে পুঁয সঞ্চিত হইতে পারে .

চিকিৎসা ।—টিউমার একবারে কর্ত্তন করিয়া দিতে পারিলে অন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না তদভাবে নাইটেট্ অফ সিল্ভার অথবা আইওডাইন্ অয়েণ্টমেণ্ট ব্যবহারেও বিশেষ ফল দর্শে

অন্যান্য যত প্রকার টিউমার যোনিদেশে উৎপন্ন হয়, সকলের চিকিৎসা প্রায় একইরূপ, এজন্য পৃথকরূপে লিখিত হইল না

যোনিদ্বারের সামান্য প্রদাহ ।—অতিরিক্ত রতিক্রিয়া, যোনিদেশ অপরিষ্কার রাখা, জরায়ুর উত্তেজন জন্য এই পীড়া জন্মে।

লক্ষণ ।—স্থানিক বেদন, অসুখ, মিউকাস্‌সংযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ, মূত্রত্যাগকালীন জ্বালা, কটি ও উরুদেশে বেদনা, আক্রান্তস্থান স্ফীত, প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং মিউকাস্ দ্বারা আবৃত ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা এই রোগ জ্ঞান করা যায়

চিকিৎসা।—লাবণিক বিরেচক প্রয়োগ, রোগীকে সুস্থিরভাবে রক্ষা করা; য্যাশিটেট অফ লেড বা ফটকিরিসংযুক্ত লোশন ব্যবহারে পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

যোনিকপাটের গ্যাংগ্রীনস্ প্রদাহ।—প্রসবের পরেই এই পীড়া হইয়া থাকে

লক্ষণ।—বমন, উদরাময়, জ্বর, পেটবেদনা, রক্তস্রাব, ক্রমে দৌর্ব্বল্য, মানসিক উত্তেজন, যোনিকপাট স্ফীত ও রক্তবর্ণ, কোন কোন স্থলে জ্বরের প্রাবল্য, যোনির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সরের ন্যায় মিউকস্ সংস্থান ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা।—হাইড্রোক্লোরিক য়্যাশিড্ এবং বিবেচনামতে অন্যান্য সঙ্কোচক ঔষধের বাহ্য প্রয়োগে এবং তৎসহ বলকর ও পুষ্টিকর পথ্য দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

শৈশব শ্বেতপ্রদর।—শৈশবাবস্থায় যোনিকপাটের শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি হইতে ক্লেদ নিঃসরণ হইলে এই পীড়া জন্মে

লক্ষণ। চুলকানি, অসুখবোধ, যোনিতে বেদনা, তাহা হইতে দুর্গন্ধময় ক্লেদ নিঃসরণ, যোনিমধ্যে ক্ষত, সাধারণতঃ ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, নিদ্রাভাব, গ্রীবাস্থ গ্রন্থিসকল স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত হওয়াই প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

চিকিৎসা। ফটকিরির লোশন দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা। মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য স্থানিক বেদনা প্রবল হইলে সঙ্কোচক ঔষধের লোশন ব্যবহার্য্য। এইরূপে লোশন ব্যবহারের ২ ৩ দিন পূর্ব্বে গরম জলে পোস্ত ঢেঁড়ি সিদ্ধ করিয়া তাহার ফোমেণ্টেশন্ করিতে হইবে ঔষধের মধ্যে কুইনাইন্, কড্‌লিভার অয়েল, লৌহ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাহাতে উত্তেজনা হইয়া বল করিতে পারে, এরূপ পথ্য দিতে হইবে। এ বিষয়ে দুগ্ধ বিশেষ উপকারী। পীড়া অধিক কাল স্থায়ী হইলে সমুদ্রতীরে বাস এবং সমুদ্রজলে স্নান করিলে উপকার দর্শে

মূত্রাশয়ের পাথরী।—পুরুষের মূত্রশিলার ন্যায় ইহার লক্ষণাদি

প্রায় তুল্য, অধিকন্তু স্ত্রীলোকের যন্ত্রণা অত্যধিক হইয়া থাকে। মূত্র-মার্গ, পৃষ্ঠদেশ, এবং উরুদেশের উপরিভাগে বেদনা, চলিবার বা রতি-ক্রিয়া করিবার সময় ঐ যন্ত্রণার আধিক্য, কখন কখন মূত্রত্যাগকালে অতিরিক্ত যাতনা হয় প্রস্রাবের সহিত প্রায়ই মূত্রময় মিউকাস্ বিদ্যমান থাকে

চিকিৎসা।—এই রোগ প্রতিকারের জন্য অস্ত্রচিকিৎসা নিতান্ত আবশ্যক; এজন্য এস্থলে তাহা লিখিত হইল না।

ওর্‌ক্লুসন্ অফ দি ভ্যাজাইনা বা যোনিদ্বার রোধ।—এই রোগ প্রতিকারের জন্য অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হয় ঔষধ সেবনে বিশেষ ফললাভ হয় না।

য়্যাকিউট্ ভ্যাজাইনাইটিস্ বা প্রবল যোনিপ্রদাহ।—এই ব্যাধিকে প্রদর বলা যাইতে পারে।

লক্ষণ।—যোনি কণ্ডূয়ন, মূত্রাশয়ের উত্তেজন, যোনিমধ্যে বেদনা, উত্তাপ এবং তজ্জন্য অসুখ বোধ, প্রথমতঃ যোনিমধ্যস্থ মিউকস্ সিক্রিসনের স্বল্পতা, এ অবস্থায় পরীক্ষা করিলে যোনি উষ্ণ, শুষ্ক, স্ফীত বোধ হয়; কখন বা উহা লালবর্ণ রক্তচিহ্নযুক্ত দেখা যায়। কিছু পরে গবের ন্যায় পূঁয সংযুক্ত মিউকস্ নির্গত হয়, এবং ঐ ক্লেদের যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই বেদনা এবং অন্যান্য অসুখের হ্রাস হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ গরম জলে কটি পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া রাখিবে গরম জলে যোনি ইঞ্জেক্‌সন্ দিবে কোষ্ঠ পরিষ্কার জন্য ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইবে রোগীকে সুস্থিরভাবে শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিবে।

পথ্য—শোত মৎস্য, অল্প সিদ্ধ ডিম্ব, চা, এবং দুগ্ধ প্রভৃতি লঘু আহার দিবে নিম্নলিখিত ঔষধ যোনিমধ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে

প্লাম্বি আইওডাইডাই	...		৮০ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা	...	...	২৪—৪০ গ্রেণ।
বিউটিরাই ক্যাকাও	...	...	১ আং।
ওলিয়াই ওলিভ	...	...	১২ ড্রাম।

অল্প উত্তাপে দ্রব করিবে, তাহার পরে একটী নল কিম্বা কাগজ জড়াইয়া ৮ ইঞ্চ লম্বা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় মোটা করিয়া তাহার মধ্যে ঔষধ দিয়া ৮টী পলিতা (পেসারী) প্রস্তুত করিবে। ঐরূপ এক একটী পেসারি রাত্রিকালে যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিবে।

পুযোৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

য়্যামোনিয়া কার্বনেটিস্	...	...	৩০ গ্রেণ।
টীং য়্যাকোনিটাই	...	...	৪০ বিন্দু।
টীং সিঙ্কোনা কম্পাঃ	...	...	৫২ ড্রাম।
য়্যাকোয়া মেস্থ পিপারিটা	...	...	৭২ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই	...	...	১—৩ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমাই	...	...	৩ গ্রেণ।

এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া শয়নকালে প্রয়োগ করিবে।

লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর।—লিউকোরিয়ার অর্থ শ্বেতপ্রদর। এই রোগে শ্বেতবর্ণ ক্লেদ নির্গত হওয়াই প্রকৃত লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

লক্ষণ—প্রায়ই ঐ ক্লেদের পরিমাণ অধিক হয় পৃষ্ঠদেশ বেদনা, অল্প পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি আনুসঙ্গিক লক্ষণ মধ্যে জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।—শীতল এবং লবণাক্ত জলে কটি পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাহার পরে নিম্নোক্ত দ্রব্যের পিচ্‌কারী দিবে এজন্য সাইফন্ পিচ্‌কারী ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নতুবা কাচের পিচ্‌কারী দ্বারা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা পিচ্‌কারী দিবার সময় এককালে অর্দ্ধসেরের অধিক জল প্রবেশ না হইতে পায়, এবং অতিশয় ধীরে ধীরে উহা ব্যবহার করিতে হইবে

জিঙ্কি সল্‌ফ্যাটিস্	...	...	১ আং
য়্যালিউমিনিস্ এক্সিকেটা	...	...	৫ আং।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহার ছোট ১ চামচ এক পাইণ্ট ঈষদুষ্ণ জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।

পিচকারীদ্বারা উপকার না দর্শিলে নিম্নোক্ত পেসারী ব্যবহার করিতে দিবে (পেসারি প্রস্তুতের নিয়ম উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে।)

জিন্সি অক্সিডাই	...	...	৬০ গ্রেণ
এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা	..	.	৪০ গ্রেণ।
বিউটিরাই ক্যাকোয়া	...	...	১ আং
ওলিয়াই ওলিভ	..	..	১½ ড্রাম

আটটী পেসারী প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে ব্যবহার করিতে দিবে। ভক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

কুইনি সল্‌ফ্যাটিস্	...	...	১২ গ্রেণ।
ফেরি রেডাক্টাই	...	...	৩০ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্টাই য়্যাকোনিটাই	...	...	১২ গ্রেণ।
গ্লিশরিণ	..	...	বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত।

বারটী বটী প্রস্তুত করিয়া মধ্যাহ্ন এবং রাত্রিকালীন ভোজনের এক ঘণ্টা পরে এক একটী খাইতে দিবে।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে বেলেডোনার পলস্তারা প্রয়োগ করিবে।

পথ্য।—পোর্ট, বিয়ার, জলমিশ্রিত ব্রাণ্ডি, লঘু বলকারক খাদ্য। অন্যান্য উপায়ের মধ্যে বায়ুপরিবর্ত্তন, সমুদ্রতীরে বাস ইত্যাদি কর্ত্তব্য।

য়্যামেনোরিয়া বা রজসভাব।—এই রোগ তিন প্রকার যথা,—এক প্রকার এই যে, তাহাতে একবারে রজঃনিঃসরণ হয় না। দ্বিতীয় প্রকার—রজ নিঃসৃত হয় কিন্তু বহির্গত হইতে পারেনা তৃতীয়প্রকার—স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় রজঃনিঃসৃত হইয়া উহার অবরোধ বা একবারে অভাব হয়।

প্রথম প্রকার পীড়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না স্ত্রীলোকের কোন পীড়া ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হৃষ্ট পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইলেও যদি রজঃস্রাব না হয়, তবে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রকার পীড়া।—ইহাতে রজঃ নিঃসৃত হইয়াও বহির্গত

হয় না। যোনি সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় থাকিলেও জরায়ুর মুখবদ্ধ হওয় প্রযুক্ত রজোরক্ত উহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া গর্ভাবস্থার ন্যায় জরায়ুর আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগী প্রকৃত গর্ভবতী কি না তাহা সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া তবে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ, কোন কোন স্থলে প্রদাহ এবং ক্ষতজন্য জরায়ুর মুখ বদ্ধ হইতে পারে।

চিকিৎসা।—রোগের প্রকৃত কারণ অবধারিত হইলে জরায়ুর মধ্যস্থ রক্ত বাহির করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য অস্ত্রচিকিৎসা আবশ্যক।

তৃতীয় প্রকার পীড়া।—এই রোগ অতি সাধারণ। প্রথমতঃ স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় রজঃস্রাব হইয়া তাহার পরে একবারে বন্ধ হইয়া যায়।

কারণ।—মানসিক উদ্বেগ, স্নায়বিক আঘাত, জ্বর, অন্যান্য প্রবল পীড়া, শীতলতা, আর্দ্রতা এবং কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতীতও এককালে রজ বন্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। ক্ষয়কাশ রোগ জন্মিলে রজঃস্রাবের নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে। অধিক দিবস স্বামীসহবাস না থাকিলে, তাহার পর উহা ঘটিলেও ২।৩ মাস রজঃ বন্ধ হইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসা।—লিভারে রক্তাধিক্য হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

য়্যাসিডাই নাইট্রিসাই ডিল্	...	...	১½ ড্রাম।
স্পিরিটাস্ ইথারিস্ নাইট্রোসি	...	...	১½ ড্রাম।
সাক্সি টেরাক্সিশাই	...	...	১½ আং।
টীং সেনা	...	...	৪ ড্রাং।
ইন্‌ফিউজি জেন্সিয়ান কম্পাঃ	...	...	৭½ আং

ছয় মাত্রা। দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যকৃতের ক্রিয়ামান্দ্য থাকিলে—

পডোফিলাই রেজিনা।	...	...	৬ গ্রেণ।

এক্স্ট্রাক্টী হায়োশায়েমাই .. ২৪ গ্রেণ।
পিলিউলি য়্যালোজ এট মরঃ . ... ৩০ গ্রেণ।
বারটী বটী প্রস্তুত করিবে রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে একটী বটী ৩ ৪ দিন উপর্য্যুপরি সেবন করাইবে।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—

ফেরি সল্ফ্ . .. ... ২ গ্রেণ।
পিল্ য়্যালো এট মারঃ ... . ৩ গ্রেণ।
এক একটী বটী এইরূপ তিনটী বটী দিবসে সেবন করাইবে

এক্স্ট্রাক্ট আর্গট লিকুইডাই . ... ৩ ড্রাম।
টীং সার্পেণ্টেরি .. ... ৬ ড্রাম
ডিকক্ট য়্যালো কম্পঃ . .. ৬ আং।
প্রত্যহ প্রাতে ১ আং পরিমাণে সেবন করাইবে।

ইলেক্ট্রিসিটী প্রয়োগে উপকার দর্শিতে পারে। গরম জলে কটি এবং পদাভিষেক কর্ত্তব্য। লঘু এবং অনুত্তেজক পথ্য ব্যবস্থা করিবে

ডিস্‌মেনোরিয়া বা রজঃকৃচ্ছ্র।—স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে যে কষ্ট হয়, সেই কষ্টজনক রক্তস্রাবকে রজঃকৃচ্ছ্র বা ডিস্‌মেনোরিয়া কহে ডিস্‌মেনোরিয়া তিনপ্রকার যথা;—স্নায়ুশূল, রক্তাধিক্য বা প্রদাহিকা, এবং যান্ত্রিক।

১। স্নায়ুশূল বা নিউর‍্যাল্‌জিক্ —যে সকল স্ত্রীলোক দুর্ব্বলশরীরা তাহাদের এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা স্ত্রীলোক কখন গর্ভবতী না হইলে ১০ ১২ বৎসর বিনা ক্লেশে রজস্রাব হইবার পরে এই পীড়া জন্মিতে পারে।

লক্ষণ।—মাসিক রক্তস্রাবকালের ২ ১ দিন পূর্ব্বে যাতনা আরম্ভ হয়। উহার সহিত আলস্য, শিরঃপীড়া, ত্রিকাস্থি এবং উদরের নিম্নদেশে বেদনা উরুর অভ্যন্তরে ও উপরে বেদনানুভব,উদরপ্রাচীর বেদনাযুক্ত এবং বস্তিদেশ ভার ও টান বোধ হয়। তাহাতে বেদনার সামান্য হ্রাস হইলেও পুনর্ব্বায় বৃদ্ধি হইয়া কষ্ট অত্যধিক বৃদ্ধি হয় কোন কোন

স্থলে ইহার সহিত হিষ্টিরিয়া, শিরঃপীড়, কোষ্ঠবদ্ধ উদরাধ্মান এবং মানসিক নিস্তেজকতা প্রকাশিত হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—বেদনা নিবারণ জন্য অর্দ্ধঘণ্টাকাল রোগীর কটি-দেশ পর্য্যন্ত গরম জলে মগ্ন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য ঐ জলের সহিত ১ আউন্স পরিমাণে কার্বনেট অফ সোডা এবং পোস্ত ঢেঁড়ির এক্স্ট্রাক্ট মিশ্রিত করিলে অধিক উপকার দর্শে উহার পরে অক্সাইড অফ জিঙ্ক * এবং বেলেডোনার পেসারী ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায়। অতিশয় বেদনা বৃদ্ধি হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

টীং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	...	২০ বিন্দু।
স্পিরিট জুনিপার	... ...	৩০ বিন্দু।
স্পিরিট ইথার	.. ...	৩০ বিন্দু।
টিং য়্যাকোনাইট	...	১০ বিন্দু।
মিউসিলেজ	... ...	১½ আং।

একমাত্রা আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে

দুই ঋতুকালের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনার্থ নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য

য়্যাসিডাই ফস্ফরিসাই ডাঃ	...	১½ ড্রাম।
টিং য়্যাকোনিটাই		½ ড্রাম
টিং সিঙ্কোনা কম্পাঃ		½ আং।
ইন্ফিউজি অর‍্যান্সিয়াই	..	৭½ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার অথবা—

রিবিরিয়া সল্ফ্যাটিস্	...	৩০ গ্রেণ।
য়্যাসিডাই সংফিউরিসাই য়্যারোম্যাটিসাই	...	৪০ বিন্দু।
সিরাপি অর‍্যান্সিয়াই	...	৭½ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিন বার

---

* জিঙ্ক ৬০ গ্রেণ, ৪০ গ্রেণ বেলেডো না, অলিভ আয়েলের সহিত মিশাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে প্রস্তুত করিবার প্রণালী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এরণ্ড তৈল দিবে। কফি, চা, মদিরা একবারে নিষিদ্ধ দুগ্ধ, ডিম্ব, মৎস্য, মাখন, মাংস, রুটী প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা স্বামীসহবাস পরিত্যাগ করিবেন

রক্তাধিক বা প্রদাহজন্য ডিস্মেনোরিয়া —এই রোগ প্রৌঢ়াবস্থায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়

লক্ষণ।—ঋতুকালীন স্রাবের নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৪, ৫ দিবস পূর্ব্বে পৃষ্ঠদেশে বেদনা, আলস্যবোধ, অস্থিরতা, বস্তিদেশ ভারবোধ, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশের পর রক্তস্রাব হইতে থাকে দুই তিন দিবস উহার পরিমাণ অল্প থাকায় কষ্টের তত্ত হ্রাস হয় না, তাহার পরে অধিক হইলে যন্ত্রণার সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া আইসে। মধ্যে মধ্যে সংযত রক্তখণ্ড ও জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লীখণ্ড বাহির হইতে থাকে তৎকালে বেদনার আরও আধিক্য হয় যোনিমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করতঃ পরীক্ষা করিলে জরায়ুর গ্রীবাদেশ বেদনাযুক্ত, রক্তাধিক্য এবং স্ফীত বোধ হয়। সচরাচর শ্বেতপ্রদরের ন্যায় অধিক পরিমাণে নির্য্যাসবৎ ক্লেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—স্নায়ুশূল ডিস্মেনোরিয়ায় যন্ত্রণা নিবারণ জন্য যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই সকল ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে যদি তাহাতে উপশম না হয়, তবে জরায়ুর মুখে ২ ৩ টা জোঁক বসাইয়া দিলে নিশ্চয় উপকার দর্শিবে দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে যাহাতে একবারে রোগের হস্ত হইতে রোগীকে মুক্ত করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য তজ্জন্য উত্তেজক আহার পরিত্যাগ করাইয়া লঘু আহার দিবে নৃত্য, পথভ্রমণ, অশ্বারোহণ এককালে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নির্ম্মলবায়ুসঞ্চালিত গৃহে রোগীকে বাস করিবার উপদেশ দিবে এবং নিম্নোক্ত প্রকারে পেসারী প্রস্তুত করিয়া প্রতি রাত্রে এক একটি ব্যবহার করাইবে

প্লাম্বাই আইওডিডাই	...	৮০ গ্রেণ
এক্সট্রাক্ট বেলেডোনা	..	৩০ গ্রেণ।

অলিভ অয়েল এবং কোকা ... ... উপযুক্ত পরিমাণ।

আটটী পেশারী প্রস্তুত করিবে

যান্ত্রিক ডিস্মেনোরিয়া।—জরায়ুর গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশের সংকোচ, সমস্ত গ্রীবার নলীর অপ্রশস্ততা, বায়ুর বাহ্যমুখেরও ঐ অবস্থা, বা জরায়ুর কোন কোন টিউমার পশ্চাৎ বা সম্মুখদিকে উহার স্থানভ্রষ্টতা প্রভৃতি কারণে প্রায়ই এই পীড়া হইতে দেখা যায়

লক্ষণ।—জরায়ুর বাহ্য ও আভ্যন্তরিক মুখের সঙ্কোচ ও গ্রীবা-দেশের অপ্রশস্ততা জন্য যে পীড়া, তাহাই অধিক কষ্টকর, স্ত্রীলোকেরা বন্ধ্যা হইবার ইহাই প্রধান কারণ কিন্তু এই রোগ চিকিৎসা দ্বারা সহজে এবং শীঘ্র আরাম হইয়া থাকে জরায়ুর গ্রীবানলী প্রশস্ত হইলে রজোরক্ত নির্গত হইয়াও উত্তমরূপে বহির্গত হইতে পারে না; এজন্য রক্তের পরিমাণ অত্যল্প, কিন্তু কোন কোন স্থানে জরায়ুর মুখ দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত না হইয়া প্রসববেদনার ন্যায় অতি যন্ত্রণার সহিত জলপ্রপাতের ন্যায় অধিক রক্তস্রাব হইয়া কিছুকাল উহা বন্ধ থাকে। তাহার সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে দুরূহ বেদনা মূত্রাশয়ের উত্তেজনা, তলপেটের উপর বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা।—ডাক্তার সিম্‌সন্ ১৮৪৭ সালে হিষ্টিরোটাম নামে এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উহা দ্বারা গ্রীবানলীর অভ্যন্তর প্রদে-শের দুই ধার কর্ত্তন করিবার আদেশ করেন ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় এরূপ অনেকের বিশ্বাস অন্য প্রকার অস্ত্রচিকিৎসাও এই রোগে যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অনেকে তাহার বিরোধী।

মিনরেজিয়া বা রজসাধিক্য।—রজোরক্তের আধিক্য হইলেই উহাকে মিনরেজিয়া কহা যায়।

কারণ।—ঘন ঘন সন্তানোৎপাদন, অধিক কাল সন্তানকে স্তনপান করান, অতিশয় এবং অসম্পূর্ণ রতিক্রিয়া, এবং প্রসব হইবার পর অধিক রক্তস্রাব।

লক্ষণ।—দৌর্ব্বল্য, আলস্য, উদ্যমরাহিত্য, শ্রান্তিবোধ, কটী এবং

উরুদেশে বেদনা, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শিরঃপীড়া, কর্ণে শব্দ, এবং কখন কখন মূর্চ্ছা। বলা বাহুল্য যে, অধিক রক্তস্রাবই ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা —আভ্যন্তরিক প্রয়োগ,—

স্যাসিডাই গ্যালিশাই	...	...	১৫—২৫ গ্রেণ।
স্যাশিডাই সল্‌ফিউরিসাই স্যাবোঃ		...	১৫—২০ বিন্দু।
টীং সিনেমোনাই	...	...	১½ ড্রাম।
পরিস্রুত জল		...	১½ আং।

এক মাত্রা। প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর রক্তবন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

বাহ্য প্রয়োগ যোনিমধ্যে বরফখণ্ড স্থাপন, ট্যানিক য্যাশিডের পিচকারী, বৈদ্যুতিক প্রয়োগ, ইত্যাদি।

বৈদ্যকে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

প্রদর রোগের কারণ।—বিরুদ্ধ অর্থাৎ দেশকালমাত্রাদিবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতে পুনঃ ভোজন, অজীর্ণ রোগ, মদ্যপান, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, পদব্রজে ব অশ্বযানাদিতে অতিশয় ভ্রমণ, শোক, অভিঘাত, ভারবহন, উপবাসাদিজনিত ধাতুক্ষয়, দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে প্রদর উৎপন্ন হয়

প্রদরের আকার।—শরীর বেদনা, রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রায় সকল প্রকার প্রদর রোগেই লক্ষিত হয়।

প্রদরের উপদ্রব। অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত প্রদরে দুর্ব্বলতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ তৃষ্ণা, জ্বালা ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়

বাতজ প্রদরের লক্ষণ।—ইহাতে রক্তবর্ণ, ফেণাযুক্ত, রুক্ষ এবং মাংসধৌত জলের ন্যায় রক্ত অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ নিসৃত হয় এবং নির্গত হইবার সময় সূচীবেধনবৎ বেদনা হয়।

চিকিৎসা।—দারুহরিদ্রা, রসোত্ত, বাসক মূলের ছাল, মুথা, চিরাতা, বেলশুঁঠ, ভেলার মুটী মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ পোয়া। প্রক্ষেপ—মধু। ইহার নাম "দার্ব্ব্যাদি পাচন"।

অশোকঘৃত।—গব্য ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ দ্রব্য—অশোকমূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের জীরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। তণ্ডুলোদক ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ৪ সের কল্ক—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালসার বীজ, পারুষফল, রসোত, যষ্টিমধু, অশোকমূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী, খুদে নটের মূল, প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে ১ সের চিনি মিশাইবে

পিত্তজ প্রদরের লক্ষণ। ইহাতে পীত, নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণ রক্ত নিঃসৃত হয় এবং অল্প অল্প বেদনা থাকে

চিকিৎসা।—রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, মুথা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, শুণ্ঠী, আতইচ, ধাইফুল, রসোত, আম্রকেশী, জামের আঁটী, মোচরস, নীলোৎপল, বরাক্রান্তা, ছোট এলাইচ, দাড়িমফলের ছাল, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, একত্র মাড়িবে মাত্রা ৪ মাসা অনুপান মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহার নাম "চন্দনাদি চূর্ণ"

সিত কল্যানক ঘৃত।—ঘৃত ৪ সের গব্যদুগ্ধ ১৬ সের কল্ক— কুমুদ পুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, গোধুম, দাউদখানি, মুগানি, ক্ষীর-কাঁকলা, গাম্ভারী ফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোক্ষুর চাকুল্যামূল, উৎপল, তালের মাতি, ভুমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানী, জীবা, ত্রিফলা, গোমুক বা কাঁকুড় বীজ, কাঁচাকলা, প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকজন্য জল ৮ সের।

কফজ প্রদরের লক্ষণ,—ইহাতে পিচ্ছিল আমযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় স্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পারা, গন্ধক, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, কড়ি ভস্ম প্রত্যেক ।০ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, সমুদায় এক দিন ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ইহার নাম "প্রদরান্তক রস।"

শিলাজতু বটী।—পারা ১ পল, গন্ধক ১ পল, রক্তোৎপল পত্রের ও কুড়চিছালের রসে ২ দিন মাড়িয়া তাহার সহিত শিলাজতু ৮ পল, চিনি ৮ পল, বংশলোচন, পিপ্পলী, আমলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারীর ফল, কণ্টকারীর মূল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, প্রত্যেক ১ পল। মধু ১ পলের সহিত মাড়িয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ মাসা। অনুপান দাড়িমের রস।

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ।—ইহাতে ঘৃত, মধু, হরিতাল প্রভৃতি মিশ্রিত বর্ণের ন্যায়, দুর্গন্ধ, স্নেহযুক্ত রক্তস্রাব হয়; ইহা অসাধ্য।

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের। ক্কাথদ্রব্য—বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, সোণা, যজ্ঞডুম্বুর, মউল, বেড়েলা, বেত, গাব, কদম, বক্তবোড়া, শাল, প্রত্যেকের ছাল ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শালিধান্য ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; আমলকী রস ৪ সের। কল্ক—যষ্টিমধু, মউলপুষ্প, পিণ্ড খর্জ্জুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তী ফল, গাম্ভারী ফল, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসোত, অনন্ত মূল, প্রত্যেক ৬ তোলা। ইহার নাম "ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত"।

প্রদরারি লৌহ।—কুড়চিছাল ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্কাথ ছাঁকিয়া পুনরায় পাকজন্য চাপাইবে; ঘনীভূত হইলে বারাক্রান্তি, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঁঠ, মুথা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্র, লৌহ, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া সেই জল।

প্রদরের অসাধ্য লক্ষণ।—সর্ব্বদা রক্তস্রাব, তৃষ্ণা, জ্বালা, দুর্ব্বলতা ও রক্তের অল্পতা, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত প্রদর অসাধ্য।

বৈদ্যকে গর্ভিণী চিকিৎসা।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহার চিকিৎসা নিম্নে লিখিত হইল।

জ্বরচিকিৎসা।—গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে, এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের ক্কাথ পান করিতে দিবে।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, মিলিত ২ তোলা। পাকজন্য জল ।০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু এই ক্বাথ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর ভাল হয়

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মিলিত ২ তোলা। জল দেড় পোয়া, দুগ্ধ ৵০ পোয়া মিশাইয়া ইহাতে পাক করিবে, শেষ ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে ইহা গর্ভিণীর জ্বরে প্রয়োজ্য।

গর্ভবিলাস রস।—পারা, গন্ধক ও তুঁতে প্রত্যেক সমভাগ গোঁড়ালেবুর রসে ৩ দিন মাড়িয়া ত্রিকটুর ক্বাথে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে ইহা সেবনে গর্ভিণীর জ্বর প্রশমিত হয়।

গর্ভপীযূষবল্লী রস।—পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্যমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ব্রাহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেতপাপড়া ও দশমূলের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে।

জ্বরাতিসার চিকিৎসা।—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধন্যা, জায়ফল, শ্বেত ধুনা, শুল্‌ফা, দাড়িম ফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলশুঁদিমূল, রসোত, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন শুঠী, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির, বালা, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ ইহার নাম "লবঙ্গাদি চূর্ণ।"

ইন্দুশেখর।—শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দুর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, প্রত্যেক সমভাগ একত্রে মাড়িয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম ও কুঁড়চিছালের রসে ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটী করিবে

গর্ভশূল চিকিৎসা।—তৃতীয় মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, আমলকী, একত্রে পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে; অথবা পদ্ম, কুড়, শালুক, চিনির জলে পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে। ক্ষুধিত হইলে দুগ্ধের সহিত শালি ধান্যের তণ্ডুল ভোজন করিতে দিবে

উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর, অথব গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা, নীলোৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে চতুর্থমাসোৎপন্ন গর্ভশূল প্রশমিত হয়

পঞ্চমমাসোৎপন্ন বেদনায় নীলোৎপল ও ক্ষীরকাঁকলা পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে, বা নীলোৎপল এবং কাঁকলা সমভাগে লইয়া পেষণ করতঃ শীতল জলে আলোড়ন করিয়া পান করাইবে।

টাবা লেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন এবং উৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে, কিম্বা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা, খই চূর্ণ, সুশীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে ইহাতে ষষ্ঠমাসোৎপন্ন বেদনা নিবারণ হয়।

শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধের সহিত পান করাইবে বা কয়েত-বেল, সুপারিমূল, খই ও চিনি শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সপ্তম-মাসোৎপন্ন বেদনা প্রশমিত হয়।

তণ্ডুলোদকের সহিত ধন্যা বাটিয়া সুশীতল জলে পলাশ পত্র বাটিয়া পান করিলে অষ্টম মাসের বেদনা ভাল হয়।

বৈদ্যকে সূতিকা রোগ চিকিৎসা।

সূতিকা রোগের লক্ষণ।—প্রসবের পরে দূষিত বায়ু প্রবৃত্তমান রক্ত রোধ করিয়া প্রসূতির মস্তক, হৃদয় ও বস্তি স্থানে যে বেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে মক্কলশূল কহে।

সূতিকারোগের সামান্য-লক্ষণ।—শরীরবেদনা, জ্বর, কম্প, পিপাসা, শরীরের গুরুতা, শোথ, উদরে বেদন, অতিসার এই সমস্ত লক্ষণগুলি সকল প্রকার সূতিকারোগেই ঘটিয়া থাকে।

সূতিকার কারণ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।—বিরুদ্ধাচার, দূষিতার ভোজন, অল্প বা অধিক পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ ও অজীর্ণ

দ্রব্য ভোজনে স্থতিকা রোগ জন্মিয়া থাকে স্থতিকার অর্থাৎ প্রসূতির যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্থতিকা রোগ বলে।

চিকিৎসা —শালপর্ণি,চাকুলে বৃহতী কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটী মূল, গন্ধভাদুলে মূল, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুথা, মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোল এই পান করিলে প্রসূতির দাহযুক্ত জ্বর নিবারণ হয় ইহার নাম "সূতিকা দশমূল"

ক্ষুদ্রপ্রয়োগ।—ঝাঁটীমূল, মুথা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুণ্ঠী, বালা, মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা এই ক্বাথ পান করিলে প্রসূতির বেদনা ও জ্বর প্রশমিত হয়

ঝাঁটী ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া প্রক্ষেপ পিপ্পলী চূর্ণ ১ মাসা ইহা পান করিলে প্রসূতির অগ্নি বৃদ্ধি ও জ্বরাদি নষ্ট হয়

সৌভাগ্য:শুণ্ঠী —কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজ, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র,গুড়ত্বক, শঠী, ধাইফুল, এলাইচ, শুল্ফা, ধন্যা, গজপিপ্পলী, মরিচ, শতমূলী, প্রত্যেক ৪ তোলা, শুণ্ঠী চূর্ণ ১ সের, মিছরী ৩০ পল, ঘৃত ১ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা ইহা সেবনে প্রসূতির জ্বরসংযুক্ত অতিসার এবং গ্রহণী নষ্ট হয়

জীরকাদ্য মোদক —জীরা ৮ পল, শুণ্ঠী ৩ পল, ধন্যা ৩ পল, শুল্ফা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৬। সের, ঘৃত ৮ পল, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে প্রক্ষেপ ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, মুথা, চিতামুল, লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ পল মাত্রা ৪ মাসা ইহা সেবনে স্থতিকা ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি করে।

সূতিকাহর রস।—হিঙ্গুল, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, লৌহ, খর্পর, ধুতুরাবীজ, যবক্ষার, সোহাগার খই, সমুদায় সমানভাগে লইয়া বহেড়ার ক্বাথে ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটী করিবে যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে সমস্ত স্থতিকা রোগ নষ্ট হয়

সূতিকারি রস।—পারা, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, সমভাগে থুলকুড়ির

বর্মে মাড়িয়া ছায়াশুষ্ক করিয়া টবপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, শোথ নষ্ট হয়।

বামুনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ মিলিত ২ তোলা, জল ৩ সের, শেষ ৵০ পোয়। ইহা পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

স্তন্য বৃদ্ধিজন্য হরিদ্রা বা বচের ক্বাথ পান করিতে দিবে

রাখাল শশার মূল বা হরিদ্রা ও ধুতুরা বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনের শোথ শুষ্ক হয়।

কৃচ্ছ্র সাধ্য লক্ষণ —দুর্ব্বল প্রসূতির কফ ও বায়ুজনিত রোগ সত্ত্বে তন্দ্রা, অরুচি, কফস্রাব, জ্বর, অতীসার, শোথ, শূলরোগ, মল মূত্র রোধ ও দুর্ব্বলতা জন্মিলে ঐ সমস্ত রোগ বহু যত্নে প্রশমিত হইয়া থাকে

হোমিওপ্যাথিকে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

স্ত্রীলোকদিগের প্রদর উপদংশ সম্ভূত নহে। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে, এজন্য তাহাদিগের সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে প্রমেহ-স্রাব হয় তাহাদিগের মূত্রপ্রণালী খর্ব্ব ও প্রশস্ত, এজন্য ইহা পুরুষদিগের ন্যায় তত কষ্টকর নহে মূত্রপ্রণালী মেহস্রাবের মূল হইলে, মূত্রদ্বারে চুলকানিযুক্ত বেদনা ও ফোলা থাকে, প্রস্রাবকালীন দগ্ধবৎ জ্বালা করে; ইহার প্রদাহে বাহ্যজননেন্দ্রিয় ও তৎ ওষ্ঠদ্বয় পর্য্যন্ত দাহযুক্ত করে মূত্রদ্বারে কয়েক ফোঁটা পুঁয এবং কাপড়ে জর্দ্দার আভাযুক্ত সবুজ দাগ দেখা যায়। জননেন্দ্রিয়ে অঙ্গুলি প্রবেশ এবং উপরের দিক হইতে সম্মুখের দিকে হাত দিয়া চাপিলেও ঐ প্রকার পুঁয নির্গত হয় জননেন্দ্রিয়ের ওষ্ঠদ্বয় আক্রান্ত হইলে পুরুষদিগের লিঙ্গাবরকের প্রদাহের ন্যায় প্রদাহিত হয়; ইহার মধ্যবর্ত্তী দিক আটা নীলাভাযুক্ত লাল উজ্জ্বল ক্ষত দ্বারা আবৃত ও ফুলিয়া কদাকার হয় রক্ত ওষ্ঠ, অত্যন্ত অধিক ভারি, কাল আভাযুক্ত, লাল দুষ্ট

হয় প্রদাহ অধিক হইলে শয্যার উষ্ণতা অসহনীয় হইয়া উঠে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় প্রদাহ। যদিও লেবিয়া আক্রান্ত হইয়াই সাধারণতঃ বাহ্য প্রমেহ উপস্থিত হয়, তথাপি বাহ্য প্রমেহ অপেক্ষা স্ত্রী-লোকদিগের জননেন্দ্রিয়প্রদাহ সচরাচর অধিক হইতে দেখা যায় যখন ইহা প্রবল হয়, তখন জননেন্দ্রিয়ে অত্যন্ত উত্তাপ অনুভূত হয় যদি জননেন্দ্রিয়ের বীর্য্যধারণাবরণ আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটীবৎ অনুভূত হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্বাভাবিক হইতে অধিতর বোধ হইয়া শ্লেষ্মাশূন্য হয় এবং ক্ষুদ্র গুটীবৎ লাল মাংস-বদ্ধ অনুভূত হয় রক্তমিশ্রিত পুঁয কটুতা প্রযুক্ত কাপড়ে জরদ দাগ লাগে এবং জরায়ু পর্য্যন্ত প্রদাহ বৃদ্ধি হইলে রোগ দুর্দ্দম্য হইয়া পড়ে; তৎপরে ঋতুক্রীড়ার বৈলক্ষণ্য হইয়া অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা

চিকিৎসা।—মূত্রমার্গ প্রদাহে "কেনাবিস্" এবং "থুজ" উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহির্যোনি প্রদাহে "ব্রাইওনিয়া," "মার্ক," "সেবাইনা," ও "থুজা" যোনিপ্রদাহে "বেলে," "ক্রিয়োজোট," "পলস্" ও "সেবাইনা" জরায়ু প্রদাহে "একোনাইট," "ক্যান্থ," "ইগ্নি," "ফস্" ও প্লাটীনা।"

প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও অতিশয় উত্তাপযুক্ত প্রদাহের লক্ষণ থাকিলে "একোনাইট" ব্যবহার করিবে।

জ্বালাযুক্তস্রাব, দাঁড়াইলে স্রাব পড়া ও দুর্গন্ধময় পদার্থ নির্গত হইলে কিম্বা আক্রান্তভাগ আরক্তিম থাকিলে "আর্শেনিক" দিতে হইবে

আক্রান্ত স্থানে গুটী উৎপন্ন কিম্বা প্রসবকালীন বেদনা উপস্থিত হইলে "অরমে" ব্যবহার করিবে

যোনি হইতে শ্বেত শ্লেষ্মা নিসৃত হইলে ও তৎসঙ্গে যোনিমধ্যে, যোনির দ্বারে, উপরি ভাগে তীক্ষ্ন সূচবিদ্ধবৎ কিম্বা তলপেট হইতে সমস্ত পদার্থ বহির্গত হইবে এরূপ ভাবে প্রবল বেগে টেনেধরা বেদনা উপস্থিত হইলে "বেলেডোনা" ব্যবস্থেয়

স্রাব হ্রাস হইয়া পুনরায় বৃদ্ধি হইলে ও তৎসঙ্গে লেবিয়া স্ফীত ও

কখন কখন স্ফীত স্থানে কৃষ্ণবর্ণ শক্ত গুটিকা উৎপন্ন হইলে "ব্রাইওনিয়া" উৎকৃষ্ট ঔষধ

প্রস্রাবকালীন শেবিয়াব মধ্যে বেদনা, পুঁযদ্বারা মূত্রমার্গ বন্ধ, যোনি স্ফীত ও প্রবল বমনেচ্ছা থাকিলে "কেনাবিস্" বিশেষ উপকার করে।

প্রচুর ক্ষীণকারী স্র ব, মূত্রগ্রন্থিতে বেদনা, পেলবিসে কষ্টকর যাতনা অনুভব, অবসন্নতা, মুখশ্রী পীত ও মলিন হইলে "ক্যান্থারিস্" বিশেষ ফলদায়ক

যোনী হইতে হরিতবর্ণ জ্বালাযুক্ত স্রাব কিম্বা যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে এরূপ ঝাঁজাল টন্‌টনে বেদনাযুক্ত জলীয় স্রাব থাকিলে "ক্যামোমিলা" বিশেষ উপকারী।

জরায়ুতে অতিশয় খিলধরা বেদনা, রমণীদিগের জননেন্দ্রিয়ে লিঙ্গের ন্যায় যে ক্লিটরিস্ নামক গ্রন্থী আছে, তাহা স্ফীত হইয়া বিষাক্ত পুঁযশ্রাব হইলে "ইগ্নেসিয়া" ব্যবহার করিবে

রক্ত ঈষৎ লাল, সবুজ বা সবুজযুক্ত সাদা দুর্গন্ধময় স্রাব, বিশেষ প্রাতে দুর্গন্ধ থাকিলে অথবা চুলকানি এবং বেদনা সহকারে স্রাব, এবং পায়ের দুর্ব্বলতা থাকিলে "ক্রিযোজোটাম্" ব্যবহার করিবে।

পুঁয, ক্লেদ, শ্লেষ্মা অথবা সবুজ বর্ণ পুঁযবৎ স্রাব যাহা সহজে নির্গত না হইয়া জননেন্দ্রিয় মধ্যে অতিশয় কট্‌কট বেদনা অনুভূত হইলে "মার্কুরিযস্" ব্যবস্থেয

জননেন্দ্রিয় হইতে বেদনাবিহীন জরায়ু শ্লেষ্মাস্রাব অথবা জ্বালা-সহকারে পচা শ্লেষ্মা স্রাব, রতিইচ্ছা অতি প্রবল, জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি, কামড়ানি, ফুলা ও তৎসঙ্গে জ্বালা থাকিলে "নক্সভমিকা" বিশেষ উপকারী

মাংসের ন্যায় রঙবিশিষ্ট শ্লেষ্মা, জননেন্দ্রিয়ের অর্দ্ধভাগে ফুলা, ভিতরে ঘা, উপরে পুঁয ঢাকিয়া আছে, তজ্জন্য জ্বালা ও চুলকনাযুক্ত বেদনা থাকিলে "এসিড্ নাইটিক" ব্যবহার করিবে

লম্বাভাবে সমস্ত জননেন্দ্রিয়ে সিলাইবার মতন বেদনা সহকারে শ্লেষ্মা বা দুগ্ধবৎ স্রাবে "ফস্‌ফোরাস" বিশেষ উপকারী দুগ্ধবৎ ঘা,

বেদনাবিহিন, শ্লৈষ্মিক স্রাব, বিশেষতঃ যাহা শয়ন করিয়া থাকিলেই অনুভূত হয়, জ্বালা, হুলফুটান বেদনা থাকিলে "পল্‌সেটিলা" উপকারী। রক্ত এবং শ্লেষ্ম স্রাবে, জরদ, পাতলা, কটু, উগ্রগন্ধ হইতে স্রাব হইলে "সেবাইনা" দেওয়া যাইতে পারে।

বেড়ানর সময় রক্তস্রাব হইলে সল্‌ফার লিঙ্গ সদৃশ স্ত্রীলোকদিগের ক্লিটরিস্ নামক যন্ত্র চুলকান সঙ্গে সঙ্গে ক্লিটার দ্বারা দষ্টবৎ কামড়ানি, জ্বালা এবং পাতলা স্রাব, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়ই অধিক হওয়ায় "সিপিয়া" ব্যবস্থেয়।

জননেন্দ্রিয়ের উভয় ওষ্ঠ স্ফীত এবং ঘা দ্বারা আবৃত হইয়া উহা হইতে জরদ বা সবুজ শ্লেষ্মা বা পুঁযস্রাব, যাহাতে কাপড়ে দাগ লাগে, কামড়ান, চুলকনা বেদনা সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে জননেন্দ্রিয়ে সঙ্কোচন এবং চাপা বেদনা অনুভূত হইলে 'থুজা" ব্যবহার করিবে।

আনুসঙ্গিক উপায়।—স্ত্রীলোকদিগের এই প্রমেহ রোগের অবস্থায় চিকিৎসার সময় এবং আরোগ্যাবস্থায়ও কিছুদিনের জন্য কাম-বিপুর চরিতার্থ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ পথ্যসম্বন্ধেও বিশেষ সাবধান হইবে পুরুষদিগের প্রমেহ আরোগ্য করিতে আহারাদিসম্বন্ধে যেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও সেইরূপ; এজন্য শারীরিক পরিশ্রম, ঠাণ্ডা লাগান, ইন্দ্রিয় উত্তেজনা, নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য ও উত্তেজক পানীয় একবারে নিষিদ্ধ প্রথমাবস্থায় "একোনাইট" আবশ্যক, তাহার পর "কেনাবিস্" কিম্বা অন্য কোন লক্ষণ সংমিলিত ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় পুরাতন প্রমেহ অবস্থায় যাহা প্রবল রোগের সদৃশ, তাহাতে "সিপিয়া" প্রয়োজন যদি শরীরে উপদংশ আছে এরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে "মার্কুরিয়স্" বা তদোপযোগী অন্য ঔষধ বিধেয় যদি মার্করির অপব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা হইলে "নাইট্রিক য়্যাসিডের" প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

ঋতুবন্ধের কারণ।—গর্ভসঞ্চার হইতে ঋতু বন্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সচরাচর, অতিরিক্ত রজস্রাব, পুরাতন ও নূতন রোগ অপরিমিত সঙ্গম দ্বারা হইয়া থাকে। ঋতুকালীন ভিজা বস্ত্র পরিধান করিয়া শরীর

শীতল কিম্বা বরফ ভক্ষণ দ্বারা শরীর শীতল করিলেও এই ব্যায়রাম উপস্থিত হইয়া থাকে ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা অথবা তদ্রূপ কোন কারণে ঋতু বন্ধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। ঋতুকালীন অকস্মাৎ উহা বন্ধ হইলে রোগীকে গরমজলে স্নান ও গরম শয্যায় শয়ন করাইবে "অ্যাকোনাইট" সেবন এবং মধ্যে মধ্যে শীতল জল পানদ্বারা তাহার চর্ম্মের কার্য্য স্বাধীনভাবে সংস্থাপিত করিয়া দিবে ঔষধ "পলসেটিলা," "ডালকামরা," "সিমিসিফিউগা"। যদি আর্দ্রতা বশতঃ ঋতু বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার জন্য স্ফোটক হয়, তাহা হইলে "ডাল্‌কামরা" ব্যবহার করিবে

ভয়জনিত হইলে। "একোনাইট," "ওপিয়ম," "ভেরাট্রম্" ব্যবহার করিবে

মানসিক উত্তেজনাজাত হইলে।—"কেমোমিলা"।

শোকজ হইলে —"ইগ্নিসিয়া"

আনন্দজনিত হইলে।—"কফিয়া," "ওপিয়ম"

পুরাতন রোগে।—"কলিয়ম," "কেলিসিয়া," "সিপিয়া"

ক্রমশঃ বন্ধ হইলে ইহার উৎপত্তির কারণ প্রায়ই কোন পুরাতন রোগ ইহার চিকিৎসা নিম্নলিখিত মতে করিতে হইবে।

ঋতু বন্ধ হইয়া মস্তকে রক্তসঞ্চার এবং তৎপ্রযুক্ত অতিশয় বেদনা থাকিলে মুখশ্রী মলিন, দুর্ব্বলতা,কাঁকালে বেদনা থাকিলে "একোনাইট" দিবে

মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, চক্ষুর পাতায়, পৃষ্ঠে, সমস্ত অঙ্গে, বিশেষতঃ বামাঙ্গে বেদনা থাকিলে, হৃৎকম্প, অনুৎসাহ ও শিরঃপীড়া থাকিলে "সিমিসিফিউগা" বিশেষ উপকারী।

নম্র, ভীরু, অভিমানী এবং কোমলস্বভাবা স্ত্রীলোকের অবসন্নতা, পৃষ্ঠে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে "পলসেটিলা" মহৌষধ।

পরিশ্রম দ্বারা কষ্টের হ্রাস ও নিশার বৃদ্ধি হইলে তলপেটে এবং কঙ্কালে অত্যন্ত বেদনা, বিষণ্ণতা এবং প্রাতঃকালে মস্তক বেদনা থাকি-

লেও "পল্‌সিটিলা" দ্বারা উপকার না দর্শিলে "সিপিয়াব" প্রয়োগ আবশ্যক।

চক্ষুতে ব্যথা, মাথাধরা, মস্তকের পীড়া, চক্ষুব পাতা এবং অভ্যন্তরে বেদনা, জননেন্দ্রিয়েব উত্তাপ এবং শুষ্কতা থাকিলে "বেলেডোনা" ব্যবস্থাব করিবে

মস্তক ঘূর্ণন, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, পার্শ্বে ও বক্ষে বেদনা, নীরস সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধ, পাকস্থলীব কামড়ানি থাকিলে "ব্রাইওনিয়া" বিশেষ উপকারী।

মস্তক ভাব, মস্তক ঘূর্ণন, নিদ্রাকর্ষণ, তন্দ্রা, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং প্রস্রাব বন্ধ হইলে "ওপিয়ম্" ব্যবস্থেয

বহুদিনেব জন্য ঋতু বন্ধ থাকিলে এবং পীড়াব সার্ব্বাঙ্গিক কাবণ উপস্থিত না থাকিলে "কোলিয়ম্" ব্যবহাব করিবে।

প্রয়োগ।—প্রথমতঃ দিবসে তিনবার কিছু উপকাব হইলে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাব সময় এই দুইবার মাত্র সেবন কবিবে যদি উপকার দর্শে তবে ১০ ১৫ দিন ব্যবহাব কবিবে

অনিয়মিত রক্তস্রাব।—কখন কখন দুই বা তিনবার রজস্রাব হইযা এক বা ততোধিক দিনেব জন্য উহা বন্ধ থাকে

কারণ।—সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকা, অলস-স্বভাব, শারীরীক ও মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের চালনা না করা

চিকিৎসা।—অন্যান্য লক্ষণে গৌণঋতুব ন্যায় চিকিৎসা কবিবে যদি অনিয়ম কষ্টজ হইযা থাকে, "চায়না" বা "কুইনাইন" ব্যবহার করিলে উপকাব দর্শিতে পাবে। প্রথমে তিন দিবস "পল্‌সেটিলা" সেবন করিয়া তদনন্তব তিন দিবসেব জন্য "চায়না" সেবন করিবে যত দিন না বোগ আবোগ্য হয়, ততদিন পর্য্যাযক্রমে "পল্‌সেটিলা" ও "চায়না" সেবন কবিবে।

ঋতুশূল।—অত্যল্প বা প্রচুর পবিমাণে বজঃস্রাব হইয়া বজঃকষ্ট জন্মে

লক্ষণ।—জবায়ুপ্রদেশে প্রসববেদনার ন্যায় অত্যন্ত অসহ্য

বেদনা; শিরঃপীড়া আরক্ত গণ্ড, ঘননিশ্বাস, হৃৎকম্প, উদরে চাপযুক্ত বেদনা, এই বেদনা কোন কোন সময় ঋতুর প্রথম দিবস পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, আবার ঋতু আরম্ভ হইলে সারিয়া যায়।

কারণ।—কোষ্ঠবদ্ধ এবং জরায়ু গ্রীবা বা প্রণালীর সঙ্কোচাবস্থা

চিকিৎসা।—মস্তকবেদনা এবং মুখের আরক্ততা নিবারণ জন্য "বেলেডোনা" দিবে।

অজীর্ণ এবং উদরাময় থাকিলে "ক্যামোমিলা" প্রয়োগ করিবে।

শীতানুভব এবং বমনোদ্বেগ থাকিলে "পল্‌সেটিলা" খাওয়াইবে।

মনের উদ্বেগ নিবারণ জন্য "জেল্‌সিমিনিম্" ব্যবস্থা করিবে

এই সকল ঔষধ দিবসে ৩। ৪ বারের অধিক খাওয়াইবে না

অন্যান্য উপায় —প্রতিদিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, এক ঋতুর কাল হইতে অন্য ঋতু পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে শীতলজলে স্নান, ঋতু বর্ত্তমান সময়ে শীতল ও উষ্ণ জলমিশ্রিত করিয়া সন্ধ্যার সময় স্নান, নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার করা কর্ত্তব্য উত্তেজক দ্রব্যাদি পান বা ভোজন করিবে না

খিল ধরা।—গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সচরাচর খিল্‌ধরা বা পদদ্বয়ের স্থানে স্থানে বেদনা হয়

"ক্যামোমিলা" ও "ক্যাম্ফর" এই দুই ঔষধ দ্বারা খিল্‌ধরা নিবারিত হইয়া থাকে। কর্পূরই সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় এবং ইহা বাহ্যপ্রয়োগেও ব্যবহৃত হয়

অজীর্ণতা এবং গরম হেতু শিরঃপীড় থাকিলে "ব্রাইওনিয়া," "নক্স-ভমিকা," "সিপিয়া" বিশেষ উপকারী।

ক্লান্তি হেতু পৃষ্ঠ এবং কোমরের বেদনা থাকিলে "রস্‌টক্স," "কেলী-কার্ব্ব" বা "আর্নিকা" ব্যবহার করিবে।

কৃত্রিম ঋতু —কখন কখন ঋতু বন্ধ অথবা অল্প মাত্র ঋতুস্রাব হওয়ায় লালার সহিত রক্ত নির্গমন বা রক্ত বমন, জননেন্দ্রিয় হইতে শুভ্রবর্ণ ক্লেদ নির্গমন এবং ঋতুর পরিবর্ত্তে মাসে মাসে অপর কোন পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে কৃত্রিম ঋতু বলা যায়।

চিকিৎসা।—লালার সহিত রক্ত নির্গমন হইলে "ব্রাইওনিয়া" ব্যবহার করিবে।

রক্তবমন এবং বমনেচ্ছা থাকিলে "ইপিকাক্" দিবে।

কর্ণ ও নাসিকা হইতে রক্তোদ্গীরণ হইলে "পল্‌সেটিলা" দিবে।

অন্য কোন ঔষধে রক্তোদ্গীরণ বন্ধ না হইলে "হেমামিলিস্" দিবে।

কষ্টদায়ক সর্দ্দি, দৌর্ব্বল্য, মলিন মুখ, কৃশাঙ্গ, অল্পঋতু বা ঋতুর বন্ধ হইলে "সিলিসিও" ব্যবস্থেয়।

সাধারণ চিকিৎসা।—"সিলিসিও," "ক্যামোমিলা" "সিকেল," "পল্‌সেটিলা," "বেলেডোনা," "সিমিসিফিউগা," "হেমামিলিস্," "সেবাইনা," "ককিউলাস্," "জেল্‌সিমিনাম্," "নক্সভমিকা," "কফিয়া," "ভেরেট্রম্," "ইগ্নেসিয়া," "প্লেটিনা," ইত্যাদি ঔষধ ব্যবস্থা।

লক্ষণ অনুসারে ঔষধ ব্যবস্থা। জরায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কষ্টকর রজঃস্রাব ও রজঃকষ্ট প্রভৃতি থাকিলে "সিলিসিও" দিবে।

গর্ভবেদনার ন্যায় অতিশয় বেদনা, পৃষ্ঠদেশের সম্মুখে উপরিতে চাপ শূলবেদনা, কাল ও জমাট রক্তস্রাব হইলে, বিশেষতঃ স্নায়ুপ্রবল ও খিট্‌খিটে স্বভাবা স্ত্রীদিগের পক্ষে "ক্যামোমিলা" উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অতিশয় প্রবল বেদনা থাকিলে, কাল গুটী গুটী রজঃস্রাব, মূত্রাশয়ে এবং মলাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মুখশ্রী মলিন, রক্তস্রাব না হইয়া অতি কষ্টকর বেদনা থাকিলে "সিকেল্" অতিশয় উপকারী।

রজঃকষ্ট, জরায়ু প্রভৃতিতে বেদনা থাকিলে "পল্‌সেটিলা" ব্যবহার করিবে।

জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় এবং প্রদাহ অনুমিত হইলে অতিশয় ধপ্‌ধপ্ বেদনা, মস্তকে রক্তাধিক্য, দৃষ্টির ভ্রম, রক্তিম মুখশ্রী বা অধিক স্রাব থাকিলে "একোনাইটের" সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে "সিমিসিফিউগা" দিবে। স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকদিগের অতিশয় শিরঃপীড়া, হস্তপদাদি কামড়ান, বমন ও রক্তস্রাব থাকিলে "বেলেডোনা" দিবে।

ঋতু আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে বেদনা থাকিলে "সেবাইনা" ব্যবহার করিবে।

শ্বেতপ্রদর।—স্ত্রীলোক প্রায়ই এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে ঋতু বর্ত্তমানে কিম্বা প্রথম রজোদর্শন হইতে রজঃবন্ধ পর্য্যন্ত প্রায় এই রোগ আবির্ভাব হইয়া থাকে জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ বা স্ফীততা নিবন্ধন উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে এক প্রকার শুভ্রবর্ণ ক্লেদ নির্গত হয়, তাহাকেই শ্বেতপ্রদর বলে

লক্ষণ।—স্ত্রী জননেন্দ্রিয় হইতে শ্বেত, পীত বা হরিৎ জলবৎ পাতলা অথবা আটাবৎ গাঢ় বা অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার ক্লেদ নির্গত হয় তন্নিমিত্ত সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মুখ মলিন, অজীর্ণতা, পৃষ্ঠ, কোমর এবং তলপেট বেদনা করে

কারণ।—শৈত্য রক্তাধিক্য, স্বাস্থ্যভঙ্গ, গণ্ডমালা রোগ, ক্রিমিজন্য কামড়ান ও অপরিচ্ছন্নতা জন্য ইহা জন্মায়

চিকিৎসা।—গর্ভাবস্থায় শুভ্রবর্ণ গাঢ় ক্লেদ নির্গত এবং তন্নিবন্ধন চুলকানি থাকিলে ঋতু হয় না এরূপ বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদর হইলে, তলপেট কামড়াইলে "পল্‌সেটিলা" অধিক কার্য্যকারী

পীত, হরিৎ এবং দুর্গন্ধ ক্লেদ নির্গত, ঋতুকালীন যন্ত্রণাধিক্য, অল্প মাত্রায় রক্তস্রাব, তলপেটে ছিন্নবৎ যন্ত্রণানুভব, কোষ্ঠবদ্ধ, শীতানুভব থাকিলে, "সিপিয়া" দিবে

পীতবর্ণ শ্লেষ্মার সহিত পূঁয নির্গত ও জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত এবং চুলকানি থাকিলে, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, পাতলা অস্বাস্থ্যকর ক্লেদ নির্গমন, দৌর্ব্বল্য, শীতানুভব এবং মুখের বর্ণ মলিন হইলে "মার্কুরিয়াস্‌" দিবে।

অধিক স্তন্য বা অতিরিক্ত ঋতুস্রাব বশতঃ শরীর দুর্ব্বল কিম্বা কোন দুর্ব্বলকারক রোগ কর্ত্তৃক শ্বেতপ্রদর রোগের উৎপত্তি হইলে "চায়না" ব্যবহার করিবে

প্রয়োগ প্রণালী।—এক সপ্তাহ বা দশ দিন দিবসে তিনবার করিয়া সেবন করিবে। স্থায়ী রোগে তদপেক্ষা অধিক দিন প্রাতে এবং সায়ংকালে সেবন করিবে

আনুষঙ্গিক উপায়।—নির্ম্মল বায়ুতে ব্যায়াম, বিলাসপূর্ণ দ্রব্য ভোজন, পক্ষশয্যা, উত্তেজক দৃশ্য, কুচিন্তা, অধিক লোকের সহিত বাস,

ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে সর্ব্বদা শীতল জলের পিচকারী গ্রহণ, প্রত্যহ স্নান এবং জননেন্দ্রিয় পরিষ্কার রাখিবে।

গর্ভাবস্থা ও সেই সময়ের সমুদায় পীড়া।

গর্ভের লক্ষণ।—ঋতু বন্ধ, প্রাতঃকালে শারীরিক অসুখ বোধ, স্তনদ্বয়ের স্ফীততা, কুচাগ্রের কৃষ্ণবর্ণতা, স্তনে দুগ্ধের আবির্ভাব, তলপেটের স্ফীততা, জরায়ুর আকস্মিক স্ফীততা, উদরের অস্থিরতা, জরায়ু কোষ, এই সমস্ত গর্ভলক্ষণ

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যবিধান।—লঘুপাক, পুষ্টিকর, বিলাসশূন্য দ্রব্য আহার করা গর্ভবতী স্ত্রীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য আহার করিবার সময় জলপান করিও না কাপড় খুব আঁটিয়া পরা কর্ত্তব্য নহে।

ব্যায়াম।—গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদিত হয় এবং বিনা ক্লেশে সন্তান প্রসূত হয় ০ বালক বিলক্ষণ বলবান ও সুস্থ হয় যত প্রকারে অঙ্গ চালনা হয়, তন্মধ্যে গর্ভবতী নারীদিগের পক্ষে নির্ম্মলবায়ুপূর্ণ স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। ভ্রমণ করিতে হইলে আহারের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রত্যুষে করাই ভাল; আর যাহাতে শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া না পড়ে, সেই পরিমাণে ভ্রমণ করিতে হইবে। শকট বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবে না বায়ু আর্দ্র হইলে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে মন সর্ব্বদা সুখী থাকে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে

লক্ষণ।—শয্যা পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই অসুখ অনুভূত হইয়া থাকে শয়নাবস্থায় হয়ত কিছু মাত্র অসুখ থাকে না, কিন্তু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবা মাত্রই বমনোদ্রেক, উদ্গার এবং গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে না আসিতেই ভয়ানক বমি হইতে থাকে

কেহবা অনিচ্ছা পূর্ব্বক আহার করিয়া থাকে, আহার করিয়া না উঠিতে উঠিতেই সমুদয় বমি হইয়া যায় কাহারও কাহারও সমস্ত দিনই অসুখ হয় গর্ভসঞ্চারের পরেই রমণীগণ প্রায়ই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং ইহা ৩। ৪ সপ্তাহ থাকিয়া আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়

রোগোৎপত্তির কারণ —পাকাশয়ের শিরাপরম্পরার কার্য্য-কারিতা শক্তির আধিক্য হেতু পুষ্টিক রিভা শক্তির সমতা রক্ষা হয় না।

চিকিৎসা।—বমন, শিরঃঘূর্ণন, অস্থিরতা, উগ্রস্বভাব, অম্লবমন, হিক্কা, পাকস্থলীতে চাপবোধ, মুখে জল উঠা ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে "নক্স-ভমিকা" দিবে।

উদরের গ্লানি, সর্ব্বদা বমনোদ্রেক ও উদ্গার বা অজীর্ণ দ্রব্য পিত্তবমন হইলে "ইপিকাকোয়ানা" দিবে

"ক্রিয়োসোটাম্" ইহা স্থায়ী রোগের মহৌষধ

অতিশয় বমন, দৌর্ব্বল্য এবং মধ্যে মধ্যে অবসন্নতা বা মোহ থাকিলে "আর্সেনিকাম্" দিবে

যে লক্ষণে "নক্সভমিকা" দেওয়া যায়, সেই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে এবং রোগ আরোগ্য হইবার উপক্রম হইলে "পল্‌সেটীলা" সেবন করিবে

আনুসঙ্গিক উপায়।—খাদ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে সময় উদর ভার অথবা আহারে অনিচ্ছা থাকিবে, সে সময়ে আহার না করিয়া অপর কোন সময়ে আহার করিবে রোগিবিবেচনায় সর্ব্বদা দুগ্ধ ২।৩ কাঁচা পরিমাণে সেবন করিবে যদি ইহাতেও বমন হয়, তবে বরফ খাইবার ব্যবস্থা করিবে যদি পূর্ব্বোক্ত কোন উপায়েই ফলপ্রাপ্ত না হয়, তবে দিবসে দুই তিন বার মলদ্বার দিয়া খাদ্য দ্রব্য প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক

বন্ধ্যাত্ব —সন্তানোৎপত্তির বয়স অতীত হইলে যুবতীদিগের আর সন্তান হইবার আশা নাই, এরূপ সন্দেহ প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে, এবং এই সময় সকলেই কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

কারণ —কারণ প্রায়ই দুই প্রকার, স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক স্থানিক

কারণের মধ্যে স্ত্রীযোনী, জরায়ু বিষকোষ ইত্যাদির অসম্পূর্ণ গঠনই প্রধান, কিন্তু তদ্রূপ স্থল অতি অল্প বলিতে হইবে জরায়ু কোষে স্ফৈটিক বা মাংস বৃদ্ধি অথবা তাহার অস্বাভাবিক স্থানে অবস্থান, অস্বাভাবিক দুক্কিয়া, অসাময়িক বা অতিরিক্ত পুরুষসঙ্গ, শ্বেতপ্রদর ইত্যাদি ইহার প্রবল কারণের মধ্যে গণ্য। সার্ব্বাঙ্গিক কারণের মধ্যে কোন প্রবল বা স্থায়ী রোগ দ্বারা শারীরিক ক্ষমতার হ্রাসই প্রধান কারণ ইহা ব্যতিত অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, অতিরিক্ত পরিশ্রমও বন্ধ্যাত্বের কারণ

চিকিৎসা।—কারণ দেখিয়া চিকিৎসা কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত কয়েকটী ঔষধ দ্বারা উপকার হইতে পারে। "সিপিয়া", "এগ্নস্‌কেষ্টস্", "বেরাইট", "কার্ব্বনিকা", "কোপিয়ম্", "প্লেটীনা", "ফেরম্", "ফস্‌ফরস্।"

গর্ভপাত বা গর্ভনষ্ট।—গর্ভপাত একবার হইলে প্রায়ই পুনঃপুনঃ যতবার গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে, ততবারই গর্ভপাত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

লক্ষণ।—সকল প্রকার কাজকর্ম্মে অসুখবোধ, নিস্তেজভাব, পৃষ্ঠের নীচের ভাগ দুর্ব্বল বোধ, অল্প অল্প করিয়া ক্রমে অতিরিক্ত রক্ত ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। কোমরে কর্ত্তন সদৃশ বেদনা হইতে থাকে। প্রথমতঃ অনিয়মিত বেদনা অতি অল্প অল্প অনুভূত হয়, পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর অসহনীয় নিম্নগামী বেদনা আরম্ভ হয়, তাহার পরে জল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়া গর্ভপাত হয়।

কারণ।—কোন বিষয়ে বঞ্চিত হওয়া, পড়িয়া যাওয়া, আঘাত প্রাপ্ত, পা সরিয়া যাওয়া, ভারি বস্তু উত্তোলন, অনেক দূর পরিভ্রমণ, অশ্বারোহন, নৃত্য, অতিশয় দুষ্পাচ্য বস্তু আহার, রেচক ঔষধ সেবন, অতিশয় মানসিক উচ্ছাস, শারীরিক দুর্ব্বলতা, গর্ভসঞ্চালনের অব্যবহিত পরে বার্ত্তাশয় অতিশয় শিথিলভাবে রাখা, প্রচুর রজস্রাব ও দীর্ঘস্থায়ী শ্বেতপ্রদর গর্ভপাতের কারণ।

চিকিৎসা।—অতিশয় কষ্টদায়ক বেদনা এবং প্রত্যেক বেদনাতে কাল জমাট রক্ত নির্গমন হইলে বিশেষতঃ অসম্পূর্ণ প্রসব বেদনা থাকিলে "সিকেল্" দিবে।

গর্ভাশয়ে টাটানি ও উত্তাপ এবং অতিরিক্ত রজস্রাব হইলে "সেবাইনা" দিবে।

রক্তাধিক্য হইলে "একোনাইটম্" দিবে।

স্নায়ুপ্রধান এবং চিরচিবেস্বভাবা স্ত্রীগণ, যাহারা প্রায় সহজে বেদনা অনুভব করে, তাহাদিগকে "ক্যামোমিল" ব্যবহার করিতে দিবে।

পতন, আঘাত বা অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে "আর্ণিকা" দিবে

"ইপিকাক্", "পল্‌সেটীলা," "বেলেডোনা", "ক্রোকস্" ব্যবহারে উপকার দর্শে

প্রয়োগ —রোগের লক্ষণের আবশ্যকতানুসারে প্রত্যেক ২০ ৩০ এবং ৬০ মিনিট অন্তর ১ মাত্রা সেব্য। রোগের হ্রাস হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ে সেবন করিবে

আনুসঙ্গিক উপায়। গর্ভপাতের বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র বায়ুসঞ্চালিত শীতল গৃহে খাটের উপর কোমল শয্যায় যে পর্য্যন্ত না আশঙ্কা দূর হয়, সে পর্য্যন্ত শয়ান রাখিবে কিন্তু অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে অনিষ্ট হইলেও হইতে পারে

গৌণঋতু —যত দিন পর্য্যন্ত এই কারণবশতঃ স্ত্রীলোকের অসুখ না হয়, ততদিন. চিকিৎসা করা ততদূর যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু যখন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া মস্তকভার, বেদনা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, হৃৎকম্প, অল্পমাত্র পরিশ্রমে ও নিশ্বাসত্যাগে কষ্ট, শারীরিক ক্লান্তি, পৃষ্ঠদেশে, উরুদেশে, তলপেটে বেদনা হইলে চিকিৎসা প্রয়োজন

রোগোৎপত্তির কারণ।—বিলক্ষণ বলবতী ও সুস্থকায়া স্ত্রীলোকদিগের প্রায়ই ইহা হয় না যাহারা স্বাভাবিক দুর্ব্বল এবং কোন স্থায়ী রোগে আক্রান্তা, তাহাদিগেরই প্রায় ইহা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—তলপেটে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন ইত্যাদি মূর্চ্ছা রোগের লক্ষণ, উদ্গার ও বমন থাকিলে "পল্‌সেটীলা" দিবে।

জরায়ুর কোষস্থ শিরা সমূহের দুর্ব্বলতা, মস্তক বেদনা, মূর্চ্ছা থাকিলে "সিমিসিফিউগা" দিবে।

কোমলস্বভাবান্বিত অথচ ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের কোন পীড়া জন্মিবার পূর্ব্ব-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে "ফস্‌ফোরস্‌" ব্যবহার করিবে

ক্ষুধামান্দ্য, অবসন্নতা, উদ্বেগ, মুখ প্রভৃতির স্ফীততা থাকিলে "আর্সে-নিকাম্‌" দিবে

আনুসঙ্গিক লক্ষণের চিকিৎসা।—মস্তকবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, অত্যন্ত ক্ষুধামান্দ্য থাকিলে "নক্সভমিকা" দিবে

ঋতু বন্ধ হইয়া জননেন্দ্রিয় এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে "ব্রাইওনিয়া," ব্যবহার করিবে

হস্তপদ শীতল, মূর্চ্ছা, অবসন্নতা, বমনেচ্ছা ও বমন হইলে "ভেরা-ট্রাম্‌" দিবে।

প্রয়োগপ্রণালী।—প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ এবং রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিতে হইবে লক্ষণ সমুদয় প্রবল থাকিলে প্রত্যেক ঘণ্টায় অথবা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ ব্যবহার করিবে। সর্ব্বদা হস্ত পদ গরম রাখা এবং আরামজনক পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য

হাকিমীমতে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

বৈদ্যক, য়্যালোপ্যাথিকমতে এই রোগের যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে, লক্ষণাদিসম্বন্ধে হাকিমীমতে আর সে সকলের অতি বর্ণনার প্রয়োজন নাই; এজন্য কয়েকটী ঔষধ মাত্র নিম্নে লিখিত হইল।

রজোবন্ধে নিম্নোক্ত ঔষধ ৫১ দিন সেবন করাইলে নিয়মিতরূপে রজোস্রাব হইবে।

কমলা গুঁড়ি	...	...	...	৬৩ রতি
জাঙ্গি হরিতকী চূর্ণ	.	...	...	৬৩ রতি।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ২১ মোড়া প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিদিন প্রাতে এক একটী মোড়ক শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে

অতিরিক্ত রজোস্রাব হইলে ৭ দিন নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে।

তিলা বীজের শস্য	..	...	১ ছটাক।
ঘৃত	...	.	১ ছটাক

উভয়ে একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ টী বটী প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিদিন প্রাতে অর্দ্ধ পোয়া গরম দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে শিশুচিকিৎসা।

ক্রুপ।—শিশুদিগের কণ্ঠনালী, ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কাইয়ের প্রদাহ জন্য এই রোগ জন্মিয়া থাকে

লক্ষণ।—এই পীড়ার লক্ষণ সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে শরীরে জ্বরবোধ,ত্বকের অল্প উষ্ণতা,পিপাসা,কাশি, স্বরভঙ্গ,তন্দ্রা,চক্ষু জলপূর্ণ,নাসা হইতে জলবৎ ক্লেদনিঃসরণ,কণ্ঠনালীতে বেদনা, আর ৩০ ঘণ্টার পর রাত্রিকালে শ্বাসকষ্ট, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ, সঘন শ্বাস পতন,মুখমণ্ডল স্ফীত ও রক্তবর্ণ, চক্ষু লালবর্ণ ও জলপূর্ণ, শ্বাসপতন-কালে কুক্কুটবৎ শব্দ, রাত্রিতে নিদ্রাভাব, প্রাতে নিদ্রা,কিন্তু একটু বেলা হইলেই জ্বর, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে এই সকল লক্ষণের সহিত পিপাসা, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও লেপযুক্ত, নাড়ী দ্রুতগামী, স্বভাবের চাঞ্চল্য হয়। এই অবস্থায় রোগী বারম্বার হস্ত দ্বারা কণ্ঠনালী

ধরিয়া যেন তাহার অভ্যন্তরস্থ কোন পদার্থ বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে অত্যন্ত কাশি ও শ্বাসকষ্ট প্রবল হইলে বক্ষ প্রসারিত করিবার জন্য শিশু পশ্চাৎদিকে মস্তক লইয়া যায়, কাশির সহিত প্রায় শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, কথা কহিতে কষ্ট হয়, ক্রমে পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া তৃতীয়াবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে অবিরাম শ্বাসপ্রশ্বাস হয়, দেখিলে কষ্ট বোধ হয় এতাধিক স্বরভঙ্গ হয় যে, একেকালে শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা থাকে না এ অবস্থায় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে যার পর নাই শ্বাসকষ্ট হেতু নিকটবর্ত্তী বস্তু ধরিতে চেষ্টা করে, যেন তাহাকে ধরিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে এইরূপ চেষ্ট য যদি শ্লেষ্মা বা কৃত্রিম ঝিল্লী নির্গত না হয়, তবে গাত্র শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, নাড়ী দুর্ব্বল অথচ দ্রুতগামী, শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত হিস্ হিস্ শব্দ কণ্ঠনালীর প্রবল গতি, মস্তক পশ্চাদ্দিকে স্থাপন, নাসাপুটের ঘন ঘন সঞ্চালন ও আকুঞ্চন, চক্ষু কোটরগত, ত্বক রক্তবিহীন, মুখমণ্ডলের ভাবে উৎকট যাতনা বোধ, ইত্যাদি লক্ষণের পর ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টার পরে আক্ষেপ ও শ্বাস রুদ্ধ হইয়া কিছুক্ষণ অচেতন থাকিবার পর মৃত্যু উপস্থিত হয়

চিকিৎসা —পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রায় এই পীড়া হইয়া থাকে এবং কন্যা অপেক্ষা পুত্রের অধিক হয় শয্যায় শয়ান রাখিবে গাত্র ফ্লানেল দ্বারায় আবৃত করিবে, বাসগৃহের উত্তাপ ৭০ ডিগ্রী রক্ষা করিবে, কণ্ঠায় ২০ ৩০ মিনিট কাল ক্রমাগত ফোমেণ্ট করিবে, নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

ভাইনাম্ ইপিক্যাক্	১ ড্রাম
মিষ্ট জল	½ আং।

এক মাত্রা।

বমনান্তে, শ্বাসকষ্ট দূর না হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে ভাইনম্ ইপিক্যাক, লাইকর য়্যামোনিয়া য়্যাসিট্যাটিস্, স্পিরিট ইথার নাইট্রীক। এক মাত্রা, আবশ্যকমত সেবন করাইবে

শরীর দুর্ব্বল থাকিলে ইপিক্যাক্ দ্বারা বমন করাইয়া ১ ড্রাকফট-

ফিরি বা অর্দ্ধ গ্রেণ তুঁতে দ্বারা উক্ত কার্য্যসাধন করিবে এবং মধ্যে মধ্যে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

য়্যামোনিয়া কর্বনেটীস্	১২ গ্রেণ।
ভাইনি ইপিকাকুয়ানহা	৪০ বিন্দু।
টীং সেনেগা	১½ ড্রাম
সিরাপ বিডাস্	২½ ড্রা।
জল	২½ আং।

২। ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক ছোট চামচ সেবন করাইবে

রোগের উপশম না হইলে যদি রোগী তৃতীয়াবস্থায় উপস্থিত হয়, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ খাওয়াইবে

আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম্	৮ গ্রেণ।
টীং হায়োসায়েমস্ ...	১২ বিন্দু
টীং য়্যাসাফটিডা ...	১—২ আং।
ডিকক্ট সেনেগা	১½ আং

২ ড্রাম পরিমাণে ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

এই ঔষধের সহিত কণ্ঠনালীর উপরে কম্পাউণ্ড টীঞ্চার অফ আইওডাইন্ ব্যবহার করাইবে

পথ্য।—এই সকল ঔষধের সহিত পোর্ট, বিস্কুট, ব্রথ, দুগ্ধ, ডিম্ব, ইত্যাদি আহার দিবে

উপরোক্ত চিকিৎসায় রোগের উপশম না হইলে ক্যাভিটী অফ দি গ্লটিস্ এবং ফিসেসের পশ্চাৎদিকে কষ্টিক লোশন্ দেওয়া যাইতে পারে।

হুপিং কফ্ —ইহা এক প্রকার আক্ষেপযুক্ত কাশি।

লক্ষণ —প্রথমাবস্থায় অল্প জ্বরের সহিত কাশি, নাসা দিয়া জলবৎ ক্লেদ নির্গম, অঙ্গাই হইতে জলবৎ বা ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, আলস্য, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, দীর্ঘকাল স্থায়ী শব্দ ও আক্ষেপযুক্ত কাঁশি, কাশিতে কাশিতে মুখমণ্ডলের আরক্ততা, বোধ হয় যেন মৃত্যু উপস্থিত, এই রোগে শ্বাসগ্রহণকালে কুক্কুটধ্বনিবৎ এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। পুনঃপুনঃ বেগের সহিত শ্বাসদ্বারা ফুসফুস হইতে সমদায় বায় বাহির

হইয়া যায় এবং আকুঞ্চিত গ্লাস দ্বার অধিকক্ষণ স্থায়ী শ্বাস গ্রহণ করিলে নির্দিষ্ট হুপ্ হুপ্ শব্দ হয় এই শব্দ উপকারজনিত বলিয়া অনেকে জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই প্রকার রোগে কাশিতে কাশিতে মুখমণ্ডল আরক্ত ও স্ফীত, অক্ষিগোলক বহিষ্কৃত, নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব, এবং অনৈচ্ছিক মল মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে। কাশি নিবৃত্তি পাইলে অধিক পরিমাণে নির্ম্মলবৎ মিউকাস্ মুখ দিয়া বহির্গত হয়

ব্রঙ্কাইটিস্, নিমোনিয়া, আক্ষেপ, প্রভৃতি রোগ ইহার উপসর্গরূপে থাকিতে পারে?

কাশির সহিত হুপ্ হুপ্ শব্দ দ্বারা ইহাকে অন্য পীড়া হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে যেখানে এই শব্দ অস্পষ্ট থাকে, সেখানে সাময়িক কাশির আক্রমণ, মধ্যে মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা, অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসরণ, এবং কাশিতে কাশিতে মস্তিষ্কে রক্তাবরোধ ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা রোগজ্ঞান করিতে হইবে

চিকিৎসা।—পীড়ার সামান্যাবস্থায় গরম কাপড়, ফ্লানেল অথবা লোমময় চর্ম্ম দ্বারা গাত্র আবৃত করা, লঘু এবং পুষ্টিকর তরল দ্রব্য খাদ্য দেওয়া, ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া রাখা, এবং বেলেডোনা ও সোপ লিনিমেণ্ট দ্বারা মেরুদণ্ড ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য

পীড়া কঠিন হইলে প্রথমে বমনকারক ঔষধ দিবে—ক্রুপরোগে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার পর নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

হ্যাসিডাই নাইট্রিশ ই ডিল্	...	১১২ ভাগ।
টীং কার্ডেমম্ কম্পঃ	...	১২ ড্রাম।
সিরপ	...	৩২ আং।
জল	...	২ আং।

প্রতি ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক ছোট চামচ অথবা—

সল্ফেট্ অফ জিঙ্ক	...	৮ গ্রেণ।
একস্ট্রাক্ট বেলেডোনা	...	২ গ্রেণ।
জল	...	৮ আং।

চারি ঘণ্টা অন্তর ৪ ড্রাম পরিমাণে খাওয়াইবে। অথবা—

নাইট্রিক য়্যাসিড ডিল্	..	১২ ড্রাম।
টীং কার্ডেমম্ কম্পাঃ	..	৩ ড্রাম
সিরপ সিম্প্লেক্স	...	৪ আং
জল	..	১ আং

১ হইতে ২ ড্রাম পরিমাণে ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

পথ্য —পানীয় দ্রব্য, সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দিবে

কন্ভল্সন্। শিশুদের এই পীড়া হইলে তাহাকে তড়কা বলে। উদরাধ্মান এবং অজীর্ণতাই ইহার কারণ

লক্ষণ।—রোগের আক্রমণকালে দেহ কঠিন ও অচল হয়, মুখমণ্ডলের পেশীর আকুঞ্চন বশতঃ অধর, ওষ্ঠও মুখের বিকৃতি ভাব হয় মস্তক ও মুখমণ্ডলের ত্বক রক্তবর্ণ, পরে নীলাভ, চক্ষু উজ্জ্বল, কনীনিকা আকুঞ্চিত ও বিস্তৃত, শ্বাস প্রশ্বাস বিষম এবং কষ্টকর, নাড়ী দ্রুতগামী, হস্ত বদ্ধমুষ্টি, অঙ্গুলি করতলে প্রবিষ্ট, কখন কখন অনৈচ্ছিক মল মূত্র ত্যাগ, এই সকল লক্ষণ ২ ১ মিনিটের মধ্যে থামিয়া যায় ইহার পর পীড়া পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারে, অথবা একবারে প্রকাশ পায় না শিশু ভীত হয়, ক্রন্দন করে, পরে নিদ্রিত হইয়া প্রভূত ঘর্ম্ম ভিষিক্ত হয় পীড়া সাংঘাতিক হইলে সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হইতে দেখা যায় ক্রিমি জন্য এই পীড়া হইতে পারে

চিকিৎসা। পীড়ার স্বভাব এবং কারণানুসারে ভিন্ন প্রকারে চিকিৎসা করা যায় ক্ষণস্থায়ী আক্রমণে গাত্রবস্ত্র আলগা করিয়া দেওয়া, শীতল স্থানে স্থাপন, মুখে, বক্ষে এবং মস্তকে শীতল জলধারা দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আক্রমণ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে গাত্রে উষ্ণ এবং মস্তকে শীতল জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মস্তকে বরফ ব্যবহারেও উপকার দর্শে। আহারের পর আক্রমণ হইলে বিরেচক ঔষধ যথা—জিহ্বার উপর ১ বিন্দু ক্রোটন অয়েল দিবে দন্তোদ্গম হেতু পীড়া হইলে দন্তমূল বিদীর্ণ করিতে হইবে নিদ্রাভাব, কন্ভল্সন্ হইলে ৩ মাসের সন্তানকে সিকি গ্রেণ, এক বৎসরের শিশুকে অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় ডোভার্স পাউডার দিলে উপকার দর্শিবে আক্ষেপ নিবারক ঔষধের

প্রয়োজন হইলে ১ আউন্স দুগ্ধের সহিত ২০। ৩০ বিন্দু. টিং হিঙ্গু মিশা- ইয়া পিচকারী দিবে

মস্তিষ্কের যান্ত্রিক পীড়া জন্য পীড়া না হইলে ক্লোরোফরম আঘ্রাণকে অনেকে উপকার জন্য মনে করেন কখন কখন এই সকল ঔষধে রোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে না পারিলে ব্রোমাইড পেটাসিয়ম্ ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। উহার মাত্রা দেড়মাসের সন্তানকে সিকি গ্রেণ, ৩ মাসের সন্তানকে অর্দ্ধ গ্রেণ, এবং এক বৎসরের শিশুকে ১ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়।

পৃষ্ঠবংশের উপর উত্তেজক লিনিমেণ্ট ব্যবস্থা করা যায় এবং সর্ষপ পলস্তারা দ্বারাও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ক্রিমিজন্য পীড়া হইলে স্যাণ্টনাইন দেওয়া কর্ত্তব্য

অন্যান্য কারণে কেহ কেহ নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করেন।

ক্যাম্ফর	...	...	৫ গ্রেণ
একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা	...	...	½ গ্রেণ।
একষ্ট্রাক্ট কনাই	...	...	৪ গ্রেণ।
স্পিরিটাম্ রেক্টিফিকেটাই		চারটী বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত।	

প্রতি রাত্রে শয়নকালে এক একটী বটী খাওয়াইবে উপরোক্ত ঔষধে ৪টী বটী হইবে

বৈদ্যকে শিশুরোগ চিকিৎসা।

বাতজ. শিশুরোগের লক্ষণ।—বায়ুদূষিত স্তনদুগ্ধ পানে শিশুর মল মূত্র বায়ু বন্ধ হয় এবং শারীরিক কৃশতা, স্বরের ক্ষীণতা ও বাতজ নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের দুগ্ধ ৪০ সের কল্ক—অশ্বগন্ধা ১ সের ইহার নাম "অশ্বগন্ধা ঘৃত।"

শিবামোদক।—হরিতকী, ভুঁই আমলা, মূর্ব্বামূল, শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আলকুশী বীজ, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, গোরী, জটামাংসী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুঠী, অনন্তমূল, আমলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, গজপিপ্পলী, পিপ্পলী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মেথী, হালিম, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধা, গোক্ষুর বীজ, প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসমান দ্রাক্ষা, দ্রাক্ষার সমান চিনি। এই সমস্ত উপযুক্ত পরিমাণ মধুর সহিত মাড়িয়া ১ মাসা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতে, দুগ্ধের সহিত সেব্য।

পিত্তজ শিশুরোগের লক্ষণ।—পিত্তদূষিত স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুর শরীরের উষ্ণতা পিপাসা, ঘর্ম্ম, মলের তরলতা, কামলা রোগ, এতদ্ভিন্ন নানা প্রকার পিত্তজ রোগ জন্মে।

চিকিৎসা। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধন্যা, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, সমুদায় চূর্ণ সমভাগ মধুর সহিত মিশাইয়া সেব্য।

দাড়িম বীজ, জীরা, নাগেশ্বর চূর্ণ সমভাগ মিশাইয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে।

কফজ শিশুরোগের লক্ষণ —শ্লেষ্মাদূষিত স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুর লালাস্রাব, শরীরের জড়তা, অতিনিদ্রা, শোথ, বমি, চক্ষু রক্তবর্ণ, শ্লেষ্মাজনিত অন্যান্য প্রকার রোগ জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—পারা, গন্ধক, প্রত্যেক ০ তোলা স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাসা; কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লৌহপাত্রে ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমাশাক, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চ, থুলকুড়ি, এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটী করিবে। ইহার নাম "বালরোগান্তক রস।"

রামেশ্বর রস।—পারা, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, গুড়কাউনি, গিমাশাক, হুড়হুড়ে, সালিঞ্চা, থুলকুড়ি, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ইহাতে মরিচ।০

তোলা, শ্বেত অপরাজিতা মূল ০ তোলা মিশাইয়া সর্ষপাকৃতিবটীকা প্রস্তুত করিবে।

বাতপিত্তজ শিশুরোগের লক্ষণ।—বাতপিত্তজ দূষিত স্তনের দুগ্ধ পান করিলে শিশুর যে রোগ হয়, তাহাতে বাত ও পিত্তজ শিশুরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সের।—কল্কার্থ বচ, কুড়, ব্রহ্মী, শ্বেত সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব, পিপ্পলী, মিলিত ১ সের। ইহার নাম "অষ্টমঙ্গল ঘৃত।"

শঙ্খপুষ্পী তৈল।—তিল তৈল ৪ সের চোর কাঁচকী, ঘোড়ানিম, বাসক, অর্জ্জুন, ইহাদের রস বা ক্বাথ প্রত্যেক ৪ সের, কাঁজি ৪সের, লাক্ষার জল ৪ সের। কল্ক দ্রব্য—দাড়িম ফলের খোলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরিতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, বেণার মূল, বালা, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, মুথা, শ্যামালতা, শৈবাল, শেফালী ছাল, রক্তোৎপল মূল ও রসোত মিলিত ১সের কল্ক পাক হইলে পর যথাবিধি গন্ধ পাক করিবে।

বাতশ্লেষ্মজ শিশুরোগের লক্ষণ।—বাতশ্লেষ্মদূষিত স্তনপানে শিশুর যে রোগ হয়, তাহাতে বাত ও কফজ শিশুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—রসসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ এবং স্বর্ণমাক্ষিক সমানভাগে ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও চিনি ইহার নাম "কুমার কল্যাণ রস।"

শিশুদিগের আভ্যন্তরিক বেদনা জ্ঞানের উপায়।—স্তন্যপায়ী শিশু কথা কহিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব চিকিৎসকগণ শিশুদিগের বেদনার ন্যূনাধিক্যানুসারে যাতনার ন্যূনাধিক্য বুঝিয়া লইবেন।

কুকুনক রোগের লক্ষণ।—দূষিত স্তনদুগ্ধ পানে শিশুদিগের অক্ষিপুটে অর্থাৎ নেত্রাবরণে কণ্ডু ও স্রাবযুক্ত যে ফুস্কুড়ি জন্মে, তাহাতে শিশুরা ললাট, অক্ষি ও নাসিকা পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করে এবং চক্ষু উন্মীলন ও রৌদ্রের দিকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না।

পারিগর্ভিক রোগের লক্ষণ —স্তনদুগ্ধ অতিরিক্ত পান করিলে বা পান না করিলেও শিশুর কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, তন্দ্রা, শরীরের কৃশতা ও ভ্রম জন্মে, তাহাকে পারিগর্ভিক কহে সাধারণে ইহাকে এঁড়েলাগা বলে। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

তালুকণ্টকের লক্ষণ। তালুমাংসস্থিত কফ দূষিত হইয়া তালুমাংস উন্নত করে, তজ্জন্য শিশু অনায়াসে স্তনপান করিতে পারে না, এবং তাহে অরুচি, বমি, তরল মল, বিরেচন, পিপাসা, চক্ষু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা হয়; রোগী গ্রীবা অতি কষ্টে ধারণ করে।

মহাপদ্ম বিসর্পের লক্ষণ।—শিশুর মস্তকে এবং বস্তিস্থানে অর্থাৎ মূত্রাশয়ের উপরে ত্রিদোষ রক্তপদ্মবর্ণ প্রাণনাশক বিসর্প উৎপন্ন হয়। মস্তকজাত বিসর্প কপালের প্রান্তদেশে ও হৃদয়ে চলিয়া যায় এবং বস্তিজাত বিসর্প মলদ্বার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকে মহাপদ্ম বিসর্প কহে। পরন্তু ক্ষুদ্র রোগে বর্ণিত অজগল্লী ও অহিপুতনা নামক রোগদ্বয়ও বালকের হইয়া থাকে।

অপর শিশুরোগ।—পূর্ব্বোক্ত রোগ ভিন্ন জ্বর, অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগও শিশুদিগের জন্মিয়া থাকে।

গ্রহপীড়িত শিশুর সামান্য লক্ষণ।—প্রসূতির অশুচি আচরণে স্কন্দাদি গ্রহগণ নবপ্রসূত শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহাতে সাধারণতঃ শিশু কখন উদ্বিগ্নচিত্ত, কখন ভীত, কখন বা রোদন করিয়া থাকে। নখ ও দন্ত দ্বারা স্বীয় বা ধাত্রীর অঙ্গ বিদারণ, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, মুখ দিয়া নিরন্তর ফেণোদ্গমনও করে। অধিকন্তু হাই, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, কণ্ঠে শব্দ, ভ্রূসঞ্চালন, পাতলা দাস্ত, অনিদ্রা, শরীরের কৃশতা, চক্ষুতে শোথ, স্বরভঙ্গ, শরীরের মাংস ও শোণিতে গন্ধ, আহারে অপটুতা জন্মে।

গ্রহপীড়িতের বিশেষ লক্ষণ।—রোগীর এক চক্ষু হইতে জলস্রাব, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, রোগী স্পন্দিত, কম্পিত, মুখ বক্র, শরীর রক্তের গন্ধযুক্ত, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও স্তনপানে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে।

স্কন্দাপস্মারের লক্ষণ।—ইহাতে শিশু অজ্ঞান হইয়া ফেণা

নির্গত করে এবং সজ্ঞানে থাকিয়া অতিশয় রোদন করে শরীরে রক্ত ও পূঁযের ন্যায় গন্ধ হইয়া থাকে

শকুনী পীড়িতের লক্ষণ।—এই রোগাক্রান্ত বালকের শরীর শিথিল, বেদনাযুক্ত, মাংসভোজী পক্ষির ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয় ও শরীরে জ্বালাযুক্ত স্ফোটক জন্মে এবং ইহা পাকিয়া পূঁযস্রাব হয় শিশু এই রোগে ভয়ে চমকিয়া উঠে

রেবতীগ্রহ পীড়িতের লক্ষণ।—ইহাতে শিশুর শরীরে পঙ্কের গন্ধ,স্ফোটক ও ব্রণ জন্মে এবং ইহা হইতে রক্তস্রাব হয়,এতদ্ভিন্ন পাতলা দাস্ত, জ্বর ও জ্বালা হয়।

পূতনাগ্রস্তের লক্ষণ।—ইহা কর্ত্তৃক অভিভূত বালকের অতিসার, জ্বর, তৃষ্ণা, বক্রদৃষ্টি, রোদন, নিদ্রার অল্পতা ও চিত্তের উদ্বিগ্নতা জন্মে

গন্ধপূতনাগ্রস্তের লক্ষণ —এই রোগগ্রস্ত বালকের কাস, জ্বর, তৃষ্ণা, দুগ্ধপানে বিতৃষ্ণা, বমন, অতিসার, অতিরোদন, এবং গাত্রে চর্ব্বির গন্ধ অনুভূত হয

শীতপূতনাগ্রস্তের লক্ষণ —এই রোগাক্রান্ত বালকের কম্প, কাস, দুর্ব্বলতা, বমন, অতীসার,শরীরে দুর্গন্ধ ও নেত্ররোগ উৎপন্ন হয

মুখমুণ্ডিকাগ্রস্তের লক্ষণ —এই রোগে শিশুর বদন প্রসন্ন বর্ণ ও শিরাবৃত, শরীরে মূত্রের গন্ধ ও আহার বৃদ্ধি হয়

নৈগমেয়পীড়িতের লক্ষণ।—ইহা কর্ত্তৃক পীড়িত বালকের কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, বমন, ঈষৎ কম্প, মূর্চ্ছা ও শরীরে দুর্গন্ধ হয় এবং রোগী দন্ত কিড়মিড় করে

চিকিৎসা —শিশুর অতীসার হইলে শুণ্ঠী, আতইচ, মুথা, বালা, ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শিশুকে পান করিতে দিবে

অতীসারপীড়িত শিশুকে মুথা, আতইচ, শুণ্ঠী, বালা, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল ।০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, এই ক্বাথ পান করিতে দিবে।

আমড়াছাল, আমছাল, জামছাল, সমুদায় চূর্ণ সমভাগ মধুর সহিত

মিশাইয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে এই অবলেহ সেবনে বালকের অতী-সার ভাল হয়।

বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, অনন্তমূল প্রত্যেক ।০ তোলা, জল ০ সের, শেষ ৵০ পোয়া মধু ০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ধাত্রী ও শিশু উভয়কে পান করাইলে অতীসার প্রশমিত হয়

শ্বেতজীরা, শ্বেতধুনা উভয়কে চূর্ণ করিয়া বিল্বপত্রের রসের সহিত কিম্বা শ্বেতধুনা গুড়ের সহিত সেবনে বালকের আমরক্ত এবং তজ্জনিত কামড়ানি নষ্ট হয়

বালকের রক্তাতীসারে মোচরস, ধাইফুল, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর পেষণ করিয়া যবাগূ প্রস্তুত করতঃ পান করাইবে।

খই, যষ্টিমধু, চিনি, মধু, সমুদায় তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া সেবন করাইলে বালকের আমাশয় নষ্ট হয়।

বেলশুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মোচরস, মুথা মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ।০ পোয়া, জল /১ সের, শেষ ১ পোয়া। ইহা পান করিলে বালকের গ্রহিণী প্রশমিত হয়

গ্রহিণীরোগাক্রান্ত বালককে ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে পান করাইবে

পূর্ব্বোক্ত 'কুমারকল্যান রস" পারিগর্ভিক রোগেও ব্যবস্থেয়।

বালচাঙ্গেরী ঘৃত।—ঘৃত ৪ সের আমরুলের রস ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—কয়েতবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মোচরস মিলিত /১ সের। ইহা স্কন্দাপস্মারে প্রয়োগ করিবে

লাক্ষাদি তৈল।—তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগাণী মূল, কটুকী, রেণুক, মিলিত /১ সের। ইহা স্কন্দাপস্মারে প্রয়োগ করিবে।

পিপ্পলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ পিপ্পলী, ধাইফুল, আমলা, কেশুর, বচ, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, আকনাদি, কটুকী, আতইচ, মুথা,

মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের, যথাবিধানে পাকক্রিয়া করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবস্থেয়। শিশুর দন্তোদ্গমের সময় এই ঘৃত সেবনে দন্তোদ্গমকালীন সমস্ত পীড়া নষ্ট হয়

হোমিওপ্যাথিকে শিশুচিকিৎসা।

ওলাউঠা।—চিকিৎসা আরম্ভে শরীর উষ্ণ, দ্রুতনাড়ী, অনিদ্রা, মল সবুজ, জলবৎ অথবা আঠাবৎ শ্লেষ্মা, মলত্যাগের সময় ও পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কোঁৎপাড়া থাকিলে "য্যাকোনাইট" দিবে

অবস্থা অতি মন্দ হইয়া ঈষৎ পীত অথবা তরল সবুজ মলত্যাগ করিলে এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে চিমটিকাটার ন্যায় বেদনা ও জমাট দুগ্ধ বমন হইলে "এথুসাসিম্" ব্যবহার করিবে

জিহ্বা সাদা আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, মুখ ও ওষ্ঠ অতিশয় শুষ্ক, তৃষ্ণা-রহিত, আঠাবৎ শ্লেষ্মা অথচ চাপ, দধি বমন এবং প্রচুর পরিমাণে জলবৎ মলত্যাগ করিলে "এন্টিমন ক্রুড্" দিবে

জিহ্বা শুষ্ক এবং উজ্জ্বল, ক্ষুধা তৃষ্ণা-রহিত, মল ঈষৎ সবুজ পীত, আঠাবৎ শ্লেষ্মা, মলত্যাগের সময়ে কামড়ানি ও কোঁৎপাড়া থাকিলে "এপিস্‌মেল্" ব্যবহার করিবে

মৃতবৎ মুখশ্রী, চর্ম্ম শুষ্ক এবং সঙ্কোচিত, মল ঘন, ঘোর অথবা ঘোর জলবৎ, দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে "আর্শেনিক" বিশেষ উপকারী।

মুখমণ্ডল আরক্তিম, মুখ এবং ওষ্ঠ, উভয়েই শুষ্ক, জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, পার্শ্ব লাল, মল তরল, সবুজ শ্লৈষ্মিক বা রক্তমিশ্রিত শ্লৈষ্মিক হইলে "বেলেডোনা" দিবে

উদরাময় এবং বমন উভয়ই আছে কিন্তু বমন অধিক, যাহা আহার করে অথবা পান করে সমস্তই উঠিয়া যায়, উদর স্ফীত এবং চক্ষুর চারিদিকে নীলরেখা থাকিলে "বিসমথ" দিবে

মুখমণ্ডল অতিশয় ফিকা অথবা সাদা পীতবর্ণ মল অল্প রং-বিশিষ্ট, অনিচ্ছাসত্ত্বে মলত্যাগ ও দুর্গন্ধ, শবের ন্যায় গন্ধ থাকিলে "কার্ব্ব-ভেজ" দিবে

মুখমণ্ডল লাল এবং গরম, শূলসহ সবুজ জলবৎ ক্ষয়কারী মলত্যাগ এবং উহা ডিমের ন্যায় সাদা পীত শ্লেষ্মা মিশ্রিত হইলে "কেমোমিলা" দিবে

নিম্নোদরের স্ফীততা, মং পীতবর্ণ জলবৎ অজীর্ণরূপ বহির্গত হইলে "চায়না" দিবে

নাসিকা চুলকানি এবং থুতুক্ষেপ করা, ভাতের মণ্ডের ন্যায় সাদা মল ও নিদ্রাবস্থায় দন্ত ঘর্ষণ করিলে "সিনা" দিবে।

শুষ্ক দগ্ধবৎ ওষ্ঠ, বমনোদ্বেগ জল পীতজলবৎ, ঘোর সবুজ আভাযুক্ত, পীত মল দৃষ্ট হইলে "ক্রোটন্" ব্যবহার করিবে

শরীর শুষ্ক ও উত্তপ্ত, শীতল জলপানেচ্ছা, মল পীত আভাযুক্ত, সবুজ জলবৎ বা ঈষৎ সাদা, মলত্যাগের সময়ে ও তৎপূর্ব্বে বেদনা থাকিলে "ডাল্‌কামারা" দিবে।

মুখ ফিকা, চক্ষু নীলরেখাবেষ্টিত, পীতআভাযুক্ত, জিহ্বা সাদা আবরণে আচ্ছাদিত, প্রায় সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ ও বমন, ভুক্ত দ্রব্য ও শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে বমন এবং মল ঠিক ঘাসের ন্যায় সবুজ হইলে "ইপিকাক্" ব্যবহার করিবে।

ওষ্ঠ শুষ্ক, মুখগহ্বরের কোণে ক্ষত, জিহ্বা যেন পালকে আচ্ছাদিত, মল গন্ধকের মত পীত-রং-বিশিষ্ট এবং কখন আঠাবৎ, কখন বা অল্প লাল হইলে "মার্কুরিয়স্" দিবে।

জিহ্বা ঘন পীতাভ, সাদা আচ্ছাদনযুক্ত, মাড়ী স্ফীত, মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, মল অল্পাধিক বিশিষ্ট এবং শ্লেষ্মা বমন করিলে "নক্সভমিকা" দিবে

চক্ষু ফিকা এবং কোটরে প্রবিষ্ট, নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, মল সাদা জলবৎ ও ক্ষিরিটুকরার ন্যায় চাপ হইলে "ফস্‌ফরাস্" দিবে।

জিহ্বা আটাবৎ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত, তৃষ্ণারহিত, মল পরিবর্ত্তনশীল, দুই মলে বর্ণগত পার্থক্য, রাত্রিতে বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে মলাশয়ে গভীর শব্দ ও মলত্যাগের সময় শীতানুভব হইলে "পলসেটিলা" ব্যবহার করিবে

বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট শিশু শরীরের রস নির্গত হওয়ার উপযোগী কাটা ঘা, মল তরল আঠাবৎ ফেনাযুক্ত অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা, বেদনা এবং উদর স্ফীত থাকিলে "সিলিসিয়া" দিবে

শিশু দিনে নিদ্রিত; রাত্রিতে জাগরিত, মল অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল, হাত ও পায়ের তালুয়া অতিশয় গরম হইলে "সলফার" দিবে

শীতল জলপানেচ্ছা, শীঘ্র শীঘ্র অবসন্নতা, নিশ্বাস অবরোধ, অতিশয় দুর্ব্বল এবং পীতবর্ণ জলবৎ মল প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইলে "থুজা" ব্যবহার করিবে

কপালে শীতল ঘর্ম্ম, ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কাল অত্যল্প তরল বস্তু পানে বমন বৃদ্ধি, অল্প চালনাতে বমন বৃদ্ধি, মল সবুজ জলবৎ এবং মলত্যাগের সময়ে কপালে শীতল ঘর্ম্ম হইলে "ভেরাট্রম এল্‌বম" বিশেষ উপকারী।

জন্মের পর চিকিৎসা। জন্ম হইবার অব্যবহিত পরেই শিশুকে এক খণ্ড ফ্যানেল দ্বারা জড়াইয়া রাখা কর্ত্তব, কারণ, ব্যবহার দ্বারাই শিশু বায়ুর দোষ গুণ সহ্য করিতে শিক্ষা করে গরম জল দ্বারা শরীর ধৌত করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অধিকক্ষণ ধৌত করা যুক্তিসঙ্গত নহে ঘরটী নির্জ্জন এবং অন্ধকারময় হওয়া উচিত গন্ধদ্রব্য দূরে রাখা উচিত। বালককে প্রত্যহ দুইবার স্নান করান উচিত ইহা দ্বারা [illegible] বার্য্য পরিলক্ষিত হয়; প্রাতঃকালেই শিশুকে স্নান করান কর্ত্তব্য যখন বিছানা হইতে উঠান যায়, তখন স্নান করান কর্ত্তব্য এবং রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে স্নান করান বিধি মস্তক ভিন্ন সমুদয় শরীর জলে ডুবাইয়া স্নান করানই বিধিযুক্ত

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জননী শিশুর সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র দিয়া রাখেন, কিন্তু একপ করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ ঐরূপ করিলে শিশুর কোন অঙ্গ বিকৃত হইয়া যাইতে পারে এবং শিশু চিরকাল রুগ্ন

হইয়া থাকিতে পারে জন্মের পরই প্রায় দুই তিন ঘণ্টা শিশু নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, তাহার পর তাহার আপন ইচ্ছায় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মাতার বুকের নিকট দেওয়া উচিত এবং সেই সময়ের মধ্যে মাতাও বেশ ভাল হইয়া উঠেন। যদি সন্তানদিগের মল মূত্রত্যাগ না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যস্ত হইবার কোন আবশ্যক নাই দুই এক চামচা সরবত গরম করিয়া দিলে এই কার্য্য হইতে পারে তাহাতেও যদি বালক সুস্থতা বোধ না করে, তাহা হইলে প্রত্যেক ছয় ঘণ্টা অন্তর "ওপিয়ম," "নক্সভমিকা," "ব্রাইওনিয়া" লক্ষণানুসারে দেওয়া উচিত

বালকদিগের চক্ষুর উত্তেজনা।—অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় শিশুগণ চক্ষুর ব্যায়রাম লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইহার কারণ প্রায় এই যে, যে মাতার শ্বেতপ্রদর বহির্গত হইতে থাকে, যদি তাহা শিশুর চক্ষে লাগে, তাহা হইলে এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা।—যদি ঠাণ্ডাবশত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর "একোনাইট" এবং "ক্যামোমিলা" পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত তাহার পর তিন দিবস দিবা রাত্র "আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্" ব্যবহার করিবে অনেক সময় "ইউফ্রেসিয়ার" বাহ্য প্রয়োগে এবং সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

মাথা ঠাণ্ডা—বালকদিগের প্রায়ই এই ব্যারাম হইয়া থাকে নাসিকা বন্ধ হইয়া যায় এবং নিশ্বাস ফেলিতে ও দুগ্ধ খাইতে যাতনা পাইয়া থাকে আহারকালীন বক্ষ হইতে একরূপ শব্দ উত্থিত হয়; ভিজা গামছা রাখিলে দুই দিনের মধ্যে আরাম

চিকিৎসা।—যদি চর্ম্ম গরম থাকে, জ্বরবোধ হয় এবং অস্থিরতা থাকে, তাহা হইলে "একোনাইট" প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে

যদি জ্বরভাব বা চলিয়া গেলেও বাধ বাধ বোধ হয়, বিশেষত যদি কাশি থাকে, এবং বুকে শব্দ হয়, মুখ লাল এবং বিকৃত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ও সবুজ বর্ণের মল থাকিলে "ইপিকাকিউয়েনহা" প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর দিবে।

ঠাণ্ডা, অস্থিমধ্যে ক্ষত, চক্ষুর উত্তেজনা, নাসিকা হইতে পাতলা এবং জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে "জেল্‌সিমিনাম্‌" দিবে।

কণ্ঠ পর্য্যন্ত যখন বিস্তৃত অনুভব হয় এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিলে "কালিবিচ" ব্যবহার করিবে

মাত্রা। প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর।

চীৎকার এবং জাগ্রত হওয়া বালকগণ যে প্রায়ই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের একটী বিশেষ উপকার হইয়া থাকে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র পরিষ্কৃত এবং বক্ষস্থল বিস্তৃত হয় যখন চীৎকার করিয়া কাঁদটা খুব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে এবং অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহার উপশমজন্য চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ যদি কোন বাহ্য কারণ থাকে অর্থাৎ অযথা বস্ত্র স্থাপন বা কোন পিন্‌ গায়ে ফুটিলে তাহার প্রতিকার কর্ত্তব্য

চিকিৎসা।—যখন বালকটী অত্যন্ত কোমল, অজীর্ণতাবশতঃ চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, সমস্ত শরীর বেদনায় সঙ্কুচিত করিতে আরম্ভ করিলে, সাদা সবুজবর্ণের জলীয় মল নির্গত হইতে থাকিলে "ক্যামোমিলা" দিবে

মাত্রা।—এক ঘণ্টা অন্তর

যখন বিশেষ কারণ দেখা যায় না, এবং শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং রাগী হইয়া উঠে, প্রায়ই মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে থাকিলে, "বেলেডোনা" ব্যবস্থেয়।

মাত্রা।—এক ঘণ্টা অন্তর

হঠাৎ বিশ্রাম ভঙ্গ হইলে কিম্বা বালক ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেছে, অথচ ঘুমাইতে পারিতেছে না, এই সমস্ত কারণ বশতঃ যদি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করে তাহা হইলে "কফিয়া" বিশেষ উপকারী

মাত্রা।—অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর

যখন চর্ম্ম উষ্ণ বোধ হয়, অস্থিরতা থাকে, তখন "একোনাইট" দিবে মাত্রা প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর

হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলে, কোষ্ঠবদ্ধ এবং হাত পা টানিয়া লইলে "নক্স ভমিকা" দিবে মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর

উদর পরিপূর্ণ থাকিলে, কুদ্রব্য ভোজন করিলে, কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় থাকিলে "পল্‌সেটিলা" দিবে মাত্রা প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর

আহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। বালকেরা অনেক সময় দুগ্ধ সেবন করিয়া উদর পূর্ণ করে এবং আবার তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলে; এই বমি জমিয়া ঠিক দধির মত আকৃতি ধারণ করে যখন প্রায়ই এইরূপ হইতে আরম্ভ হয়, তখন শিশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা।—অধিক বয়স্ক বালকের ঐ ব্যায়রাম হইলে, কিম্বা যদি রোগ অতিরিক্ত আহার জন্য হয়, তাহা হইলে "ইপিকাকিউয়েনহা" দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করা যায় মাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর।

বমি ও উদরাময় থাকিলে এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল না পাইলে "পল্‌সেটিলা" ব্যবহার করিবে মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর

অতিরিক্ত উদর পূর্ণতা জন্য খুব বেশী বমি হইলে "এণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্" দিবে। মাত্রা প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর

দুর্গন্ধময় উদ্গীরণ এবং এক গণ্ড লাল ও এক গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ হইলে "ক্যামোমিলা" দিবে মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর

কোষ্ঠবদ্ধ।—এই ব্যায়রাম বালকদিগের প্রায় সচরাচর হইয়া থাকে, মাতার ব্যায়রাম থাকিলে সন্তানের প্রায়ই হইয়া থাকে আহার কিম্বা শরীর পরিচালনার অভাবে যদি ব্যায়রাম উৎপন্ন হয়, তবে সামান্য যত্ন লইলেই প্রকৃতিস্থ হয়

চিকিৎসা।—"ওপিয়ম," "ব্রাইওনিয়া", "মার্কিউরিয়াস্," "নক্স-ভমিকা" বা "সল্‌ফার দিবে।"

পেটের অসুখের কারণ।—অনেক সময় শিশুবালকদিগকে জোলাপ দেওয়া হইয়া থাকে কুদ্রব্য ভোজন হইতে অজীর্ণতা হইয়া এই ব্যায়রাম উৎপন্ন হয়

চিকিৎসা।—কুদ্রব্য, অম্ল ভোজন, শীতলতা লাগা, কিম্বা দন্ত উঠি-

বার সময় মুখ লাল বর্ণ হইয়া গেলে ও পেটের ভিতর শক্ত বোধ হইলে "ক্যামোমিলা" দিবে মাত্রা প্রত্যেক তিন চারি ঘণ্টা অন্তর।

যদি বালক যন্ত্রণাবশতঃ অত্যন্ত চিৎকার করে ও তাহার শরীর হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বহির্গত হয়, তাহা হইলে "রিয়াম" বিশেষ উপকারী মাত্রা প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর।

অজীর্ণতা বশতঃ পেটের অসুখ হইলে, ক্ষুধার অভাব ও খিট্‌খিটে স্বভাব হইলে "পল্‌সেটিলা" দিবে মাত্রা তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর

হটাৎ কোন খাদ্য দ্রব্য পরিবর্ত্তন হওয়াতে যদি পেটের অসুখ হয় এবং বমি হয়, তাহা হইলে "ইপিকাকিউয়েনহা" দিবে মাত্রা প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর।

রক্তযুক্ত জলের মত, কিম্বা ডিমের ন্যায় দাস্ত হইলে "মার্কিউরিয়স্‌" দিবে। মাত্রা প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

দাঁত উঠিবার সময়—শিশুদিগের এই সময় নানা প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া অত্যন্ত যাতনা দিয়া থাকে পাঁচ কি ছয় মাস হইতেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয় যদি বিশুদ্ধ বায়ু এবং আহারের প্রতি বিশেষ যত্ন থাকে, তাহা হইলে দাঁত উঠিবার সময় তত কষ্ট হয় না

চিকিৎসা।— জ্বর বোধ হইলে, উষ্ণতা অস্থিরতা থাকিলে "একোনাইট" দিবে মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর

সামান্য গোলমালে জাগিয়া উঠা, অত্যন্ত পিপাসা, নিদ্রার সময় হাত পা খেঁচা, সর্দ্দির ও পেটের অসুখ থাকিলে "ক্যামোমিলা" দিবে। মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

পেটের ব্যায়রাম আরাম না হইলে, "মার্কিউরিয়াস্‌" দিবে মাত্রা প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর

মুখ দেখিয়া বালক যাতনা পাইতেছে বোধ হইলে এবং বালক যদি আলো ও গোলমাল ভয় করে, তাহা হইলে "বেলেডোনা" দিবে মাত্রা প্রত্যেক দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর

বালক রুগ্ন হইয়া পড়িলে, দাঁত উঠিতে কষ্ট বোধ হইলে "ক্যাল্‌কেরিয়া" দিবে মাত্রা প্রত্যহ সকালে ও বিকালে।

জিহ্বা স্বাদশূন্য ও শুষ্ক বোধ হইলে এবং দুর্ব্বলতা থাকিলে, "নক্স-ভমিকা" দিবে মাত্রা ৩ ত্যহ প্রাতে ও বিকালে

মূর্চ্ছার কারণ পিতা মাতার ব্যায়রাম থাকিলে শিশুতে তাহা বর্ত্তিয়া থাকে; বিশেষ দাঁত উঠিবার সময় ঐ ব্যায়রাম প্রবল হইয়া উঠে কোনরূপ স্ফোটক ইত্যাদি শরীরে উঠিতে আরম্ভ করিলে তাহা বলপূর্ব্বক দমন করা, কীট আঘাত বা ভয় প্রভৃতি কারণে মূর্চ্ছা রোগ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।—প্রায়ই বলশালী বালকবালিকাদিগেরই এই ব্যায়রাম হইয়া থাকে হাত পা খেঁচা ও বক্রকরণ, চক্ষুর তারা যেন ডুবিয়া গিয়াছে বোধ হয় ইহা কখন ক্ষণস্থায়ী এবং কখন বা অধিকক্ষণ থাকিয়া রোগীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়

আনুসঙ্গিক উপায়। যখন কোন ডাক্তার বা বৈদ্য নিকটে থাকে না, সে সময়ে এই ব্যায়রাম আরম্ভ হইলে এইরূপ করা উচিত,—যতদূর উষ্ণ জল সহ্য হইতে পারে, সেই পরিমাণে জল গরম করিয়া বালকের জানু পর্য্যন্ত প্রায় দশ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখা উচিত প্রথম-বার এইরূপ করায় যদি উপশম না হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভাল হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিবে যদি ঐ ব্যায়রামের কারণ জানা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে

চিকিৎসা।—ভয়জনিত মূর্চ্ছা হইলে "ওপিয়ম," "একোনাইট" কিম্বা "বেলেডোনা" দিবে।

কোন আঘাত হইতে হইলে "আর্ণিকা", "সিকিউটা" কিম্বা "বেলেডোনা" দিবে

অন্নজাত মূর্চ্ছা হইলে "ক্যামোমিলা", "নক্সভমিকা", "বেলেডোনা"; অতিরিক্ত ভোজন কিম্বা খারাপ আক খাওয়ার জন্য হইলে "ইপিকাক," "নক্সভমিকা," "পলসেটীলা" দিবে

রাগ কিম্বা অন্য কোন মানসিক বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইলে "ক্যামো-মিলা" দিবে

কীটদংশন জন্য হইলে "সিনা" "সিকিউটা দিবে"

চক্ষুপ্রদাহের কারণ।—অত্যন্ত আলো কিম্বা অগ্নির উত্তাপ চক্ষে লাগিলে ইহা জন্মে।

চিকিৎসা।—জ্বর থাকিলে এবং নাড়ী দ্রুতগতিবিশিষ্ট হইলে "একোনাইট" বিশেষ উপকারী। মাত্রা প্রত্যেক দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর।

চক্ষু লালবর্ণ হইলে "বেলেডোনা" দিবে। মাত্রা তিনবার করিয়া প্রত্যহ সেবন করিতে হইবে।

আঁধার আঁধার বোধ হওয়া, চক্ষুর দুর্ব্বলতা এবং লালবর্ণ হইলে "ক্যাকটাস্" দিবে। মাত্রা প্রত্যহ তিনবার।

আঁধার বোধ হইলে এবং চক্ষু নাড়ীতে কষ্ট বোধ হইলে "স্পাইজিলিয়া" দিবে। মাত্রা প্রত্যহ তিনবার।

সমুদয় অস্পষ্ট দেখিলে, চক্ষু শুষ্ক বোধ হইলে এবং পাত খুব ভারি বোধ হইলে "জেল্‌সিমিনাম্" দিবে। মাত্রা প্রত্যহ তিনবার।

চক্ষে অস্বাভাবিক যাতনা বোধ হইলে "হেমামেলিস্" দিবে। মাত্রা প্রত্যহ তিনবার।

কোনরূপ আঘাত হইতে উৎপন্ন হইলে "আর্ণিকার" লোসন ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। মাত্রা প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে।

চক্ষু দিয়া জল পড়া কোনরূপ বিশেষ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলে "ইউফ্রেসিয়া," "স্পাইজিলিয়া" দিবে। মাত্রা সকালে ও বিকালে।

পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কারণ না থাকিলে "সিপিয়া" ও "সল্‌ফার" ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এইরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে।

হাকিমীমতে শিশুচিকিৎসা।

শিশুদিগের অতি সহজেই সর্দ্দী, অজীর্ণ, উদ্গার ও বমনাদি রোগ জন্মিয়া থাকে।

সর্দ্দির ঘুংড়ি হইলে হকিমীমতে কাসরোগ চিকিৎসায় যে দৈসম্বর-লবণ ভস্ম লিখিত হইয়াছে, তাহা অর্দ্ধগুঞ্জ পরিমাণে প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধ তোলা জলের সহিত খাওয়াইলে সর্দ্দি তরল হইয়া উঠিতে থাকে এবং সত্বর ঘুংড়ির উপশম হয়

উপায়ান্তর।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ দিবসে ও রাত্রি-কালে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর জিহ্বায় লাগাইয়া রাখিলেও বিলক্ষণ উপকার দর্শে

শিশু অনেক সময় অনবরত কাঁদিতে থাকে, সে কান্না কিছুতেই নিবৃত্তি পায় না, কোষ্ঠবদ্ধই এই রোগের প্রধান কারণ বলিয়া জানিতে হইবে যদি তাহাই হয়, তবে উচ্ছেপাতার রস ৷০ তোলা খাওয়াইয়া দিলেই দাস্ত পরিষ্কার হইবে ও কান্নার নিবৃত্তি পাইবে

কেহ কেহ শিশুদিগের দাস্ত করাইবার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করেন পুরাতন তেঁতুলীর শাঁস সামান্য পরিমাণে পানের বোঁটা দ্বারা মলদ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিলে কিছু পরে দাস্ত হয়

মুক্তাবর্ষী নামক উদ্ভিদের পাতকে বাটিয়া উত্তমরূপে গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলেও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

বিষ-চিকিৎসা।

যে কোন প্রকার বিষই হউক, সুস্থ শরীরের অভ্যন্তরস্থ হইলে নানা প্রকার অমঙ্গলের সম্ভাবনা বিষকর্ত্তৃক যত সত্বর আমাদিগের জীবন নষ্ট হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে। এজন্য বিষ-চিকিৎসা অবগত থাকিলে আমাদিগকে উৎপাতে পতিত হইতে হয়

না বিষ যাহাতে আমাদিগের শরীরস্থ না হইতে পারে, তৎপক্ষে সাবধান লওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সর্ব্বত্র সকলকে সমান সাবধান দেখা যায় না,-সর্পাঘাত, বৃশ্চিকদংশন, উন্মত্ত কুকুর শৃগাল দংশন ইত্যাদি কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়—এমন কি অমূল্য জীবনকেও বিসর্জ্জন দিতে দেখা গিয়াছে এই আশুগুণশালী অভ্যাপাতের প্রতিকারার্থে নিম্নে কতকগুলি ব্যবস্থা প্রদত্ত হইতেছে, তদনুসারে কার্য্য করিলে চিকিৎসককে প্রায়ই নিষ্ফল হইতে দেখা যায় না

সর্পাঘাত চিকিৎসা।

য়্যালোপ্যাথিকে।—সর্পাঘাত হইবামাত্র আহত স্থানের উপরিভাগে দড়ি দ্বারায় বাঁধিয়া লোহা গরম করিয়া ক্ষতস্থানের চতুর্দ্দিকে পোড়াইয়া দিবে, তাহার পরে তুলার দ্বারা নাইট্রিক য়্যাসিড ঘা মুখে প্রয়োগ করিবে, অথবা লাইকর য়্যামোনিয়া ১০ বিন্দু ১ আউন্স জলের সঙ্গে নির্ব্বিষ না হওয়া পর্য্যন্ত খাইতে দিবে

হোমিওপ্যাথিকে।—আহত স্থান অর্থাৎ ঘায়ের উপরে মুখ রাখিয়া চুমকুড়ি দিয়া চুসিয়া বিষ উঠাইয়া লইবে পরে মুখ ধুইয়া ফেলিবে উষ্ণ লৌহশলাকা দ্বারা ক্ষতস্থানে উত্তমরূপ দাগ দিবে যদি এরূপ স্থানে আঘাত হয় যে, তাহার উপরিভাগে বন্ধনী দেওয়া যাইতে পারে, তবে সেখানে উত্তমরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে তাহার পর ক্ষত স্থানে "ভেরেট্রম ভিরাইডের" লোশন প্রয়োগ করিবে এবং প্রতি ৫ বা ১০ মিনিট অন্তর উহা খাইতে দিবে

বৈদ্যকে।—তুলসী, হরিদ্রা, ত্রিকটু, যমানী, দেবদারু, নিম্বছাল, সমানভাগে জলে বাটিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে

"ওঁ নমো ভগবতে সুগ্রীবায় সকল বিষোপদ্রব শমনায়, উগ্র কালকূট বিষভক্ষিনে বিষং বন্ধ বন্ধ হুর হর ভগবতো নীলকণ্ঠাজ্ঞা" (ইতি-হারীত সংহিতা)

টোটকা।—রক্তজবাফুলের শিকড় তৎক্ষণাৎ তুলিয়া আন্দাজ আন্দাজ ওজনে ২০টা মরিচের সহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিবে

ক্ষতস্থানের উপরিভাগ চিরিয়া যদি জলের মত সামগ্রী বাহির হয়, তবে আরও দূরে কোন স্থান চিরিয়া দেখিবে, যেখানে রক্ত পাইবে, সেই স্থান চিরিয়া এই শিকড় বাটিয়া বসাইয়া দিবে যদি এমন হয় যে, রোগী ঔষধ গলাধঃকরণে সমর্থ নহে, তবে কচি কলাপাতার নল গলার ভিতর দিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিবে।

মনসাসীপাতার রস ১ ছটাক আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে, এবং উক্ত পাতা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে।

সর্পাঘাত হইবামাত্র গরম গব্যঘৃত অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে। তাহা হইলে বিষ পাকস্থলীগত হইয়া আপন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইবে।

শ্বেত করবীর শিকড় ০ আনা ২০ টা মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইতে দিবে

আবধৌতিক। সর্পাঘাত হইবামাত্র ক্ষতস্থানের উপর খুব জোরে বন্ধনী দিবে, তাহার পর একটা আটশাওড়া গাছ মূলসমেত উপড়াইয়া তাহার মূলটী চিবাইয়া তাহার রস খাইতে দিবে রোগী যতক্ষণ আটসাওড়ার প্রকৃত স্বাদ বোধ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহার দেহে বিষ আছে বলিয় জানিতে হইবে একটা শিকড় শেষ হইলেও যদি রোগী তাহার প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করিতে না পারে, তবে আর একটী শিকড় ঐরূপে চিবাইয়া তাহার রস খাইতে দিবে ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে অতি উত্তমরূপে এই ঔষধের ফল দেখা গিয়াছে দেখা গিয়াছে নকুলগণ সর্পদষ্ট হইয়া এই গাছের মূল চিবাইয়া তাহার রস খাইয়া থাকে হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার সর্ব্বত্র ও এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা এক প্রকার গুল্ম, উর্দ্ধে এক বা দেড় হস্তের অধিক হয় না, ইহার ফল পক্ব হইলে গোলাপী রঙ্গের মুক্তার ন্যায় দেখায়, ইহাতে অনেকেই দাঁতন করিয়া থাকেন।

কুকুর বা শৃগাল দংশন চিকিৎসা।

হ্যানোপ্যাথিকে।—ক্ষতস্থান অত্যুষ্ণ লৌহ শলাকা দ্বারা

পোড়াইয়া দিবে, তারপর ঘা মুখে নাইট্রিক য়্যাসিডে তুলা ভিজাইয়া বসাইয়া রাখিবে।

৩ নিশাদল ও শুষ্ক কলিচুণ একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া ঘায়ের উপর ১৫ দিন মর্দ্দন করিবে

হোমিওপ্যাথিকে।—ক্ষতস্থান দগ্ধ করতঃ তাহাতে "ভেরেট্রম ভিরাইডের" লোশন প্রয়োগ করিবে ও দিবসে তিনবার উহার এক এক বিন্দু ১৹আউন্স জলের সহিত খাইতে দিবে

বৈদ্যকে।—গৃহধুম, বচ, শুঠী, সর্ষপ, যমানি, নিম্ব, ত্রিফলা, ইহাদের দ্বারা তৈল পাক করতঃ ক্ষতস্থানে মালিশ করিলে উপকার দর্শিবে

টোটকা।—সুলতানী বনাতের পশমী সূতা অত্যল্প পরিমাণে লইয়া তিন দিন পাকা কলার ভিতরে রাখিয়া খাইতে দিবে

আবধৌতিক।—কুড়, মুথা, মরিচ, গুঞ্জামূল, বিড়ঙ্গ, এবং যষ্টিমধু, সমভাগে শীতল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে

দংশনমাত্র খদিরমূল, নিম্বফল, অশ্বগন্ধা সমভাগ গরম জলে বাটিয়া খাওয়াইবে।

অন্যান্য বিষ চিকিৎসা।

সর্প ও কুক্কুর শৃগাল প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তু দংশনে জীবননাশের যেরূপ সম্ভাবনা, অন্যান্য স্থাবর (কাটরা) বিষউদরস্থ হইলেও জীবননাশের তদ্রূপ সম্ভাবনা; এজন্য তাহার প্রতিকারপক্ষে অমনোযোগী হওয়া কোন মতে বিধেয় নহে

য়্যালোপ্যাথিক।—গ্রাসিত বিষ পাকস্থলীতে যাহাতে দ্রব হইতে না পায়, তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, অর্থাৎ সল্‌ফেট অফ্‌ জিঙ্ক ১ স্ক্রুপল ১৹আউন্স বা তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক জলের সহিত খাওইয়া দিবে, কিম্বা গলার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া রোগী যাহাতে বমন করে এমন চেষ্টা করিবে। বুম-

নার্থ ইপিকাকুয়ানা অথবা সর্ষপ চূর্ণ জলের সহিত সেবন করান যাইতে পারে টার্টার এমেটিক উগ্র বমনকারক হইলেও উহার ১ গ্রেণ-পরিমাণ সেবন করাইতে পারা যায়।

বমনের পর রোগীকে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে বা নিদ্রা যাইতে দিবেন না এজন্য একজন তাহাকে ধরিয়া সর্ব্বদা বেড়াইতে থাকিবে

হোমিওপ্যাথিকে।—হোমিওপ্যাথিকেও বিষ ভোজনমাত্র উপরি উক্ত প্রকারে বমন করাইবার ব্যবস্থা করা যায়। যদি পাকস্থলীতে বিষ দ্রব হইয়া যাইবার অবস্থা হয়, তাহা হইলে খড়ি, অথবা ময়দা ও জল মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তদনন্তর "য়্যাকোনাইটের" আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা

বৈদ্যকে। চাঁপানটেশাকের মূল ০ তোলা জলে বাটিয়া বমনার্থ সেবন করাইবে কেওঝিঙ্গা, ঝিন্টির মূল, চাকুন্দের মূল, শ্বেত খদির ত্বক্, ও মহানিম্ব ছাল দ্বারা উষ্ণ জলে একত্র বাটিয়া সেবনে বিষ নষ্ট হইবে।

টোটকা।—খদিরমূল, কুটজ, অশ্বগন্ধা উষ্ণোদকে বাটিয়া সেবন করাইলে বমন হইয়া সর্ব্ববিষদোষ নষ্ট হইবে

আবধৌতিক।—"ওঁ হর হর নীলকণ্ঠ অমৃতং প্লাবয় হুঙ্কারেণ বিষং গ্রস গ্রস ক্লীঙ্কারেণ হর হর হৌঙ্কারেণ অমৃতং প্লাবয় হর হর নাস্তি বিষ উচ্ছিরে উচ্ছিরে।" এই মন্ত্র দ্বারা পূত জল রোগীর মুখে সিঞ্চন করিবে।

পরিশিষ্ট।

মিড্‌ওয়াইফারী বা ধাত্রীবিদ্যা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বিবরণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় দুই ভাগে বিভক্ত—বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। উহার যে অংশ দ্বারা সঙ্গমক্রিয়া সমাধা হয়, তাহাকে বাহ্য এবং যদ্দ্বারা সন্তানোৎপাদিত হয়, তাহাকে আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয় বলা যায় বাহ্য জননেন্দ্রিয় ছয় ভাগে বিভক্ত যথা,—(১) যোনি (ভ্যাজাইনা), (২) কামাদ্রি (মন্স ভেনেরিস), (৩) বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতি (লেবিয়া মেজর), (৪) খর্ব্ব ওষ্ঠাকৃতি (লেবিয়া মাইনরা), (৫) ভগাঙ্কুর (ক্লাইটোরিস্), (৬) সতীদেবী (হাইমেন) পার্শ্বস্থ চিত্রে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে আর (১) জরায়ু (ইউট্রেরাস্), (২) ডিম্ববাহী নলি (ফেলোপিয়েন টিউব) ও (৩) ডিম্বকোষ (ওভেরি) এই তিনটী আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়

বহির্যোণী যন্ত্র

১। যোনি বা ভ্যাজাইনা—জরায়ুর গ্রীবা অর্থাৎ নিম্নদেশ হইতে বাহ্য জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রায় ৫ ও ইঞ্চ দীর্ঘ একটী

নলীবিশেষ ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা মণ্ডিত যোনিতে অনেক শিরা, ধমনী, স্নায়ু এবং চোষক নাড়ী আছে

২। কামাদ্রি বা মন্স ভেনেরিস্ —যোনি ও সিম্ফিসিস পিউবিসের উপরে এবং তলপেটের নিম্নে, লোমাবৃত ত্রিকোণ মেদপূর্ণ স্থূল ও কোমল স্থানকে কামাদ্রি বলে। উহার মধ্যে গোল বন্ধনী বিলীন হইয়া আছে উহাতে ক্লেদোৎপাদক অনেক গ্রন্থি থাকে

৩। বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতি বা লেবিয়া মেজরা।—কামাদ্রি হইতে প্রথমে স্থূল পরে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকারে ভগদ্বারের পশ্চাতের্ব কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অভ্যন্তর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও বাহ্যভাগ চর্ম্মাবৃত ভগদ্বারের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ওষ্ঠাকার স্থানকে বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতি বলা যায় ইহাতে ধমনী, শিরা, স্নায়ু, মেদ, এবং অনুপ্রমাণ কোষময় ও সূত্রময় পদার্থ আছে।

৪। ক্ষুদ্র ওষ্ঠাকৃতি বা লেবিয়া মাইনরা।—বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতির ভিতর দিকে, যোনির উভয় পার্শ্ব ও উপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত, কামোদ্দীপক স্নায়ু, নাড়ী, শিরা, প্রভৃতি পুরিত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত স্থানকে খর্ব্ব ওষ্ঠাকৃতি লেবিয়া মাইনর বা ভগদেবী বলে

৫। ভগাঙ্কুর বা ক্লাইটোরিস্।—খর্ব্ব ওষ্ঠাকৃতি দ্বারা উপরে ও দুই পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া মূত্রদ্বারের উপরিভাগে ভগাঙ্কুর অবস্থিতি করে ইহাকে কামোদ্দীপক ইন্দ্রিয় বলা যায় অনেকে বলেন ইহাই সঙ্গমসুখের আধারস্থান অধিক সঙ্গম জন্য ভগাঙ্কুর বড় হয় এবং কামপ্রবৃত্তিও অনিবার্য্য হইয়া উঠে

৬। সতীদেবী বা হাইমেন।—শৈশব হইতে কৌমারাবস্থা পর্য্যন্ত যোনিমধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দুই ভাঁজ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে যোনির নিম্নার্দ্ধ হইতে ক্রুজভাবে একটী যবনিকার ন্যায় যোনিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে সাধারণতঃ প্রথম ঋতু বা পুরুষসঙ্গমের পর এই যবনিকা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়। ইহাই সতীদেবী বা হাইমেন নামে প্রসিদ্ধ

অভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়।

১। জরায়ু বা ইউটেরাস্।—এই যন্ত্রটী ত্রিকোণ, উপরে

চাপা, নিম্নভাগ ঈষৎ গোল এবং তিন ভাগে বিভক্ত, যথা,—উপরি-ভাগ (ফণ্ডস্), মধ্যভাগ (বডি), অধোভাগ বা গ্রীবা (সার্ভিকস্) অগর্ভা-বস্থায় জরায়ু প্রায় ৩ ইঞ্চ লম্বা, উপরাংশ ২ ইঞ্চ এবং নিম্নাংশ প্রায় আধ ইঞ্চ। জরায়ুর তিনটী আবরণ আছে,—সিরস, ফাইব্রস ও পৈশিক এবং শ্লৈষ্মিক ইহার ওজন প্রায় ৮ ড্রাম বা ২২ তোলা, কিন্তু একবার গর্ভ হইলে ৩২ তোলার কম হয় না। গর্ভাবস্থায় পেশী সকল অত্যন্ত বিস্তারিত হয় অগর্ভাবস্থায় জরায়ুর ভিতর শূন্যস্থান প্রায় থাকে না ইহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পার্শ্বসকল পরস্পরের সহিত সংলগ্ন এবং ইহাতে অত্যল্প মাত্র দেখা থাকে

২। ডিম্ববাহী নলী বা ফেলোপিয়েন্ টিউব।—এইরূপ নলী দুইটী প্রত্যেকে প্রায় ৪ ইঞ্চ লম্বা জরায়ুর উপরিভাগ যাহাকে ফণ্ডাস্ বলে, তাহার উভয় পার্শ্বে সংযুক্ত এবং ডিম্বাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত উহারা যে দুই স্থলে জরায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই দুই স্থলে অতিশয় সূক্ষ্ম, এবং ডিম্বাধারের দিকে যতই অগ্রসর হইয়াছে, ততই বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে উহাদের অগ্রভাগ ঝাঁটার মত এই বিস্তৃত অংশগুলির মধ্যে উভয়দিকে একটী করিয়া দুইটী অংশ দুইটী ডিম্বাধারে আবদ্ধ। পার্শ্বস্থ চিত্র দেখুন।

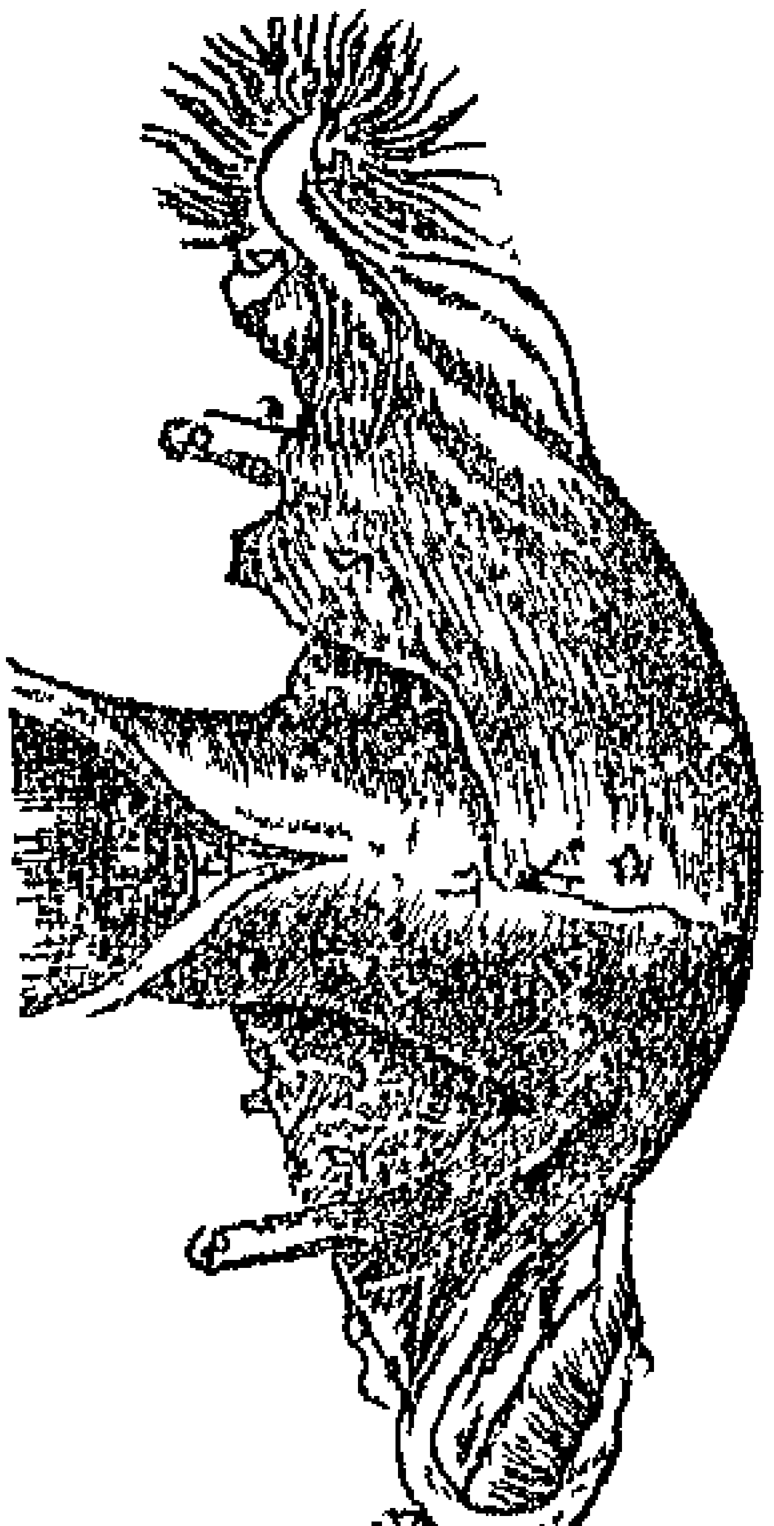

অন্তর্যোনী যন্ত্র।

৩। ডিম্বাধার বা ওভেরি —ডিম্বাধার দুইটী জরায়ুর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত উহাদের প্রত্যেক ১২ ইঞ্চ লম্বা ১২ ইঞ্চ চওড়া, এবং

প্রায় ২ ইঞ্চ পুরু। ইহার অবযুব উভয় পার্শ্বে মক্ ফাইব্রস্ কর্ড দ্বার আবৃত এবং ফেলোপিয়েন টিউব ও ডিম্ববাহী নলীর সহিতও সংযুক্ত।

ডিম্বাধারের ভিতর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেসিকেল অর্থাৎ ঝিল্লিময় থলি আছে, সে গুলিকে গ্রাফিয়ন ভিসিকেল কহে। স্ত্রীলোক বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে ডিম্বকোষ মধ্যে এরূপ থলি দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন এই থলিগুলি প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন উহার ডিম্বাধারের ভিতর থাকে, যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তত উপরিভাগে উঠিতে থাকে, যখন উহারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহাদিগকে ওভারির গাত্রে উচ্চ উচ্চ স্থান বলিয়া বোধ হয়। এই উচ্চ স্থানগুলি একটী পাতলা আবরণে আবৃত। এই আবরণের মেম্ব্রেণের ভিতরে এক স্তর থাকে, প্রত্যেক ভেসিকেলের ভিতর এল্বুমেনযুক্ত তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। এই তরল পদার্থ মধ্যে ওভম্ বা ডিম্ব অবস্থিতি করে।

ডিম্ব বা ওভম্।—ইহা অতি ক্ষুদ্র ও গোলাকার পদার্থ। ইহা ডিম্বাধারের গাত্রে, গ্রাফিয়ান ভেসিকেলের ভিতরে অবস্থিতি করে। মনুষ্যের ওভমের আয়তন .২. ইঞ্চ।

ঋতু

প্রতি ২৭। ২৮ দিন অন্তর স্ত্রীলোকদিগের যে নির্দ্দেশ হইতে যে শোণিতস্রাব হয়, তাহাকে ঋতুস্রাব কহে। ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীলোককে ঋতুমতী বলে। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে ক্রমাগত তিন দিন রক্তস্রাব হইয়া তাহার পর বন্ধ হয়। কাহার কাহার ছয় দিন বা ততোধিক কাল শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঋতুকালে সুস্থকায়া স্ত্রীলোকের অর্দ্ধ পোয়া হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। এই শোণিত দেখিতে বিবর্ণ, গন্ধবিহীন বা ঈষৎগন্ধযুক্ত এবং নিতান্ত তরল। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের সর্ব্বাচর ১১।১২ বৎসর বয়সে ঋতুমতী হয় এবং এই সময় হইতে ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক রজোস্রাব হইয়া থাকে। প্রথম রজোস্রাবের আরম্ভ হইতে স্ত্রীলোকের

যৌবনের আরম্ভ হয় এই সময়ে দেহ লাবণ্যময় ও মন স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে

ঋতুর কারণ।—ডিম্বকোষ ও জরায়ুই যে ঋতুর কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই কোন কারণে ডিম্বকোষের অভাব হইলে কোন মতে ঋতুস্রাব ঘটিতে পারে না প্রত্যেক ঋতুকালে এক দুই বা ততোধিক গ্রাফিয়েন ভিসিক্যাল বিদীর্ণ করিয়া এক, দুই বা ততোধিক ডিম্ব বহির্গত হয় এবং ফেলোপিয়েন টিউবের ভিতর দিয়া জরায়ুতে প্রবেশ করে নানাবিধ উপায়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে যে, ঋতুকালে উক্তবিধ ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হইতে থাকে ঋতুকালে জরায়ুকে রক্তাধিক্য হয়, এজন্য এই সময়ে স্ত্রীলোকের ধমনী ও শিরা রক্তে স্ফীত হইয়া থাকে জরায়ুর মিউকস্ মেম্ব্রেণ রক্তবর্ণ হয় ও উহার স্থানে স্থানে বিন্দু বিন্দু রক্ত উৎপন্ন হয় ক্রমশঃ ঋতুশোণিতে জরায়ু প্লাবিত হইয়া উঠে। সকল স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ে বা নিয়মিত পরিমাণে অথবা উপযুক্ত বিধানে রজোস্রাব হয় না। তজ্জন্য কাঠিন্য বশতঃ নানা প্রকার কষ্ট জন্মে, তাহাদিগের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এ কারণ পুনরায় উল্লেখ করা হইল না

গর্ভ।

পুরুষের জননেন্দ্রিয়নিঃসৃত যে তরল পদার্থ দ্বারা ওভম গর্ভধারণ-ক্ষম হয়, তাহার নাম শুক্র বা সিমেন্। ইহা পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে পুংজননেন্দ্রিয়ের মুখ দিয়া নির্গত হয় শুক্র ঘন, শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ বিশেষ ইহার দুইটী প্রধান অংশ এই, লাইকর সেমিনিস্ বা শুক্ররস, এবং স্পার্মাটোজোয়া বা শুক্রকীটাণু। তরলাংশে ফাইব্রিণ আছে পূর্ব্বোক্ত কীটাণুগুলি দেখিতে বেঙাচির মত ইহাদের এক দিক মোটা অন্য দিক ক্রমশঃ সরু। যে দিকটী মোটা সেই দিকটী

ইহাদের মস্তক। শুক্রকীটাণুগুলি অণ্ডকোষ হইতে বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছামত ইহাদিগের পুচ্ছ সর্ব্বদাই সঞ্চালিত করিতে থাকে। ওভম ও স্পার্মাটোজোয়ার সম্মিলনই যথার্থ গর্ভোৎপত্তি। স্ত্রীপুরুষের সহবাস সঙ্গম হইলেই গর্ভোৎপত্তি হয়। কি জন্য ও কি প্রকারে কীটাণুসম্বলিত শুক্র ওভমকে গর্ভধারণক্ষম করে, এবং কিরূপেই বা জরায়ুস্থ ভ্রূণ পিতা মাতার আকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অদ্যাপি অবধারিত হয় নাই, তবে অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ঋতুকালে পুরুষসঙ্গম হইলে পুংজননেন্দ্রিয়বিনিঃসৃত শুক্র যোনিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ শুক্রস্থ স্পার্মাটোজোয়া জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ডিম্ববাহী নলীর মধ্য দিয়া ডিম্বকোষের উপরিভাগে ভগ্ন গ্রাফিয়েন ভেসিকেলের ভিতরে ডিম্বকে নিষিক্ত করে। সেই নিষিক্ত ডিম্ব ডিম্ববাহী নলীর ভিতর আসিবামাত্র একটী আচ্ছাদনী প্রাপ্ত হয়, এবং ১৪।১৫ দিন মধ্যে জরায়ুকোটরে প্রবেশ করে। তথায় প্রাণ সৃষ্ট হয় এবং ২৮০ দিন পর্য্যন্ত পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণকালে এক স্বাধীন জীবরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

ডিম্ব জরায়ুকোটরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ভ্রূণ নাম ধারণ করে; তখন উহাতে দুইটী আচ্ছাদনী ঝিল্লী দৃষ্ট হয়, যথা (১) এম্‌নিয়ন্ ঝিল্লী, (২) তদ্বহির্দ্দিকে কোরিয়ন ঝিল্লী। ভ্রূণ ও এম্‌নিয়ন্ ঝিল্লীর জলবৎ তরল পদার্থ অনেক থাকে। উহাকে এমনিয়োটিক্ ফ্লুইড বা লাইকর এম্‌নিয়াই বলে। ভ্রূণ দশমাসকাল ইহার মধ্যে ভাসিতে থাকে। কোরিয়ন্ ও এম্‌নিয়ন্ ঝিল্লী মধ্যে টিউনিকা মিডিয়া নামক এক নূতন ঝিল্লী জন্মে, উহাতেই ভেসিকিউলা এলবা বা অম্বিলিকেল ভেসিকেল অর্থাৎ ডিম্বকুসুমাধার জন্মে।

জরায়ুকুসুম বা প্লাসেণ্টা।—জরায়ুর অভ্যন্তর ভাগে যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আছে, তাহা স্তম্ভাকৃত এপিথিলিয়ম্ দ্বারা মণ্ডিত। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থি আছে। অগর্ভাবস্থায় ইহারা ক্ষুদ্র থাকে, গর্ভোৎপত্তির পরেই বর্দ্ধিত হয়। এই গ্রন্থিগুলির মুখ

জরায়ুমধ্যে আসিয়া উন্মুক্ত হইযাছে গর্ভোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গঠন সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; তৎসহ এপিথিলিযম ও গ্রন্থি সকল বর্দ্ধিত হইতে থাকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অধিকতর রক্তপূর্ণ এবং উহার রক্তবহা নাড়ী সকল আকারে ও সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয় এইরূপ পরিবর্ত্তিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরিস্থিত স্তরের নামই ডেসিডুয়েল মেম্ব্রেণ।

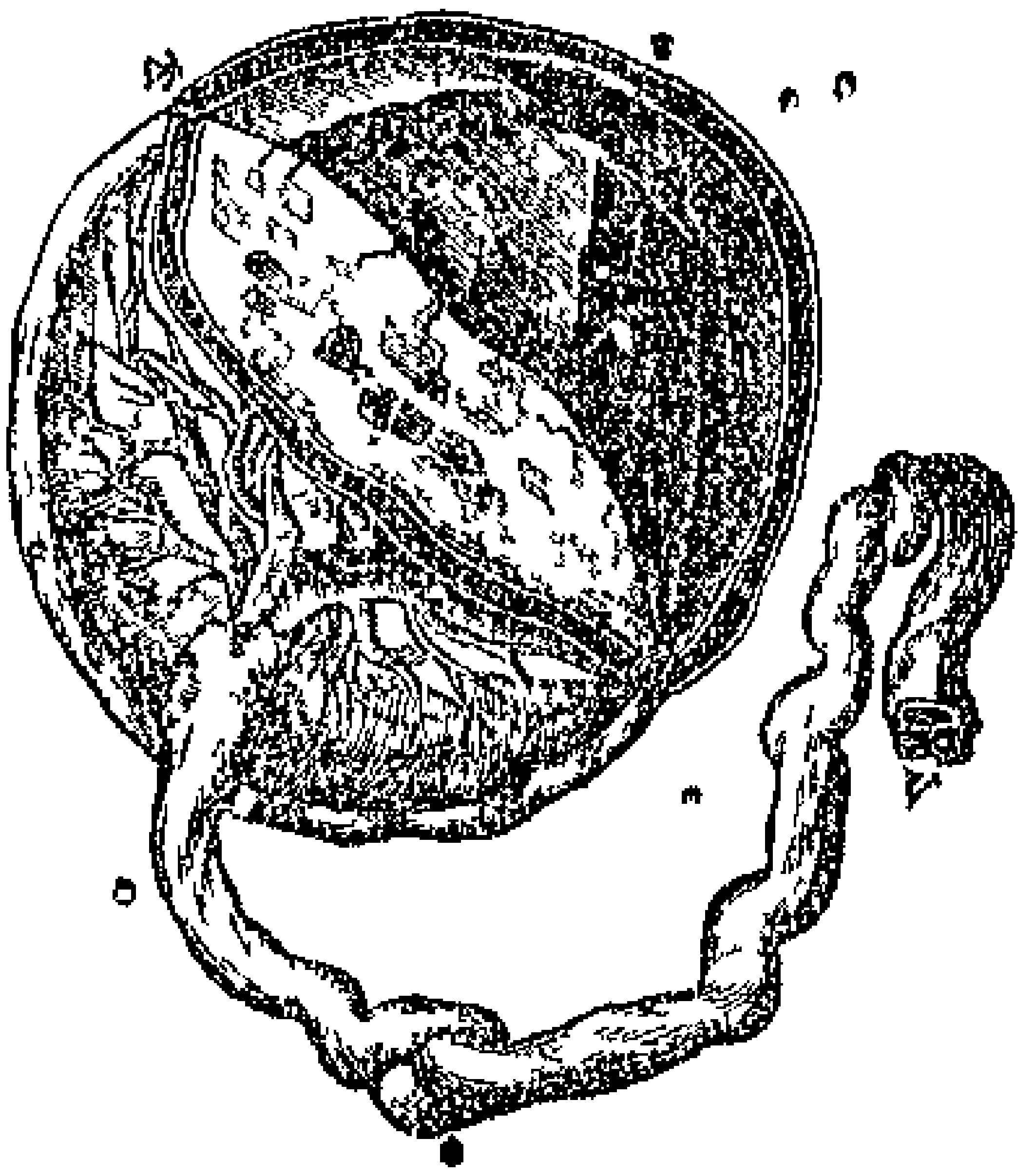

জরায়ুকুসুমের চিত্র।

ওভমের পরিপোষণোপযোগী পদার্থ উৎপাদন করাই উপরোক্ত পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। ওভম যখন প্রথমে জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করে, তখন উহা ডেসিডুয়ার ভিতরে আবদ্ধ হয় ঐই ডেসিডুয়া হইতে ভ্রূণের অমরাংশ উৎপন্ন হইযা থাকে কোরিয়েনের গাত্রে যেমন ভিলাইরূপ প্রবর্দ্ধন সকল থাকে, জরায়ুর ডেসিডুয়াল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মধ্যেও তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত উৎপন্ন হয়। এইরূপে উপরোক্ত প্রবর্দ্ধন সকল গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় কোরিয়নের ভিলাই সকল মাতার জরায়ুগাত্রে নিহিত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিবার সময় জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গভীরতর স্থানে সাইনস সকল উদ্ভূত হয়। এই গুলি এক দিকে জরায়ুর ধমনী, অন্য দিকে শিরার সহিত মিলিত সাইনসের মধ্যে কোরিয়নের ভিলাই সকল প্রবেশ করে ভ্রূণ ও মাতার রক্তবহা নাড়ীর সহিত ঠিক সংযোগ নাই; ভ্রূণরক্তে পূর্ণ কোরিয়নের ভিলাই সকল জরায়ু মধ্যস্থিত সাইনস গুলির মধ্যে মাতৃরক্তে অভিষিক্ত থাকে মানুষের জরায়ুকুসুম বা অমরা দুই অংশে প্রস্তুত একাংশ ভ্রূণের, অপরাংশ মাতার কোরি-

য়নের ভিলাই হইতে ভ্রূণের রক্ত মাতার দেহে এবং জরায়ুস্থ সাইনস হইতে মাতার রক্ত ভ্রূণের দেহে যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহাতেই ভ্রূণ জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়।

নাভিরজ্জু বা অম্বিলাইকাল্ কর্ড।—ইহা ২০ হইতে ২২ ইঞ্চ লম্বা এবং এমনিয়ন হইতে একটী আবরণে আবৃত। ইহাতে দুইটী পেশী নির্ম্মিত ধমনী এবং একটি শিরা থাকে। এই রক্তবহ নাড়ীগুলি নাভি রজ্জু মধ্যে পাক দিয়া জড়ান থাকে। ইহা দ্বারা ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচিকা ও প্রসারিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি হয়।

কোরিয়ন ও জার্ম মেম্ব্রেণ মধ্যে ব্ল্যাষ্টোডার্ম্ম অর্থাৎ ভ্রূণ দেহোৎপাদক মেদ ও রস উৎপন্ন হয়। ঐ রসের নিকিউক্লিউলশ নামক অংশে সিরস মিউকস ও ভাস্কিউলার নামক তিনটী সূক্ষ্ম লেয়ার বা পর্দ্দা জন্মে। এই তিন পর্দ্দায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমুদায় সৃষ্ট হইয়া থাকে। সিরস লেয়ারের উপরে মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মাংসপেশী, গ্রন্থিবন্ধনী, অস্থি ও উপাস্থি প্রভৃতি স্পন্দ বেতনিক যন্ত্র, মিউকাস লেয়ারে যন্ত্র, ফুস্ফুস্, যকৃৎ, প্লীহা ও অন্যান্য দৈহিক যন্ত্র,—এবং ভাস্কিউলার লেয়ারে হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা প্রভৃতি শোণিতচালক যন্ত্র জন্মে।

অধ্যাপক ওয়েগনার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন, ২১ দিন বয়স্ক একটী ভ্রূণ এক বুরুলের ষষ্ঠাংশের এক অংশ মাত্র দীর্ঘ। তিনি বলেন, খুব সাবধানে দেখিলে উহাতে কয়েকটি যন্ত্রের ছায়ামাত্র লক্ষিত হয়, যথা,—মস্তিষ্কের কোন ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ, চক্ষু, কর্ণ ও মুখের চিহ্ন, বক্ষঃস্থল ও উদরের আবরণ থাকে না, হৃৎপিণ্ডের একটী ক্ষুদ্র অংশ, যকৃৎযন্ত্রের চিহ্নও দেখা যায়। পঞ্চম সপ্তাহে বক্ষঃ ও উদরের আবরণ মিলিত হয় কিন্তু নাভিস্থান ফাঁক থাকে।

দ্বিতীয় মাসে হস্তপদের মূল উচ্চ হইয়া উঠে। শরীর কুব্জ হয়। মস্তক কিছু বড় ও অবনত ভাবে থাকে। এই সময় মুখ ও নাসারন্ধ্র প্রভৃতি স্পষ্ট আবির্ভূত হয়। এইরূপ ভ্রূণ জরায়ুমধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত

থাকে এবং ষষ্ঠ
হইতেই ভ্রূণদেহ
অধোমুখে ন্যুব্জভাবে
অবস্থিতি করে। কাল
পূর্ণ হইলেই তদবস্থায়
ভূমিষ্ঠ হয়।

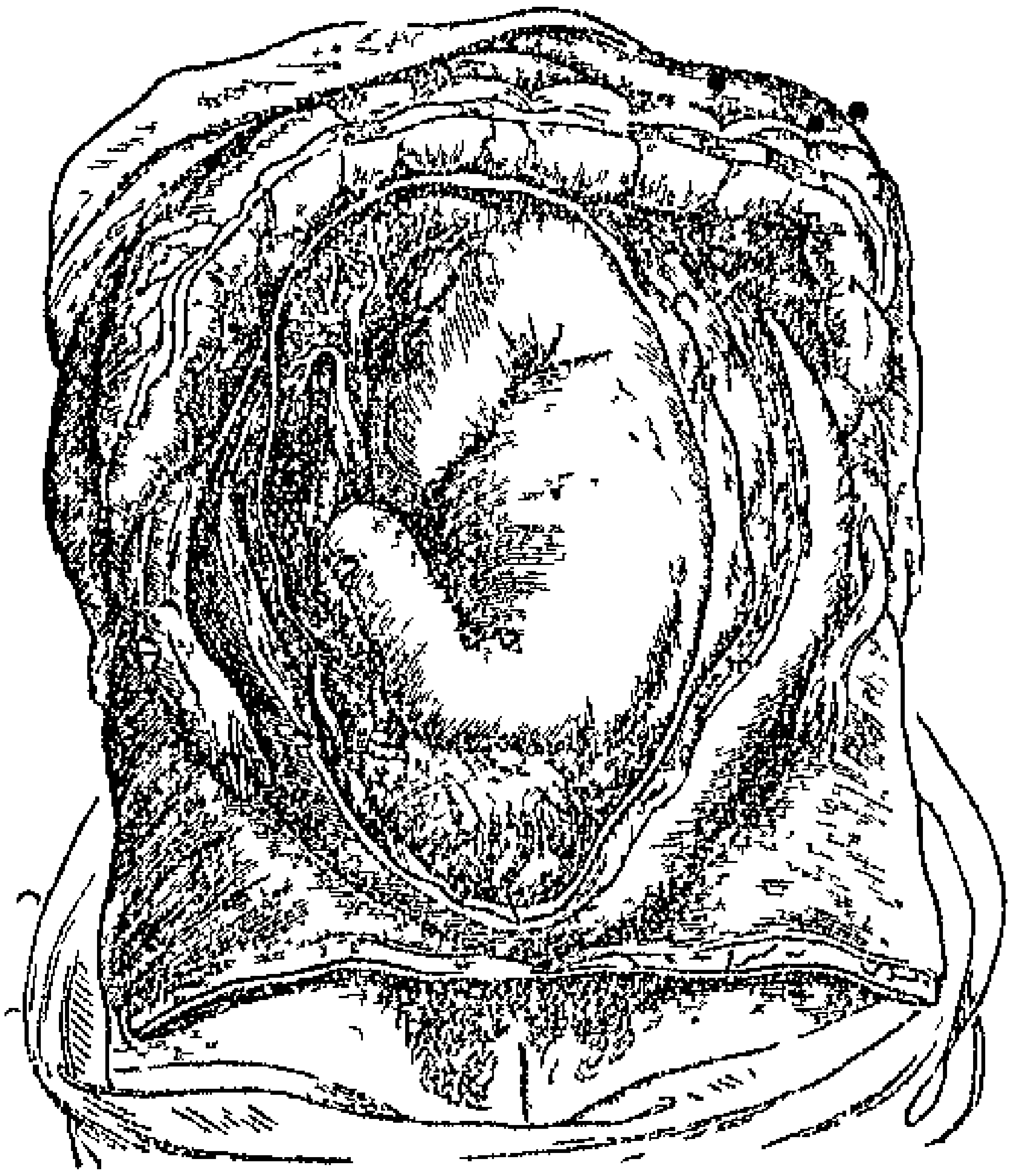

গর্ভস্থ শিশুর চিত্র।

গর্ভের লক্ষণ ও পরীক্ষা।

১। সাধারণতঃ ঋতুবন্ধই গর্ভের প্রধান লক্ষণ বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থাতেও অনেক স্ত্রীলোকের ঋতু হইতে দেখা যায়; আবার ঋতু বন্ধ হইয়াও অনেকের গর্ভ হয় না, এমনও দেখা গিয়া থাকে। এরূপ হইলেও ঋতুরোধই যে গর্ভের প্রধান লক্ষণ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

২। বমন ও বমনেচ্ছা।—সাধারণতঃ গর্ভসঞ্চারের ৫। ৬ সপ্তাহের পর এই লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উহা তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়।

৩। মূর্চ্ছাপাত। গর্ভসঞ্চারের আর একটী লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ইহাকেও গর্ভের একটী লক্ষণ মধ্যে

গণন করিতেন, আজি কালি আর এই লক্ষণের তত গৌরব নাই। যে সকল স্ত্রীলোকের এই লক্ষণ দেখা যায়, তাহাদের দন্তমূল স্ফীত ও ব্যথিত হইতে দেখা যায় না। ৪। ৬।৮ মাস পরে আপনা হইতেই দুর্ণিকাপাত বন্ধ হয়।

৪। স্তনের বৃদ্ধি ও দুগ্ধসঞ্চার হওয়া গর্ভের লক্ষণমধ্যে পরিগণিত। তৃতীয় মাসেই প্রায় স্তনদ্বয় স্থূল, সুদৃঢ় হয়, গুড়গুড় করে, চুচুকের চতুঃপার্শ্বস্থ মলিন চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। আরও কিছুদিন পরে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয়।

এই সকল লক্ষণের মধ্যে কোন একটীর বিদ্যমানতায় যে গর্ভ হওয়া অবধারিত করিতে হইবে এমন নহে, তিন চারিটী লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইলে তবে গর্ভ হওয়া নিশ্চয় করিতে পারা যায়। নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি সমধিক নিশ্চয়ার্থক।

৫। উদরবৃদ্ধি রোগবিশেষের লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইলেও গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ হইতে অনায়াসে পৃথক করিয়া লইতে পারা যায়। সসত্ত্বাবস্থায় উদর চাপিলে স্থিতিস্থাপক ও দৃঢ় বোধ হয় এবং গর্ভিণী শায়িত, উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান সকল অবস্থাতেই জরায়ুর আকার সমভাবে থাকে। উদররোগে তাহা হয় না। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুরোগে অঙ্গুলি দ্বারা উদরে আঘাত করিলে ঢোলের মত ফাঁপা শব্দ হয়, কিন্তু গর্ভাবস্থায় ঐরূপ আঘাতে নিরেট পদার্থে আঘাতের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। জরায়ুর কোন কোন রোগে তন্মধ্যে বায়ু বা জল সঞ্চিত হইলেও ঐরূপ স্ফীত হয়, কিন্তু গর্ভের অন্যান্য লক্ষণ তাহার সহিত দৃষ্টিগোচর হয় না।

৬। গর্ভিণীর জঠরস্থ শিশুর সঞ্চলনবোধ একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণনীয়। সচরাচর চারি মাস বা তদূর্দ্ধ সময়ে গর্ভিণী জঠরস্থ দ্রূণের সঞ্চলন ক্রিয়া অনুভব করিতে পারে।

৭। গর্ভাবস্থায় জরায়ুর সঙ্কোচন উহার স্বাভাবিক কার্য্য। যদিও গর্ভিণী তাহা অনুমান করিতে পারে না, কিন্তু যখন উদর বিলক্ষণ বড় হয়, তখন তাহার উপর চাপিয়া ধরিলে ঐরূপ সঙ্কোচন স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

৮। ষ্টেথস্‌কোপ নামক যন্ত্র জরায়ুর উপর স্থাপন করিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় একরূপ পরীক্ষা করিবার সময় পরীক্ষক নিজ আপন মস্তক হইতে নিম্ন স্থানে রাখিবেন না, তাহাতে নিজ শরীরস্থ ধমনীর তব তব শব্দ ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের বা নাড়ীর শব্দ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে

যমজ গর্ভের লক্ষণ —গর্ভের যে মাসে উদর যে পরিমাণে বড় হওয়া উচিত, যমজ সন্তান জন্মিলে তাহার দ্বিগুণ বড় দেখায় উদরের সম্মুখ চেটাল থাকে, উহার উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত মধ্যভাগ ঈষৎ চাপা হইয়া উদরটীরে সমদ্বিভাগে বিভক্ত বোধ হয় ষ্টেথস্‌কোপ যন্ত্র বা কর্ণদ্বারা জরায়ুর দুই দূরভাগে দুই হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচিকা ও প্রসারিকা ক্রিয়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়

গর্ভের স্থায়িত্ব —স্ত্রীলোকের শেষ ঋতুর পশ্চাত্তর হইতে গর্ভের গণনা আরম্ভ করা যায়; কিন্তু এই গণনা সর্ব্বত্র ঠিক হয় না একবার শৃঙ্গারের পর গর্ভ হইলে সময় নিরূপণের কোন সন্দেহ থাকে না তাহাতে ইহা অবধারিত হইয়াছে যে, ১০ চান্দ্র মাস, সৌর ৯ মাস ৭ দিন, ৪০ সপ্তাহ গর্ভের স্থায়িত্বকাল তাহার পরেই গর্ভিণী প্রসব করিয়া থাকে

গর্ভিণী চিকিৎসা।

গর্ভাবস্থায় সচরাচর যে সকল পীড়া হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাদেরই বিবরণ লিখিত হইতেছে, কিন্তু চিকিৎসাসম্বন্ধে এই কয়টী কথা নিতান্ত মনে করিয়া রাখা কর্ত্তব্য

১. ঔষধের মাত্রা উপযুক্ত অপেক্ষা অল্প হওয়া আবশ্যক

২। বমনকারক ও অতিবিরেচক ঔষধ একবারে নিষিদ্ধ, কোন মতে ব্যবহার করিবে না

ঔ পারদঘটিত ঔষধও অব্যবহার্য্য, কিন্তু যদি গর্ভাবস্থায় উপ দংশ রোগ জন্মে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

আইওডাইড অফ পটাশিয়ম	...	১ গ্রেণ।
লাইকর হাইড্রার্জ	.. ..	৮—১০ বিন্দু
জল	...	১ আউন্স

এক মাত্রা, দিবসে তিনবার এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়

বসন্ত প্রভৃতি স্পর্শসংক্রামক পীড় বা ওলাউঠা রোগ হইলে প্রায়ই গর্ভপাত হইতে দেখা যায় গর্ভাবস্থায় আবশ্যকমতে অহি-ফেণ সেবন করাইতে পারা যায়

বমনোদ্রেক ও বমন।—সাধারণতঃ সকল গর্ভবতীরই প্রায় এই দুই রোগ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের প্রায় ভুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশ পরিপাক পায়, আবার কাহার কাহার উদরে ভুক্ত দ্রব্যের কিছুই থাকে না সেরূপ গর্ভিণীরা ক্রমশঃ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে একরূপ স্থলে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসা —কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে একারভেসিং ড্রাফ্‌টের সঙ্গে রোসেল্ সল্ট ১ ২ ড্রাম ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে তৎপরে ২½ গ্রেণ বিসমথ ও পেপসিনের বটী প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ ২ ৩ টী খাইতে দিবে ইহাতেও উপকার না দর্শিলে,—

পেপসিন্	...	৩½ গ্রেণ।
অহিফেন	... ...	১ গ্রেণ।

একত্র বটী পাকাইয়া প্রত্যহ ২ ৩ বার খাওয়াইবে ইহাতে কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে প্রত্যেক বটির সঙ্গে ½ গ্রেণ এক্সঃ বেলেডোনা দিতে হইবে ক্ষুধাহ্রাস, বক্ষোজ্বালা, উদরাধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধ, এই সকল রোগে বিশেষ কোন হানি করে না। ডাইলিউটেড নাইট্রোমিউরিয়েটীক য়্যাসিড ১০ ১৫ বিন্দু, চিরাতা বা হরিতকীর ফান্টের সহিত প্রত্যহ তিন-বার খাওয়াইলে উপকার দর্শে

বিস্‌মথের সঙ্গে সোডা ও পেপ্‌সিন ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

কম্পাউণ্ড রুবার্ব পিল্‌ ৮ ১০ গ্রেণ বা অর্দ্ধছটাক ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এজন্য দেশীয় হরিতকী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাতঃকালে হরিতকী ১ টা কাটিয়া একটু লবণের সহিত খাইতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে

গ্রহণী।—আমাশয় প্রভৃতি রোগে নিম্নোক্ত ঔষধ গুলিতে প্রশমিত হয়।

ডোভার্শ পাউডার	...	...	..	৫ গ্রেণ
সিঙ্কোনা পাউডার	...	..	.	৫ গ্রেণ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ মাত্রা এইরূপে এক ঘণ্টায় দুইবার খাওয়াইবে

টীং সিঙ্কোনা	.	...	..	১৫ বিন্দু
লডেনম্‌	...	...	...	১৫ বিন্দু
ভাইনম ইপিকাক	.	.	...	৫ বিন্দু
মিউসিলেজ য্যাকেসিয়া	.	...	...	১ আউন্স।

প্রত্যহ দুই তিনবার খাওয়াইবে

যদি পেটের মধ্যে তরল মল বায়ুর সহযোগে ক্ষণে ক্ষণে হুড় হুড় শব্দ হয় তবে—

ক্যাষ্টর অয়েল	...	...	...	১ বিন্দু
স্পিরিট অফ ওয়াইন	.	..	...	২০ বিন্দু

উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহার ৩ ৪ বিন্দু অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ২। ৩ বার সেবন করাইলে উপকার দর্শিবে

আমাশয় হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

টীং সিঙ্কোনা	...	..	.	১৫ বিন্দু
টীং ওপিয়াই	.	..	..	১৫ বিন্দু
ভাইনম্‌ ইপিক্যাক	...	...	..	৫ বিন্দু।
মিউসিলেজ য্যাকেসিয়া		..	..	১ আউন্স।
হাইড্রার্জ রাই	.	...	...	৭ ৮ বিন্দু

প্রত্যহ ২ ৩ বার খাওয়াইবে ইহাতে আরোগ্য না হইলে—

কুর্চির ক্বাথ	১ আউন্স
লডেনম	১০ বিন্দু।
জায়ফল চূর্ণের ক্বাথ	১ আউন্স

এক মাত্রা দিবসে একবার, বা আবশ্যকমত দুইবার খাওয়ান যাইতে পারে

পথ্য।—জলসাগু, দুধের দুধসাগু, বেলের সরবৎ, পুরাতন তেঁতুলের ও ছোট মৎস্যের অম্বল ইত্যাদি

অর্শ।—বিরুদ্ধ জবায়ু হিমরইডেল ভেইনের উপর চাপিয়া আসা প্রযুক্ত অর্শরোগ জন্মে।

য়্যালোজ	২ গ্রেণ
এক্সঃ নক্সভমিকা	½ গ্রেণ।
এক্সঃ বেলেডোনা	¼ গ্রেণ।

একত্র বটী করিয়া প্রতিদিন ২ ৩ বার খাইতে দিবে য়্যালোনের পরিবর্ত্তে ২ ৩ গ্রেণ হরিতকী চূর্ণ দেওয়া যাইতে পারে

স্থগিরক্তপত্তন —সল্‌ফেট অফ জিঙ্ক, ফটকিরি, ট্যানিন, ব্রাণ্ডি ইত্যাদির কুল্য ব্যবহার্য্য।

দন্তশূল।—বেদনাযুক্ত স্থানের উপর ২ ৩ বিন্দু ক্লোরোফরম লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা বন্ধ হয়।

দন্তের মধ্যে গর্ত্ত হইলে,—

মর্ফিয়া	১ গ্রেণ।
আর্শেনিয়স য়্যাসিড চূর্ণ	১ গ্রেণ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ২০ অংশ পরিমাণ একটু ভিজা তুলায় লাগাইয়া ঐ তুলা দন্তের গর্ত্তমধ্যে ১২ ২৪ ঘণ্টা রাখিলে যন্ত্রণা একবারে নিবারিত হয়

কাশী।—শ্বাসকষ্ট, আক্ষেপযুক্ত কাশিতে নীচের লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য

এক্সঃ বেলেডোনা	¼ গ্রেণ

পল্‌ভ ইপিক্যাক ... ... ১—১ গ্রেণ

একত্র বটী পাকাইয়া প্রতিদিন তিনটী খাওয়াইবে

হৃদ্বেপন গর্ভাবস্থায় রক্তর যে পরিবর্দ্ধন জনিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই হৃদ্বেপনের প্রকৃত কারণ।

গর্ভবতী দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে সিরপ অফ ফসফেট অফ আয়রণের সহিত কডলিবার অয়েল প্রত্যহ ২।৩ বার খাওয়াইতে হইবে। সকল অবস্থায় অতি অল্পমাত্রায় কার্ডিয়েক টনিক অর্থাৎ টীংচার অফ য়্যাকোনাইট বা টীংচার ডিজিটেলিস্ ½ বিন্দু মাত্রায় ৪ ড্রাম জলের সহিত প্রত্যহ ২ ৩ বার খাওয়াইলে বিশেষ উপকার করে

মূর্চ্ছা বা সিন্‌কোপি।—দুর্ব্বল প্রাকৃতিক স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় এই পীড় হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—মূর্চ্ছাকালে নাসারন্ধ্রের নিকটে কর্পূর রাখিয়া চক্ষে জলের ছিটা দিলে সহজে এবং শীঘ্র চৈতন্য সম্পাদন হয় মূর্চ্ছার বিরাম অবস্থায় টীংচার বেলেডোনা, য়্যাকোনাইট বা ডিজিটেলিস্ অল্প মাত্রায় দিবসে ২ ৩ বার ব্যবহার করিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রক্তাল্পতা বা এনিমিয়া এবং হরিৎ পীড়া বা ক্লোরোসিস্।—এই পীড়া সহজে আরোগ্য হয় না, এবং প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে সচরাচর গর্ভের পূর্ব্বে এই পীড়া হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—সিরপ অফ ফস্‌ফেট অফ আইরণ, কড লিবার অয়েলের সঙ্গে প্রত্যহ ২ ৩ বার খাওয়াইবে শৈত্যসেবন, রাত্রিজাগরণ, অজীর্ণকর খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

শোথ বা ইডিমা।—গর্ভাবস্থায় রক্তের পরিবর্ত্তন হেতু এই পীড়া জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা।—মূত্রকর ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য যথা,—

টীং ডিজিটেলিস্	...	৩ ৪ বিন্দু
টীং ফেরি পার ক্লোরাইড	...	১০—১৫ বিন্দু
য়্যাসিটেট অফ পটাস	...	১০—১৫ গ্রেণ

জল ... ... ১ আউন্স

একমাত্রা, এইরূপ তিন মাত্রা প্রতিদিন প্রয়োগ করিতে হইবে।

এপিশি মেলিফিকা বা মধুমক্ষিকার বিষ ১ বিন্দু ১ আউন্স জলে উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহার আধ ড্রাম এক কাঁচ জলের সহিত প্রতিদিন ২ ৩ বার খাওয়াইবে। ইহা শোথের মহৌষধ।

এল্‌বিউমিনিউরিয়া।—গর্ভাবস্থায় মূত্রে এলবিউমেন থাকা পীড়ার চিহ্ন বলিয়া জানিতে হইবে। মূত্রের এলবিউমেন পরীক্ষা করিতে হইলে একটী টেষ্ট টিউব নামক কাচের নলের মধ্যে একটু প্রস্রাব লইয়া যতক্ষণ উথলিয়া না উঠে, ততক্ষণ অগ্নির উত্তাপ লাগাইতে হইবে, তাহার পর উহাতে ষ্ট্রং নাইট্রিক য়্যাশিড তাহার সঙ্গে মিলাইবে, মূত্রে এলবিউমেন থাকিলে চুঙ্গীর নীচে উহা গাদের মত পতিত হয়।

চিকিৎসা। শরীরে ফ্ল্যানেল ব্যবহার করাইবে এবং টীং ফেরি পার ক্লোরাইড, টীং ডিজিটেলিস, ক্রসিটেট অফ পটাশ মিশ্র ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অনিদ্রা বা ইন্‌সম্‌নিয়া।—কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রসবভয় এতাধিক জন্মে যে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ইহার প্রতিকার না হইলে উহা উন্মত্ততায় পরিণত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—নিম্নোক্ত ঔষধের মধ্যে অগ্রে প্রথমটী ব্যবহার করিতে দিবে, তাহাতে উপকার না দর্শিলে শেষোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

হাইড্রেট অফ ক্লোরেল ... ... ৩০ গ্রেণ

ব্রোমাইড অফ পটাশিয়ম ... ... ২০ গ্রেণ

জল ... ... ১ আঃ

শয়নের পূর্ব্বে খাইতে দিবে।

নতুবা অহিফেণ ২ গ্রেণ কিম্বা মর্ফিয়া ১ গ্রেণ খাওয়াইবে।

শিরঃপীড়া, তলপেট ও উরুতে স্নায়ুশূল।—প্রায় সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোককেই অল্প বা অধিক পরিমাণে এই সকল রোগ হইতে

কষ্টবোধ করিতে দেখা যায় কুইনাইন্, আর্শেনিক ও লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়

তাণ্ডব রোগ বা কোরিয়া।—গর্ব্ভাবস্থায় এই পীড়া হইলে অনেকেরই প্রায় গর্ব্ভস্রাব, অকাল প্রসব, এবং মৃতজাত সন্তান ভূমিষ্ট হয়।

লাইকর আর্শেনিক	...	..	৫ বিন্দু।
হাইড্রেট অফ ক্লোরেল	...	.	১০—১৫ গ্রেং
ব্রোমাইড অফ পটাশিয়ম	..	...	১৫—২০ গ্রেং
জল	... ...	..	১ আং।

একত্রে ব্যবহার করিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই ঔষধগুলি পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিলে অধিক ফললাভ হয়

মূত্রাবরোধ—যতবার মূত্রাবরোধ হইবে, ততবার শলা দ্বারা প্রস্রাব করাইবে মূত্র বাহির হওয়ার পর হস্ত দ্বারা বস্তি কোটর হইতে জরায়ু উত্তোলন করিয়া দিবে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর একপ হইবে না।

মুহুর্মুহু মূত্রত্যাগ।—লৌহঘটিত বলকারক ঔষধ ফলোপধায়ক যথা,—

কডলিবার অয়েল	...	...	১ ড্রাম
পোর্ট ওয়াইন	...		১ আং

প্রত্যহ এইরূপে ২ | ৩ বার খাওয়াইবে

টীং ফেরি মিউরিয়েটিক	.	..	১৫ বিন্দু।
ডিকক্ট সিঙ্কোনা			১ আং

এক মাত্রা। ঐরূপ মাত্রায় দিবসে ২ | ৩ বার প্রয়োগ করিবে।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে,—

টীং সেনাকো	..	..	২০ বিন্দু
মাডিক্সীর ফাণ্ট		..	১ আং

একত্রে দিনে ৩ বার খাওয়াইবে

শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া। এক ড্রাম কার্বলিক য়াসিড ৪ আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া যোনি ধৌত করিতে দিবে।

যুকণ্ডু বা প্রুরাইটিস্।—করোসিভ সব্লিমেট ২ গ্রেণ ১ আউন্স জলে মিশাইয়া দিন রাত্রে এক একবার নেকড়ায় করিয়া যোনিতে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। যোনির কঞ্জেশ্চন থাকিলে তন্নিবারণার্থ ব্রোমাইড অফ পটাশিয়ম জলের সঙ্গে খাওয়াইবে।

জরায়ু ভ্রংশ।—য হাদের জরায়ু প্রসব সময়ে কিছু নিম্নগামী হইয়া যোনী মধ্যে থাকিয়া যায়, তাঁহাদের আবার গর্ভ হইলে অুচ ইউটেরাই যোনির বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম মাসে যখন জরায়ু ক্রমে বিবৃদ্ধ হয়, তখন স্থানাভাবে উহা যোনি হইতে উদরে উত্থিত হয়, যখন জরায়ুর সার্ভিক্স বৃদ্ধি পাইয়া গর্ভের শেষ পর্য্যন্ত বাহিরে ঝুলিয়া থাকিতে দে২ যায়, এরূপ ঘটিলে গর্ভবতী মলমূত্র ত্যাগে সক্ষম হয় না, তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় ও পরিশেষে গর্ভপাত হয়।

চিকিৎসা।—গর্ভিনী ছয়মাস পর্য্যন্ত শয়ান থাকিবে, এবং উত্থানাবস্থাতে হজ্ সাহেবের প্রস্তুত লম্বা পেসারী ব্যবহার করিবে।

সম্মুখাবর্তন বা এণ্টিভার্সন।—এই পীড়া তত গুরুতর নহে যাহাদের জরায়ুর উর্দ্ধভাগ এরূপে সম্মুখদিকে চাপিয়া পড়ে, তাহাদেরই গর্ভের প্রথম কয়েক মাস মুহুর্মুহু প্রস্রাব হয়, কেহ কেহ বলেন ইহাতেই অজস্র বমন হয়, সে বমন কিছুতেই নিবারিত হয় না।

চিকিৎসা।—গর্ভিনী সর্ব্বদা চিৎভাবে শয়ন করিয়া থাকিবে। ইহাতে জরায়ু সোজা না হইলে পেটীবন্ধন দ্বারা জরায়ুর ফণ্ডস্ উত্তোলন করিয়া রাখিবে

পশ্চাদাবর্তন বা রিট্রোভার্শন।—গর্ভবতী স্ত্রীলোক আছাড় খাইয়া পড়িলে এই রোগ জন্মিতে পারে। গর্ভের বৃদ্ধি সহকারে প্রায়ই ইহা সারিয়া যায়, তাহা না হইলে গর্ভস্রাব হয়। যদি তাহা না হয়, তবে, মল মূত্র ত্যাগে ব্যাঘাত, হস্তে পদে শোথ, মূত্রকোষের প্রদাহ ও ইউরিমিয়াদি রোগ জন্মে।

চিকিৎসা।—যত সত্বর সম্ভব জরায়ুকে প্রকৃতভাবে রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য প্রথমতঃ একটা সরু মেল-ক্যাথিটার দ্বারা অগ্রে প্রস্রাব করাইবে যদি কোনমতে ক্যাথিটর প্রবিষ্ট করান সাধ্যায়ত্ত না হয়, তবে পিউবিস অস্থির এক অথবা দেড় ইঞ্চ উপরে এস্পিরেটর যন্ত্রের সরু চুঙ্গি দ্বারা বিঁধিয়া মূত্র বাহির করিয়া দিবে পিচকারী দ্বারায় সরল অন্ত্র হইতে মলও বাহির করিবে পরে দক্ষিণ হস্তের দুইটী অঙ্গুলি বা সমুদায় হস্তে তৈল মাখাইয়া আস্তে আস্তে মলদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইবে এবং বামহস্তের অঙ্গুলি যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে যখন উহা দ্বারা অচ্ ইউটেরাই নিম্নদিকে চাপিবে, তখন সরল অন্ত্র বা রেক্টম মধ্যে যে হাত আছে, তদ্বারা জরায়ুর উপরিভাগ বা ফণ্ডাস্ এক পার্শ্বের সেক্রোইলিয়েক সিংকণ্ড্রোসিস্ সন্ধির নিকট দিয়া উপরিভাগে ঠেলিয়া তুলিয়া দিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে খাট বা তক্তপোষের একদিকে শোয়াইবে ও ক্লোরোফরম দ্বারা অচেতন করিবে। পশ্চাদাবর্ত্তন একবার শুধরাইলে হজ সাহেবের আবিষ্কৃত পেসারী ব্যবহার করাইলে উক্ত পীড়া জন্মিবার আর সম্ভাবনা থাকে না।

কোনমতেই যদি জরায়ুর ফণ্ডস্ উত্থিত করা না যায়, তবে গর্ভস্রাব আবশ্যক হয় নতুবা গর্ভিণীর প্রাণরক্ষা হয় না।

জ্বরবিকার বা একজ্বর।—এই রোগ কঠিন হইলে গর্ভপাত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। এই জ্বরে গর্ভিণীর শরীরের উত্তাপ ১০৪ ১০৫ ডিগ্রী হইলে ভ্রূণ কোনমতেই রক্ষা পায় না। টাইফয়েড ফিবার গ্রহণী রোগের সহিত যুক্ত থাকিলে হাইড্রার্জিরাই ১ বিন্দু পরিমাণে জলের সঙ্গে চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অতি আশ্চর্য্য ফললাভ করা যায় কুচির ক্বাথ ১ আউন্স দিবসে ২ ৩ বার বিশেষ উপকারক

ফুস্ফুস্ প্রদাহ বা নিউমোনিয়া।—এই পীড়া সাধারণতঃই বড় সংঘাতিক, বিশেষতঃ গর্ভবতীর পক্ষে বড়ই মারাত্মক। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন যেমন উপকারক, নিউমোনিয়াতে ৫০০ গ্রেণ মাত্রায় ফসুফরাসও তদ্রূপ ৫ চ ড্রাম ইথারে এক গ্রেণ ফসফরাস দ্রব করিয়া

তাহার ২ বিন্দু একত্র উষ্ণ মিউসিলেজের সঙ্গে দিনে তিনবার খাওয়াইবে। সময়ান্তরে কার্বনেট অফ য্যামোনিয়া ৫ গ্রেণ এক আউন্স ডিকক্সন্ সিঙ্কোনার সঙ্গে ৪ ঘটা অন্তর খাওয়াইলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

ক্ষয়রোগ বা থাইসিস্।—ডাক্তার প্লেফেয়ারের মতে ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীদের ক্ষয়রোগ জন্মিলে ৯। ১০ বৎসর কালও বাঁচেন। এই রোগে নিম্নোক্ত ঔষধ মহান উপকারী।

এক্সঃ কডলিভার্	৪ গ্রেণ
এক্স ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	½ গ্রেণ

এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ তিনবারে তিনটী ২। ১ বৎসর কাল ক্রমাগত সেবন করাইলে বিশেষ ফললাভ হয়।

উপদংশ বা সিফ্‌লিস্।—পারদঘটিত ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা দ্বারা ভ্রূণশরীরেও এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু যে ঔষধে মুখ না আইসে, সেরূপ ঔষধ ব্যবহারই কর্ত্তব্য, এজন্য বাই ক্লোরাইড অফ মার্কারী ½ গ্রেণ মাত্রায় অথবা লাইকর হাইড্রার্জিরাই ১৫। ২০ বিন্দু ½ গ্রেণ আইওডাইড অফ পটাসিয়মের সঙ্গে প্রত্যহ তিনবার খাওয়ান যাইতে পারে।

মৃগী বা এপিলেপ্সী।—অর্দ্ধ গ্রেণ অথবা ১ গ্রেণ মাত্রায় ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ম ইহাতে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

পাণ্ডুরোগ বা জণ্ডিস্।—কম্পাউণ্ড কলোসিন্থ, আইটেট্ সিউবিরেটিক য়্যাসিডের সঙ্গে হরিতকীর ফান্ট, এক্সট্রাক্ট বেলেডোনা ও পডফিলমের বটী, কিম্বা টীং নক্সভমিকা ও টীং বেলেডোনার সঙ্গে হরিতকী বা চিরাতার ফান্ট দিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকারক হয়।

কর্কট রোগ বা ক্যান্সার।—এই পীড়া জন্মিলে যাহাতে গর্ভ না হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গর্ভ হইলে তাহা পাত করান কর্ত্তব্য, নতুবা পূর্ণকাল অতীতে প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই মৃত্যুর বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকে। যদি গর্ভের ৬। ৭ মাস অতীত হয়, আর ক্যান্সার

অতি অল্প স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলেও অকাল প্রসব অত্যাবশ্যক

ডিম্বাধারার্ব্বুদ —এই পীড়া সাতিশয় সাংঘাতিক এই পীড়া সন্তান প্রসূত হওয়ার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিবন্ধকতা জন্মায় শতকরা ৫০ জন রোগী ইহাতে মারা যায়

চিকিৎসা। কেহ কেহ টিউমার বিদ্ধ করিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া থাকেন, কেহ বা টিউমার বাহির করিয়া দেন, কেহ বা অকাল প্রসব করাইয়া থাকেন

সূত্রার্ব্বুদ বা ফাইব্রিস টিউমার। জরায়ুকে টব মধ্যে কখন কখন এই রোগ জন্মে গর্ভাবস্থায় আসিলে জরায়ুর বিবৃদ্ধি সহকারে টিউমার ৩ ৪ মাসে এত বড় হয় যে, গর্ভ না হইলে ৫ ৭ বৎসরেও তত বড় হইতে পারে না।

চিকিৎসা। —যদি জরায়ুর নিম্নভাগ বা গ্রীবার নিকট এ প্রকার অর্ব্বুদ জন্মে, তবে গর্ভপাত করান আবশ্যক হয়। ফণ্ডসের দিকে হইলে উক্তরূপ চিকিৎসা বিধেয় নহে একরূপ অবস্থায় প্রসব হইলে জরায়ু হইতে অধিক রক্তপাতের সম্ভবনা থাকে রক্তপাত ঘটিলে পার্ক্লোরাইড অফ আয়রণ সলিউসন্ বা দেশী গাবভেরেণ্ডার আটা জরায়ুকোটর মধ্যে লাগাইলে শোণিতস্রাব বন্ধ হয়

ভ্রূণ।

নানা কারণে ভ্রূণদেহে বহুবিধ রোগ সঞ্চয় হয়। সেই পীড়া অনুমান করা বড় সহজ নহে; কিন্তু গর্ভে উহার মৃত্যু হইলে অনায়াসে তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে

গর্ভে ভ্রূণের মৃত্যু হইলে উহা অচলভাবে অবস্থিতি করে, গর্ভিণীর উদর শিথিল হইয়া পড়ে, জরায়ুর পেশী সমুদায় শিথিল হওয়াতে ইতস্ততঃ গড়াইয়া বেড়ায়, গর্ভিণী উদরে ভার ও শৈত্য বোধ করে, স্তনদ্বয় হঠাৎ নরম হইয়া পড়ে, তাহাতে আর দুগ্ধ জন্মে না, শরীর

অসুখ, ক্ষুধামান্দ্য, মুখ দিয়া দুর্গন্ধময় প্রশ্বাস পতিত হইতে থাকে, পুনঃ পুনঃ কম্প উপস্থিত হয়, এই সকল দ্বারাই যে সহজে ভ্রূণের মৃত্যু অবধারিত করা যায় তাহা নহে, তবে যদি স্তনদ্বয় একবার স্থূল, উচ্চ ও দৃঢ় হইয়া হঠাৎ আলগা ও নরম হইয়া পড়ে, তবে ভ্রূণের মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় জানিতে হয়

গর্ভপাতের উদ্যমকালে চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহা নিবারণের উপায় করা কর্ত্তব্য ভ্রূণের মৃত্যু নিশ্চয় অবগত হইতে পারিলে গর্ভপাত হইতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ, নতুবা গর্ভিণীর বিলক্ষণ অনিষ্টের আশঙ্কা জ্ঞান করিতে হইবে কিন্তু প্রসবের পূর্ব্বে ভ্রূণের মৃত্যু নির্ণয় করা সহজ নহে, এ কারণ উহা সজীব আছে এই অনুমানে গর্ভপাত নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে জরায়ু হইতে রক্তপাত হইয়া অল্প অল্প বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভপাত নিবারণে অনায়াসে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ব্যথা অধিকক্ষণ থাকিলে এবং অধিক রক্তপাত হইলে, বিশেষতঃ গর্ভিণী স্বাভাবিক বেগ দিতে আরম্ভ করিলে তাহা নিবারণের কোন প্রত্যাশাই করা যাইতে পারে না।

চিকিৎসা।—গর্ভিণীকে কঠিন শয্যায় শয়ন করাইবে শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার বিরাম লইবার উপদেশ দিবে তৎপরে পূর্ণমাত্রায় ২ গ্রেণ আফিঙ্গ, অথবা ৪০।৫০ বিন্দু লডেনাম খাওয়াইতে হইবে ডাক্তার চার্চিল বলেন ১০ বিন্দু পরিমাণে সিদ্ধির আসব প্রত্যহ তিনবার খাইবার যুক্তি দিবে

গর্ভপাতের পর প্রসূতিকে অতি সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য কেন না এ অবস্থায় নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে যে সকল স্ত্রীর গর্ভস্রাব ও অকাল প্রসব প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহাদিগের জরায়ুকে কিছুদিন বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য এজন্য পতিসঙ্গম হইতে দেওয়া বিধেয় নহে

বারম্বার গর্ভপাত নিবারণ করা কর্ত্তব্য, ইহার উপায় নানা প্রকার স্ত্রী বা পুরুষ অথবা উভয়েরই উপদংশ রোগ থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা.

আইওডাইড অফ পটাশিয়ম	... ...	১—১ গ্রেণ।
লাইকর হাইড্রার্জিরাই পারক্লোরাইড		১০ বিন্দু
ক্লোরেট অফ পটাশ	...	২ গ্রেণ
অনন্তমূলের কাথ	... ...	১ আং

এই মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার ঔষধ খাওয়াইবে

জ্রণ ঝিল্লী বা প্লাসেণ্টার ডিজেনারেশন বা অপকৃষ্টতা অকাল প্রসবের কারণ হইলে গর্ভপাতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্ব হইতে ক্লোরেট অফ পটাশ ১০। ১৫ গ্রেণ মাত্রার জলের সঙ্গে প্রত্যহ তিন বার খাওয়াইবে। যাহাদের ৭ ৮ মাসে গর্ভপাত হওয়াতে বারম্বার মৃত সন্তান প্রসব করে, তাহাদের গর্ভ হইলে নিয়মিত সময়ের ২ ১ পক্ষ পূর্ব্বে প্রসব করাইলে জীবিত পুত্র প্রসব হয়

কৃত্রিম গর্ভ —ইংরাজীতে এই পীড়ার নাম সিউডো সাইসিস এই রোগে উদর স্ফীত হইলেও বৃদ্ধি পায় না, হস্ত দ্বারা চাপিয়া দেখিলে দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক বোধ হয়, অঙ্গুলি দ্বারায় আঘাত করিলে স্পষ্ট শব্দ অনুভূত হয় অজাতগর্ভ স্ত্রীর কটিদেশ মাত্র স্ফীত হয়; কিন্তু যে সকল স্ত্রীর পূর্ব্বে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের উদর প্রকৃত গর্ভের ন্যায় বোধ হয় ঋতু কাহার হ্রাস, কাহার বা এককালে বন্ধ হয় স্তনদ্বয় স্ফীত এবং আমাশয়ে অসুখ উপস্থিত হইয়া বমনোদ্বেগ ও বমন হইয়া থাকে প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও তাহার কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না।

রোগনির্ণয়।—ইহাতে গর্ভের যে কয়েকটী মাত্র লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সে গুলি সম্পূর্ণ নহে। প্রকৃত গর্ভ হইতে ইহাকে পৃথক করিবার উপায় এই যে, গর্ভ হইলে প্রতিমাসে লক্ষণ সকল যেমন পর পর দেখা যায়, তাহার পরবর্ত্তী মাসে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, জরায়ুর বৃদ্ধি ও তৎ গ্রীবা ক্রমিক হ্রাস পায় না, জরায়ু কুস্থম ও ভ্রণশরীরে রক্ত সঞ্চালনের শব্দও শ্রুত হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা পরীক্ষা করিবার আর একটী উপায় এই যে, রোগীকে ক্লোরোফরমের আঘ্রাণ গ্রহণ করাইলে উদরের পেশী সমুদায় শিথিল হইয়া প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ক্রমশঃ ক্লোরো-

ফরমের ক্রিয়া হ্রাস হইলে রোগী যেমন চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, তাহার উদরও তেমনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে

চিকিৎসা।—জরায়ু ও ডিম্বকোষের অবস্থা সংশোধন জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য্য

ব্রোমাইড অফ পটাশিয়ম	..	৫ গ্রেণ।
আয়োডাইড অফ পটাশিয়ম	.	৪ গ্রেণ
জল	...	১ আং

এক মাত্রা দিবসে একবার প্রয়োগ কর্ত্তব্য উপরি লিখিত দুই দ্রব্য পৃথক ব্যবহারেও বিলক্ষণ ফল দর্শে।

বমননিবারণার্থে অহিফেণ, সুগার অফ লেড, হাড্রোশিয়েনিক য়্যাসিড, বরফ প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে বায়ুজন্য উদর স্ফীতি ঘটিলে হিঙ্গ, তার্পিণ, তৈল, কপূর চূর্ণ প্রভৃতিতে উপকার দর্শে বলকারক ও লঘু আহার দেওয়া বিধেয়

প্রসব।

প্রসব দুই প্রকার,—প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক। যে প্রসবে জাং অগ্রে মস্তক বাহির করিয়া প্রসব বেদনা আরম্ভের ২৪ ঘণ্টা মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে জননিজঠর হইতে নির্গত হয়, তদ্বার আপনার বা প্রসূতির কোন বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত না করে, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রসব বলা যায় ইহার বিপরীত ঘটনা হইলেই তাহাকে অপ্রাকৃতিক প্রসব বলা গিয়া থাকে

প্রসবের পূর্ব্বলক্ষণ।—পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ও মলত্যাগের ইচ্ছা, উদরের অধোভাগে থাকিয়া থাকিয়া এক মোচড়া দেওয়ার ন্যায় বেদনা, যোনি হইতে ক্লেদ নিঃসরণ, জলে পাদ্ধয় স্থাপন করিলে তাহাতে স্ফীততা, উরু ও জঙ্ঘায় ঝাঁকড়ানি, মনের প্রফুল্লতা, সাহস, ক্ষুধাবৃদ্ধি, শ্বাসকৃচ্ছ্রের হ্রাস, গমনাগমনে স্ফূর্ত্তি ও সুগমতা অনুভব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়

অতিশ্রম, ক্লান্তি, অজীর্ণতা, মন্দাগ্নি, কোষ্ঠবদ্ধ, ইত্যাদি, ধাত্রু কখন

কখন কৃত্রিম প্রসব বেদনা (ফল্স পেন্) উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে প্রকৃত বেদনা হইতে অনায়াসে চিনিয়া লওয়া যায়। কৃত্রিম বেদনা জরায়ুর ফণ্ডস্ হইতে আরম্ভ হইয়া উহার অল্পমাত্র স্থানে ব্যাপ্ত হয়, ও অনিয়মিত বিরামের পর পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, যোনি হইতে ক্লেদ নিঃসরণ ও অচ ইউটেরাই প্রসারিত হয় না। আর প্রকৃত প্রসব বেদনা সার্ভিক্স ইউটেরাই হইতে আরম্ভ হইয়া ফণ্ডসের দিকে উঠিয়া ক্রমে সম্মুখ দিকে সমস্ত উদর ব্যাপিয়া পড়ে ; ইহাতে নিয়মিত বিরাম কালান্তর বেদনা ক্রমিক শীঘ্র ও প্রবলরূপে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন কৃত্রিম ব্যাথা প্রকৃত ব্যাথায় পরিণত হয়। এ কারণ কৃত্রিম ব্যথা নিবারণ জন্য রোগীকে বিশ্রামাবস্থায় শয়িত রাখা কর্ত্তব্য ও অল্প বিরেচক ঔষধ প্রয়োগের পর আফিঙ্গ প্রভৃতি বেদনা-নাশক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

প্রাকৃতিক প্রসবে কিছু মাত্র সাহায্যের আবশ্যক করে না, এজন্য সে বিষয়ে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। যিনি প্রসব করাইবেন, তাঁহার নিকট নিম্নোক্ত দ্রব্য গুলি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যথা,—একটা ইলাষ্টীক গম ক্যাথিটার, অল্প পরিমাণ লডেনম, অর্গটচূর্ণ, ক্লোরোফরম, একখানা কাঁচি, কয়েকটা আলপিন্, কয়েক গাছি রেসমের সূতা, একখণ্ড স্পঞ্জ, এবং একটা পেটীবন্ধনী।

স্বাভাবিক প্রসবকালে প্রসবিনীকে কুন্থন বেগ দিতে নিষেধ করা উচিত। এইস্থলে হস্ত দ্বারা ইউটেরাই বা যোনিদেশ প্রসারিত করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে। প্রসবারম্ভকালে প্রসবোপযোগী শয্যা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। একখানি তোষক, তোষকের উপর এক খানি মসৃণ চর্ম্ম বা তদ্রূপ জিনিষ, তাহার উপর এক খানি কম্বল, কম্বলের উপর এক খানি ভাঁজ করা কাপড়। প্রসবকাল অতি নিকট হইলে প্রসবিনীকে শয্যায় শয়ন করাইবে। বাম-পার্শ্বে শয়ন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ভ্রূণমস্তক গুহ্যদেশে চাপিবার পূর্ব্বে প্রসবিনীকে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বসিতে দিবার কোন হানি নাই। এ নিজন্য প্রসবিনীর গ্রীষ্ম বোধ হইলে গাত্র কম্বল সরাইয়া

লওয়া আবশ্যক এবং সচ্ছন্দরূপে বায়ু সেবন করাইবে। ক্ষুধা হইলে দুগ্ধ, আরোরুট, চা ও মিষ্ট পানীয় দ্রব্যাদি দেওয়া যায়। ভ্রূণমস্তক যে নিম্নদেশে চাপিয়া পড়িলে উক্ত স্থান হঠাৎ বিদীর্ণ না হয়, অথচ উহা সম্মুখদিকে চালিত হয়, এজন্য প্রসোতা একখান রুমাল ৪। ৫ ভাঁজ করিয়া তদ্দারা ব্যথার সময় গুহ্যদেশ চাপিয়া না রাখিয়া ভ্রূণমস্তক সম্মুখদিকে অল্পে অল্পে ঠেলিয়া দিবে। ভ্রূণের মস্তক বাহির হইবার পর স্কন্ধ বহির্গত হইতে বিলম্ব দেখিলে প্রসোতা একটী কিম্বা দুইটী অঙ্গুলি শিশুর কক্ষদ্বয়ে লাগাইয়া আকর্ষণ করিবে, এবং নিকটস্থ কাহাকেও প্রসূতির উদরোপরি হাত লাগাইয়া তদ্দারা জরায়ুকে চাপিয়া ধরিবে। ইহাতে ভ্রূণ শীঘ্র ভূমিষ্ট হয়, শীঘ্র ফুল্ পড়ে, এবং জরায়ু হইতে অধিক রক্তস্রাবও হয় না।

শিশু ভূমিষ্ট হইবামাত্র অঙ্গুলি দিয়া তাহার মুখের ক্লেদ বাহির করিয়া ফেলিবে। সন্তান নীরোগ হইলে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ক্রন্দন করিয়া উঠে। শ্বাস প্রশ্বাস উত্তমরূপে বহিতে দেখিলে নাড়ি চ্ছেদ করিবে। তাহার পরে ফ্লানেল অথবা পশমী কাপড়ে জড়াইয়া রক্ষা করিবে। প্রসোতা প্রসূতির উদরোপরি হস্ত দিয়া পেটে আর সন্তান আছে কি না পরীক্ষা করিয়া যখন না থাকা জানা যাইবে, তখন পেটীবন্ধনী দিয়া বস্তিদেশ আঁটিয়া বাঁধিবে। কিন্তু আজিকালিকার সুবিজ্ঞ প্রসোতাগণ বলেন, অধিক রক্তস্রাব না হইলে পেটীবন্ধনের আবশ্যকতা নাই। ফুল্ পড়িতে দেরি হইলে তাহা টানিয়া বাহির করা অকর্ত্তব্য। ফুল্ বাহির হওয়ার পর উদরের নিম্ন ও বস্তিদেশ কিছু আঁটিয়া পেটীবন্ধনী দ্বারা বাঁধিবে। ইহা দ্বারা জরায়ুকে সঙ্কুচিত ও অচলভাবে এক স্থানে রাখা যায়। উদরের লম্বিত চর্ম্ম ও পেশী শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক সটান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফুল বাহির হইবার পরে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত জরায়ুর ফাণ্ডস্ আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিবে। শেষে একখান রুমাল পাট করিয়া যোনির উপর রাখিবে।

অধুনাতন বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা প্রসবান্তে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আর্গট অফ রাই	...	১৫—২০ গ্রেণ।
বোরাক্স	...	৮ গ্রেণ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া একবার করিয়া প্রতিদিন খাইতে দিবে।

প্রসব হইবার কিছুক্ষণ পরে যখন নাড়ি দিয়া ধমনী বহন না করিবে, সেই সময়ে শিশুর নাভিতে সংলগ্ন স্থান হইতে দুই ইঞ্চ উপরে এক লিগেচার (দৃঢ় সূত্রের বন্ধন) এবং তাহার ২ ৩ ইঞ্চ উপরে আর এক বন্ধন দিয়া উভয় বন্ধনের মধ্যে কাঁচি দিয়া নাড়িচ্ছেদ করিবে।

সংকীর্ণ বস্তিকোটের মধ্যে ভ্রূণমস্তক দীর্ঘকাল যদি চাপা থাকে, অথবা ভ্রূণের মস্তক বাহির হইবার পর শরীরের অবশিষ্ট আবদ্ধ হইয়া গলদেশে ফাঁস লাগে, তাহা হইলে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ সন্ন্যাসাদি রোগ জন্মে ও শিশু মৃতবৎ পতিত থাকে। এরূপ স্থলে অগ্রে নাড়ি কাটিয়া তথা হইতে ১। ২ তোলা পরিমাণে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসূতির চুচুকে ক্ষত জন্মিলে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন।

বোরাক্স (সোহাগা)	...	২ ড্রাম
ক্রিটা প্রিসিপিটেটা (খড়িমাটীচূর্ণ)	...	১ আং।
স্পিরিট	...	৩ আং।
গোলাপ জল	...	৩ আং।

এই চারি দ্রব্য একত্র করিয়া লোশন প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা চুচুক ধৌত করিতে দিবে।

সাদা মলম	...	৪½ ড্রাম
বাদামের তৈল	...	১ আং।

এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ১ আউন্স মধুর সঙ্গে মিলাইবে। শেষে বালসম অফ পিরু ২½ ড্রাম তাহাতে অল্পে অল্পে ঢালিয়া দিয়া মলম প্রস্তুত করিবে।

স্তন স্ফোটক।—প্রসবান্তে শিশুকে স্তন পান করাইবার প্রথম তিন দিবস মধ্যে, অথবা গর্ভাবস্থায় প্রসূতিদিগের স্তনের কোন অংশ ইনফ্ল্যামেশন অর্থাৎ প্রদাহ জন্মিয়া তাহাতে পূঁয হয়

চিকিৎসা।—রোগের প্রথমাবস্থায় বরফ প্রয়োগ ব্যবস্থা। তাহাতে উপকার প্রদর্শিলে পুলটিস্; পুল্টিশে স্ফোটক পরিপাক হইলে তাহা কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে স্ফোটকে পুঁযাধিক্য হওয়ায় আপনা হইতেও ফাটিয়া যায়। তাহার পর ক্ষত শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে

কাচ আঁটিবার পড়িং একটু লইয়া তাহাতে কিছু কার্বলিক য়্যাশিড মিশাইবে; পরে ৬ ইঞ্চ সমচতুষ্কোণী এক খানা বংতা পাতার উপর ৪ ইঞ্চ পুরু করিয়া পূর্ব্বোক্ত পড়িং মাখাইবে উহার পড়িং লাগান পার্শ্ব স্ফোটকের উপর লাগাইয়া ষ্টিকিং প্লাষ্টার ও ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। প্রতিদিন এই পটী একবার বদলাইতে হয় কিন্তু যদি পুঁয অধিক হয়, তবে দুইবার বদলাইতে হইবে। পটী পরিবর্ত্তন করিবার সময় ক্ষতমধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট না হইতে পারে এমত চেষ্টা করিবে।

অপ্রাকৃতিক প্রসব।—প্রসবে কোন না কোন প্রকার প্রতিবন্ধক জন্মিলেই তাহাকে অপ্রাকৃতিক প্রসব বলে। এইরূপ প্রসবে যে সকল বিঘ্ন বিপত্তি হয়, সংক্ষেপে তাহা চিকিৎসাসহ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে

১। ক্ষুদ্র রন্ধ্রযুক্ত অচ্ ইউটেরাই।—প্রসবের পূর্ব্বে এমন কি প্রসবসময়েও কোন কোন স্ত্রীর অচ ইউটেরাই ঠিক করা যায় না কাহার কাহার ক্রমাগত প্রসববেদনার পর অচ ইউটেরাই ক্ষুদ্র বন্ধ্রের ন্যায় দেখায়।

চিকিৎসা।—স্বভাব কর্ত্তৃক প্রসব হইতে পারে কি না, অগ্রে দেখা উচিত তাহা না হইলে হাইড্রেটেড ক্লোরেল, অহিফেণ, ক্লোরোফরম্ ইত্যাদি ব্যবহার্য্য ইহাতেও কোন ফল না দর্শিলে অচ ইউটেরাইয়ের চতুর্দ্দিক অল্প অল্প চিরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। অচ ইউটেরাইতে অর্ব্বুদের সৃষ্টি।—এই রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের প্রসব হওয়া অসম্ভব। আপনা হইতে প্রসব হইতে পারে কি না অগ্রে বিচক্ষণ তাহাই দেখা উচিত, তাহা না হইলে ক্লোরো-

ফরম, হাইড্রেটেড ক্লোরেল পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিবে তাহাতে ফল না দর্শিলে ফর্শেপ ব্যবহার করিতে হইবে। গর্ভস্থ ভ্রূণ মৃত জানিতে পারিলে ক্রেকেট যন্ত্র দ্বারা উহার মস্তক বিদ্ধ, কখন বা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রসব করাইবে। ভ্রূণ জীবিত থাকিলে অস্ত্র দ্বারা অচ ইউটেরাই প্রসারিত করিয়া প্রসব করান যায়।

৩। সংকীর্ণ ও অপ্রসারিত যোনিরন্ধ্র।—অধিক বয়সে প্রথম গর্ভ হইলে বা স্বভাবতঃ যোনি সংকীর্ণ হইলে প্রসব হইতে বড় কষ্ট হয়

চিকিৎসা।—যাহাদিগের যোনিরন্ধ্র স্বাভাবিক ক্ষুদ্র, তাহাদের ঐ স্থানে সেক ও উষ্ণ জলের পিচ্‌কারী দিলে উহার রন্ধ্র বিস্তারিত হইয়া প্রসবক্রিয়া সমাধা হয়। তদনন্তর ক্লোরোফরম্, ক্লোরেল, টার্টার এমেটিক ব্যবহার করিবে; তাহাতে সুফল প্রাপ্ত না হইলে অচ ইউটেরাই কাটিয়া প্রশস্ত করাইতে হইবে

৪। ভ্যাজাইনাল্ সিষ্টোসিল্।—প্রসববেদনার সময়ে যে ক্ষণেক্ষণে প্রস্রাবের বেগ হয়, সেই বেগ সম্বরণ করিয়া মূত্র ত্যাগ না করিলে ভ্রূণমস্তক বস্তিকোটরে প্রবেশ করিবার সময় মূত্রসহ মূত্রাধারকে যোনির উপর ঠেলিয়া নামায়, তাহাতে যোনির উপরিভাগ ভিতর দিকে ফুলিয়া উঠে ইহাকেই ভ্যাজাইন্যাল সিষ্টোসিল কহে।

চিকিৎসা।—যদি ভ্রূণমস্তক বস্তিকোটরে অধিক প্রবেশ না করিয়া থাকে, তবে মেল-ক্যাথিটার অর্থাৎ পুরুষকে যে শলাকার দ্বারায় প্রস্রাব করান যায়, কিম্বা গম ইলাষ্টিক ক্যাথিটার নীচের দিকে বাঁক ফিরাইয়া মূত্রদ্বারে চালনা পূর্ব্বক প্রস্রাব করাইবে যদি শলাকা প্রবিষ্ট না হয়, তবে ব্যথার বিরামকালে এক হস্ত দ্বারা ভ্রূণমস্তক উপরদিকে ঠেলিয়া রাখিয়া অপর হস্তে ক্যাথিটার চালাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে এস্পিরেটর যন্ত্রের সূচিকাবৎ টোকার দ্বারা যোনির ভিতর দিয়া মূত্রাধার বিদ্ধ করিয়া মূত্র বাহির করিবে। উহাতে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই

৫। মূত্রাধারে পাথরী।—মূত্রাধারে পাথরী হইলে

বিঘ্ন উপস্থিত হয়, ভ্রূণমস্তক বস্তিকোটরে যতক্ষণ প্রবেশ না করে, ততক্ষণ অঙ্গুলি বা অন্য কোন উপায় দ্বারা প্রস্তরসহ মূত্রাধার বস্তি-কোটরের উপরে ঠেলিয়া রাখিবে। কিন্তু এই রোগের পূর্ব্বে অবগত না হইলে এবং প্রস্তর বড় হওয়া প্রযুক্ত ভ্রূণ মস্তক দ্বারা নিম্নে চাপা পড়িলে, লিথট্রাইট নামক যন্ত্রদ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে, অথবা উচিত যন্ত্র দ্বারা মূত্রনালী বা ইউরিথ্রা প্রশারিত করিয়া পাথরী বাহির করিবে

৬। ভ্যাজাইনাল হার্নিয়া।—কখন কখন অন্ত্রের কিয়দংশ যোনির পশ্চাদ্ভাগের ও সরলান্ত্রের সম্মুখে সরিয়া পড়ে, এবং তাহার ভিতর মল থাকিলে যোনির পশ্চাদ্ভাগ ভিতর দিকে উচ্চ হইয়া উঠে, ইহাকেই ভ্যাজাইনাল্ হার্নিয়া বলা যায়।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ নিম্নগামী অন্ত্র অঙ্গুলি দ্বারা তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে ফর্সেপ্স যন্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব করাইবে

৭। সরল অন্ত্রে কঠিন মল সঞ্চয়।—অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিলে যোনির পশ্চাদ্ভাগ উচ্চ বোধ হয়, এবং তন্মধ্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া পশ্চাদ্দিক চাপিলে গর্ত্তাকার হইয়া পড়ে ও নিম্নদিক চাপিলে কিছু মল নির্গত হয়।

চিকিৎসা।—ঔষধাদি দিয়া গরম জলের পিচকারী দিবে। তাহাতে সরলান্ত্র পরিষ্কার না হইলে একখানা ছোট কোদাল (স্প্যাচুলা) অথবা ওখড়ি (স্কুপ) দিয়া কুপিত মল টানিয়া বাহির করিবে।

৮। স্ফীত ও বেদনাযুক্ত যোনি।—ভ্রূণমস্তক অধিককাল বস্তিকোটরে আবদ্ধ থাকিলে তাহার শিরায় উপযুক্ত সঞ্চালিত হইতে না পারায় যোনি প্রভৃতি কোমলাঙ্গ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। বাবস্থার যোনিমধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া পরীক্ষা করিলেও এইরূপ হয়, এবং সত্বর ইহার প্রতিকার না করিলে বিলক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—বরফ বা শীতল জলের পটী দিবে, নতুবা উষ্ণ-জলের সেক দিবে। তাহাতে ব্যথার কিছু সমতা দেখিলে ফর্সেপ

যন্ত্রদ্বারা প্রসব করাইবে কিন্তু প্রসববেদনা আপনা হইতে আরম্ভ হইলে উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করা অনাবশ্যক

৯। অবিদ্ধ হাইমেন্‌।—অনেকের গর্ভ হইলেও হাইমেন থাকে। সেই সকল স্ত্রীলোকের প্রসবসময়ে উক্ত দৈহিক যবনিকা সচরাচর বিদারিত হইয়া যায়, কিন্তু কখন কখন তদ্দ্বারা ভ্রূণমস্তক বহির্গত হইতে না পারায় প্রসবে বিলম্ব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—অস্ত্রদ্বারা হাইমেন দ্বিভাগ করিয়া দিলে ভ্রূণমস্তক সহজেই বহির্গত হয় ইহাতে ভ্রূণমস্তক বাহির হইবার সময় গুহ্যদেশ বিদীর্ণ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এজন্য হস্ত দ্বারা উক্ত স্থান রক্ষা করা আবশ্যক

১০। সুদৃঢ় গুহ্যদেশ।—অধিক বয়সে প্রথম গর্ভ হইলে, অথবা গুহ্যদেশে ক্ষত ওক্ষ স্থূল চিহ্ন থাকিলে ঐ স্থান অনেক বিলম্বে প্রসারিত হয়

চিকিৎসা। টার্টার এমেটিক ⅙ গ্রেণ জলের সঙ্গে, গরম জলের সেক ইত্যাদি ব্যবহার করিলে প্রতিকার হয় ঘৃত, শূকরের চর্ব্বি ইত্যাদি স্নিগ্ধ দ্রব্য উক্ত স্থানে বিমর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। ইহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে কেহ কেহ গুহ্যদেশের অন্তস্তলের কিয়দংশ চিরিয়া দিতে বলেন

প্রসবের ব্যাপারটী সহজ নহে, অতি গুরুতর কার্য্য এজন্য বিশেষ পারদর্শী না হইয়া ইহাতে কাহারও হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে সাধারণতঃ সকলেরই নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা যত্নসহকারে স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১ যথাসময়ে—স্বভাব কর্তৃক যদি কোন বিঘ্ন অপসারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে চিকিৎসকের হস্তার্পন করা কর্ত্তব্য নহে

২ সহজ উপায়ে প্রসব করাইতে পারিলে গুরুতর উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে।

৩ জরায়ুর সঙ্কোচন ক্রিয়া সমভাবে থাকিলে প্রতিবন্ধক দূর করার পর স্বভাবের ক্রমানুসারে প্রসব হইতে দেওয়া বিধেয়

৪ কখন কথন প্রতিবন্ধক দূর হইলেও প্রসব হয় না, এরূপ স্থলে যন্ত্রদ্বারা প্রসব করাইতে হয়

৫। কোন যান্ত্রিক প্রসবে কত কালবিলম্ব হয় তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য

৬ ফর্সেপ দিয়া প্রসব করান অসাধ্য বোধ হইলে প্রসবিনীকে রক্ষা করিবার জন্য জঠরস্থ ভ্রূণ নষ্ট করিয়া প্রসব করান যুক্তিযুক্ত। তাহা না হইলে ভ্রূণসহ গর্ভিনীকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

শারীর-তত্ত্ব। (Physiology)

সাধারণ বিষয়।

জীবদেহে যে সমস্ত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা শরীরী বা অর্গানিক, এবং (যবক্ষারযানবিশিষ্ট ও যবক্ষার

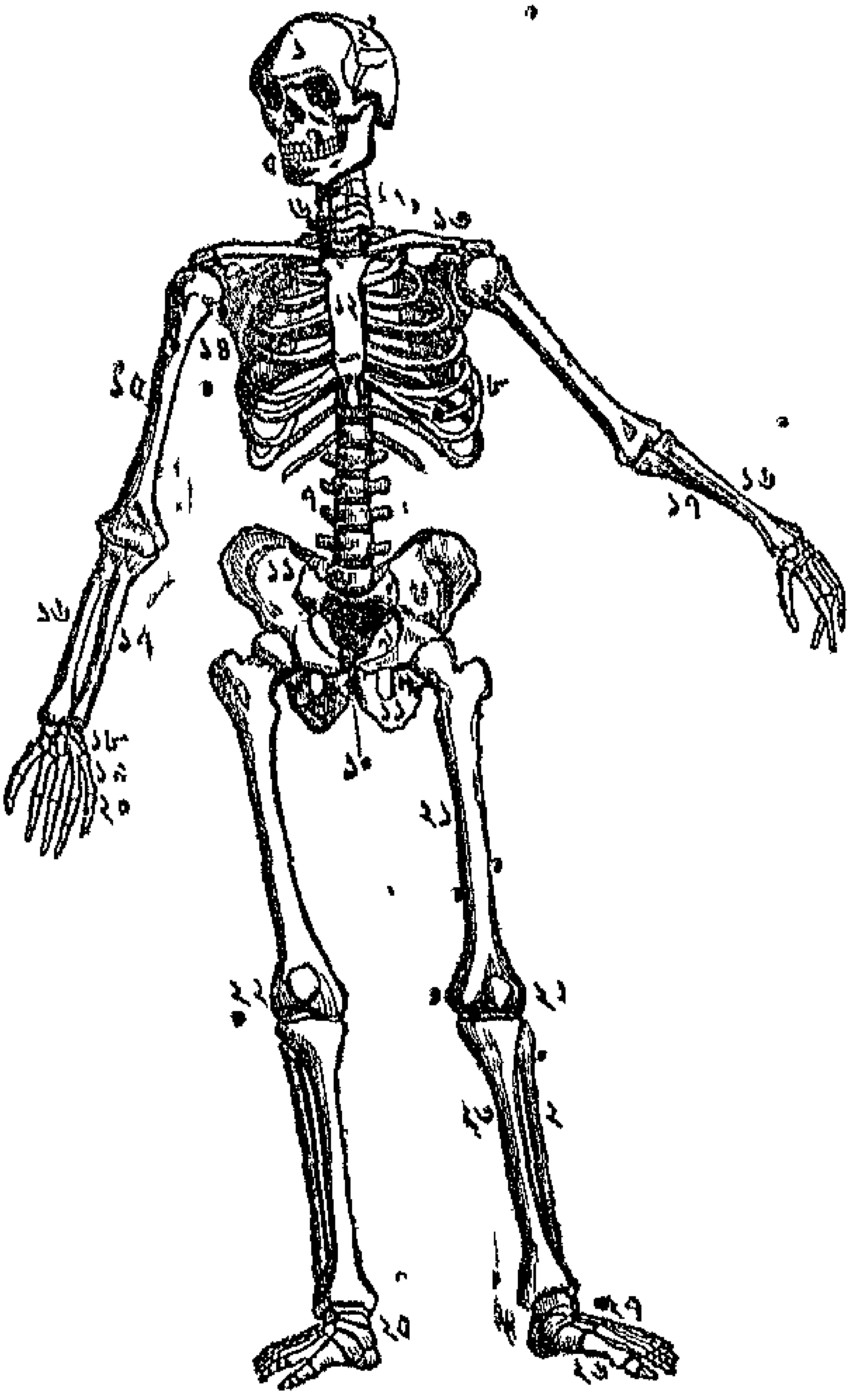

মনুষ্য-কঙ্কালের চিত্র।

যানশূন্য) যবক্ষারযানশূন্য বিভাগ অর্থাৎ ইহাতে জলযান, অম্লযান ও অঙ্গার আছে, কিন্তু যবক্ষার যান নাই এই শ্রেণীস্থ নিম্নলিখিত পদার্থগুলিই প্রধান

১। চর্ব্বি ও তৈল —জীবিত দেহে চর্ব্বি তরলাবস্থায় কোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই চর্ব্বিকণাযুক্ত কোষ সকল সংযোজক তন্তু। রক্তবহা নাড়ী ইত্যাদি সকলের সহিত জড়িত হইয়া কঠিন ও দৃঢ় মেদ-তন্তু (এডিপোজ টিসু) উৎপন্ন করে এই চর্ব্বি আহারীয় পদার্থের চর্ব্বি হইতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু অন্যান্য ভুক্ত দ্রব্যের (শ্বেতসার, অণ্ডলাল জাতীয় পদার্থ ইত্যাদির) রাসায়নিক পরিবর্ত্তনেও চর্ব্বির উৎপত্তি হয়

২। কোলেষ্টারিন —এই পদার্থ জীবদেহে চর্ব্বির ন্যায় তরল থাকে না, ইহা কঠিন আকারে রক্ত, পিত্ত ও মস্তিষ্ক পদার্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩ এমিলয়েড।—এই জাতীয় দ্রব্যে চর্ব্বির ন্যায় অঙ্গার, উদযান ও অম্লযান আছে বটে, কিন্তু অম্লযান বাষ্পের পরিমাণ অধিক, এবং যে পরিমাণ অম্লযান ও উদযান বাষ্পের সংমিলনে জলের উৎপত্তি হয়, ইহাতেও ঐ দুই বাষ্প ঠিক সেই পরিমাণে আছে।

দ্বিতীয় যবক্ষারযানযুক্ত বিভাগ —এই বিভাগস্থ পদার্থে অঙ্গার, উদযান ও অম্লযান ব্যতীত যবক্ষারযান এবং কোন কোন সময়ে গন্ধক ও দীপক (ফস্ফরাস্) থাকে। এই শ্রেণীস্থ বিভিন্ন পদার্থ কর্ত্তৃক দেহের তন্তু সমুদায় প্রধানতঃ গঠিত হইয়া থাকে ইহাদিগের শ্রেণী নিম্নোক্ত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে।

১। প্রোটিড বা এলবুমিনয়েড পদার্থ।—যবক্ষারযানযুক্ত বিভাগের মধ্যে প্রোটিডই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কারণ ইহা দ্বারাই জীবিত তন্তু সকল নির্ম্মিত ইহা অণ্ডলাল জাতীয় পদার্থ ইহা লিম্ফ, কাইল, রক্ত ইত্যাদিতে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় । রক্তের ফাইব্রিণ, মাংসের মায়োসিন, অণ্ডের অণ্ডলাল এবং দুগ্ধের কেজিন এই জাতীয় পদার্থ।

২। ফার্মেণ্ট সমুদায়।—ইহা মুখের লালা, পাকাশয়িক, আন্ত্রিক, এবং ক্লোমরসে অবস্থিত। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা যাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। এই পদার্থের অস্তিত্ব হেতু বিভিন্ন রসের ভুক্ত পদার্থ ভুক্ত পদার্থকে পরিপাকের ক্ষমতা জন্মে।

লালাস্থিত ফার্মেণ্টের নাম টায়ালিন। পাকাশয়িক রসের ফার্মেণ্টের নাম পেপ্সিন্, ক্লোমরসের ফার্মেণ্টের নাম প্যাংক্রিয়েটিন্। টায়ালিন শ্বেতসারের উপর, পেপ্সিন্ মাংসজাতীয় পদার্থের উপর, এবং প্যাংক্রিয়েটিন্ উভয়বিধ সামগ্রীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

৩। বর্ণোৎপাদক পদার্থ।—বর্ণোৎপাদক পদার্থের মধ্যে রক্তস্থিত লালবর্ণ হিমাগ্লোবিন নামক পদার্থই প্রধান, কারণ ইহা হইতেই অন্যান্য বর্ণসকল উৎপন্ন হয়। বর্ণোৎপাদক পদার্থ—পিত্ত, প্রস্রাব, চর্ম্ম, অক্ষিগোলক, এবং অন্যান্য ঐন্দ্রিক যন্ত্রে অবস্থিতি করে।

নরদেহস্থ ইন্‌আর্গানিক পদার্থ।—ইহাদের অধিকাংশই খাদ্য ও পানীয় হইতে উৎপন্ন। খাদ্যস্থিত ইন্‌আর্গানিক পদার্থের কিয়দংশ দেহমধ্যে তন্তু নির্ম্মাণে নিযুক্ত হয়, কতকাংশ মল, মূত্র, ও ঘর্ম্মাদিরূপে নির্গত হইয়া যায়। দেহস্থিত ইন্‌আর্গানিক পদার্থের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান,

১। নানাপ্রকার বাস্প যথা,—অম্লযান, উদযান, যবক্ষারযান, গন্ধক, অঙ্গারযুক্ত উদযান, দ্ব্যঙ্গারক ইত্যাদি। গন্ধক ও অঙ্গারযুক্ত উদযান অন্ত্রে এবং দ্ব্যম্লাঙ্গারিক বাস্প রক্ত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

২। জলের পরিমাণই জীবদেহে অত্যধিক। সমগ্র দেহের ভারের ⅔ ভাগ জল, অবশিষ্ট ⅓ ভাগ অন্যান্য পদার্থ। শরীরের প্রধান প্রধান রস এবং অস্থিমাংসাদিতে জলের পরিমাণ নিম্নলিখিত প্রকারে প্রদর্শিত হইবে। উপরোক্ত রস ও অস্থিমাংসাদিকে সহস্র ভাগ করিলে তাহাতে তাহাদের পার্শ্বের লিখিত কয় জলীয় ভাগ জানিতে হইবে।

দন্ত	...	১০০
অস্থি		[illegible]

উপাস্থি	৫৫০
মাংসপেশী	৭৫০
বন্ধনী (লিগামেণ্ট)	৭৬৮
মস্তিষ্ক	৭৮৯
শোণিত	৭৯৫
সাইনভিয়া	৮০৫
পিত্ত (বাইল)	৮৮০
দুগ্ধ	৮৮৭
শ্লেষ্মরস	৯০০
প্রস্রাব	৯৩৬
লিম্ফ	৯৬০
পাকাশয়িক রস	৯৭৫
ঘর্ম	৯৮৬
লালা	৯৯৫

মনুষ্যদেহের উপাদানের মধ্যে জলের প্রয়োজনীয়তা উপরিলিখিত তালিকা দৃষ্টে বিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে। জল না থাকিলে তন্তু-সকল সরস, পুষ্ট ও ক্রিয়াক্ষম থাকে না। জলীয়ভাগ শুকাইলেই তাহারা শুষ্ক, কঠিন ও নষ্ট হইয়া যায়।

৩। লবণ—সোডিয়ম ক্লোরাইড ও পটাশিয়ম ক্লোরাইড। এই দুই লবণ প্রায় শরীরের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে।

৪। বহুবিধ ফস্ফেট—ক্যালসিয়ম্, পটাসিয়ম্, সোডিয়ম্, ও ম্যাগ্নেসিয়ম্ ফস্ফেট। এই ফস্ফেট প্রায় সকল তন্তু ও রসে দেখা যায়।

৫। ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট অস্থিতে এবং পটাসিয়ম ও সোডিয়ম কার্ব্বনেট রক্ত প্রভৃতি রসে আছে।

৬। সিলিকা—প্রস্রাব ও শোণিতে অল্প পরিমাণ সিলিকা পাওয়া যায়, এ ছাড়া অস্থি, কেশ ও অন্যান্য স্থানেও ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়।

৭ লৌহ—রক্তের মধ্যস্থিত হিমোগ্লবিন্ নামক পদার্থে লৌহ আছে এ ছাড়া অস্থি, মাংসপেশী এবং অন্যান্য তন্তুতেও এবং লিম্ফ, কাইল, ফাইব্রিণ, পিত্ত প্রভৃতি রসেও লৌহের চিহ্ন পাওয়া যায়

মানবদেহের আণুবীক্ষণিক সংগঠন।—ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যদেহ নানা প্রকার ভাগে বিভক্ত, যথা,—অস্থি, পেশী, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, অন্ত্র ইত্যাদি অতিশয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিসহকারে দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, ঐ ভিন্ন ভিন্ন অংশ নানাবিধ তন্তুনির্ম্মিত, যথা সংযোজক (কনেক্টিভ), কৌষিক (এপিথিলিয়াল), স্নায়বিক (নর্ভাস্), পৈশিক (মাস্কুলার) প্রভৃতি ভ্রূণতত্ত্ব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই সমস্ত তন্তুময় নরদেহ চক্ষু-অগোচর একমাত্র আণুবীক্ষণিক পদার্থ (ওভম বা ডিম্ব) হইতে উৎপন্ন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যদেহের তন্তু প্রভৃতি ওভমের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ও নানা আকার বিশিষ্ট কোষ নির্ম্মিত।

প্রোটোপ্লাজম ইহা অণ্ডলাল জাতীয় পদার্থ, আঠাবৎ ঘন ও অর্দ্ধতরল, জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, উত্তাপে জমিয়া কঠিন হইয়া যায়, একারণ কোন জন্তুই আপন দেহের উত্তাপেক্ষা অত্যধিক উত্তাপযুক্ত হইলে বাঁচিতে পারে না প্রাণী সমূহের জীবনধারণ ক্রিয়া কর্তৃক দেহ হইতে প্রতিদিন বহুসংখ্যক কোষ নষ্ট হইতেছে, এবং তাহাদের স্থানে নূতন কোষ নিমেষমধ্যে উৎপন্ন হইয়া তাহাদের ক্ষতি পূরণ করিতেছে স্থান, অবস্থা এবং ক্রিয়াভেদে কোষ সকলের ভিন্ন ভিন্ন আকার দৃষ্ট হয় কোষ সকলে একত্র সংযুক্ত হইয়া তন্তু, এবং তন্তুগুচ্ছ একত্র মিলিত হইয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে কখন কখন কোষসকল আপন গাত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবর্দ্ধন দ্বারা এবং কখন বা দুই বা বহুসংখ্যক কোষমধ্যস্থ সংযোজক পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া থাকে এইরূপে সংযুক্ত হইলে এক একটা টিসু বা তন্তু প্রস্তুত হয় অনেকগুলি তন্তু একত্রিত হইলে শরীরের এক একটী যন্ত্র বা অংশ নির্ম্মিত হয় নরদেহ ব্যব-

ছেদন করিলে মস্তিষ্ক, ধমনী, হৃৎপিণ্ড, মাংশপেশী, ফুস্ ফুস্ ইত্যাদি যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অণুবীক্ষণ দ্বারায় পরীক্ষা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উহাদের সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বিনির্ম্মিত একারণ জানিতে হইবে যে, কোষ সকলই দেহের ভিত্তি।

তন্তুসকলের সংগঠন —টিস্থ বা তন্তু নানা প্রকার যথা,— এপিথিলিয়ম্, কনেক্‌টিভ, পৈশিক, স্নায়বিক প্রভৃতি

এপিথিলিয়ম্ টিস্থ।—সংযোজক পদার্থযুক্ত, কোষ সকলের যোজনা দ্বারা এপিথিলিয়ম্ উৎপন্ন হইয়া থাকে উহা চর্ম্ম ও তৎসংসৃষ্ট নখ ও কেশরূপে মনুষ্যদেহের বহির্ভাগ আবৃত করিয়া রহিয়াছে

এপিথিলিয়ম্ কোষ সকল চারি ভাগে বিভক্ত —

(১) শল্ক বা আঁইসবৎ (স্কোয়েমস্), (২) গোলাকার বা গ্রন্থি স্থিত (স্পিরইডাল বা গ্লাণ্ডিউলার), (৩) স্তম্ভাকার (কলমনার) এবং (৪) কেশযুক্ত (সিলিয়েটেড)

কনেক্‌টিভ টিস্থ। এই জাতীয় তন্তু সকল মনুষ্যদেহের কাঠাম প্রস্তুত করে। ইহারা স্নায়ব, পৈশিক ও অন্যান্য তন্তু নির্ম্মিত শরীরের নানা প্রকার যন্ত্রের অবলম্বনীয় ভিত্তি ও আচ্ছাদন সম্পাদন করিতেছে এবং শরীরের অপর সমস্ত তন্তুর সহিত জটিলভাবে জড়িত আছে

কনেক্‌টিভ টিস্থ নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত—

১। ফাইব্রাস্ কনেক্‌টিভ টিস্থ,

ক। এরিওলার

খ। হোয়াইট ফাইব্রাস,

গ। ইওলো ফাইব্রাস্।

ঘ। এডিপোজ।

২। উপাস্থি বা কার্টিলেজ।

৩। অস্থি বা বোন্।

উপাস্থি —নরদেহে নানা প্রকার উপাস্থি আছে। ইহারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, অস্থায়ী ও স্থায়ী উপাস্থি। জ্রূণ ও শিশুশরীরে

যে উপাস্থি সকল বয়োবৃদ্ধিসহকারে অস্থিতে পরিণত হয়, উহাদিগকে অস্থায়ী উপাস্থি কহে স্থায়ী উপাস্থিগুলি কখন অস্থিতে পরিণত হয় না। উপাস্থি সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—স্বচ্ছ বা হায়ালাইন, পীত; স্থিতিস্থাপক বা ইওলো ইলাষ্টিক এবং শ্বেততন্তুময় বা হোয়াইট ফাইব্রাস্ এই তিন প্রকার অস্থিতে বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, কেবল সন্ধিস্থিত উপাস্থি গুলি একটী পাতলা অথচ শক্ত একটী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত ইহাকে পেরিকণ্ড্রিয়ম্ বা উপাস্থিআবরক ঝিল্লি বলে কোন প্রকার উপাস্থিতেই স্নায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না।

১। হায়ালাইন্ বা স্বচ্ছ উপাস্থি। এই উপাস্থি সন্ধিস্থিত অস্থি সীমা আবরণ করিয়া আছে এতদ্ব্যতীত শ্বাসনলী (ট্রেকিয়া), ও ক্ষুদ্র বায়ুনলী সমূহ (ব্রঙ্কাই) এই প্রকার উপাস্থি গঠিত।

২। পীত বা স্থিতিস্থাপক উপাস্থি।—(ইয়েলোইলাষ্টিক কার্টিলেজ), কর্ণ, এপিগ্লটিশ, ইয়ুষ্টেকিয়ান নলী প্রভৃতি এই উপাস্থি নির্ম্মিত

৩। শ্বেতবর্ণ ফাইব্রোকার্টিলেজ।—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিহেতু ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা,—

(ক) সন্ধিমধ্যস্থ (ইণ্টার আর্টিকিউলার) হাঁটুসন্ধির অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত উপাস্থি

(খ) পরিধি বা সীমাস্থিত (সার্কম্ফারেন্সাল) এসিটাবুলম ও গ্লিনইড গহ্বর সীমাস্থিত উপাস্থি

(গ) সংযোজক (কনেকটীং) কশেরুকা মধ্যস্থ উপাস্থি

(ঘ) টেণ্ডন মধ্যস্থ উপাস্থি এই উপাস্থিকে সেমায়ইড ফাইব্রো কার্টিলেজ কহে

পূর্ব্বলিখিত দুই প্রকার অস্থি অপেক্ষা এই জাতীয় উপাস্থি মনুষ্যদেহে অধিক

উপাস্থির ব্যবহার ও আবশ্যকতা —

১। উপাস্থি দ্বারা সন্ধি সকল মসৃণীকৃত হওয়ায় সংঘর্ষণ অল্প হয়।

২। কঠিন ধাক্কা লাগিলে সেই আঘাত উপাস্থি দ্বারা কতকটা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় অস্থিতে সম্পূর্ণ জোর লাগে না।

৩। উপাস্থি অস্থিখণ্ডকে সংযুক্ত করে। এই সংযোগ একবারে দৃঢ় ও কঠিন হয় না।

৪। উপাস্থি শক্ত কাঠাম ও আবরণ প্রস্তুত করে, অথচ উহাতে অযথা ভার কিম্বা কাঠিন্য থাকে না, যথা কর্ণ, কণ্ঠনালী ও বক্ষপ্রাচীর।

৫। উপাস্থি সন্ধিস্থিত গহ্বরসকলকে গভীরতর করে, অথচ উহাতে সন্ধিসঞ্চালনের কোন বাধা জন্মায় না, তজ্জন্য জঙ্ঘা ও স্কন্ধ-সন্ধির গহ্বরসীমা উপাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

৬। ভ্রূণদেহে উপাস্থি অস্থির প্রতিনিধিস্বরূপ।

অস্থি।—ইহা জীবদেহের কাঠামস্বরূপ। ইহা কঠিন, নিরেট এবং অপেক্ষাকৃত লঘু বলিয়া এ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অস্থি, মস্তক, বক্ষগহ্বরস্থিত আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলকে আঘাত হইতে রক্ষা করে। মাংসপেশী দ্বারা পরিচালিত হইয়া অস্থি ভারী জিনিস উত্তোলন করিতে পারে। অস্থি সকল কঠিন হইলেও স্থিতিস্থাপক, এজন্য সামান্য আঘাতে ভগ্ন হয় না।

দন্ত।—ইহার গঠনপ্রণালী সাধারণ অস্থি হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ইহা এক প্রকার কঠিন ও নিরেট ডেণ্টিন নামক পদার্থে নির্ম্মিত।

রক্ত।

রক্তই জীবদেহের জীবনস্বরূপ। রক্তস্রোত সমস্ত শরীর বিধৌত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। রক্তের উপরেই আমাদিগের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, জীবন ও যান্ত্রিক ক্রিয়া সকল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রক্তের জন্য মাংসপেশী সংকুচিত হয়, মস্তিষ্ক অনুভব ও চিন্তা করিয়া থাকে; স্নায়ুসকল উত্তেজিত হয়, রক্তের জন্যই হৃৎপিণ্ড সঞ্চালিত, শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত, এবং গ্রন্থিসমুদায় স্ব স্ব কার্য্যে সক্ষম

জীবগণ যেমন বহিস্থ বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে, জীবিত জন্তুর দেহাভ্যন্তরস্থিত তন্তুসকল তদ্রূপ রক্তের নিকট হইতে বায়ু ও খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া সজীব ও সতেজ থাকে। রক্ত দেখিতে তরল ও ধমনী হইতে নির্গমনকালে লোহিত বর্ণ দেখায়। ইহা জল অপেক্ষা গাঢ় ও ভারী। ইহা লবণাক্ত ও ঈষৎগন্ধযুক্ত। দেহাভ্যন্তরে রক্তের তাপ ১০০ ডিগ্রী, কিন্তু দেহের সর্ব্বত্র সমান নহে। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে জানা যায়, যে, রক্তের তরলাংশ বর্ণহীন। এই বর্ণহীন তরল পদার্থে বালুকাকণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ গোলাকার পদার্থ ভাসিতে থাকে। এই বর্ণহীন তরলাংশকে রক্তের জলীয়াংশ বা প্লাজ্‌মা কহে, এবং বর্ণবিশিষ্ট কোষগুলিকে রক্তকণিকা বা করপাসকেল বলে।

জীবিত শরীর হইতে রক্ত বাহির হইলেই অতি সত্বরে জমিয়া যায় এবং তাহা হইতে এক প্রকার স্বচ্ছ ঈষৎ পীতবর্ণাভ জলীয় পদার্থ নির্গত হয়। ঐ জলীয় পদার্থকে রক্তরস বা সিরম্‌ বলে। উপরোক্ত প্রকারে রক্ত জমাট হওয়াকে রক্ত স্কন্দন বা কোয়াগুলেশন বলে। রক্তের যে বর্ণহীন তরলাংশের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দুইটী পদার্থ আছে, যথা—রক্তরস ও ফাইব্রীণ। এই ফাইব্রীণ দেহাভ্যন্তরস্থ সঞ্চরমান রক্তে থাকে না, শরীর হইতে রক্ত বহির্গত হইলেই স্কন্দনকালে জলবৎ সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় হইতে থাকে। এই জালের মধ্যে লোহিত কণাগুলি আবদ্ধ হওয়ায় রক্ত জমাট হয়।

নিম্নোক্ত অবস্থা সকলে রক্তস্কন্দনের সাহায্য করে,—

১। ১০০ হইতে ১২০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ।

২। রক্ত না নাড়িয়া স্থির ভাবে রাখিলে শীঘ্র জমাট হয়।

৩। অন্য পদার্থের সহিত সংযোগ।

৪। প্রচুর বায়ু সঞ্চালন ও সংরক্ষণ।

৫। দ্বিগুণ অপেক্ষা কিছু অল্প পরিমাণ জল মিশ্রণ।

রক্তের রাসায়নিক সংগঠন।—এক সহস্র ভাগ নরশোণিতে নিম্নোক্ত পদার্থ সকল তাহাদিগের পার্শ্বে লিখিত ভাগে অবস্থিতি করে।

জল	...		৭৮০
কঠিন পদার্থ যথা,—			
কণিকা	...	১৩৪	
সিরম এলবুমিন ও পারায়াবিউলিন	...	৭০	
রক্তজমাটের (ক্লটের) ফাইব্রীণ	...	২২	২২০
অশরীরী (ইন্‌অর্গানিক) লবণ	...	৬০	
এক্‌ষ্ট্রাক্‌টীভ	...	৬৪	
চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ	...	১৪	

গ্যাশ, যথা,—অক্সিজেন, কার্বনিক য্যাশিড ও নাইট্রোজিন রক্তের নানা প্রকার উপাদানের কার্য্য করে। রক্ত যে যে সামগ্রীতে প্রস্তুত তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

এল্‌বুমেন।—ইহা রক্ত মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকে। এল্‌বুমেন যে তন্তুসকলের উপাদান, সেই তন্তুকে পরিপোষণ করাই ইহার কার্য্য।

ফাইব্রীণ।—ইহা আপনার আকারে রক্ত মধ্যে থাকেনা, রক্ত-স্পন্দন কালে ইহার উদ্ভব হয়।

মেদাক্ত পদার্থ।—এই বস্তু কর্তৃক মেদ সঞ্চিত ও মেদাক্ত তন্তু বা এডিপোজ টিস্থ পরিপুষ্ট হয়। অম্লজান সহযোগে মেদ দগ্ধ হইয়া গাত্রের উত্তাপ রক্ষা করে। এতদ্ব্যতীত গাত্রের কোন কোন স্থান যথা—দুগ্ধ ও পিত্ত এবং মেদ আছে।

লবণজাতীয় পদার্থ।—শরীরের যে যে তন্তু ও নিস্রবের ইহা প্রয়োজন, তাহাদের অভাব পূরণার্থ ইহা রক্তে অবস্থিতি করে।

য়্যালোপ্যাথিক ঔষধের ওজন।

ইংরাজী চিকিৎসা গ্রন্থে যেরূপে ওজন লিখিত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল শুষ্ক দ্রব্য ওজনের জন্য এই তৌল ব্যবহৃত হয়

২০ গ্রেণে	... ...	১ স্ক্রুপল।
৩ স্ক্রুপলে	... ...	১ ড্রাম।
৮ ড্রামে	... ...	১ আউন্স।
১২ আউন্সে	... ...	১ পাউণ্ড।

ডাক্তারেরা নিম্নোক্ত সাঙ্কেতিক ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থে সেইরূপ সাঙ্কেতিক ব্যবহৃত হইল

গ্রেণ	gr.	... ...	গ্রেং।
স্ক্রুপল	℈	... ...	স্ক্রু।
আউন্স	℥	... ...	আং।
পাউণ্ড	lb	... ...	পৌং

তরল দ্রব্য পরিমাপের জন্য নিম্নোক্ত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে

৬০ মিনিমে	... ...	১ ড্রাম।
৮ ড্রামে	... ...	১ আউন্স।
২০ আউন্সে	... ...	১ পাইণ্ট
৮ পাইণ্টে	... ...	১ গ্যালন্।

ডাক্তারেরা নিম্নোক্ত সাঙ্কেতিক ব্যবহার করিয়া থাকেন

মিনিম	...	m	মিং।
ড্রাম	...	fl	ʒ
আউন্স	...	fl	℥
পাইণ্ট	...	O	
গ্যালন	...	C	

তরল দ্রব্য সকলেরই ওজন একরূপ নহে কোন দ্রব্য গাঢ়, কোন দ্রব্য খুব তরল, এজন্য তাহার তারতম্য নিম্নে প্রদত্ত হইল

পরিশ্রুত জলের ... ৪৫ বিন্দুতে ... ১ ড্রাম হয়।

লবঙ্গ দ্রাবক	...	৫৪ বিন্দুতে	...	১ ড্রাম হয়।
গন্ধক দ্রাবক	..	৯০ ঐ	...	ঐ
সুরা	...	১৩৮ ঐ	...	ঐ
ইথর	...	১৫০ ঐ	..	ঐ
লডেনম্	.	১২০ ঐ	...	ঐ
হাইড্রোসিয়েনিক য্যাসিড	.	৪৫ ঐ	.	ঐ

অতএব চিকিৎসকগণের কর্ত্তব্য যে, উপরোক্ত তারতম্যানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রাবধারণ করেন।

মেটেরিয়া মেডিকা বা দ্রব্যগুণ।

য্যাষ্ট্রিঞ্জেণ্ট বা সঙ্কোচক।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
গ্যালা ...	গল্স বা গল্নাট ..	১০—২০ গ্রেণ...	বলকারক।
টীংচুরা গ্যালি	টীং অফ গল্স	২—২ ড্রাম ...	ঐ
য্যাঙ্গুয়েণ্টাম গ্যালি...	অয়েণ্টমেণ্ট অফ গল্স	আবশ্যকমত	ঐ
য্যাঙ্গুয়েণ্টাম্ গ্যালিকম্ ওপিয়াই	অয়েণ্টমেণ্ট অফ গল্স এণ্ড ওপিয়ম		ঐ
য্যাসিড ট্যানিকম্ ...	ট্যানিক য্যাসিড	২—১০ গ্রেঃ।	
সপোজিটরিয়া য্যাসিডাই ট্যানিসাই ...	ট্যানিক য্যাসিড সপোজিটরী।		
ট্রোচিসাই য্যাসিডাই ট্যানিসাই ...	ট্যানিক য্যাসিড লোজেঞ্জেস ...	১—৬ চাক্তি।	
গ্লিসরাইন য্যাসিডাই ট্যানিসাই ...	গ্লিসরীণ অফ ট্যানিক য্যাসিড		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
সপোজিটরিয়া য়্যাসিডাই ট্যানিসাই কম সেপোনি ...	ট্যানিক য়্যাসিড সপোজিটরিজ্ ইউথ সোপ ...		ক্রিমিনাশক।
য়্যাসিডম্ গ্যালিকম্ ...	গ্যালিক য়্যাসিড ..	২—১০ গ্রেণ ...	বিশুদ্ধ সঙ্কোচক।
কেথার্কস্ কর্টেক্স ...	ওকবার্ক . চূর্ণ	৩০—৬০ গ্রেণ	
কাইনো ...	কাইনো ..	১০—৩০ গ্রেণ ...	ক্ষার, দ্রাবক, হীরাকস, নাইট্রেট অফ সিল্ভার, টার্টর এমেটীক ও রসকর্পূর সহিত অসম্মিলন।
পল্বিস্ কাইনো-কম্পজিটস্ ...	কম্পাউণ্ড পাউডার অফ কাইনো ...	৫—২০ গ্রেণ .	ঐ
টীংচুরা কাইনো ..	টীং অফ কাইনো ...	১—২ ড্রাম ...	ঐ
হিমেটক্সিলাই লিগ্নম্ ...	লগ উড ...		বিশুদ্ধ সঙ্কোচক।
ডিকক্টম্ হিমে-টক্সিলাই	ডিকক্সন অফ লগ উড ...	১—২ আং ...	ঐ
এক্স্ট্রাক্টস্ হিমে-টক্সিলাই ..	এক্স্ট্রাক্ট অফ লগ উড ...	৫—২০ গ্রেণ ...	ঐ
ক্রামিরি রেডিক্স্ ..	র‍্যাটানি রুট ...	১০—৩০ গ্রেণ ..	দ্রাবক, চুণের জল, লৌহঘটিত লবণ, সীস শর্করা, আইওডিন, দ্রাবক এবং জেলেটিনযুক্ত লবণের সহিত অসম্মিলন।
এক্স্ট্রাক্টম্ ক্রামারি ...	এক্স্ট্রাক্ট অফ র‍্যাটানি ...	৫—১০ গ্রেণ ...	ঐ
ইন্ফিউজন্ ক্রামারি ..	ইন্ফিউজন্ অফ র‍্যাটানি.	১—২ আং .	ঐ
টীংচুরা ক্রামারি ..	টীং অফ র‍্যাটানি ..	১—২ ড্রাম ..	ঐ
ইউবি আর্সাই—	বেয়ারবেরী—		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ফোলিয়া	লিভস	১০—২০ গ্রেণ	অল্প বলকারী, লৌহ ও সীসাঘটিত ঔষধ, টার্টার এমেটিক, সিঙ্কোনার ক্বাথ ও নাইট্রেট অফ সিল্‌ভারের সহিত অসম্মিলন।
ইন্‌ফিউজম্ ইউবি আর্সাই	ইন্‌ফিউজন্ অফ বেয়ারবেরী	১—২ আং	ঐ
ক্যাটিকিউ প্যালিডম্	পেল ক্যাটিকিউ	১০—৩০ গ্রেণ	উৎকৃষ্ট সঙ্কোচক। চূণের জল, যবক্ষার, ফটকিরি, মর্ফিয়া এবং ইপিকাকুয়ানার সহিত অসম্মিলন।
ইন্‌ফিউজন্ অফ ক্যাটিকিউ	ইন্‌ফিউজন্ অফ ক্যাটিকিউ	১—২ আং	ঐ
পল্‌বিস্ ক্যাটিকিউ কম্পাজিটস্	কম্পাউণ্ড ক্যাটিকিউ পাউডার	২০—৪০ গ্রেণ	ঐ
টিংচুরা ক্যাটিকিউ	টীং অফ ক্যাটিকিউ	½—২ ড্রাম	ঐ
ট্রোচিসাই ক্যাটিকিউ	ক্যাটিকিউ লোজেঞ্জেস্	১—৫ চাক্তি	ঐ
টেরো কার্পাই লিগ্‌নম্	রেড স্যাণ্ডাল উড		
রোজে	রোজ		শৈত্যকারক এবং বলকারক। অন্যান্য ঔষধের সহিত সৌগন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়।
কন্‌ফেক্‌সিয়ো রোজি কেনাইনি	কনফেক্‌সন অফ হিপস্		ঐ
কন্‌ফেক্‌সিয়ো রোজি গ্যালিসি	কন্‌ফেক্সন অফ রোজেস্	১—২ আং	ঐ
অ্যাকোয়া রোজি	রোজ ওয়াটার	১—২ আং	ঐ
ইন্‌ফিউজন্ রোজি অ্যাসিডম্	অ্যাসিড ইন্‌ফিউজন্ অফ রোজেস্	১—৪ ড্রাম	ঐ
অ্যালুমেন্	অ্যালাম	১০—২০ গ্রেণ	উদ্‌বাময়

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
রোগে ৮—১০ গ্রেণ কাইনোর সহিত দেওয়া যায়। টাইফইড্ জ্বরে ২—৫ গ্রেং মাত্রায় উদরাময় নিবারণ করিয়া অশেষ উপকার করে			
য়্যালাম এক্সিকেটম্	...	বার্ণ্ট য়্যালাম্	.. ঐ
প্লম্বর লেড	লেড	প্রকৃতিতে ব্যবহৃত হয় নাই	
প্লম্বাই য়্যাসিটাস্ ...	সুগার অফ লেড	১—৪ গ্রেণ ...	অল্প মাত্রায় অধিক দিন ব্যবহারে অন্ত্র পীড়া উৎপাদনের সম্ভাবনা।
পাইলুলা প্লাম্বাই কম্ ওপিও ...	লেড্ এণ্ড ওপীয়ম পিল্	৪—৮ গ্রেঃ	ঐ
সপোজিটোরিয়া প্লম্বাই কম্পজিটা	কম্পাউণ্ড লেড্ টিপোজিটারী	..	... ঐ
য্যাঙ্গুয়েণ্ট প্লম্বাই য়্যাসিটেটিস্ ...	অয়েণ্টমেণ্ট অফ লেড	...	... ঐ
লাইকর প্লম্বাই সব এসিটেটিস্ ..	সোল্যুসন্ অফ সব্ এসিটেট অফ লেড		ইহার আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। ইহা সঙ্কোচক এবং অবসাদক
লাইকর প্লম্বাই সব্ এসিটেটিস্ ডাইলিউটস্	ডাইল্যুটেড সোল্যুসন অফ সব এসিটেট অফ লেড	...	ঐ
প্লম্বাই অক্সাইডম্	অক্সাইড অফ লেড।		
এম্‌প্ল্যাস্ট্রম্ প্লম্বাই ...	লেড্ প্লাষ্টার		
প্লম্বাই কার্বনাস্ ...	কার্বনেট অফ লেড		আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না।
আঙ্গুয়েণ্টম্ প্লম্বাই কার্বনেটিস্	অয়েণ্টমেণ্ট অফ কার্বনেট অফ লেড	..	ঐ
প্লম্বাই আইওডিডম্	আইওডাইড অফ লেড	... ১—২ গ্রেণ ..	পরিবর্তিন

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
			প্লীহা রোগে কখন কখন ১—২ গ্রেণ বা তিন গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার হয়, নানা প্রকার চর্ম্মরোগে ও সন্ধির রোগে ইহার মলম ব্যবহার হয়, ইহা সংকোচক এবং শোষক।
অঙ্গুয়েণ্টম প্লম্বাই আইওডিডাই ...	আয়েণ্টমেণ্ট অফ আইও-ড্রাইড অফ লেড	...	ঐ
এম্‌প্ল্যাষ্ট্রাম প্লম্বাই আইওডিডাই ...	আইওডাইড অফ লেড প্ল্যাষ্টর	...	ঐ
প্লম্বাই নাইট্রাস ...	নাইট্রেট অফ লেড	...	আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না, পচননিবারক, দুর্গন্ধহারক, সঙ্কোচক।
প্লম্বাই ট্যানাস্ ...	ট্যানেট অফ লেড।		

আর্টিরিয়েল সিডেটিভ বা ধামনিক অবসাদক।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
য়্যাণ্টিমোনিয়ম্ টার্টারেটম্ ...	টার্টারেটেড এণ্টিমনি	... বমন করণার্থ ১—২ গ্রেণ, অবসাদনার্থ ১৬—১ গ্রেণ, স্বেদজনন এবং কফ নিঃসরণার্থ ১২—১৬ গ্রেণ। ...	শৈত্যকারক, স্বেদজনক, কফনিঃসারক, মূত্রকারক, বমনকারক ও বিরেচক।
অঙ্গুয়েণ্টম্ য়্যাণ্টি-মোনিয়াই টার্টারেটাই ...	অয়েণ্টমেণ্ট অফ টার্টারেটেড এণ্টিমনি	...	ঐ
ভাইনম এণ্টিমো-নিয়েলী ...	এণ্টিমোনিয়েল্ ওয়াইন	...১০—৩০ মিঃ ...	

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
য়্যাণ্টিমোনিয়াম্ সল্‌ফিউরেটম্	সল্‌ফিউরেটেড্ য়্যাণ্টিমনি	পরিবর্ত্তক ১—২ গ্রেঃ, বমনকারক ৫—২০ গ্রেঃ।	পুরাতন যকৃৎ রোগে ও পুরাতন উপদংশে কখন কখন ব্যবহৃত হয়। পরিবর্ত্তকরূপে সেকেণ্ডারী সিফিলিস্ বাত রোগে ব্যবহার হয়।
য়্যাণ্টিমোনিয়াই অক্সাইডম্	অক্সাইড অফ য়্যাণ্টিমনি	১—২ গ্রেঃ	প্রায়ই টার্টার এমেটিকের ন্যায়। জ্বরাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। নিউমোনিয়া ও ক্যাটরতে ঘর্ম্মকারক বলিয়া কখন কখন ব্যবহৃত হয়।
পল্‌বিস্ য়্যাণ্টিমোনিয়েলিস্	য়্যাণ্টিমোনিয়েল্ পাউডার	৩—১০ গ্রেঃ	ঐ
লাইকর য়্যাণ্টিমোনিয়াই ক্লোরিডাই	সোলুসন্ অফ ক্লোরাইড অফ য়্যাণ্টিমনি		দাহক বলিয়া বাহ্য প্রয়োগ হয়, কিন্তু আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না।
য়্যাণ্টিমোনিয়ম্ নাইগ্রম্	ব্ল্যাক্ য়্যাণ্টিমনি		
পটাসি নাইট্রাস্	নাইট্রেট অফ্ পটাস	কারক ৫—২০ গ্রেঃ, ধামনিক অবসাদক ২০—৬০ গ্রেণ	শৈত্য এবং মূত্রকারক, স্বেদজনক। অধিক মাত্রায় ব্যবহারে বিষ লক্ষণ উপস্থিত হয়।
য়্যাসিডম্ সাইট্রিকম্	সাইট্রিক য়্যাসিড		ক্ষার, ক্ষার কার্ব্বনেট, সল্‌ফেটের সহিত ইহা সম্মিলিত হয় না।
সকস্ লিমোনিস্	লেমন্ জুস্	২—৮ ড্রাম	শৈত্যকারক
সিরপস লিমোনিস্	সিরপ অফ্ লেমন্স	১—৪ ড্রাম	
য়্যাসিডম্ টার্টারিকম্	টার্টারিক য়্যাসিড	১০—২০ গ্রেঃ	ক্ষার, ক্ষার কার্ব্বনেট, দ্রাবক, চূণের জল ও সৌসাঘটিত ঔষধের সহিত ইহা সম্মিলিত হয় না।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
অ্যাসিডম্ অ্যাসিটিকম্	অ্যাসেটিক অ্যাসিড	৩—১৫ মিঃ	জ্বরাদি রোগে শৈত্য পানীয়ার্থে ব্যবহৃত হয়।
অ্যাসিডম্ অ্যাসিটিকম্ ডাইলুটম্	ডাইলুটেড অ্যাসেটিক অ্যাসিড	১—২ড্রাম	ঐ
অক্সিমেল্	অক্সিমেল্	১—৮ ড্রাম।	
অ্যাসিডম্ অক্‌জালিকম্	অক্‌জালিক অ্যাসিড	½—১½ গ্রেঃ	স্নায়বীয় উত্তেজক, শৈত্যকারক এবং মূত্রকারক।

নার্ভস সিডেটিভ বা স্নায়বীয় অবসাদক।

ডিজিটেলিস্ ফোলিয়া	ফক্সগ্লভ	½—১½ গ্রেঃ	হৃৎপিণ্ডের স্থৈর্য্যকারক, বলকারক, রক্তরোধক এবং মূত্রকারক রক্ত সঞ্চালনের আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে ইহা হৃৎপিণ্ডের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া উহার ক্রিয়া বলবতী করে
ইন্‌ফিউজম্ ডিজিটেলিস্	ইন্‌ফিউজন্ অফ ডিজিটেলিস্	২—৪ ড্রাম	ঐ
টিংচুরা ডিজিটেলিস্	টীং অফ ডিজিটেলিস	১০ মিঃ—২ ড্রাম	ঐ
ডিজিটেলাইন্	ডিজিটেলাইন্	১/৬০—১/৩০ গ্রেণ	ঐ
ক্লোরফরমম্	ক্লোরফরম্	২—১০ মিঃ	আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা অবসাদক ও আক্ষেপ নিবারক কখন কখন পর্য্যায়নিবারক বাহ্য প্রয়োগে বেদনা নিবারক, উত্তেজক, স্ফোটকারক।

ল্যাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
লিনিমেণ্ট ক্লোরফরমাই	লিনিমেণ্ট অফ ক্লোরফরম	[illegible]	ঐ
স্পিরিটস্ ক্লোরফরমাই	স্পিরিট অফ ক্লোরফরম	১০—৩০ মিঃ	ঐ
টিংচুরা ক্লোরফর্মাই কম্পজিটা	কম্পোউণ্ড টিং অফ্ ক্লোরফরম	১০—৬০ মিঃ	ঐ
য্যাকোয়া ক্লোরোফরমাই	ক্লোরোফরম ওয়াটার	১—২ আং	ঐ
ট্যাবাসাই ফোলিয়া	লীফ টোব্যাকো		মূত্রকারক, স্ফুৎকারক, বলকারক, লালানিঃসারক ও স্থানিক উগ্রতা নাশক।
এনিমা ট্যাবেসাই	টোব্যাকো এনিমা		ঐ
একোনাইটম্	একোনাইট	১—৫ গ্রেণ	স্নায়বীয় অবসাদক, বেদনানিবারক, মলকারক, মূত্রকারক।
টিংচুরা একোনিটাই	টিং অফ একোনাইট	৫—১৫ মিঃ	ঐ
লিনিমেণ্টম্ একোনিটাই	লিনিমেণ্ট অফ একোনাইট		ঐ
একষ্ট্রাক্টম একোনিটাই	একষ্ট্রাক্ট অফ একোনাইট	১—২ গ্রেণ	ঐ
অঙ্গুয়েণ্টম্ একোনাইসি	অয়েণ্টমেণ্ট অফ একোনাইসিয়া		ঐ
য্যাসিডম্ হাইড্রোসিয়ানিকম্ ডাইলুটম্	ডাইলুটেড হাইড্রোসিয়ানিক য্যাসিড	২—৮ মিঃ	পাৰ্থিব দ্রাবক, লৌহঘটিত লবণ, নাইট্রেট অফ সিলভার সহিত ইহার অসম্মিলন।
ভেপর য্যাসিডাই হাইড্রোসিয়ানিসাই	ইন্‌হেলেসন্ অফ হাইড্রোসিয়ানিক য্যাসিড		ঐ
কোনায়ম	হেমলক	২—১০ গ্রেণ	আক্ষেপ-

ল্যাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
	নিবারক, অল্প কফ নিঃসারক ও পরিবর্ত্তক বাহ্য ব্যবহারে উত্তেজক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে		
ক্যাটেপ্লাজমা কোনিয়াই	হেমলক পুলটিস্	...	ঐ
সক্কস্ কোনিয়াই ...	জুস্ অফ হেমলক	½—১ ড্রাম	ঐ
একষ্ট্রাক্টম্ কোনিয়াই	একষ্ট্রাক্ট অফ হেমলক	২—৬ গ্রেণ	ঐ
পাইলুলা কোনিয়াই	কম্পৌণ্ড অফ হেমলক পিল	৫—১০ গ্রেণ	ঐ
ভেপর কোনাই	ইন্‌হেলেসন্ অফ কোনিয়া	..	ঐ
টিংচুরা কোনিয়াই	টীং অফ হেমলক	১০ মিঃ—১ ড্রাম ..	ঐ
ফাইজষ্টিগ্‌মেটিস্ ফেবা	কালেবারবীন্	১ গ্রেণ ও তদধিক	ভেদ ও বমনকারক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা মস্তিষ্কের উপর কোন ক্রিয়া করে না। চক্ষুতে লাগাইলে কনীনিকা আকুঞ্চিত হয়
একষ্ট্রাক্টম্ ফাইজষ্টিগ্‌মেটিস্	একষ্ট্রাক্ট অফ কালেবারবীন	১/৮—১/৪ গ্রেণ	ঐ
লোবিলিয়	লোবিলিয়	২—৫ গ্রেণ ..	অল্প মাত্রায় ঘর্ম্মকারক ও কফনিঃসারক, অধিক মাত্রায় বমনকারক বা বিরেচক, আক্ষেপ নিবারক।
টিংচুরা লোবিলি ..	টীং অফ লোবিলিয়া	১০—৩০ মিঃ	ঐ
টিংচুরা লোবিলি ইথিরিয়া	ইথিরিয়ল টীং অফ লোবিলিয়া	১০ মিঃ—১ ড্রাম	ঐ
স্যাবেডিলা	সেবাডিলা	১/১২—১/৪ গ্রেণ ..	কখন কখন ক্রিমি রোগে ব্যবহার হয়।
অঙ্গুয়েণ্টম্ বিরাট্রায়ি	বিরাট্রায়ি অয়েণ্টমেণ্ট	...	ঐ
ল্যাক্টিউকা	... লেটিউস্	৫—৩০ গ্রেণ	অব-

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
			সাদক, নিদ্রাকারক, কফ দমনকারক, নিদ্রাকরণার্থে শয়ন-সময় ব্যবহৃত হয়। অহিফেণ ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে ইহার এক্স্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। কাসের উগ্রতা দমনার্থেও ব্যবহৃত হয়।
এক্স্ট্রাক্টম্ ল্যাক্টিউসি	এক্স্ট্রাক্ট অফ লেটিউস্	৫—১৫ গ্রেণ	ঐ
ক্লোরাল হাইড্রাস্	হাইড্রেট অফ ক্লোরাল	৫—৩০ গ্রেণ	নিদ্রাকারক, আক্ষেপ নিবারক, পচন নিবারক, বেদনাহারক।
সিরাপস্ ক্লোরাল্	সিরপ অফ ক্লোরাল্	½—২ ড্রাম	ঐ

ষ্টিমুলেণ্ট বা উত্তেজক।

য়্যাসাফেটিডা	য়্যাস ফেটিডা	৫—২০ গ্রেণ	আক্ষেপ-নিবারক, কফনিঃসারক, কিছু বিরেচক।
এনিমা য়্যাসাফেটিডী	এনিমা অফ য়্যাসাফেটিডা		ঐ
পাইলুলা য়্যাসাফেটিডী কম্পোজিটা	কম্পোউণ্ড পিল্ অফ য়্যাসাফেটিডা	৫—২০ গ্রেণ	ঐ
টিংচুরা য়্যাসাফেটিডী	টীং অফ য়্যাসাফেটিডা	১—২ ড্রাম	ঐ
স্পিরিটস্ এমোনি ফেটিডস্	ফেটিড স্পিরিট অফ এমোনিয়া	½—২ ড্রাম	ঐ
গ্যাল্‌বেনম্	গ্যাল্‌বেনম	১০—২০ গ্রেণ	প্রায় য়্যাসাফেটিডার ন্যায়, কিন্তু তদ্রূপ প্রবল নহে। জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শায় বলিয়া এমিনোরিয়াতে ব্যবহৃত হয়। কফনিঃসারক বলিয়া শ্বাস কাস প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
এমপ্লাষ্ট্রম গ্যাল্‌বেনাই	গ্যাল্‌বেনম্ প্লাষ্টর	...	ঐ
ক্যাম্ফোরা	ক্যাম্ফর	১—১০ গ্রেণ	... আক্ষেপ-নিবারক, কফনিঃসারক, বেদনা নিবারক, উত্তেজক, নিদ্রাকারক, জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতা হ্রাসক, অত্যন্ত অধিক মাত্রায় ভয়াবহ লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত করে
য়্যাকোয়া ক্যাম্ফরি ..	ক্যাম্ফর ওয়াটার ..	১—২ আং	.. ঐ
লিনিমেণ্টম্ ক্যাম্ফরি ..	লিনিমেণ্ট অফ ক্যাম্ফর	...	ঐ
লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফরি কম্পজিটম্	কম্পোণ্ড লিনিমেণ্ট অফ ক্যাম্ফর		ঐ
স্পিরিটস্ ক্যাম্ফরি .	স্পিরিট অফ ক্যাম্ফর ..	১০ মিঃ—১ ড্রাম	... ঐ
টীংচ্যুরা ক্যাম্ফরী কম্পজিটা	কম্পোণ্ড টীং অফ ক্যাম্ফর	১/২—২ড্রাম	ঐ
বেলাডনা ..	.. বেলাডনা ...	১—২ গ্রেণ	.. বেদনা-নিবারক, স্নায়বিক ও মস্তিষ্ক উত্তেজক, নিদ্রাকারক, মাদক, আক্ষেপনিবারক, বিরেচক। বাহ্য ব্যবহারে বেদনানিবারক, চক্ষুতে লাগাইলে কনীনিকা প্রসারিত হয় ক্ষার অর্থাৎ সোডা, পটাশ, লাইকর পটাশি ইত্যাদির সহিত কখনই প্রযোগ করিবে না
এক্‌স্ট্রাক্টম বেলাডনি	এক্‌স্ট্রাক্ট অফ বেলাডনা ..	১/৪—২ গ্রেণ	... ঐ
এমপ্লাষ্ট্রম বেলাডনি	বেলাডনা প্লাষ্টর	..	.. ঐ
টিংচ্যুরা বেলাডনি ..	টীং অফ বেলাডনা ...	৫—৩০ মিঃ	... ঐ
অঙ্গুয়েণ্টম্ বেলাডনি ..	বেলাডনা অয়েণ্টমেণ্ট		... ঐ
লিনিমেণ্ট বেলাডনি	লিনিমেণ্ট অফ বেলাডনা		.. ঐ
সক্কস্ বেলেডোনি	জুস্ অফ বেলেডোনা	৫—১৫ মিঃ	... ঐ
এট্রোপিয়া	.. এট্রোপিয়া		... ইহার ক্রিয়া এত প্রবল যে, প্রায় আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয় না। ব্যবহার

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা	মন্তব্য।
			করিতে হইলে অর্দ্ধ গ্রেণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। হাইপোডার্মিক রূপে [illegible] গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার হয়
ওলিয়ম টেরেবিন্থিনি ...	অয়েল অফ টার্পেণ্টাইন ..	রক্তরোধার্থ ৫—৩০ মিঃ উত্তেজনার্থ ½—১ ড্রাম, বিরেচনার্থ ২—৪ ড্রাম	উত্তেজক, কফ ও রজোনিঃসারক, আক্ষেপনিবারক, বেদনা নিবারক, বায়ুনাশক, রক্তরোধক, বিরেচক, ক্রিমিনাশক ও মূত্রকারক, পচন নিবারক, দুর্গন্ধহারক।
কনফেকসিয়ো টেরেবিন্থিনি	কনফেকসন অফ টার্পেণ্টাইন ..	৬০ গ্রেণ—৪ ড্রাম ..	ঐ
এনিমা টেরিবিন্থিনি	এনিমা অফ টার্পেণ্টাইন	...	ঐ
লিনিমেণ্টম টেরেবিন্থিনি	লিনিমেণ্ট অফ টার্পেণ্টাইন	.	ঐ
লিনিমেণ্ট টেরেবিন্থিনি য়্যাসেটিকম ...	লিনিমেণ্ট অফ টার্পেণ্টাইন এণ্ড য়্যাসেটিক য়্যাসিড		ঐ
অঙ্গুয়েণ্টম টেরেবিন্থিনি	অয়েণ্টমেণ্ট অব টার্পেণ্টাইন ..	..	ঐ
ক্যাপসিসাই ফ্রুক্টস	ক্যাপসিকম ফ্রুট .	½—২ গ্রেণ .	অল্প মাত্রায় উত্তেজক ও আগ্নেয়, অধিক মাত্রায় প্রদাহকারক, বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতা সাধক।
টীংচুরা ক্যাপসিসাই	টীংচার অফ ক্যাপসিকম ...	৫—১৫ মিঃ ..	ঐ
লাইকর এমোনি ফর্সিয়র	স্ট্রং সোলুসন অফ এমোনিয়া	৩—১০ মিঃ	প্রধান উত্তেজক হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, উদরে য়্যাসিড গ্যাস উৎপন্ন হইলে উপকার করে। মূর্চ্ছায় চৈতন্য সম্পাদক, চর্ম্মের ক্রিয়ার সময় ঠাণ্ডা করিলে মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে। কফনিঃসারক, অল্প মাত্রায় অম্লনাশক, স্থানিক উগ্রতাসাধক। দ্রাবক, অম্ল, লবণ, চূণ এবং ব্রোমাইড ভিন্ন ক্ষারের সহিত ইহা মিলিত হয় না।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা	মন্তব্য।
লাইকুর এমোনি	সোলুসন অফ এমোনিয়া	১০—৩০ মিঃ	ঐ
লিনিমেন্টম্ এমোনি	লিনিমেণ্ট অফ এমোনিয়া		ঐ
এমোনি কার্বনাস্	কার্বনেট অফ এমোনিয়া	উত্তেজক ৫—১৫ গ্রেণ, বমনকারক ৩০ গ্রেণ	উত্তেজক, অম্লনাশক, বমনকারক, আক্ষেপনিবারক, স্বেদজনক, কফনিঃসারক, কিছু কাল সেবনে রক্ত ঘনীভূত হইয়া ফাইব্রিণ ও গাঢ় শ্লেষ্মাদি তরল করে
স্পিরিটস্ এমোনি এরোমেটিক্স	এরোমেটিক স্পিরিট অফ এমোনিয়া	২—১ ড্রাম	ঐ
হাইয়োসাইয়েমাই ফোলিয়া	হাইয়োসায়েমস্ লীবস্		উত্তেজক, ঘর্ম্মকারক, আক্ষেপনিবারক, কফনিঃসারক, নিদ্রাকারক।
একষ্ট্রাক্টম্ হাইয়োসায়েমাই	একষ্ট্রাক্ট অফ হেনবেন	৫—১০ গ্রেণ	ঐ
টিংচুরা হাইয়োসায়েমাই	টিং অফ হেনবেন	২—১ ড্রাম	ঐ
সক্কস্ হাইয়োসায়েম্মাই	জুস অফ হাইয়োসায়েমস্	২—১ ড্রাম	ঐ
মস্কস্	মস্ক	৫—২০ গ্রেণ	হিষ্টিরিয়া, এপিলেপ্সি, কোরিয়া এবং কোন কোন টীটেনস্ রোগে আক্ষেপনিবারক নিবারণ জন্য ব্যবহৃত হয় হিক্কা নিবারণে ইহার তুল্য আর ঔষধ নাই। ফুসফুস প্রদাহেও কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন
ক্যাষ্টোরিয়ম্	ক্যাষ্টর	১০—৬০ গ্রেণ	উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, কেহ কেহ বলেন জরায়ুতে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়
টিংচুরা ক্যাষ্টোরিয়াই	টীং অফ ক্যাষ্টর	২—১ ড্রাম	ঐ
সোডি বেলিরিয়েনাস্	বেলিরিয়েনেট —		

লাটিন নাম ।	ইংরাজী নাম ।	মাত্রা ।	মন্তব্য ।
	অফ সোডা	১—৫ গ্রেণ	উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক
সম্বল রেডিক্স	সম্বল রুট	১০—২০ গ্রেণ	বেলিরিয়েনের মত স্নায়বীয় উত্তেজক ও আক্ষেপ নিবারক লো টাইফাইড অব কোরিয়া হিষ্টিরিয় ও পুরাতন শ্বাসনালীর প্রদাহে ব্যবহার হয়
টীংচুরা সম্বল	টিং অফ সম্বল	১০—৩০ মিঃ	ঐ
সেরেবাইসি ফর্মেণ্টম্	ইয়েষ্ট গ্র্যাম	২—১ আং	উত্তেজক
ক্যাটাপ্লজম ফর্মেণ্টাই	ইয়েষ্ট পুল্টীস	...	ঐ
এলিমাই	এলিমাই		প্রায়ই তার্পিং তৈলের ন্যায় আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। মলম পুরাতন ক্ষতে উপকারী।
অঙ্গুয়েণ্টম্ এলিমাই	অয়েণ্টমেণ্ট অফ এলিমাই		ঐ
মাষ্টিক	মাষ্টিক		দন্তরোগ চিকিৎসকেরা ইহা সুরা ও ইথর ক্লোরফরমে দ্রব করিয়া দন্তছিদ্রে পোকা লাগিলে দন্তগহ্বরে দিয়া থাকেন
এমোনায়েকম	এমোনায়াক	১০—২০ গ্রেণ	ইহার ক্রিয়া হিঙ্গুর ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কারণ ইহাতে এক প্রকার স্থায়ি তৈল আছে। পূর্ণ মাত্রা ব্যবহারে গোলযোগ উপস্থিত করে।
এমপ্লাষ্ট্রম্ এমোনায়েসাই কম্ হাইড্রার্জাইরো	এমোনায়াক এণ্ড মার্কুরি প্লাষ্টার		ঐ
মিশ্চুরা এমোনিয়েসাই	এমোনায়াক মিকশ্চার	২—২ আং	ঐ
ফস্ফরস্	ফস্ফরস্		উত্তেজক, মূত্রকারক, কামোদ্দীপক, ঘর্মকারক।
ওলিয়ম ফস্ফরেটম্	ফস্ফরেটেড অয়েল	৫—১০ মিঃ	ঐ
পাইলিউলো ফস্ফরাই	ফস্ফরস্ পিল	৩—৬ গ্রে।	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
আর্ণিসি রেডিক্স	আর্ণিকা রুট	...	প্রধান ক্রিয়া মস্তিষ্ক উত্তেজক, ঘর্মকারক ও মাদক অধিক মাত্রায় ব্যবহারে বিষক্রিয়া করে
টিংচুরা আর্ণিসি	টীং অফ্ আর্ণিকা	১—২ ড্রাম	ঐ
ইথর	ইথর্	২০—৬০ মিঃ	উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, মাদক, স্পর্শহারক, বাহ্য ব্যবহারে শৈত্য-কারক, অস্ত্রোপ্রচার সাধক, অধিক মাত্রায় ব্যবহারে বিষক্রিয়া করে ইহার ধূম আঘ্রাণে হতচৈতন্য উপস্থিত হয়।
স্পিরিটস্ ইথরিস্	স্পিরিট অফ ইথর্	½—২ ড্রাম	ঐ
রিয়াডস্ পেটালা	রেড পপি পেটালস	...	মাদক ও মস্তিষ্ক উত্তেজক।
সিরপস্ রিয়াডস্	সিরপ অফ রেড পপি	১ ড্রাম	ঐ
ক্যানেবিস্ ইণ্ডিকা	ইণ্ডিয়ান হেম্প		মস্তিষ্ক উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, ক্ষুৎকারক, মাদক, কামোদ্দীপক, নিদ্রা-কারক, অবসাদক, বেদনা নিবারক, জরায়ু সঙ্কোচক, অল্পমাত্রা সেবনে মনে স্ফূর্ত্তি হয়, অধিক মাত্রায় মাদক ক্রিয়া প্রকাশ পায়, বিষক্রিয়া করে এবং হঠাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।
একস্ট্রাক্টম্ ক্যানেবিস্ ইণ্ডিসি	একস্ট্রাক্ট অফ হেম্প	½—২ গ্রেঃ	ঐ
টিংচুরা ক্যানেবিস্ ইণ্ডিসি	টীং অফ হেম্প	৫—৩০ মিঃ	ঐ
ওপিয়ম্	ওপিয়ম্	½ ২ গ্রেঃ	নবজ্বর, মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহ, রক্তাধিক্য, তরুণ যান্ত্রিক প্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি;—অপূর্ণ পূর্ণ গর্ভাবস্থায় এবং স্তনদায়িনী স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বিবিধ অবিরাম জ্বরে, প্রলাপ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরাময়াদি নিবারণার্থে ইহা বিশেষ উপযোগী।
এমপ্লাস্ট্রম্ ওপিয়াই	ওপিয়ম প্লাষ্টর	...	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
এনিমা ওপিয়াই	এনিমা অফ ওপিয়ম		ঐ
এক্স্ট্রাক্টম্ ওপিয়াই	এক্স্ট্রাক্ট অফ ওপিয়ম্	½—২ গ্রেঃ	ঐ
এক্স্ট্রাক্টম ওপিয়াই লিকুইডম্	লিকুইড এক্স্ট্রাক্ট অফ ওপিয়ম	৫—৪০ গ্রেঃ	ঐ
লিনিমেণ্টম ওপিয়াই	লিনিমেণ্ট অফ ওপিয়ম		ঐ
পাইলুলা সেপনিস্ কম্পজিটা	কম্পৌণ্ড পিল্ অফ সোপ	২—৫ গ্রেঃ	ঐ
পাইলিউলা প্লম্বাই কম্ ওপিয়ো	লেড এণ্ড ওপিয়ম পিল্	৪—৮ গ্রেঃ	ঐ
পাইলিউলা ইপেকাকুয়ানি কম্ সিলা	পিল্ অফ ইপেকাকুয়ানা উইথ স্কুইল্	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
পল্‌বিস ক্রিটি এরোমাটিক্স কম্ ওপিয়ো	এরোমেটিক পাউডার অফ চাক্ এণ্ড ওপিয়ো	১০—৬০ গ্রেঃ	ঐ
পল্‌বিস কাইনো কম্পজিটস্	কম্পৌণ্ড পাউডর অফ কাইনো	১০—২০ গ্রেঃ	ঐ
পল্‌বিস ওপিয়াই কম্পজিটস্	কম্পৌণ্ড পৌডার অফ ওপিয়ম	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
কন্‌ফেক্সিয়ো ওপিয়াই	কন্‌ফেক্সন অফ ওপিয়ম	৫—২০ গ্রেঃ	ঐ
টিংচুরা ওপিয়াই	টিং অফ ওপিয়ম	৫—৪০ মিঃ	ঐ
টীংচুরা ক্যাম্ফরি কম্পজিটা	কম্পৌণ্ড টিং অফ ক্যাম্ফর		ঐ
টীংচুরা ওপিয়াই এমোনিয়াটা	এমোনিয়েটেড টীং অফ ওপিয়ম	½—১ড্রা	ঐ
বাইনীম ওপিয়াই	ওয়াইন অফ ওপিয়ম	৫—৪০ মিঃ	ঐ
ট্রোকিসাই ওপিয়াই	ওপিয়াই লোজেঞ্জেস	১—৪ লোজেঞ্জ	ঐ

ল্যাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা	মন্তব্য।
অঙ্গুয়েণ্টম্ গ্যালিকম্ ওপিয়ো	অয়েণ্টমেণ্ট অফ গল্‌স্ এণ্ড ওপিয়ম		ঐ
সপজিটোরিয়া প্লম্বাই কম্পজিটা	লেড সাপোজিটরীজ		ঐ
মর্ফি হাইড্রোক্লোরাস	হাইড্রোক্লোরেট অফ মর্ফিয়া	⅛—½ গ্রেঃ	ঘর্ম্মকারক, ও আক্ষেপ নিবারক ইত্যাদি ক্রিয়ার জন্য ব্যবহার হয়। যেস্থলে অহিফেন ও মর্ফিয়া উভয়ই ব্যবহার করা যায়, তথায় অহিফেন ব্যবহার করা উচিত। অহিফেন উত্তেজকরূপে ব্যবহার করা যায়
লাইকর মর্ফি হাইড্রোক্লোরেটিস্	সোল্যুসন অফ হাইড্রোক্লোরেট অফ মর্ফিয়া	১০—৩০ মিঃ	ঐ
সপোজিটোরিয়া মর্ফি	মর্ফিয়া সাপোজিটরি		ঐ
ট্রোচিসাই মর্ফি	মর্ফিয়া লোজেঞ্জেস্	১—৪ চাক্তি	ঐ
ট্রোচিসাই মর্ফিএট ইপেকাকুয়ানি	মর্ফিয়া এণ্ড ইপেকাকুয়ানা লোজেঞ্জেস্	১—৬ চাক্তি	ঐ
ইঞ্জেক্‌সিও মর্ফি হাইপডর্মিক	হাইপডর্মিক ইঞ্জেক্‌সন অফ মর্ফিয়া		ঐ
মর্ফিয়া সিট্রাস	সাইট্রেট অফ মর্ফিয়া	⅛—½ গ্রেঃ	ঐ
লাইকর মর্ফি অ্যাসিটেটিস	সোল্যুসন অফ অ্যাসিটেট অফ মর্ফিয়া	১০ মিঃ ১ ড্রাম	ঐ
নক্সভমিকা	নক্সভমিকা	১—৩—৫ গ্রেঃ	অতি অল্প মাত্রায় তিক্ত, বলকারক মাদক। অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় কশেরুকা মজ্জার উত্তেজক। ক্রমে অধিক মাত্রায় প্রবল বিষ। ইহার চূর্ণ অর্দ্ধ ড্রাম ও স্ট্রিক্‌নিয়া ½ গ্রেঃ খাইয়া মৃত্যু হইয়াছে
এক্সট্রাক্টম্ নক্সভমিসি	এক্সট্রাক্ট অফ নক্সভমিকা	¼—১ গ্রেঃ	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
টিংচুরা নিউসিস্ বমিসি ..	টীং অফ নক্সবমিকা	২—১০ মিং	ঐ
ষ্টিকনী ..	ষ্টিকনিন। ...	১/৬০ গ্রেঃ	ঐ
লাইকর ষ্টিকনী	সোল্যুশন অফ ষ্টিকনিয়া	২—১০ মিং	ঐ

টনিক বা বলকারক।

ক্যালম্বি রেডিক্স	ক্যালম্ব রুট ..	৫ ২০ গ্রেং	তিক্ত, বলকারক, আরোগ্য, কিঞ্চিৎ বমন নিবারক।
একষ্ট্রাক্টম্ ক্যালম্বী ..	একষ্ট্রাক্টম্ ক্যালম্বা	২—১০ গ্রেঃ	ঐ
ইন্‌ফিউজম্ ক্যালম্বী	ইন্‌ফিউজন্ অফ্ ক্যালম্বা	১—২ আঃ	ঐ
কোয়াসি লিগ্‌নম্	কোয়াসিয়া উড	১০ ২০ গ্রেণ	তিক্ত, বলকারক, অগ্নেয়, ক্রিমিনাশক, পর্য্যায়ঘ্ন।
একষ্ট্রাক্টম্ কোয়াসি	একষ্ট্রাক্ট অব কোয়াসিয়	৩ ৫ গ্রেং	ঐ
ইন্‌ফিউজম্ কোয়াসি	ইন্‌ফিউজন্ অফ কোয়াসিয়া ..	১—২ আং	ঐ
টিংচুরা কোয়াসি	টীং অফ কোয়াসিয়া ..	১—২ ড্রাম	ঐ
জেন্‌সিয়ানি রেডিক্স ...	জেন্সিয়েন্ রুট ..	১০—৩০ গ্রেং ..	তিক্ত, বলকারক, আগ্নেয়, অধিক মাত্রায় বমন বিরেচন ও ভেদ হয়। অল্প ক্রিমিনাশক।
একষ্ট্রাক্টম্ জেন্সিয়েনি	একষ্ট্রাক্ট অফ জেন্সিয়েন	২—১০ গ্রেণ	ঐ
ইন্‌ফিউজম্ জেন্সিয়েনি কম্পজিটম	কম্পোঃ ইন্‌ফিউজন অফ জেন্সিয়েন	১ ২ আং	ঐ

লাটিন নাম ।	ইংরাজী নাম ।	মাত্রা ।	মন্তব্য ।
মিক্‌চুরা জেন্সিয়েনি	জেন্সিয়েন মিক্শ্চার	১—২ আং	ঐ
টিংচুরা জেন্সিয়েনি কম্পাজিটা	কম্পৌণ্ড টীং অফ জেন্সিয়েন	১—২ ড্রাম	ঐ
চিরাটা	চিরেটা		জেন্সিয়েনের ন্যায় তিক্ত বলকারক, আগ্নেয়, রক্তপরিষ্কারক ।
ইন্‌ফিউজন্‌ চিরাটি	ইন্‌ফিউজন্‌ অফ চিরাটা	১—২ আং	ঐ
টিংচুরা চিরাটি	টীং অফ চিরেটা	১—২ ড্রাম	ঐ
লপ্যুলস্‌	হপ্‌	৫—২০ গ্রেণ	তিক্ত, বলকারক; অধিক মাত্রায় বলকারক । ইহাতে যে তৈল আছে তজ্জন্যই উত্তেজক ।
ইন্‌ফিউজন্‌ লপ্যুলাই	ইন্‌ফিউজন্‌ অফ হপ	১—২ আং	ঐ
এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ লপ্যুলাই	একষ্ট্রাক্ট অফ হপ্‌	৫—২০ গ্রেণ	ঐ
টিংচুরা লপ্যুলাই	টীং অফ্‌ হপ্‌	১—২ ড্রাম	ঐ
মহ্বা	মব	১০—৬০ গ্রেঃ	বলকারক, উত্তেজক, বজোনিঃসারক, আগ্নেয, কফনিঃসারক ।
টীংচুরা মহি	টিং অফ মব্‌	১—২ ড্রাম	ঐ
সর্পেণ্টরাই-রেডিক্স	সর্পেণ্টরী রূট	১০—৩০ গ্রেঃ	উত্তেজক, বলকারক, আগ্নেয়, ঘর্ম্মকারক
ইন্‌ফিউজন্‌ সর্পেণ্টরাই	ইন্‌ফিউজন্‌ অফ সর্পেণ্টরী	১—২ আং	ঐ
টিংচুরা সর্পেণ্টরাই	টীং অফ সর্পেণ্টরী	২ ড্রাম	ঐ

ল্যাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ক্যাস্কারিলি কর্টেক্স	ক্যাস্কারিলা বার্ক	১০—২০ গ্রেঃ	বলকারক, অল্প সংকোচক আগ্নেয়, অল্প কফনিঃসারক
ইন্‌ফিউজম্ ক্যাস্কারিলি	ইনফিউজন্ অফ ক্যাস্কারিলা	১—২ আং	ঐ
টিং চুরা ক্যাস্কারিলি	টিং অফ ক্যাস্কারিলা	১—২ ড্রাম	ঐ
কস্পেবাই কর্টেক্স	কস্পেরিয়া বার্ক	১০—৪০ গ্রেঃ	বলকারক, কোন মতে সংকোচক নহে, উত্তেজক, আগ্নেয়, জ্বরনাশক
ইন্‌ফিউজম্ কস্পেবাই	ইন্‌ফিউজন্ অফ কস্পেরিয়া	১—২ আং	ঐ
সিঙ্কোনা কর্টেক্স	সিঙ্কোনা বার্ক	১০—৬০ গ্রেঃ	বলকারক, আগ্নেয়, পর্য্যায়নিবারক, বাহ্য ব্যবহারে পচন নিবারক।
ডিকক্টম্ সিঙ্কোনি ফ্লেবি	ডিকক্সন্ অফ ইয়েলোবার্ক	১—২ আং	ঐ
একষ্ট্রাক্টম্ সিঙ্কোনি ফ্লেবি লিকুইডম্	লিকুইড্ একষ্ট্রাক্টম্ অফ ইয়েলো বার্ক	১০—৩০ মিঃ	ঐ
ইন্‌ফিউজম্ সিঙ্কোনি ফ্লেবি	ইন্‌ফিউজন্ অফ ইয়েলো বার্ক	১—২ আং	ঐ
টিংচুরা সিঙ্কোনা ফ্লেবি	টিং অফ ইয়েলো বার্ক	৩০ মিঃ—২ ড্রাম	ঐ
টিংচুরা সিঙ্কোনা কম্পাজিটা	কম্পোণ্ড টিং অফ সিঙ্কোনা	১—৩ ড্রাম	ঐ
কোয়াইনি সল্‌ফাস্	সল্‌ফেট অফ কোয়াইনা	১—৩ গ্রেঃ	বলকারক, ৩—১০ গ্রেঃ পর্য্যায়নিবারক টিটেনস্ রোগে অধিক মাত্রায় ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
			জ্বনিবারক নিবারণী ও য ইহা বিশেষ উপযোগী, বাত, স্নায়ুশূল, টিক্‌ডলর্‌ এমবলিস্‌ ইত্যাদি রোগে বিশেষ উপকার করে
টিংচুরা কোয়াইনি	টীং অফ কোয়াইন	১—২ ড্রাম	ঐ
প্রাইলুলা কোয়াইনি ...	পিল্‌ অফ কোয়াইনা ..	১—১০ গ্রে.	ঐ
ভাইনম্‌ কোয়াইনি	ওয়াইন অফ কোয়াইনা	½—১ আঃ	ঐ
টীংচুরে কুইনাই এমোনিয়েটা ..	এমোনিয়েটেড টীং অফ কুইনিয়া ...	½—২ ড্রাম	ঐ
য়্যাসিডম্‌ সল্‌ফিউরিকম্‌ ...	সল্‌ফিউরিক্‌ য়্যাসিড		নির্জ্জল দ্রাবকের আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। জলমিশ্র দ্রাবক অল্পমাত্রায় বলকারক, শৈত্যকারক সংকোচক, ক্ষারনাশক, নির্জ্জল দ্রাবক সেবনে বিষক্রিয়া করে
য়্যাসিডম্‌ সল্‌ফিউরিকম্‌ ডাইলুটম্‌	ডাইলুটেড সল্‌ফিউরিক্‌ য়্যাসিড	৫—৩০ মিঃ	ঐ
য়্যাসিডম্‌ সল্‌ফিউরিকম্‌ এরোমটিকম্‌	এরোমটিক সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড ...	৫—৩০ মিঃ	ঐ
য়্যাসিডম্‌ নাইট্রিকম্‌ ...	নাইট্রিক্‌ য়্যাসিড		নির্জ্জল দ্রাবক অত্যন্ত দাহক, জলমিশ্র দ্রাবক অল্প পরিমাণে বলকারক, আগ্নেয়, শৈত্যকারক, সংকোচক, পিত্ত নিঃসারক নির্জ্জল দ্রাবক ভক্ষণে প্রবল বিষক্রিয়া করে।
য়্যাসিডম্‌ নাইট্রিকম্‌ ডাইলিউটম্‌	ডাইলুটেড নাইট্রিক্‌ য়্যাসিড	৫—৩০ মিঃ	ঐ
য়্যাসিডম্‌ হাইড্রোক্লোরিকম্‌ ...	হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড		নির্জ্জল দ্রাবক দাহিক, কখনই আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। জলমিশ্র দ্রাবক অল্প মাত্রায় বলকারক, শৈত্যকারক, সংকোচক, ক্ষারনাশক আগ্নেয়
য়্যাসিডম্‌-	ডাইলিউটেড —		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম	মাত্রা।	মন্তব্য
হাইড্রোক্লোরিকম্ ডেইলিউটম্	হাইড্রোক্লোরিক য্যাসিড	১০—৩০ মিঃ	ঐ
য্যাসিডম্ নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিকম্	নাইট্রোহাইড্রো-ক্লোরিক য্যাসিড	৫—২০ মিঃ	বলকারক, শৈত্যকারক, পরিবর্ত্তক, সংকোচক
য্যাসিডম্ নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিকম্ ডাইলিউটম্	ডাইলিউটেড নাইট্রোহাইড্রো-ক্লোরিকম্	৫—২০ মিঃ	ঐ
য্যাসিডম্ ফস্ফরিকম্ ডাইলিউটম্	ডাইলিউটেড ফস্ফরিক য্যাসিড	২০ ৪০ মিঃ	বলকারক, শৈত্যকারক ও পরিবর্ত্তক। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে।

আর্জেন্টাই নাইট্রাস .. নাইট্রেট অফ্ সিল্ভার .. ১/৪—১/২ গ্রেঃ বলকারক, সংকোচক, আক্ষেপ নিবারক, অবসাদক। বটীসহ বা বটীকাকারেই প্রায় ব্যবহার হয়। অধিক দিন ব্যবহারে বর্ণ নীল হইতে পারে, বাহ্যিক দাহক, ফোস্কাকারক, অধিক মাত্রায় প্রদাহিক বিষক্রিয়া করে।

আর্জেন্টাই অক্সাইডম্ অক্সাইড অফ্ সিল্ভার ১/২—২ গ্রেঃ বলকারক, সংকোচক, আক্ষেপনিবারক, অল্প দাহক

কুপ্রাই সল্ফাস্ .. সল্ফেট্ অফ্ কপার্ .. ১/৪—২ গ্রেঃ সংকোচক, ৫—১০ গ্রেঃ বমনকারক সংকোচক, বলকারক, অধিক মাত্রায় (১০ গ্রেঃ) বমনকারক বাহ্য ব্যবহারে উত্তেজক, সঙ্কোচক, দাহক অধিক মাত্রায় বিষ ক্রিয়া করে।

জিঙ্কাই সল্ফাস্ ... সলফেট্ অফ্ জিঙ্ক ... ১—৩ গ্রেঃ বলকারক, ১০—৩০ গ্রেঃ বমনকারক .. স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, হিষ্টিরিয়া ও হেমিক্রেনিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১—৩ গ্রেঃ

জিঙ্কাই অক্সাইডম্ ... অক্সাইড অফ জিঙ্ক ... ২—১০ গ্রেঃ .. বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক। বাহ্যব্যবহারে অতি উৎকৃষ্ট শুষ্ককারক, সঙ্কোচক, অধিক মাত্রায় প্রবল বিষক্রিয়া করে।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
অঙ্গুয়েন্টম্ জিন্সাই	অয়েণ্টমেণ্ট অফ জিঙ্ক		ঐ
জিন্সাই এসিটেস্	এসিটেট অফ জিঙ্ক ...	১—২ গ্রেঃ বল-কারক, ১০—২০ গ্রেঃ বমন কারক	বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, বমনকারক, সংকোচক।
জিন্সাই ক্লোরাইডম্ ...	ক্লোরাইড্ অফ জিঙ্ক		আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। বাহ্য ব্যবহারে দাহক, বিবিধ ক্ষতে ব্যবহার হয়।
বিস্মথাই সবনাইট্রাস্	সব নাইট্রেট অফ বিস্মথ	৫—২০ গ্রেঃ	বল-কারক, আক্ষেপনিবারক, সঙ্কোচক।
ট্রোচিসাই বিস্মথাই	বিসমথ লোজেঞ্জেস্ ...	১—৬ চাক্তি	ঐ
লাইকর বিস্মথাই এমোনিও সিট্রেটিস্	সোল্যুসন্ অফ সাইট্রেট অফ বিসমথ এণ্ড এমোনিয়া	½—১ ড্রাম	ঐ
বিস্মথাই কার্বনাস্ ...	কার্বনেট অফ বিস্মথ	১০—১৫ গ্রেঃ, শৈশবাবস্থায় ১—৫ গ্রেঃ	ঐ
বিস্মথাই অক্সাইডম্	অক্সাইড অফ বিস্মথ ...	৫—১৫ গ্রেঃ	কার্বনেট অফ বিস্মথের ন্যায়।
ফিরম্	আয়রণ ...		বলকারক, রক্তজনক, পরিবর্ত্তক, বাহ্য ব্যবহারে দাহক।
ফিরম্ রিডাক্টম্	রিডিউসড্ আয়রণ	২—৫ গ্রেঃ	রক্ত ও বলকারক।
ট্রোচিসাই ফেরি রিডাক্টাই	রিডিউসড্ আয়রণ লোজেঞ্জেস	১—৫ চাক্তি	ঐ
ভাইনুম্ ফেরি	ওয়াইন অফ আয়রণ	১—৪ ড্রাম	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
মিশচুরা ফেরি এরোমাটিকা	এরোমাটিক মিক্শ্চার অফ আয়রণ	১—২ আং	ঐ
ফেরি আর্শেনিয়াস্	আর্শেনিয়েট অফ আয়রণ	১/১৬—১/৪ গ্রেঃ	ঐ
ফেরি কার্বনাস স্যাকারেটা	স্যাকারেটেড কার্বনেট অফ আয়রণ	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
পাইলুলা ফেরি কার্বনেটিস্	পিল্ অফ কার্বনেট অফ আয়রণ	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
মিশচুরা ফেরি কম্পজিটা	কম্পৌণ্ড মিক্শ্চর অফ আয়রণ	১—২ আং	ঐ রক্তকারক, বলকারক, রজোনিঃসারক।
ফেরি এট এমোনি সাইট্রাস	সাইট্রেট অফ আয়রণ এণ্ড এমোনিয়া	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
বাইনম্ ফেরি সাইট্রেটিস্	ওয়াইন অফ সাইট্রেট অফ আয়রণ	১—৪ ড্রাম	ঐ
ফেরিএট কোয়াইনি সাইট্রাস	সাইট্রেট অফ আয়রণ এণ্ড কুইনাইন্	৫—১০ গ্রেঃ	রক্তকারক, বলকারক, পর্য্যায়নিবারক।
ফেরি আইওডাইডম্	আইওডাইড অফ আয়রণ	১—৫ গ্রেঃ	রক্তজনক, বলকারক, পরিবর্ত্তক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক, মৃদু বিরেচক।
সিরপস ফেরি আইওডাইডাই	সিরপ অফ আইওডাইড অফ আয়রণ	১/২—১ ড্রাম	ঐ
পাইলুলা ফেরি আইওডিডাই	পিল্ অফ আইওডাইড অফ আয়রণ	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
ফেরি অক্সাইডম্ —	ম্যাগ্নেটিক অক্সাইড		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ম্যাগ্নেটিকম্	অক্ অ্ আয়রণ	৫—১০ গ্রেঃ	বলকারক রক্তজনক, উগ্রতা মাত্র নাই
ফেরি পারক্সাইডম্ হিউমিডম্	ময়েষ্ট পারক্সাইড অব আয়রণ		
ফেরি পারক্সাইডম্ হাইড্রেটম্	হাইড্রেটেড পারক্সাইড অফ আয়রণ	১০—৬০ গ্রেঃ	রক্তজনক, বলকারক, রজোনিঃসারক ও ক্রিমিনাশক।
এমপ্লাষ্ট্রম্ ফেরি	প্লাষ্টর অফ আয়রণ		ঐ
ফেরি ফস্ফাস্	ফস্ফেট অফ আয়রণ	৫—১০ গ্রেঃ	রক্তজনক, পরিবর্ত্তক, বলকারক।
সিরপস্ ফেরি ফস্ফেটিস্	সিরপ অফ ফস্ফেট অফ আয়রণ	½—২ ড্রাম	ঐ
ফেরি সল্ফাস্	সল্ফেট অফ আয়রণ	২—৫ গ্রেঃ	ক্ষার, ক্ষার কার্বনেট, গন্ধক দ্রাবক ভিন্ন সমুদয় দ্রাবক, অধিকাংশ ধাতব লবণ, ট্যানিক এবং গ্যালিক য়্যাসিডের সহিত ইহার অমিলন।
ফেরি সল্ফাস্ এক্সিকেটা	ড্রায়েড সল্ফেট অফ আয়রণ	½—৩০ গ্রেঃ,	ঐ
ফেরম্ টার্টারেটম্	টার্টারেটেড আয়রণ	৫—২০ গ্রেঃ, ক্রিমিনাশার্থ ৩০—৬০ গ্রেঃ	বলকারক, মূত্রকারক, রক্তকারক, অধিক মাত্রায় ক্রিমিনাশক।
লাইকর ফেরিপার ক্লোরাইডি ষ্ট্রং	ষ্ট্রং সোলুশন অফ পার ক্লোরাইড অফ আয়রণ।		
(লাইকর) ফেরিপার ক্লোরাইডি	সোলুশন অফ নাইট্রেট অফ আয়রণ	১০—৬০ মিঃ	বলকারক, রক্তজনক, সঙ্কোচক, রক্তরোধক।
লাইকর ফেরি পার—	সোলুশন অফ পারসল্ফেট—		

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
সল্‌ফেটিস্‌	অফ আয়রণ		অতি প্রবল সঙ্কোচক ও রক্ত-রোধক, রক্তরোধার্থ স্থানিক প্রয়োগ করিবে
টীংচুরা ফেরি এসিটেটিস্‌	টীং অফ এসিটেট অফ আয়রণ		
ওলিয়ম মর্হুই	কডলিভর অইল	১—৮ ড্রাম	বলকারক, পরিবর্ত্তক, পোষক
পেপ্‌সিনা	পেপ্‌সিন	১—৫ গ্রেঃ	পাচক।

পরিবর্ত্তক বা অল্‌টারেটিব্‌স্‌।

হাইড্রার্জাইরম্‌	মার্কুরি		বিশুদ্ধ পারদ ঔষধার্থ ব্যবহার হয় না, ইহাতে প্রস্তুত ঔষধই ব্যবহার হইয়া থাকে।
এম্‌প্লাস্ট্রম্‌ এমোনায়েসাই কম্‌ হাইড্রোর্জিরো	এমোনিয়াক্‌ এণ্ড মার্কারি প্লাষ্টর	১৮ গ্রেণ	শোষণ ক্রিয়ার জন্য অর্ব্বুদ দিতে ব্যবহার হয়।
এম্‌প্লাস্ট্রম্‌ হাইড্রার্জিরাই	মর্কুরিয়েল্‌ প্লাষ্টর		শোষণ জন্য ব্যবহৃত হয়।
লিনিমেণ্টম্‌ হাইড্রার্জিরাই	লিনিমেণ্ট অফ মার্কুরি		মুখ আনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।
পিলুলা হাইড্রার্জিরাই	মার্কুরিয়েল্‌ পিল্‌	৩—৮ গ্রেঃ	পরিবর্ত্তক, লালানিঃসারক।
অলিওয়েটাম্‌ হাইড্রার্জিরাই	মর্কুরিয়েল্‌ অলিয়েট		
অঙ্গুয়েণ্টম্‌ হাইড্রার্জিরাই কম্পজিটম্‌	কম্পৌণ্ড অয়েণ্টমেণ্ট অফ মর্কুরি		মুখ আনাইবার জন্য ইহার মর্দ্দন অতি সহজ উপায়
অঙ্গুয়েণ্টম্‌ হাইড্রার্জিরাই	অয়েণ্টমেণ্ট অফ মর্কুরি		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
হাইড্রার্জিরাই আইওডাইডম্ রুব্রম্ ...	রেড আইওডাইড অফ্ মর্কুরি ...	১/১৬—১/৪ গ্রেণ ...	পরিবর্ত্তক, শোষক, দাহক, অত্যন্ত অল্প মাত্রায় প্রদাহিক বিষক্রিয়া করে, এজন্য সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।
অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রার্জিরাই আইওডিডাই রুব্রাই ...	অইণ্টমেণ্ট অফ্ রেড আইওডাইড অফ্ মর্কুরি ...		ঐ
হাইড্রার্জাইরাই আইওডাইডম্ বিরিডি	গ্রীণ্ আইওডাইড অফ্ মর্কুরি	বালকের পক্ষে ১/৬—১/২ গ্রেণ, প্রাপ্তবয়স্কের ১—৩ গ্রেণ ...	পরিবর্ত্তক।
হাইড্রার্জিরাই অক্সাইডম্ রুব্রম্ ...	রেড অক্সাইড্ অফ্ মর্কুরি ...		শ্লেষ্মা নিঃসারক কিন্তু আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না, বাহ্যিক ব্যবহারে দাহক
অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রার্জিরাই অক্সাইডাই রুব্রাই	অয়েণ্টমেণ্ট অফ্ রেড অক্সাইড্ অফ্ মর্কুরি		
হাইড্রার্জাইরাই পর ক্লোরাইডম্ ...	পর ক্লোরাইড অফ্ মর্কুরি ..	১/১৬—১/৮ গ্রেণ ..	অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহারে পরিবর্ত্তক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে, বাহ্য ব্যবহারে দাহক
লাইকর হাইড্রার্জাইরাই পরক্লোরিডাই ...	সোল্যুসন অফ্ পরক্লোরাইড অফ্ মার্কুরি ...	½—২ ড্রাম ...	ঐ
লোসিয়ো হাইড্রার্জাইরাই ফ্লেবা ...	ইয়েলো মার্কুরিয়েল্ লোসন্ ...	...	ঐ
হাইড্রার্জিরাই সব্ ক্লোরাইডম্ ...	সব্ ক্লোরাইড অফ্ মার্কুরি ...	½—৫ গ্রেণ ...	পরিবর্ত্তক, বিরেচক, লালানিঃসারক, পিত্ত নিঃসারক, ক্রিমিনাশক, শোষক, অবসাদক ইহা দ্বারা প্রদাহ জন্মে না।
হাইড্রার্জাইরাই সল্ফাস্	সল্ফেট অফ্ মার্কুরি		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
হাইড্রার্জ্জাইরম্‌ এমোনিয়েটেস্‌	এমোনিয়েটেড্‌ মর্কুরি	..	আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না
অঙ্গুয়েণ্টম্‌ হাইড্রার্জ্জাইরাই এমোনিয়েটাই ...	অয়েণ্টমেণ্ট অফ্‌ এমোনিয়েটেড্‌ মর্কুরি		ঐ
লাইকর হাইড্রার্জ্জাইরাই নাইট্রেটিস্‌ এসিডস্‌	এসিড্‌ সোল্যুসন্‌ অফ নাইট্রেট অফ্‌ মার্কুরি	..	অত্যন্ত দাহক, লুপস্, ক্যান্সের ও অন্যান্য ক্ষতে ব্যবহার হয়
অঙ্গুয়েণ্টম্‌ হাইড্রার্জ্জাইরাই নাইট্রেটিস্‌	অয়েণ্টমেণ্ট অফ্‌ নাইট্রেট অফ্‌ মর্কুরি		ঐ
আইওডম্‌ ...	আইওডিন্‌ ...	½—২ গ্রেণ ...	পরিবর্ত্তক, শোষক, বল্যকারক, অধিক মাত্রায় প্রদাহিক বিষ ক্রিয়া করে।
টিংচুরা আইওডাই	টীং অফ্‌ আইডিন্‌	৫—২০ গ্রেণ ...	ঐ
লিনিমেণ্ট আইওডাই	লিনিমেণ্ট অফ আইওডিন্‌	বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত	ঐ
লাইকর আইওডাই ..	সোল্যুসন্‌ অফ্‌ আইওডিন্‌		ঐ
অঙ্গুয়েণ্টম্‌ আইওডাই ..	অয়েণ্টমেণ্ট অফ আইওডিন্‌	...	ঐ
বেপার আইওডাই ..	ইন্‌হেলসন্‌ অফ আইওডিন্‌	..	ঐ
পটাসিয়াই আইওডাইডম্‌ ...	আইওডাইড অফ পটাসিয়ম্‌ ...	২—১০ গ্রেণ	আইওডিন্‌ হইতে মৃদু, বাহ্য ব্যবহারে শোষক, উগ্রতাসাধক
লিনিমেণ্ট পটাসিয়াই আইওডিডাই কম্‌ সেপোনি ...	লিনিমেণ্ট অফ আইওডাইড অফ পটাসিয়ম্‌ এণ্ড সোপ	...	ঐ
অঙ্গুয়েণ্টম্‌ পটাসিয়াই আইওডাইডাই	আইওডাইড অফ পটাসিয়ম অয়েণ্টমেণ্ট		ঐ
সলফিউরিস আইওডাইডম্‌	আইওডাইড অফ সল্‌ফার	১—৪ গ্রেণ	পরিবর্ত্তক।

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা	মন্তব্য।
অঙ্গুয়েন্টম্ সল্ফিউরিস্ আইওডিডাই ...	অাইণ্টমেণ্ট অফ আইও-ডাইড অফ সলফার		ঐ
ব্রোমম্	ব্রোমিন্		ঐ
এমোনিয়া ব্রোমাইডম্	ব্রোমাইড অফ এমোনিয়া	২—২০ গ্রেণ	পরিবর্ত্তক, শোষক
পটাসাই ব্রোমাইডম্	ব্রোমাইড অফ পটাশিয়ম্	৫—৩০ গ্রেণ	পরিবর্ত্তক, শোষক অবসাদক, উত্তেজক, জননেন্দ্রিয়ের অবসাদক, আক্ষেপ নিবারক। অসম্মিলন—ক্ষার, অম্ল, বিবিধ ধাতব লবণ।
সল্ফর্	সল্ফর্	২০—৬০ গ্রেণ	পরিবর্ত্তক, কফ ও পিত্ত নিঃসারক ঘর্মকারক, অত্যন্ত অধিক মাত্রায় বিরেচক
কন্‌ফেক্‌সিয়ো সল্ফিউরিস্	কন্‌ফেক্‌সন্ অফ সল্ফর	১—২ ড্রাম	ঐ
অঙ্গুয়েন্টম সল্ফিউরিস্	সল্ফর আইণ্টমেণ্ট	...	ঐ
পটাসা সল্ফিউরেটা	সল্ফিউরেটেড্ পটাস্	২—১০ গ্রেণ	ইহার প্রধান ক্রিয়া শৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্রিয়া বৃদ্ধি করে পরিবর্ত্তক, পিত্ত নিঃসারক, ঘর্মকারক, উত্তেজক, অধিক মাত্রায়, বিষক্রিয়া করে ও মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে।
এসিডম্ সল্ফিউরোসম্	সল্ফরস্ এসিড	২—১ ড্রাম ...	পরিবর্ত্তক, পর্য্যায়নিবারক
লাইকর ক্লোরাই	সোলুসন্ অফ ক্লোরিন	১০—২০ মিঃ	পরিবর্ত্তক, বল্যকারক, উত্তেজক, লালানিঃসারক, পিত্তনিঃসারক, পচন নিবারক, দুর্গন্ধনাশক, অধিক মাত্রায় প্রদাহিক বিষ।
কালকস্ ক্লোরেটা	ক্লোরিনেটেড লাইম	২—১০ গ্রেণ	ক্লোরিনের ন্যায় ক্রিয়াশীল; অধিকন্তু অঙ্গনাশক।
লাইকর ক্যালসিস্—	সোলুসন্ অফ,—		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য
...কে রেটি	ক্লোরিনেটেড লাইম	১০ মিঃ—১ ড্রাম	ঐ
বেপর ক্লোরাই	ইন্‌হেলেসন্‌ অফ ক্লোরিণ		ঐ
লাইকর শোডি ক্লোরেটি	সোলুসন্‌ অফ ক্লোরিনেটেড্‌ শোডা	১০ ২০ মিঃ	পরিবর্ত্তক, সংকোচক, উত্তেজক, অম্লনাশক, দুর্গন্ধনাশক, পচন নিবারক
শোডিয়াই ক্লোরাইডম্‌	ক্লোরাইড অফ শোডিয়ম্‌	৫—২০ গ্রেণ	পরিবর্ত্তক, আগ্নেয়, অধিক মাত্রায় বিরেচক, বমনকারক, ক্রিমিনাশক, চক্ষোপরি বাহ্যিক ব্যবহারে ফোস্কাকারক
এমোনিয়াই ক্লোরাইডম্‌	ক্লোরাইড অফ এমোনিয়া	৫ ২০ গ্রেণ	পরিবর্ত্তক, পিত্তনিঃসারক, কফ নিঃসারক, ঘর্ম্মকারক, রজোনিঃসারক, শোষক, শৈত্যকারক, উত্তাসাধক, অধিক মাত্রায় ব্যবহার্য্য নহে
পটাশি ক্লোরাস্‌	ক্লোরেট অফ পটাশ	১০ ৩০ গ্রেণ	পরিবর্ত্তক, শৈত্যকারক, মূত্রকারক।
ট্রোচিসাই পটাশি ক্লোরেটিস্‌	ক্লোরেট অফ পটাশ লোজেঞ্জেস্‌	১—৬ চাক্তি	
এসিডম্‌ আর্সেনিওসম্‌	আর্সেনিয়স্‌ এসিড	১/৬০—১/১২ গ্রেঃ।	
লাইকর আর্সেনিকেলিস্‌	আর্সেনিকেল্‌ সোলুসন্‌	২—১০ মিঃ	
লাইকর আর্সেনিসাই হাইড্রোক্লোরিকস	হাইড্রোক্লোরিক সোলুসন অফ আর্সেনিক	২—১০ মিঃ	পরিবর্ত্তক, পর্য্যায় নিবারক, বাহ্য ব্যবহারে অত্যন্ত দাহক পচন নিবারক, অধিক মাত্রায় জীবননাশক বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়।
শোডি আর্সেনিয়াস্‌	আর্সেনিয়েট অফ শোডা	[illegible] গ্রেণ	পরিবর্ত্তক।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
লাইকর সোডি আর্সেনিয়েটিস্ ...	সোল্যুসন্ অফ আর্সেনিয়েট অফ শোডা	৫—১০ মিঃ	ঐ
ক্যালসিস্ ফস্ফাস্ ...	ফস্ফেট অফ লাইম্	১০—২০ গ্রেণ	ধাতুপরিবর্ত্তক, অম্লনাশক
সার্জি রেডিক্স	জ্যামেকা সার্জাপেরিলা		পরিবর্ত্তক, বলকারক, ঘর্ম্মকারক, কিঞ্চিৎ মূত্রকারক।
ডিকক্টম সার্জি ...	ডিকক্সন্ অফ্ সার্জাপেরিলা ...	২—৪ আং	ঐ
ডিকক্টম্ সার্জি কম্পজিটম্	কম্পৌণ্ড ডিকক্সন্ অফ সার্জাপেরিলা	১—৪ আং	ঐ
এক্সট্রাক্টম্ সার্জি লিকুইডম্	লিকুইড এক্সট্রাক্ট অফ সার্জাপেরিলা	½—২ ড্রাম	ঐ
হেমিডেস্মস্ রেডিক্স	হেমিডেস্মস্ রুট		পরিবর্ত্তক, ঘর্ম্মকারক, বলকারক, সার্জাপেরিলার পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়।
সিরপস্ হেমিডেস্মাই	সিরপ অফ হেমিডেস্মস্	½—২ ড্রাম	ঐ
কল্চিকম্	কল্চিকম্	২—৮ গ্রেণ	পরিবর্ত্তক, বিরেচক, মূত্রকারক, বেদনানিবারক, পিত্তনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক, অবসাদক, অধিক মাত্রায় বিবমিষা ও বমন উপস্থিত করে।
এক্সট্রাক্টম্ কল্চিসাই	এক্সট্রাক্ট অফ কল্চিকম্	½—২ গ্রেণ	ঐ
এক্সট্রাক্টম্ কলচিসাই এসেটিকম্ ...	এসেটিক এক্সট্রাক্ট অফ কল্চিকম্	½—২ গ্রেণ	ঐ
টিংচুরা কল্চিসাই সেমিনম্	টিং অফ কল্চিকম্ সীড্	১৫—৩০ মিঃ	ঐ
বাইনম্ কলচিসাই ...	ওয়াইন অফ কলচিকম্	১০—৩০ মিঃ	ঐ
সাসাফ্রাস্ রেডিক্স	সাসাফ্রাস্ রুট		পরিবর্ত্তক, ঘর্ম্মকারক।
ডল্কামারা ...	ডলকামারা	১—২ আং	পরিবর্ত্তক, ঘর্ম্মকারক, বাত ও উপদংশ রোগে ব্যবহার হয়।

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ইন্‌ফিউজম্ ডল্‌কামারি ...	ইনফিউজন্ অফ ডল্‌কামারা	১—২ আং	ঐ
মেজিরিয়াই কর্টেক্স	মেজেরিয়ম্ বার্ক		পরিবর্ত্তক, উত্তেজক ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় অন্ত্রে গোলমাল উপস্থিত করে, বাহ্য ব্যবহারে স্থানিক উগ্রতাসাধক ও ফোস্কাকারক।
এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ মেজেরিয়াই ইথিরিয়ম্ ...	ইথিরিয়েল্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অফ মেজেরিয়ম		ঐ
গোয়েকাই লিগনম্	গোয়েকম্ উড		
এট্ রেজিনা	এক রেজিন্	১০—৩০	পরিবর্ত্তক, উত্তেজক ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, লালানিঃসারক, রজোনিঃসারক
মিশ্চুরা গোয়েকাই	গোয়েকম্ মিক্শ্চর	১—২ আং	ঐ
টিংচুরা গোয়েকাই এমোনিয়েটা	এমোনিয়েটেড্ টীং অফ্ গোয়েকম	½—১ ড্রাম	ঐ

বিরেচক বা কেথেটিক্স।

ওলিয়ম্ রিসিনি	ক্যাষ্টর অইল	½—২ আং, বালকের পক্ষে ১—৪ ড্রাম	
জালাপা ...	জালাপ ...	১০—৩০ গ্রেণ	বিরেচক।
এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ জালাপি	এক্‌ষ্ট্রাক্ট অফ জালাপ	৫—১০ গ্রেণ	ঐ
পল্‌বিস্ জালাপি কম্পোজিটস্	কম্পো জালাপ পৌডর	২০—৬০ গ্রেণ	বিরেচক।
টিংচুরা জালাপি ...	টীং অফ জালাপ	১—২ ড্রাম	বিরেচক।
স্কেমোনিয়ম্ ...	স্কামনি	১০—২০ গ্রেণ	অত্যন্ত বিরেচক

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
স্কেমোনিয়ি রেজিনা	রেজিন্ অফ স্কামনি ...	৫ গ্রেণ	... ঐ
কন্ফেক্সিয়ো স্কেমোনিয়াই	কন্ফেক্সন্ অফ স্কামনি	১০—৩০ গ্রেণ	
	অল্প বয়স্কের পক্ষে ৩—১০ গ্রেণ		.. ঐ
মিক্শ্চর্ বা স্কেমোনিয়াই..	স্কামনি মিক্শ্চর	১—২ আং	.. ঐ
পলবিস্ স্কেমোনিয়াই কম্পজিটস্	কম্পৌণ্ড পৌডর অফ স্কামনি	১০—২০ গ্রেং, বালকদিগের পক্ষে ৩—৫ গ্রেণ	ঐ
ইলেটিরিয়ম্	ইলেটিরিয়ম্	১/১২—১/২ গ্রেণ	... অতি বিরেচক, যেখানে যুগনী বিবমিষ উপস্থিত হয়
রিয়াই রেডিক্স ...	রুবার্ব রুট	২—৫ গ্রেঃ বলকারক এবং সংকোচক, ১০—৩০ গ্রেঃ বিরেচক ...	মৃদু, বলকারক, বিরেচক, এবং সঙ্কোচক; অল্পমাত্রায় বলকারক, পূর্ণ মাত্রায় বিরেচক।
একস্ট্রাক্টম্ রিয়াই	একস্ট্রাক্ট অফ রুবার্ব	৫—২০ গ্রেঃ	.. ঐ
ইন্ফিউজম্ রিয়াই	ইন্ফিউজন্ অফ রুবার্ব ..	১—২ আং	... ঐ
পাইলুলা রিয়াই কম্পজিটা	কম্পৌণ্ড রুবার্ব পিল্ ..	১০—৩০ গ্রেঃ ...	ঐ
পলবিস্ রিয়াই কম্পজিটস্	কম্পৌণ্ড রুবার্ব পৌডর	২০—৬০ গ্রেঃ, শিশুদিগের ৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
টিংচুরা রিয়াই	টীংচর অফ রুবার্ব ...	১—২ ড্রাম আগ্নেয় এবং বলকারক, ৪ ড্রাম মাত্রায় বিরেচক ..	ঐ
সিরপস রিয়াই ..	সিরপ অফ রুবার্ব ..	১—৪ ড্রাম ...	ঐ
বাইনম্ রিয়াই	ওয়াইন রুবার্ব	১—২ ড্রাম ...	ঐ
সেনা ..	সেনা ...	১০—২০ গ্রেঃ	বিরেচক। ইহার কার্য্য কিছু উত্তেজক, শোণিত ক্রিয়া কার্য্য করে, বায়ুনাশক, ঔষধ সহ ব্যবহার্য্য অনুমিলন—দ্রাবক, ক্ষার কার্বনেট,

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
			চূণের জল, সীস, রৌপ্য এবং তাম্রঘটিত লবণ, করোসিব্‌ সবলিমেট, টার্টার এমেটিক, পীত সিন্‌কোনা বল্কল।
কন্‌ফেক্‌সিয়ো সেনি	কনফেক্‌সন অফ সেনা	৬০ গ্রেঃ—৪ ড্রাম	ঐ
ইন্‌ফিউজম্‌ সেনি	ইনফিউজন অফ সেনা	১ ২ আং	ঐ
সিরপাস্‌ সেনি	সিরপ অফ সেনা	শৈশবাবস্থায় ১—২ ড্রাম, বিরেচনার্থ প্রযোজ্য	ঐ
টিংচুরা সেনি	টীং অফ সেনা	১—৪ ড্রাম	ঐ
মিশ্চুরা সেনি কম্পজিটম্‌	কম্পোণ্ড মিকশ্চর অফ সেন	১—২ আং	ঐ
এলো	এলোজ	৩—৫ গ্রেঃ	অল্প মাত্রায় উত্তেজক, বিরেচক, বলকারক, পিত্তনিঃসারক, রজোনিঃসারক।
এনিমা এলোজ	এনিমা অফ এলোজ		ঐ
একষ্ট্রাক্টম এলোজ বার্বেডেন্‌সিস্‌	একষ্ট্রাক্ট অফ বার্বেডোজ এলোজ	২—৬ গ্রেণ	ঐ
পাইলুলা এলোজ বার্বেডেন্‌সিস্‌	পিল অফ বার্বেডোজ এলোজ	৫—১০ গ্রেণ	ঐ
পাইলুলা এলোজেট ফেরি	পিল অফ এলোজ এণ্ড আয়রণ	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
ডিকক্টম্‌ এলোজ কম্পজিটম্‌	কম্পোণ্ড ডিকক্‌সন অফ এলোজ	½—২ আং	ঐ
একষ্ট্রাক্টম্‌ এলোজ সকট্রাইনি	একষ্ট্রাক্ট অফ সকট্রাইন এলোজ	২—৬ গ্রেঃ	ঐ
পাইলুলা এলোজ সকট্রাইনি	পিল অফ সকট্রাইন এলোজ	৫—১০ গ্রেঃ	
পাইলুলা এলোজ—	পিল অফ এলোজ—		

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
এট-অ্যাসাফিটিডি ..	এণ্ড আসাফটিডা	১০—২০ গ্রেঃ	... ঐ
পাইল্যুলা এলো-জেট মর্হি ...	এলোজ এণ্ড মার্ পিল্	৫—১০ গ্রেঃ	.. ঐ
টিংচ্যুরা এলোজ ...	টীং অফ্ এলোজ	.. ২—৩ ড্রাম	ঐ
ভাইনম্ এলোজ	ওয়াইন অফ্ এলোজ	১—২ ড্রাম	ঐ
কলসিন্থিডিস্ পলপা	কলসিন্থ পলপ	..২—১০ গ্রেঃ	তীব্র বিবেচক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে, অল্প মাত্রায় মূত্রকারক।
এক্সট্রাক্টম্ কলসিন্থিডিস্ কম্পজিটম্	কম্পৌণ্ড একস্ট্রাক্ট অফ্ কলসিন্থ	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
পাইল্যুলা কলসিন্থিডিস্ এট হায়োসায়েমাই	পিল্ অফ কলসিন্থ এণ্ড হায়োসায়েমস্	.. ৫—১০ গ্রেঃ	... ঐ
ম্যানা	ম্যানা	৬০ গ্রেঃ—১ আং	মৃদু বিবেচক।
ম্যাগ্নিসিয়া ...	ম্যাগ্নিসিয়া	১০—৬০ গ্রেণ	মৃদু বিরেচক, অম্লনাশক, বমন নিবারক অসম্মিলন—অম্লাধিক, লবণ, ফটকিরি, ধাতুঘটিত লবণ নিসাদল।
ম্যাগ্নিসি কার্বনাস্ .	কার্বনেট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়া	১০—৬০ গ্রেঃ	মৃদু বিবেচক, অম্লনাশক
লাইকর ম্যাগ্নিসি কার্বনেটিস্	সোলুসন অফ্ কার্বনেট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়া	...১—২ আং	ঐ
ম্যাগ্নেসি সল্ফাস্ ..	সল্ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	...৬০ গ্রেঃ—২ আং	বিবেচক, নানা প্রকার কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহৃত হয়।
এনিমা ম্যাগ্নিসি—	এনিমা অফ সল্ফেট —		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ম্যাগ্‌ সল্‌ফেটিস্‌	অফ্‌ ম্যাগ্‌নেসিয়া		ঐ
পটাসি সল্‌ফাস্‌	সল্‌ফেট্‌ অফ্‌ পটাশ	১৫—৬০ গ্রেঃ	বিরেচক, শৈত্যকারক
পটাশি টার্টাস্‌ এসিডা	এসিড টার্ট্রেট্‌ অফ পটাশ	২০—৬০ গ্রেঃ	বিরেচক, অল্প মাত্রায় শৈত্য ও মূত্রকারক
পটাশি টর্ট্রাস্‌	টার্ট্রেট অফ্‌ পটাস্‌	বিরেচনার্থ ২—৪ ড্রাম, মূত্রকরণার্থ ৬০—১২০ গ্রেঃ	মৃদু বিরেচক সদা সর্ব্বদা ব্যবহার হয়।
সোডি ফস্ফাস্‌	ফস্ফেট অফ্‌ সোডা	১/২—১ আং	বিরেচক, সল্‌ফেট অফ্‌ ম্যাগ্‌নিসিয়া ও সোডার ন্যায় কার্য্য করে, বিকটাস্বাদ নহে, এজন্য বালকদিগের ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রস্রাবে ইউরিক য়্যাসিড জন্মিলে ব্যবহার করা যায়।
সোডা টার্টারেটা	টার্টারেটেড সোডা	[illegible] আং	বিরেচক, মূত্রকারক।
প্রুনম্‌	প্রুন্‌		মৃদু বিরেচক।
ক্যাসিয়া	ক্যাসিয়া	১০ গ্রেঃ—১ আং	মৃদু বিরেচক।
পডফিলাই রেডিক্স	পডফিলম্‌ রূট	১০—২০ গ্রেঃ।	
পডফিলাই রেজিনা	রেজিন্‌ অফ পড্‌ফিলম্‌	১/৪—১ গ্রেঃ	বিরেচক, পিত্ত-নিঃসারক ও পরিবর্ত্তক।
বেলা	বেল্‌	১—৪ ড্রাম	বিরেচক, সংকোচক।
একস্ট্রাক্টম বেলী লিকুইডম্‌	লিকুইড্‌ একস্ট্রাক্ট অফ বেল	১—২ ড্রাম	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ফ্লেইকস্	ফিগ	...	মৃদু বিরেচক।
ওলিয়ম্ ক্রোটনিস্	ক্রোটন্ অইল	½—২ মিঃ	অত্যন্ত বিরেচক, বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতাসাধক।

বমনকারক বা এমেটিক্স।

ইপেকাকুয়ানা	ইপিকাকুয়ানা	কফনিঃসারক ¼—২ গ্রেঃ, বমনকারক ১৫—৩০ গ্রেঃ ...	কফ-নিঃসারক, স্বেদজনক, বমনকারক, পিত্ত-নিঃসারক, রক্তঃনিঃসারক, বিরেচক
পল্‌বিস্ ইপেকাকুয়ানা কম্পৌজিটস্	কম্পৌণ্ড পৌডর অফ ইপেকাকুয়ানা	...	ঐ
ট্রোচিসাই ইপেকাকুয়ানী	ইপেকাকুয়ান্ লোজেঞ্জেস্	১—৩ চাক্তি ...	ঐ
ভাইনম্ ইপেকাকুয়ানী ...	ওয়াইন অফ ইপেকাকুয়ান	বমনকরণার্থ ২—৪ ড্রাম বালকের পক্ষে ½—১ ড্রাম, কফনিঃসরণ এবং স্বেদজননার্থ ১০—৩০ মিঃ, শৈশবাবস্থায় ২—১০ মিঃ।	
সিনেপিস্	মষ্টার্ড	...	বমনকারক, আগ্নেয়, মূত্রকারক, উত্তেজক, বাহ্য ব্যবহারে উগ্রতাসাধক, ফোস্কাকারক।
ক্যাটাপ্লাজমা সিনেপিস্	মষ্টার্ড পুলটিস্	...	ঐ
ওলিয়ম্ সিনেপিস্	অইল অফ মাষ্টার্ড		ঐ
লিনিমেণ্ট সিনেপিস্ কম্পজিটস্	কম্পৌণ্ড লিনিমেণ্ট অফ মাষ্টার্ড	...	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
জিন্সাই সল্ফাস্	সল্ফেট অফ জিঙ্ক	..	(অন্যান্য বিষয় ... কারক ঔষধ শ্রেণীতে দেখ।
কুপ্রাই সল্ফাস্ ...	সলফেট অফ কপার	..	বলকারক শ্রেণীতে দেখ
এন্টিমোনিয়ম্ টার্টারেটম	টার্টারেটেড্ এন্টিমনি ...	.	অবসাদক শ্রেণীতে দেখ।

মূত্রকারক বা ডাইউরেটিক্স।

ক্যান্থারিস্ ...	ক্যান্থারিডিজ ..	২—২ গ্রেঃ ...	মূত্রকারক, উত্তেজক, অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে প্রবল বিষক্রিয়া করে এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে, বাহ্য ব্যবহারে দাহক, ফোস্কাকারক।
এম্প্লাষ্ট্রাম্ ক্যান্থারিডিজ	ক্যান্থারিডিজ প্লাষ্টার		ঐ
এম্প্লাষ্ট্রম্ ক্যালিফেসিয়েন্স	ওয়ারম্ প্লাষ্টার		ঐ
লাইকর্ এপিস্পাষ্টিকস্	ব্লিষ্টরিং লিকুইড		ঐ
টিংচুরা ক্যান্থারিডিজ ..	টীংচার অফ ক্যান্থারিডিজ ..	৫—২০ মিঃ ..	ঐ
আঙ্গুয়েণ্টম্ ক্যান্থারিডিজ ..	অইণ্টমেণ্ট অফ ক্যান্থারিডজ	..	ঐ
এসিটম্ ক্যান্থারিডিজ ...	বিনিগার অফ ক্যান্থারিডিজ		ঐ
চার্টা এপিস্প্যাষ্টিকা ...	ব্লিষ্টরিং পেপার ...	...	ঐ
সিলা	স্কুইল্স	১—৩ গ্রেঃ ..	মূত্রকারক, বমনকারক, উত্তেজক, কফনিঃসারক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে, এমন কি ২০ গ্রেন খাইয়া মৃত্যু হইয়াছে।
এসিটম্ সিলি	বিনিগার অফ স্কুইল	১০—৪০ মিঃ	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা	মন্তব্য।
পাইলুলা সিলি কম্পজিটা	কম্পৌণ্ড স্কুইল পিল্	৫—১০ গ্রেঃ	ঐ
সিরপস সিলি	সিরপ অফ স্কুইল	½—১ ড্রাম	ঐ
টিংচুরা সিলি	টীং অফ স্কুইল	১০—৩০ মিঃ	ঐ
অক্জিমেল্ সিলি	অক্জিমেল্ অফ স্কুইল	½—১ ড্রাম	ঐ
কোপেবা	কোপেবা	½—১ ড্রাম	মূত্রকারক, উত্তেজক, অধিক মাত্রায় অন্ত্রে গোলমাল উপস্থিত করে, গনোরিয়ার মহৌষধি।
ওলিয়ম্ কোপেবী	অইল অফ কোপেবা	৫—২০ মিঃ	ঐ
ওলিয়ম্ জুনিপরাই	অইল অফ জুনিপর	২—৫ মিঃ	উত্তেজক, মূত্রকারক।
স্পিরিটস্ জুনিপরাই	স্পিরিট অফ জুনিপর	৩০ মিঃ—১ ড্রাম	ঐ
বুকু ফোলিয়া	বুকু লীবস্	২০—৪০ গ্রেঃ	মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, উত্তেজক, আগ্নেয়, বলকারক, বায়ুনাশক
ইন্ফিউজম্ বুকু	ইন্ফিউজন্ অফ বুকু	১—২ আং	ঐ
টিংচুরা বুকু	টিং অফ বুকু	১—৪ ড্রাম	ঐ
স্পিরিটস্ ইথরিস্ নাইট্রোসাই	স্পিরিট অফ নাইট্রাস্ ইথর	½—২ ড্রাম	উত্তেজক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, শৈত্যকারক।
পেরেরি রেডিক্স	পেরিরা রুট	৩০—৬০ গ্রেঃ	বলকারক, মূত্রকারক
ডিকাক্টম্ পেরেরি	ডিকক্সন্ অফ পেরেরা	১—২ আং	ঐ
এক্স্ট্রাক্টম্ পেরেরি	একস্ট্রাক্ট অফ পেরেরা	১০—২০ গ্রেঃ	ঐ
এক্স্ট্রাক্টম্ পেরেরি—	লিকুইড এক্স্ট্রাক্ট—		

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
লিকুইডম্ ...	অফ পেরেরা ...	১—২ ড্রাম	ঐ
পটাসি এসিটাস্ ...	এসিটেট অফ পটাস্ ...	১০—৬০ গ্রেঃ	মূত্রকারক, ঘর্মকারক, শৈত্যকারক, কাহারও কাহারও মতে বিরেচক।
এমোনি বেন-জোয়াস্ ...	বেন্জোয়েট অফ এমোনিয়া ...	১০—২০ গ্রেঃ	মূত্রকারক, মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ ও প্রস্রাবে ফস্ফেট জন্মিলে বিলক্ষণ উপকারী।
এমোনি ফস্ফাস্ ...	ফস্ফেট অফ এমোনিয়া ...	৫—১০ গ্রেঃ	উত্তেজক, মূত্রকারক, ইউরিক এসিড বশতঃ, গাউট, রিউমাটিজম্ ইত্যাদি রোগে বিলক্ষণ উপকারী।
আর্মোরেসি রেডিক্স ...	হর্স রাডিস্ রুট ...	০ ...	মূত্রকারক, উত্তেজক, ঘর্মকারক, লালা নিঃসারক।
স্পিরিটস্ আর্মোরেসি কম্পাজিটস্ ...	কম্পৌণ্ড স্পিরিটস্ অফ হর্স রাডিস্	১—২ ড্রাম	ঐ
ডিজিটেলিস্ ...	ডিজিটেলিস্ ...		শারীরীয় অবসাদক ঔষধ শ্রেণীতে বর্ণিত হইয়াছে।
পটাসি নাইট্রাস	নাইট্রেট অফ পটাস ...		ধামনিক অবসাদক ঔষধ শ্রেণীতে দেখ।
ওলিয়ম্ টেরেবিন্থিনি ...	অয়েল অফ টর্পেণ্টাইন ...		ধামনিক উত্তেজক ঔষধ শ্রেণীতে বর্ণিত হইয়াছে।
পটাসি টার্টাস এসিডা ...	এসিড টার্টেট অফ পটাশ ...		বিরেচক ঔষধ শ্রেণীতে দেখ।

কফনিঃসারক বা এক্সপেক্টোরেণ্টস্।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ক্রিয়েজোটাম্	ক্রিয়েজোট	১—৩ মিঃ	কফ নিঃসারক, সংকোচক, বক্ষ শোধক, পচন নিবারক, মূত্রকারক, বমন নিবারক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে।
মিশ্চুরা ক্রিয়েজোটাই	ক্রিয়েজোট মিকশ্চর	২ আং	ঐ
অঙ্গুয়েণ্টম্ ক্রিয়েজোটাই	অইণ্টমেণ্ট অফ ক্রিয়েজোট	০	ঐ
বেপর ক্রিয়েজোটাই	ইন্‌হেলেসন্ অফ ক্রিয়েজোট	০	ঐ
পিক্স লিকুইডা	টার		কফনিঃসারক, উত্তেজক, মূত্রকারক, দুর্গন্ধহারক
অঙ্গুয়েণ্টম্ পাইসিস লিকুইডি	অইণ্টমেণ্ট অফ টার	০	ঐ
বেন্‌জোইনম্	বেন্‌জোইন্	১০—২০ গ্রেঃ	কফনিঃসারক, উত্তেজক
টিংচুরা বেন্‌জোইনাই কম্পাজিটা	কম্পৌণ্ড টীং অফ বেন্‌জোইন্	ই—২ ড্রাম	ঐ
এসিডম্ বেন্‌জোইকম্	বেন্‌জোইক এসিড	০	ঐ
এডেপ্স বেন্‌জোয়েটস	বেন্‌জোয়েটেড লার্ড	০	ঐ
ষ্টাইর্‌যাক্স	ষ্টোরাক্স	৫—২০ গ্রেঃ	উত্তেজক, কফনিঃসারক।
সেনিগি রেডিক্স	সেনেগা রুট	১০—৩০ গ্রেঃ	কফনিঃসারক, উত্তেজক, মূত্রকারক।
ইন্‌ফিউজম্ সেনেগী	ইন্‌ফিউজন্ সেনেগা	১—২ আং	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
টিংচুরা সেনেগি	টীং অফ সেনেগা	২—২ড্রাম	ঐ
বাল্‌সেমম্ পিক বিয়ানম	বাল্‌সম্ অফ পিক	১০—৩০মিঃ	উত্তেজক, কফ নিঃসারক।
বাল্‌সেমম্ টোলুটেনম্	বাল্‌সম্ অফ টোলু		উত্তেজক, কফ-নিঃসারক প্রদাহিক লক্ষণ থাকিলে অবিধেয়
সিরপস টোলুটেনস্	সিরপ অফ টোলু	২—২ ড্রাম	ঐ
টিংচুরা টোলুটেনা	টীং অফ টোলু	২—১ ড্রাম	ঐ
টেরেবেন্থিনা কানেডেন্সিস্	কানেডা বাল্‌সম্	১০—৩০ গ্রেঃ	জাব-পিন্ তৈলের ন্যায় ক্রিয়া
পিক্স বর্গণ্ডিকা	বর্গণ্ডি পিচ্		
অম্ আমেরিকানম্	কমন্ ফ্রাঙ্কিন্ সেন্স।		
এণ্টিমোনিয়ম্ টার্টারেটেড	টার্টারেটেড এণ্টিমনি		ধাতবিক ঔষধ শ্রেণীতে দেখ।
লোবিলিয়া	লোবিলিয়া		স্নায়বীয় অবসাদক ঔষধ শ্রেণীতে দেখ।
ইপেকাকুয়ানা	ইপেকাকুয়ানা		বমনকারক ঔষধ শ্রেণীতে দেখ।
সিলা	স্কুইল		মুত্রকারক ঔষধ শ্রেণীতে দেখ।

স্নিগ্ধকারক বা ডিমল্‌সেণ্টস্‌।

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ল্যাক	... মিল্ক	..	.. স্নিগ্ধকারক, পোষক।
স্যাকেরম্‌ ল্যাক্‌টীস্‌	.. সুগার অফ মিল্ক		স্নিগ্ধকারক
ওবম্‌ ...	এগ্‌ .. কর্বোসিভ সব্লিমেট ও তাম্রের লবণাদি যেমন তুঁতিয়া ইত্যাদি ও অন্যান্য প্রদাহিক বিষক্রিয়া দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা বিষঘ্ন ও স্নিগ্ধকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয়।		
মেল্ল	... হনি		স্নিগ্ধকারক, ঈষৎ বিরেচক
গ্লাইসিরিজ রেডিক্স	লিকরীস্‌ রুট	...	স্নিগ্ধকারক, শিথিলকারক, সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়
একষ্ট্রাক্টম্‌ গ্লাইসরিজ	একষ্ট্রাক্ট অফ লিকরীস্‌	৫—৩০ গ্রেঃ	... ঐ
গ্লাইসরাইনম্‌ ..	গ্লীসরীন	... ১—২ ড্রাম	.. স্নিগ্ধ ও আর্দ্রকারক।
একেসিয়া গমাই	. গম্‌ একেসিয়া		কাশ রোগে অত্যন্ত উপকারী
মিউসিলেগো একেসি	মিউসিলেজ অফ গম্‌ একেসিয়া	...	... ঐ
ট্রাগাকান্থা	... ট্রাগেকান্থ	..	ইহার ক্রিয়া আরবি গঁদের ন্যায়।
মিউসিলেগো ট্রাগেকান্থি	মিউসিলেজ অফ ট্রাগেকান্থ	১—২ আং	... ঐ
পালবিস্‌ ট্রাগেকান্থি কম্পজিটস্‌ ..	কম্পৌণ্ড পৌডর অফ ট্রাগেকান্থ	২০—৬০ গ্রেঃ	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম	মাত্রা	মন্তব্য।
ওলিয়ম্‌ অলিবি	অলিব অইল্‌	...	স্নিগ্ধকারক, বিরেচক।
ওলিয়ম্‌ থিয়োব্রমি	অইল অফ থিয়োব্রমা	...	স্নিগ্ধকারক
লিনাই সেমিনা	লিন্‌সীড		স্নিগ্ধ ও আর্দ্রকারক, বিবিধ ক্ষতে ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়
ইন্‌ফিউজম্‌ লিনাই	ইন্‌ফিউজন্‌ অফ লীন্‌সিড্‌	যথেচ্ছাক্রমে প্রযোজ্য ...	ঐ
ক্যাটপ্লাজমা লিনাই	লিন্‌সীড্‌ পুল্‌টিস্‌		ঐ
ওলিয়ম্‌ লিনাই	অইল অফ লিন্‌সীড		ঐ
ইউবি	রেজিনস্‌		অল্প স্নিগ্ধকারক, পোষক
মোরাইসকস্‌	মল্‌বেরি জুস্‌		স্নিগ্ধকারক।
সিরপস মোরাই	সিরফ অফ মল্‌বেরি		ঐ
সিট্রেরিয়া	আইসলণ্ড মস্‌		স্নিগ্ধকারক, বলকারক এবং পোষক।
এমাইলম্‌	হুইট ষ্টার্চ		স্নিগ্ধকারক, পোষক, শোষক, আবরক
গ্লাইসরাইনম্‌ এমিলাই	গ্লিসরীন অফ ষ্টার্চ		ঐ
হর্ডিয়ম্‌ ডিকর্টিকেটম্‌	পরল্‌ বার্লী	...	স্নিগ্ধকারক পোষক।
ডিকক্টম্‌ হর্ডিয়াই	ডিকক্‌সন্‌ অফ বার্লি		ঐ
অলমাই কর্টেক্স	এলেম্‌ বার্ক		স্নিগ্ধকারক, সংকোচক, বলকারক
ডিকক্টম্‌ অলমাই	ডিকক্‌সন্‌ অফ এল্মস্‌ বার্ক	২—৪ আং	ঐ
স্যাকেরম্‌ পিউরিফিকেটম্‌	রিফাইণ্ড সুগার		স্নিগ্ধকারক, পোষক, শৈত্যকারক

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
সিরুপস্	সিরপ্	...	... ঐ
মেবাইমেকা	টী বেরি		স্নিগ্ধকারক, অল্প বিরেচক
এমিগ্‌ডেলি ডুলসেস্	সুইট আমণ্ডস্		পোষক, স্নিগ্ধকারক।
পল্‌বিস্ এমিগ্‌ডেলি	কম্পৌণ্ড পৌডর		
কম্পজিটস্	ঐক আমণ্ডস্	...	ঐ
মিশ্চুরা এমিগ্‌ডেলি	আমণ্ড মিক্শ্চর	১—২ আং	ঐ
ওলিয়ম্ এমিগ্‌ডেলি	আমণ্ড অইল		ঐ

ক্রিমিনাশক বা এন্থেল্‌মিণ্টিক্স।

স্যাণ্টোনিকী	স্যাণ্টোনিকা	১০—৬০ গ্রেঃ	মহৌষধ ন্যায় ক্রিমিনাশক
কামালা	কামালা	৩০ গ্রেঃ—½ আং	ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে সমূহ উপকার করে
কুসো	কুসো ...	২—½ আং	ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে উপকারী
ইন্‌ফিউজম্ কুসো	ইন্‌ফিউজন্ অফ কুসো		ঐ
গ্রানেটাই রেডিসিস্ কর্টেক্স	পোমগ্র্যানেট্ রুট বার্ক		ঈষৎ সঙ্কোচক ও ক্রিমিনাশক।
ডিকক্টম্ গ্র্যানেটাই রেডিসিস্	ডিকাক্‌সন্ অফ পোমগ্র্যানেট রুট	১—৩ আং	ঐ
ফলিক্স মাস্	মেলফার্ণ		ক্রিমিনাশক, ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে উপকারী

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
একস্ট্রাক্টম্ ফিলিসিস্ লিকুইডম্	লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অফ মেলফর্ণ	১৫ মিঃ—১ ড্রাম	ঐ

দাহক বা এস্কারটিক্স।

শীলিব	হীট		
পটাশা কষ্টিকা	কষ্টিক পটাশ	...	জলশোষক, প্রবল দাহক, কিন্তু প্রায় দাহকরূপে ব্যবহার হয় না। হস্পিটাল্ গ্যাঙ্গ্রিন ইত্যাদি পচা ক্ষতে ব্যবহৃত হয়।
শোডা কষ্টিকা	কষ্টিক শোডা	...	প্রায় কষ্টিক পটাশের মত, কিন্তু তদপেক্ষা মৃদু।
এসিডম কার্বলিকম	কার্বলিক এসিড	১—৩ গ্রেঃ	পচননিবারক, দুর্গন্ধহারক, উত্তেজক, বায়ুনাশক, বমননিবারক, দাহক, স্থানিক উগ্রতা সাধক।
পটাশি পরম্যাঙ্গানস	পরম্যাঙ্গনেট অফ পটাশ	...	দাহক, দুর্গন্ধহরক, পচননিবারক, পরিবর্ত্তক।
গ্লাইসরীইনম এসিডাই কার্বলিসাই	গ্লীসরীন অফ কার্বলিক এসিড	...	ঐ

লালানিঃসারক বা স্যায়েলোগগ্‌স্

পাইরিথ্রাই র‍্যাডিক্স	পেলিটরি রুট	...	লালানিঃসারক, স্থানিক উগ্রতা সাধক।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
টিংচুরা পাইরিথাই	টিং অফ পেলিটরি	...	... ঐ

গন্ধদ্রব্য বা এরোমাটিক্স।

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
কার্ব্বেমোমম্ ...	কার্ডেমমস্ ...	...	আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক।
টিংচুরা কার্ডেমোমাই কম্পজিটা ...	কম্পৌণ্ড টীং অফ কার্ডেমমস্	½—২ ড্রাম	... ঐ
ক্যারিওফাইলম্ ...	ক্লবস্	৫—২০ গ্রেঃ	অজীর্ণ ও উদারাধ্মানে বিশেষ উপকারী।
ইনফিউজম ক্যারিওফাইলি	ইনফিউজন অফ ক্লবস্	... ১—২ আং	... ঐ
ওলিয়ম্ ক্যারিওফাইলি ..	অইল অফ ক্লবস্	... ১—৫ মিঃ	... ঐ
সিনেমোমাই কর্টেক্স ...	সিনেমন্ বার্ক	... ৫—২০ গ্রেঃ	... অল্প সংকোচক।
একোয়া সিনেমোমাই	সিনেমন্ ওয়াটার	... ১—২ আং	... ঐ
টিংচুরা সিনেমোমাই ...	টীং অফ সিনেমন্	১—২ ড্রাম	... ঐ
পল্‌বিস্ সিনেমোমাই ...	কম্পৌণ্ড পৌডর অফ সিনেমন্	... ১০—৩০ গ্রেঃ	... ঐ
ওলিয়ম্ সিনেমোমাই ..	অইল অফ সিনেমন্	... ১—৫ মিঃ	... ঐ
কিউবেবা ...	কিউবেবস্	... ২০—১২০ গ্রেঃ	... শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজক—বিশেষতঃ মূত্রযন্ত্রের
ওলিয়ম্ কিউবেবী ...	অইল অফ কিউবেবস্	... ৫—২০ মিঃ	... ঐ
টিংচুরা কিউবেবী ..	টীং অফ কিউবেবস্	... ½—২ ড্রাম	ঐ

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ক্যারিয়াওফাই ফ্রুক্টস্	কোরিয়াণ্ডর ফ্রুট	৩০—৬০ গ্রেঃ	আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক।
ওলিয়ম্ কোরিয়াণ্ড্রাই	অইল্ অফ কোরিয়াণ্ডর্	১—৫ মিঃ	... ঐ
কারুই ফ্রুক্টস্	ক্যারাওয়ে ফ্রুট	১০—৬০ গ্রেঃ	আগ্নেয় উত্তেজক, বায়ুনাশক।
একোয়া কারুই	ক্যারাওয়ে ওয়াটার	১—২ আং	ঐ
ওলিয়ম্ কারুই	অইল অফ ক্যারাওয়ে	১—৫ মিঃ	ঐ
কস্ক	কচিনীল	... ০ ...	আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক।
টিংচুরা কক্সাই	টীং অফ কচিনীল	...	০ ... ঐ
এনিসাই ফ্রুক্টস্	এনিসীড্	১০—৬০ গ্রেঃ	আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক।
এসেন্সিয়া এনিসাই	এসেন্স অফ এনিস্	১০—২০ মিঃ	ঐ
ওলিয়ম্ এনিসাই	অইল অফ এনিসীড্	১—৫ মিঃ	ঐ
মাইরিষ্টিকা	নট্মেগ	৫—২০ গ্রেঃ	আক্ষেপ-নিবারক অধিক মাত্রায় মাদক।
ওলিয়ম্ মাইরিষ্টিসি	বলেটাইল্ অয়েল অফ নট্মেগ	১—৫ মিঃ	ঐ
ওলিয়ম্ মাইরিষ্টিসি এক্সপ্রেসম্	এক্সপ্রেসড্ অইল অফ নট্মেগ	১—৫ মিঃ	ঐ
স্পিরিটস্ মাইরিষ্টিস্	স্পিরিট অফ নট্মেগ	১০—৬০ মিঃ	ঐ
পাইপর নাইগ্রম্	ব্ল্যাক্ পেপার	৫—২০ গ্রেঃ	অর্শ-রোগে ভাল, শিথিলতায় বিশেষ উপকারী।
কন্ফেক্সিয়ো পাইপরিস্	কন্ফেক্সন্ অফ পেপার	৩ গ্রেঃ	ঐ
লিমোনিস্ কর্টেক্স	লেমন পিল্	০	আগ্নেয়, উত্তেজক,

বায়ুনাশক

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
টিংচুরা লিমোনিস্	টীং অফ লেমন্ পীল্	১—২ ড্রাম	ঐ
ওলিয়ম্ লিমোনিস্	অইল অফ লেমন্	১—৫ মিঃ	ঐ
অর‍্যান্সিয়াই কর্টেক্স	অরেঞ্জ পিল্	০	আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক।
ইনফিউজম্ অর‍্যান্সিয়াই	ইনফিউজন্ অফ অরেঞ্জ	১-২ আং	ঐ
ইনফিউজম্ অর‍্যান্সিয়াই কম্পজিটম্	কম্পৌণ্ড ইনফিউজন্ অফ অরেঞ্জ পিল্	১—২ আং	ঐ
সিরপস অর‍্যান্সিয়াই	সিরপ অফ অরেঞ্জ পীল্	১—২ ড্রাম	ঐ
টিংচুরা অর‍্যান্সিয়াই	টীং অফ অরেঞ্জ পিল্	১—২ ড্রাম	ঐ
একোয়া অর‍্যান্সিয়াই ফ্লোরিস্	অরেঞ্জ ফ্লোয়ার ওয়াটার	১—২ আং	ঐ
সিরপস অর‍্যান্সিয়াই ফ্লোরিস	সিরপ অফ অরেঞ্জ ফ্লোয়ার	১—২ আং	ঐ
ম্যাটিসি ফোলিয়া	ম্যাটিকো লীবস্		বাহ্য ব্যবহারে রক্তরোধক, জলৌকা দংশন স্থলের রক্ত রোধ করে
ইনফিউজম্ ম্যাটিসি	ইনফিউজন্ অফ ম্যাটিকো	১—২ আং	ঐ
পাইমেণ্টা	পাইমেণ্টো	১০—৩০ গ্রেণ	আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক।
একোয়া পাইমেণ্টি	পাইমেণ্টো ওয়াটার	১—২ আং	ঐ
ওলিয়ম পাইমেণ্টি	অইল অফ পাইমেণ্টো	১—৫ মিঃ	ঐ

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ফেনিকিউলাই ফ্রুক্টস্	ফেনেল ফ্রুট্	...	উত্তেজক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক।
একোয়া ফেনিকিউলাই	ফেনেল্ ওয়াটার	১—২ আং	ঐ
মেন্থা পিপ্পরিটা	পেপারমেণ্ট	...	আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপনিবারক
ওলিয়ম্ মেন্থি পিপারিটী	অইল অফ পেপারমিণ্ট	২—৫ মিঃ	ঐ
স্পিরিটস্ মেন্থি পিপারিটা	স্পিরিট অফ পেপারমিণ্ট	২০—৬০ মিঃ	ঐ
একোয়া মেন্থি পিপরিটি	পেপারমিণ্ট ওয়াটার	১—২ আং	ঐ
এসেন্সিয় মেন্থি পিপারিটা	এসেন্স অফ পেপারমিণ্ট	১—২ আং	ঐ
মেন্থা বিরিডিস্	স্পিয়রমিণ্ট	...	উত্তেজক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক।
ওলিয়ম মেন্থি বিরিডিস্	অইল অফ স্পিয়রমিণ্ট	১—৫ মিঃ	ঐ
একোয়া মেন্থি বিরিডিস্	স্পিয়রমিণ্ট ওয়াটার	১—২ আং	ঐ
জিঞ্জিবর	জিঞ্জর	১০—২০ গ্রেঃ	আগ্নেয় উত্তেজক, বায়ুনাশক
টিংচুরা জিঞ্জিবরিস্ ফর্সিয়র	ষ্ট্রং টীং অফ জিঞ্জর	৫—২০ মিঃ	ঐ
টিংচুরা জিঞ্জিবরিস্	টীং অফ জিঞ্জর	½—১ ড্রাম	ঐ
সিরপস জিঞ্জিবরিস্	সিরপ্ অফ জিঞ্জর	½—১ ড্রাম	ঐ
এনিথাই ফ্রুক্টস্	ডিল্ ফ্রুট	১০—৬০ গ্রেঃ	উত্তেজক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক
ওলিয়ম্ এনিথাই	অইল্ অফ ডিল্	১—৫ মিঃ	ঐ
একোয়া এনিথাই	ডিল্ ওয়াটার	১—২ আং	ঐ

লাটিন নাম।	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
ল্যাবাণ্ডিউলা	ল্যাবেণ্ডার		আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক
ওলিয়ম্ ল্যাবাণ্ডিউলি	ল্যাবেণ্ডর	১—৫ মিঃ	ঐ
স্পিরিটস্ ল্যাবাণ্ডিউলা	স্পিরিট অফ ল্যাবেণ্ডর	৩০—৬০ মিঃ	ঐ
টিংচুরা ল্যাবেণ্ডিউলি কম্পজিটা	কম্পৌণ্ড টীং অফ ল্যাবেণ্ডর	½—১ ড্রাম	ঐ
রোজ মেরিনস্	রোজ মেরি		আগ্নেয়, বায়ুনাশক, উত্তেজক।
অলিয়ম্ রোজ ম্যারিনি	অইল্ অফ রোজ ম্যারি	১—৫ মিঃ	ঐ
স্পিরিটস্ রোজ ম্যারিনি	স্পিরিট অফ রোজ মেরি	২০—৩০ মিঃ	ঐ
ওলিয়ম্ কাজুপটি	অইল অফ কাজুপট	১—৫ মিঃ	উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক, ঘর্ম্মকারক।
স্পিরিটস্ ক্যাজুপটি	স্পিরিট অফ ক্যাজুপট	১০ মিঃ—১ ড্রাম	ঐ
ক্যানিলি আলবিকর্টেক্স	ক্যানিলা অলবা বার্ক		উত্তেজক, বায়ুনাশক, বিরেচক এবং বলকারক ঔষধ সহযোগে ব্যবহৃত হয়
ক্রোকস্	স্যাফ্রন্		উত্তেজক, বায়ুনাশক।
টিংচুরা ক্রোসাই	টীং অফ স্যাফ্রন্	১—২ ড্রাম	ঐ

পিত্তনিঃসারক বা কোলেগগস্।

লাটিন্ নাম	ইংরাজী নাম	মাত্রা।	মন্তব্য।
ট্যারাক্সেসাই রেডিক্স	ড্যাণ্ডেলিয়ন্ রুট	...	পিত্তনিঃসারক, মূত্রকারক, পরিবর্ত্তক আগ্নেয়, বলকারক, স্বেদজনক, অল্প বিরেচক
ডিকক্টম্ ট্যারাক্সেসাই	ডিকক্সন্ অফ ট্যারাক্সেকম্	১—৪ আং	ঐ
একষ্ট্রাক্টম্ ট্যারাক্সেসাই	একষ্ট্রাক্ট অফ ট্যারাক্সেকম্	১০ ৩০ গ্রেঃ	ঐ
সক্কস্ ট্যারাক্সেসাই	একষ্ট্রাক্ট অফ টেরাক্সেকম্	১—২ ড্রাম	ঐ
ফেলবরিনম্ পিউরিফিকেটম্	পিউরিফায়েড অক্স বাইল	৫—১০ গ্রেঃ	পিত্তনিঃসারক, বলকারক, মৃদু বিরেচক, মূত্রকারক, ক্রিমিনাশক।

রজোনিঃসারক বা এমিনাগগস্।

বোরাক্স	বোরাক্স	১০—৬০ গ্রেঃ	রজোনিঃসারক, জরায়ু সঙ্কোচক, মূত্রকারক, শৈত্যকারক
মেল্ বোরেসিস্	বোরাক্স হনি	...	ঐ
গ্লাইসরাইনম্ বোরেসিস্	গ্লাইসরীন্ অফ বোরাক্স	...	ঐ
ওলিয়ম্ রিউটা	অইল অফ রিউ	১—৫ মিঃ	উত্তেজক, রজো-

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা।	মন্তব্য।
			নি...বক, আক্ষেপ নিবারক, বায়ুনাশক, বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতা সাধক এবং ফোস্কাকারক।
স্যাবিনি কাকুমিনা	স্যাবিনি টপস্ ...	৫—১০ গ্রেঃ	বজো-নিঃসারক, জরায়ু উত্তেজক, ক্রিমিনাশক।
ওলিয়ম্ সেবাইনি	অইল অব স্যাবিন্ ...	২—৫ মিঃ	ঐ
টিংচুরা সেবাইনি ...	টীং অফ স্যাবিন্ ...	½—২ ড্রাম	ঐ
য়ঙ্গুয়েন্টম্ সেবাইনি	স্যাবিন্ অয়েণ্টমেণ্ট ...	...	ঐ

ক্ষার।

পটাসি কার্বনাস	কার্বনেট অফ পটাশ ...	১০—৩০ গ্রেঃ	অম্ল-নাশক, শুষ্ককারক, দ্রাবক
পটাসি বাইকার্বনাস	বাইকার্বনেট অফ পটাশ	১০—৬০ গ্রেঃ	অম্লনাশক, পরিবর্ত্তক, মূত্রকারক।
লাইকর পটাসি এফর্বেসেন্স	এফর্বেসিং সোল্যুসন অফ পটাশ ...	...	ঐ
লাইকর শোডি	সোল্যুসন অফ শোডা	১০মিঃ—১ড্রাম	ক্রিয়া লাইকর পটাসির ন্যায়।
শোডি কার্বনাস ...	কার্বনেট অফ শোডা ...	১০—৩০গ্রেঃ	ক্রিয়া কার্বনেট অফ পটাশের ন্যায়
শোডি কার্বনাস্ এক্সিকেটা	ড্রায়েড কার্বনেট অফ শোডা	৩—১০ গ্রেঃ	ঐ
শোডি বাই কার্বনাস	বাই কার্বনেট অফ সোডা	১০—৩০ গ্রেঃ	বাই কার্বনেট অফ পটাশের ন্যায়
লাইকর শোডি—	এফর্বেসিং সোল্যুসন—		

লাটিন নাম	ইংরাজী নাম।	মাত্রা	মন্তব্য।
এফর্বেসেন্স	অফ শোডা	...	ঐ
শোডি সিট্রোটার্টস্	এফর্বেসেন্ট সিট্রেট টেট		
এফর্বেসেন্স	অফ শোডা	৬০ গ্রেঃ–২ আং	ঐ
ট্রোচিস্থাই শোডি	বাইকার্বনেট অফ		
বাইকার্বনেটিস্	শোডা লোজেঞ্জেস্	১—৬ চাক্তি	ঐ
ক্যালসিস্ কার্বনাস	কার্বনেট অফ লাইম্	২০—৬০ গ্রেঃ	অম্ল-নাশক, ধারক, শুষ্কীরক
মিশচুরা ক্রিটি	চাক্ মিক্শ্চার	১—২ আং	ঐ
পল্বিস্ ক্রিটি	এরোমাটিক		
এরোম্যাটিকস্	পৌডর্ অফ্ চক্	১০—৬০ গ্রেঃ	ঐ
সেপো	সোপ্	৫—৩০ গ্রেঃ	অম্ল-নাশক, স্নিগ্ধকারক, স্থানিক কোন উগ্রতা প্রকাশ করে না।
লিনিমেণ্ট সেপোনিস	সোপ্ লিনিমেণ্ট	...	ঐ
এম্প্ল্যাস্ট্রম্ সেপোনিস	সোপ্ প্লাষ্টর		ঐ
এম্প্লাস্ট্রম্ সিরেটাই সেপোনিস্	সোপ সিরেট প্ল্যাষ্টর		ঐ

সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়।

অত্র গ্রন্থে আরও কয়েকটি সাঙ্কেতিক ব্যবহৃত হইয়াছে যথা ;—

ডাং বা ডিল্	স্থলে	ডাইলিউটেড্ বুঝিতে হইবে।
ড্রেম্	...	পরিবর্ত্তে ,,
১—৩৫ ইত্যাদি	,, ...	হইতে ৩৫ ইত্যাদি

য়্যাশিডে জলমিশ্রণ-প্রণালী।—য়্যাশিড মাত্রেই বড় উগ্র এজন্য তীব্র অবস্থায় উহা ব্যবহৃত হয় না জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, উহাদের সহিত জল মিশাইবার পদ্ধতি একরূপ নহে, অর্থাৎ সকল য়্যাশিডেই যে সমান সমান পরিমাণ জল মিশাইতে হয় এমত নহে। ভিন্ন ভিন্ন য়্যাশিডকে যেরূপে জল মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১ ড্রাম সল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিডে ১১.০ ড্রাম জল।

১ ড্রাম নাইট্রিক্ য়্যাশিডে ৬ ড্রাম জল

৩ ড্রাম নাইট্রিক্ য়্যাশিড ৪ ড্রাম হাইড্রোক্লোরিক য়্যাশিডে ২৫ ড্রাম জল (ইহাকে নাইট্রোমিউরিয়েটিক য়্যাশিড কহে)।

৪ ড্রাম হাইড্রোক্লোরিক য়্যাশিডে ৩০ ড্রাম জল দিতে হইবে। তাহা হইলেই সেই সেই য়্যাশিড ডাইলিউটেড্ হয়।

অন্যান্য য়্যাশিড্, গ্যাস্ (বাষ্প) হইতে প্রস্তুত হয়, সুতরাং জল-মিশ্রণ ব্যতীত ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। এ কারণ ঔষধ-প্রস্তুত-কারকেরা জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখেন।

উগ্র তরল ঔষধ সকল বিন্দু পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর পরিমাণের স্থিরতা নাই। বোতল বা শিশির মুখের পরিসর অনুসারে বিন্দু ছোট বড় হইয়া থাকে ডাক্তারেরা যে মিনিম্ কথাটী ব্যবহার করেন, তাহার পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল ঔষধ ব্যবহার করিবার সময়ে নিম্নলিখিত ক্রম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য

পরিষ্কৃত জলের	৪৫ বিন্দুতে	১ ড্রাম হয়।
লবণ দ্রাবক	৫৪ ,,	ঐ
গন্ধক দ্রাবক	৯০ ,,	ঐ
সুরা	১৩৮ ,,	ঐ
ইথার	১৫০ ,,	ঐ
লডেনম্	১২০ ,,	ঐ
হাইড্রোসিয়েনিক্ য়্যাশিড	৪৫ ,,	ঐ

থার্ম্মামেটার্ বা তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার।—একটী কাচের নল বগলে দিয়া ডাক্তারেরা জ্বর দেখেন, তাহাকে "থার্ম্মামিটার" বা তাপমান যন্ত্র কহে ঐ কাচের নলের নীচে পারা থাকে। গায়ের উত্তাপ লাগিলে ঐ পারা উপরে উঠে জ্বরোত্তাপের পরিমাণ জানিবার জন্য উহার গায়ে কতকগুলি দাগ থাকে; ঐ এক একটী

দাগকে অংশ বা ডিগ্রী বলে। জ্বর-পরীক্ষাজন্য ডাক্তারেরা দুইপ্রকার নল ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে ছোটগুলিতে ৯৫ অংশ হইতে ১১০ পর্য্যন্ত ১৬টী বড় দাগ থাকে, আর বড়গুলিতে ৯০ হইতে ১১৫ পর্য্যন্ত ২১টী বড় দাগ থাকে। আবার দুটী বড় দাগের মধ্যে ৪টী ছোট দাগ আছে। ছোট দাগগুলি এক ডিগ্রীর পাঁচ ভাগের একভাগ। ভালরূপে গায়ের উত্তাপ জানিবার জন্য উহার গায়ে ছোট দাগগুলি আঁকা আছে। ঐ তাপমানের সাদা ধাতুকে, অর্থাৎ যেদিকে পারা থাকে, সেই নীচের দিক জানা বিশেষ দরকার। তাহা না হইলে উপরের দিক বসাইয়া দিলে কিছুই বুঝাইবে না। কোন্ স্থান পর্য্যন্ত পারদ উঠিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আলোকে ভাল করিয়া দেখিবে, নচেৎ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাপযন্ত্র রোগীর বগলে দিয়া জ্বর পরীক্ষা করিতে হয়। রোগীর বগলে দিবার পূর্ব্বে তাপযন্ত্রটীকে নাড়িবে। তাহার পর নিজের হাতের মুটোর মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিবে। তোমার গায়ের তাপ পাইয়া পারা যখন ৯৫ অংশ পর্য্যন্ত উঠিবে, তখন রোগীর বগলে দিবে। বগলে যন্ত্রটি এমন জুতসই করিয়া রাখিবে যে, তাপযন্ত্রের গোড়াটী, অর্থাৎ যে স্থানে পারা আছে যেন সেই স্থানটী বগলের মধ্যে থাকে এবং স্থানচ্যুত না হয়। এইরূপে ১০ মিনিট রোগীর বগলে রাখিয়া কত ডিগ্রী পারা উঠিয়াছে তাহা ঠিক করিবে, কারণ বগল হইতে স্থানচ্যুত করিয়া দেখিলে পারা পুনরায় নামিয়া পড়িবে।

সহজ লোকের গায়ের উত্তাপ ৯৮ ডিগ্রী, কিন্তু সব মানুষের সমান নয়; কাহার ৯৮, কাহার ৯৮৷০, কাহার বা ৯৯ ডিগ্রী। তবেই মানুষের গায়ের উত্তাপ গড়ে ৯৮॥ ডিগ্রী। সহজ গায়ের উত্তাপ ভাল করিয়া জানা চাই। তাপমানের যেখানে পর্য্যন্ত পারা উঠিলে সহজ গায়ের উত্তাপ হয়, সেখানে তীরচিহ্নের মত দাগ আছে, ইহার দ্বারা ডাক্তারেরা সহজ-গায়ের তাপ অনুভব করেন।

৯৯ ডিগ্রীর উপর পারা উঠিলে, কিন্তু ১০০ ডিগ্রীর নীচে থাকিলে অল্প জ্বরভাব বুঝিতে হইবে। ১০০ ডিগ্রীর উপর যত উঠিবে, জ্বরের প্রকোপ তত অধিক স্থির করিতে হইবে। ১০২ কিম্বা ১০৩ পর্য্যন্ত পারা উঠিলে মধ্যম রকমের জ্বর এবং ১০৩ এর যত উপর উঠিবে, তত বেশী জ্বর অনুমান করিবে।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষা।

৪ ধানে	১ রতি
৬ রতিতে	১ মাষা
৮ মাষায়	১ তোলা
২ তোলায়	১ কর্ষ
২ কর্ষে	এক অর্দ্ধ পল, শুক্তি বা অষ্টমিকা।
২ শুক্তিতে	১ পল
১৬ পলে	১ প্রস্থ
৪ প্রস্থে	১ আঢ়ক।
৪ আঢ়কে	১ দ্রোণ
৪ যবে	১ গুঞ্জা

এক বৎসরের পর স্নেহসিদ্ধ গুড় প্রভৃতি হীনবীর্য্য হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বগত গুণ থাকে না। স্নেহাদি চারি মাস পরে অধিক গুণ প্রকাশ করে। এক বৎসরের অধিক রাখিলে ঘৃতের আর ফলোপদায়ক গুণ থাকে না। তিল তৈল এক বৎসরের পর যতদিন থাকিবে, ততই অধিক গুণ বৃদ্ধি হইবে। এক বৎসরের পর সামান্যত ঔষধের বীর্য্য থাকে না। চূর্ণ ঔষধ দুই মাস পরেই হীনবীর্য্য হয়। মোদক ও লেহ এক বৎসরের পর আর তেজস্কর থাকে না। লঘুপাকী ঔষধ সমুদায় এক বৎসরের পর তেজশূন্য হয়। আসব অর্থাৎ মদ, ধাতুদ্রব্য অর্থাৎ স্বর্ণাদি ও পারদ ইহারা যত পুরাতন হইবে, ততই অধিক ফল-প্রদানোপযোগী হইবে।

অনুক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা।—যে স্থানে সময়ের নির্দ্দিষ্টতা নাই, সেস্থলে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে। ভাগ অনুক্ত থাকিলে সমভাগে গ্রহণ করিবে। কি পাত্র বিনির্ণয় করিয়া লেখা না থাকিলে মৃৎপাত্র বুঝিতে হইবে। তরল দ্রব্য অনুক্ত থাকিলে জল গ্রহণ করিবে। যেখানে ঘৃত, দুগ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথায় গব্যঘৃত, গব্যদুগ্ধ বুঝিবে।

এক দ্রব্যের অভাবে অন্য দ্রব্য গ্রহণবিধি।—মধু অভাবে পুরাতন গুড়, তদভাবে নূতন গুড় চারি প্রহর রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। দুগ্ধ অভাবে মুগ বা মসূরের

দ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। শালি ধান্য অভাবে ষষ্টিক-ধান্য, দ্রাক্ষা অভাবে গাম্ভারী ফল, দাড়িম অভাবে বৃক্ষাম্ল, সৌবাষ্ট্রী মৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, তগরমূলের অভাবে সিউলীছোপড়, লৌহ অভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপ—যাহাকে ভাল কথায় সিদ্ধার্থ কহে, তদভাবে সামান্য সর্ষপ গ্রহণ করিবে। চই ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপ্পলীমূল, চাকুন্দ্যার অভাবে শালপাণি, মুঞ্জাতকের অভাবে তালমস্তক, কুঙ্কুম অভাবে কাঁচা হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে শঙ্খচূর্ণ, হীরক অভাবে বৈক্রান্ত, কাঁকড়াশৃঙ্গীর অভাবে মায়ফুবীজ, ধন্যাকি অভাবে শুলফা, বারাহিকন্দের অভাবে চাগার আলু, মূর্ব্বা অভাবে জিঙ্গিনীত্বক, স্বর্ণ অভাবে রৌপ্য—ইহারও অভাবে লৌহ প্রয়োগ করিবে। পুষ্করমূল অভাবে কুড়, সৈন্ধব অভাবে সামুদ্র বা বিটলবণ, বৃক্ষাম্লক অভাবে ধন্য এবং পুষ্প অভাবে কচি ফল গ্রহণ করিবে। জ্যোতকের অভাবে রক্তচন্দন, মদ্য অভাবে শিওাকী, শুক্তির অভাবে কাঁজী, যষ্টিমধু অভাবে চই, কুড়চি অভাবে মুষলীমূল, রাস্না অভাবে পরগাছা, জীরা অভাবে ধন্যা, ও তুম্বুরুর অভাব হইলে শালি বা ধন্যা গ্রহণ করিবে। রসাঞ্জন অভাবে দারু-হরিদ্রার ক্বাথ, কর্পূর অভাবে মুথা, মৃগনাভি অভাবে গন্ধশটী এবং কোকিলাক্ষের অভাবে গোক্ষুরবীজ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

স্বরসের লক্ষণ।—আর্দ্র দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কুট্টিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা পেষিত করিলে যে রস বাহির হয়, তাহাকে উক্ত দ্রব্যের স্বরস কহে। শুষ্ক দ্রব্যের রসের প্রয়োজন হইলে, ঐ দ্রব্যের আট গুণ জল দ্বারা উহাকে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া তাহা গ্রহণীয়।

ঔষধির অঙ্গ গ্রহণ বিধি।—বট অশ্বত্থ প্রভৃতির ছাল, জীবকাদি বৃক্ষের সার, তালিসাদির পত্র এবং ত্রিফলার ফল গ্রহণ করিবে। যে সকল মূল স্থূলতর অথচ অভ্যন্তরে সারভূত কাষ্ঠ থাকে, তাহার বল্কল গ্রহণ করিবে। যে সকল ক্ষুদ্র অথচ কাষ্ঠগর্ভ নহে, তাহা সমুদয় গ্রহণ করিবে।

পুটপাকের বিধি।—ঔষধ কোন মৃৎপাত্রে রাখিয়া তদুপরি আর একখানি পাত্রদ্বারা আবৃত করিয়া তাহা জম্বু ও বট পত্রাদিদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবে। অনন্তর এক কৃষ্ণ দুই অঙ্গুলি আন্দাজ লেপ করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিয়া একটী গর্ত্তের অধোদেশে "ঘুঁটে" দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার উপরে ও ঘুঁটে দিবে অর্থাৎ উক্ত পাত্রটি বেশ

উর্দ্ধাধ হইতে তাপ পায়, এরূপ স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রদান করিয়া ক্রমে উহার তেজ হ্রাস হইয়া আসিলে পাত্রটী তুলিয়া লইবে

স্নেহদ্রব্যের মাত্রা।—ঔষধের মাত্রাসম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবধারিত নাই কাল, অগ্নি বল, বয়ক্রম, প্রকৃতি, দেশ ও বাতাদি দোষানুসারে মাত্রা কল্পনা করিবে মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইলে ঔষধে কোনও উপকার দর্শে না স্নেহ দ্রব্য, ক্বাথ ঔষধ প্রবলাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে ৮ তোলা, মধ্যমাগ্নি ব্যক্তিকে ৬ তোলা এবং হীনাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ৪ তোলা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে

দ্বিরুক্ত দ্রব্য গ্রহণ।—ঘৃত, তৈল ও চূর্ণ প্রভৃতির যোগে যে দ্রব্য দুইবার উক্ত আছে, সেই দ্রব্য দুই ভাগ দিতে হইবে

অনুক্ত স্থানে অনুপান বিধি।—যেখানে কোন অনুপান লিখিত নাই, সেখানে ত্রিফলার জলের সহিত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য

অনুক্ত স্থানে মাত্রা বিধি। যেখানে ঔষধের কোন প্রকার মাত্রা লিখিত নাই, সেখানে রোগীর অবস্থা এবং ঔষধের বীর্য্য বিবেচনায় মাত্রা অবধারণ করিতে হইবে

বালকের ঔষধের পরিমাণ।—বালকের জন্ম অবধি এক মাস পর্য্যন্ত এক রত্তি পরিমাণে ঔষধ মধু দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, ইহার কোন একটীর দ্বারা লেহবৎ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে এক বৎসর হইলে মাত্রা বার রত্তি ইহার পর ষোল রত্তি ইহার পর ষোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে ১ মাসা করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে ষোল হইতে ৭০ ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত ২ তোলা, তদূর্দ্ধে বালকের মাত্রা প্রয়োগ করিবে

ত্রিফলা।—হরিতকী, বহেড়া ও আমলাকে ত্রিফলা বলে।

ত্রিকটু।—শুঁঠ, পিপ্পলী, মরিচ এই তিনটীকে ত্রিকটু কহে।

পঞ্চ লবণ।—সৌবর্চ্চল সৈন্ধব, বিটলবণ, উদ্ভিদ লবণ এবং সামুদ্র লবণ

স্নেহ চারিপ্রকার।—ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা এই চারিপ্রকার স্নেহ

চতুর্জ্জাত।—দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র নাগেশ্বর এই চারিটীকে চতুর্জ্জাত কহে

ত্রিসুগন্ধি ও ত্রিজাতক—দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ এই তিনটীর নাম ত্রিসুগন্ধি ও ত্রিজাতক

ত্র্যূষণ ও ত্রিমদ—পিপ্পলী, শুঁঠী, গোলমরিচ এই তিনটীকে ত্র্যূষণ এবং বিড়ঙ্গ, মুথা, চিতা এই তিনটীকে ত্রিমদ কহে

পঞ্চকোল—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুঁঠী, এই পাঁচটীকে পঞ্চকোল কহে।

অষ্টবর্গ।—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, ঋষভক, জীবক, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, এই আটটীর নাম অষ্টবর্গ

এই গ্রন্থে যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাদের পাকপ্রণালী যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে, এজন্য পৃথকরূপে আর এ স্থলে উক্ত হইল না তবে যে সমুদয় ধাতু বা অন্যান্য দ্রব্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে শোধন ও মারণাদি দ্বারা ব্যবহারযোগ্য করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল

ভস্মপ্রকরণ।

স্বর্ণভস্ম প্রণালী—যে পরিমাণ স্বর্ণ ভস্ম করিবে, তাহাকে অগ্রে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তৈলে নিমগ্ন করিবে এইরূপে প্রত্যেক-বার উত্তপ্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে তক্রে গোমূত্রে, কাঁজি এবং কুলত্থ কলা-ইয়ের জলে উক্ত প্রকারে শোধন করিয়া লইবে তাহার পরে ঐ স্বর্ণকে পিটিয়া পাত করিবে পাত করা হইলে, তাহাকে যতদূর সম্ভব অল্প দীর্ঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া লইবে। তদনন্তর স্বর্ণের সমান পারদ এবং গন্ধক পৃথক্ পৃথক্ ভাগে লইয়া তিন দ্রব্যকে একত্র মর্দ্দন করিতে থাকিবে মর্দ্দন করিতে করিতে পারদ, গন্ধক এবং স্বর্ণ একত্র মিশ্রিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে তাহার পরে ঐ মিশ্র চূর্ণকে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটী চাক্তি প্রস্তুত করত উত্তমরূপে শুষ্ক করিবে। শুকাইলে একটী মৃত্তিকার কৌটা-মধ্যে স্বর্ণের সমান গন্ধকচূর্ণ (নীচে অর্দ্ধেক উপরে অর্দ্ধেক) দিয়া তন্মধ্যে স্বর্ণের চাক্তিটী রাখিবে এবং ঐ কৌটাকে লোহিত বেষ্টন-পূর্ব্বক গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া শুকাইবে। পরিশেষে

১০ হস্ত পরিমিত গভীর এবং তিন পোয়া বা সবিশিষ্ট একটী গর্ত্তে রাখিয়া ৩০ খানি বিল ঘুঁটের পোড়ে দগ্ধ করিবে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে সর্বের চাক্তিটী বাহির করিয়া পুনর্ব্বার পারা ও গন্ধকের সহিত পূর্ব্ববৎ মর্দ্দন করিতে করিতে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটী চক্তি প্রস্তুত করিবে, তাহার পর আবার তদ্রূপে প্রলেপ দিবে ও কৌটার মধ্যে গন্ধক ঢাকা দিয়া বিল ঘুঁটের আগুনে পোড়াইবে এইরূপে চৌদ্দ বার দগ্ধ করিলে স্বর্ণভস্ম হইবে প্রাচীন বৈদ্যগণ বলেন প্রথমবার পোড়াইবার সময় স্বর্ণের সমান পরিমাণ রসগন্ধক দিয়া মর্দ্দন করিতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয়বারে পারা, গন্ধকের পরিমাণ এক অষ্টমাংশ কম দিতে হয়

স্বর্ণ ভস্ম করিবার অন্যান্য অনেক উপায় আছে এমন কি এক পোড়েও ভস্ম করিতে পারা যায়, কিন্তু উপরোক্ত প্রকারে স্বর্ণভস্মপ্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে

রৌপ্যভস্মপ্রণালী।—বলাবাহুল্য যে ভস্ম করিবার জন্য যে ধাতু গ্রহণ করা যায়, তাহা অবশ্য বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক অতি বিশুদ্ধ রূপাকে পাতলা পাত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কাটিবে তাহার পরে রৌপ্যের সমান পারদ এবং দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত উত্তমরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মর্দ্দন কজ্জলী করতঃ গোঁড়ালেবুর রসে মাড়িয়া চাক্তি করিবে এবং স্বর্ণ ভস্ম প্রকরণে যেরূপ কৌটামধ্যে রাখিয়া প্রলেপ দিয়া গজপুটে পোড়াইবার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ ৪।৫ বার পোড়াইলে রৌপ্য ভস্ম হইবে

তাম্র-ভস্ম-প্রকরণ।—তাম্রের পাত খণ্ড করতঃ ক্ষুদ্র করে কাটিয়া লইবে, তাম্রের দ্বিগুণ গন্ধক চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধেক কৌটার মধ্যে দিবে, তাহার পর তাম্র-কুঁচি-গুলি রাখিয়া অর্দ্ধেক গন্ধক চূর্ণ ঢাকা দিবে চাপ দিয়া তাহার উপরি গোঁড়ালেবুর রস অর্দ্ধ তোলা দিয়া কৌটা বন্ধ করিবে এবং উত্তমরূপে প্রলেপ দিয়া শুকাইলে গজপুটে দগ্ধ করিলেই তাম্রভস্ম হইল [illegible] ঐ তাম্রভস্মকে ঘোল দিয়া মাড়িয়া চাকতি করতঃ ওলের মধ্যে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে গোময়-মিশ্রিত মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া পোড়াইয়া লইবে ইহাকে অমৃত করণ করা বলে

পিত্তল-কাংস্য-ভস্মপ্রকরণ।—তাম্রভস্মের ন্যায় সমস্ত প্রকরণ করিবে। কেবল কাঁসা ভস্ম করিতে [illegible] বার পোড়াইতে হয়,

বলাবাহুল্য যে, প্রত্যেকবারেই গন্ধক নীচে উপর দিয়া কৌটার মধ্যে পোড়াইবে

সীসকভস্মপ্রকরণ।—সীসকের সমান মনঃশীলা পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ভাণ্ডমধ্যে [illegible] গজপুটে দগ্ধ করিলে সীসক ভস্ম হইবে।

রঙ্গ-ভস্ম-প্রকরণ।—রঙ্গ অর্থাৎ রাংকে লৌহপাত্রে চাপাইয়া অগ্নির তাপে গলাইবে, তাহার পর তাহাতে রঙ্গের সমানভাগে হরিদ্রা চূর্ণ দিয়া একটী নিম্বকাষ্ঠের দণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে হরিদ্রার গুঁড়াগুলি ভস্ম হইয়া রঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইলে পরে অশ্বত্থ বৃক্ষের [illegible] তাহাকে চোকালি বলে উহা রঙ্গের সমানভাগ চূর্ণ করতঃ তাহাতে দিয়া নিম্বদণ্ডে নাড়িতে নাড়িতে উহাও রঙ্গের সহিত মিশিয়া যাইবে তাহার পরে ঐরূপে ত্রিফলা চূর্ণ ও জিরা চূর্ণ মিশ্রিত করিবে রঙ্গ চূর্ণ হইয়া আসিবে তাহা হইলেই রঙ্গভস্ম হইল ইহাকেই রঙ্গ বলে উক্তরূপে রঙ্গ ভস্ম করিতে প্রায় দুই প্রহর কাল লাগে

স্বর্ণমাক্ষী-ভস্মপ্রকরণ।—তাম্রের ন্যায় জানিবে

লৌহভস্ম প্রকরণ।—ভস্ম করিবার পক্ষে কান্তি লৌহ বা করাত চাঁচাই উৎকৃষ্ট ঐ করাত চাঁচা বা কান্তিলৌহগুঁড়াকে একমাস ত্রিফলার [illegible] লৌহদণ্ড দ্বারা [illegible] মূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, তাহার পরে উত্তমরূপে লৌহদণ্ড দ্বারা [illegible] খণ্ডে গোমূত্রযোগে মর্দ্দন করতঃ ছোট চাক্তী করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে উত্তমরূপে শুকাইলে একটা গর্ত্ত কাটিয়া নীচে উপরে বিল ঘুঁটে দিয়া লৌহের চাক্তী গুলিকে পোড়াইবে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পূর্ব্ববৎ গোমূত্র দ্বারা মর্দ্দন করতঃ চাক্তী করিয়া পোড়াইবে এইরূপে শত [illegible] দগ্ধ করিয়া শেষে ত্রিফলাকে গোমূত্রে ভিজাইয়া তাহাতে লৌহ [illegible] করিয়া পোড়াইলেই লৌহভস্ম হইল।

অভ্রভস্ম করিবার প্রকরণ।—বনপালঙ্গের রসে অভ্রকে দিবস [illegible] ভিজাইয়া রাখিবে তাহার পরে লৌহের ন্যায় গোমূত্রে মর্দ্দন করতঃ সহস্রবার দগ্ধ করিলে অভ্রভস্ম হয়

হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির করিবার প্রকরণ।—বাজারে [illegible] পারদ [illegible] হয়, উহার সহিত প্রায়ই সীসকাদি মিশ্রিত থাকে, এজন্য উহা ব্যবহার্য্য নহে। হিঙ্গুল হইতে যে পারদ বাহির হয়, উহা বড় উগ্রবীর্য্য; এজন্য ঔষধবিশেষে উহার ব্যবস্থা আছে। যে উপায়ে হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির হয়, তাহার প্রকরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

হিঙ্গুলকে একটী হাঁড়িতে পুরিয়া একটী সরা ঢাকা দিবে সেই সরার তলায় যেন ভূষা খড়ি খুব ঘন করিয়া মাখান থাকে হাঁড়ির মুখ ময়দা, অথবা মাসকলাইয়ের দাউল বাটা দ্বারা বন্ধ করিয়া হাঁড়ির সর্ব্বাঙ্গে গোবর মাটীর প্রলেপ দিবে; প্রলেপ শুকাইলে ঐ হাঁড়িতে ১॥ প্রহর কাল জ্বাল দিবে জ্বাল দিবার সময় সরাটী জলপূর্ণ রাখিবে এবং জল গরম হইয়া বাষ্প হইতে আরম্ভ করিলেই পরিবর্ত্ত করিবে এইরূপ ১৪ বার জল পরিবর্ত্তিত করা হইলে বুঝিবে, পারা বাহির হইয়াছে তাহার পর নামাইয়া হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে উহা খুলিয়া সরার তলের ভূষা খড়ি চাঁচিয়া তাহা পুরু নেকড়ায় পুরিয়া ছাঁকিলেই বিশুদ্ধ পারদ বাহির হয়

মুক্তাভস্ম প্রকরণ।—মুক্তাকে একদিন জয়ন্তী পত্রের রসে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন কৌটার ভিতর রাখিয়া কিঞ্চিৎ জয়ন্তী পত্রের রস প্রদান করত প্রলেপ দিয়া গজপুটে দগ্ধ করিবে।

প্রবালকে ঐরূপে ভস্ম করিতে হয়।

মণ্ডুর ভস্ম প্রকরণ।—লৌহ বিষ্ঠাকে তিনদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া লৌহভস্মের ন্যায় ২১ পোঁড় দিবে

শোধন বিধি।

গন্ধক শোধন।—গন্ধককে লৌহপাত্রে রাখিয়া আগুনে উত্তপ্ত কর। যখন গন্ধক তাপ পাইয়া গলিয়া যাইবে, তখন অগ্নি হইতে নামাইয়া ঐ দ্রব গন্ধক দুগ্ধে ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলেই উহা কঠিনাকার ধারণ করিবে

হীরক শোধন। হীরাকে পোড়াইয়া অশ্বমূত্রে ডুবাইবে।. এইরূপ ২১ বার করিলেই হীরা শুদ্ধ হইবে

মুক্তা শোধন।—মুক্তাকে ক্রমান্বয়ে পাতিলেবুর রস, মধু এবং জয়ন্তী পত্রের রসে স্থাপন করিবে।

প্রবাল শোধন।—খানিকটা দুগ্ধে প্রবালকে সিদ্ধ করিয়া তৎপরে দুগ্ধ হইতে তুলিয়া লইবে।